Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর

অষ্টম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর

অষ্টম খণ্ড

(পারা ১৮ থেকে পারা ২১ পর্যন্ত)

(সূরা আন নূর থেকে সূরা আস্ সাজ্‌দা পর্যন্ত)

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অনুবাদ : অধ্যাপক আখতার ফারূক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইব্ন কাছীর (অষ্টম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত
[ইসলামি প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশনা : ২০৪৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0660-3

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০২

তৃতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ২০১৪
বৈশাখ ১৪২১
জমাদিউস সানি ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৫৪০.০০ (পাঁচ শত চল্লিশ) টাকা মাত্র

TAFSIRE IBNE KASIR (8th Volime) (Commentary on the Holy Quran) : Written by Imam Abul Fida Ismil Ibne Kasir (Rh) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation. Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 April : 2014
Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd @yahoo.Com

Price: Tk. 540.00; US Dollar : 22.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের উহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনোও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াস এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে

আর কোন গ্রন্থেই তাফসীর ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খন্ডের বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট আছি। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার গ্রন্থটির ৮ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এজন্য আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশণার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসরি গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফক দিন। আমীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ্ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ্ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়, এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর-এর সবক'টি খণ্ডের অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে গভীর আনন্দ অনুভব করছি। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার অষ্টম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি, পূর্বের মতোই এবারও তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

আমরা এই গ্রন্থটি অনুবাদ নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন !

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

সূচিপত্র

সূরা আন-নূর ২৫-১৭৬

Contents

Contents

সূরা আল-ফুরকান ১৭৭-২৫৫

Contents

সূরা আশ্-শু'আরা ২৫৭-৩৫০

Contents

সূরা আন-নাম্‌ল ৩৫১-৪৩২

সূরা আল-কাসাস ৪৩৩-৫২২

Contents

Contents

Contents

Contents

সূরা লুক্‌মান

Contents

সূরা আস্‌-সাজ্‌দা ৭০৭-৭৩৬

Contents

[বাইশ]

অষ্টম খণ্ড

তাফসীর ঃ সূরা আন-নূর

[মদীনায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

١. سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

٢. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (১) ইহা একটি সূরা, ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহার বিধানকে অবশ্য পালনীয় করিয়াছি, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ইহাদিগের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে উহাদিগের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্তে ও পরকালে বিশ্বাসী হও, মু'মিনদিগের একটি দল যেন উহাদিগের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

তাফসীর ঃ "ইহা একটি সূরা যাহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি" ইহা বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা সূরাটির মর্যাদা প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য সূরা মর্যাদাসম্পন্ন নহে। وَفَرَضْنٰهَا মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, এই সূরার মধ্যে আমি (আল্লাহ্) হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ ও শরীয়াতের দণ্ড বিধান বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম বুখারী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, শরীয়াতের নির্দেশ তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি আমি নির্ধারণ করিয়াছি।

وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ -

আর আমি এই সূরায় সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়কে একশত কষাঘাত কর"। অত্র আয়াতে ব্যভিচারের দণ্ডবিধান বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। এবং বিষয়টি অনেকটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কারণ যেই ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে হয় আদৌ বিবাহ করে নাই। অথবা শরীয়াত সম্মত বিবাহ করিয়া তাহার স্ত্রী মিলনও ঘটিয়াছে। এবং সে বালিগ এবং আযাদও বটে। যদি সে আদৌ বিবাহ না করিয়া থাকে তবে, সে ক্ষেত্রে তাহার দণ্ড হইল একশত কষাঘাত। যেমন আয়াতে ইহা স্পষ্ট। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে তাহাকে এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিতও করিতে হইবে। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, দেশান্তরিত করিবার বিষয়টি ইমাম ও শাসকের বিবেচনাধীন থাকিবে। তাহারা তাহাকে দেশান্তরিত করা সমীচীন মনে করিলে করা হইবে নচেৎ নহে।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাঁহাদের মতের সমর্থনে যেই দলিল পেশ করেন, তাহা হইল, বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম যুহরী (র) কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুনাহী (রা) হইতে বর্ণিত, তাঁহারা বলেন, একবার দুইজন গ্রাম্যলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিল, অতঃপর তাহাদের একজন বলিল, আমার এই ছেলেটি এই ব্যক্তির বাড়িতে মজদুরী করিত। সে তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, অতঃপর আমি তাহাকে একশত বক্‌রী ও একটি বাঁদী ফিদিয়া হিসাবে দিয়াছি। কিন্তু পরে আলিমগণের নিকট ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিলেন, আমার ছেলেকে একশত কষাঘাত করিতে হইবে এবং এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত করতে হইবে। আর এই লোকটির স্ত্রীকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ নাশ করিতে হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, আমি

তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা ফায়সালা করিব। তুমি যেই বক্‌রী ও বাঁদী দিয়াছ, উহা তোমাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমার ছেলেকে একশত কষাঘাত করা হইবে ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত করা হইবে। আর হে উনাইস! তুমি ঐ লোকটির স্ত্রীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর, যদি সে ব্যভিচার স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ কর। অতঃপর উনাইস (রা) তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বীকার করিল এবং উনাইস (রা) পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করিল। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবিবাহিত পুরুষকে এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত করিতে হইবে এবং একশত কোড়া লাগাইতে হইবে। আর যদি সে বিবাহিত হয় এবং বালিগ ও আযাদ হয়, হীতাহিত জ্ঞানের অধিকারী হয়, পাগল না হয় সে ক্ষেত্রে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ নাশ করিতে হইবে। যেমন ইমাম মালিক (র) বলেন, ইব্‌ন শিহাব (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত উমর (রা) খুৎবা দানকালে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্যের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি প্রেরিত কিতাবের মধ্যে 'পাথর নিক্ষেপ করা' সম্পর্কিত আয়াতও ছিল। আমরা উহা পাঠ করিয়াছি এবং উহা সংরক্ষণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশ করিয়াছেন এবং আমরাও উহা করিয়াছি। কিন্তু এখন ভয় হইতেছে যে, কালক্ষেপণের সাথেসাথে মানুষ বলিয়া বসে, "আমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাবে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশের কোন আয়াত পাই না।" তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত একটি ফরয ত্যাগ করিয়া গুমরাহ্ হইয়া যাইবে। বিবাহিত বালিগ, আযাদ ও জ্ঞান সম্পণ্ন কোন ব্যক্তি পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রী ব্যভিচার করিলে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশ করিতে হইবে। ইহা আল্লাহ্‌র কিতাবেরই একটি নির্দেশ। তবে শর্ত হইল ইহার দলিল-প্রমাণ, কিংবা গর্ভধারণ অথবা স্বীকারোক্তি থাকিতে হইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম, মালিক (র) হইতে বহু দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখানে কেবল প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করিয়াছি।

ইমাম আহমাদ (র), হুসাইম (র), ... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর (রা) ভাষণ দানকালে বলিলেন, তোমরা মনে রাখিও, কিছু লোক এমনও আছে, যাহারা এই কথা বলে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে পাথর নিক্ষেপ করিয়া জীবননাশের কোন নির্দেশ নাই। আছে শুধু কোড়া মারিবার নির্দেশ। অথচ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাথর মারিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার পরে পাথর মারিয়া ব্যভিচারীর প্রাণনাশ করিয়াছি। যদি কোন কথকের এই কথা বলিবার আশংকা না থাকিত যে, উমর (রা) আল্লাহ্‌র কিতাবের বৃদ্ধি করিয়াছেন, "তবে আমি পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশ করা

সম্পর্কিত আয়াতকে কিতাবে ঠিক তদ্রূপ লিখিয়া দিতাম যেমন তাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল"। ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসটি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর ফারূক (রা) ভাষণ দানকালে 'রজম' (পাথর নিক্ষেপ করা) সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা অবশ্যই রজম করিব। কারণ ইহাও আল্লাহ্র একটি দণ্ড বিধান। মনে রাখিবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'রজম' করিয়াছেন এবং তাঁহার ইন্তিকালের পরে আমরা 'রজম' করিয়াছি। যদি কিছু লোকের এই কথা বলিবার ভয় না হইত যে, উমর (রা) আল্লাহ্র কিতাবের বৃদ্ধি করিয়াছেন, তবে কুরআনের এক কোণে ইহা লিখিয়া দিতাম। উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) এবং অমুক অমুক ইহার সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'রজম' করিয়াছেন এবং তাঁহার ইন্তিকালের পরে আমরাও 'রজম' করিয়াছি। মনে রাখিবে অচিরেই এমন কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করিবে যাহারা 'রজম', শাফা'আত ও কবর আযাবকে অস্বীকার করিবে এবং দোযখে বিদগ্ধ হইবার পর কিছু লোককে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে ইহাও অস্বীকার করিবে।

ইমাম আহ্মাদ (র) ইয়াহইয়া আল-কাত্তান (র) ..... হযরত উমর ফারূক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, "সাধারণত 'রজম' সম্পর্কিত আয়াতকে অস্বীকার করিয়া তোমরা ধ্বংস হইও না"। ইমাম তিরমিযী (র) সাঈদের মাধ্যমে হযরত উমর ফারূক (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারিরী (র) ..... কাসীর ইব্ন সাল্ত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মারওয়ানের নিকট ছিলাম, তথায় যায়িদ (রা) ও ছিলেন। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলিলেন, আমরা পড়িতাম ঃ

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجِمُهُمَا اَلْبَتَّةَ

"বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারী ব্যভিচার করিলে তোমরা তাহাদিগকে অবশ্যই 'রজম' করিবে।" তখন মারওয়ান বলিলেন, তবে আমি উহা কুরআনে লিপিবদ্ধ করিব? তিনি বলিলেন, হযরত উমর (রা)-এর জীবদ্দশায় একবার আমরা এই আলোচনা করিয়াছিলাম, তখন হযরত উমর ফারূক (রা) বলিলেন, আমি তোমাদের এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেছি। আমরা বলিলাম, "কিভাবে সমাধান করিবেন?" তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তখন অন্যান্য আলোচনার সহিত রজমের আলোচনাও হইল। লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে রজমের আয়াতটি লিখিয়া দিন। তিনি বলিলেন, এখন আর আমি উহা লিখিয়া দিতে পারি না। অথবা অনুরূপ অন্য কিছু বলিলেন।

ইমাম নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখিতসূত্র সমূহে বর্ণিত হাদীস একটি অপরটির সমর্থক এবং প্রত্যেকটি হাদীসই ইহা প্রমাণ করে যে, রজমের আয়াত পূর্বে কুরআনে লিখিত ছিল, কিন্তু পরে উহার তিলাওয়াত মানসূখ হইয়াছে। কিন্তু উহার হুকুম বহাল রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ীর চাকরের সহিত যেই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করিয়াছিল তাহাকে 'রজম' করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং মায়েয (রা)ও গামেদিয়াকে (মহিলা) রজম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল ঘটনাসমূহের কোন একটিতেও ইহার উল্লেখ নাই যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রজমের পূর্বে কাহাকেও কোড়া লাগাইয়াছেন। বরং বিভিন্ন সূত্রে যাহা বর্ণিত উহা দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু রজম করিয়াছেন। কোন ঘটনাতেই কোড়া লাগাইবার উল্লেখ নাই।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম মাযহাব ইহাই এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিঈ (র) এই মতই পোষণ করেন। অবশ্য ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বিবাহিত আযাদ ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যভিচারী ব্যক্তিকে কুরআনে নির্দেশ অনুসারে কোড়া লাগাইতে হইবে এবং হাদীসের নির্দেশ অনুসারে তাহাকে রজমও করিতে হইবে। অর্থাৎ উভয় শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। প্রমাণ হিসাবে তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তাঁহার নিকট 'সাররাহা' নাম্নী একজন বিবাহিতা মহিলাকে ব্যভিচারের দায়ে উপস্থিত করা হইল। বৃহস্পতিবার তাহাকে কোড়া মারা হইল এবং শুক্রবারে তাহাকে রজম করা হইল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ অনুসারে তো তাহাকে কোড়া মারা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত অনুসারে তাহাকে রজম করা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ্ ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন। কাতাদাহ্ (র) ..... উবাদাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ـ

"তোমরা আমার নিকট শরীয়াতের হুকুম শিক্ষা গ্রহণ কর, আমার নিকট হইতে শরীয়াতের হুকুম শিক্ষা গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য হুকুম নাযিল করিয়াছেন, অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে একশত কোড়া লাগাইতে হইবে এবং এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত করিতে হইবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা স্ত্রী লোকের সহিত ব্যভিচার করিলে, তাহাদিগকে একশত কোড়া লাগাইতে হইবে এবং রজমও করিতে হইবে"।

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহ্র হুকুম কায়েম করিবার বেলায় যেন বিন্দু পরিমাণ দয়াও তোমাদেরকে মধ্যে পাইয়া না বসে"। এখানে সেই দয়া যাহা কোন হাকিম ও শাসককে দণ্ডবিধান কায়েম করিতে বাধা প্রদান করে, উহাই নিষধ করা হইয়াছে। স্বাভাবিক দয়া নিষিদ্ধ নহে। মুজাহিদ (র) বলেন, فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ এর অর্থ فِيْ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ অর্থাৎ দণ্ডবিধান কায়েম করিতে শাসকগণের অন্তরে যেন দয়া না আসে আর বিধান যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া না পড়ে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। হাদিসে বর্ণিত "তোমরা একে অপরের হদ (দণ্ড ও শাস্তি) ক্ষমা করিয়া দাও। অবশ্য আমার নিকট দণ্ড উপযোগী ঘটনা আসিলে অনিবার্যভাবে উহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত ঃ لَحَدٌ يُقَامُ فِي الْاَرْضِ خَيْرٌ لِاَهْلِهَا مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا اَرْبَعِيْنَ صَبَحًا "দণ্ডবিধান কায়েম করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষণ অপেক্ষা উত্তম।"

কেহ কেহ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন, "দয়া করিয়া শাস্তি হাল্কা করিও না এবং কঠিন প্রহারও করিও না যে, হাড্ডি ভাংগিয়া যায় বরং মধ্যম ধরনের শাস্তি দিবে। আমির শা'বী এবং আতাও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

সাইদ ইব্ন আবূ আরুবাহ ..... মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তুহ্মত প্রদানকারীকে উহার কাপড় না খুলিয়া কোড়া লাগাইতে হইবে। আর ব্যভিচারীকে কোড়া লাগাইতে হইবে কাপড় খুলিয়া। অতঃপর তিনি وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ পাঠ করিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্ন ওবায়দুল্লাহ্ আওফী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে এবং আবূ মুলায়কাহ্ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর একটি বাঁদী ব্যভিচার করিলে তিনি তাহার দুই পায়ে কোড়া লাগাইলেন। নাফি (র) বলেন, আমার ধারণা তাহার পীঠেও কোড়া লাগাইলেন। নাফি (র) বলেন, আমি তখন এই আয়াত পাঠ করিলাম ঃ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ ـ

তখন ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, বৎস! তুমি কি মনে কর, কোড়া লাগাইতে আমি কোন প্রকার দয়া দেখাইয়াছি? আল্লাহ্ তা'আলা তো আমাকে তাহাকে হত্যা করিতে নির্দেশ দেন নাই। আর তাহার শরীরের চামড়া মাথায় তুলিতেও হুকুম করেন নাই। অবশ্য আমি তাহাকে বেদনাদায়ক কোড়াই মারিয়াছি।

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

যদি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি তোমাদের ঈমান থাকে তবে ব্যভিচারীর প্রতি দণ্ড বিধান কায়েম কর এবং তাহাকে কঠিন শাস্তি দাও। কিন্তু কঠিনও যেন এমন না হয় যে,

তাহার হাড্ডি ভাংগিয়া যায়। মুসনাদ গ্রন্থে জনৈক সাহাবী (রা) হইত বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছাগল যবেহ্ করিতে আমার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "وَلَكَ فِي ذٰلِكَ اَجْرٌ" ইহাতে তোমার সাওয়াব হইবে।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আর তাহাদের শাস্তিকালে যেন মু'মিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে।" মানুষের সম্মুখে ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে শাস্তি দিলে ইহা একপ্রকার অশ্লীল কাজ হইতে বিরত রাখার পক্ষে কার্যকরী হয়। হাসান (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তাহাদের শাস্তি যেন প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয়।" আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, "طَآئِفَةٌ" দ্বারা একজন ও একাধিক লোক বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, এক হইতে এক হাজার পর্যন্ত "طَآئِفَةٌ" শব্দের প্রয়োগ হয়। ইকরিমাহ্ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আহমাদ (র) বলেন, একজনের উপর "طَآئِفَةٌ" শব্দ বলা যায়।

আতা (র) বলেন, "طَآئِفَةٌ" বলিতে কমপক্ষে দুইজন বুঝায়। ইস্হাক ইব্ন রাহওয়ায়ে ও সাইদ ইব্ন জুবাইরও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যুহরী (র) বলেন, "طَآئِفَةٌ" বলিতে তিনজন কিংবা তিনের অধিক বুঝায়। ইব্ন ওহব (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতের "طَآئِفَةٌ" দ্বারা চার ব্যক্তি কিংবা চারের অধিক বুঝান হইয়াছে। কারণ ব্যভিচারের জন্য কমপক্ষে চারজন স্বাক্ষী জরুরী। ইমাম শাফিঈ ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। রাবীআহ্ (র) বলেন, পাঁচজন। হাসান বাসরী (র) বলেন, দশজন। কাতাদাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্ ব্যভিচারীদের শাস্তির সময় মু'মিনদের একটি দলকে উপস্থিত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন যেন, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... আলকামা (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ যে মু'মিনদের একটি দলকে ব্যাভিচারীর শাস্তিকালে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন ইহা এইজন্য নহে যে, তাহারা অধিক লাঞ্ছিত হউক বরং এই কারণে যে মু'মিনগণ তাহাদের তাওবা ও রহমতের জন্য দু'আ করেন।

٣. اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (৩) ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতিত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিনী তাহাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিবাহ করে না, মু'মিনদিগের জন্য ইহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ব্যভিচারী পুরুষ কেবল এই প্রকার নারী দ্বারা তাহার ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে যে চরিত্রহীনা ও ব্যভিচারিনী কিংবা মুশরিক যে ব্যভিচারকে কোন পাপ ও অপরাধ বলে মনে করে না।

وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا الاَّ زَانٍ ـ

"অনুরূপভাবে কোন ব্যভিচারিণী নারীও তাহার ব্যভিচারের উদ্দেশ্য কেবল ব্যভিচার পুরুষ দ্বারা লাভ করিতে পারে"। او مشرك অথবা কোন মুশরিক দ্বারা যে উহা অপরাধ বলিয়া মনে করে না।

সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এখানে النِّكَاحِ দ্বারা ব্যভিচার বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ কোন ব্যভিচারিণী মহিলার সহিত কোন ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিকই ব্যভিচার করিতে পারে। রিওয়ায়েতের সূত্র বিশুদ্ধ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অরো একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ্, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, উরওয়াহ্ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক, মাকহুল, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ "ব্যভিচারী মহিলাকে বিবাহ করা ও সতী রমনীকে ব্যভিচারী পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া মু'মিনদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে"। আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন। কাতাদাহ্ ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর ব্যভিচারিনী মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করিয়াছেন"।

حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত অংশের অর্থ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ এর অনুরূপ।

এই আয়াত দ্বারা ইমাম আহমাদ (র) প্রমাণ করেন, কোন পাক-পবিত্র পুরুষের পক্ষে কোন ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা যায়িয নাই। যাবৎ না সে তাওবা করে। অবশ্য তাওবা করিলে বিবাহ বিশুদ্ধ হইবে। অনুরূপভাবে কোন সতী স্ত্রী লোকের পক্ষে কোন ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা যায়িয নহে, যাবৎ না সে তাওবা করে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ "ইহা মু'মিনদের উপর হারাম করা হইয়াছে"।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আরিস (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মু'মিন ব্যক্তি উম্মে মাহযুল নামক একজন ব্যভিচারিণী স্ত্রী লোককে বিবাহ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমিত প্রার্থনা করিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে এই আয়াত পাঠ করিয়া শোনাইলেন ঃ

الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

"ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবল ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক স্ত্রী লোককে বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণী ও মুশরিক স্ত্রী লোক কেবল ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষকে বিবাহ করে এবং মু'মিনদের উপর ইহা হারাম করা হইয়াছে"।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, আমর ইব্ন আদী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মে মাহযূল নাম একজন স্ত্রী লোককে একজন সাহাবী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে,এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র) ..... আম্র ইব্ন শু'আইব, তাঁহার আব্বা হইতে এবং তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারসাদ ইব্ন আবূ মারসাদ নামক এক ব্যক্তি মক্কায় বাস করিত। সে মক্কা হইতে মুসলমান কয়েদীদিগকে মদীনায় নিয়া আসিত। মক্কায় এক ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক ছিল। যাহার নাম ছিল 'আনাক'। মারসাদ -এর সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। একবার মারসাদ একজন কয়েদীকে মক্কা হইতে মদীনায় নিয়া আসিবে বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিল। মারসাদ বলেন, অতএব আমি তাহাকে আনিবার জন্য মক্কার একটি কারাগারের প্রাচীরের নিচে পৌছিলাম। জ্যোৎস্না রাত ছিল। এমন সময় আনাক আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। সে আমাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মারসাদ! আমি বলিলাম, হাঁ, মারসাদ। সে আমাকে স্বাগত জানাইয়া বলিল, আস রাত্রে আমার কাছেই অবস্থান করিবে। আমি বলিলাম, আনাক! আল্লাহ ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন। তখন সে আমার প্রতি রাগান্বিত হইয়া চিৎকার করিয়া মক্কাবাসীগণকে আমার আগমন বার্তা পৌছাইয়া দিল। সে বলিল, হে মক্কার লোকেরা! এই মারসাদ তোমাদের কয়েদীদিগকে গোপনে লইয়া যায়। তাহার চিৎকার শুনিয়া আট ব্যক্তি আমার পশ্চাতে ছুটিল। আমি নিরুপায় হইয়া একটি বাগানে প্রবেশ করিয়া একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাহারাও ভিতরে প্রবেশ করিল। এবং আমার মাথা বরাবর উপরে দাঁড়াইয়া পেশাব করিয়া দিল। তাহাদের পেশাব আমার মাথার উপরেই পড়িল। কিন্তু আল্লাহ্র কুদ্রত আমাকে তাহারা দেখিতে পাইল না। মারসাদ বলেন, অতঃপর তাহারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল এবং আমি

আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ঐ কয়েদীকে উঠাইয়া লইলাম। লোকটি ছিল অত্যধিক ভারী। তাহাকে উঠাইয়া লওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। অতএব আমি কোন রকম তাহাকে লইয়া একটি ইযখির বনে প্রবেশ করিলাম এবং তাহার সকল বাঁধন খুলিয়া ফেলিলাম। এই ব্যাপারে সেও আমাকে সাহায্য করিল। অতঃপর তাহাকে লইয়া আমি মদীনায় পৌছালাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আনাককে বিবাহ করিব? এইরূপ আমি দুইবার জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নের কোন জওয়াব দিলেন না। এমন কি এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমরা এই হাদীসটি জানি না। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে নিকাহ অধ্যায়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আখ্নাস (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ يَنْكِحُ الزَّانِىْ الْمَجْلُوْدُ اِلاَّ مِثْلَهُ -

"কোড়াঘাত প্রাপ্ত ব্যভিচারী কেবল তাহার মত স্ত্রী লোককে বিবাহ করে'। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে মুসাদ্দাদ ও আবূ মা'মার (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (র) হইতে এবং তাঁহারা আবদুল ওয়ারিস (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না, আর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না। যেই ব্যক্তি তাহার পিতামাতার অনুগত নহে, যেই স্ত্রীলোক পুরুষের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে এবং দাইউস। আরো তিন ব্যক্তি এমন যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টিপাত করিবেন না। যেই ব্যক্তি পিতামাতার অনুগত নহে। যেই ব্যক্তি মদ্য পানে অভ্যস্ত। আর যেই ব্যক্তি দান করিয়া খোটা দেয়। ইমাম নাসাঈ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তিন

ব্যক্তির উপর বেহেশত হারাম করিয়াছেন– যেই ব্যক্তি মদ্য পানে অভ্যস্থ, যেই ব্যক্তি তাহার পিতামাতার অনুগত নহে, আর যেই ব্যক্তি তাহার পরিবারে অশ্লীলতা প্রতিষ্ঠা করে।

আবূ দাউদ তয়ালিসী (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন, শু'বা (র) ..... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ। দাইউস কখনও বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে না। অত্র হাদীস পূর্ববর্তী সকল হাদীস সমূহের সমর্থন করে।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা-কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি ঃ

مَنْ اَرَدَ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ وَهُوَ طَاهِرٌ مُتَطَّهِرٌ فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ -

"যেই পাক পবিত্র হইয়া আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে যেন আযাদ মহিলা বিবাহ করে"। হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা রহিয়াছে।

ইমাম আবূ নসর ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী (র) তাঁহার কিতাব "আল সিহাহ্ ফিল-লুগাত" এ উল্লেখ করিয়াছেন, 'দাউস' বলা হয় বে-গায়রাত ও মানসম্ভ্রম বোধশূণ্য ব্যক্তিকে।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন উলাইয়াহ্ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমার স্ত্রী আমার অতি প্রিয়, কিন্তু সে সকলের সহিত কাম চরিতার্থ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি তাহাকে তালাক দাও। সে বলিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমি ধৈর্যধারণ করিতে পারিব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তবে তুমি উহাকে উপভোগ কর। ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নহে। আবদুল কারীম নামক রাবী হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নহে। হারূন তাহা অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তাহার বর্ণিত হাদীস মুরসাল। তবুও তাহার বর্ণিত হাদীস আবদুল কারীমের বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আবদুল কারীমই ইব্ন আবুল মুখারিক নামে পরিচিত। তিনি বাসরার অধিবাসী ও তাবিঈ। কিন্তু তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। হারূন ইব্ন রাইহান যিনি একজন তাবিঈও নির্ভযোগ্য রাবী, তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছেন। হারূন ইব্ন রাইয়ানের বর্ণিত মুরসাল হাদীসই অধিক গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম নাসাঈ (র) মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম নাসাঈ (র) তালাক অধ্যায়ে ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায় (র) .....

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি মুসনাদ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার রাবীগণের মধ্যে ইমাম মুসলিম (র) আরোপিত সকল শর্তসমূহ পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও ইমাম নাসাঈ (র) উহার মারফূ হওয়া ভুল বলিয়াছেন এবং মুরসালরূপে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ বলিয়া বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্র ভাল। ইমাম নাসাঈও বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাদ্দিসগণ এই হাদীস সম্পর্কে মতপার্থক্য করিয়াছেন। যেমন ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসকে যাঈফ বলিয়াছেন এবং ইমাম আহমাদ (র) মুনকার বলিয়াছেন।

ইব্‌ন কুতায়বা (র) বলেন, হাদীসে বিদ্যমান لَاتمنع يد لامس এর অর্থ হইল, স্ত্রী লোকটি সকলকেই দান করিত। বস্তুত সে বহু দানশীলা স্ত্রী লোক ছিল। এবং ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে কাহারো এই মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, যদি হাদীসাংশের অর্থ ইহাই হইত, তবে لَا تمنع يد ملتمس বলা হইত। কেহ কেহ হাদীসের অর্থ ইহাও করিয়াছেন যে, সেই স্ত্রীলোকটি চরিত্র এইরূপ মনে হইত যে, সে যেই কোন লোকের সহিত অপকর্ম করিতে প্রস্তুত। অর্থ ইহা নহে যে, সে এইরূপ করিত। কারণ স্ত্রী লোকটি যদি সত্যিসত্যি ব্যভিচারিণী হইত, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে উপভোগ করিতে অনুমতি দিতেন না। কিন্তু তাহার চরিত্র যখন ব্যভিচারের প্রতি ঝোঁকা ছিল এই কারণে প্রথম তো তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পরক্ষণে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, যে লোকটি তাহাকে ত্যাগ করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিবে না, কারণ সে তাহাকে অত্যধিক ভালবাসে। অতএব তিনি তাহাকে ভোগ করিতে অনুমতি দিলেন। যেহেতু স্ত্রী লোকটির সহিত তাহার ভালবাসা মিশ্রিত এবং স্ত্রী লোকটির ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়াটা অনিশ্চিত। অতএব কেবল সন্দেহের কারণে তাহাকে ত্যাগ করিয়া একটি নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সংগত নহে।

উলামায়ে কিরাম বলেন, যখন কোন ব্যভিচারিণী তাওবা করে তখন তাহাকে বিবাহ করা জায়িয। যেমন ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট গিয়া বলিল, আমি একজন স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিতাম,অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে তাওবা করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন, এখন আমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাই। আমার এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া কিছু লোক আমাকে বলিল, "ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবল ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক স্ত্রী লোককে বিবাহ করে"। তখন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, "আয়াতের অর্থ উহা নহে, যাহা তাহারা বলিয়াছে। এখন তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার। ইহাতে যদি কোন গুনাহ হয় তবে উহা আমারই হইবে"।

উলামায়ে কিরামের আর একটি দল দাবী করিয়াছেন যে, আয়াত মানসূখ হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) .... সাইয়েদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাহার নিকট اَلزَّانِى لاَيَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন, وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ দ্বারা ইহা মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

ইমাম শাফিঈ (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ উবাইদ কাসিম ইব্‌ন ফাল্লাস (র) 'النَاسِخ والمَنْسُوخ' কিতাবে সাঈদ ইব্‌ন মাসাইয়্যেব (র) হইতে উহা মানসূখ হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

٤. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ

٥. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদ ঃ (৪) যাহারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদিগের আশিটি কষাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না। ইহারাই তো সত্যত্যাগী। (৫) তবে যদি ইহার উহারা তাওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সতী রমনীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপকারীর শাস্তির হুকুম উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কেহ কোন পাক পবিত্র পুরুষের প্রতিও অনুরূপ অভিযোগ আরোপ করে এবং উহার জন্য সাক্ষী উপস্থিত করিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার জন্যও একটি শাস্তির বিধান রহিয়াছে। এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই।

অবশ্য অভিযোগকারী যদি সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে, তবে সে দণ্ডনীয় হইবে না। দণ্ডনীয় হইবে কেবল তখন যখন যে সাক্ষী পেশ করিতে না পারে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

"সতী রমণী কিংবা পাক-পবিত্র পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ করিয়া যাহারা চারজন উপযুক্ত সাক্ষী উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাহাদিগকে আশিটি করিয়া বেত্রাঘাত লাগাও আর কখনও তাহাদের সাক্ষী গ্রহণ করিও না। আর তাহারা হইল ফাসিক।"

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারের অভিযোগকারী ব্যক্তি যে সাক্ষী পেশ করিতে ব্যর্থ, তাহার জন্য তিনটি বিধান ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। (১) তাহাকে আশিটি কোড়া মারিতে হইবে। (২) কখনও তাহার সাক্ষী গ্রহণ করা হইবে না। (৩) সে আল্লাহ্ ও মানুষের নিকট ফাসিক।

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَاَصْلَحُوْا

"কিন্তু যাহারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে"।

উলামায়ে কিরাম এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা তাওবা করিবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে, ইহাতে কি তাহারা সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া তাহারা সাক্ষ্যদানেরও উপযুক্ত হইবে? না তাহারা কেবল ফাসিক উপাধি হইতে মুক্ত হইবে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা হইবে না। অবশ্য ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই যে, অভিযোগকারীকে সর্বাবস্থায় কোড়া মারিতে হইবে। চাই সে তাওবা করুক কিংবা না করুক।

ইমাম মালিক, আহ্মাদ ও শাফিঈ (র) বলেন, অভিযোগকারী তাওবা করিলে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং সে ফিস্ক হইতেও মুক্ত হইবে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব এবং সালফের একটি দলও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, অভিযোগকারী তাওবা করিলে কেবল সে ফিস্ক হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু ইহার পরও কখনও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে না। কাযী ইব্রাহীম নাখ্ঈ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মাকহুল, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন জাবির (র) ও এই অভিমত পোষণ করেন। শা'বী ও যাহ্হাক (র) বলেন, ব্যভিচারের অভিযোগকারী তাওবা করিলেও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য সে যদি ইহা স্বীকার করে যে সে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল এবং পরে তাওবাও করে, তবে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে।

Contents

٦. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

٧. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ.

٨. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ.

٩. وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

١٠. وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৬) এবং যাহারা নিজদিগের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাক্ষী নাই, তাহাদিগের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারিবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৭) এবং পঞ্চমবারে বলিবে, সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্র লা'নত। (৮) তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হইবে, যদি সে চারিবার আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী, (৯) এবং পঞ্চমবারে বলে, তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে, তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্র গযব। (১০) তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদিগেরকেই অব্যাহতি পাইতে না এবং আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে ব্যর্থ অক্ষম হইলে লি'আন-এর বিধান বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চারবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে তাহার স্ত্রী সম্পর্কে যে অপবাদ আরোপ করিয়াছে, উহাতে নিশ্চয় সে সত্যবাদী।

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ -

"আর পঞ্চমবারে সে বলিবে, যদি সে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর আল্লাহ্র লা'নত ও অভিশাপ যেন অবতীর্ণ হয়।" এইরূপ শপথ করিয়া

বলিবার সাথে সাথেই ইমাম শাফিঈ (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরামের মতে তাহাদের মধ্যে বিবহা বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে। এবং সর্বকালের জন্য ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার উপর হারাম হইয়া যাইবে। পুরুষ লোকটি তাহার মোহর দিয়া দিবে এবং স্ত্রী লোকটিকে ব্যভিচারের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য যদি স্ত্রী লোকটিও পুরুষ লোকটির মত চারবার আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলে যে,ব্যভিচারের অপবাদে পুরুষ লোকটি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলিবে, أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ "যদি ঐ পুরুষ লোকটি সত্যবাদী হয়, তবে তাহার উপর যেন আল্লাহ্‌র গযব অবতীর্ণ হয়"। কেবল এইভাবে তাহার শাস্তি রহিত হইতে পারে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

"আর ঐ স্ত্রী লোকটি হইতে কেবল ইহাই ব্যভিচারের শাস্তি রহিত করিতে পারে যে, সেও আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া চারবার বলিবে নিশ্চয় ঐ পুরুষ লোকটি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলিবে যে, যদি সে সত্যবাদী হয় তবে যেন তাহার উপর (স্ত্রী লোকটির উপর) আল্লাহ্‌র গযব নামিয়া আসে"।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রী লোকটির উপর গযব অবতীর্ণ হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য হইল, সাধারণত কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করিতে চায় না এবং ব্যভিচারের অপবাদে তাহাকে অভিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয় না। সাধারণত স্বামী তাহার অভিযোগে সত্যবাদী হইয়া থাকে। এই কারণে তাহাকে মা'যূর মনে করা হয়। এই কারণে স্ত্রী লোকটির দ্বারা পঞ্চমবার এই শপথ করান হইয়াছে যে, যদি তাহার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র গযব অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়াতের বিধান অবতীর্ণ করিবার মাধ্যমে মানুষকে অসুবিধা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। উহার উল্লেখ করিয়া বলেন, وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهٗ আর তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত না থাকিত, তবে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে এবং অসুবিধার সম্মুখীন হইতে। وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ "আর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই তাওবা কবূলকারী ও প্রজ্ঞাময়"। তিনি শপথ করিবার পরও যদি কেউ তাওবা করে তবুও তিনি উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর তিনি বান্দাদের প্রতি শরীয়াতের সেই বিধান অবতীর্ণ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তিনি বড়ই হিক্‌মতওয়ালা।

আলোচ্য আয়াতটি কোন সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে সে বিষয়ে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ

যখন অবতীর্ণ হইল তখন আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আয়াতটি কি এইরূপই অবতীর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি শুনিতেছ না যে, তোমাদের সরদার কি বলিতেছেন? আনসারগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তাহাকে ভর্ৎসণা করিবেন না। তিনি বড়ই গয়রতওয়ালা লোক। আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনও কুমারী ব্যতীত বিবাহ করেন নাই। আর যেই স্ত্রী লোককে তিনি তালাক দিয়াছেন, তাহাকে অন্য কেহ বিবাহ করিবার মত দুঃসাহসও করিতে পারে না। ইহাই হইল তাহার মর্যাদার অবস্থা। তখন হযরত সা'দ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বিশ্বাস যে, ইহা সত্য এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমার বিস্ময় হইতেছে যে, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে কোন স্ত্রী লোকের সহিত অপকর্মে লিপ্ত দেখি, তবে কি আমি তাহাকে কিছুই করিতে পরিব না? যাবৎ না আমি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করি। এই অবস্থায় আমার চারজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে তো সে তাহার কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। এই কথার অল্প কিছুক্ষণ পরই হযরত হিলাল ইব্ন উমাইয়াহ্ (রা) তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন, সেই তিনজনের একজন যাহাদের তাওবা কবূল হইয়াছিল। একদিন তিনি এশার সালাতের সময় স্বীয় যমীন হইতে ঘরে ফিরিলেন। ঘরে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন যে, একজন ভিন্ন পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত অপকর্মে লিপ্ত। তিনি স্বচক্ষে তাহাকে এই অবস্থায় দেখিলেন এবং তাহাদের কথাবার্তা শুনিলেন। তখন তিনি আর কিছুই করিলেন না। কিন্তু ভোর হইতেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া সবিস্তারে ঘটনা শুনাইলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুব ব্যথিত হইলেন এবং তাহার নিকট আনসারগণ জমা হইয়া বলিলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহার বিপদ আমরা এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখন তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালকে কোড়া মারিবেন। চিরতরে তাহার সাক্ষ্য বাতিল ঘোষণা করিবেন। তখন হিলাল (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আশা করি আল্লাহ্ আমার জন্য কোন উপায় করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার ঘটনায় আপনি বড়ই ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন যে, আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, উহাতে আমি সত্যবাদী। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কোড়া মারিবার ইচ্ছাই করিয়াছিলেন। এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যখন অহী অবতীর্ণ হইত, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁহার চেহারা দেখিয়া বুঝিয়া ফেলিতেন। অতএব তাঁহারা নীরব রহিলেন। এমন কি তাঁহার অহী সম্পন্ন হইল। এবং

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ

অবতীর্ণ হইল। অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হিলাল (রা)-কে বলিলেন ঃ

اَبْشِرْ يَاهِلَالُ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا ـ

"হে হিলাল, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য উপায় করিয়া দিয়াছেন।" তখন হিলাল (রা) বলিলেন, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আমি এইরূপ আশাই করিতেছিলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হিলালের স্ত্রীকে ডাকিয়া আন। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের উভয়কে নসীহত করিলেন এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। হিলাল (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাহার প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করিয়াছি, উহা সত্যই। কিন্তু স্ত্রী লোকটি বলিল, সে মিথ্যা বলিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, لَاعِنُوْا بَيْنَهُمَا "তাহাদের উভয়ের মাঝে লি'আন অনুষ্ঠিত কর"। হিলালকে বলা হইল, তুমি আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ কর যে, তাহার প্রতি যেই অপবাদ তুমি আরোপ করিয়াছ, উহাতে তুমি সত্যবাদী। অতঃপর তিনি চারবার শপথ করিলেন। পঞ্চমবারের পূর্বে তাহাকে বলা হইল, "হে হিলাল! তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। দুনিয়ার শাস্তি পরকালে শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। তুমি মিথ্যাবাদী হইলে, এইবার কিন্তু অবশ্যই তুমি শাস্তিরযোগ্য হইবে। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাকে অন্য শাস্তি হইতেও রক্ষা করিবেন, যেমন তিনি আমাকে কোড়ার শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অতএব তিনি পঞ্চমবারে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিলেন, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে যেন তাহার উপর আল্লাহর লা'নত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর স্ত্রীলোকটিকেও বলা হইল সে যেন আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করিয়া বলে, তাহার স্বামী মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে অনুরূপ শপথ করিলে, পঞ্চমবারে তাহাকেও বলা হইল, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর, কারণ দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। আর এইবারই তোমার জন্য শাস্তি অবধারিত হইবে। সে তখন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল এবং অপরাধ স্বীকার করিবে বলিয়া মনে হইল। তখন সে বলিল, আল্লাহ্র কসম আমি কাওমকে লাঞ্ছিত করিব না।

অতএব সে পঞ্চমবারে আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল, "যদি তাহার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্

(সা) উভয়ের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন এবং এই নির্দেশও দান করিলেন ছেলেটিকে তাহার পিতার দিকে সম্বন্ধিত করা হইবে না। আর তাহাকে হারামজাদাও বলা যাইবে না। যে কেহ ঐ স্ত্রী লোকটিকে ব্যভিচারিনী বলিবে কিংবা তাহার সন্তানকে হারামজাদা বলিবে, তাহাকে কোড়া মারা হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ স্ত্রী লোকটি সম্পর্কে ঐ হুকুম শুনাইয়া দিলেন যে, তাহার জন্য বাসস্থান ও আহারের কোন ব্যবস্থা করা হইবে না। কারণ তাহাদের মাঝে তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু ছাড়াই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যদি স্ত্রী লোকটি একটি সুন্দর ও মোটাগোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে সে হিলালের সন্তান হইবে। আর যদি কাল কুৎসিত ও পাত্‌লা গোছা হয় তবে সে অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্তান হইবে। সন্তান প্রসবের পর দেখা গেল, সে কাল কুৎসিত ও পাত্‌লা গোছা বিশিষ্ট ভূমিষ্ট হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যদি শপথের এই পদ্ধতির উপর হুকুম নির্ভরশীল না হইত, তবে অনিবার্যভাবে ঐ স্ত্রী লোকটিকে দণ্ডিত করিতাম।

ইকরিমাহ্ (র) বলেন, পরবর্তীকালে ঐ সন্তানটি বড় হইয়া মিসরের শাসক হইয়াছিলেন। এবং তাহাকে তাহার মায়ের সন্তান বলিয়াই ডাকা হইত। পিতার দিকে সম্বন্ধিত করা হইত না। ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... ইয়াযিদ ইব্‌ন হারূন (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া শরীক ইব্‌ন সাহাম নামক এক ব্যক্তির সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে তাহার স্ত্রীকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ اَلْبَيِّنَةُ اَوْ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ "হয় তুমি ইহার প্রমাণ পেশ করিবে, না হয় তোমার পীঠে বেত্রাঘাত পড়িবে"। হিলাল (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকে ব্যভিচারে দেখিয়াও কি সে সাক্ষী খুঁজিতে যাইবে? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথাই বলিতে লাগিলেন, হয় তুমি প্রমাণ পেশ কর, না হয় তুমি বেত্রাঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। তখন হিলাল (রা) বলিলেন, যে সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি নিশ্চয়ই সত্য কথা বলিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এমন কিছু অবতীর্ণ করিবেন, যাহা আমার পীঠকে বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিবে। অতঃপর হযরত জীব্‌রাঈল (আ) এই আয়াত সহ অবতীর্ণ হইলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ ....اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

অহীর অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়কে ডাকিলেন। যখন হিলাল আসিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ هَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ "আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই ইহা জানেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে একজন মিথ্যাবাদী। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাওবা করিবে"। স্ত্রী লোকটিও আসিল এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করিল। পঞ্চমবারের সময় উপস্থিত সকলে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, এইবারের শপথে কিন্তু তোমার একটি ফায়সালা নির্ধারিত হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন স্ত্রী লোকটি থামিয়া গেল এবং আমরা ধারণা করিলাম, হয়ত সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবে। কিন্তু সে বলিল, আল্লাহ্র কসম আমি আমার কাওমকে অপদস্ত করিব না। আর পঞ্চম শপথ করিয়া নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা দেখিবে সে যদি সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট ভরা উরু বিশিষ্ট এবং পাতলা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে সন্তানটি শরীক ইব্ন সাহ্ম-এর হইবে। পরে দেখা গেল সন্তানটি অনুরূপ হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, শপথের এই পদ্ধতি যদি হুকুম নির্ভরশীল না হইত তবে অবশ্যই এই স্ত্রী লোকটিকে আমি কোড়া মারিতাম। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন মানসূর (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহাতে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু সে বারবার তার অভিযোগ পেশ করিতে লাগিল। অবশেষে অবতীর্ণ হইল ঃ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ .... الخ। আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়কে ডাকিলেন, এবং বলিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। প্রথম পুরুষটিকে ডাকিয়া তাহাকে আল্লাহ্র নামে শপথ করিতে বলিলেন, সে বারবার আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিল, সে তাহার অপবাদে সত্যবাদী। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে থামাইয়া নসীহত করিলেন যে, আল্লাহ্র লা'নত অপেক্ষা সকল শাস্তিই সহজ। অতএব যাহা বলিবে ভাবনা চিন্তা করিয়াই বলিবে। কিন্তু লোকটি এইবার শপথ করিয়া বলিল যে, সে যদি মিথ্যা অপবাদ করিয়া থাকে তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্র লা'নত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী লোকটিকে ডাকিয়া তাহার সম্মুখে আয়াত পাঠ করিলেন। সেও আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল যে, পুরুষটি তাহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ আল্লাহ্র গযব অপেক্ষা সকল শাস্তিই তোমার জন্য গ্রহণ করা সহজ।" কিন্তু সে ইহার পরও পঞ্চমবার বলিল, "যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয় তাহলে, যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বলিলেন, "আল্লাহ্র কসম, আমি তাহাদের উভয়ের মাঝে একটি চূড়ান্ত ফায়সালা করিব।" তিনি আরো বলিলেন, যদি স্ত্রী লোকটি এইরূপ এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে তাহার হুকুম এইরূপ হইবে। অতঃপর দেখা গেল যে, স্ত্রী লোকটির ব্যভিচারে অভিযুক্ত পুরুষটির সাদৃশ্য সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। একবার আমাকে লি'আনকারী পুরুষ-স্ত্রী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, তাহাদের মাঝে কি বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হইবে? এই প্রশ্নটি করা হইয়াছিল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর-এর শাসনামলে। আমি কিন্তু প্রশ্নটির কোন জওয়াবই দিতে পারিলাম না। অতএব আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, লি'আনকারী স্ত্রী-পুরুষের মাঝে কি বিচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে? তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ্! সর্বপ্রথম ইহা সম্পর্কে অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আচ্ছা যদি কোন লোক তাহার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখে তবে সে উহা মুখে উচ্চারণ করিলেও মারাত্মক কথা উচ্চারণ করিবে এবং নীরব থাকিলেও একটি মারাত্মক বিষয় সম্পর্কে নীরব থাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। লোকটি পুনরায় একবার আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যেই বিষয়টি সম্পর্কে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ঘটনাটি আমারই ঘটিয়াছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ .... اِنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

আয়াতটি অবতীর্ণ হইলে সর্বপ্রথম পুরুষকে নসীহত করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। লোকটি বলিল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি মিথ্যাবাদী নই। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী লোকটিকেও নসীহত করিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। কিন্তু স্ত্রী লোকটি বলিল, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ পুরুষ লোকটি মিথ্যাবাদী। ইহার পর তিনি পুরুষটিকে শপথ করিতে বলিলেন। সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করিয়া বলিল, সে সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবারে বলিল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্ লা'নত অবতীর্ণ হইবে। ইহার পর স্ত্রী লোকটি

হইতেও শপথ গ্রহণ করা হইল। সেও আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করিয়া বলিল, পুরুষটি মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলিল, সে যদি সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের মাঝে বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন। ইমাম নাসাঈ (র) আবদুল মালিকের সূত্রে তাফসীর অধ্যায়ে এবং বুখারী ও মুসলিম (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার আমরা শুক্রবার বিকালে মসজিদে বসিয়াছিলাম, এমন সময় একজন আনসারী সাহাবী বলিলেন, যদি আমাদের কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকেও ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া তাহাকে হত্যা করে তবে তো তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে, আর যদি মুখে প্রকাশ করে তবে তাহাকে কোড়া মারিবে আর যদি সব কিছু সহ্য করিয়া নীরব থাকে তবে মারাত্মক বিষয়ের উপর ক্রোধ চাপিয়া নীরব থাকিবে। আল্লাহ্র কসম যদি ভোর পর্যন্ত নিরাপদে থাকি তবে অবশ্যই এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া তাহাকে হত্যা করে তবে তো আপনারা তাহাকে হত্যা করবেন। আর যদি তাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তবে তাহাকে কোড়া মারিবেন। আর যদি নীরব থাকে তবে ক্রোধ চাপিয়া নীরব থাকিবে। সে তখন দু'আ করিল, "হে আল্লাহ্! আপনি ইহার ফায়সালা অবতীর্ণ করুন।" রাবী বলেন, অতঃপর লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হইল। ঐ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম ঐ বিপদে পতিত হইয়াছিল।

ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আবূ কামিল (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উয়াইমির (রা) আসিম ইব্ন আদী (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আচ্ছা বলুন তো দেখি, যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত অপকর্মে লিপ্ত দেখে তবে কি সে তাহাকে হত্যা করিলে তাহাকেও হত্যা করা হইবে না, সে আর কি করিবে! আসিম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহা অপসন্দ করিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর উআইমির (রা) আসিম (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তুমি কখনও আমার জন্য কল্যাণ বহণ করিয়া আন না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহা অপসন্দ করেন। তখন উআইমির (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া দেখিলেন, এই বিষয় সম্পর্কে আয়াত

অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়কে ডাকিলেন এবং উভয়ের মাঝে লি'আন সংঘটিত করিলেন। উ'আইমির (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি ঐ স্ত্রী লোকটিকে সংগে লইয়া যাই তবে তাহার প্রতি আমার মিথ্যা আরোপ করাই প্রমাণিত হইবে।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে হুকুম করিলেন, পূর্বেই তাহাকে বিচ্ছেদ করিয়া দিল। তখন হইতে উহা দুই লি'আনকারীর নিয়ম হিসাবে প্রচলিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন, ঐ স্ত্রী লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, যদি সে ভারী উরু বিশিষ্ট বড়বড় চক্ষু বিশিষ্ট এবং অতিশয় কাল কুৎসিত সন্তান প্রসব করে তবে সে তো ঐ লোকটি সত্য বলিয়াছে। আর যদি লাল বর্ণের অতিশয় ক্ষুদ্রাকার সন্তান প্রসব করে, তবে লোকটি মিথ্যাবাদী। অতঃপর স্ত্রী লোকটি প্রথম গুণ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিল। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থসমূহেও ইহা বর্ণিত।

ইমাম বুখারী (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকেও অপকর্মে লিপ্ত দেখিয়া তাহাক হত্যা করে তবে কি আপনারা তাহাকে হত্যা করিবেন না, সে কি করিবে? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ قَدْ قَضَى فِيْكَ وَفِى امْرَأتِكَ "তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে ফায়সালা অবতীর্ণ হইয়াছে"। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা উভয়ে লি'আন করিল এবং আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আর লি'আন সংঘটিত হইবার পরে তাহাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিলেন এবং তখন হইতে ইহা লি'আনের পদ্ধতি হিসাবে প্রচলিত হইল। স্ত্রী লোকটি গর্ভবতী ছিল। পুরুষ লোকটি তাহার গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করিল। অতএব সন্তান প্রসবের পর প্রসবিত সন্তানকে স্ত্রী লোকটির প্রতি সম্বন্ধিত করা হইল। সন্তান উহার ওয়ারিস হইবে তাহার জননীও তাহার ওয়ারিস হইবে বলিয়া বিধান করা হইল।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, ইস্হাক ইব্ন যায়িফ (র) ..... হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিলেন, যদি তুমি উম্মে রূমানের সহিত কোন লোককে দেখ তবে তুমি তাহার সহিত কেমন ব্যবহার করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তাহার সহিত বড়ই খারাপ ব্যবহার করিব। হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন ব্যবহার

করিবে? তিনি বলিলেন, আমিও তাহার সহিত বড়ই খারাপ ব্যবহার করিব। এমন পরিস্থিতিতে যে নীরব থাকে সে একজন ইতর ও অসভ্য লোক। তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত। রাবী বলেন, তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ -

হাদীসটি বর্ণনা করিয়া আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন, ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইস্‌হাক (র) নযর ইব্‌ন শুমাইল ব্যতীত আর কেহ মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।" অতঃপর আবূ বকর বায্‌যার (র) সাওরী (র) হইতে আবূ ইস্‌হাকের মাধ্যমে যায়িদ ইব্‌ন বাত্তী (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফেয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, মুসলিম ইব্‌ন আবূ মুসলিম জরমী (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। ইসলামে সর্বপ্রথম লি'আন সংঘটিত হইয়াছে তখন, যখন হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা) তাঁহার স্ত্রীর সহিত শরীক ইব্‌ন সাহ্‌মাকে ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন ইহার অভিযোগ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নচেৎ তোমার পীঠে বেত্রাঘাত পড়িবে। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আমি সত্যবাদী এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এমন অহী আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিবেন, যাহা আমার পীঠকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ الاٰيَةَ -

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ কর যে, তুমি যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছ, উহাতে তুমি সত্যবাদী। অতঃপর তিনি চারবার আল্লাহ্‌র নামে অনুরূপ শপথ করিলেন। পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি স্ত্রী লোকটির প্রতি ব্যভিচারের যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছ, যদি তুমি উহাতে মিথ্যাবাদী হও তবে যেন তোমার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত অবতীর্ণ হয়। তিনি এবারও অনুরূপ বলিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীলোকটিকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি দাড়াইয়া যাও এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বল, তোমার উপর ব্যভিচারের যে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে, উহাতে সে মিথ্যাবাদী। স্ত্রীলোকটি চারবার এরূপ বলিল। অতঃপর পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ তোমার প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগে সে যদি সত্যবাদী হয় তবে যেন তোমার উপর আল্লাহ্‌র গযব অবতীর্ণ হয়। রাবী বলেন, চতুর্থ কিংবা পঞ্চমবারে স্ত্রীলোকটি নীরব হইয়া গেল এবং উপস্থিত সকলেই ভাবিল, হয়ত সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে বলিয়া উঠিল, আমি আমার কাওমকে কখনও অপদস্ত করিব না।

অতএব সে তাহার কথার উপর অটল রহিল। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের মাঝে বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা দেখিবে, যদি স্ত্রী লোকটি বক্রচুল এবং পাতলা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে সে শরীক ইব্ন সাহমা-এর সন্তান হইবে। আর যদি সাদা হয় সোজা চুল ও ছোট চক্ষু বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা)-এর সন্তান হইবে। কিন্তু পরে দেখা গেল বক্রচুল ও পাত্‌লা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার কিতাবে যেই হুকুম দিয়াছেন, উহা না হইলে আমি স্ত্রী লোকটিকে অবশ্যই বেত্রাঘাত করিতাম।

١١. اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٠

অনুবাদ ঃ (১১) যাহারা এই অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদিগেরই একটি দল; ইহাকে তোমরা তোমাদিগের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর; উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদিগের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদিগের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

তাফসীর ঃ এই আয়াত হইতে দশটি আয়াত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হইয়াছিল তখন, যখন মুনাফিকরা তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। মহান আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের ইয্যতের হিফাযতের নিমিত্ত এই সকল আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ -

"যাহারা অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে, তাহাদের মধ্যকার একটি দল"। আর তাহাদের গুরু ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। এই ব্যক্তি ছিল মুনাফিকদের সরদার। সেই সর্বপ্রথম এই অপবাদ রটনা করিয়া অন্যান্যকে প্ররোচনা করিয়াছে। এমন কিছু সাদাসিদা মুসলমানের অন্তরে ইহা ঢুকাইয়াছে, ফলে তাহাদের মুখ দিয়াও এই অপবাদ উচ্চারিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) প্রায় একমাস যাবৎ ঐ সকল লোকের অপবাদের দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হাদীস শরীফে ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর, আলকামাহ্ ইব্‌ন ওয়াক্কাস ও উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উৎবাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সফরে যাইবার ইচ্ছা করিতেন, তখন তাঁহার কোন স্ত্রীকে সংগে লইয়া যাইতেন। উহা নির্ধারণ করিবার জন্য লটারী করিতেন, লটারীতে যাঁহার নাম আসিত, তাঁহাকেই তিনি সফর সংগিনী করিতেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার এক যুদ্ধে যাত্রার পূর্বে তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করিলেন। উহাতে আমার নাম আসিল। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফর সংগিনী হইলাম। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হইবার পরে। আমি আমার হওদার মধ্যে বসিয়া থাকিতাম এবং কাফিলা কোন মনযিলে অবতরণ করিলে আমার হাওদাকেও তথায় নামাইয়া লওয়া হইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যুদ্ধ হইতে অবসর হইলেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনার প্রায় নিকটবর্তী এক মনযিলে অবতরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ মনযিল হইতে রাত্র বেলায়ই রওয়ানা হইবার নির্দেশ দিলেন। আমি তখন শৌচকার্যের জন্য জিহাদী কাফিলার অবস্থানস্থল হইতে দূরে গিয়াছিলাম। শৌচকার্য শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমার বুকে হাত দিয়া দেখি আমার হারটি নাই। আমি খুঁজতে বাহির হইলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল। এদিকে যাহারা আমার হাওদা বহন করিয়া উটের পিঠে উঠাইত, তাঁহারা আসিয়া হাওদাটি আমার উটের উপর উঠাইয়া দিল। তাঁহারা ধারণা করিয়াছিল আমি উহার মধ্যেই অবস্থান করিয়া আছি। যেহেতু ঐ সময় মহিলারা অত্যধিক সাধারণ খাবার খাইয়া জীবন ধারণ করিত এবং এই কারণেই তাঁহারা অত্যধিক হাল্‌কা পাত্‌লা ছিল। আমিও তখন অল্প বয়স্কা এবং হাল্‌কা পাত্‌লা ছিলাম। অতএব আমি যে হাওদার মধ্যে ছিলাম না ইহা তাঁহারা বুঝিতেই পারে নাই। অতঃপর তাঁহারা আমার উট লইয়া রওয়ানা হইয়া গেল। এইদিকে হারটি খুঁজিয়া পাইতে আমার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। হারটি পাওয়ার পরে আমার হাওদা বহনকারীদের স্থানে আসিয়া দেখি সেখানে কেহ নাই। অতএব যেই স্থানের পূর্বে আমি ছিলাম সেইখানে অপেক্ষায় রহিলাম। আমার ধারণা ছিল পরবর্তীতে তাঁহারা যখন আমাকে হাওদায় দেখিতে পাইবে না, তখন তাঁহারা আমাকে খুঁজিতে এইখানেই আসিবে।

আমি আমার মনযিলে বসিয়া ছিলাম, হঠাৎ আমি নিদ্রায় আক্রান্ত হইলাম এবং তথায় নিদ্রিতাবস্থায় রহিলাম। অকস্মাৎ সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল সুলামী (রা) যিনি সেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন এবং শেষ রাত্রে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তিনি আমার

অবস্থানস্থলে আসিয়া একটি মানবদেহ দেখিতে পাইলেন। যেহেতু তিনি আমাকে পর্দার হুকুমের পূর্বে দেখিয়াছেন, অতএব নিদ্রিত মানবদেহটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন। আমাকে তিনি চিনিতে পারিয়াই 'ইন্না-লিল্লাহ্' পড়িলেন। তাঁহার এই শব্দে আমি জাগ্রত হইলাম এবং চাদর দ্বারা আমার চেহারা ঢাকিলাম। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমার সহিত একটি কথাও বলেন নাই। তিনি তখনই তাঁহার উটটি বসাইয়া দিলেন এবং আমি উটের উপর উঠিয়া বসিলাম। তিনি উটের নেকাব ধরিয়া দ্রুত অগ্রসর হইলেন। এমন কি আমরা দ্বি-প্রহরে ইসলামী লশ্করের সহিত আসিয়া মিলিত হইলাম। কেবল এই ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া যাহার ধ্বংস হইবার ছিল তাহারা ধ্বংস হইল। এবং এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ যাহার ছিল সে হইল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। অতঃপর আমরা মদীনায় আগমন করিলাম এবং একমাস যাবৎ আমি রোগাক্রান্ত রহিলাম। এইদিকে অন্যান্য লোক অপবাদকারীদের অপবাদ সম্পর্কে নানা কথায় লিপ্ত রহিল। অথচ আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলাম। কিন্তু পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-যেই স্নেহ মমতা ও প্রীতি দ্বারা প্রীত হইতাম, এইবার উহাতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ায়, আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। কিন্তু ইহার কারণ যে কি ছিল, উহা আমি জানিতাম না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট প্রবেশ করিয়া আমার অবস্থা সম্পর্কে অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন বটে, কিন্তু উহাতে ভালবাসার সেই আমেজ অনুপস্থিত ছিল। অত্যধিক দুর্বল হইবার পর একবার আমি রাত্রকালে মিস্তাহ-এর আম্মার সহিত শৌচকাজে বাহির হইলাম। তখন পর্যন্ত ঘরে কোন শৌচাগার ছিল না। স্ত্রীলোকের কেবল রাত্রিবেলার প্রয়োজনে বাহির হইত। ঘরের নিকট শৌচাগার নির্মাণকে তখন পর্যন্ত অপসন্দনীয় মনে করা হইত। ঘর হইতে দূরে গিয়া প্রয়োজন পূর্ণ করাই আরবের পূর্বেকার নিয়ম ছিল। আমিও মিস্তাহ-এর আম্মা চলিতে লাগিলাম। তিনি আবূ রুহ্ম ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দে মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফের কন্যা ছিলেন এবং তাহার আম্মা সখ্র ইব্ন আমির-এর কন্যা হযরত আবূ বকরের খালা ছিলেন। আমি যখন আমার প্রয়োজন সারিয়া ঘরে ফিরিতেছিলাম। তখন মিস্তাহ্-এর আম্মার পা'ও তাহার চাদরে জড়াইয়া গেল এবং তিনি পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মিস্তাহ্ ধ্বংস হউক। আমি বলিলাম আপনি এমন লোককে গালি দিলেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আরে তুমি কি জান যে, সে কিরূপ ভয়ানক কথা বলিয়াছে?

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি অপবাদকারীদের পূর্ণ ঘটনা আমাকে জানাইয়া দিলেন। ইহাতে আমার রোগ আরো বৃদ্ধি পাইল। আমি যখন ঘরে ফিরিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ঘরে প্রবেশ করিয়া সালাম করিলেন এবং আমার অবস্থা কি

জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমার আব্বা-আম্মার নিকট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের নিকট হইতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার আব্বা-আম্মার ঘরে ফিরিয়া আম্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। আম্মা, লোকে এইসব কি বলিতেছে এবং কেনই বা বলিতেছে? তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, মা, তুমি ধৈর্যধারণ কর। যদি স্ত্রীলোক সুন্দরী হয় এবং স্বামী তাঁহাকে অধিক ভালবাসেন এবং তাহার আরো সতীনও থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্পর্কে এই ধরনের অপবাদ ছড়াইয়া পড়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, সুবহানাল্লাহ্! মানুষ এমন অপবাদও করিতেছে! সেইদিন সারারাত্র আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু প্রবাহিত করিয়া কাটাইয়া দিলাম। আমার অশ্রুধারা আর বন্ধ হইল না। আর মুহূর্তক্ষণের জন্যও আমার ঘুম আসিল না। এইভাবে রাত্র শেষ হইল এবং সকাল বেলাও আমি কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা) ও উমাইয়া ইব্ন যায়িদ (রা)-কে ডাকিয়া আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে ত্যাগ করা সম্পর্কে পরামর্শ করিলেন। উসামাহ (রা)-তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে যাহা জানিত স্পষ্টই বলিয়া দিল। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার স্ত্রীর পবিত্রতা ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না। হযরত আলী (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! স্ত্রীলোকের কি কোন অভাব আছে? তিনি ছাড়া আরো তো বহু স্ত্রীলোক রহিয়াছে। আপনি তাঁহার বাঁদীর নিকট জিজ্ঞাসা করুন। সে সত্য কথা বলিবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারীরাহ্ (রা) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বারীরাহ্! তুমি কি আয়েশ (রা)-এর চালচলনকে সন্দেহজনক কিছু দেখিতে পাইয়াছ? বারিরাহ্ বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে পারি এমন কিছুই কখনও দেখি নাই, শুধু এতটুকু যে, তিনি তিনি অল্পবয়স্ক মেয়ে, অনেক সময় আটা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়েন এবং ছাগল আসিয়া উহা খাইয়া ফেলে। ঘটনার সত্যতার যখন কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সমাবেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, আমাকে এই ব্যক্তির কষ্ট হইতে রক্ষা করিবে? যে সারা জীবন আমাকে কষ্ট দিয়াছে এবং অবশেষে আমার স্ত্রীর ব্যাপারেও কষ্ট দিতে ছাড়ে নাই। আল্লাহ্র কসম আমার স্ত্রীর পবিত্রতা ও সতীত্বের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাহাকে পবিত্র ও সৎমতি বলিয়াই আমি জানি। যেই ব্যক্তির সহিত তাহারা অপবাদে জড়িত করিয়াছে তাহাকেও আমি একজন সৎলোক মনে করি। আমার

সঙ্গ ব্যতীত সে কখনও আমার ঘরে প্রবেশ করে নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি ইহার জন্য প্রস্তুত। যেই ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দিয়াছে, যদি সে 'আওস' বংশীয়ও হয় তবে আমরা তাহাকে হত্যা করিব। আর যদি 'খাযরাজ' বংশীয় হয় তবে তাহার ব্যাপারে আপনার যে কোন আদেশ পালন করিব।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এমন সময় খাযরাজ বংশীয় সরদার হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তাহাকে হত্যা করিতে পরিবে না আর তাহাকে হত্যা করিবার শক্তিও তোমার নাই। সে যদি তোমার বংশের হইত, তবে তাহাকে হত্যা করিবার কথা তুমি বলিতে পরিতে না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ্ (রা) একজন নেক্‌কার লোক ছিলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বংশীয় মর্যাদাবোধ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

অতঃপর হযরত উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রা) যিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। তিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ভুল করিয়াছ, আল্লাহ্‌র কসম আমরা অবশ্যই তাহাকে হত্যা করিব। তুমি একজন মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষপাতিত্ব করিতেছ। তখন আউস ও খাযরাজ দুই গোত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হইল এবং তাহারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার উপক্রম হইল। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তিনি বারবার তাহাদিগকে নীরব করিতে চেষ্টা করিলেন, অবশেষে তাহারা থামিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব হইলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সেইদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদিতে রহিলাম। মুহূর্তকালের জন্যও আমার অশ্রুধারা বন্ধ হইল না। আর পলকের জন্য আমার ঘুমও আসিল না। আমার আব্বা ও অন্যান্যরা ধারণা করিলেন যে, আমার বিরামহীন ক্রন্দন আমার জীবন বিনাশ করিয়া দিবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার আব্বা-আম্মা আমার নিকট বসিয়া ছিলেন, আর আমি তখন ক্রন্দন করিতেছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। অনুমতি পাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেও আমার সহিত ক্রন্দনে শরীক হইল। আমরা সকলেই এই এক করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপবাদের ঝড়-তুফানের পরে ইহার পূর্বে আর কখনও আমার নিকট আর বসেন নাই। এবং এক মাস যাবৎ আমার সম্পর্কে কোন আয়াতও অবতীর্ণ হয় নাই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

হাম্‌দ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এইরূপ এইরূপ কথা পৌছিয়াছে, যদি তুমি এই অপবাদ হইতে মুক্ত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সত্ত্বরই তোমাকে উহা হইতে মুক্ত করিবেন। আর যদি তুমি কোন প্রকার অপরাধ করিয়া থাক, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা কর। কারণ বান্দা যখন অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহ্ তাহার তাওবা কবূল করেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন, তখন আমার চক্ষু হইতে অশ্রু শুষ্ক হইয়া গেল এবং এক ফোটা আছে বলিয়াও অনুভব করিতে পরিলাম না। আমি আমার আব্বাকে বলিলাম, আমার পক্ষ হইতে আপনি ইহার জওয়াব দিন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি কি জওয়াব দিব আমি জানি না। তখন আমার আম্মাকে বলিলাম, আপনি ইহার উত্তর দিন। তিনিও বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহার কি উত্তর দিব, উহা আমি জানি না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি অতি অল্প বয়স্কা মেয়ে, বেশী কুরআনও পড়ি নাই, তবুও আমি বলিলাম আল্লাহ্র কসম, অপবাদের ঘটনা শুনিয়া উহা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছে। এবং উহা আপনারা বিশ্বাসও করিয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে যদি আমি বলি যে, আমি উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আল্লাহ্ জানেন সত্যই আমি উহা হইতে মুক্ত কিন্তু আপনারা আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। আর যদি আমি বলি, আমি এই অপরাধে জড়িত অথচ, আল্লাহ্ জানেন আমি উহা হইতে মুক্ত, কিন্তু তবুও আপনারা উহা বিশ্বাস করিবেন। আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাদের ও আমার জন্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই বক্তব্য ব্যতীত আর কোন উদাহরণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ -

"উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয় এবং তোমরা যাহা কিছু বলিতেছ উহার জন্য আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই কথা বলিয়া আমি স্থান ত্যাগ করিলাম এবং আমার বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার বিশ্বাস ছিল যে, কথিত অপবাদ হইতে আমি মুক্ত এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই অপবাদ হইত মুক্ত করিবেন। কিন্তু আমার ইহা ধারণাও ছিল না যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোন আয়াত অবতীর্ণ করিবেন। আমি তো একজন তুচ্ছ ব্যক্তি, আমার শানে এমন কোন আয়াত কি অবতীর্ণ হইতে পারে যাহা নিয়মিতভাবে তিলাওয়াত করা হইবে। আমার আশা ছিল, হয়ত বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই সম্পর্কে স্বপ্ন দেখান হইবে এবং স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অপবাদ মুক্ত করিবেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কমম রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন পর্যন্ত সেই স্থান ত্যাগ করেন নাই এবং ঘরের অন্য কোন লোকও বাহির হয় নাই, এমন সময় আল্লাহ্

তাঁহার নবী (সা)-এর উপর অহী অবতীর্ণ করিলেন। তিনি ঘামাইয়া গেলেন। এইরূপ সময় তাঁহার এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে এবং কঠিন শীতের সময়ও অহীর কঠিন চাপে ঘাম মুক্তার মত হইয়া ঝরিতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অহী শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিতে লাগিলেন এবং সর্বপ্রথম যেই কথা তিনি আমাকে বলিলেন, উহা হইল ঃ

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللّٰهُ -

"হে আয়েশা (রা)! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অপবাদ মুক্ত করিয়াছেন।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমার আম্মা আমাকে বলিলেন, "হে আয়েশা (রা)! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও। আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব না, তাঁহার প্রতি কোন কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিব না। আমি তো কেবল আল্লাহ্র প্রশংসা করিব, তিনি আমাকে অপবাদ মুক্তির সনদ হিসাবে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহা হইল ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ - হইতে দশ আয়াত।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমার অপবাদ মুক্তির সনদ হিসাবে আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) মিসতাহ্ ইব্ন আসদাহ্কে আর কখনও দান না করার জন্য কসম খাইলেন। তিনি তাঁহাকে পূর্বে আত্মীয়তা ও তাঁহার দরিদ্রের কারণে দান করিতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তাঁহার কসম খাইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের যাহারা মর্যাদার ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তাহারা যেন তাহাদের আত্মীয় স্বজনদিগকে দান না করিবার শপথ না করে, তোমরা কি ইহা পসন্দ কর না যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাকারী ও অতীব দয়ালু।" (সূরা নূর ঃ ২২) আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিয়া দেন, ইহা অবশ্যই আমি পসন্দ করি। অতঃপর তিনি পুনরায় দান করিতে শুরু করিলেন। এবং তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম কখনও আমি উহাকে দান করা বন্ধ করিব না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার স্ত্রীর হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা)-কেও আমার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

যয়নব! তুমি আয়েশার চরিত্র সম্বন্ধে কি জান? তিনি বলিলেন, আমার কর্ণ ও চক্ষুকে আমি হিফাযত করিতে চাই। আল্লাহ্র কসম! তাঁহার সম্বন্ধে ভাল ব্যতীত খারাপ কিছুই আমি জানি না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে যয়নাব (রা)-ই রূপেও সৌন্দর্যে আমার সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে পরহেযগারীর কারণে হিফাযত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভগ্নি হাসানা বিনতে জাহশ অপবাদকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, উল্লেখিত রাবীগণ হইতে ইহাই আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ইমাম যুহরী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন ইস্হাকও যুহরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবাইর (র) তাঁহার আব্বার মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আম্র ইব্ন হাযিম আনসারী আম্রা (র) হইতে তিনি আয়েশা (রা) হইতে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু উসামাহ্ (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে অপবাদের তুফান উঠিলে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হইলেন এবং শাহাদাত পাঠ করিয়া আল্লাহ্র যথোপযুক্ত হাম্দ ও প্রশংসা করিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ হে মুসলিমগণ! তোমরা আমাকে এই সকল লোক সম্পর্কে পরামর্শ দাও যাহারা আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে। আল্লাহ্র কসম আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। আমার স্ত্রীর চরিত্রের কোন পংকিলতা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। আর যাঁহার সহিত এই অপবাদে তাহারা অভিযুক্ত করিয়াছে, আল্লাহ্র কসম! তাঁহার চরিত্রে আমি কখনও কোন পংকিলতা দেখি নাই। সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমর ঘরে প্রবেশ করে নাই। আমার সংগেই সে সফরেও রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথার পর হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমদিগকে আপনি অনুমতি দান করুন, আমরা তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দেই। ইহা শুনিয়া খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া হযরত মু'আযকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, আল্লাহ্র কসম যদি তাহারা আওস বংশীয় হইত তবে এমন কথা তুমি কখনও বলিতে না।

এইরূপ বাদ প্রতিবাদে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইল। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা আমি বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে গেলাম আমার সাথে ছিলেন মিস্তাহ্-এর আম্মা। হঠাৎ তিনি হোচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল, মিস্তাহ্ -এর নাশ হউক। তখন আমি বলিলাম, হে মিস্তাহ্ -এর আম্মা! মিস্তাহ্ তো আপনার পুত্র। অতঃপর তিনি নীরব রহিলেন। তিনি পুনরায় হোচট খাইলেন। তখন

তিনি পূর্বের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আমি তখনও বলিলাম, আপনি নিজ পুত্রকে গালি দিতেছেন। অতঃপর তৃতীয়বারও তিনি হোচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় বলিলেন, মিস্‌তাহ্ -এর নাশ হউক। এবারও আমি তাহাকে ধমক দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাহাকে কেবল তোমার ব্যাপারে গালি দিতেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কোন ব্যাপারে আপনি তাহাকে গালি দিতেছেন? তখন তিনি আমাকে অপবাদের কথা বিস্তারিত খুলিয়া বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সত্যই কি সে এইরূপ অপবাদ আরোপ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ ইহা শ্রবণ করিয়া আমি ঘরে ফিরিতেই জ্বরে আক্রান্ত হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম আমাকে আমার পিতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিন। তিনি আমার সহিত একটি গোলাম পাঠাইয়া দিলেন। আমি আমার আব্বার বাড়িতে পৌছিয়া দেখিলাম, আমার আম্মা উম্মে রূমান ঘরের নিচ তলায় এবং আমার আব্বা হযরত আবু বকর (রা) ঘরের উপর তলায় কুরআন তিলাওয়াত করিতেছেন।

আমাকে দেখিয়া আমার আম্মা উম্মে রূমান জিজ্ঞাসা করিলেন, বেটি তুমি এখন কি কারণে আসিয়াছ? আমি তাহাকে বিস্তারিত সংবাদ জানাইলাম। আমি দেখিলাম এই সংবাদে আমার যতটুকু কষ্ট হইয়াছে, তাহাদের তদ্রূপ কষ্ট হয় নাই। আমাকে তিনি বলিলেন, মা তুমি মনে কষ্ট নিও না, কোন পুরুষের কোন সুন্দরী স্ত্রী থাকিলে তাহার যদি আরো একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সে তাহাদের হিংসার পাত্রী হইয়া পড়ে এবং তাঁহার সম্পর্কে নানা প্রকার কথা উঠে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিষয় সম্পর্কে আব্বাও কি অবগত হইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন আর আমি আমার অশ্রু সামলাইতে পারিলাম না। বারীধারার ন্যায় আমার অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আমার আব্বা কুরআন পাঠ করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থায় উপর হইতেই আমার শব্দ শুনিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি উপর হইতে নামিলেন। আম্মার নিকট ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কারণ উল্লেখ করিলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় ও স্বজল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আমাকে কসম খাইয়া বলিলেন, মা তুমি তোমার ঘরে ফিরিয়া যাও। অতএব আমি ঘরে ফিরিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে আসিয়া আমার সেবিকার নিকট আমার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁহার কোন দোষ জানি না। অবশ্য তিনি নিদ্রা কাতর মহিলা, অনেক সময় তিনি খমীর রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন এবং ছাগল আসিয়া উহা খাইয়া ফেলিত। তাহার এই উত্তর শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট স্পষ্টভাবে সত্য সত্য বল। তখন সে বলিল, সুবাহানাল্লাহ্!

আমি তাঁহার সম্পর্কে কোন দোষ জানি না। একজন স্বর্ণকার যেমন খালেস ও নির্ভেজাল সম্পর্কে জানেন, আমিও তাঁহার সম্পর্কে তেমনই জানি। এই অপবাদে যেই লোকটিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন সে বলিল সুবাহানাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম আমি কখনও কোন মহিলার কাপড় খুলি নাই।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে এই লোকটি এক জিহাদে শহীদ হইয়া যান। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমার আব্বাআম্মা আমার নিকট আসিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আসরের সালাত পড়িয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমার আব্বাআম্মা আমার ডাইনে ও বামে বসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাম্দ ও প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! যদি তুমি কোন প্রকার অপরাধে জড়িত হইয়া থাক, তবে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের তাওবা কবূল করিয়া থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন একজন আনসারী মহিলা আসিয়া দরজার নিকট বসিয়াছিল, আমি বলিলাম, এই মহিলার সম্মুখে এইরূপ বথা বলিতে কি আপনার লজ্জা হয় না? অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নসীহত করিলেন, আমি তখন আমার আব্বার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জওয়াব দিন। তিনি বলিলেন, আমি কি বলিব? আমার আম্মার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জওয়াব দিন। তিনিও বলিলেন, আমি কি বলিব? আমি যখন দেখিলাম তাহারা কোনই জওয়াব দিলেন না, তখন আমি আল্লাহ্র হাম্দ ও প্রশংসা করিলাম, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি বলি যে, আমি কোনই অপরাধ করি নাই এবং আল্লাহ্ জানেন যে, আমি যাহা বলিয়াছি উহাতে আমি সত্যবাদী, তবে উহা আমার পক্ষে উপকারী হইবে না। কারণ কথিত অপরাধটি আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হই। আর যদি আমি বলি, আমি অপরাধে জড়িত, অথচ, আল্লাহ্ জানেন আমি সম্পূর্ণরূপে অপরাধ মুক্ত, তখন আপনারা উহা বিশ্বাস করিবেন না।

আল্লাহ্র কসম আমার ও আপনাদের জন্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর আব্বার উদাহরণ ব্যতীত আর কোন উদাহরণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই মুহূর্তে আমি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর শান উল্লেখ করিতে চাহিলাম, কিন্তু উহা আমার স্মরণে আসিল না। মহা চিন্তিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ -

তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রাসূলের উপর অহী নাযিল করিলেন, আমরা সকলেই নীরব হইয়া গেলাম। অহী শেষে তিনি মাথা উঠাইলে আমি তাঁহার মুখমণ্ডলে খুশির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। তিনি তাঁহার ললাট মুছিতে মুছিতে বলিলেন ঃ

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ فَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَائَتَكِ -

"হে আয়েশা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অপবাদ মুক্তির জন্য আয়াত নাযিল করিয়াছেন।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন অত্যধিক রাগান্বিত হইয়াছিলাম। আমার আব্বাও আমাকে বলিলেন, আয়েশা! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হও। আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব না। আমি তাঁহার কৃতার্থও হইব না। এবং আপনাদেরও কৃতার্থ হইব না। আমি তো কেবল সেই মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতার্থ হইব এবং তাঁহারই প্রশংসা করিব, যিনি আমার অপবাদ মুক্তির সনদ নাযিল করিয়াছেন। তিনি আমাকে যেই কথা বলিয়াছেন, আপনারা উহা অস্বীকার করেন নাই। আর উহার প্রতিবাদও করেন নাই।

রাবী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যয়নাব বিন্তে জাহ্শ (রা)-কে তাঁহার দ্বিনের অসিলায় হিফাযত করিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে তিনি কোন দোষারোপ করেন নাই বরং ভাল মন্তব্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভগ্নি আমার দোষটা করিয়া ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আরো যাহারা দোষচর্চা করিয়াছিল, তাহারা হইল– মিসতাহ্, হাস্সান ইব্ন সাবিত এবং মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। এই ব্যক্তিই লোক একত্রিত করিয়া দোষচর্চা করিত এবং সেই ব্যক্তি এবং হাস্নাহ্ এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী অংশগ্রহণ করিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই ঘটনার পরে হয়রত আবূ বকর (রা) আল্লাহ্র নামে শপথ করিলেন, তিনি আর কখনও মিস্তাহকে দান করিবেন না। অতএব এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلاَ يَـأْتَلِ اُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ... الخ -

আবূ বকর (রা) যিনি বড়ই মর্যাদার অধিকারী তিনি যেন তাহার আত্মীয় মিস্হাতকে দান করিবার শপথ না করেন।

اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"তোমরা ইহা ভালবাস না যে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরবান"।

তখন হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন ঃ

بَلٰى وَاللّٰهِ يَا رَبَّنَا اَنَا نُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا -

"আল্লাহ্র কসম হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আমরা আপনার ক্ষমাদানকে ভালবাসি।" ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) মিস্তাহকে পূর্বের ন্যায় দান করতে আরম্ভ করিলেন। ইমাম বুখারী (র) ও এই সূত্রে আবূ উসামা মুহাম্মদ ইব্ন উসামাহ (র) তাঁহার তাফসীরে সুফিয়ান ইব্ন অয়াকী (র)-এর সূত্রে আবু উসামা (র) হইতে অনুরূপ আরো দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ সাঈদ আল-আসাজ্জ এর সূত্রে আবু উসামাহ (রা) হইতে ইহার আংশিক বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইম (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমান হইতে যখন আমার অপবাদ মুক্তির সনদ হিসাবে অহী নাযিল হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আসিয়া উহার সুসংবাদ দান করিলেন। আমি তখন বলিলাম, আমি ইহার জন্য মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতার্থ আপনার প্রতি নহি। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইব্ন আবূ আদী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমান হইতে যখন আমার প্রতি অপবাদের মুক্তির ফরমান নাযিল হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া উহা উল্লেখ করিলেন এবং আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। এবং দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে কোড়া মারিবার জন্য হুকুম করিলেন। অতএব তাহাদিগকে কোড়া মারা হইল। সুনান গ্রন্থের ইমামগণও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম আবূ দাঊদ (র) দোষ চর্চাকারীদের নাম হাস্সান ইবন সাবিত, মিস্তাহ ইব্ন উসাদাহ ও হাম্নাহ বিনতে জাহশ উল্লেখ করিয়াছেন। সিহাহ, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থ সমূহের উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর আম্মা হযরত উম্মে রূমান (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলী ইব্ন আসীম (র) ..... উম্মে রূমান (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশার (রা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ্ তাঁহার পুত্রকে যেন ধ্বংস করেন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন এমন বদ্দু'আ করিতেছেন? সে বলিল, সে দোষ চর্চাকারীদের একজন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন। কোন দোষ? মহিলাটি বলিল, তোমার সম্পর্কে এইরূপ দোষ।

আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণগোচর হইয়াছে? সে বলিল, হ্যাঁ। আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আব্বা হযরত আবূ বকর (রা)-ও কি ইহা শুনিয়াছেন? সে বলিল, হ্যাঁ। ইহা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রা) বেহুশ হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিল, তখন ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। হযরত উম্মে রুমান (রা) বলেন, আমি উঠিয়া তাঁহাকে চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেমন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, সম্ভবত অপবাদের চাপ সামলাইতে না পারিয়া এইরূপ হইয়াছে।

অতঃপর আয়েশা (রা) সোজা হইয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যদি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া অপবাদ অস্বীকার করি, তবে আপনারা উহা বিশ্বাস করিবেন না। অতএব আমার ও আপনাদের উদাহরণ হইল হযরত ইয়াকূব (আ) ও

তাঁহার পুত্রগণের ন্যায়। যখন তিনি فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَّ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ বলিয়াছিলেন। উম্মে রূমান (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইলেন এবং তাঁহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিলেন, আবূ বকরও তাঁহার সংগে ছিলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অপবাদ মুক্তির জন্য আয়াত নাযিল করিয়াছেন। তখন আয়েশা বললেন, ইহাতে আমি আল্লাহ্র সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আপনার প্রতি নহে।

হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আয়েশা (রা)! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইরূপ বলিতেছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁহাকেই বলিতেছি। যাহারা আয়েশা (রা)-এর এই দোষচর্চায় শরীক ছিল, তাহাদের মধ্য এমন এক ব্যক্তিও ছিল, যাহার ভরণ পোষণের দায়িত্ব হযরত আবূ বকর (রা) গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটার পর তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, তিনি আর তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ الاية -

ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আবশ্যই আমরা আপনার ক্ষমাদানকে পসন্দ করি, হে আমাদের প্রতিপালক! অতঃপর তিনি পুনরায় মিস্তাহকে সাহায্য দান করিতে শুরু করিলেন।

হুসাইনের সূত্রে কেবল ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) ..... হুসাইন হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবু আওয়ানা -এর রিওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাসরূক নিজেরই উম্মে রূমান (রা) হইতে শুনিয়া হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উলামায়ে কিরামের একটি দল, বিশেষত খতীব বাগদাদী উহা অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে রূমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করিয়াছেন। খতীব বাগদাদী বলেন, মাসরূক (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করিতেন।

তিনি বলিতেন سُئِلَتْ أُمُّ رُمَّانْ কিন্তু ভুলবশত কেহ কেহ উহাকে سَئَلْتُ মনে করিয়া রিওয়ায়েতটি মুত্তাসিল ধারণা করিয়াছেন। অথচ, উহা হইল মুরসাল। ইমাম বুখারী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার নিকট সূত্রের দোষ ধরা পড়েনি। কেহ কেহ বলেন, মাসরূক (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে তিনিও উম্মে রূমান (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ -

"যাহারা মিথ্যা অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে"। 'اِفْكٌ' অর্থ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ। عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ "তোমাদের মধ্য হইতে একটি দল"।

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ হে আবু বকরের পরিবার পরিজন! তোমরা উহাকে নিজেদের জন্য মঙ্গলকর মনে করিও না। بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ বরং উহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য মঙ্গলকর। অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের সত্যতা প্রমাণিত হইবে এবং পরকালে তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ হইবে। পবিত্র কুরআনেই হযরত আয়েশা (রা)-এর দোষমুক্তির সনদ অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ـ

"পবিত্র কুরআনে যেই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অগ্র-পশ্চাতে কোন বাতিল আসিতে পারে না। উহাকে কোনভাবেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারে না"।

হযরত আয়েশা (রা) যখন মৃত্যুর মুখোমুখী হন, তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ "হে আয়েশা (রা)! আপনি আনন্দিত হউন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবি, তিনি আপনাকে এমনি ভালবাসিতেন যে আপনার পরে তিনি অন্য কোন কুমারী স্ত্রী বিবাহ করেন নাই। এবং আসমান হইতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অপবাদ মুক্তির সনদ অবতীর্ণ করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) তাঁহার তাফসীরে উসমান ওয়াসিতী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত যয়নব (রা) পরস্পর গর্ব প্রকাশ করিলেন। হযরত যয়নাব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আমাকে বিবাহ দিয়াছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, সাফওয়ান ইব্ন মুয়াত্তাল আমাকে তাঁহার সাওয়ারীর উপর বহন করিয়া আনিলেন, কিছু লোক যখন আমাকে মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে অহী অবতীর্ণ করিয়া আমাকে অপবাদ মুক্ত করিয়াছিলেন। তখন হররত যয়নাব (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা! যখন ঐ উটের উপর তুমি আরোহণ করিয়াছিলে, তখন কি বলিয়াছিলে? তিনি বলিলেন ঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ "আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহী।" তখন তিনি বলিলেন, তুমি মু'মিনদের কলেমাই উচ্চারণ করিয়াছিলে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ এই বিষয়ে যাহারা মুখ খুলিয়াছে এবং হযরত আয়েশাকে অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য তাহাদের অর্জিত গুনাহ অনুপাতে শাস্তি হইবে।

وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ "আর যেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম অপবাদ আরোপ করিয়াছে" কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, যেই ব্যক্তি মানুষ একত্রিত করিয়া তাহাদের মধ্যে এই অপবাদ ছড়াইত ও প্রচার করিত। لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ "তাহার জন্য রহিয়াছে, কঠিন শাস্তি"।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে ঐ ব্যক্তি হইল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। মুজাহিদ এবং আরো অনেকে এই মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, ঐ ব্যক্তি হইল, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) এই মতটি অতিশয় দুর্বল মত। যেহেতু বুখারী শরীফে এই ধরনের একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। একই কারণে আমরা মতটি এখানে উল্লেখ করিয়াছি। নচেৎ সাহাবায়ে কিরামের যেই মর্যাদা ও ফযীলত রহিয়াছে, উহার প্রেক্ষিতে এই মতটি কোন গুরুত্ব রাখে না। বিশেষত হযরত হাসসান (রা) তাঁহার কবিতার মাধ্যমে কাফির ও মুশরিকদের আরোপিত অপবাদ ও গালমন্দের প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ

هَاجِهِمْ وَ جِبْرِيْلُ مَعَكَ "হে হাস্সান! তুমি তাহাদের গালির প্রতিবাদে গালি দিও হযরত জিব্রাঈল (আ) তোমার সাহায্যকারী"।

আ'মাশ (র) বলেন, আবু যুযুহা (র)-এর সূত্রে মাসরূক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত হাস্সান (রা) আগমন করিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) আমাকে তাঁহার জন্য তাকিয়া ঠিক করিয়া দিতে হুকুম করিলেন। তিনি বাহির হইয়া গেলে আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বললাম, হাস্সান আপনার নিকটও আসেন এবং আপনি তাঁহার প্রতি সম্মান দেখান? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

তখন তিনি বলিলেন, অন্ধ হওয়া অপেক্ষা অধিক বড় শাস্তি তাহার আর কি হইবে? তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই তাহার জন্য বড় শাস্তি নির্ধারিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, কাফিরদের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গালি দেওয়া হইত। হাস্সান (রা) উহার জওয়াব দানের জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

অতঃপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, হযরত হাস্সান (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রশংসামূলক একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

"তিনি (আয়েশা) পূত পবিত্র সর্বপ্রকার দোষ হইতে মুক্ত। তাঁহাকে কোন প্রকার অপবাদে অভিযুক্ত করা যায় না। এবং তিনি নিজেও কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করেন না"।

আয়েশা (রা) ইহা শুনিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনি তো এমন নহেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, হাসান ইব্ন কুর'আহ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাস্সান (রা)-এর কবিতা অপেক্ষা অধিক উত্তম কবিতা আর কাহারও শুনি নাই। আমি আশা করি তিনি বেহেশ্তবাসী হইবে।

তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের গালির প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন ঃ

هجوت محمدا قاجبت عنه * وعند الله فى ذالك الجزاء

"হে আবূ সুফিয়ান! তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে গালি দিয়াছ এবং আমি উহার জওয়াব দিয়াছি এবং আল্লাহ্র নিকট ইহার পুরস্কারের আমি আশা রাখি"।

فان أبى ووالده وعرضى * لعرض محمد منكم وقاء

"কারণ আমার আব্বা ও দাদা আমার ইজ্জত মুহাম্মদ (সা)-এর ইজ্জত সম্মানের প্রতিরক্ষার বস্তু"।

واتشتمه وكسيت له يكفء * فيشر كما لخير كما الفداء

"আরে তোমার মত লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গালি দেয় অথচ তুমি কোন প্রকারেই তাঁহার সমকক্ষ নহে। তোমার ন্যায় সকল দুষ্টলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায় সৎলোকের উপর বিসর্জীত"।

لسانى صارم لا عيب فيه * وبحرى لا تكدره الدلاء

"আমার জিহ্বা নির্দোষ তেজ-তরবারী সমতুল্য। আর এবং আমার সমুদ্র এত গভীর ও প্রশস্ত যে, ডোলের পানি উত্তোলন তাহার পানিকে ময়লাযুক্ত করিতে পারে না"। অর্থাৎ আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে যতই গালমন্দ বলুক না, কেন তাঁহার চরিত্র সদা নিষ্কলঙ্ক থাকিবে।

হযরত আয়েশা (রা)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি অনর্থক কথা নহে? তিনি বলিলেন, না। অনর্থক হইল উহা যাহা মহিলাদের নিকট বলা হয়। বলা হইল আল্লাহ্র কথা বলেন নাই?

"وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ" "তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অপবাদ প্রচারের প্রধান অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে"। তিনি বলিলেন, তাহার দৃষ্টিশক্তি কি লোপ পায় নাই? তাহার উপর কি তরবারী উথিত হয় নাই? অর্থাৎ হযরত সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল সুলামী (রা) যখন জানিতে পারিলেন, হাস্সান তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

১২. لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ.

١٣. لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (১২) এই কথা শুনিবার পর মু'মিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজদিগের বিষয়ে সৎধারণা করে নাই, ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। (১৩) তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী।

তাফসীর ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর কল্পিত ঘটনায় কিছু সংখ্যক মুসলমান ও জড়িত হইয়া অপবাদ প্রচারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সতর্ক করণ ও আদব শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন ঃ

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ .....الخ ـ

হে মু'মিনগণ! উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) সম্পর্কে যখন তোমরা মিথ্যা অপবাদ শুনিয়াছ, তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীগণ উহা নিজেদের উপর ধারণা করিল না কেন। অর্থাৎ এইরূপ অপকর্ম যেমন তাহাদের দ্বারা সম্ভব নহে, অনুরূপভাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) দ্বারা মোটেই সম্ভব নহে। কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) ও তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রা) ..... বনী নাজ্জার গোত্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণিত। একবার আবূ আইউবকে তাঁহার স্ত্রী বলিল, হে আবূ আইউব! হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে মানুষ কি বলিতেছে? তাহা কি আপনি শুনিতেছেন না? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তবে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আচ্ছা তুমি কি এইরূপ কাজে লিপ্ত হইতে পার? উম্মে আইউব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম কখনও না? তখন আবু আইউব (রা) বলিলেন, আয়েশা (রা) তো তোমা অপেক্ষা অনেক উত্তম। তাঁহার দ্বারা ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? রাবী বলেন, অপবাদকারীদের অপবাদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত হইল তখন সর্ব প্রথম যাহারা অপবাদ প্রচার করিয়াছিল তাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ـ

"তোমাদের মধ্যে যাহারা অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে তাহারা তোমাদের মধ্যে একটি দল"। আর তাহারা হইল হাস্সান ও তাঁহার সাথী সংগী। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ..... الخ ـ

তোমরা যখন অপবাদ শুনিয়াছিলে, তখন আবূ আইউব ও তাঁহার স্ত্রীর মত অন্যান্য সকল মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীগণ ধারণা করিল না কেন?

মুহাম্মদ ইব্ন উমর ওয়াকিদী (র) বলেন, ইব্ন আবূ হাবীব (র) ..... আবূ আইউবের আযাদকৃত গোলাম আফলাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মে আইউব (রা) বলিলেন, আয়েশা (রা) সম্পর্কে মানুষ যে অপবাদ প্রচার করিতেছে উহা কি আপনিও শুনেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ শুনি, তবে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হে উম্মে আইউব! তুমি কি এই গুরুতর কাজ করিতে পার? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, না। তখন আবু আইউব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আয়েশা তোমা অপেক্ষা উত্তম। তাঁহার দ্বারা ইহা মোটেই সম্ভব নহে। পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইলে, আল্লাহ্ তা'আলা অপবাদকারীদের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়া পরে বলেন ঃ

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا إِفْكٌ مُّبِيْنٌ -

যেমন আবু আইউব ও তাঁহার স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ শুনিয়া উহা মিথ্যা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল, অন্যান্য মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীগণও কেন অনুরূপ মন্তব্য করে নাই? আর তাঁহারা কেহই ইহা বলে নাই যে, ইহা সম্পর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কেহ কেহ বলেন, ঐ ব্যক্তি হযরত আবূ আইয়ুব (রা) ছিল না বরং হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ছিলেন।

وَقَالُوْا هٰذَا إِفْكٌ مُّبِيْنٌ তাহারা কেন ইহা বলিল না, যে ইহা স্পষ্ট মিথ্যা ও বানাওয়াট। কারণ, হযরত আয়েশা (রা) সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল (রা)-এর উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া দ্বিপ্রহরেই সকলের সম্মুখে আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ না করুন যদি তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার দুর্বলতা থাকিত, তবে তাহারা প্রকাশ্যভাবে দিবালোকে সকলের সম্মুখে এইভাবে উপস্থিত হইতেন না। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ স্পষ্ট মিথ্যা ও বানোয়াট। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْ لَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ তাহারা যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছে উহার জন্য তাহারা চারজন সাক্ষী কেন উপস্থিত করিল না? যাহারা তাহাদের অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করিত।

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ -

"যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই অতএব আল্লাহ্র দরবারে মিথ্যাবাদী ও অপরাধী"।

١٤. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

١٥. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (১৪) দুনিয়া ও আখিরাতের তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা যাহাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করিত। (১৫) যখন তোমরা মুখেমুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদিগের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহ্র নিকট ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।

তাফসীর ঃ হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে যাহারা অপবাদ প্রচারে জড়িত ছিল তাহাদিগকে সম্বন্ধ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

"আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত না হইত অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের কারণে তোমাদের তাওবা কবূল না করিতেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা না করিতেন ঃ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ অবশ্যই যেই অপরপাধে তোমরা লিপ্ত হইয়াছিলে উহার কারণে তোমাদের কঠিন শাস্তি হইত"।

আলোচ্য আয়াত ঐ সকল অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহারা মু'মিন ছিল। যেমন, মিসতাহ, হাস্সান, হাসনা বিনতে জাহ্শ ও অন্যান্যরা। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল এবং তাহার মত আরো যেই সকল মুনাফিক এই ঘটনায় জড়িত ছিল আলোচ্য আয়াত তাহাদের সম্পর্কে নহে। কারণ তাহারা মু'মিন ছিল না এবং এমন ভাল কাজও করে নাই যাহার কারণে তাহারা কঠিন শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, যেই কোন গুনাহ্র উপর কোন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ শাস্তি কেবল তখনই দেওয়া হইবে, যখন ঐ গুনাহ্র কাজে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা না করিবে। কিংবা ঐ গুনাহ্র পরিবর্তে সমপর্যায়ের কিংবা আরো অধিক বেশী মর্যাদার কোন নেক কাজ না করিবে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবন জুবাইর (র) ইহার অর্থ করেন, "যখন তোমরা এই অপবাদমূলক কথা একজন হইতে অপরজন শুনিয়া অন্যের নিকট

বর্ণনা করিতেছিলে, সে অর্থাৎ সে অমুক হইতে শুনিয়াছে এবং অমুক অমুক হইতে শুনিয়াছে এইভাবে উহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে"। কেহ কেহ এখানে আয়াতটি এইরূপ পড়িয়াছেন ঃ اِذْ تَلْقُوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ। বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা) ও অনুরূপ পাঠ করিতেন। ইহা وَلَقَ اللِّسَانُ আরবের এই ব্যবহার হইতে লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সে বরাবর তাহার মিথ্যার উপর চলিয়াছে। আরবগণ ইহাও বলিয়া থাকেন, وَلَقَ فُلَانٌ فِى السَّيْرِ অমুক বরাবর ভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রথম কির'আত অধিক প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত ইহাই। কিন্তু দ্বিতীয় কিরাআতটি হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ ..... হরযত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি اذ تلقونه পড়িতেন-ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) ইহা সম্পর্কে অন্য লোক অপেক্ষা বেশী জানেন।

وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ -

তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে কথা বল, যাহা তোমরা জান না। وَتَحْسَبُوْنَهَا هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ যেই গুরুতর অপবাদ তোমরা হাল্‌কা ও সহজ মনে কর। অথচ, আয়েশা (রা) যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী নাও হইতেন তবুও তো ইহা এইরূপ অপবাদ সহজ ছিল না। অতএব সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ও খাতিমুল আম্বিয়া (সা)-এর স্ত্রী সম্পর্কে ইহা কিরূপে হাল্‌কা ও সহজ হইতে পারে? উহা সহজ মোটেই নহে বরং 'আল্লাহ্‌র নিকট ইহা গুরুতর। সাইয়্যিদুল আম্বিয়া (সা)-এর স্ত্রীর প্রতি এইরূপ গুরুতর অপবাদ আল্লাহ্‌র জন্য অসহনীয় হইয়াছে। তিনি তো কোন নবীর স্ত্রী সম্পর্কে এইরূপ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অপবাদ বরদাশ্‌ত করেন না। সুতরাং সাইয়্যিদুল আম্বিয়া (সা)-এর স্ত্রী সম্পর্কে এই অপবাদ কিভাবে বরদাশ্‌ত করিতে পারেন? কাজেই তিনি অহীর মাধ্যমে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহারা বিষয়টি সহজ ও হাল্‌কা মনে করিলেও আল্লাহ্‌র নিকট উহা বড়ই কঠিন ও গুরুতর। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, কেহ কেহ কখনও এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিয়া বসে যাহাতে আল্লাহ্ অত্যধিক অসুন্তষ্ট হন এবং উহার কারণে জাহান্নামের মধ্যে আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব পরিমাণ গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়। অথচ সে তাহার উচ্চারিত কথার এই মারাত্মক দিকটি সম্পর্কে চিন্তাও করে না।

١٦. وَلَوْلَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا

سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ・

١٧. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

١٨. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۚ

অনুবাদ ঃ (১৬) এবং তোমরা যখন উহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদিগের উচিত নহে', আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশও দিতেছেন, যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম সৎলোকদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি দ্বিতীয় হুকুম দিয়াছেন যে, ভাল ও সৎ লোকদের সম্পর্কে যেন তাহারা কোন অসাধু মন্তব্য না করে। যদি তাহাদের অন্তরে এইরূপ ধারণা জন্মে তবে উহা যেন মুখে উচ্চারণ না করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَقُلْ اَوْتَعْمَلْ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। যাবৎ না সে উহা মুখে উচ্চারণ না করে কিংবা উহা মুতাবিক আমল না করে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ـ

"তোমরা যখন আয়েশা সম্পর্কে অপবাদ শুনিয়াছিলে তখন তোমরা এইরূপ কেন বলিলে না যে, এইরূপ গুরুতর কথা আমাদের মুখে উচ্চারণ করা উচিৎ নহে"। سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ "সুবহানাল্লাহ্! ইহা তো বড়ই গুরুতর অপবাদ"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপবাদ আর কি হইতে পারে? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পুনরায় আর কখনও ইহার অনুরূপ আর কোন অপবাদ আরোপ করিতে নিষেধ করিতেছেন"। اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা আল্লাহ্র ও তাঁহার শরীয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি যদি তোমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তবে যেন পুনরায় তোমাদের পক্ষ হইতে এইরূপ অপবাদ আরোপের ঘটনা না ঘটে।

অবশ্য যাহারা কাফির তাহাদের জন্য শরীয়াতের ভিন্ন নির্দেশ রহিয়াছে। وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে শরীয়াতের হুকুম সমূহ বর্ণনা করিতেছেন। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ মানুষের জন্য যাহা শোভনীয় ও যাহা উপকারী আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং শরীয়াতের নির্দেশ নির্ধারণের বেলায়ও তিনি বড়ই হিক্মতওয়ালা।

১৯. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৯) যাহারা মু'মিনদিগের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদিগের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের আলাহ্ তা'আলা তৃতীয় সতর্ক করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন মু'মিন সম্পর্কে কোন খারাপ কথা শুনিবার পর যদি উহা কাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং মুখে উহা উচ্চারণও করিয়া ফেলে, কিন্তু উহার যেন অধিক প্রচার না হয় সেইদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"যাহারা ইহা চায় যে, মু'মিনদের অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাহাদের ইহকালে ও পরকালে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইবে। ইহকালে তাহাদিগকে কোড়া মারা হইবে এবং পরকালে শাস্তি অধিক যন্ত্রণাদায়ক"।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না। অতএব সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা উচিৎ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্র বান্দাগণকে কষ্ট দিও না, তাহাদিগকে লজ্জা দিও না আর তাহাদের গোপন বিষয়ের সন্ধান করিও না। কারণ, যেই ব্যক্তি তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের গোপন বিষয়ের সন্ধান করিবে, আল্লাহ্ ও তাহার গোপন বিষয় খুঁজিয়া তাহাকে তাহার ঘরেই লাঞ্ছিত করিবেন।

٢٠. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

٢١. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (২০) তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না থাকিলে তোমাদিগের কেহই অব্যাহতি পাইতে না এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (২১) হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। কেহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে, শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদিগের কেহই কখনও পবিত্র হইতে পারিবে না, তবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত না হইত এবং তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময় এবং স্নেহেরবান না হইতেন তবে তোমরা মারাত্মক শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে না। বরং যেহেতু তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু অতএব তাঁহার দান ও করুণা দিয়া তাওবাকারীর তাওবা কবূল করেন। এবং শরীয়াতের দণ্ডবিধানের মাধ্যমে তোমাদিগকে পবিত্র করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করিও না"।

وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ -

"আর যেই ব্যক্তি শয়তানের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে সে সঠিক পথে চলিতে ব্যর্থ হয়, কারণ শয়তান তো সদাসর্বদা অশ্লীল ও মন্দ কাজের জন্য হুকুম করে"।

আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা অত্যন্ত উত্তম পন্থায় মু'মিনদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন : خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ অর্থ, "শয়তানের কর্মকাণ্ড"। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ শয়তানের কুমন্ত্রণা। কাতাদাহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ। আবূ মিজ্লায (রা) বলেন, গুনাহর মানত করা শয়তানের অনুসরণ করার মধ্যে শামিল। মাসরূক (র) বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলিল, আমি 'আহার করা' হারাম করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন : هٰذَا مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ "ইহা শয়তনের কুমন্ত্রণা"। তুমি তোমার শপথের কাফ্ফারা দান কর। এবং আহার কর। এক ব্যক্তি তাহার সন্তানকে যবাই করিবে বলিয়া মানত করিলে ইমাম শা'বী (র) তাহাকে বলিলেন, ইহা শয়তানের কুমন্ত্রণা। এবং তিনি তাহাকে উহার পরিবর্তে একটি ভেড়া যবাই করিতে বলিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .....আবূ রা'ফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার স্ত্রীর উপর ক্রোধান্বিত হইলে, সে বলিল, একদিন সে ইয়াহূদী, একদিন সে খ্রিস্টান এবং আমি যদি তাহাকে তালাক না দেই, তবে তাহার সকল গোলাম আযাদ হইবে। আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া ঘটনার বিবরণ জানাইলে, তিনি বলিলেন : هٰذَا مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ "ইহা শয়তানের কু-মন্ত্রণা"। যায়নাব বিনতে উম্মে সালামাহও একদিন অনুরূপ বাক্যালাপ করিলে, আমি আসিম ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া জানাইলে তিনিও অনুরূপ মন্তব্য করিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَازَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا -

"আল্লাহ্ যদি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে তাওবা করিবার তাওফীক দান না করিতেন এবং শিরক এবং চরিত্রের অন্যান্য কলুষতা হইতে পবিত্র না করিতেন তবে কেহই নিষ্কলুষ হইতে পারিত না"।

وَلٰكِنَّ يُزَكِّي مَنْ يَّشَاءُ কিন্তু আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পবিত্র করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে গুমরাহ্ করেন এবং গুমরাহীর ভয়াবহ ময়দানে ধ্বংস করিয়া দেন। وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের আলাপ আলোচনা শ্রবণ করেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে কে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য এবং কে গুমরাহ হইবে উহাও তিনি জানেন।

٢٢. وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (২২) তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুই দিবে না, তাহারা যেন তাহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদিগের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে لاَ يَأْتَلِ ক্রিয়াটি الالية ধাতু হইতে নির্গত হইয়াছে। অর্থ হইল শপথ করা। الفضل অর্থ, সামর্থ, সাদাকা ও ইহসান। السعة অর্থ, ধন ও সচ্ছলতা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ -

যাহারা সামর্থবান, সদকাদানকারী ও ইহসানকারী তাহারা যেন এই শপথ না করে যে, أَنْ يُؤْتُوْا أُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْمُهٰجِرِيْنَ

তাহারা আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্রলোক এবং আল্লাহ্র রাহে হিজরাতকারীদেরকে দান করিবে না। এবং তাহাদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রাখিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য চরম তাগিদ করিয়াছেন। তাহাদের সহিত নরম ও সদ্ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। এবং তাহাদের পক্ষ হইতে কোন ভুল-ত্রুটি হইলে উহা ক্ষমা ও মার্জনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا "তাহারা যেন আত্মীয়তার পক্ষ হইতে সংঘটিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেয় এবং মার্জনা করে"। তাহাদের পক্ষ হইতে অবিচার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা বড়ই অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী।

আলোচ্য আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ হইয়াছে, যখন তিনি মিস্তাহ ইব্ন উসাদাহ্কে কোন প্রকার দান ও উপকার করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। কারণ সেও হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি দোষারোপ-কারীদের একজন ছিল। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) যখন অহীর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত প্রমাণিত হইলে অপবাদকারীদিগকে কোড়া মারা হইল এবং তাহাদের তাওবা করিবার পর আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাঁহার আত্মীয় হযরত মিস্তাহ (রা)-এর প্রতি সদয় হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। মিস্তাহ্ (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খালা-এর পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র মুহাজির। তিনি একেবারেই নিঃস্ব ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনিও হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের সহিত শামিল হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কোড়া মারা হইয়াছিল এবং তাওবা করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা

তাঁহার তাওবা কবূল করিয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য দরিদ্রলোকদিগকে দান করিবার জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিশেষ খ্যাতি ছিল। যখন আলোচ্য আয়াত اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ। "তোমরা কি ইহা চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন", অবতীর্ণ হইল। তখন আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আমরা ইহা চাই। যেই ব্যক্তি যেমন আমল করিবে সে তদ্রুপ বিনিময় লাভ করিবে। এই বিধান মতে যেই ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করিবে এবং মার্জনা করিবে আল্লাহ্ও তাহাকে ক্ষমা ও মার্জনা করিবেন।

অতএব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মিস্তাহকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং পুনরায় পূর্বের ন্যায় তাঁহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। এবং পূর্বে যেমন তিনি বলিয়াছেন আল্লাহ্র কসম আমি আর কখনও তাহাকে দান করিব না। এইবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আর কখনও তাহার প্রতি দান করা বন্ধ করিব না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে এই কারণেই 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

٢٣. اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

٢٤. يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۙ

٢٥. يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۙ

অনুবাদ ঃ (২৩) যাহারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাহাদিগের জন্য আছে মহাশাস্তি (২৪) যেইদিন তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে তাহাদিগের রসনা, তাহাদিগের হস্ত ও তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে (২৫) সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহ্ই সত্য স্পষ্ট প্রকাশক।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের আল্লাহ্ তা'আলা সেই লোকদিগকে শাস্তির ধমক দিয়াছেন, যাহারা তাহাদের ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সাধারণ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণ যাঁহারা মু'মিনদের আম্মা তাঁহাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করিলে যে কঠিন শাস্তি হইবেই তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন, যে হযরত আয়েশা (রা) যাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিবার কারণে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে ইহার পরে যেই ব্যক্তি তাঁহাকে পুনরায় অপবাদ দিবে সে কাফির। আর অবশিষ্ট উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। অর্থাৎ সঠিক মত হইল ইহাই যে, তাহাদিগকে যেই ব্যক্তি অপবাদে অভিযুক্ত করিবে সে মু'মিন নহে।

لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ "সতী ঈমানদার নারীদিগকে যাহারা অপবাদ দেয় তাহাদিগকে ইহকাল ও পরকালে লা'নত করা হইতেছে"। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি কেবল হযরত আয়েশা (রা)-এর সহিত খাস। ইব্ন আবূ হাতিম, (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ। কেবল হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আহমাদ ইব্ন আব্দাহ্ যাববী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছিল। উহা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে অনবহিত ছিলাম। আমি পরে উহা জানিতে পারিয়াছি। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট বসাছিলেন। এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। তাঁহার উপর যখন অহী অবতীর্ণ হইত, তখন তাঁহাকে তন্দ্রাগ্রস্তের মত মনে হইত। অহী সম্পন্ন হইবার পর স্বীয় মুখমণ্ডল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, হে আয়েশা! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। তিনি বলেন, আমি তো কেবল আল্লাহ্র প্রশংসা করিব এবং তাঁহার কৃতার্থ হইব আপনার নহে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ...... لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

অত্র আয়াতে ইহার উল্লেখ নাই যে, হুকুমটি কেবল হযরত আয়েশা (রা)-এর সহিত খাস। অবশ্য আয়াতটি তাঁহারই শানে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে উল্লেখিত হুকুম তাঁহার সহিত খাস নহে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের অর্থ সম্ভবতঃ ইহাই।

যাহ্হাক, আবূল জাওয়া ও সালামা ইব্ন নাকীত (র) বলেন, উল্লেখিত আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণকে বুঝান হইয়াছে। অন্যান্য স্ত্রীলোক ইহার অন্তর্ভূক্ত নহে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلاَتِ الخ -

দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণকে বুঝান হইয়াছে। মুনাফিকরা তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর অভিশাপ নাযিল করিয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার ক্রোধানলে পতিত হইয়াছে। উপরোল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...... فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অপবাদ আরোপকারীদের জন্য কোড়া মারিবার হুকুম নাযিল এবং তাহারা তওবা করিলে যে তিনি উহা কবূল করিবেন সেই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ সকল অপবাদকারীদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা যাইবে না। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একবার তিনি সূরা নূরের তাফসীর বর্ণনা করিতে করিতে যখন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلاَتِ الْمُؤْمِنٰتِ -

পর্যন্ত পৌছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই আয়াত হযরত আয়েশা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য বিবিগণের শানে নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতটির হুকুম অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অবশ্য ইহাতে অপবাদকারীদের জন্য তাওবার উল্লেখ নাই। অতঃপর তিনিঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...... اِلاَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا .... الخ -

পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, যাহারা তাওবা করিয়াছে এবং নিজেদের অবস্থার সংশোধন করিয়া লইয়াছে, তাহাদের তাওবা গ্রহণ করা হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য অপবাদকারীদের জন্য কোন তাওবা নাই। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এই সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিয়া এক ব্যক্তি তাহার মাথায় চুমু খাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা) এবং এই যুগে ও যেই সকল স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরূপ অপবাদ আরোপ করা হইবে সকলের জন্য প্রযোজ্য। ইব্‌ন জরীরও আয়াতটির হুকুম ব্যাপক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই মতের সমর্থনকারী আরো রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ "তোমরা সাতটি

ধ্বংসকারী বিষয় হইতে বিরত থাক। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাতটি বিষয় কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত শিকুর করা, যাদু, হারামকৃত হত্যা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা এবং সৎ সতী অনবহিত মু'মিন স্ত্রীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করা"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম, সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূল কাসিম তাবারানী (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন উমর, আবূ খালিদ তায়ী (র) হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ -

"সতী স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ করিলে একশত বৎসরের নেক আমল নষ্ট হইয়া যায়"।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে যখন মুশরিকরা ইহা দেখিতে পাইবে যে, কেবল যাহারা সালাত কায়েম করিয়াছিল, তাহারাই বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে, তখন তারা বলিবে, আমরা যে দুনিয়ায় শিরক করিতাম, উহা অস্বীকার করি। অতঃপর তাহারা অস্বীকার করিবে। তখন তাহাদের মুখে মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। এবং তাহাদের হাত ও পা সাক্ষী দিবে এবং তখন তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের কিছুই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসে কাফির তাহার আমল দ্বারাই পরিচিত হইবে। কিন্তু সে তাহার কুফরকে অস্বীকার করিবে এবং বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রতিবেশীরাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। তখন তাহারা বলিবে, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহাকে বলা হইবে তোমার পরিবার-পরিজনই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তখনও সে বলিবে, তাহারাও মিথ্যাবাদী। তখন তাহাকে শপথ করিতে বলা হইবে। তখন সে শপথ করিবে, এই ঘটার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বোবা বানাইয়া দিবেন এবং তাহার হাত, জিহ্বা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ সকলকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আবূ শায়বা ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বা কূফী (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি এমনভাবে

হাসিলের যে, তাঁহার দাঁত মুবারক দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ أَتَدْرُوْنَ مِمَّ أَضْحَكُ তোমরা কি জানবে যে, আমি কেন হাসিতেছি? আমরা বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দা যে তাহার প্রতিপালকের সহিত ঝগড়া করিবে, এই কারণে হাসিতেছি। কিয়ামত দিবসে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুলুম হইতে বিরত রাখেন নাই? তিনি বলিবেন, হাঁ, তখন সে বলিবে, আজ আমার ব্যাপারে কেবল এমন সাক্ষীর কথা গ্রহণ করা হউক, যাহাকে আমি সত্য মনে করি। আর সে সাক্ষী কেবল আমি নিজেই। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি নিজেই আজ তোমার জন্য সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। অতঃপর তাহার মুখের উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাহার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলিতে হুকুম দেওয়া হইবে। ইহার পর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার সকল কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে বলিয়া দিবে। তখন সে বলিবে, ধ্বংস হইয়া যা, দূর হইয়া যা তোদের জন্যই তো আমি এই ঝগড়ায় অবতীর্ণ হইয়াছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিম, নাসাঈ উভয়ই সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর নাসাঈ (র) বলেন, আশজাঈ ব্যতিত আর কেহ সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন নাই। হাদীসটি গরীব।

কাতাদাহ (র) বলেন, তোমার শরীরের অঙ্গগুলোই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতএব তুমি উহাদের প্রতি দৃষ্টি দিবে। আল্লাহ্কে প্রকাশ্যে ও গোপনে ভয় কর। কারণ, কোন গুপ্ত বস্তুই আলাহ্র নিকট গোপন নহে। সকল অন্ধকার তাঁহার নিকট আলোকিত এবং সকল গোপন তাঁহার নিকট প্রকাশ্য। অতএব যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে সক্ষম হইবে সে যেন তাহাই করে। আল্লাহ্র শক্তি ও সামর্থ ব্যতিত কোন শক্তি ও সামর্থ নাই।

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ -

"যেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে অর্থাৎ কাফিরদিগকে তাহাদের সঠিক বিনিময় দান করিবেন"। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, دِيْنُ অর্থ হিসাব-নিকাশ। আরো অনেকেই এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে এখানে الحق। কে دين এর সিফাত হিসাবে নসব পড়া হয়। কিন্তু মুজাহিদ اللّٰه। শব্দের সিফাত হিসাবে 'রফা' সহ পড়েন।

وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ. আর তাহারা জানিতে পারিবে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি সত্য এবং ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত।

٢٦. اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (২৬) দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য, লোকে যাহা বলে, ইহারা তাহা হইতে পবিত্র। ইহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, খারাপ ও অশ্লীল কথা খারাপ ও অশ্লীল লোকদের মুখ হইতেই বাহির হয় এবং মন্দ ও অশ্লীল লোকেরা কেবল মন্দ ও অশ্লীল বলিয়া থাকে। অপর পক্ষে ভাল ও উত্তম কথা কেবল ভাল ও উত্তম লোকদের মুখ হইতেই বাহির হয় এবং উত্তম ও ভাল লোকগণ কেবল ভাল্ ও উত্তম কথাই বলিয়া থাকেন। মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শা'বী, হাসান বাসরী, হাবীব ইব্ন আবু সাবিত (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ইহা পছন্দ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, যেই কথা মন্দ ও অশ্লীল উহা কেবল মন্দ ও অশ্লীল লোকের মুখ হইতেই বাহির হইবার উপযুক্ত। অপর পক্ষে ভাল কথা কেবল ভাল ও পাক-পবিত্র লোকগণের মুখ হইতে বাহির হইবার যোগ্য। অতএব মুনাফিকরা হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছিল উহা কেবল তাহাদের পক্ষেই সাজে। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে এইরূপ গুরুতর অপবাদ কোন ভাল ও পবিত্র লোকের মুখ হইতে কখনো উচ্চারিত হইতে পারে না।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, অপবিত্র ও অশ্লীল স্ত্রীরা কেবল অপবিত্র পুরুষের জন্য উপযোগী। এবং অপবিত্র ও অশ্লীল পুরুষরা অনুরূপ অপবিত্র ও অশ্লীল মহিলাদের জন্য উপযোগী। অপরপক্ষে পবিত্র নারীগণ কেবল পবিত্র পুরুষগণের জন্য উপযোগী এবং পবিত্র পুরুষগণ ও অনুরূপ পবিত্র নারীগণের জন্য উপযোগী। অতএব যদি হযরত আয়েশা (রা) পাক পবিত্র নারী না হইতেন তবে আল্লাহ্ তা'আলা কখনও পাক-পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য তাঁহাকে স্ত্রীরূপে নির্ধারণ করিতেন না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ঐ সকল মুনাফিক দল তাহাদের প্রতি যেই অপবাদ রটাইয়া বেড়াইতেছে তাহারা উহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। لَهُمْ مَغْفِرَةٌ তাহাদের প্রতি এই মিথ্যা অপবাদের কারণে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা وَرِزْقٌ كَرِيمٌ এবং আল্লাহ্র নিকট বেহেশ্তে রহিয়াছে তাহাদের জন্য সম্মানিত রিযিক।

যেহেতু হযরত আয়েশা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী, অতএব তিনি বেহেশ্তেও তাঁহার স্ত্রী থাকিবেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম (র) ..... আছির ইব্ন জাবির (র) হইতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আজ আমি অলীদ ইব্ন উকবাহ্কে এমন একটি কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, যদি মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে কোন উত্তম কথা নিহিত থাকে তবে উহা তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে যাবৎ না, সে উহা অন্যকে শুনাইতে পারে সে শান্ত হয় না। কোন ভাল লোক তাহার নিকট হইতে উহা শুনিয়া তাহার অন্তরে গাঁথিয়া লয়। অনুরূপভাবে কোন অসৎ ব্যক্তির অন্তরে অশ্লীল ও খারাপ কথাও আসিলে সেও উহা বলিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। যাবৎ না সে উহা অন্যকে শুনাইতে পারে সে শান্ত হয় না। অতঃপর তাহার নিকটবর্তী কোন লোক উহা শুনিয়া তাহার অন্তরে গাঁথিয়া লয়। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ... الخ ـ

ইমাম আহমাদ (র) ও তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুলাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلُ الَّذِىْ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ لاَ يُحَدِّثُ اِلاَّ بَشَرَّ مَا يَسْمَعُ كَمِثْلِ رَجُلٍ جَاءَ اِلَى صَاحِبُ غَنَمَ فَقَالَ اَجْزِرْلِىْ شَاةً فَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ بِاُذْنِ اَيُّهَا شِئْتَ فَذَهَبَ فَاَخَذَ بِاُذْنِ كَلْبِ الْغَنَمِ ـ

"যেই ব্যক্তি জ্ঞান ও হিক্মতের কথা শুনিবার পর কেবল মন্দকথা বলিয়া বেড়ায় তাহার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে কোন ছাগলের মালিকের নিকট আসিয়া একটি ছাগল প্রার্থনা করিল, অতঃপর সে তাহাকে বলিল, যাও এবং তোমার পছন্দমত যে কোন একটি লইয়া যাও। ইহার পর সে কোন ছাগল না লইয়া ছাগলের পাহারারত কুকুরের কান ধরিয়া লইয়া গেল"।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত ঃ اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا اَخَذَهَا "জ্ঞান ও হিক্মতের কথা হইল মু'মিনের হারান বস্তু। সে উহা যেখানেই পায় গ্রহণ করে"।

٢٧. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٠

٢٨. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ٠

٢٩. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (২৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদিগের গৃহ ব্যতিত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদিগের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদিগকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদিগকে বলা হয়, ফিরিয়া যাও, তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৯) যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদিগের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকিলে সেখানে তোমাদিগের প্রবেশে কোন পাপ নাই এবং আল্লাহ্ জানেন, যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে কতগুলো শরীয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দান বরিয়াছেন। আর তাহা হইল কাহারও ঘরে প্রবেশের পূর্বে প্রথম অনুমতি গ্রহণ করিবে এবং পরে সালাম দিবে। তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা সমীচীন। যদি ইহাতে অনুমতি পাওয়া যায় তবে তো সালাম করিয়া প্রবেশ করিবে। নচেৎ ফিরিয়া আসিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, একবার হযরত আবূ মূসা (রা) হযরত উমার

(রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমি তো আবূ মূসাকে অনুমতি প্রার্থনা করিতে শুনিলাম? তাঁহাকে আসিতে বল। লোকজন তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া দেখিল, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। ইহার পর যখন তিনি পুনরায় আসিলেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেইদিন ফিরিয়া গিয়াছিলে কেন? তিনি বলিলেন, আমি তিনবার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলে ফিরিয়া গিয়াছি। এবং নবী করীম (সা)-কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি ঃ

اِذَا اسْتَاذَنَ اَحَدُكُمْ فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ فَلْيَنْصَرِفْ "যখন তোমাদের কেহ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অনুমতি পাইতে ব্যর্থ হয়, তখন সে যেন ফিরিয়া যায়"। ইহা শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইহার পক্ষে তুমি দলীল পেশ কর, নচেৎ তোমাকে আমি কঠিন শাস্তি দিব। হযরত উমর (রা)-এর সতর্কবাণী শুনিয়া তিনি আনসার সাহাবাগণের একটি দলের নিকট ইহার আলোচনা করিলেন, তাঁহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যে যে বয়সে ছোট সেই তোমার পক্ষে সাক্ষ্যদান করিবে। অতঃপর আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) উঠিয়া গিয়া হাদীস শুনাইলেন। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকার কারণেই আমি এই হাদীস শুনিতে ব্যর্থ হইয়াছি।

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আনাস (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণিত। একবার নবী করীম (সা) হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর ঘরে অনুমতি চাহিয়া সালাম করিলেন, তিনিও সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু নবী করীম (সা) উহা শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি পরপর আরও দুইবার সালাম করিয়া মোট তিনবার সালাম করিলেন, হযরত সা'দ ও প্রত্যেকবারই সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা শুনিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। হযরত সা'দ (রা) তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যেই কয়বার সালাম করিয়াছেন, প্রত্যেকবারই আমি উহা শুনিয়াছি এবং প্রত্যেক সালামের আমি জবাবও দিয়াছি। কিন্তু আমি উচ্চস্বরে জওয়াব দিয়া আপনার কর্ণগোচর করি নাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে আমি আপনার সালাম ও বরকত অধিক পরিমাণ লাভ করিব।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘরে নিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে কিস্‌মিস পেশ করিলেন। উহা আহার করিয়া অবসর হইলে রাসূলুলাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, সৎ লোকেরা তোমার সাহায্যে আহার করিয়াছেন, ফিরিশ্‌তাগণ দু'আ করিয়াছেন এবং সাওম পালনকারী তোমার এখানে ইফ্‌তার করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) আওযাঈ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কায়েস ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)

হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বাড়িতে আসিয়া 'আস্সামু আলাইকুম-ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহ্' বলিলেন, আমার পিতা সা'দ (রা) নিম্নস্বরে উহার জবাব দিলেন। কায়েস (র) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবেন না? তিনি বলিলেন, আরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমাদের প্রতি বেশী পরিমাণ সালাম করিতে দাও।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় পূর্বের ন্যায় সালাম করিলেন। হযরত সা'দ (রা) ও পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারও পূর্বের ন্যায় সালাম করিলেন। কিন্তু তিনি এবারও জবাব শুনিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবার সা'দ (রা) তাঁহার পিছনে ছুটিলেন। এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রত্যেকবারই আমি আপনার সালামের আওয়াজ শুনিয়াছি এবং উহার জবাবও দিয়াছি। কিন্তু আপনার সালাম অধিক পরিমাণে লাভের আশায় নিম্নস্বরে উহার জবাব দিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুলাহ্ (সা) তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। হযরত সা'দ (রা) তাঁহাকে গোলস করিতে বলিলে, তিনি গোসল করিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি জা'ফরানী রংগের চাদর পরিধান করিতে দিলে তিনি উহা পরিধান করিলেন।। অতঃপর তিনি হাত উঠাইয়া এই দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَىٰ اٰلِ سَعْدٍ -

"হে আল্লাহ্! সা'দ এর পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি আপনার অনুগ্রহ বর্ষণ করুন"। কায়েস (র) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু খাবার খাইলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করিলেন, তখন হযরত সা'দ (রা) একটি গাধার উপর নরম গদি বিছাইয়া তাঁহার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। সা'দ (রা) আমাকে বলিলেন, কায়েস! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যাও। কায়েস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তুমিও আরোহন কর, কিন্তু আমি আরোহন করিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, হয় আরোহন কর নয় ফিরিয়া যাও। তখন আমি ফিরিয়া গেলাম। হাদীসটি আরো অধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বিশুদ্ধ।

এখানে ইহা জানিয়া রাখা উচিৎ যে, যেই ব্যক্তি কাহার বাড়ী প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তাহার উচিৎ সে যেন বাড়ীর দরজার সম্মুখীন হইয়া না দাঁড়ায়। হয় দরজার ডান দিকে নয় দরজার বাম দিকে দাঁড়াইবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বিশর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন কাওমের দরজায় আসিতেন, তখন তিনি দরজায় মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতেন না। হয় তিনি উহার ডান দিকে দাঁড়াইতেন, নয় বাম দিকে দাঁড়াইতেন এবং 'আস্সালামু আলাইকুম, আস্সালামু আলাইকুম' দুইবার বলিতেন। কারণ সে যুগে পর্দা লটকানো থাকিত না। হাদীসটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) আরো বলেন, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হুযাইল (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরজার সম্মুখে আসিল, দরজায় মুখোমুখী হইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন, দরজার মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইও না। অনুমতি প্রার্থনা তো কেবল এই কারণে করিতে হয় যেন দৃষ্টি না পড়ে। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... সা'দ (রা) সূত্রে তিনি নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া ঘরের দিকে উঁকি মারে এবং তুমি তাহার চোখে পাথর কণা ছুড়িয়া মার এবং তাহার চক্ষু ফুড়িয়া দাও তবে ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই।

মুহাদ্দিসগণের একটি জামা'আত শু'বা (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার যেই ঋণ ছিল উহা পরিশোধ করিবার জন্য সহায়তার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি। তিনি বলিলেন, আমি। ইহা বলিয়া তিনি যেন আমার জবাবকে অপছন্দ করিলেন। কারণ এইরূপ শব্দ দ্বারা অনুমতি প্রার্থনাকারী কে জানা যায় না, অর্থাৎ সে তাহার নাম কিংবা উপনাম না বলে। "আমি" প্রত্যেকেই বলিতে পারে। উহা দ্বারা অনুমতি লাভ করা সম্ভব নহে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, الاستناس। অর্থ অনুমতি প্রার্থনা করা। আরো অনেকেই এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইবন বাশশার (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, حَتَّى تَسْتَانِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا এর حَتَّى تَسْتَاذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا হওয়া উচিৎ। ইহা ভুলে লিখিত হইয়াছে। হুসাইম (র) জা'ফর ইব্ন আয়াস, সাঈদ ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এখানে حَتَّى تَسْتَاذِنُوْا وَتَسْلِمُوْا পাঠ করিতেন। তিনি হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর কিরা'আতের অনুসরণ করিতেন। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা গরীব রিওয়ায়েত।

হুসাইম (র) ..... ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করেন, ইব্ন মাসউদ (রা)-এর 'মুসহাফ'এ حَتَّى تُسَلِّمُوْا عَلَى اَهْلِهَا وَتَسْتَاذِنُوْا রহিয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এই রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে এবং ইব্ন জরীর (র) ও ইহা পছন্দ করিয়াছেন। ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, রাওহ্ (র) ..... কালদাহ ইব্ন হাম্বল (রা) হইতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর একবার তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উপত্যকার উচ্চভূমিতের অবস্থান করিতেছিলেন। কালদাহ (র) বলেন, আমি সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। সালামও করিলাম না আর অনুমতিও লইলাম না। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও এবং বল 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? ইমাম নাসাঈ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী ইব্‌ন জুরাইজ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা একটি হাসান ও গরীব হাদীস। কেবল ইব্‌ন জুরাইজ (র) হইতেই বর্ণিত আছে বলিয়া আমরা জানি। ইমাম আবূ দাঊদ (র) আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... রিবয়ী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বনূ আমির গোত্রীয় একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল, সে বলিল, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন নবী করীম (সা) তাঁহার খাদেমকে বলিলেন, এই লোকটির কাছে যাও এবং তাহাকে অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম শিখাইয়া দাও। তাহাকে বল, প্রথম তুমি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বল, অতঃপর বল, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? লোকটি ইহা শুনিয়া বলিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে প্রবেশের জন্য অনুমতি দিলেন।

হুসাইম (র) বলেন, মানসূর (র) ..... আমর ইব্‌ন সাঈদ সাকাফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করিবার জন্য বলিল, "আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন রাসুলূল্লাহ্ (সা) 'রাওয়া' নামক তাঁহার একটি বাঁদীকে বলিলেন, তাহার নিকট গিয়া প্রথম তাহাকে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিক্ষা দাও। সে অনুমতি গ্রহণের সঠিক নিয়ম জানে না। তাহাকে বল, সে যেন এইরূপ বলে, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? লোকটি ইহা শুনিয়া বলিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন তিনি বলিলেন, হাঁ, প্রবেশ কর। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ফযল ইব্‌ন সাব্বাহ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "কথা বলিবার পূর্বেই সালাম করিতে হইবে"।

অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আম্বাসা (র) একজন দুর্বল রাবী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন যাযান এর সনদেও দুর্বলতা রহিয়াছে। হুসাইম (র) মুঘীরাহ্ (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্‌ন উমর (রা) একটি প্রয়োজনে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের তাপে অসহ্য হইয়া একজন কোরাইশী স্ত্রীলোকের তাঁবুর কাছে আসিয়া

বলিল, 'আস্সালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? স্ত্রীলোকটি বলিল, তুমি নিরাপদে প্রবেশ কর। তিনি পুনরায় সালাম করিয়া পূর্বের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্ত্রীলোকটি পূর্বের ন্যায় উত্তর করিল। অথচ তিনি গরমে অসহ্য হইয়া পা পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি সোজাভাবে বল, প্রবেশ কর। অতঃপর স্ত্রীলোকটি বলিল, প্রবেশ কর।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) ..... উম্মে ইয়াস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার চারজন সঙ্গিনীসহ হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। আমরা বলিলাম, আমরা কি প্রবেশ করিতে পারি? তিনি বলিলেন, না, তোমাদের মধ্যে যে অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম জানে, তাহাকে অনুমতি লইতে বল। অতঃপর একজন স্ত্রীলোক বলিল,'আস্সালামু আলাইকুম', আমরা কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন তিনি বলিলেন, হাঁ, প্রবেশ কর। ইহার পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ

হুসাইম (র) বলেন, আশ'আস ইব্ন সাওয়াব (র) ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

عَلَيْكُمْ اَنْ تَسْتَاذِنُوْا عَلٰى اُمَّهَاتِكُمْ وَاَخَوَاتِكُمْ ـ

"তোমার আম্মা ও ভগ্নিদের নিকট প্রবেশ করিতেও তোমরা অনুমতি প্রার্থনা কর"।

আশ'আস (র) আদী ইব্ন সাবিত (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার একজন আনসারী স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার ঘরে কখনও এমন অবস্থায় থাকিব, আমার আম্মা কিংবা সন্তান ইহা দেখুক তাহা আমি পছন্দ করি না, অথচ আমার পরিবার ভুক্ত একব্যক্তি সদা-সর্বদা আমার এই অবস্থায়ই আমার নিকট প্রবেশ করে। রাবী বলেন, তখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا ।الاية। অবতীর্ণ হইল।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আমি আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, তিনটি আয়াত মানুষ অস্বীকার করে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ। "যেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার সেই আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত"। অথচ মানুষ মনে করে যাহার ঘর বড় সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।

তিনি বললেন, শিষ্টাচার তো একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আতা ইব্‌ন আব্‌ রাবাহ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার এমন ইয়াতীম ভগ্নিদের নিকট আসিতেও কি অনুমতি লইব, যাহারা আমার একই ঘরে বাস করে। তিনি বলিলেন, হাঁ। আবার প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তিনি তখনও অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, তুমি কি তাহাকে উলংগ দেখিতে চাও? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি অনুমতি লইয়া প্রবেশ কর। আমি আবারও তাহাকে প্রশ্ন করিলে এইবার তিনি আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র আদেশের অনুকরণ করিতে চাও না? আমি বলিলাম, জী হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি অনুমতি গ্রহণ কর। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, ইব্‌ন তাউস (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, যেই সমস্ত স্ত্রীলোক আমার জন্য হারাম তাহাদের গোপনস্থান দেখা অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত বস্তু আমার অন্য আর কিছুই নহে। এবং এই বিষয়ে তিনি অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। ইব্‌ন জুয়াইজ (র) বলেন, যুহরী (র) ..... হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তোমাদের আম্মাগণের নিকট প্রবেশ করিতেও তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী। ইব্‌ন জুয়াইজ (র) বলেন, একবার আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করিতেও কি অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, না। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করিতে অনুমতি লইতে হইবে না এর অর্থ হইল, ইহা ওয়াজিব নহে। অবশ্য আকস্মিকভাবে স্ত্রীর কাছে যাওয়া সমীচীন নহে। তাহার নিকট প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহাকে অবগত করা উত্তম। কারণ তাহাকে অবগত না করিয়া প্রবেশ করিলে অবাঞ্ছিত অবস্থায়ও তাহাকে দেখা যাইতে পারে।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়নাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাঁহার প্রয়োজন সারিয়া দরজার কাছে আসিতে তিনি গলা পরিস্কার শব্দ করিয়া থুথু ফেলিতেন। যেন তিনি আমাদের কাহাকেও তাঁহার অপছন্দীয় কাজে লিপ্ত না দেখিতে পান। রিওয়ায়েতটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন সিনান ওয়াসিতী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যখন ঘরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি অনুমতি চাহিতেন, কথা বলিতেন ও উচ্চস্বরে আলাপ করিতেন। মুজাহিদ (র) تَسْتَأْنِسُوْا। এর অর্থ করেন, تتنحنحوا। অর্থাৎ গলা পরিস্কার করিবার শব্দ করিবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, যখন কেহ নিজ ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, তখন তাহার পক্ষে গলা পরিস্কার করিবার শব্দ করিয়া কিংবা জুতার শব্দ করা উত্তম। এই কারণেই বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, "কোন ব্যক্তি যেন ভ্রমণ

থেকে রাত্রিকালে তাহার স্ত্রীর নিকট গমন না করে।" অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিবাকালে মদীনায় আগমন করিলেন এবং উহার পার্শ্বে এক বস্তিতে অবতরণ করিলেন। তিনি তাঁহার সাথীগণকে বলিলেন, বিকাল পর্যন্ত তোমরা সকলেই এইখানে অবস্থান কর যেন তোমাদের স্ত্রীগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া সাজসজ্জা গ্রহণ করিতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হযরত আবূ আইউব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সালাম কি উহা তো বুঝিলাম, কিন্তু কুরআনে উল্লেখিত استيناس। অর্থ কি? তিনি বলিলেন, ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাস্বীহ্ পড়া কিংবা তাক্বীর বলা বা তাহ্মীদ বলা এবং গলায় শব্দ করা। অতঃপর ঘরের লোকের অনুমতি চাওয়া হাদীসটি গারীব।

হযরত কাতাদাহ্ (র) حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا এর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ হইল তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা। ইহার পর যদি কেহ অনুমতি প্রাপ্ত না হয় তবে সে যেন ফিরিয়া যায়। আর এই তিনবার অনুমতি প্রার্থনার কারণ হইলে, প্রথমবার ঘরের বাসিন্দা যেন বুঝিতে পারে কে অনুমতি চাহিতেছে। দ্বিতীয়বার যেন তাহারা সতর্ক হইতে পারে এবং তৃতীয়বার ইচ্ছা করিলে অনুমতি দিতে পারে, না হয় ফিরাইয়া দিবে। আর যাহারা তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল না, তাহার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইবে না। কারণ অনেক সময় মানুষের নিজস্ব প্রয়োজন ও কর্মব্যস্ততা থাকে যার কারণে তাহারা অনুমতি দিতে পারে না।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, জাহেলী যুগে মানুষের পারস্পরিক সাক্ষাৎকালে সালাম দেওয়ার নিয়ম ছিল না। বরং তাহারা সাক্ষাৎকালে বলিত, 'তোমার প্রাত শুভ হউক বা শুভ প্রভাত, তোমার সন্ধ্যা শুভ হউক'। তাহাদের কেহ তাহার কোন সংগীর সহিত সাক্ষাত করিবার সময় কোন অনুমতি গ্রহণ করিত না, আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া বলিত আমি আসিয়াছি। সম্ভবত এইরূপ প্রবেশ করায় তাহার সংগীর কষ্টও হইত। কখনও এমনও হইত যে, সে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলনে রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এসকল অভদ্র ও অশালীন নিয়ম পরিবর্তন করিয়া শালীনতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দিলেন। এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ـ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অপরের ঘরে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং উহার বাসিন্দাদের প্রতি সালাম না কর"। মুকাতিল (র) এই যে ব্যাখ্যা

দান করিয়াছেন, উহা উত্তম ব্যাখ্যা। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ

"যদি তোমরা ঘরে কাহাকেও না পাও তবে তোমরা উহাতে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমরা অনুমতি প্রাপ্ত হও।" কারণ ইহাতে অন্যের মালিকানাধীন বস্তুকে অনুমিত ছাড়া ব্যবহার করা হয়।

وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ

"আর যদি তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলা হয় তবে তোমরা ফিরিয়া যাও। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমাদের অন্তরের অধিক পবিত্রতা বাহক"।

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ "আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত"।

কাতাদাহ্ (র) বলেন, জনৈক মুহাজির (রা) বলেন, আমার সারা জীবন আমি এই আয়াতের উপর আমল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আজও আমার সে সুযোগ হয় নাই। এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই যে, আমি অনুমতি চাহিয়াছি এবং উহার পর আমাকে বলা হইয়াছে যে, "তুমি ফিরিয়া যাও" আর আমি আয়াতের নির্দেশ মুতাবিক ফিরিয়া আসিব। অথচ এই হুকুম মুতাবিক আমল করিতে আমি আকাংক্ষী।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ

"যেই ঘর বসবাসের নহে এমন ঘরে প্রবেশ করিতে তোমাদের উপর কোন দোষ নাই"। অত্র আয়াত ইহার পরবর্তী আয়াত অপেক্ষা খাস। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যেই ঘরে কেহ বসবাস করে না উহাতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করায় কোন দোষ নাই। যেমন মেহমানখানা। এখানে প্রথমবার অনুমতি লইয়া প্রবেশ করাই যথেষ্ট।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন ঃ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ দ্বারা যদিও অনুমতি ছাড়া সব প্রকার ঘরেই প্রবেশ করা নিষিদ্ধ বুঝা যায়, কিন্তু لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الاية দ্বারা ইহার কিছু অংশ মানসূখ হইয়াছে। অর্থাৎ তাফসীরকারগণ বলেন, যেই সকল ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যায়িয আছে, উহা হইল দোকানঘর, গুদাম, মুসাফিরখানা এবং মক্কার ঘরসমূহ ইত্যাদি। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়াছেন এবং তিনি আরো অন্যান্য মুফাসসির হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য।

٣٠. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩০) মু'মিনদিগকে বলুন, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, ইহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে তাহাদের প্রতি হারাম বস্তু হইতে দৃষ্টি অবনত করিতে হুকুম করিয়াছেন। অতএব সেই সকল বস্তুর প্রতি তাহাদের জন্য দৃষ্টিপাত করা যায়িয উহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি যেন তাহারা দৃষ্টিপাত না করে। বরং উহা হইতে যেন তাহারা দৃষ্টিপাত না করিয়া চলে। যেইসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত দেওয়া যায় না যদি উহার কোন একটির প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়িয় যায় তবে যেন তৎক্ষণাত উহা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লয়।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) ..... জরীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আকস্মিক দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি আমাকে সাথে সাথেই দৃষ্টি সরাইয়া লইবার হুকুম করিলেন।

ইমাম আহমাদ (র)ও হুশাইম (র) সূত্রে ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও তিরমিযী (র)ও অত্র সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি সম্পর্কে হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমার দৃষ্টি নিচের দিকে রাখ"। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন মূসা ফা'যারী (র)..... বুরায়দা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন ঃ

يَا عَلِىُّ لاَ تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظرة فَاِنَّ لَكَ الاُوْلٰى وَلَيْسَ لَكَ الاٰخِرَةَ ـ

"হে আলী! তুমি এক দৃষ্টির পর আর এক দৃষ্টি করিও না। কারণ প্রথম দৃষ্টি তোমার পক্ষে যায়িয ছিল পরবর্তী দৃষ্টি নহে"।

ইমাম তিরমিযী (র) শরীক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, ইহা গারীব। শরীক (র) ব্যতিত অন্য সেই বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। সহীহ্ বুখারী শরীফে আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

ইরশাদ করিয়াছেন ঃ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسِ عَلَى الطُّرُقَاتِ "রাস্তাসমূহের উপর বসা হইতে তোমরা বিরত থাক"। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা ছাড়া তো আমাদের কোন উপায় নাই। আমরা রাস্তায় বসিয়াই কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বলিলেন ঃ إِنْ اَبَيْتُمْ فَاعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ "রাস্তায় না বসিয়া যদি তোমাদের উপায় না থাকে তবে তোমরা রাস্তার হক্ আদায় কর"। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাস্তার হক্ কি? তিনি বলিলেন ঃ

غَضِ الْبَصَرِ وكف الاذى ورد السَّلاَمِ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"দৃষ্টি নিচু রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু হটাইয়া দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা"।

আবুল কাসিম বাগাভী (র) বলেন, তালূত ইব্ন আব্বাদ (র) .... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের দায়িত্ব গ্রহণ করিব। "কথা বলিলে মিথ্য বলিবে না, আমানত রাখা হইলে খিয়ানত করিবে না, ওয়াদা করিলে ভংগ করিবে না, তোমাদের চক্ষু নিচু রাখিবে, অন্যায় হইতে হাত বিরত রাখিবে ও লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করিবে"। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত ঃ

مَنْ يَكْفَلُ مَا بَيْنَ لِحْيَتِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَكْفُلُ لَهُ الْجَنَّةَ -

"যেই ব্যক্তি তাহার লজ্জাস্থান ও জিহ্বা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে আমি তাহার পক্ষে বেহেশতে প্রবেশ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিব।" আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র)...... আবদাহ্ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাহা দ্বারা নাফরমানী হয়, উহা কবীরা গুনাহ। অতঃপর তিনি চক্ষুদ্বয়কে উল্লেখ করেন। এবং তিনি قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ পাঠ করিলেন। যেহেতু অবৈধ দৃষ্টি অন্তরকে খারাপ করিয়া দেয়। যেমন জনৈক সালফ বলেন ঃ اَلنَّظْرُ سَهْمٌ سَمٌّ اِلَى الْقَلْبِ "অবৈধ দৃষ্টি একটি বিষাক্ত তীর যাহা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়"। আর এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন, অনুরূপভাবে চক্ষুর হিফাযতের জন্যও নির্দেশ দিয়াছেন।

আর লজ্জাস্থানের হিফাযত কখনও ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিয়া হয়। যেমন وَالَّذِيْنَ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ "যাহারা তাহাদের লজ্জাস্থান সমূহের সংরক্ষণ করে"। এর মাধ্যমে হুকুম হইয়াছে, আবার কখনও অবৈধ দৃষ্টি হইতে কখন উহার প্রতি দৃষ্টিপাত

করা হইতে বাঁচিয়া থাকার মাধ্যমে। হাদীস শরীফে বর্ণিত اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ "তুমি তোমার গুপ্তস্থানের হিফাযত কর। অবশ্য তোমার স্ত্রী ও বাঁদী হইতে হিফাযত করিবার প্রয়োজন নাই"। ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ " ইহা তাহাদের অন্তরে পবিত্রতা রক্ষার্থে অধিক কার্যকর। যেমন বলা হইয়া থাকে ঃ

من حفظ بصره اورثه الله نورا فى بصائرته ويروى فى قلبه -

"যেই তাহার চক্ষু সংরক্ষণ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তর দৃষ্টিতে নূর সৃষ্টি করিয়া দেন।" ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আত্তাব (র) ..... আবূ উমামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا -

"যেই ব্যক্তি কোন স্ত্রী লোকের রূপ সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িবার পর চক্ষু নিচু করিয়া লইল, আল্লাহ্ তাহার পরিবর্তে তাহাকে ইবাদতের মধ্যে স্বাদ দান করেন।" হাদীসটি হযরত ইব্ন উমর (রা), হুযায়ফা ও হযরত আয়েশা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু উহার সনদের দুর্বলতা রহিয়াছে। কিন্তু এই ধরনের রিওয়ায়েত উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাবারানী গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র)-এর সূত্রে আবূ উমামাহ্ (রা) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণিত ঃ

لتغضمن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم اولتكن وجوهكم -

"তোমরা স্বীয় দৃষ্টি নিচু রাখিবে, তোমাদের লজ্জাস্থানে হিফাযত করিবে এবং চেহারা সোজা রাখিবে, নচেৎ আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা কালো করিয়া দিবেন"।

ইমাম তাবারানী (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন যুহাইর তাজতুরী (র)....... হযরত আবদুল্লাহ্ রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان النظر سهم من سهام اجلس مسموم من تركه مخافتى ابدلتك ايمانا يجد حلاوتها فى قلبه -

"অবৈধ দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত তীর, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে উহা ত্যাগ করিবে, আল্লাহ্ উহাকে ঈমান দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন এবং তাহার অন্তরে উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে"।

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ "অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত আছেন"।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ -

"আলাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারী চক্ষুকেও জানে এবং অন্তরে যাহা গুপ্ত রহিয়াছে উহাও তিনি জানেন"।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ লিখিত হইয়াছে, যাহা অবশ্যই ঘটিবে। উভয় চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হইল অবৈধ দৃষ্টি, জিহ্বার ব্যভিচার হইল ইহার আলোচনা, কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার হইল উহা শ্রবণ করা; দুই হাতের ব্যভিচার হইল অবৈধ ধরা, দুই পদের ব্যভিচার হইল হাঁটিয়া যাওয়া। প্রবৃত্তি উহার আকাংক্ষা করিয়া থাকে এবং লজ্জাস্থান উহাকে সত্য প্রমাণিত করে। হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) তা'লীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

উলামায়ে সালফের অনেকেই দাঁড়ীহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিদানকেও নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আইম্মায়ে সুফিয়াগণের অনেকেই এ বিষয়ে বহু কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন। ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, আবূ সাঈদ মাদানী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

" كُلَّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ عَيْنًا غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمُ اللّٰهِ وَعَيْنًا مَهَرَّتْ فِىْ سَبِيْلَ اللّٰهِ وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ" ـ

"কিয়ামত দিবসে সকল চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইবে কিন্তু যে চক্ষু আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তু হইতে অবনত থাকে আর যে চক্ষু আল্লাহ্র রাহে জাগ্রত থাকে আর আল্লাহ্র ভয়ে যে চক্ষু অশ্রুসজল হয় যদিও সেই অশ্রুর পরিমাণ মাছির মাথার সমানই হউক না কেন এই সকল চক্ষু অশ্রু সজল হইবে না"।

৩১. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْاٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ

بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৩১) মু'মিন নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতিত তাহাদিগের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদিগের স্বামী, পিতা, শ্বশূর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ তাহাদিগের মালিকাধীন দাসী, পুরুষদিগের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতিত কাহারও নিকট তাহাদিগের আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদিগের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতসমূহে মু'মিন স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বামীগণকে মানসিক প্রশান্তি দানের জন্য এবং জাহেলী যুগের কুপ্রথা হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিবার লক্ষ্যে অবৈধ ও হারাম দৃষ্টি হইতে চক্ষু অবনত করিবার হুকুম দিয়াছেন। মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানের বর্ণনানুসারে আয়াতের শানে-নুযূল হইল, তিনি বলেন, যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, আসমা বিন্‌ত মারসাদ নামক একজন মহিলা বানু হারিসা গোত্রের এক বাড়ীতে বাস করিতেন। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের প্রথানুসারে পায়ের গহণা, বক্ষ ও চুল খুলিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইত। একদিন তিনি বলিলেন, ইহা কি বদাভ্যাস? অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ -

"মু'মিন স্ত্রীলোকগণকে বলিয়া দিন, যেন অপর পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতে বিরত থাকে"। অনেক উলামায়ে কিরামের মত হইল, স্ত্রীলোকের পক্ষেও অপর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়িয নহে, চাই কাম উত্তেজনা হউক কিংবা না হউক। তাঁহারা

অনেকেই এই হাদীস দ্বারাও তাহাদের মতের পক্ষে দলীল পেশ করেন, যাহা ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যুহরী (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হইত বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমিও মায়মুনা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘটনাটি ঘটিয়াছে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হইবার পরে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা পর্দা কর। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই লোকটি তো দৃষ্টিহীন! তিনি আমাদিগকে দেখিতে পান না আর চিনিতেও পারেন না। তিনি বলিলেনঃ أعميانان أنتما الستما تبصرانه "তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাহাকে দেখ না"? হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা হাসান সহীহ্।

উলামায়ে কিরামের একটি দল বলেন, কাম উত্তেজনা না থাকিলে অপর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয আছে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিনে মসজিদের সম্মুখে হাবশীদের তীর পরিচালনা দেখিতেছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রা) ও তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া উহার দৃশ্য দেখিতেছিল। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, সুতরাং তাহারা হযরত আয়েশা (রা)-কে দেখিতে পায় নাই। হযরত আয়েশা (রা) দেখিয়া যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন ফিরিয়া গেলেন।

وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ -

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, "ঐ সকল স্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের লজ্জাস্থান সমূহকে অশ্লীলতা হইতে সংরক্ষণ করে"। সুফিয়ান (র) বলেন, যাহা তাহাদের পক্ষে হালাল নহে, উহা হইতে যেন লজ্জাস্থান সমূহকে সংরক্ষণ করে। মুকাতিল (র) বলেন, ব্যভিচার হইতে। আবূল আলীয়া (র) বলেন, পবিত্র কুরআনের যেখানেই লজ্জাস্থান হিফাযতের কথা বলা হইয়াছে উহার অর্থ হইল ব্যভিচার হিফাযত করা। কিন্তু এর বেলায় এই অর্থ উদ্দেশ্য নহে। ইহার অর্থ হইল স্ত্রীলোকদের শরীরের কোন স্থানই অন্য পুরুষকে না দেখান।

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"স্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের কোন রূপ সজ্জা পুরুষের সম্মুখে খুলিয়া না রাখে। অবশ্য যাহা ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নহে উহা প্রকাশ করিতে পারে"। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, যাহা প্রকাশ না করিয়া উপায় নাই, উহা হইল যেমন যেই চাদর দ্বারা আরবের স্ত্রীগণ শরীরকে আবৃত করে এবং পরিহিত কাপড়ের নিম্নের অংশ। হাসান, ইব্ন সীরীন, আবূল যাওযা, ইব্রাহীম নাখঈ (র) এবং আরো অনেকে এই মত পোষণ করিয়াছেন। আ'মাশ (র). সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের পক্ষে যাহা প্রকাশ করা জায়েয আছে উহা

হইল, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের কব্জি। ইব্ন উমর (রা) আতা, ইকরিমাহ্, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবুস্ সা'ছা, ইব্রাহীম (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এবং ইহা নিষিদ্ধ যীনাত এর তাফসীরও হইতে পারে। যেমন আবূ ইস্হাক সুবায়ী (র) আবুল আহওয়াস (রা)-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আয়াতে উল্লেখিত 'যীনাত' অর্থ কানের বালা, হাড় পায়ের গহণা। এই সূত্রেই অপর এক বর্ণনায় আবদূল্লাহ্ (রা) বলেন, যীনাত ও সৌন্দর্য দুই প্রকার। এক প্রকার যীনাত কেবল স্বামী দেখিতে পারে। তাহা হইল স্ত্রীলোকের কাপড়ের উপরাংশ। ইমাম যুহরী (র) বলেন, যেই সকল লোকের কথা আয়াতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে কেবল চুড়ি, উড়না, কানের বালা দেখান জায়েয আছে। কিন্তু অন্য লোককে কেবল হাতের আংটি দেখাইতে পারে। মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا। এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল, আংটি ও পায়ের গহনা। তবে এই সম্ভাবনাও আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ও তাঁহার অনুসারীগণ مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর তাফসীর চেহারা ও হাতের অগ্রভাগের কব্জি পর্যন্ত দ্বারা করিয়াছেন। দলীল হিসাবে এই রিওয়ায়েতকে পেশ করা যাইতে পারে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে বলেন, ইয়াকুব ইব্ন কা'ব আন্তাকী ও মু'আল্লিম ইব্ন ফয্ল হাররানী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আসমা বিন্তে আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিলেন। তিনি পাত্লা কাপড় পরিহিতা ছিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এবং তিনি বলিলেন ঃ

يَا أَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ مِنْهَا إِلاَّ هٰذَا -

"হে আসমা! মেয়েরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহার এই অংগ ব্যতিত অন্য কোন অংগ দেখা জায়েয নহে।" এই বলিয়া তিনি তাহার চেহারা ও দুই হাতের কব্জির প্রতি ইশারা করিলেন। তবে ইমাম আবূ দাঊদ ও আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে মুরসাল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ খালিদ ইব্ন দুরাইক (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে শুনেন নাই।

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

"আর ঐ সকল স্ত্রীলোক যেন তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষস্থলকে তাহাদের উড়না দ্বারা আবৃত করে"। এইভাবে জাহেলী যুগে প্রচলিত স্ত্রীলোকদের প্রথার বিরোধিতা হয়। তাহারা তাহাদের বক্ষ আবৃত করিত না। এবং পুরুষের সম্মুখে তাহারা খুলিয়া রাখিত। অনেক সময় তাহারা স্বীয় গর্দান ও চুল ও খুলিয়া রাখিত এবং কানের লতি সমূহও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের রূপ সৌন্দর্য ঢাকিয়া রাখিবার হুকুম করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَالِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ -

"হে নবী! আপনি আপনার বিবিগণকে, আপনার কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীলোকগণকে বলিয়া দিন তাহারা যেন চাদর দ্বারা তাহাদের শরীর আবৃত করে যেন তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায়। এবং যেন তাহাদের কষ্ট দেওয়া না হয়"। (সূরা আহযাব ঃ ৫৯) আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

"তাহারা যেন তাহাদের উড়না দ্বারা তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষস্থল আবৃত করে।"

خِمَارُ অর্থ, উড়না, সাধারণত উহা দ্বারা মাথা ঢাকা হয়। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাহাদের উড়না দ্বারা তাহাদের বক্ষ বাঁধিয়া লওয়া উচিত, যেন বক্ষের কোন স্থান দেখা না যায়। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন শাবীর ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاۤءَ الْمُهَاجِرَاتِ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ " وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ ... الخ شَقَقْنَ مَرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا -

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম হিজরতকারী স্ত্রীলোকগণের প্রতি রহমত করুন, যখনই এই আয়াত وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ অবতীর্ণ হইল, তখন তাহারা স্বীয় চাদর ফাড়িয়া উড়না করিয়া লইল। তিনি আরো বলেন, আবূ নু'আইম (র)..... সুফিয়া বিন্ত শায়বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিতেন, যখন وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ অবতীর্ণ হইল, তখন মহিলাগণ তাহাদের চাদরের এক পার্শ্ব ফাড়িয়া লইল এবং উহাকে উড়না বানাইয়া লইল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা..... সুফীয়াহ বিনতে সায়বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি কুরাইশ মহিলাদের আলোচনা করিলেন, এবং তাহাদের প্রশংসা করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই কুরাইশী মহিলাদের বড় মর্যাদা রহিয়াছে এবং আল্লাহ্র কসম আনসারী মহিলাদের তুলনায় আল্লাহ্র কিতাবে অধিক বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং অহীর প্রতি অধিক ঈমান আনয়নকারী অন্য কোন মহিলা দেখি নাই। যখন সূরা নূর -এর আয়াত وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ অবতীর্ণ হইল, তখন তাহাদের স্বামীগণ তাহাদের নিকট আসিয়া উহা পাঠ করিলেন। স্ত্রী ও কন্যা এবং ভগ্নির নিকট উহা পাঠ করিতেন, ইহা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়গণের নিকটও পাঠ করিতেন। অতঃপর এই আয়াত শ্রবণ করিবার পর তাঁহাদের

প্রত্যেকেই তাঁহাদের চাদর ফাড়িয়া উড়না প্রস্তুত করিল। এইভাবে তাহার আল্লাহ্র প্রেরিত হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল। অতঃপর তাহারা প্রত্যেকেই উড়না মাথায় দিয়া ফজরের সালাতে সারিবদ্ধ হইয়া গেল, যেন প্রত্যেকের মাথায় এক একটি ডোল রাখিয়াছে। ইমাম আবূ দাঊদ (র) একাধিক সূত্রে হাদীসটি সুফিয়াহ বিন্‌তে শায়বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র) ..... হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম হিজরতকারী সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীগণের প্রতি রহমত করুন। যখন وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ ... الخ। অবতীর্ণ হইল তাঁহারা তাঁহাদের চাদর সমূহ ফাড়িয়া উড়না প্রস্তুত করিলেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) ইব্‌ন ওহবের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ -

"আর তাহারা যেন তাহাদের রূপ সৌন্দর্য তাহাদের স্বামী ব্যতিত অন্য কাহারও সামনে প্রকাশ না করে"।

اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ -

অত্র আয়াতের যেই সকল লোকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই স্ত্রীলোকের জন্য হারাম। অর্থাৎ স্বীয় পিতা, পিতামহ, স্বামীর পিতা ও স্বামীর পিতামহ, স্বীয় পুত্র সন্তান, স্বামীর পুত্র, আপন ভাইগণ, আপন ভাইয়ের পুত্র ও ভাগ্নেগণ স্ত্রীর জন্য হারাম। এই সকল লোক তাহাকে দেখিতে পারে। তবে স্ত্রীলোক ইহাদের সম্মুখে সতর্কতা সহকারে আসিবে বেশী সজ্জিত হইয়া নহে। ইব্‌ন মুনযির (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন হারূন (র) ..... ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে চাচা ও মামাকে উল্লেখ করেন নাই। কারণ তাহারা তাহাকে দেখিয়া তাহাদের পুত্রদের নিকট তাহার বড়দের কথা বর্ণনা করিতে পারে। এই কারণে তাহাদের সম্মুখে উড়না না জড়াইয়া আসা উচিত নহে।

اَوْ نِسَائِهِنَّ মু'মিন স্ত্রীলোকগণ মু'মিন স্ত্রীলোকের সম্মুখে উড়না ছাড়া আসিতে পারে, কিন্তু অমুসলিমদের সম্মুখে নহে। কারণ সে ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের স্বামীদের নিকট উহার রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু মুসলমান মহিলাগণ যেহেতু ইহা হারাম বলিয়া জানে অতএব তাহারা এইরূপ করিবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْعَتْهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا -

"কোন স্ত্রীলোক যেন অন্য স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্বামীর নিকট এমনিভাবে তাহার বর্ণনা না দেয়, যেন সে তাহাকে দেখিতেছে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন মনসূর (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে বলেন, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ (র) ..... হারিস ইব্ন কায়িস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট পত্রে লিখিলেন, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, মুসলমান মহিলাগণ যখন গোসলখানায় গোসল করে, তখন তাহাদের সহিত মুশরিক মহিলারাও গোসল করে। মনে রাখিও কোন মুসলমান মহিলা যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে কোন অমুসলিম মহিলাকে স্বীয় শরীরের অংশ দেখান জায়েয নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ أَوْ نِسَاءِهِنَّ এর অর্থ "মুসলমান মহিলা"। মুশরিক ও অমুসলিম মহিলারা মুসলমান মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর কোন মুসলমান মহিলার জন্য কোন অমুসলিম মুশরিক মহিলার সম্মুখে স্বীয় শরীর খোলা জায়েয নহে।

আবদুল্লাহ্ (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, কালবী (র) আবূ সালিহ্ (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, أَوْ نِسَاءِهِنَّ দ্বারা মুসলমান স্ত্রীলোক বুঝান হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে মুসলমান স্ত্রীলোকের জন্য স্বীয় গলা ও কানের গহনা দেখান জায়িয। কিন্তু কোন ইয়াহূদী ও নাসারা স্ত্রীলোকের সম্মুখে খোলা জায়েয নহে। সাঈদ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মুশরিক স্ত্রীলোকের সম্মুখে তাহার মাথার উড়না খোলা জায়িয নহে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা أَوْ نِسَاءِهِنَّ দ্বারা কেবল মুসলমান স্ত্রীলোকের সম্মুখে মাথার উড়না খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। মাকহুল ও উবাদাহ ইব্ন নুসাই (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহারা কোন নাসারা কিংবা ইয়াহূদী অথবা অগ্নি উপাসক মহিলাকে চুম্বন করা ও মুসলমান স্ত্রীলোকের জন্য অপসন্দ মনে করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আলী ইব্ন হুসাইন (র) আতা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকার করিলেন, তখন ইয়াহূদী ও নাসারা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্ত্রীলোকগণের ধাত্রী হিসাবে কাজ করিয়াছেন। যদি রিওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হয় তবে এইরূপ কোন প্রয়োজনের তাগিদেই হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এই কাজে নিস্প্রয়োজনীয়ভাবে কাপড় খোলাও হয় না।

أَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ -

অথবা মুসলমান স্ত্রীলোকগণ যেই সকল মুশরিক বাঁদীর মালিক হইয়াছে তাহাদের সম্মুখেও তাহারা স্বীয় রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারিবে। কারণ সে তো তাহার

নিজেরই বাঁদী। ইব্‌ন জরীর ও সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, বাঁদী ও গোলাম উভয়ের সম্মুখে সে তাহার যীনাত ও সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারিবে। তাহারা স্বীয় মতের পক্ষে এই হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার নবী করীম (সা) একজন গোলামকে সংগে করিয়া হযরত ফাতিমা (রা)-এর কাছে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোলামটি হযরত ফাতিমাকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত ফাতিমা (রা) এমন একটি কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন, যে উহা মাথায় টানিয়া দিলে পাও ঢাকে না এবং পাও ঢাকিলে মাথা ঢাকে না। নবী করীম (সা) তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ফাতিমা তোমার আব্বা ও তোমার গোলাম ছাড়া আর তো কেহ এখানে নাই। পাও কিংবা মাথা খোলা থাকা দোষের কিছু নাই। হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) তাঁহার 'তারীখ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা (রা)-এর এই গোলামের নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'আদাহ্ ফাযারী, গোলামটি ছিল অতিশয় কাল কুৎসিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে গোলামটি দান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে লালন-পালন করিয়া আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে সে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর দলভুক্ত হইয়াছিলেন এবং হযরত আলী (রা)-এর কঠোর বিরোধী হইয়াছিলেন।

ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) ..... হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا كَانَ لِاَحَدِكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ لَهُ مَا يُوَدِّىْ فَلْتَحْتَجِبْ -

"যদি তোমাদের কাহার ও মুকাতাব (বিনিময়ে দানের শর্তে যেই গোলামকে আযাদ করা হইয়াছে) থাকে এবং বিনিময় দানের পরিমাণ তাহার মালও আছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্মুখে সে যেন পর্দা করে"। ইমাম আবূ দাঊদ (র) মুসাদ্দাদ সূত্রে সুফিয়ান (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

اَوِالتَّابِعِيْنَ غَيْرَ اُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ -

"ঐ সকল চাকর পুরুষদের সম্মুখেও মুসলমান স্ত্রীগণ সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারে, যাহারা পৌরুষহীন এবং স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের কোনই আকর্ষণ নাই"। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই সকল পুরুষ হইল এমন সকল বে-খবর লোক যাহারা স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন কাজেরই নহে। যাহাদের মধ্যে যৌনক্ষুধা বলিতে কিছুই নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহারা হইল আহম্মক ও নির্বোধ লোক। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, তাহারা হইল মুখান্নাস অর্থাৎ যাহার উভয় লিঙ্গের লক্ষণ আছে, যাহাদের পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয় না। উলামায়ে সালফের আরো অনেকেই এই তাফসীর করিয়াছেন।

কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, ইমাম যুহরী (র) উরওয়াহ্ (র)-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একজন মুখান্নাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করিত। ঘরের লোকজন তাহাকে মনে করিতেন যে, তাহার বুঝি স্ত্রীলোকের প্রতি কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে একজন স্ত্রীলোকের গুণাগুণ করিতে শুনিতে পাইলেন। সে বলিতেছিল, ঐ স্ত্রীলোকটি যখন আগমণ করে তখন তাহার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায়। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই লোকটি এত কিছু বুঝে! খবরদার আর কখনও যেন সে তোমাদের কাছে প্রবেশ না করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং বায়দা নামক স্থানে সে বসবাস করিতে লাগিল। এবং প্রত্যেক জুমু'আর দিনে মদীনায় আসিত এবং কিছু খাবার ভিক্ষা করিয়া চলিয়া যাইত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ মু'আবীয়াহ্ (র) ..... হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহার নিকট একজন মুখান্নাস ও তাঁহার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়াহ্ ছিলেন। তখন মুখান্নাস লোকটি আবদুল্লাহ্কে বলিল, হে আবদুল্লাহ্। যদি আগামীকল্য তায়িফ বিজয় হয়, তবে তুমি অবশ্যই গয়লানের কন্যাকে লইবে। সে যখন সম্মুখের দিকে থাকে তখন তাহার পেটে চারটি ভাঁজ পড়ে আর যখন পিছনের দিকে যায় তখন আটটি ভাঁজ দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার কথা শুনিতে পাইলেন, এবং উম্মে সালামাহ্ (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি যেন আর কখনও তোমার নিকট না আসে"। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুখান্নাস নবী করীম (সা)-এর বিবিগণের কাছে যাতায়াত করিত। তাঁহারা তাহাকে মনে করিতেন যে, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণই নাই। কিন্তু একদিন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন এক বিবির নিকট একজন স্ত্রীলোকের প্রসংগে বলিতেছিল যে, সে যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন তাহার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায়, আর যখন পিছনের দিকে যায়, তখন তাহার পেটে আটটি ভাঁজ দেখা যায়। এমন সময় নবী করীম (সা) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "খবরদার এই লোক যেন আর কখনও তোমার নিকট প্রবেশ না করে"। অতঃপর ঐ লোকটি হইতে পর্দা করিলেন। আবূ দাঊদ, মুসলিম ও নাসাঈ (র) আবদুর রাজ্জাক -এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ـ

"অথবা যেই সকল বালক স্ত্রীলোকদের আকর্ষণীয় বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বুঝিতে সক্ষম নহে"। তাহাদের আকর্ষণীয় কথাবার্তা, আকর্ষণীয় চালচলন ও তাহাদের

গোপন স্থানসমূহের প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণ নাই, এমন বালকদের সম্মুখে স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি কোন বালক যৌবনে পদার্পণ না করিয়াও স্ত্রীলোকদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে কিংবা সুন্দরী অসুন্দরী পার্থক্য করিতে পারে। তবে তাহাদিগকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ "স্ত্রীলোকগণের নিকট প্রবেশ করা হইতে তোমরা বিরত থাক"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, দেবর কি প্রবেশ করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন ঃ الحمو الموت "দেবর মৃত্যুসমতুল্য"।

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ ـ

"তাহার মু'মিন স্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের পাও দ্বারা সজোরে আঘাত না করে"।

জাহেলী যুগের স্ত্রীলোকেরা যখন পথ চলিত তখন তাহাদের পায়ের নুপুর বাজিয়া না উঠিলে তাহারা সজোরে পাও দ্বারা আঘাত করিত। লোকেরা উহার শব্দ শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। অনুরূপ স্ত্রীলোকের অন্য কোন গোপন গহনালংকার বাজাইয়াও উহা প্রকাশ করা যাইবে না। ইহা ছাড়া ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কোন সুগন্ধী ব্যবহার করা যাইবে না। কারণ ইহাতে পুরুষ লোক তাহার সুগন্ধি শুনিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كل عين زَانية إذا استعطرت فمرت بِا لمجلس فهئ كذا وكذا "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী আর কোন স্ত্রীলোক যখন আতর মাখিয়া কোন মজলিস অতিক্রম করে সে এমন এমন। অর্থাৎ সেও ব্যভিচারিনী"। এই বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এবং উল্লেখিত হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) সাবিত ইব্ন উমারাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তাঁহার সহিত একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মসজিদ হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, জী হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সুগন্ধী ব্যবহার করিয়াছ? সে বলিল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন, আমি আমার পরম প্রিয় বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لَا يقبل اللّٰهُ صلوٰة امرأة طيبت لهذ المسجد حتى ترجِع فتغسل غسلها من الجَنابة ـ

"যেই স্ত্রীলোক মসজিদে আসিবার জন্য সুগন্ধী ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তাহার সালাত কবুল করেন না যাবৎ না সে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে"। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) ..... আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)-এর সূত্রে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) মূসা ইব্ন উবায়দাহ্ (র) ..... মায়মূনা বিনতে সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

الرافلة فى الزينة فى غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لانور لها -

"যেই স্ত্রীলোক এমন সকল লোকদের সম্মুখে তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ করে, যাহাদের সম্মুখে ইহা উচিত নহে, সে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার সমতুল্য, যাহার মধ্যে কোন আলো নাই"। এই জন্যই তাহাদেরকে রাস্তার মধ্যখান দিয়া চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা ইহাতে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, কা'নাবী (র) ..... আবূ উসাইদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী পুরুষ উভয়কে একত্রিত হইয়া পথ চলিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা সরিয়া যাও। মধ্য পথ দিয়া তোমাদের চলা উচিত নহে।" ইহার পর হইতে স্ত্রীলোকগণ এমনভাবে প্রাচীর ঘেষিয়া চলিতে লাগিলেন যে, অনেক সময় উহাতে তাহাদের কাপড় আটকাইয়া যাইত।

وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র সমীপে তাওবা কর। সম্ভবত তোমরা সফল হইবে।" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশিত গুণাবলী অর্জন কর এবং উত্তম চরিত্রে অধিকারী হও এবং জাহেলী যুগের যাবতীয় ঘৃণিত অভ্যাস ও নিন্দিত চরিত্র ত্যাগ কর। কেবল আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মধ্যেই তোমাদের সফলতা নিহিত রহিয়াছে।

٣٢. وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىٓ اٰتٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ ۰

٣٤. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۰

অনুবাদ ঃ (৩২) তোমাদিগের মধ্যে যাহারা আইয়িম, তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদিগের দাস ও দাসীদিগের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদিগেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) আর যাহাদিগের বিবাহের সামর্থ নাই, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদিগের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করিতে চাহিলে, তাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও। যদি তোমরা উহাদিগের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে সম্পদ দিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা উহাদিগকে দান করিবে। তোমাদিগের দাসীগণ সততা রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাহাদিগকে ব্যভিচারিনী হইতে বাধ্য করিও না, আর যে তাহাদিগকে বাধ্য করে, তবে তাহাদিগের উপর জবরদস্তির পরে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) আমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সস্পষ্ট আয়াত, তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদিগের জন্য উপদেশ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত সমূহে কয়েকটি সুস্পষ্ট হুকুমের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ ـ

"তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা অবিবাহিত নর-নারীদিগকে বিবাহ দাও"। কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম অত্র আয়াত দ্বারা প্রামাণ করিয়াছেন যে, সামর্থবানদের পক্ষে এইরূপ নরনারীদিগকে বিবাহ দেওয়া ওয়াজিব। তাঁহারা এই হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الشُّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হইতে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ ইহা চক্ষু আনত রাখিবার এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করিবার জন্য অধিক কার্যকর। আর যেই ব্যক্তি সক্ষম নহে সে যেন রোযা রাখে। কারণ ইহা তাহার পক্ষে খাসী হওয়া সমতুল্য"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَزَوَّجُوا الْوَلُوْدَ تَنَاسَلُوْا فَاِنِّىْ مُبَاهٍ بِكُمُ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"তোমরা অধিক সন্তান প্রসবকারিণী মহিলা বিবাহ কর, যেন বংশ বৃদ্ধি হয়। কারণ আমি কিয়ামত দিবসে তোমাদের দ্বারা অধিক উম্মাতের গর্ব করিব"। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, "এমন কি অপূর্ণ সন্তান দ্বারাও"।

الاَيَامٰى। শব্দটি الأيِّم।এর বহুবচন অর্থ الاَيَام।যেই স্ত্রীলোকের স্বামী নাই এবং যেই পুরুষের স্ত্রী নাই। চাই তাহাদের কেহ বিবাহ-ই করে নাই, কিংবা বিবাহের পর তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়াছে। অতএব رَجل الأيم। "স্ত্রীহীন পুরুষ" ও إمرأة ايم। "স্বামীহীনা মহিলা" বলা হইয়া থাকে।

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه ـ

আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত দ্বারা আযাদ ও গোলাম সকলকেই বিবাহ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। এবং তাহারা দরিদ্র হইলে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দেওয়ার ও প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ "যদি তাহারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ধনী করিয়া দিবেন"।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সাইদ ইব্ন আবদুল আযীয (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ فِيْمَا اَمَرَكُمْ بِهٖ مِنَ النِّكَاحِ يَنْجِزْكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنٰى

"তোমরা বিবাহ করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন কর। তিনি ধনী করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন"। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, বিবাহ করিয়া তোমরা ধন অন্বেষণ কর, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ـ

"যদি তাহারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ধনী করিয়া দিবেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা বাগাভী (র) হযরত উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। লাইস (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلنَّاكِحُ يُرِيْدُ الْعِفَافَ ـ الْمُكَاتَبُ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তিন ব্যক্তির সাহায্য করিয়া থাকেন, যেই ব্যক্তি চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যেই মুকাতাব তাহার শর্তের অর্থ আদায় করিবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে"।

ইমাম আহমাদ (র) তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তিকেও বিবাহ দিয়াছেন, যাহার নিকট একটি চাদর ও লোহার আংটি ব্যতিত কিছুই ছিল না। এবং যেহেতু সে তাহার স্ত্রীর মোহর আদায় করিবার জন্য কোন মালের মালিক ছিল না। অতএব তাহার স্ত্রীকে সে কুরআন শিক্ষা দিবে ইহাকেই তিনি মোহর হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিলেন। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যেই ধন ও রিযিক দানের ওয়াদা করা হইয়াছে, উহার পরিমাণ হইল, স্বামী-স্ত্রীর জন্য যাহা যথেষ্ট। অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়া থাকে ঃ تزوجوا فقراء يغنكم الله "তোমরা দরিদ্রদিগকে বিবাহ করাইয়া দাও, আল্লাহ তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন।" ইহা একটি ভিত্তিহীন রিওয়ায়েত। কোন মজবুত কিংবা দুর্বল সূত্রে এখনও কোথাও এই রিওয়ায়েতটি পরিলক্ষিত হয় নাই। কুরআনের আয়াত এবং যে রিওয়ায়েত কয়টি আমরা উল্লেখ করিয়াছি উপস্থিত ঐ ধরনের কথিত বর্ণনার কোন প্রয়োজন নাই।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا ... الخ ـ

"আর যাহারা বিবাহের সামর্থ না রাখে, তাহারা যেন চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করে। যাবৎ না আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দেন"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রসংগে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ وِجَاءٌ ـ

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে, কারণ ইহা চক্ষুকে অধিক অবনত রাখে এবং অপকর্ম হইতে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যেই ব্যক্তি সামর্থ না রাখে, সে যেন সাওম পালন করে। কারণ ইহাই তাহার পক্ষে খাসী হওয়া সমতুল্য।" আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই যে, কোন প্রকার স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে সামর্থ না থাকিলে সামর্থবান হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকা উচিত। কিন্তু সূরা নিসা এর আয়াতটি ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। আর তাহা হইল ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ .... وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ـ

"যেই ব্যক্তি আযাদ স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে সামর্থবান না হইবে আর বাঁদী বিবাহ না করিয়া ধৈর্যধারণ করা তোমাদের পক্ষে উত্তম।" (নিসা ঃ ২৫) কারণ বাঁদীর গর্ভে যেই সন্তান ভুমিষ্ট হইবে, সে গোলাম কিংবা বাঁদীই হইবে। وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "আর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরবান"।

ইকরিমাহ্ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার যদি স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তাহার দ্বারাই নিজস্ব প্রয়োজন পূর্ণ করে। আর যদি তাহার স্ত্রী না থাকে তবে সে যেন আল্লাহ্র বিশাল সম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে থাকে, যাবৎ না আল্লাহ্ তাহাকে ধনী করিয়া দেন।

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ـ

"আর তোমাদের গোলাম বাঁদীদের মধ্য হইতে যাহারা অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইতে চায়, তবে তোমরা তাহাদিগকে অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ করিয়া দাও যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলিয়া মনে কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে গোলাম বাঁদীর মালিককে হুকুম করিতেছেন যে, যদি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ অর্থের বিনিময়ে আযাদ হইবার জন্য চুক্তিপত্র লিখিতে চায়, তবে যদি তোমরা চুক্তিপত্রের শর্ত মুতাবিক অর্থ আদায় করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে ধারণা কর, তবে তাহাদিগকে চুক্তি মুতাবিক আযাদ করিয়া দাও। অনেক উলামায়ে কিরামের মত হইল, এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, কাহারও গোলাম-বাঁদী অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইতে চাহিলে তাহাদিগকে আযাদ করিতেই হইবে। বরং গোলাম-বাঁদী হইতে কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মালিক ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে চুক্তি করিয়া আযাদ করতে পারে। ইমাম সাওরী (র) জাবির (র) ও শাবী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুকাতাব হইবার ইচ্ছুক গোলম-বাঁদীকে মালিক ইচ্ছা করিলে মুকতাব করিতে পারে, ইচ্ছা না করিলে নাও করিতে পারে। ইব্ন ওহব (র) ..... আতা ইব্ন আবূ বারাহ (র) হইত অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও হাসান বাসরী (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উলামায়ে কিরামের আর একটি জামায়াত বলেন, গোলাম-বাঁদীদের কেহ তাহার মালিকের নিকট মুকাতাব (অর্থের বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইবার জন্য চুক্তিবদ্ধ) হইবার জন্য অনুরোধ করিলে মালিকের পক্ষে তাহাকে মুক্ত করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রকাশ্যভাবে ইহা প্রমাণিত হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাওহ (র) ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একবার আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার গোলামের মাল আছে বলিয়া আমার জানা থাকিলে, এমতাবস্থায় সে যদি মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন জানায় তবে কি তাহাকে মুকাতাব করা আমার পক্ষে ওয়াজিব? তিনি বলিলেন, হাঁ ওয়াজিব বলিয়াই আমি মনে করি। আম্র ইব্ন দীনার (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এই মত কি পূর্ববর্তী কোন অলিম হইতেও বর্ণিত আছে? তিনি বলিলেন, না। ইহার কিছুকাল পর তিনি বলিলেন, মূসা ইব্ন আনাস (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। একবার ইব্ন সীরীন (র) হযরত আনাস (র)-এর নিকট মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন জানাইলে তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর নিকট ইহার অভিযোগ করিলে হযরত উমর (রা) আনাস (রা)-কে বলিলেন, তুমি উহাকে মুকাতাব করিয়া দাও। কিন্তু ইহার পরও অস্বীকার করিলে, তিনি তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তাহাকে শুনাইলেন।

فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا -

"তাহাদের নিকট মাল আছে বলিয়া তোমাদের জানা থাকিলে, তাহাদিগকে তোমরা মুকাতিব করিয়া দাও।"

অতঃপর হযরত আনাস (রা) তাঁহাকে মুকাতাব করিয়া দিলেন। ইমাম বুখারী (র) রিওয়ায়েতটি তা'লীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রাজ্জাক (র) ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন,আমি আ'তা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার গোলামের মাল আছে বলিয়া আমার জানা থাকিলে তাহাকে মুকাতাব করা কি আমার উপর ওয়াজিব? তিনি বলিলেন, আমি ওয়াজিব বলিয়াই মনে করি।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্ন সীরীন (র) তাঁহার নিকট মুকাতাব হইবার দরখাস্ত করিলে তিনি অমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে মুকাতাব করিবার নির্দেশ দিলেন। রিওয়াতের সনদ বিশুদ্ধ। সাঈদ ইব্ন মানসুর (র) হুশাইম ইব্ন জুওয়াযির এর সূত্রে যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এইরূপ ক্ষেত্রে মুকাতাব করা ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ (র)-এর ইহাই প্রমাণ মত। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী মত হইল, তাহাদের মুকাতিব করা ওয়াজিব নহে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَيحل مَال امرأ إلاَّ بطيب نفسه -

"কোন মানুষের মাল তাহার সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা জায়িয নহে।" ইব্ন ওহব (র) বলেন, এই ব্যাপারে ইমাম মালিক (র)-এর মত হইল, কোন গোলাম মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন করিলে মালিকের উপর উহা মঞ্জুর করা ওয়াজিব নহে। কোন ইমাম কোন গোলামের মালিককে মুকাতিব করিবার জন্য বাধ্য করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ইমাম মালিক (র) বলেন, "ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কেবল একটি অনুমতি মাত্র, বাধ্যতামূলক নহে।" ইমাম সাওরী (র) ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরামের মতও ইহাই। কিন্তু ইব্ন জরীর (র) ইহা ওয়াজিব বলিয়াই মনে করেন।

اِنْ عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ خَيْرًا -

কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, خير অর্থ আমানত। কেহ বলেন, ইহার অর্থ সত্যতা। কেহ কেহ বলেন; ইহার অর্থ মাল। আবার কেহ বলেন, ইহার অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাহার 'মারাসীন' -এর মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসির (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, إن عَلمتم فِيهِمْ حَرفة ولا ترسلوهم كَلاَّ على الناس। "যদি তাহাদের মধ্যে কোন পেশাগত কোন যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে তবে তাহাদিগকে মুকাতাব কর। মানুষের উপর বোঝা হিসাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিও না"।

وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ সম্মানিত তাফসীরকারগণ অত্র আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন। কেহ বলেন, তোমরা মুকাতাবদের উপর নির্ধারিত মালের কিছু অংশ ছাড়িয়া দাও। এই তাফসীর অনুসারে কেহ বলেন, ইহার পরিমাণ হইল এক চতুর্থাংশ। কেহ বলেন, এক তৃতীয়াংশ। কেহ বলেন, অর্ধেক। আবার কেহ বলেন, অনির্দিষ্টভাবে কিছু অংশ। তাফসীরকারগণের অন্য একটি দল বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের যাকাত হইতে একটি অংশ দান কর। হাসান, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম, তাঁহার আব্বা আসলাম ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) এই মত পোষণ করেন। ইব্ন জরীর (র) ও এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন। ইব্রাহীম নাখঈ (র) বলেন, وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মুকাতাবের মালিক ও অন্যান্য মুসলমানগণকে তাহাকে আর্থিক সাহার্য দান করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। যেন সে তাহার চুক্তির অর্থ আদায় করিয়া আযাদ হইতে পারে। পূর্বেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুলাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ثلاثة حق على الله عونهم "আল্লাহ্ অবশ্যই তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। তাহাদের মধ্য এক ব্যক্তি হইল, সেই মুকাতাব, যে তাহার চুক্তির মাল আদায় করিবার সদিচ্ছা রাখে"। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর (রা) আবূ উমাইয়া নামক তাহার একজন গোলামকে অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ করিবার চুক্তি করিলেন। অতঃপর সে তাহার এক কিস্তির অর্থ লইয়া তাহার নিকট আসিলে, তিনি বলিলেন, যাও অন্য লোক হইতে তুমি তোমার চুক্তির মাল আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা কর। তখন সে বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকেই পরিশ্রম করিয়া শেষ কিস্তি পর্যন্ত আদায় করিতে দিন। তিনি বলিলেন, না, ইহা হইলে আমার আশংকা হয় যে, আল্লাহ্র এই নির্দেশ আমরা পালন করিতে ব্যর্থ হইব। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন,

فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ -

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন হুমাইদ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) যখন কোন গোলামকে মুকাতাব করিতেন, তখন তাহার প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়িয়া দিতেন না। কারণ, তিনি এই আশংকা করিতেন যে, সে যদি তাহার চুক্তির অর্থ আদায় করিতে সক্ষম হয়, তবে উহার এই দাস পুনরায় তাহার নিকট ফেরৎ আসিবে। কিন্তু তাহার শেষ কিস্তি হইতে যেই পরিমাণ ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتٰكُمْ। এর তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, তোমরা মুকাতাদের মুক্তির অর্থ হইতে যথা সম্ভব ছাড়িয়া দাও। মুজাহিদ, আতা, কাসিম ইব্‌ন আবূ মুররাহ্‌, আবদুল করিম ইব্‌ন মালিক জাবরী ও সুদ্দী আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মুকাতাবদের চুক্তির কিছু অর্থ ছাড়িয়া দেওয়া পসন্দ করিতেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ফযল ইব্‌ন শাখান মুকরী (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ চুক্তির এক চতর্থাংশ অর্থ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। হাদীসটি গরীব। ইহার মারফূ হওয়া বিষয়টিও মুনকার। রিওয়ায়েতটি মাওকূফ হওয়াই অধিক সঠিক। আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র) হযরত আলী (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ـ

"আর তোমরা তোমাদের বাঁদীদেরকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিও না।" জাহেলী যুগের লোকেরা তাহাদের বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত এবং তাহাদের উপার্জিত অর্থের একটি নির্ধারিত অংশগ্রহণ করিত। ইসলামের আভির্ভাবের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনগণকে উহা হইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বহু মুফাস্‌সিরগণের মতে আলোচ্য শানে নুযূল হইল আবদুলাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল -এর অনেক বাঁদী ছিল। সে তাহাদিগকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত এবং তাহাদের উপার্জিত অর্থগ্রহণ করিত। এবং তাহাদের গর্ভ হইতে ভুমিষ্ট সন্তানদের দ্বারা নের্তৃত্বও লাভ করিত।

হাফিয আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন আবদুর খালিক বায্‌যার (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, আহমাদ ইব্‌ন দাউদ ওয়াসিতী (র) ..... যুহরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইবন সালূল -এর মু'আযাহ নামক একটি বাঁদী ছিল। সে তাহাকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হইল তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ....وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

ইমাম নাসাঈ (র) ..... জাবির (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,। হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন, আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল -এর মুসাইকা নামক একটি বাঁদী ছিল। সে তাহাকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত, তখন আল্লাহ্‌ এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ الاية ـ

আবূ দাঊদ তিয়ালিসী (র) সুলায়মান ইব্ন মু'আয (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আবদুল্লাহ্ এর একটি বাঁদী ছিল। জাহেলী যুগে সে ব্যভিচার করিত এবং এইভাবে অনেক সন্তান জন্ম দিয়াছিল। একদিন তাহার মালিক তাহাকে ব্যভিচারের জন্য বলিলে, সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমি ব্যভিচার আর করিব না। সুতরাং সে তাহাকে প্রহার করিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ـ

বায্যার (র) আরো বলেন, আহমাদ ইব্ন দাঊদ ওয়াসিতী (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই -এর একটি বাঁদী ছিল। তাহার নাম ছিল মু'আযাহ্। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহাকে ব্যভিচার করিবার জন্য বাধ্য করিত ইসলামের আভির্ভাব হইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا ـ

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র)-এর সূত্রে যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বদর যুদ্ধে একজন কুরাইশলী বন্দি হইয়াছিল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর নিকট সে বন্দি ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর একটি বাঁদী ছিল। তাহার নাম ছির মু'আযাহ্। বন্দি কুরাইশী ঐ বাঁদীর সহিত তাহার কাম চরিতার্থ করিবার বাসনা করিয়াছিল। বাঁদীটি ছিল মুসলমান। এই কারণে সে উহা হইতে তাহাকে বাধা দিত। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহাকে এর জন্য বাধ্য করিত এবং এর জন্য তাহাকে প্রহারও করিত। তাহার আশা ছিল তাহার বাঁদীটি উক্ত কুরাইশ দ্বারা গর্ভবতী হউক। এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর তাহার থেকে তাহার সন্তানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا ـ

সুদ্দী (র)বলেন, আলোচ্য আয়াতটি মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। মু'আযাহ্ নামক তাহার একটি বাঁদী ছিল। তাহার বাড়ীতে যখনই কোন মেহমান আগমন করিত, সে তাহাকে মেহমানের নিকট প্রেরণ করিত যেন সে তাহার সহিত কাম চরিতার্থ করিতে পারে। এইভাবে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একদিন উক্ত বাঁদী হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়া ইহার অভিযোগ করিল, অতঃপর তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট অভিযোগটি পেশ করিলেন। নবী করীম (সা) তখন তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে হুকুম দিলেন।

তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই চিৎকার করিয়া বলিল, কে আছ, আমার সাহায্য করিবে, মুহাম্মদ আমার বাঁদীকে জোরপূর্বক লইয়া যাইতেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, আমার নিকট এই তথ্য পেছাইয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা তাহাদের বাঁদীদিগকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত। একজনের নাম ছিল মুসায়কাহ্ তার মাতা উমায়মাহ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই -এর বাঁদী ছিল। অপর বাঁদীর নাম মু'আযাহ। একবার মুসায়কাহ ও তাহার মাতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাদের উপর কৃত যুলুমের অভিযোগ করিল। তখন অবতীর্ণ হইল وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ "তোমরা তোমাদের বাঁদীদিগকে ব্যভিচারের উপর বাধ্য করিও না"।

اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا ـ

"যদি তাহারা অর্থাৎ বাঁদীগণ সতীত্ব রক্ষা করতে চায়"। যেহেতু সাধারণ বাঁদীগণ তাহাদের সতীত্ব রক্ষা করিতেই চায়, এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই শর্তটি উল্লেখ করিয়াছেন। নচেৎ কোন অবস্থাতেই ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করা যাইবে না।

لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ـ

"তোমরা বাঁদীগণকে পার্থিব ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যভিচার করিতে বাধ্য করিও না"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজ্জাম, ব্যভিচারিনী ও গণকের অর্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অপর এক বর্ণনায় বলিয়াছেন ঃ

مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ ـ

"ব্যভিচারের অর্থ হারাম ও হাজ্জামের উপার্জিত অর্থ হারাম ও কুকুরের বিনিময় ও হারাম"।

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"আর যেই ব্যক্তি ঐ সকল বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল বাঁদীগণকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাকারী ও বড়ই মেহেরবান"।

ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যদি তোমরা বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু যাহারা বাধ্য করে তাহারা পাপিষ্ঠ হইবে। মুজাহিদ, আতা, আ'মাশ ও কাতাদাহ্ (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ উবাইদ (র) ..... হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতে তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্র কসম! যেই সকল বাঁদীকে

ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করা হয়, কেবল তাহাদিগকেই আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্র কসম! কেবল তাহাদিগকেই আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন। যুহরী ও যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) এর কিরা'আতে فَانَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এর পরে لَهُنَّ وَاثْمُهُنَّ عَلٰى مَنْ اَكْرَاهَهُنَّ রহিয়াছে অর্থাৎ "বাঁদীগণকে জোরপূর্বক ব্যভিচার বাধ্য করিবার পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কারণ, তিনি বড় ক্ষমাকারীও মেহেরবান। আর যেই ব্যক্তি তাহাদিগকে ব্যভিচার করিতে বাধ্য করে সকল গুনাহর ভাগী সেই ব্যক্তি হইবে"। মারফূ হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوْا عَلَيْهِ ـ

"আমার উম্মাত হইতে অসতর্কতা জনিত অপরাধ ও ভুল ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে আর যেই অপরাধ জোরপূর্বক তাহার দ্বারা সংঘটিত হয় উহাও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে"।

উপরোল্লিখিত হুকুম সমূহ বিস্তরিতভাবে বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ "আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট হুকুমসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছি অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। যাহার মধ্যে সুস্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে"।

وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ আর পূর্ববর্তী উম্মাতে ঘটনাবলী ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র হুকুমসমূহ বিরোধিতা করিবার কারণে তাহাদের প্রতি যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে উহার ও বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلاً لِلْاٰخِرِيْنَ অতঃপর তাহাদিগকে কাহিনীতে পরিণত করিয়াছি এবং পরবর্তী লোকদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ঘটনায় পরিণত করিয়াছি। যেন তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী ও পাপ কার্য হইতে বিরত থাকে।

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ আর মুত্তাকী ও পরহেযগারদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তুতে পরিণত করিয়াছি। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

فِيْهِ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَخَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى مِنْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ ـ

"পবিত্র কুরআনে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমাধান রহিয়াছে, তোমাদের পূর্বের সংবাদ রহিয়াছে এবং পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে উহা একটি চূড়ান্ত বিধান, কোন উপহাস নহে যে কোন প্রতাপশালী অবহেলা করিয়া উহা বর্জন করবে, আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। আর যেই ব্যক্তি অন্য কোথায়ও হিদায়াত অন্বেষণ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে গুমরাহ করিয়া দিবেন।

٣٥. اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৩৫) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য; ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যাহা প্রাচ্যের নয় প্রাতীচ্যের নয়, অগ্নি উহাতে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আলী ইব্ন আবু তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আস্মান ও যমীনের অধিবাসীদিগকে হেদায়েত দান করেন। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, মুজাহিদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করিয়াছেন। আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি

করিয়া উহাকে আলোকিত করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, সুলায়মান ইব্ন উমর খালিদ রাককী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আমার নূর হইল আমার হিদায়াত। ইব্ন জবীর (র) এই তাফসীরই পসন্দ করিয়াছেন। আবূ জা'ফর রাযী (র) রাবী ইব্ন আনাস (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, "যেই মু'মিনের অন্তরে ঈমান ও কুরআনের নূর রহিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাহার উদাহরণ পেশ করিয়াছেন"। সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নূরের উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর مَثَلَ نُوْرِهِ দ্বারা মু'মিনের নূরের উপমা পেশ করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আয়াতটি এইরূপ পড়িতেন ঃ مَثَلَ نُوْرِهِ مَنْ اٰمَنَ بِهِ সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও কায়িস ইব্ন সা'দ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ও আয়াতকে অনুরূপ পড়িতেন। কেহ কেহ এই রূপ পড়েন ঃ

اَللّٰهُ مُنَوِّرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ـ

" আল্লাহ্ আসমান সমূহ যমীনকে উজ্জ্বল করেন"। যাহ্হাক (র) পড়েন ঃ اَللّٰهُ نَوَّرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ "আল্লাহ্ তা'আলা আসমান সমূহ যমীনকে উজ্জ্বল করিয়াছেন"।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ "আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর"। অর্থাৎ তাঁহার নূরের দ্বারাই আসমান সমূহ ও যমীন উজ্জ্বল। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন তায়েফবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি যে নির্যাতন করিয়াছিল, সেই দিন তিনি এই দু'আ করিয়াছেন ঃ

اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ اَنْ يَّحِلَّ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَنْزِلَ بِىْ سَخَطُكَ لَكَ الْعُقْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার সেই নূরের উসিলায় আমার প্রতি আপনার গযব ও ক্রোধের অবতরণ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, যেই নূরের দ্বারা সকল অন্ধকার দূরীভূত হইয়া তদস্থলে আলো ছড়াইয়া পড়ে, পরকালের শুভ পরিণতি আপনার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতিত অন্যায় হইতে রক্ষা পাওয়া ও ন্যায়ের শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব নহে"।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রাত্রিকালে জাগ্রত হইতেন তখন তিনি এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِمْ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ -

"হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আসমান ও যমীন এবং উহাতে অবস্থানরত সকলেরই ব্যবস্থাপক"। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দিবারাত্র বলিতে কিছু নাই। আরশের নূর তাঁহার সত্তার নূর হইতে প্রতিফলিত।

مَثَلُ نُوْرِهِ -এর সর্বনামটি কিসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছে সেই বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। একটি হইল, 'আল্লাহ্' শব্দের প্রতি। আর দ্বিতীয় মতটি হইল, 'মু'মিন শব্দের প্রতি। 'মু'মিন' শব্দের যদিও এখানে উল্লেখ নাই, কিন্তু কালেমার অগ্র পশ্চাৎ দ্বারা ইহা বুঝা যায়। কালামটি আসলে এই রূপ ছিল ঃ

مَثَلُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكٰوةٍ অর্থাৎ "মু'মিনের অন্তরের নূরের উপমা হইল একটি এমন তাকের মত"। যেই মু'মিনের অন্তরে হিদায়েত ও কুরআনের আলো রহিয়াছে উহাকে এইরূপ তাকের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ... الخ -

"যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে দলীল প্রাপ্ত এবং উপরন্তু তাহার সাক্ষী ও আছে ......"। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরকে উহার স্বচ্ছতার কারণে স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য বিদ্যমান প্রদীপের সহিত উপমিত করিয়াছেন এবং হিদায়াত ও কুরআনের যেই নূর তাঁহার রহিয়াছে উহাকে নির্মল তৈলের সহিত উপমিত করিয়াছেন।

كَمِشْكٰوةٍ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) এবং আরো অনেকে বলেন, 'মিশকাত' অর্থ প্রদীপের যেই স্থানে সতীলা থাকে। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইয়াহূদীরা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল, "আল্লাহ্র নূর আসমান ভেদ করিয়া কিভাবে আসিতে পারে? তখন আল্লাহ্ উহার জবাব পেশ করিয়া বলেন, তাঁহার নূর হইল, একটি কাঁচের প্রদীপ সমতুল্য যাহা হইতে উহার মধ্যের আলোর রশ্মি বাইরে ছড়াইয়া পড়ে"। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আনুগত্যকে নূর বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আনুগত্যকে নূর ব্যতিত আরো অনেক নামে নামকরণ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ নাজীহ (র), মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হাবশী ভাষায় 'মিশ্কাত' শব্দের অর্থ 'তাক'। কেহ কেহ বলেন, 'মিশকাত' এমন তাককে বলা হয়, যাহাতে কোন ছিদ্র নাই। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, 'মিশকাত' ঐ লোহাকে বলা হয়, যাহার সহিত প্রদীপ ঝুলন্ত থাকে। কিন্তু প্রথম

শব্দটি উত্তম। উবাই ইব্ন কা'ব (র) বলেন, 'মিস্বাহ্' অর্থ, নূর ও আলো। এখানে কুরআন ও মু'মিনের অন্তরের ঈমানকে বুঝান হইয়াছে।

اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ "নূর ও আলো একটি স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত"। উবাই ইব্ন কা'ব এবং আরো অনেকে বলেন, মু'মিনের অন্তরকে স্বচ্ছ কাঁচের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ "কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র"। কোন কোন ক্বারী درى এর 'দাল' কে পেশ সহ পড়িয়াছেন। কিন্তু হামযা সহ পড়েন নাই। আবার কেহ কেহ হামযা সহ দালকে পেশ কিংবা যের দিয়া পড়িয়াছেন। তখন الدر। হইতে নির্গত হইবে। অর্থ প্রতিরোধ করা। শয়তানকে আঘাত হানিবার জন্য যেই নক্ষত্র ছুটিয়া পড়ে উহাও অতিশয় উজ্জ্বল। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, এর অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাতাদাহ (র) বলেন, كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ স্পষ্ট ও বিশাল উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বলা হয়।

يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ غَرْبِيَّةٍ ـ

"বরকতময় যায়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা উহা প্রজ্জ্বলিত। যেই বৃক্ষ হইতে তৈল উৎপাদিত উহা পূর্বপ্রান্তে ও অবস্থিত নহে যেই স্থানের দিনের প্রথম ভাগের সূর্যকিরণ পড়ে না আর পশ্চিম প্রান্তেও অবস্থিত নহে যেই স্থানে দিনের শেষ ভাগের সূর্যকিরণ স্পর্শ করে না"। বরং উহা এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেই স্থানের দিনের প্রথমভাগে ও সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় এবং শেষ ভাগে সূর্যকিরণ স্পর্শ করে। যেই বৃক্ষ এমন স্থানের অবস্থিত উহা হইতে উৎপাদিত তৈল অতি নির্মল ও পরিস্কার হয়। এবং উহার আলো হয় অতি উজ্জ্বল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াত যেই বৃক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মরুভূমিতে অবস্থিত, যেই স্থানে সূর্যের পূর্ণ কিরণ পতিত হয়। অন্য কোন গাছের ছায়া কিংবা পাহাড় ও উহার কিংবা অন্য কিছুর ছায়া উহার উপর পড়ে না। এই ধরনের গাছ হইতে উত্তম তৈল উৎপন্ন হয়। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র) ইকরিমাহ্ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইকরিমাহ (র) হইতে زَيْتُوْنَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ غَرْبِيَّةٍ এই তাফসীর করিয়াছেন যে, অত্র আয়াতের উন্মুক্ত ময়দানের এমন একটি যায়তুন গাছের কথা বলা হইয়াছে যে, সূর্য যখন উদয় হয় তখন উহার উপরে উদয় হয় এবং যখন অস্ত যায় যায় তখন উহার উপরে অস্ত যায়। এই ধরনের গাছের ফল হইতে পরিস্কার নির্মল তৈল উৎপন্ন হয়। মুজাহিদ (র) لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ

غَرْبِيَّةٌ এর অর্থ করেন, বৃক্ষটি এত পূর্বেও নহে যে, সূর্য উদয় কালে সূর্যের আলো ইহাতে স্পর্শ করে না। বরং উহা এমন একটি স্থানে অবস্থিত যে, উদয় ও অস্ত উভয় অবস্থাতেই উহাতে সূর্যের কিরণ পতিত হয়।

আবূ জা'ফর রাযী (র) বলেন, রাবী ইব্ন আনাস (র) ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে زَيْتُوْنَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ غَرْبِيَّةٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা একটি সবুজ সজিব গাছ যাহাকে কোন অবস্থাতেই সূর্যেরকিরণ স্পর্শ করে না। এই গাছটি যেমন সর্বপ্রকার বিপদ হইতে নিরাপদ। যদি কখন ও বিপদগ্রস্থ হয়ও তবে আল্লাহ্ তাহাকে মযবুত ও দৃঢ় রাখেন। আল্লাহ্ তাহাকে চারটি গুণে গুণান্বিত করেন। কথা বলিলে সত্য বলে, বিচার করিলে ন্যায়বিচার করে, বিপদগ্রস্ত হইলে ধৈর্য্যধারণ করে; দান প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সকল মানুষের মধ্যে তাহার তূলনা এমন যে, সে যেন মৃতদের মধ্যে একজন জীবিত মানুষ বিচরণ করিতেছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে لاَ شَرْقِيَّةٌ وَّلاَ غَرْبِيَّةٌ এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা গাছপালার মাঝে এমন একটি গাছ যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম কোন দিকের আলো পড়ে না। আতীয়্যা আওফী ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ غَرْبِيَّةٍ এর অর্থ হইল গাছটি এমন পূর্বে ও নহে যে, তথায় সূর্য অস্তকালে সূর্যের কিরণ পড়ে না আর এত পশ্চিমে নয় যে সূর্য উদয়কালে উহাতে সূর্যের আলো পতিত হয় না। বরং উহা এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেই স্থানে পূর্ব ও পশ্চিমের সূর্য কিরণ পতিত হয়। কিন্তু উহা তো কেবল আল্লাহ্র নূরের একটি উপমা মাত্র। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, অত্র আয়াতে "شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ" 'বরকতময় বৃক্ষ' এর সহিত একজন সৎব্যক্তির উপমা দেওয়া হইয়াছে যে, ইয়াহূদীও নহে আবার নাসারাও নহে। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে উপরে যেই সকল মতের উল্লেখ করা হইয়াছে উহার মধ্যে প্রথম মতটি উত্তম। অর্থাৎ "এমন একটি স্থানে বৃক্ষটি অবস্থিত যাহা একটি মধ্যবর্তী ও উন্মুক্ত স্থানে সদা বায়ু প্রবাহিত হয় এবং কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়াই উহাতে সূর্যের কিরণ পতিত হয়"। এমন বৃক্ষের ফল হইতে নির্গত তৈল অবশ্যই পরিস্কার ও নির্মল হয়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ۔

"আগুন স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে"। তৈলের নির্মলতার কারণে এইরূপ মনে হয়। نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ "নূরের উপর নূর"।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একটি নূর হইল ঈমানের নূর, অন্যটি হইল আমলের নূর। মুজাহিদ (র) ও সুদ্দী (র) বলেন, একটি নূর অর্থাৎ আলো হইল আগুনের আলো এবং অন্যটি তৈলের উজ্জ্বলতা। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (র) نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি পাঁচটি নূরের অধিকারী। উহা কথার নূর, আমলের নূর, আগমণের নূর, গমণের নূর এবং তাহার শেষ আশ্রয়স্থল অর্থাৎ বেহেশ্তের নূর।

শিমর ইব্ন আতিয়াহ (র) বলেন, একবার ইব্ন আব্বাস (রা) কা'ব আহাবার (রা) এর নিকট আসিয়া يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, ইহা নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াতের একটি দৃষ্টান্ত। তাঁহার নবুওয়াত এতই প্রকাশ্য ও স্পষ্ট যে, নবী (সা) যদি মুখে ইহা নাও বলেন যে, তিনি একজন নবী, তবু ও তাঁহার নবুওয়াত মানুষের কাছে উহা ঢাকা থাকে না, যেন তিনি মুখে উহা প্রকাশই করেন। যেমন এই তৈল আগুনের স্পর্শ ছাড়াই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেমন তৈলের নূরের সহিত আগুনের নূর একত্রিত হইলে উহা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং উহা দ্বারা আলো লাভ করা যায়, অনুরূপভাবে ঈমানের নূরের সহিত কুরআনের নূর একত্রিত হইলে মু'মিনের অন্তর আলোকিত হয়।

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ "আল্লাহ্ যাহাতে পসন্দ করেন তাহাকে হেদায়েতের নূরের প্রতি পথপ্রদর্শন করেন"। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত, ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মু'আবিয়া ইব্ন আম্র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِىْ ظُلْمَةٍ ثُمَّ اَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ اَصَابَ مِنْ نُوْرِهِ يَوْمَئِذٍ اِهْتَدَى وَمَنْ اَخْطَاءَ ضَلَّ فَلِذَالِكَ اَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সকল সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাদের প্রতি নূর-আলো ছড়াইয়া দিলেন। সেই ক্ষণে যেই ব্যক্তি তাঁহার নূর লাভ করিয়াছে, সে তো হেদায়েত লাভ করিয়াছে আর যেই ব্যক্তি উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সে গুমরাহ হইয়াছে। এ কারণেই আমি বলব, মহান মহামহিম আল্লাহ্ জ্ঞাতেই কলম লেখা শেষ করেছে"। আবদুল্লাহ্ ইব্ন বায্যাব (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (র) হইতে অপর একটি সুত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ -

"আর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করিতেছেন আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত"। মু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান হেদায়েতের নূর এর সহিত উপমিত করিয়া আয়াতকে এইভাবে শেষ করিয়াছেন, আল্লাহ্ এই সকল দৃষ্টান্তসমূহ মানুষকে বুঝাইবার জন্য পেশ করেন। কাহার অন্তরে হেদায়েত রহিয়াছে এবং কাহার অন্তরে গুমরাহী তিনি উহা ভালভাবেই জানেন। এবং কে হিদায়াতের উপযুক্ত এবং উপযুক্ত নহে উহাও জানেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ নযর (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

اَلْقُلُوْبُ اَرْبَعَةٌ. قَلْبٌ اَجْرِدُ فِيْهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يَزْهَرُ وَقَلْبٌ اَغْلَفُ مَرْبُوْطٌ عَلٰى غُلَافِهٖ وَقَلْبٌ مَنْكُوْسٌ وَقَلْبٌ مُصَفَّحٌ... الخ -

অন্তর চার প্রকার। এক প্রকার পরিস্কার ও উজ্জ্বল, দ্বিতীয় প্রকার পর্দায় আবৃত। তৃতীয় প্রকার উল্টা ও চতুর্থ প্রকার উল্টা সোজা। প্রথম প্রকার অন্তর হইল মু'মিনের অন্তর যাহা নূরানী ও উজ্জ্বল হয়। দ্বিতীয় প্রকার অন্তর কাফিরের, তৃতীয় প্রকার মুনাফিকের এবং চতুর্থ প্রকার হইল যাহাতে ঈমানও আছে এবং নিফাকও আছে। যেই অন্তরে ঈমান আছে উহা তরকারী সমতুল্য। ভাল পানি উহাকে বৃদ্ধি করে এবং যেই অন্তরে নিফাক রহিয়াছে উহা হইল ফোড়ার মত যাহার পূঁজ ও পচা রক্ত উহাকে আরো বিনষ্ট করে।

٣٦. فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

٣٧. رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ.

٣٨. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অনুবাদ ঃ (৩৬) সেই সকল গ্রহে যাহাকে সমুন্নত করিতে এবং যাহাতে তাহার নাম স্মরণ করিতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়াছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (৩৭) সেই সব লোক যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন তাহাদিগের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। (৩৮) যাহাতে তাহারা যে কর্ম করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

তাফসীর ঃ পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের হেদায়েত ও ঈমান পরিপূর্ণ অন্তরকে কাঁচের রক্ষিত যায়তূনের নির্মল তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের তুলনা করিয়াছেন। অত্র আয়াতে উহার স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহা হইল পবিত্র মসজিদ সমূহ। মসজিদ হইল আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান। এই মসজিদে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয় এবং কেবল তাঁহারই একত্ববাদের ঘোষণা করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঘরকে সর্বপ্রকার অনর্থক কথাবার্তা ও কার্যকলাপ হইতে পবিত্র রাখিতে উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হুকুম করিয়াছেন, কারণ উহা হইল হেদায়াতের স্থান। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদে অনর্থক কথাবার্তা ও কার্যকলাপ হইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইকরিমাহ, আবূ সালিহ্, যাহ্হাক, নাফি ইব্ন জুবাইর, আবূ বকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবূ খায়সামাহ, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন (র) এবং আরো অনেকে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল মসজিদ নির্মাণ করিবার, আবাদ করিবার, উহাকে পবিত্র রাখিবার ও উহার সম্মান করিবার হুকুম করিয়াছেন। কা'ব (রা) বলিতেন, তাওরাত শরীফে বর্ণিত ঃ

اِنَّ بُيُوْتِىْ فِى الْاَرْضِ الْمَسَاجِدُ وَاِنَّهُ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ زَارَنِىْ اَكْرَمْتُهُ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ كَرَامَةُ الزَّائِرِ ـ

"যমীনে আমার ঘর হইল মসজিদসমূহ। যেই ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করিয়া আমার ঘরে আমার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আসে আমি তাহাকে সম্মান করি। সাক্ষাৎ লাভকারীর সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য"। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মসজিদ নির্মাণ, উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, উহাকে পবিত্র রাখা, উহাকে সুগন্ধযুক্ত করা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে (আমি ইব্ন কাসীর) একখানি পৃথক পুস্তক সংকলন করিয়াছি। আমরা এখানে উহার কিছু অংশ উল্লেখ করিব।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ -

"যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের মধ্যে তাহার জন্য অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করিবেন"। ইমাম ইব্ন মাজাহ (রা) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "যেই ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হয়, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করিবেন"।

ইমাম নাসাঈ (র) হযরত আমর ইব্ন আনবাসাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে ঘরে সালাতের স্থান বানাইতে এবং পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধময় রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম আহমাদ এবং নাসাঈ (র) ব্যতিত অন্যান্য সুনানগ্রন্থকারগণ উক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। সামুরাহ্ ইব্ন জুন্দব (রা) হইতেও ইমাম আহমাদ ও আবূ দাঊদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তোমরা যেইখানে স্থান পাওয়া যায় মসজিদ নির্মাণ কর। তবে লাল ও হলুদ রং হইতে বিরত থাক। যেন মানুষ ফিত্নায় পতিত না হয়। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَاسَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ اِلاَّ زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ -

"যাবৎ কোন কাওম তাহাদের সমজিদ সমূহকে সুসজ্জিত না করিয়াছে , তাহাদের আমল খারাফ হয় নাই"। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ مَا اُمِرْتُ بِتَشْدِيْدُ الْمَسَاجِد "আমাদের মযবুত করিয়া মসজিদ নির্মাণ করিতে হুকুম দেওয়া হয় নাই"। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারারা যেমন তাহাদের গীর্জা ও উপাসনায় সুসজ্জিত করে তোমরা ও অনুরূপ করিবে। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ -

"যাবৎ না মানুষ মসজিদ লইয়া গর্ব না করিবে কিয়ামত কায়েম হইবে না"। রিওয়ায়েতটি ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী (র) ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ

বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত বুরায়দাহ (রা) হইতে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি মসজিদে তাহার হারান উট খুঁজিতে আসিল, সে বলিল, আমার লাল উটের খোঁজ কি কেহ দিতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি যেন তোমার উটের খোঁজ না পাও। মসজিদ তো কেবল সেই কাজের জন্য ব্যবহার্য্য, যাহার জন্য উহা নির্মাণ করা হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত। আমর ইব্ন শু'আইব (র) যথাক্রমে তাঁহার পিতা দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদ ক্রয়-বিক্রয় ও কবিতা আবৃত্তি হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি ইমাম আহমাদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা যখন কাহাকে ও মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করিতে দেখ, তখন বলিবে আল্লাহ্ যেন তোমাদের ব্যবসায় লাভবান না করেন"। আর কাহাকেও হারান বস্তু খুঁজিতে দেখিলে বলিবে, "আল্লাহ্ যেন তোমার নিকট উহা ফিরাইয়া না দেন"। ইমাম তিরমিযী (রা) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা হাসান গরীব।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "কয়েকটি কাজ মসজিদে উচিত নহে। মসজিদে পথ বানাইবে না, অস্ত্র ধারণ করিবে না, ধনুকের সহিত তীর লাগাইবে না। কাঁচা গোস্ত রাখিবে না, হদ্দ ও কিসাস লাগাইবে না ও ইহাকে বাজারে পরিণত করিবে না"। ওয়াইল ইব্ন আস্ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের কচি শিশুদিগকে ও পাগলদিগকে মসজিদে আনিবে না। ক্রয়-বিক্রয় করিবে না, ঝগড়া ফাসাদ হইতে বিরত থাকিবে। উচ্চস্বরে কথা বলিবে না। হদ্দ কায়েম করিবে না। তরবারী খুলিবে না। উহার দরজার সম্মুখে অযূর স্থান বানাও ও জুমু'আর দিনে উহাকে সুগন্ধিযুক্ত কর। রিওয়ায়েতটি ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সনদ দুর্বল। কোন কোন ওলামায়ে কিরাম অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে চলাকে মাকরূহ বলিয়াছেন। বর্ণিত আছে, সালাত পড়িবার উদ্দেশ্য ব্যতিত কেহ মসজিদে চলিলে, ফিরিশ্তাগণ তাহার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

যেহেতু মসজিদে মুসল্লীগণের ভীড় হইয়া থাকে তাহাদের শরীরে আঘাত লাগিতে পারে এই কারণে মসজিদে অস্ত্র লইয়া চলিতে, ধনুকে তীর লাগাইয়া চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই কারণেই বর্ষা হাতে লইয়া চলিলে উহার মাথা হাতের মুর্ধনীর মধ্যে লইয়া চলিতে রাসূলুল্লাহ (সা) হুকুম করিয়াছেন (বুখারী)। কাঁচা গোশ্ত লইয়া মসজিদে চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই কারণে উহা হইতে মসজিদে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে পারে। এই কারণে ঋতুমতী স্ত্রীলোককে ও মসজিদে চলিতে নিষেধ করা

হইয়াছে। মসজিদে হদ্দ ও কিসাস এই কারণে অনুষ্ঠিত করা যাইবে না যে, ইহাতে মসজিদ অপবিত্র হইবার আশংকা থাকে। আর মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় ও নিষিদ্ধ হইবার কারণ হইল, মসজিদ কেবল আল্লাহ্র যিকিরের উদ্দেশ্য নির্মিত। একদা একজন গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ

اِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنُ لِهٰذَا اِنَّمَا بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ فِيْهَا ـ

"মসজিদ এই জন্যই নির্মাণ করা হয় নাই বরং উহাতে কেবল আল্লাহ্র যিকির ও সালাত পড়িবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে"। ইহার পর উহার উপরে এক ঢোল পানি ঢালিয়া দেওয়ার জন্য তিনি হুকুম করিলেন। দ্বিতীয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাচ্চাদিগকে মসজিদে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা মসজিদে আসিয়া তাহাদের স্বভাবগত কারণে খেলাধুলা শুরু করে। যাহা মসজিদে শোভনীয় নহে। হযরত উমর (রা) মসজিদে কোন বাচ্চাকে খেলিতে দেখিলে উহাকে হাল্কা লাঠি দিয়া প্রহার করিতেন এবং উহার পরে কাহাকে মসজিদে দেখিলে তাহাকে বাহির করিয়া দিতেন। পাগলকেও মসজিদে আনিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ সে জ্ঞান শূন্য। অতএব সে মসজিদে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটাইত পারে। যেহেতু মানুষ তাহাদের সহিত উপহাস করে উহাতে মসজিদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করাও উচিৎ নহে। এই কারণে বহু উলামায়ে কিরাম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হাকিম ও বিচারক মসজিদে বিচারানুষ্ঠান করিবে না। বিচারের জন্য ভিন্ন কোন স্থান নির্ধারিণ করিবে। কারণ বিচার কার্যের সময় একদিকে যেমন ঝগড়া হইয়া থাকে অপরদিকে এমন কথাবার্তা ও হইয়া থাকে যাহা মসজিদে শোভনীয় নহে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ কিন্দী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার আমি মসজিদে দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন এক ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপ করিল। তাকাইয়া দেখি তিনি হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)। তখন তিনি আমাকে বলিলেন যাও, ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট ধরিয়া আন। আমি তাহাদিগকে ধরিয়া আনিলাম। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের পরিচয় কি? কিংবা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, তায়িফ হইতে। তিনি বলিলেন, যদি তোমরা এই শহরের অধিবাসী হইতে কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলিতেছ? ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, সুওয়াইদ ইব্ন নাসর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) মসজিদে এক ব্যক্তির উচ্চস্বর শুনিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি জান কি কোথায় অবস্থান করিয়াছ? এই রিওয়ায়েতটিও বিশুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের সন্নিকটে ও

তাহারাতখানা নির্মাণ করিবার ও নির্দেশ দিয়াছেন। মসজিদের নববীর সন্নিকটে কয়েকটি কূপ ছিল। এই কূপ হইতে সকলে পানি পান করিত। তাহারাত লাভ করিত এবং অযূ করিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর দিনে মসজিদকে সুগন্ধযুক্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ, ঐ দিনে মসজিদে মুসল্লীদের অত্যধিক সমাগম হয়। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলেন, উবাদুল্লাহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি ও ইব্ন উমর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) প্রতি জুমু'আর দিনে মসজিদে নববীকে সুগন্ধিযুক্ত করিতেন। রিওয়ায়েতটির সনদ হাসান।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মসজিদে সালাত পড়া ও ঘরে ও বাজারে সালাত পড়া অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। ইহার কারণ হইল যখন কেহ উত্তমরূপে অযূ করিয়া কেবল সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে, তাহার প্রতি পদচারণায় একটি সাওয়াব হয় এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়। যখন সে সালাত পড়িতে শুরু করে, ফিরিশ্তাগণ তাহার জন্য এই দু'আ করিতে থাকে যাবৎ সে তাহার সালাতের স্থানে অবস্থান করে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ "হে আল্লাহ্! আপনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনি তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন"। যাবৎ সে সালাতের স্থানে থাকে। তাহাকে মুসল্লী বলিয়া গণ্য করা হয়।

দারে কুত্নী গ্রন্থে মারফূরূপে বর্ণিত لاَ صَلَوٰاتَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ الاَّ فِى الْمَسْجِدِ "মসজিদের প্রতিবেশীর পক্ষে মসজিদে ছাড়া সালাত পূর্ণ হয় না"। সুনান গ্রন্থে বর্ণিত ঃ

لَبَشِّرِ الْمُشَّائِيْنَ اِلَى الْمَسَاجِدِ فِىْ الظُّلَمِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

"যাহারা অন্ধকারে মসজিদে পায়ে চলিয়া মসজিদে যায় তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে পূর্ণ নূর লাভের সুসংবাদ দান কর"।

যেই ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তাহার জন্য প্রথম ডাইন পা প্রবেশ করা মুস্তাহাব। আবূ দাঊদ শরীফে (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

"আমি ধিকৃত শয়তান হইতে মহান আল্লাহ্র, তাঁহার সম্মানিত সত্তার ও তাঁহার প্রাচীন সম্রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি"। যখন কেহ এই দু'আ পাঠ করে সারাদিনের জন্য শয়তান হইতে সংরক্ষিত থাকে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সনদে আবূ হুমাইদ ও আবূ উসাইদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কেহ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়ে। "হে আল্লাহ! আপনার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করুন"। আর যখন মসজিদ হইতে বাহির হয় তখন বলিবে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি"। ইমাম নাসাঈ ও আবূ হুমাইদ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাম করে এবং اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়ে। আর যখন মসজিদ হইতে বাহির হয় তখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি সালাম করিবে এবং পরে পড়িবে ঃ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে মরদূদ শয়তান হইতে রক্ষা করুন"। হাদীসটি ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন খুযায়মাহ ও ইব্ন হাব্বান (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন, তিনি সালাম করিয়া ও দরূদ পাঠ করিয়া এই দু'আ পাঠ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

আর যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন, তখনও সালাম করিয়া এই দু'আ পড়িতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحِ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ ـ

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান। কিন্তু ইহার সনদ মুত্তাসিল নহে। কারণ হুসাইন কন্যা ফাতিমা (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। সার কথা হইল, আমরা উপরে এই সকল হাদীস উল্লেখ এবং আলোচনা দীর্ঘ হইবার ভয়ে যেই সকল হাদীস ত্যাগ করিয়াছি সবগুলিই فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ এর অন্তর্ভূক্ত।

وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ "আর ঘরে আল্লাহ্‌র নামের যিকির করা হয়। অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ

"আর প্রতি সালাতে তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে"। (সূরা আরাফ ঃ ২৯) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর তাফসীর করিয়াছেন এবং যেই ঘরে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করা হয়।

يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ "সকালে ও বিকালে উহাতে আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়"। الاصال শব্দটি الاصيل বহুবচন, অর্থ দিনের শেষভাগ। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় তাসবীহ্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহার অর্থ সালাত। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে ফজর ও আসরের সালাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম এই দুই ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। অতএব আল্লাহ্ এই দুই ওয়াক্ত সালাতের কথা উল্লেখ করিয়া এবং স্বীয় বান্দাগণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া পসন্দ করিয়াছেন। ক্বারীগণের মধ্য হইতে যাঁহারা يُسَبَّحُ এর ياء কে যবর পড়েন তাঁহারা অনিবার্যভাবে الاٰصَال এর উপর ওয়াকফ করেন। এবং رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ .. الخ হইতে নতুন আয়াত শুরু হয়। এবং সেক্ষেত্রে ইহা একটি উহ্য فاعل কর্তা। এর ব্যাখ্যা হইবে যেন يُسَبَّحُ لَهُ فِيْهَا এর পরে এই প্রশ্ন হয় উহাতে (মসজিদে) কে তাসবীহ্ পাঠ করে? উহার উত্তরে বলা হইয়াছে رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ .. الخ উহাতে এমন সকল লোক তাসবীহ্ ও আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির হইতে গাফিল করে না। যেমন কবি বলেন ঃ

ليبك يزيد ضارع لخصومه ومختبط مما تصليح الطوائح -

এখানে ليبك তাহার উপর ক্রন্দন করা উচিৎ। প্রশ্ন করা হইয়াছিল কে ক্রন্দন করিবে, অতঃপর বলা হইল ضارع لخصومة অনুরূপ উক্ত আয়াত ব্যাখ্যা করা হইবে। অপর পক্ষে যাহারা يُسَبِّحُ এর ياء কে যের সহ পড়েন, তাহাদের মতে رجال الخ শব্দটি يسبح ক্রিয়ার কর্তা সংঘটিত হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে الاصال এর উপর ওয়াক্ফ হইবে না। ওয়াক্ফ হইবে কর্তা -এর উপর। কারণ فاعل কর্তা ব্যতিত বাক্য পূর্ণ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ দ্বারা ঐ সকল লোক যাহারা আল্লাহ্র মসজিদে আবাদ করে, তাহাদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা দ্বারা তাহারা "মসজিদ আবাদকারী" উপাধি লাভ করিয়াছে। এই মসজিদই হইল যমীনের উপর আল্লাহ্র ঘর এবং তাঁহার ইবাদত ও তাঁহার কৃতজ্ঞতার স্থান। তাঁহার একত্ববাদ ও পবিত্রতা ঘোষণার স্থান।

অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ ـ

"মু'মিনগণের মধ্য হইতে এমন কিছু লোকও আছে যাহারা আল্লাহ্র সহিত যেই বিষয়ের উপর ওয়াদাবদ্ধ হইয়াছে উহা সত্য করিয়া প্রমাণিত করিয়াছে"। (সূরা আহযাবঃ ২৩)

স্ত্রীলোকদের জন্য তাহার ঘরে সালাত পড়াই উত্তম। ইমাম আবূ দাউদ (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

صلواة المراة فى بيتها أفضل من صلواتها فى حجرتها وصلواتها فى مخدعها افضل من صلواتها فى بيتها ـ

"স্ত্রীলোকের জন্য তাহার হুজরায় সালাত পড়া অপেক্ষা তাহার ভিতর কামরায় সালাত পড়া উত্তম"। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন গায়লান (র) ..... হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ ـ

"স্ত্রীলোকদের জন্য সালাতের উত্তম স্থান হইল তাহাদের ঘরের ভিতর কামরা"। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, হারূন (র) ..... উম্মে হুমাইদ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সহিত সালাত পড়িতে পসন্দ করি। তখন তিনি বলিলেন, আমি জানি যে তুমি আমার সহিত সালাত পড়িতে ভালবাস। কিন্তু তোমার বাড়িতে সালাত পড়া অপেক্ষা তোমার হুজরায় সালাত পড়া তোমার জন্য উত্তম। আর তোমার মহল্লার সালাত পড়া আমার মসজিদে সালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম। রাবী বলেন, ইহার পর উক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার ঘরের শেষ প্রান্তে একটি সালাতের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইল এবং তাহার শেষ জীবন পর্যন্ত তথায় সালাত পড়িতে থাকিল।

অবশ্য স্ত্রীলোকদের পক্ষে পুরুষের জামায়াতে শরীক হওয়াও জায়েয আছে। তবে উহার জন্য শর্ত হইল, সে যেন তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার না করে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ "তোমরা আল্লাহর বাঁদীগণকে আল্লাহর মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না"।

ইমাম আবূ দাউদ ও আহমাদ (র) এর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ "আর তাহাদের ঘর তাহাদের জন্য উত্তম"। তবে তাহারা মসজিদে যাইতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা যেন সুগন্ধি মুক্ত হইয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা যখন মসজিদে উপস্থিত হইবে তখন তোমাদের কেহ যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে"। বুখারী ও মুমলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

كَانَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُلْتَفِعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ۔

"মু'মিন মুসলমান স্ত্রীলোকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত ফজরের জামায়াতে হাজির হইত, অতঃপর চাদরে আবৃত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিত এবং অন্ধকারের কারণে তাহাদিগকে চিনা যাইত না"। হযরত আয়েশা (রা) হইতে আরো বর্ণিত ঃ

لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَمَا مُنِعَتْ لِنِسَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ۔

"যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীলোকদের সৃষ্ট অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে অবশ্যই তিনি মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন। যেমন নবী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল"।

وَرِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

আর তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির হইতে গাফিল করে না"। আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু এই আয়াতের অনুরূপ।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র যিকির হইতে বিরত না রাখে"। (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে সালাতের আযান হইবার পরক্ষণেই তোমরা আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর"। (সূরা জুমু'আ ঃ ৯) অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত দুনিয়ার মোহ উহার সৌন্দর্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে বিরত রাখে না। তাহারা এই কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র নিকট যাহা মওজুদ রহিয়াছে উহাই উত্তম ও স্থায়ী আর যাহা এই পৃথিবীতে তাহাদের নিকট মওজুদ আছে ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ -

"তাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির হইতে এবং নামায কায়েম হইতে ও যাকাত দান করা হইতে বিরত রাখে না"।

হায়সাম (র) শায়বান-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি দেখিলেন যে, সালাতের জন্য আযান হইবার সাথে সাথেই বাজারের লোকেরা তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় ছাড়িয়া সালাতের জন্য প্রস্তুত হইল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, ঐ সকল লোক সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমর ইব্ন দীনার কাহ্রুমানী (র) সালিম (র)-এ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ দার্দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ব্যবসা করি এবং প্রতিদিন আমার তিনশত দীনার লাভ হইলেও সালাতের সময় উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাই। ব্যবসা করা ও ব্যবসা লাভবান হওয়া হালাল নহে এই কথা আমি বলি না, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেন رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ তাহাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়াকে আমি ভালবাসি।

আমার ইব্ন দীনার আ'ওয়ার (র) বলেন, একবার আমি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) এর সহিত ছিলাম। আমরা মসজিদে যাওয়ার পথে বাজার অতিক্রম করিতেছিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম বাজারের লোকেরা সালাতের জন্য চলিয়া গিয়াছে এবং জিনিসপত্র ঢাকিয়া রাখিয়াছে অথচ উহা পাহারা দেওয়ার জন্যও কোন লোক তথায় মওজুদ নাই। তখন সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) এই আয়াত তিলাওয়াত্ করিলেন ঃ

رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ অতঃপর তিনি বলিলেন, যাহারা তাহাদের মালামাল এইভাবে ফেলিয়া সালাতের জন্য চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন আবূ হাসান ও যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে সময় মত সালাত পড়িতে গাফিল করিয়া দেয় না। মাত্র আল-ওর্রাক (র) বলেন, তাহারা ক্রয়-বিক্রয় করিত, কিন্তু যখনই সালাতের আযান শুনিতে পাইত তখনই, তাহারা তাহাদের হাতের দাড়িপাল্লা রাখিয়া সালাতের জন্য যাইত। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) বলেন, لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ। এর অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়, তাহাদিগকে ফরয সালাত হইতে গাফিল করিয়া রাখিত না। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও রাবী ইব্ন আনাস (র) ও অনুরূপ মত

প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন, জামা'আতের সহিত সালাত পড়িতে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদিগকে গাফিল করিয়া রাখিত না। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, সালাতে হাযির হইতে এবং যথারীতি সালাত আদায় করিতে তাহাদিগকে তাহাদের কাজ কর্ম গাফিল করিয়া রাখে না।

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ـ

তাহারা কিয়ামত দিবসকে ভয় করে যেই দিনে উহার ভয়াবহতার কারণে তাহাদের অন্তর সন্ত্রস্থ হইবে এবং চক্ষু সমূহ উল্টিয়া যাইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ـ

"তাহাদিগকে সেই দিনের অবকাশ দিতেছেন যেইদিন তাহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ـ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لاَنُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۤءً وَّلاَشُكُوْرًا ـ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ـ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ـ وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ـ

"আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহ্‌র মহব্বতে মিস্‌কীন, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাবার দান করিতেছি। তোমাদের নিকট হইতে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় নহে। আমরা আমাদের প্রতিপালক হইতে এমন একদিনের ভয় করি, যেই দিন হইবে অত্যধিক কঠিন ও তিক্ততর। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ঐ দিনের ভয়াবহতা হইতে নিরাপদে রাখিলেন। এবং তাহাদিগকে আনন্দ ও স্ফূর্তি দান করিবেন। এবং তাহাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে বেহেশত ও রেশমী পরিধেয় দান করিবেন। (সূরা দাহর ঃ ৮-১২)

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَاعَمِلُوْا ـ

"যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করতে পারেন"। অর্থাৎ তাহার এমন লোক যাহাদের নেক আমল আল্লাহ্ কবূল করিয়াছেন এবং তাহাদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ

"তাহাদের তিনি আরো বৃদ্ধি করিয়া দেন"। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -

"আল্লাহ্ কাহাকেও একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا "যেই ব্যক্তি নেক আমল করিবে সে উহার দশগুণ সাওয়াব লাভ করিবে"। (সূরা আন'আম ঃ ১৬০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَّاللَّهُ يُضَاعِفُهَا لِمَنْ يَّشَاءُ "কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ কে উত্তম দান করিবে। আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাতে অধিক বৃদ্ধি করিয়া দেন"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৫)

এইখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ "আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন"।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত একবার তাঁহার নিকট দুধ আনা হইলে তিনি তাহার খিদমতে উপস্থিত এক এক করিয়া সকলকে পান করিতে দিলেন। কিন্তু যেহেতু তাহারা সকলেই রোযা রাখিয়াছিলেন, এই কারণে কেহই উহা পান করিলেন না। অবশেষে তাঁহার নিকট দুধ ফেরৎ আসিল এবং যেহেতু তিনি রোযাদার ছিলেন না। অতএত তিনি উহা পান করিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ -

"তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যেই দিন সকল অন্তর সমূহ ভীত সন্ত্রস্ত হইবে এবং চক্ষুসমূহ ভয়ে উল্টিয়া যাইবে"। ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন হাতিম (র) আমাশ (র) আলকামাহ্ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্ন সাকান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করিবেন। তখন একজন উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবেন এবং তাহার ঘোষণা সকলেই শুনিতে পাইবে। তিনি এই ঘোষণা করিবেন, আজ সকলেই জানিতে পারিবে, কে আল্লাহ্র নিকট সর্বপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। অতঃপর তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে গাফিল করিয়া রাখিত না, তাহারা যেন দণ্ডায়মান হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা দণ্ডায়মান হইবে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা হইবে অতি অল্প। সর্বাগ্রে তাহাদের হিসাব-নিকাশ হইবে। ইমাম তাবারানী (র) বাকিয়াহ (র) ..... হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এই সকল লোকের বিনিময় হইল বেহেশত এবং উহা ছাড়া তাহাদের এই অতিরিক্ত মর্যাদা হইবে যে, যাহারা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে এবং তাহার সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যও বটে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল লোককে তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার মর্যদা দান করিবেন।

٣٩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰٮهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ

٤٠. اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ

অনুবাদ ঃ (৩৯) যাহারা কুফরী করে তাহাদিগের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছু নহে এবং সে পাইবে সেথায় আল্লাহ্কে, অতঃপর তিনি তাহাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণ তৎপর। (৪০) অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ যাহাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরল, যাহার উর্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমন কি সে হাত বাহির করিলে তাহা আদৌ দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না, তাহার জন্য কোন জ্যোতিই নাই।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা দুই প্রকার কাফিরের জন্য দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন। যেমন পূর্বে সূরা বাকারায় মুনাফিকদের জন্য ও দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন। একটি পেশ করিয়াছেন আগুনের আর একটি পানির অনুরূপভাবে সূরা রাদ-এ ইল্ম ও হেদায়েতের জন্য দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন ঃ একটি আগুনের একটি পানির। উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা আপন স্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

এখানে দুইটি উপমার একটি হইল ঐ সকল কাফিরদের জন্য যাহারা স্বীয় কুফরের প্রতি অন্যকেও আহবান করে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা যেই আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করে এবং যেই সকল কর্মকাণ্ড করিয়া থাকে উহাও বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই নহে। অতএব এইদিকে হইতে তাহাদের

আকীদা ও কর্মকাণ্ড মরুভূমির মরীচিকার মত। দূর হইতে মনে হয় যেন উহা প্রবাহিত পানি, কিন্তু বাস্তবে উহা উত্তপ্ত বালু ছাড়া কিছুই নহে।

القيعة। এর বহুবচন যেমন قاع এর বহুবচন। যেমন جيرة এর جار এর বহুবচন। অবশ্য قاع শব্দটি قيعان একবচন হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। القيعة। প্রশস্ত সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিপ্রহরের এমন স্থানে মনে হয় যেন পানির বিশাল সমুদ্রে ঢেউ খেলিতেছে। পিপাসার্ত ব্যক্তি পিপাসায় ছটপট করিয়া যখন উহাকে পানি মনে করে উহার নিকটবর্তী হয়, তখন নিরাশ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে কাফির ও তাহার আমলকে কার্যকরী মনে করিতে থাকে। সে ধারণা করে যে, তাহার কৃতকর্ম তাহার পক্ষে উপকারী হইবে, কিন্তু কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার হিসাব-নিকাশ লইবেন এবং তাঁহার কৃতকর্মের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করা হইবে, তখন আর উহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। হয় ইখ্লাস ছিল না সেই কারণে কিংবা শরীয়াত সম্মত ছিল না সেই কারণে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا ـ

"আর আমি তাহাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব অতঃপর আমি উহাকে ধূলিকণায় পরিণত করিয়া দিব"। (সূরা ফুরকান ঃ ২৩)

বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার উপাসানা করিতে? তাহারা বলিবে, আমার আল্লাহ্র পুত্র উযাইর -এর উপাসান করিতাম। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। আচ্ছা এখন তোমরা কি চাও? তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বড়ই পিপাসার্ত, আপনি আমাদিগকে পানি পান করতে দিন। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা কি উহা দেখিতছ না ? ঐখানে তোমার পানির জন্য কেন যাইতেছ না? তখন জাহান্নামকে তাহাদিগকে তাহাদের সম্মুখে মরীচিকার ন্যায় পেশ করা হইবে। তাহারা উহাকে পানি ধারণা করিয়া উহার নিকট যাইবে এবং উহাতে পতিত হইবে। উল্লেখিত উপমাটি হইল, ঐ সকল কাফিরদের জন্য যাহারা জাহিল মুরাক্কাব-চরম মূর্খ আর যাহারা মূর্খতার বশীভূত অর্থাৎ যাহারা বড় বড় সরদার কাফিরদের অনুসরণকারী। আলাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য এই উপমা পেশ করিয়াছেন।

أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ـ

"এই সকল অনুসরণকারী কাফিরদের উপমা হইল, ঐ অন্ধকারপুঞ্জের ন্যায়, যাহা গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিদ্যমান। উহাকে উহার উপর হইতে তরঙ্গমালা ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং উহার উপরে মেঘমালার অন্ধকার দ্বারা উহা আচ্ছাদিত। মোটকথা ভাঁজে ভাঁজে নানা প্রকার অন্ধকার দ্বারা উহা এমনভাবে আচ্ছাদিত যে, ঐ অন্ধকারে তাহার হাত বাহির করিলে, উহা তাহার অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত সে উহা দেখিতে সক্ষম নহে"।

অনুরূপভাবে এই সকল কাফিরদের অবস্থা। তাহারা সেই সকল কাফিরদের অনুসরণ করিয়া চলে এই সকল লোক তাহাদিগকে ও সঠিকভাবে জানে না। তাহারা কি সঠিক পথে পরিচালিত না বিপথগামী এই জ্ঞানটুকুও তাহাদের নাই। বহু, তাহারা শুধু এই কথাই বুঝে, যে তাহারা কাহার ও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে, সে তাহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? যেমন কেহ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, ঐ সকল লোকদের সহিত যাইতেছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এ সকল লোক কোথায় যাইতেছে? সে বলিল, আমি তাহা তো জানি না।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে "يَغْشٰهُ مَوْجٌ" এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে "مَوْجٌ" দ্বারা কাফিরদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর বিদ্যমান পর্দাকে বুঝান হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ -

"আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে মহর মারিয়াছেন এবং তাহাদের কর্ণ ও চক্ষু সমূহের উপর পর্দা রহিয়াছে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشٰوَةً -

"আপনি কি তাহাকে দেখিতেছেন যেই ব্যক্তি তাহার প্রবৃত্তিকে স্বীয় মা'বূদ বানাইয়াছে আর আল্লাহ্ তাহাকে গুমরাহ করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণে ও অন্তরে মোহর মারিয়াছেন এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা রহিয়াছে। (সূরা জাসিয়া ঃ ২৩) উবাই ইব্ন কা'ব, "ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ" এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এ ব্যক্তি পাঁচ প্রকার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাহার কথা, তাহারা আমল,তাহারা আগমণ, বর্হিগমন ও কিয়ামত দিবসে তাহার পরিণতি সবই অন্ধকার। সুদ্দী ও রাবী ইব্ন আনাস (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

"আর আল্লাহ্ যাহাকে নূর দান করেন নাই তাহার জন্য কোন নূর নাই"। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়েতের নূর দান করেন নাই সে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ هَادٍ

আর আল্লাহ্ যাহাকে গুমরাহ করেন, তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। (সূরা মু'মিন ঃ ৩৩) কেহ হেদায়েত করিতে পারে না। সে থাকে পথভ্রষ্ট"। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে এই বলিয়াছেন। অপরপক্ষে মু'মিনদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُআল্লাহ্ তা'আলা তাহার নূরের প্রতি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। আল্লাহ্র দরবারে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর দ্বারা পূর্ণ করেন এবং আমাদের ডানে বামে নূর দান করেন আর আমাদিগকে যেন অনেক বেশী নূর দান করেন।

٤١. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

٤٢. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

অনুবাদ ঃ (৪১) তুমি কি দেখ না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাহার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৪২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে, আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টজীব, ফিরিশতা, মানুষ, জীন এবং অন্যান্য সকল প্রাণী ও জড় পদার্থ সব কিছুই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ -

“সপ্ত আসমান, যমীন ও উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে”। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

وَالطَّيْرُ صَٰفَّٰتٍ ـ

আর পাখী ও তাহাদের ডানা মেলিয়া উড়ন্তাবস্থায় তাহাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁহার ইবাদত করে। তবে আল্লাহ্ যেই তাহাদিগকে হিদায়াত করেন তাহাদের তাসবীহ্ ও ইবাদত তেমনি হয়।

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَوٰتَهُ وَتَسْبِيحَهُ “প্রত্যেকেই তাঁহার সালাত ও তাসবীহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত”। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রত্যেকেই সালাত ও তাসবীহের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু তিনি খবর রাখেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, আসমান ও যমীনের সম্রাজ্যের অধিকারী তিনিই। তিনি তাঁহার সম্রাজ্যের সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী। অতএব ইবাদত ও আনুগত্য কেবল তাহারই প্রাপ্য।

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ـ

“এবং কিয়ামত দিবসে সকলেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে”। তখন তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন হুকুম করিবেন। لِيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا “যেন যাহারা স্বীয় কর্মকান্ডে অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন”। তিনিই সৃষ্টিকর্তা তিনিই মালিক দুনিয়া আখিরাতে কেবল তাঁহারই সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সত্তাই সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য।

٤٣. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ،

٤٤. يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ.

অনুবাদ ঃ (৪৩) তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে তৎপর তাহাদিগকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পাও উহার মধ্যে নির্গত হওয়া বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়। (৪৪) আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই মেঘমালাকে স্বীয় কুদ্রতে পরিচালনা করেন। শুরুতে ধূয়ার ন্যায় যে হাল্কা মেঘের সৃষ্টি হয়। আরাবীতে উহাকে الارجاء বলা হয় ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে সংযুক্ত করেন ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ইহার পর তিনি উহাকে স্তরস্তরে পরিণত করেন। فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ অতঃপর উহার মধ্য হইতে আপনি বৃষ্টি নির্গত হইতে দেখিতে পান।

উবাইদ ইব্ন উমাইর লাইসী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম উৎপাদনের উপযুক্ত করেন, অতঃপর মেঘমালা সৃষ্টি করেন, ইহার পর বায়ূ প্রবাহিত করেন, উহা পৃথক পৃথক মেঘমালাকে সংযুক্ত করেন। অতঃপর মেঘমালাকে সংযুক্ত করেন, স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেন, অবশেষে বর্ষণ করেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ "আর আল্লাহ্ তা'আলা বৃহৎ বৃহৎ স্তুপ হইতে শিলাবর্ষণ করেন"। কোন কোন নাহু শাস্ত্রবিদের মতে প্রথম مِنْ শব্দটি ابتداء غائية (প্রান্তের শুরু) বুঝাইবার জন্য। দ্বিতীয় من تبعيض (অংশ বিশেষ) বুঝাইবার জন্য এবং তৃতীয় من – جنس 'জাতি' বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা ঐ সকল তাফসীরকারের মতে প্রকাশ্য যাঁহারা এই মত পোষণ করেন যে, আসমানে শীলা পাহাড় আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল পাহাড় হইতে শিলা বর্ষণ করেন। কিন্তু যাহারা الجبال। দ্বারা "মেঘমালা" এর প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে মনে করেন, তাঁহাদের মতে দ্বিতীয় من ও ابتداء غائية এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে উহা প্রথম من হইতে 'বদল' সংঘটিত হইয়াছে।

فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ -

"অতঃপর আল্লাহ্ যাহার উপর ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং যাহা হতে ইচ্ছা দূরে সরাইয়া দেন"। এখানে এক সম্ভাবনা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে ইচ্ছা তাঁহার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যেখানে ইচ্ছা বর্ষণ করেন না। আর এক অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহঁ তা'আলা শীলাবৃষ্টি দ্বারা যাহার ক্ষেত ও বাগান নষ্ট করিতে চান, নষ্ট করিয়া দেন আর যাহার ক্ষেত ও বাগান নষ্ট করিতে চান না, তথায় উহা বর্ষণও করেন না, এইভাবে তাহার প্রতি রহমত করেন।

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ـ

মেঘমালার বিদ্যুতের প্রখর আলোর কারণে মনে হয় যেন উহা মানুষের দৃষ্টি শক্তি শেষ করিয়া ফেলিবে।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ আল্লাহ্ তা'আলা দিবারাত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন। তিনি কখনও দিনকে ছোট ও রাতকে বড় করিয়া দেন, আবার কখন ও রাতকে ছোট এবং দিনকে বড় করিয়া দেন। তিনি স্বীয় শক্তিবলে যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন।

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ইহাতে জ্ঞানীজনদের জন্য আল্লাহ্র মহত্ব প্রমাণের জন্য বড় নির্দশন রহিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

"আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রের পরিবর্তনে জ্ঞানীজনদের জন্য অনেক নির্দশন রহিয়াছে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০)

٤٥. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অনুবাদ ঃ (৪৫) আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদিগের কতক পেটে ভর দিয়া চলে; কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চারি পায়ে, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদ্রত ও শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই এতই মহা শক্তির অধিকারী যে, এক পানি হইতেই নানা প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ আকৃতি এবং প্রকৃতি এবং চালচলন পৃথক পৃথক فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ উহাদের মধ্য হইতে কিছু পেটের উপর ভর দিয়া চলে। যেমন সাপ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রাণী। وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ আর উহাদের মধ্যে হইতেই কিছু দুই পায়ের উপর দিয়া ভর দিয়া চলে। যেমন মানুষ ও পাখী। وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ আর উহাদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যাহারা

চার পায়ের উপর ভর দিয়া চলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু। يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদ্রতে যাহা ইচ্ছা উহা সৃষ্টি করেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করেন না। اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ। নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

٤٦. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ·

অনুবাদ ঃ (৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কুরআনের মধ্যে অনেক হিক্মত পূর্ণ আহ্কাম, স্পষ্ট উদাহরণ সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা বুঝিবার ও অনুধাবন করিবার জন্য কেবল জ্ঞানীজনদিগকে তাওফীক দান করেন। অতএব ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আল্লাহ্ তা'আলা সরল সঠিক পথের প্রতি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন।

٤٧. وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ·

٤٨. وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ·

٤٩. وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ·

٥٠. اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ بَلْ اُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ·

٥١. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٠

٥٢. وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৪৭) উহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু ইহার পর উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়, বস্তুত উহারা মু'মিন নহে। (৪৮) এবং যখন উহাদিগকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দিকে উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য তখন উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়। (৪৯) আর যদি উহাদিগের প্রাপ্য থাকে তাহা হইলে উহারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটিয়া আসে। (৫০) উহাদিগের অন্তর কি ব্যাধি আছে, না উহারা সংশয় পোষণ করে? না উহারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাদিগের প্রতি যুলম করিবেন? বরং উহারাই তো যালিম। (৫১) মু'মিনদিগের উক্তি তো এই-যখন তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম। আর উহারাই তো সফলকাম'। (৫২) যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁহার অবাধ্যতা হইতে সাবধান থাকে তাহারাই সফলকাম।

তাফসীর ঃ যাহারা মুনাফিক এবং যাহারা তাহাদের অন্তরে কুফর পোষণ করে মুখের দ্বারা উহার বিপরীত কথা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তাহারা বলে ঃ

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ـ

আমরা অবশ্যই তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার অনুগত হইয়াছি অথচ ইহার পরে তাহাদের একদল তাহাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাহাদের এই স্বীকারোক্তির বিরোধিতা করেন। ইহার মূল কারণ হইল, তাহাদের অন্তরে নিহিত কুফ্র-এর খেলাফ, তাহার ঈমান ও আনুগত্যের স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। অতএব

তাহাদের কর্মকাণ্ড তাহাদের স্বীকারোক্তির বিপরীত হইয়াছে। আর এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ আর প্রকৃতপক্ষে তাহারা মু'মিনই নহে।

وَإِذَا دُعُوْا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ـ

আর যখন ঐ সকল মুনাফিকদিগকে রাসূলের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হেদায়েত অনুসরণ করিবার জন্য আহবান করা হয়, তখন তাহারা অহংকার করিয়া উহার অনুসরণ করিতে অস্বীকার করে এবং উহা হইতে বিমুখ হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ .... رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ـ

"আপনি কি ঐ সকল লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, যাহারা মুখে বলে অবশ্যই তাহারা আপনার প্রতি প্রেরিত বিষয়ের প্রতি এবং যাহা পূর্বে প্রেরিত হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে .... আপনি মুনাফিকদিগকে দেখিবেন, তাহারা আপনার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে"। (সূরা নিসা ঃ ৬০-৬১)

তাবারানী শরীফে বর্ণিত। রাওহ ইব্ন আতা (র) ..... সামূরা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ دُعِيَ إِلَى سُلْطَانٍ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ ـ

"কোন ব্যক্তিকে বাদশাহর প্রতি ডাকাইলে যদি সে তাহার ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে যালিম, তাহার কোন অধিকার নাই"।

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْا إِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ـ

"আর যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে তাহাদের পক্ষে ফয়সালা হয় এবং তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহারা একান্ত অনুগত হইয়া তাহার দরবারে চলিয়া আসে"। আর যদি ফয়সালা তাহাদের বিরুদ্ধে হয় তবে তখন তাহারা বিমুখ হয় এবং যাহা অসত্য উহার প্রতি তাহারা আহবান করে। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাদ দিয়া অন্যের নিকট ফয়সালার জন্য যাওয়া পসন্দ করে। ফয়সালা তাহাদের পক্ষে হইলে যে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগত হইয়া তাঁহার দরবারে আসে উহা এই কারণে নহে যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালাকে সত্য মনে করে এবং যেহেতু উহা তাহাদের মনমত হইয়াছিল। অতএব তাহারা উহা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মনের বিরুদ্ধে ফয়সালা হইলেই তাহারা অন্যের নিকট ফয়সালার জন্য যাইতে উদ্যত হয়। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ -

তাহাদের অন্তরে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুকুম অমান্য করিবার ব্যাধি রহিয়াছে? যাহা সদা তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকে, না কি দীন ও রাসূলুল্লাহ্র নবুওয়াত সম্পর্কে তাহাদের অন্তরে হঠাৎ সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা তাহারা আশংকা করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহারা রাসূল ফয়সালা করিয়া তাহাদের প্রতি যুলুম করিবেন। এই তিন অবস্থার যেইটা তাহারা পোষণ করুন না কেন, উহা কুফর এবং আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করিয়া উহা জানেন।

بَلْ اُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ফয়সালা করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যালিম নহেন বরং যালিম তাহারাই যাহারা হুকুম অমান্যকারী। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সম্পর্কে তাহারা যেই ধারণা করে উহা হইতে তাঁহারা মুক্ত। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হাসান (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন বিবাদ সংঘটিত হয় তখনই যেই ব্যক্তি সত্যের উপর আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিলে সে মনে করিত তিনি সঠিক ফয়সালা করিবেন, কিন্তু যেই ব্যক্তি প্রকৃত যালিম সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডাকে সাড়া দিত না বরং সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বাদ দিয়া অন্যের নিকট ফয়সালার জন্য যাইতে বলিত। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَدُعِىَ اِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَبَى اَنْ يَجِيْبَ فَهُوَ ظَالِمٌ لاَ حَقَّ لَهُ -

কোন বিষয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পর কোন মুসলমান হাকিমের নিকট ফয়সালা জন্য ডাকা হইলে, তাহাদের যদি কেহ অস্বীকার করে তবে সে যালিম তাহার পাপ্য ও অধিকার নাই। হাদীসটি গারীব ও মুরসাল।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের আলোচনার পর ঐ সকল মু'মিন মুসলমানদের আলোচনা করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের যে কোন আহবানে সাড়া দেয় এবং তাহারা আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাত ব্যতিত অন্য কোথায় হেদায়েত অন্বেষণ করে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

মু'মিন মুসলমানদের কথা হইল, যে যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ফয়সালা করিবার উদ্দেশ্যে আহবান করা হয় তখন তাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহাব রাসূলের নির্দেশ শ্রবণ করিয়াছি এবং উহা মান্য করিয়াছি। আর তাহাদের এই

গুণের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সফলকাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ "তাহারাই হইল সফলকাম"।

কাতাদাহ (র) أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত উবাইদা ইব্‌ন সামিত (রা) যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লাইলাতুল আকাবাহ্ও শরীক ছিলেন, তিনি মৃত্যু শয্যায় উপনিত হইলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জুনাইদা ইব্‌ন আবূ উমাইয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে তোমার উপকারী ও অপকারী বিষয় বলিয়া দিব না? তিনি বলিলেন, জী হাঁ, বলিয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন ঃ

فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِىْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرِهِكَ وَاَثْرَةَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اَنْ يُّقِيْمَ لِسَانَكَ بِالْعَدْلِ - وَاَنْ لاَ تَنَازَعَ الْاَمْرَ لِاَهْلِهِ اِلاَّ اَنْ يَأْمُرُوْكَ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ بَوَاحًا وَلاَ خَيْرَ اِلاَّ فِىْ جَمَاعَةٍ فَمَا اُمِرْتَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يَخَالِفُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاتَّبِعْ كِتَابِ اللّٰهِ -

"তোমার দুঃসময়ে ও সুসময়ে, তোমার আনন্দের সময়ে ও তোমার বিপদের সময়ে, তোমার উপর অন্যকে প্রাধ্যন্য দেওয়ার সময় আনুগত্য ও মান্যতা জরুরী এবং সর্বাবস্থায় সঠিক ও ইনসাফের সহিত কথা বলিবে, তুমি আমীরের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হইবে না। অবশ্য যদি তাহারা প্রকাশ্য আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তাহার অনুকরণ করা যাইবে না। ঐক্যবদ্ধ জামায়াত ব্যতিত কোন কল্যাণ নাই"।

কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ দারদা (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্র আনুগত্য ব্যতিত কোন আনুগত্য নাই এবং কল্যাণ কেবল ঐক্যবদ্ধ জামায়াত আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের হীতাকাঙক্ষা এবং খলীফা ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি হীতাকাঙক্ষার মধ্যে নিহিত।

কাতাদাহ (র) আরো বলেন, বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা) বলিতেন, ইসলামের মজবুত রশী হইল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন মা'বূদ নাই, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, মুসলমান যাহাকে প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে তাহার আনুগত্য করা"। রিওয়ায়েতটি ইবন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিতাব, সুন্নাত, খুলাফায়ে রাশেদীন ও মুসলিম শাসকগণের আনুগত্য যে ওয়াজিব এই সম্পর্কে আরো বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যাহা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

Contents

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ

কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, "যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন করে তাহাদের নিষেধ পরিত্যাগ করে, বিগতকৃত গুনাহ হইতে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং ভবিষ্যতে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকে"।

فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

সেই লোক যাহারা কল্যাণ লাভে সফল হইয়াছে। সর্বপ্রকার অকল্যাণ হইতে নিরাপদ রহিয়াছে।

٥٣. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٠

٥٤. قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ٠

অনুবাদ ঃ (৫৩) উহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলে যে, তুমি উহাদিগকে আদেশ করিলে উহারা বাহির হইবেই, তুমি বল, শপথ করিও না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (৫৪) বল, আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার উপর দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদিগের অর্জিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী এবং তোমরা তাঁহার আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে, রাসূলের কাজ তো স্পষ্টভাবে পৌছাইয়া দেওয়াই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া শপথ করিয়া বলে, যদি আপনি আমাদিগকে যুদ্ধে যাইবার জন্য হুকুম করেন তবে অবশ্যই তাহারা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। আল্লাহ্ বলেন, لَا تُقْسِمُوْا তোমরা কসম খাইও না। طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন, طَاعَتُكُمْ مَعْرُوْفَةٌ অর্থাৎ তোমরা যে রাসূলের কেমন অনুগত, উহা জানা আছে। তোমরা কেবল মুখে মুখেই

আনুগত্যের কথা প্রকাশ কর। বস্তুত মোটেই আনুগত্য কর না। বরং তোমরা যখন কসম খাও, মিথ্যা কসম খাইয়া থাক। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ তোমরা তাহাদের প্রতি খুশী হইবে, কেবল এই জন্যই তাহারা কসম খাইয়া থাকে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً তাহারা স্বীয় কসমকে ঢাল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুত তাহাদের মধ্যে স্বভাবের মধ্যেই মিথ্যা রহিয়াছে। এমন কি তাহাদের নিজস্ব লোকদের সহিতও মিথ্যা কথা বলে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ - لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ -

"আপনি ঐ সকল মুনাফিকদেরকে জানেন না, যাহারা তাহাদের আহলে কিতাবের কাফির ভাইদিগকে বলে, যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য বাহির হও, তবে আমরাও নিশ্চয় তোমাদের সহিত বাহির হইব। আর আমরা অন্যকে কাহাকে অনুকরণ করিব না। আর যদি তোমাদের সহিত কেউ লড়াই করে, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করিব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহারা নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী। যদি তাহাদের স্বজাতি ভাইরা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, তবে তাহাদের সহিত বাহির হইবে না। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইলে, এই সকল লোক তাহাদের সাহায্যও করিবে না। (সূরা হাশ্‌র ঃ ১১,১২,১৩)

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, "طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ" এর অর্থ হইল, তোমাদের তো উত্তম আনুগত্য গ্রহণ করা উচিৎ। শুধু মুখেমুখে কসম খাওয়ার অভ্যাস করা উচিৎ নহে। যেমন মু'মিন মুসলমানগণ কোন কসম না খাইয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তোমরা ও তাহাদের অনুরূপ আনুগত্য প্রকাশ কর।

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত। প্রকৃতপক্ষে কে আল্লাহ্‌র উপর ও তাঁহার রাসূলের অনুগত, আর কে অবাধ্য উহা তিনি জানেন। প্রকাশ্যভাবে আনুগত্যের কসম খাইয়া মানুষকে আনুগত্যের বিশ্বাস করান সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্ তো সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ে সম্পর্কে অবগত। অতএব তাহাদের দরবারে এই সব জালিয়াতী অচল। তিনি সকলের অন্তর্নিহিত বিষয়াদী জানেন। যদি ও তাহারা উহার বিপরীত প্রকাশ করুক না কেন।

قُلْ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ـ

"আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য গ্রহণ কর"। অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করিয়া চল।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ـ

আর যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং তাঁহার আনীত বিধানকে বর্জন কর, তবে ইহাতে তাহার কি ক্ষতি? তাঁহার দায়িত্ব কেবল রিসালত ও আল্লাহ্র আমানতকে পৌছাইয়া দেওয়া। উহা তিনি সঠিকভাবে পৌঁছাইয়াছেন।

وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ আর তোমাদের কর্তব্য হইল, উহা গ্রহণ করা এবং তাঁহার আনিত বিধান মুতাবিক আমল করা।

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا আর যদি তোমরা আনুগত্য স্বীকার কর, তবে সঠিক পথপ্রাপ্ত হইবে। কারণ ইহা সঠিক পথের প্রতি আহবান করে। صِرَاطَ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَافِىْ السَّمٰوَاتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ "সেই মহান আল্লাহ্র পথ, যিনি আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর অধিকারী ও মালিক"। (সূরা শূরা ঃ ৫৩)

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنَ ـ

আর রাসূলের কর্তব্য তো স্পষ্টভাবে রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দেওয়া। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ আপনার দায়িত্ব কেবল পৌছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব-নিকাশ লওয়ার দায়িত্ব আমারই। (সূরা রা'দ ঃ ৪০)

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ আপনি নসীহত করতে থাকুন, আপনার কাজ তো কেবল নসীহত করা। আপনি তাহাদের উপর দারোগা ও কার্যনির্বাহী নহেন। (সূরা গাশিয়া ঃ ২১)

ওহব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা শাইয়া নামক বনী ইসরাঈলের একজন নবীর প্রতি ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, তুমি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে দণ্ডায়মান হও, আমি তোমার মুখ দ্বারা যাহা ইচ্ছা বাহির করিব। অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈলের সমাবেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমেই যেই ভাষণ নির্গত হইল, তাহা হইল এই, "হে আসমান! তুমি শ্রবণ কর, হে যমীন! তুমি নীরব হইয়া যাও, আল্লাহ্ তা'আলা একটি কাজ পূর্ণ করিতে চান এবং তিনি উহা পূর্ণ করিয়াই ছাড়িবেন। তিনি জংগল ও অনাবাদে আবাদ করিতে চান। মরুভূমিকে সবুজ করিতে চান, দরীদ্রকে ধনী করিতে ও রাখালকে সম্রাট করিতে চান, অশিক্ষিত লোকদের

মধ্য হইতে একজন নিরক্ষর লোককে নবী বানাইতে চান। যিনি না কর্কশ হইবেন আর না অসৎ চরিত্রের হইবেন এবং বাজারে গিয়া চেঁচামেচিও করিবেন না। তিনি এতই নম্র হইবেন যে, যেই বাতির নিকট দিয়া তিনি অতিক্রম করিবেন উহা আঁচলের বাতাসে উহা নিভিবে না। যদি তিনি শুষ্ক বাঁশের উপর দিয়া চলেন, তবে উহার শব্দও কাহারও কানে পৌঁছবে না। আমি তাঁহাকে সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিব। তাঁহার যবান পবিত্র হইবে। অন্ধ চক্ষু তাঁহার দ্বারা আলো লাভ করিবে। বধীর তাঁহার দ্বারা শ্রবণ শক্তি পাইবে। সর্বপ্রকার কাজকর্ম দ্বারা আমি তাঁহাকে সজ্জিত করিব। আমি তাঁহাকে সর্বপ্রকার উত্তম চরিত্রের অধিকারী করিব। গাম্ভির্যতা তাঁহার পোশাক হইবে, নেকী তাঁহারা শি'আর ও বিশেষ চিহ্ন হইবে। তাঁহার অন্তর হইবে তাক্ওয়ায় পরিপূর্ণ। তাঁহার কথা হিক্মতে পরিপূর্ণ হইবে। সত্যতা ও ওফাদারী তাঁহার চরিত্র হইবে। হক্ তাঁহার শরীয়াত হইবে, আদল ও ইনসাফ তাঁহারা সীরাত হইবে। হেদায়েত তাঁহার ইমাম হইবে। ইসলাম তাঁহার মিল্লাত হইবে। আহমাদ তাঁহার নাম হইবে। গুমরাহী বিরাজ করিবার পর আমি তাঁহার দ্বারা হিদায়াত দান করিব। জাহেলিয়াত ও মুর্খতার পর তাঁহার দ্বারা জ্ঞান ও ইল্মের প্রসার ঘটিবে। অধঃপতনের পর আমি তাঁহার দ্বারা অগ্রগতি ও উন্নতি দান করিব। অপরিচিত হইবার পর আমি তাঁহার দ্বারা পরিচিত হইব। দরিদ্রতাকে আমি তাঁহার দ্বারা ঐশ্বর্যে পরিণত করিব। বিচ্ছিন্ন লোকদিগকে আমি তাঁহার দ্বারা মিলাইয়া দিব। বিচ্ছেদের পর তাঁহার দ্বারা ভালবাসার সৃষ্টি হইবে। বিরোধের পর তাঁহার মাধ্যমে ঐক্যের সৃষ্টি হইবে। বিভিন্ন মত ও পথের সম্মিলন ঘটিবে। আল্লাহ্র অসংখ্য বান্দা তাহার ধ্বংস হইতে বাঁচিয়া যাইবে। তাঁহার উম্মাতকে আমি সর্বোত্তম করিব। যাঁহারা মানুষের উপকারের জন্য নিয়োজিত হইবে, ভাল কাজের হুকুম করিবে এবং মন্দকাজ হইতে বিরত রাখিবে। তাদ্বারা তাওহীদ পন্থী মুসলিস মু'মিন হইবে। আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূলগণ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহা কিছু আনিয়াছেন তাঁহারা উহা মানিবে, কিছুই অস্বীকার করিবে না"। রিওয়ায়েতটি আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৫. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫৫) তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, যে তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদিগের জন্য সুদৃঢ় করিবেন তাহাদিগের দীনকে,যাহা তিনি তাহাদিগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্য নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি তাহার উম্মাতকে পৃথিবীর সাম্রাজ্য দান করিবেন, নেতৃত্ব দান করিবেন এবং তাহাদের দ্বারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৃথিবীর সংস্কার করিবেন। পৃথিবীর অন্যান্য সকল লোক তাহাদের অনুগত হইয়া যাইবে। পূর্বে যেই সকল ভয়ভীতি ছিল উহাকে তিনি নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন। নবী করীম (সা) ইন্তিকালের পূর্বে মক্কা বিজয় হয় এবং খাইবার বাহরাইন আরব উপদ্বীপ এবং সমগ্র ইয়ামানও মুসলমানদের করতলে আসে। হিজরের অগ্নি উপাসক সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকার জনগণ মুসলমানদের অনুগত হইয়া জিযিয়া প্রদান করে। রূম সম্রাট হিরাকল, মিসরের শাসক ও ইস্কিন্দারিয়ার অধিপতি মুকাওকাসও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাদিয়া প্রেরণ করেন। ইহা ছাড়া উম্মানের সম্রাটগণ, হাবশার অধিপতি আসহামাহও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রর্দশন করেন। অবশেষে হাবশা অধিপতি আসহামাহ তো মুসলমানই হইয়া যান।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি ইসলামী সম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিলেন এবং হযরত খালীদ ইব্‌ন অলীদের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী পারস্যে প্রেরণ করিলেন। তিনি পারস্যের একাংশ জয় করিলেন এবং কুফরের বিষবৃক্ষ কাটিয়া পরিস্কার করিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আবূ উবায়াদাহ (রা)-এর নেতৃত্বে আরো একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া প্রেরণ করিলেন এবং হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা)-এর নেতৃত্বে

একটি সেনাদল মিসর প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া প্রেরিত সেনাদল বস্‌রা, দামেশ্‌ক, হারান ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ দখল করিলেন। ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করিলেন। তাঁহার ইন্তিকালের পূর্বেই তিনি খলীফা হিসাবে হযরত উমর (রা)-কে মনোনীত করেন। এবং তিনি পূর্ণশক্তি লইয়া ইসলামী খিলাফাত পরিচালনা করেন। আম্বিয়ায়ে কিরামের পর তাঁহার ন্যায় উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও ইনসাফের প্রতীক আর কখনো দেখে নাই। তাঁহারই আমলে সমগ্র সিরিয়া, সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ এলাকা বিজয় হয়। পারস্য সাম্রাজ্য তছনছ হইয়া পড়ে এবং পারস্য সম্রাট চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। রূম সম্রাট কয়সারকেও সিরিয়া দেশ হইতে চিরতরে বিদায় করিলেন এবং অবশেষে তিনি কুসতুনতুনীয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হযরত উমর (রা) উভয় দেশের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিলেন। যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে এই উম্মাতের সহিত করিয়াছিলেন।

ইহার পর হযরত উসমান (রা)-এর আমল শুরু হইল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শেষ পর্যন্ত ইসলামী সম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। পশ্চিমে স্পেন ও কবরস পর্যন্ত বিজিত হইল এবং আটলান্টিক মহাসাগর সংলগ্ন দেশসমূহ কিরওয়ান ও সারতাহ মুসলমানদের দখলে আসিল। ইহা ছাড়া প্রাচ্যে চীন পর্যন্ত মুসলিম সেনাবাহিনী পদার্পন ঘটিল। কিস্‌রা নিহত হইল এবং তাহার সম্রাজ্যের পতন ঘটিল। অপরদিকে মাদায়েন, খুরাসান ও আহ্ওয়ায ও মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিকারে আসিল। তাহাদের বাদশাহ খাকানে আ'যমকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করা হইল। মাশরিক ও মাগরিব হইতে হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে কর আনা হইতে লাগিল। হযরত উসমান (রা)-এর তিলাওয়াত কুরআন, উহার দরস, উহার একত্রিকরণ এবং উহার হিফাযতের জন্য যে অসাধারণ প্রচেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন উহার বরকতেই এইরূপ সম্ভব হইয়াছিল। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ اُمَّتِى مَا زَوٰى لِىْ مِنْهَا ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা যমীন সংকুচিত করিয়াছেন এবং মাশরিক ও মাগরিবের শেষ পর্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছি। এবং আমার উম্মাতের সম্রাজ্যও অচিরেই ঐ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। যতদূর আমাকে দেখান হইয়াছে"।

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) যেই সকল আবাসভূমির ওয়াদা করিয়াছিলেন মুসলমান মুজাহিদগণ সেই সকল এলাকা বিজয় করিয়াছিলেন। আর আমরা সেই সকল এলাকাই বসবাস করিতেছি। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) সত্য ওয়াদা করিয়াছেন

মহান আল্লাহ্র দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন এই মহান নিয়ামতের এমনভাবে শুকুর করিবার তৌফিক দান করেন যাহাতে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, ইব্ন আবূ উমর ..... জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لاَ يَزَالُ اَمْرُ النَّاسِ مَا ضِيًا مَا وَلِيَهُمْ اِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً -

"রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সার্বিকভাবে পরিচালিত হইতে থাকিবে যাবৎ বারজন শাসক তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন"। অতঃপর তিনি আরো একটি কথা বলিবেন, যাহা আমি শুনিতে না পাইয়া আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কথা বলিলেন? তিনি বলিলেন ঃ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ অর্থাৎ ঐ বারজন সকলেই কুরাইশ বংশীয় হইবেন। ইমাম বুখারী (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে হযরত মায়িয (রা)-কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইয়াছিল। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, বারজন ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের আগমন অবশ্যই ঘটিবে। তবে এই বারজন খলীফা তাঁহারা নহেন; যাহাদিগকে শিয়ারা ইমাম বলিয়া মনে করে। কারণ শিয়াগণ যাহাদিগকে ইমাম মনে করে তাহাদের অনেকেই এমন, যাহারা কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেন নাই। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহাদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই খলীফা হইবেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিবেন। সকলেই কুরাইশ হইবেন এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করিবেন। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের তাহাদের সম্পর্কে সুসংবাদও রহিয়াছে। তবে এইক্ষণে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল খলীফাগণ পর্যায়ক্রমে একজনের পর আর একজন আসিবেন এমন নহে। বরং এমনও হইতে পারে যে, কিছু সংখ্যক তো পর্যায়ক্রমে একের পর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) আর কিছু এমন হইতে পারে যে, বিভিন্ন যুগে তাহাদের আগমন ঘটিবে, উহা আল্লাহই ভাল জানেন। হযরত মাহ্দী ও তাহাদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁহার নাম ও উপমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম ও উপনামের অনুরূপ হইবে। সারা পৃথিবীতে তিনি যুলম অত্যাচারের স্থলে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্টা করিবেন।

ইমাম আহমাদ ,আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, সাঈদ ইব্ন জুমহানের সূত্রে সাফীনাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْخِلاَفَةُ بَعْدِى ثَلاَثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَضُوْمًا ـ

"আমার ইন্তিকালের পর ত্রিশ বৎসর যাবৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠা থাকিবে, উহার পর অত্যাচারী বাদশাহ হইবে"।

রাবী' ইব্ন আনাস (র) আবুল আলীয়াহ্ (র) হইতে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوْفِهِمْ اَمْنًا ـ

এর তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণ দশ বৎসর যাবৎ মক্কা অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা গোপনে তাওহীদের প্রতি ও কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রতি আহবান করিতেন। কাফিরদের অত্যাচারের ভয়ে তাঁহারা ভীত ছিলেন। কিন্তু তখনও তাহাদিগকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। পরবর্তীকালে তাহাদিগকে হিজরত করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। তাঁহারা হিজরত করিবার পর যুদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। চতুর্দিক হইতে তাঁহারা শত্রু বেষ্টিত ছিলেন। অতএব তখনও তাঁহারা ভীত ছিলেন। সর্বদা শত্রুদের আক্রমনের আশংকা ছিল। অতএব তাঁহারা সকালে-বিকাল সশস্ত্র হইয়া থাকিতেন। কিন্তু কখনও ধৈর্যচ্যুত হইতেন না। একদা এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিব? কখনও কি এমন একদিন আসিবে না, যখন আমরা নিরাপদে থাকিতে পারিব? অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিতে হইবে না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

لَنْ تَصْبُرُوْا اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى يَجْلِسِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فِىْ الْمَلاَءِ الْعَظِيْمِ مُحْتَسِبًا لَيْستْ فِيْهِ حَدِيْدَةٌ ـ

"অল্পদিনই তোমাদের ধৈর্যধারণ করিতে হইবে। বিশাল সমাবেশেও তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিবে; কাহারও অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না"। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে আরব উপদ্বীপে পূর্ণ বিজয়ী করিবেন। তখন তাহারা নিরাপদ হইলেন এবং অস্ত্রধারণ করিয়া চলিবার আর প্রয়োজন রহিল না।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর খিলাফতকালেও ঐ নিরাপত্তা বজায় রাখেন। কিন্ত ইহার পর মুসলমানদের মধ্যে দাংগা ফাসাদ শুরু হইলে ঐ নিরাপত্তা আর অবশিষ্ট

থাকিল না। তাহাদের মধ্যে পুনরায় ভয়ভীতি বিরাজ করিল। অতএব প্রহরী, চৌকিদার, দারোগা ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিল। মুসলমানগণ তাহাদের পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন করিল, অতএব তাহাদের নিরাপত্তায়ও বিঘ্ন ঘটিল। কোন কোন সালাফ হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সত্যতা প্রমাণ করিতে এই আয়াত পেশ করিয়াছেন।

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন আমরা ভয়ই ভীতি দ্বারা আক্রান্ত ছিলাম।

আলোচ্য আয়াতটির বিষয়বস্তু এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ ... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

"তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ কর, যখন সংখ্যা অল্প ছিল এবং পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল ছিলে, তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভয় ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। এই সব করিয়াছেন এই জন্য যে, তোমরা যেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। (সূরা আনফাল ঃ ২৬)

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতকে এই যমীনের রাজত্ব দান করিয়াছিলেন, অনুরূপ তোমাদিগকেও রাজত্ব দান করিবেন। যেমন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে, তিনি তাঁহার কাওমকে বলিলেন ঃ

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ -

"সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং যমীনের রাজত্ব তোমাদিগকে দান করিবেন"। (সূরা আরাফ ঃ ১২৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ -

"আমি সেই সকল লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিয়াছি যাহারা পৃথিবীতে বড়ই দুর্বল"। (সূরা কাসাস ঃ ৫)

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ -

"আর আল্লাহ্ তা'আলা এই দীনকে তোমাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন, উহাকে তিনি শক্তিশালী ও মযবুত করিয়া দিবেন"। আদি ইব্ন হাতিম (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ اَتَعْرِفُ الْحِيْرَةَ। তুমি কি হিবরাহ কোথায় জান? তিনি বলিলেন, জী না, তবে ইহার নাম

শুনিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁহার হাতে আমার জীবন, আল্লাহ্ তা'আলা এই দীনকে পূর্ণ করিবেন এমন কি হিবরাহ নামক স্থান হইতে কোন স্ত্রীলোক একাকীই সফর করিয়া বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিবে। এবং পারস্য সম্রাট কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমজ -এর ধন ভান্ডার দখল করিবে। আমি আশ্চার্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমজ-এর ধন ভান্ডার দখল করিব? তিনি বলিলেন, হাঁ কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমজ -এর ধন ভান্ডার দখল করিবে আর সেই ধন এমনভাবে ব্যয় করা হইবে যে, উহা গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। হযরত আদী ইব্‌ন হাতীম (রা) বলেন, এখন তোমরা ইহা দেখিতে পাইতেছ যে, হিবরাহ হইতে একাকী একজন স্ত্রীলোক বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমুজ-এর ধন ভান্ডার দখলকারীদের মধ্যে আমি নিজেই শামিল ছিলাম এবং তাহার তৃতীয় বাণীও বাস্তবে পরিণত হইবে। কারণ উহা তাঁহার সত্য বাণী।

ইমাম আহমাদ (রা) বলেন, সুফিয়ান (র) ..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بَشِّرِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَا وَالرِّفْعَةِ وَالدِّيْنِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنَ فِى الْأَرْضِ -

পৃথিবীতে এই উম্মাতের মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে ও উন্নতি হইবে এই সুসংবাদ দান কর। আর আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের দীনকে মযবুত করিবেন ইহার সুসংবাও দান কর। অতঃপর যেই ব্যক্তি পার্থিব ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের আমল ধরিবে, পরকালে তাহার কোন অংশ থাকিবে না।

يَعْبُدُوْنَنِى وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِى شَيْئًا -

পৃথিবীতে মুসলমানদের সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শর্ত হইল, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে, আমার সহিত কাহাকেই শরীক করিবে না।

হযরত আহমাদ (র) বলেন, আফ্‌ফান (র) ..... হযরত আনাস ও হযরত মুয়ায (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি গাধার উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পশ্চাতে বসিয়াছিলাম এবং আমার ও তাঁহার মাঝে কেবল হাওদার কাঠ বিদ্যমান ছিল। এমন অবস্থায় তিনি আমাকে বলিলেন, হে মুয়ায! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা বলিয়া আরো কিছুক্ষণ সফর জারি রাখিলেন। এবং আমার এক সময় বলিলেন, হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা বলিয়া তিনি আরো কিছুক্ষণ চলিতে থাকিলেন এবং আবারও এক সময় বলিলেন, হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি আপনার খিদমতে উপস্থিত। তখন তিনি বলিলেন ঃ

هَلْ تَدْرِىْ مَـا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَـادِ ؟ তুমি জান কি বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র কি হক্ আছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র হক্ হইল, তাহারা তাঁহার ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও তাঁহার শরীক করিবে না। হযরত আবূ মু'আয (রা) বলেন, এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার কিছুক্ষণ চলিতে লাগিলেন, অতঃপর এক সময় তিনি আমাকে আবার ডাকিলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার খিদমতে উপস্থিত, তিনি বলিলেন ঃ هَلْ تَدْرِىْ مَـا حَقُّ الْعِبَـادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذَٰلِكَ "বান্দা যখন এই কাজ করিবে তখন আল্লাহ্‌র উপর কি হক্ প্রতিষ্ঠিত উহা তুমি জান কি? আমি বলিলাম, "আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল-ই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক্ হইল, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটিকে হযরত কাতাদা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

আর যাহারা ইহার পর ও নাশুক্‌রী করে তাহারা হইল আল্লাহ্‌র অবাধ্য।

ইহা বাস্তব সত্য যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র বিধান ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে অনুরূপ সাহায্যও করিয়াছেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌র কালিমাকে মাশরিক ও মাগরিবের প্রতি প্রান্তে বুলন্দ করিয়াছেন। অতএব আল্লাহ্‌র সাহায্য পাপ্ত হইয়া তাঁহারা সর্বত্র হুকুমত করিয়াছেন এবং তাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পরে ধীরেধীরে মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র বিধান পালনে অবহেলা শুরু করিল। অতএব তাহাদের প্রভাব ক্ষুন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম শরীফে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

"আমার উম্মাতের মধ্য হইতে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সদা সত্যের উপর বিজয়ী ও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। তাহাদের বিরোধীরা তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না"। এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, "এমন কি আল্লাহ্‌র ওয়াদা আগত হইবে। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, এমন কি তাহারা দাজ্জালের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। অপর

এক বর্ণনায় রহিয়াছে, এমন কি হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। আর তাঁহারা হকের উপর বিজয়ী থাকিবে। এই রিওয়ায়েত বিশুদ্ধ। পরস্পরিক কোন দ্বন্দ্ব নাই।

٥٦. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

٥٧. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অনুবাদ ঃ (৫৬) সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। (৫৭) তুমি কাফিরদিগকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করিও না। উহাদিগের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এর পরিণাম।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য, সালাত কায়েম করিবার হুকুম দিয়াছেন। আর দুর্বল ও দরিদ্রের সহিত সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহ করিবার উপায় হিসাবে যাকাত দানের আদেশ করিয়াছেন। এবং সঠিকভাবে এই হুকুম পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালন করিবার জন্য এবং তাঁহার নিষেধ পরিত্যাগ করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। তাহা হইলেই সম্ভবত আল্লাহ্ তাহাদের অনুগ্রহ করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ "তাহারাই হইল সেই লোক যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করবেন"।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ -

হে মুহাম্মদ! যাহারা আপনার বিরোধিতা করে ও আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহাদের সম্পর্কে আপনি এই ধারণা করিবে না যে তাহারা আল্লাহ্র উপর বিজয়ী হইবে এবং তাহাদের উপর আল্লাহ্র কোন ক্ষমতা চলিবে না। বরং আল্লাহ্ তাহাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং অচিরেই তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

আর পরকালে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম আর কাফিরদের জন্যই এই বাসস্থান হইবে চরম মন্দ।

৫৮. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৫৯. وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৬০. وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

অনুবাদ ঃ (৫৮) হে মু'মিনগণ! তোমাদিগের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোষাক খুলিয়া রাখ তখন এবং ইশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদিগের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতিত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিত প্রবেশ করিলে তোমাদিগের কোন দোষ নাই। তোমাদিগের একে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) এবং

তোমাদিগের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে, যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে তাহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠগণ; এইভাবে আল্লাহ্‌র তোমাদিগের জন্য তাঁহার নির্দেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধানারী যাহারা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদিগের জন্য অপরাধ নাই যদি তাহারা তাহাদিগের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগের বর্হিবাস খুলিয়া রাখে; তবে ইহা হইতে তাহাদিগের বিরত থাকাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ সূরার শুরুতে এমন সকল লোকদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার হুকুম বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহারা অনাত্মীয় ও অপরিচিত। আর উল্লিখিত আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের কক্ষে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রবেশ করা যে জরুরী এই বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা গোলাম যেই সকল বালক যৌবনের পদার্পন করে নাই তাহাদের পক্ষে তিনটি বিশেষ অবস্থার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার হুকুম দিয়াছেন। প্রথমটি হইল ফজরের পূর্বের সময়, কারণ এই সময়ে মানুষ ঘুমন্ত থাকে এবং এই অবস্থায় তাহারা অনেক সময় বেপর্দাও হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় সময় হইল দ্বিপ্রহরের সময় যখন পানাহার করিয়া আরাম করিতে থাকে। যেহেতু এই সময়েও অনেকে তাহাদের স্ত্রীর সহিত শায়িত থাকে। অতএব অনুমতি ব্যতিত এই সময় ঘরে প্রবেশ করা উচিত নহে। আর তৃতীয় সময় হইল ইশার পরের সময়। কারণ এই সময়টি নিদ্রার ও আরামের সময়। অতএব গোলাম খাদেম ও নাবালিগ ছেলেদিগকে এই সময় অনুমতি গ্রহণ ছাড়া যেন প্রবেশ না করে এই বিষয় পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিবে। কারণ যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রী সহিত যৌন মিলনে লিপ্ত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন আচরণে মগ্ন এবং এই অবস্থায়-ই সে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে'। অবশ্য এই তিনটি সময় ব্যতিত অন্যান্য সময়ে ইহাদের জন্য অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করায় কোন দোষ নাই। আর অনুমতি ছাড়া তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া তোমাদেরও গুনাহ নাই। কারণ, গোলাম ও খাদেম ও নাবালিগ ছেলেমেয়েদের বারবার ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন ঘটে। অতএব তাহাদের জন্য কিছু বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে যাহা অন্যদের জন্য নাই। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিড়াল সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّفَاتِ ـ

"বিড়াল উচ্ছিষ্ট নাপাক নহে, কারণ, বিড়াল বারবার ঘরে আসা যাওয়া করে"।

আলোচ্য আয়াত মানসূখ হয় হয় নাই। অথচ আয়াতের হুকুম মুতাবিক খুব কম লোকই আমল করে। এই কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আমল

ত্যাগকারীদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন তিনটি আয়াতের হুকুম মুতাবিক মানুষ আমল ত্যাগ করিয়াছে, একটি হইলঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الاية ـ

দ্বিতীয়টি হইল সূরা নিসা -এর আয়াত اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوْا الْقُرْبٰى الاية

আর তৃতীয় আয়াত হইল সূরা হুজরাত-এর আয়াত اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)-এর আর একটি দুর্বল রিওয়ায়েতে বর্ণিত। যাহা ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শয়তান মানুষের উপর তিনটি আয়াতের হুকুম মুতাবিক আমল বর্জন করাইত বিজয়ী হইয়াছে। অতএব তাহারা উহার উপর আমল করা ছাড়িয়া দিয়াছে। অতঃপর তিনি উল্লিখিত তিনটি আয়াত উল্লেখ করেন।

হযরত ইমাম আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করেন, ইব্ন সব্বাহ, ইব্ন আব্দাহ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। অধিকাংশ লোক অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কিত আয়াতে প্রতি যে ঈমানই রাখে না। অথচ, আমি আমার ছোট মেয়েটিকেও আমার নিকট আসিতে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য হুকুম করিয়া থাকি। সাওরী মূসা ইব্ন আবূ আয়েশা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইমাম শা'বী (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ কি মানসূখ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, মানসূখ হয় নাই। আমি বলিলাম, মানুষ ইহার উপর আমল ছাড়িয়া দিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ। আল্লাহ্ই সাহায্যকারী, তাঁহার কাছে তাওফীক চাওয়া উচিৎ। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, রাবী ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি কুরআনে উল্লিখিত তিনটি বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ سَتِيْرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ। "আল্লাহ্ তা'আলা পর্দারক্ষাকারী এবং পর্দাকে তিনি পসন্দ করেন"। তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে মানুষের ঘরের দরজায় কোন পর্দা থাকিত না। অনেক সময় এমন হইত গৃহকর্তার কোন খাদেম কিংবা ছেলেমেয়ে অথবা তাহার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীম এমন অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করিত যে তাহার স্ত্রীর সহিত যৌন মিলনে মগ্ন। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। পরবর্তীকালে যখন মানুষের স্বচ্ছলতা হইল তখন তাহারা দ্বার পর্দা তৈয়ার করিল। পৃথক কামরা নির্মাণের পর আর অনুমতি লওয়ার কোন

প্রয়োজন নাই। ইহাতে আল্লাহ্র হুকুমের উদ্দেশ্যে হাসিল হইয়াছে। অতএব তাহাদের মধ্যে এই আয়াতের হুকুম পালন করিতে অলসতা পরিলক্ষিত হইল। রিওয়ায়েতের সূত্রটি বিশুদ্ধ। সুদ্দী (র) বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রা) এই সকল সময়ে স্ত্রী সহবাস করা পসন্দ করিত, যেন তাহারা গোসল করিয়া সালাতে শরীক হইতে পারে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে হুকুম করিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের গোলাম বাঁদীদিগকে এই সময়ে ঘরে প্রবেশ না করিতে হুকুম করে।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, বর্ণিত আছে, একজন আনসারী পুরুষ ও তাহার স্ত্রী আসমা বিন্তে মারসাদ (রা) একদা নবী করীম (সা)-এর জন্য কিছু খাবার তৈয়ার করিল। কিন্তু অন্যান্য লোকজন অনুমতি ছাড়াই তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আসমা বিন্তে মারসাদ (র) জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহা তো বড়ই গুরুতর ব্যাপার যে, গোলাম কোন অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করে অথচ স্বামী-স্ত্রী তখন একই কাপড়ে শায়িত থাকে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

আলোচ্য আয়াতটি মানসুখ হয় নাই, এই কথা আয়াতের শেষাংশ দ্বারাও বুঝা যায়। অর্থাৎ "كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ" এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হুকুম সমূহকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও বড়ই হিক্‌মতওয়ালা।

অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

"যেই সকল ছোট ছেলেরা পূর্বে কেবল তিনটি বিশেষ সময়ে অনুমতি প্রার্থনা করিত তাহারা যখন যৌবনে পদার্পন করিবে তখন সর্বাবস্থায়ই যেন তাহারা অনুমতি লইয়াই ঘরে প্রবেশ করে"।

ইমাম আওযায়ী (র) ইয়াইইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন ছেলেকে চার বৎসর হইলেই উল্লিখিত তিনটি সময়ে আব্বা-আম্মার নিকট যাইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। আর যৌবনে পর্দাপন করিলে সর্বক্ষণই অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ "নিজের ও আত্মীয় স্বজনের বড় সন্তান যেমন ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি গ্রহণ করিবে, অনুরূপভাবে ছোট বাচ্চা যৌবনে পদার্পন করিলেও তাহার অনুমটি গ্রহণ করিতে হইবে"।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ـ

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, মুকাতিল হাইয়ান, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, যেই স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধ হইয়া গিয়াছে, সন্তান লাভের আশা হইতে নিরাশ হইয়া لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا যাহারা স্বামীর যৌন মিলনের প্রতি উৎসাহবোধ করে না فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ তবে অন্যান্য স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন কড়া পর্দা করা জরুরী তাহাদের পক্ষে তেমন কড়া পর্দা না করা দোষ নাই। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ "আর আপনি মু'মিন স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া দিন তাহারা যেন চক্ষু অবনত করিয়া চলে"। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ হইতে ঐ সকল বৃদ্ধা মহিলা যাহাদের যৌন মিলনে কোন উৎসাহ নাই তাহারা বাদ।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ দ্বারা যেই কাপড় খোলায় কোন দোষ নাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, উহা হইল চাদর। হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত ইব্ন উমর (র) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইব্ন শা'সা, ইব্রাহীম নাখঈ, হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, আওযাঈ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামও একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আবূ সালিহ (র) বলেন, বৃদ্ধা মহিলা তার চাদর খুলিয়া তাহার উড়না ও কামীয পরিয়া একজন পুরুষের সামনে দাঁড়াইতে পারে। সাঈদ ইব্ন জুবাইরও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাত اَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابَهُنَّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, উড়নার উপর যেই চাদর পরিধান করা হইয়া থাকে উহা খুলিয়া থাকা কোন দোষ নাই। অতএব বৃদ্ধা মহিলা শুধু মোটা ওড়না পরিধান করিয়া অপরিচিত সকলের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ এর অর্থ করিয়াছেন বৃদ্ধা মহীলারা তাহাদের যীনাত ও সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাহাদের পরিহিত চাদর খুলিতে পারিবে না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... যিয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আয়েশা (রা) এর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খিযাব, কানের গহনা, পায়ের গহনা, স্বর্ণের আংটি ও পাতলা কাপড় পরিধান কি দোষ আছে? তিনি বলিলেন, তোমাদের পক্ষে সাজসজ্জা করা হালাল ও জায়িয, কিন্তু উহা এমন কোন পুরুষের সম্মুখে প্রকাশ করা যাইবে না যাহাদের সম্মুখে পর্দা করা জরুরী।

সুদ্দী (র) বলেন, মুসলিম নামক আমার একজন শরীক ছিল। যে হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানের স্ত্রীর আযাদ করা গোলাম ছিল। একবার বাজারে আসিলে দেখা গেল তাহার হাতে মেহেদী রহিয়াছে। আমি হাতের মেহেদী কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, আমি হুযায়ফার স্ত্রীকে মেহদী লাগাইয়াছি। আমি তাহার কথা অস্বীকার করিলে সে বলিল,

আপনি ইচ্ছা করিলে, তাহার নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে পারি। আমি বলিলাম আচ্ছা চল। আমি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মুসলিম তোমার মাথায় মেহেদী লাগাইয়াছে ইহা কি সত্য? সে বলিল, তবে আমি ঐ সকল স্ত্রীলোকের অন্তর্ভূক্ত যাহারা স্বামীর প্রতি যৌন মিলনে উৎসাহ বোধ করে না। তবে যদি ও বৃদ্ধার জন্য চাদর খোলা জায়েয আছে, কিন্তু না খোলাই উত্তম।

٦١. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৬১) অন্ধের জন্য দোষ নাই, খঞ্জের জন্য দোষ নাই, রুগ্নের জন্য দোষ নাই এবং তোমাদিগের নিজেদিগের জন্য দোষ নাই আহার করা তোমাদিগের গৃহে অথবা তোমাদিগের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদিগের গৃহে, ফুফুদিগের গৃহে, মাতুলদিগের গৃহে, খালাদিগের গৃহে, অথবা যেই সব গৃহে যাহার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদিগের বন্ধুদিগের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, তাহাতে তোমাদিগের জন্য কোন অপরাধ নাই; যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদিগের স্বজনদিগের প্রতি সালাম করিবে অভিবাদন স্বরূপ,যাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কল্যাণময় পবিত্র। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

তাফসীর ঃ তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে মতপার্থক্য করিয়াছেন, অন্ধ ও খঞ্জের জন্য কোন দোষ নাই এই কথা কি কারণে বলা হইয়াছে। খুরাসানী ও আবদুর রহমান যায়িদ (র) বলেন, আয়াতটি জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু অন্ধ ও খঞ্জ জিহাদ করিতে অক্ষম, অতএব তাহাদের প্রতি জিহাদ অংশগ্রহণ না করায় কোন দোষ নাই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'বারাআতে' ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ . وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- وَّلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ -

"দুর্বলদের জন্য না রুগ্নদের জন্য আর না সেই লোকদের প্রতি যাহারা সম্বলহারা তাহাদের জন্য কোন গুনাহ্ আছে যখন তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি হীতাকাঙক্ষা প্রকাশ করিবে। ইহ্সানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কোন পাকড়াও হইবে না। আল্লাহ্ তো বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরবান। আর ঐ সকল লোকদের জন্যও দোষ নাই যাহারা আপনার নিকট আসিয়া সাওয়ারী প্রার্থনা করে অথচ আপনি তাহাদিগকে এই বলিয়া বিদায় করেন যে, আমার নিকট সাওয়ারী নাই তাহারা অর্থ ব্যয়ে আসামর্থ্য জনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল। (সূরা তাওবা ঃ ৯১-৯২)

কেহ কেহ বলেন, কিছুলোক অন্ধ ও খঞ্জ ও রুগীদের সহিত আহার করা অপসন্দ করিত। কারণ তাহারা মনে করিত এমন না হয় যে, আহার করিতে সময় আমরা বেশী উত্তমবস্তু খাইয়া ফেলি আর অন্ধ ব্যক্তি অভূক্ত কিংবা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। আর খঞ্জের সহিত খাওয়া অপসন্দ করিত এই কারণে যে, খঞ্জও বসিতে সক্ষম নহে আর যে ব্যক্তি বসিতে সক্ষম সে হয়ত বেশী খাইবে। অনুরূপভাবে রুগী সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় বেশী খাইতে সক্ষম নহে এই কারণে তাহারা ঐ সকল লোকদের সহিত খাওয়া পসন্দ করিত না। অতএব আল্লাহ্র আয়াত দ্বারা ঐ সকল লোকদের সহিত আহার করিতে অনুমতি দান করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও মিস্কাম (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন, জাহেলী যুগে কিছূ লোক ঘৃণা করিয়া উল্লিখিত লোকদের সহিত পানাহার করিত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ তা'আলা এই অশোভনীয় আচরণের মূলোৎপাটন করেন। আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার ইব্ন আবূ নাজীত ও মুজাহিদ (র) হইতে "لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ" এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, কাহারও নিকট অন্ধ,খঞ্জ কিংবা রুগী মেহমান হইলে সে তাহাকে তাহার পিতা ভাই ভগ্নি ফুফ্ কিংবা তাহার খালার ঘরে তাহাদের আহারের জন্য পৌঁছাইয়া

আসিত। কিন্তু ঐ সকল লোক এইরূপ আচরণ পসন্দ ও অপমানকার মনে করিত। তাহারা বলিত, আমাদিগকে ইহাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে লইয়া যায়? অতঃপর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুদ্দী (র) বলেন, কোন ব্যক্তি তাহার পিতা, ভাই, কিংবা পুত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, যদি কোন স্ত্রীলোক খাবার দিয়া আপ্যায়ন করিত তবে গৃতকর্তা উপস্থিত না থাকার কারণে সে উহা গ্রহণ করিত না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَلاَ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوْا ..... الخ -

"আর তোমাদের নিজেদের পক্ষে তোমাদের বাড়ী হইতে আহার করায় কোন দোষ নাই"। নিজ বাড়ী হইতে আহার করায় যে কোন দোষ নাই এই কথা তো স্পষ্ট তবুও এখানে উহার উল্লেখ করিবার কারণ হইল, পরবর্তী বিষয়গুলিতে উহার উপর আত্ফ করিয়া সব কয়টির হুকুম যে একই পর্যায়ে উহা বুঝান উদ্দেশ্য। আলোচ্য আয়াতে যদিও পুত্রের বাড়ীতে আহার করিবার কথা উল্লেখ, কিন্তু উহাও আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। পুত্রের মাল আপন মালের মতই ব্যবহার্য। যাহারা এই মতপোষণ করেন তাহারা আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত করেন। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থ সমূহে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, اَنْتَ وَمَالُكَ لاَبِيْكَ "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার অধিকারভূক্ত"।

اَوْبُيُوْتِ اٰبَاءِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ ... الخ -

পিতা-মাতার ঘরে পানাহার করায় ও কোন দোষ নাই। যদি ও ইহা স্পষ্ট। যেই সকল উলামায়ে কিরাম এই মন্তব্য করেন যে, আত্মীয়-স্বজনদের পারস্পরিক ভরণ পোষণের দায়িত্ব একে অন্যের উপর অর্পিত। তাহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর প্রসিদ্ধ মত ইহাই।

اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهُ -

অথবা যাহাদের চাবি তোমাদের হাতে, ইহা দ্বারা গোলাম ও খাদেমকে বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গোলাম কিংবা খাদেমের নিকট মাওলার কোন মাল থাকিলে বিধান মুতাবিক উহা হইতে খাওয়ায় কোন দোষ নাই। যুহরী (র) উরওয়াহ-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ গমনকালে তাহাদের ঘরের চাবি তাহাদের বন্ধুদের নিকট রাখিয়া যাইত। তাহারা তাহাদিগকে ইহা বলিয়া যাইত, যেই জিনিসের তোমাদের প্রয়োজনে আমার পক্ষ হইতে উহা ব্যবহার করিবার অনুমতি রইল। কিন্তু তাহার নিজদিগকে আমীন ও সংরক্ষক মনে করিয়া উহা হইতেই কিছুই ব্যবহার করিত না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

أَوْ صَدِيْقِكُمْ "তোমাদের বন্ধুর ঘর হইতে আহার করায়ও কোন দোষ নাই"। বন্ধুর ঘরে পানাহার করায় যদি তাহার কষ্ট না হয় এই হুকুম কেবল তখনই প্রযোজ্য। কাতাদাহ (র) বলেন, তুমি তোমার বন্ধুর ঘর হইতে তাহার অনুমতি ছাড়াই পানাহার করিতে পার।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ـ

আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের মালকে পরস্পর বাতিল পদ্ধতিতে খাইও না"। অবতীর্ণ হইল তখন, মুসলমানগণ বলিল, আল্লাহ্ আমাদিগকে বাতিল পন্থায় অন্যের মাল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য তো উত্তম মাল। অতএব অন্যের কাছে গিয়া খাদ্যদব্য আহার করাও জায়িয নহে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ .... اَوْ صَدِيْقِكُمْ ـ

ইহা ছাড়া অনেকে একাকী আহার করাও অপসন্দ করিত, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সহিত অন্য লোক আহারে শরীক না হইত আহার করিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا অবতীর্ণ করিয়া একত্রিত হইয়া ও একাকী আহার করিবার অনুমতি দান করিলেন।

কাতাদাহ (র) বলেন, বনূ কিনাহ গোষ্ঠির লোকেরা বিশেষভাবে এই রোগে আক্রান্ত ছিল যে, তাহারা ক্ষুধার্ত থাকিত, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আহারে শরীক না হইত তাহারা আহার করিত না। এমন কি আহারের শরীক লোক না পাইলে, সাওয়ারীতে চড়িয়া লোকের খোঁজে বাহির হইতে এবং আহারে শরীক লোক খুঁজিয়াই আহার করিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। আয়াত দ্বারা একাধিক লোক একত্রিত হইয়াও একাকী আহার করিবার অনুমতি দান করা হইয়াছে। অবশ্য একাকী আহার করা জায়িয হইলেও কয়েকজন একত্রিত হইয়া আহার করা অধিক বরকতপূর্ণ। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবাদে রাবিবহী (র) ..... ওয়াহশীর দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আহার তো করি কিন্তু তৃপ্ত হই না। তখন তিনি বলিলেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ اِجْمَعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ ـ

"সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে আহার করিয়া থাক। তোমরা একত্রিত হইয়া আহার কর এবং বিসমিল্লাহ্ পড়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ইহাতে বরকত দান করিবেন"।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ (র) ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, আম্র ইব্ন দীনার কহরমানী (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ

"তোমরা একত্রিত হইয়া আহার কর, পৃথক পৃথক হইয়া নহে। কারণ একত্রিত হইয়া আহার করায়-ই বরকত নিহিত"।

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

"তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ করিবে তখন নিজস্ব লোকের প্রতি সালাম করিবে"।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান বাসরী ও যুহরী (র) বলেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া একে অন্যের প্রতি সালাম করিবে। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আবূ জুবাইর (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদের প্রতি সালাম করিবে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একটি বরকতময় দু'আ। আবূ যুবাইর (র) বলেন, আমি মনে করি, এইরূপ সালাম করাকে তিনি ওয়াজিব মনে করিতেন। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, যিয়াদ ইব্ন তাঊস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ ঘরে প্রবেশ করিবে সে যেন সালাম করে। ইব্ন যুবাইর (র) বলেন, একবার আমি আ'তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিলেও সালাম করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, এমতাবস্থায় সালাম করা ওয়াজিব বলিয়া কোন রিওয়ায়েতে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আমি ভুলিয়া না গেলে কখনও সালাম করা ত্যাগ করিব না।

মুজাহিদ (র) বলেন, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাম করিবে। আর ঘরে প্রবেশ করিলে ঘরে বিদ্যমান লোকদের প্রতি সালাম করিবে। আর যদি ঘরে কেহ না থাকে তবে বলিবে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -

"আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক"। সাওরী (র) আবদুল করীম জাযরী ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই ঘরে কোন লোক নাই এমন ঘরে প্রবেশ করিলে বলিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -

"আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের প্রতি আর আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের প্রতি"। কাতাদাহ (র) বলেন, যখন তুমি তোমার নিজস্ব ঘরে প্রবেশ করিবে তখন ঘরে অবস্থানকারীদের প্রতি সালাম কর। আর যদি এমন ঘরে প্রবেশ কর যেখানে কেহ অবস্থান করে না তখন বলিবে ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বর্ণিত আছে, কেহ এইভাবে সালাম করিলে ফিরিশ্‌তাগণ উঁহার উত্তর দান করেন। হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে পাঁচটি হুকুম করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, হে আনাস!

اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ يَزِدْ فِىْ عُمْرِكَ وَسَلَامَ عَلٰى مَنْ لَقِيْكَ مِنْ اُمَّتِىْ تَكْثُرْ حَسَنَاتُكَ وَاِذَا دَخَلْتَ يَعْنِىْ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلٰى اَهْلِكَ لِكَثِيْرِ خَيْرُ بَيْتِكَ وَصَلِّ صَلٰوَاةَ الضُّحٰى فَاِنَّهَا صَلٰوَاةُ الْاَوَّابِيْنَ قَبْلَكَ الخ -

"তুমি পূর্ণভাবে অযূ কর ইহাতে তোমার আয়ু বৃদ্ধি পাইবে। আমার উম্মাতের যে কেহ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করে তাহাকে সালাম কর তোমার নেকী বৃদ্ধি পাইবে। আর চাশতের সালাত আদায় করিবে, ইহা তোমার পূর্ববর্তী আল্লাহ্‌র বান্দাগণের সালাত। হে আনাস! তুমি ছোটকে স্নেহ কর এবং বড়কে সালাম কর, কিয়ামত দিবসে আমার বন্ধুগণের অন্তর্ভূক্ত হইবে"।

تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً -

মুহাম্মদ ইসহাক (র) বলেন, দাঊদ ইব্‌ন হুসাইন (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আল্লাহ্‌র কিতাব হইতে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা করিয়াছি। পবিত্র কিতাবে আল্লাহ্‌কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً -

আর সালাতের তাশাহহুদ হইল ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلٰوتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادَ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -

ও সালাতের দু'আ পাঠ করিয়া নিজের জন্য দু'আ করিবে ও সালাম করিবে"। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ও ইব্ন ইসহাক (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবেই তোমার জন্য হুকুম সমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা উহা বুঝিতে পার"। আল্লাহ্ তা'আলা সংশ্লিষ্ট সূরা এর মধ্যে অনেক অপরিবর্তিত আহ্কাম বর্ণনা করিয়া পরিশেষে তাহার বান্দাগণকে সতর্ক করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের জীবন পরিচালনার জন্য স্পষ্টভাবে তাহাদের জীবন বিধান বর্ণনা করেন যেন, তাহারা উহাতে চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞান লাভ করে।

٦٢. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৬২) মু'মিন তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে এবং রাসূলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হইলে রাসূলের অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না, যাহারা তোমরা অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব তাহারা তাহাদিগের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে আরো একটি বিশেষ শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন। ঘরে প্রবেশের সময় যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন অনুরূপভাবে প্রত্যাবর্তন কালেও অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য

বিশেষতঃ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন বিশেষ কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একত্রিত করেন যেমন জুমু'আর সালাত, ঈদের সালাত অথবা পরামর্শের জন্য কোন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি গ্রহণ ছাড়া সমাবেশ হইতে পৃথক হইতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই পূর্ণ মু'মিন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, যদি কেহ তাহার বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তবে যাহাকে ইচ্ছা আপনি অনুমতি দান করুন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ـ

"অনুমতি প্রার্থনা করিবার পর তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুমতি দান করুন। আর তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন হাম্বল ও মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন কেহ মজলিসে আগমন করে তখন সে যেন সালাম করে আর প্রর্তাবর্তন কালেও যেন সালাম করে। প্রথমবারের সালাম শেষবারের সালাম অপেক্ষা অধিক গুরুত্বের অধিকারী নহে। মুহাম্মদ ইব্ন আযলাম (র) হইতে তিরমিযী এবং নাসাঈও অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান।

٦٣. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ـ

অনুবাদ ঃ (৬৩) রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদিগের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য করিও না, তোমাদিগের মধ্যে যাহারা চুপিচুপি সড়িয়া পড়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। সুতরাং যাহারা তাহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে অথবা আপতিত হইতে তাহাদিগের উপর কঠিন শাস্তি।

তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার নাম লইয়া অথবা উপনাম লইয়া অর্থাৎ হে মুহাম্মদ কিংবা আবুল কাসিম বলিয়া ডাকিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান করিবার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেন এবং বলেন তোমরা নাম কিংবা উপনাম বাদ দিয়া ইয়া নবীয়াল্লাহ্, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিয়া ডাক। মুজাহিদ (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ জানিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে হুকুম করিয়াছেন। মুকাতিল (র) বলেন لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এর অর্থ হইল, "তোমরা তাহাকে মুহাম্মদ বলিয়া ডাকিও না কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া ডাকিও না। বরং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদার্শন করিও এবং ইয়া নবী, ইয়া নবীয়াল্লাহ্, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলিয়া ডাকিও"। মালিক (র) যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতেও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا ـ

"ওহে মু'মিনগণ তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর শানে راعنا বলিও না"। (সূরা বাকারা ঃ ১০৪)

অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۤءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী করীম (সা)-এর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ বুলন্দ করিও না। আর তাঁহার সহিত এমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না যেমন তোমরা পরস্পরে একে অপরের সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাক। নচেৎ তোমাদের আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে অথচ তোমরা টেরও পাইবে না। যাহারা হুজ্রা সমূহের বাহির হইতে আপনাকে ডাকে তাহাদের অধিকাংশই লোক কিছুই বুঝে না। আর যদি তাহারা আপনার বাহির হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিত তবে তাহাদের পক্ষে উহা উত্তম হইত"। (সূরা হুজুরাত ঃ ২-৫)

আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর সহিত এবং তাঁহার মজলিসে কথা বলিবার জন্য এই সকল আদব শিক্ষা দিয়াছেন। পূর্বে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কথা বলিবার পূর্বে সাদাকা দেওয়ার হুকুম ছিল।

আলোচ্য আয়াতের আরো একটি হইা হইতে পারে যে, আর উহা হইল তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ অন্যান্য লোকদের দু'আর মত সাধারণ দু'আ মনে করিও না। কারণ তাহার দু'আ আল্লাহ্র দরবারে নিশ্চিতভাবে মকবুল। অতএব তোমরা তাঁহার দু'আ হইতে সতর্ক থাকিবে। তিনি যদি তোমাদের জন্য বদ্দু'আ করেন, তবে তোমরা ধ্বংস হইয় যাইবে। ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন আব্বাস, হাসান ও আতীয়্যাহ আওফী (র) হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকদিগকে জানেন যাহারা দৃষ্টি এড়াইয়া অতি সংগোপনে বাহির হইয়া যায়"। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, জুমু'আর দিনে মুনাফিকদের পক্ষে খুৎবা শ্রবণ করা বড়ই কষ্ট হইত, অতএব তাহারা কোন সাহাবীর আড়ালের সুযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি এড়াইয়া সংগোপনে বাহির হইয়া যাইত। অথচ জুমু'আর দিনে খুৎবা দানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি গ্রহণ ছাড়া কাহারও পক্ষে মসজিদ ত্যাগ করা যাইত না। যদি কাহারও বিশেষ প্রয়োজন হইত তবে ইশারা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করিত। অতঃপর তিনি মুখে কোন কথা না বলিয়া ইশারার মাধ্যমে অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুৎবা দানকালে কেহ কথা বলিলে, তাহার জুমু'আ বাতিল হইয়া যাইত। সুদ্দী (র) বলেন, মুনাফিকরা যখন জামাতে শরীক হইত তখন তাহারা একে অন্যের আড়ালে জামায়াত ত্যাগ করিত। কাতাদাহ (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, "তাহারা আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার কিতাব হইতে হটিয়া যাইত"। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইত। সুফিয়ান (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল মুনাফিকরা সালাতের সারি হইতে বাহির হইয়া যাইত।

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ ـ

"যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুকুম অর্থাৎ তাহার প্রদর্শিত পথ, মত ও শরীয়াতের বিরোধিতা করে তাহারা শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। মানুষের উচিৎ তাহার কথাবার্তা ও তাহার কর্মকাণ্ডকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথাবার্তা ও তাঁহার কর্মকাণ্ডের সহিত মিলাইয়া দেখা, যেই সকল কথাবার্তা ও কাজকর্ম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুরূপ হইবে উহাতো কবূল করা হইবে আর যাহা উহার বিরোধী হইবে উহা গৃহিত হইবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

"عَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ مَرْدُوْدٌ ـ

"যেই ব্যক্তি এমন আমল করিবে যাহা আমার হুকুম বিরোধী উহা ধিকৃত"। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরীয়াতের বিরোধিতা করে সে যেন

'কুফর' নিফাক কিংবা বিদ্‘আত তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবে। ইহা হইতে ভয় করে أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ অথবা পৃথিবীতে হত্যা, হদ্দ (দন্ড বিশেষ) অথবা গ্রেফতার হওয়া কঠিন শাস্তি ভোগ করিবার ভয়ে ভীত হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابِ اللاَّتِى يَقِعن فِيْهَا وَجَعَلَ حجزهن ويغلبنه فيقحمن فيها - قال فذلك مَثلى ومَثلكم انا اٰخِذ بحجزكم عن النار هَلُمَّ عَن النار فغلبوني وتقحمون فيها -

"আমার ও তোমাদের উপমা হইল সেই ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালাইল। অতঃপর যখন উহার পার্শ্ববর্তী স্থান আলোকিত হইল তখন পতংগ এবং যেই সকল প্রাণী উহাতে পতিত হইতে লাগিল, আর লোকটি উহাদিগের আগুনে পতিত হইতে বাধা দিতে থাকিলেও উহারা তাহাকে অক্ষম করিয়া উহাতে পড়িতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইহা হইল আমার ও তোমাদের উপমা। আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়া তোমাদিগকে আগুন হইতে বাধা দিতেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতেছ"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি আবদুর রাজ্জক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٦٤. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৬৪) জানিয়া রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্রই, তোমরা যাহাতে ব্যাপৃত তিনি তাহা জানেন। সেদিন তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে সেদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহারা যাহা করিত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক, দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুকে তিনি জানেন। তাঁহার বান্দার প্রকাশ্যে ও গোপনে যাহা কিছু করে তিনি উহার সব কিছু সম্পর্কে অবগত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ "তিনি অবশ্যই তোমাদের যাবতীয় কিছু জানেন"। قَدْ শব্দটি এখানে 'নিশ্চয়তা' বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন قَدْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَذًا এর মধ্যে قَدْ শব্দটি নিশ্চয়তা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে হইতে ঐ সকল লোকাদিগকে জানেন যাহারা অন্য লোককে যুদ্ধে যোগদান হইতে বাধা প্রদান করে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মহিলার কথা শুনিয়াছেন যে, আপনার সহিত ঝগড়া করিতেছিল"। (সূরা মুজাদালা ঃ ১)

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ـ

"নিশ্চয়ই আমি উহা জানি যে, তাহাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত করে, বস্তুত তাহারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে না বরং তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিতেছে। (সূরা আন'আম ঃ ৩৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ আমি নিশ্চয়ই আসমানের দিকে আপনার মুখমণ্ডল উত্তোলন দেখিতেছি"। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৪) উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে قد শব্দটি "নিশ্চয়তা" বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন মু'আয্যিন বলে قد قامت الصلوة – قد قامت الصلوة "অবশ্যই সালাত কায়েম হইয়াছে। অতএব قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তোমাদের সকল অবস্থা জানেন"। বিন্দু পরিমাণ বস্তুও তাহার অদৃশ্য নহে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ وَلاَ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ

"হে নবী! আপনি যেই অবস্থা থাকুন আর কুরআনের যাহা তিলওয়াত করুন আর তোমরা যেই আমলই করুন কেন, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা একাজে লিপ্ত থাক। আর প্রতিপালক হইতে আসমান ও যমীনে অবস্থিত একবিন্দু পরিমাণ বস্তু ও অদৃশ্য থাকে না। আর উহা হইতে ছোট আর না উহা হইতে বড়। সব কিছুই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে"। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ـ

"আল্লাহ্‌র বান্দারা যে কোন ভাল কিংবা মন্দকাজ করে আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাদের কাছে উপস্থিত থাকেন এবং তাহাদের কৃতকাজ জানেন। (সূরা রা'দ ঃ ৩৩)

اَلاَحِيْنِ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ـ

"মনে রাখিও তাহারা যখন কাপড় আবৃত হইয়া থাকে, তিনি তো তখনও সব কিছু জানেন। যাহা তাহারা চুপিচুপি আলাপ করে"। (সূরা হূদ ঃ ৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهٖ ـ

"তোমাদের মধ্য হইতে চুপেচুপে কথা বলে আর যে উচ্চস্বরে কথা উভয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সমান"। (সূরা রা'দ ঃ ১০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ

"যমীনে যত চলমান প্রাণী আছে সকলের রিযিকের দায়িত্ব আলাহ্‌র উপর, তিনি দীর্ঘ অবস্থানের স্থানকেও জানেন আর অল্প অবস্থানকেও জানেন। আর সব কিছু কিতাবে মুবীনের মধ্যে বিদ্যমান। (সূরা হূদ ঃ ৬)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِىْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ

"আর তাঁহার নিকট রহিয়াছে গায়েবের চাবিসমূহ। তিনি ব্যতিত আর কেহ উহা জানে না। আর যাহা কিছু স্থলে ও সমুদ্রে আছে উহা তিনি জানেন। আর যেই পাতা ঝরিয়া পড়ে উহাও তিনি জানেন। আর যমীনের গভীর অন্ধকারে যত বীজ আছে যত আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু আছে সবই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান। (সূরা আন'আম ঃ ৫৯) আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে এই সম্পর্কে।

وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ ـ

"আর যেই সকল মাখলুক আল্লাহ্‌র দরবারে অর্থাৎ কিয়ামত দিবস প্রত্যানীত হইবে فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا সেই দিবসে তিনি পৃথিবীতে- তাহার কৃত সকল ছোট বড় আমল

সম্পর্কে খবর দিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ মানুষকে জানাইয়া দেওয়া হইবে, যাহা সে পূর্বে করিয়াছে এবং পরে করিয়াছে"।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لاَ كَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ

"আর সেই দিন আমলনামা রাখা হইবে অতঃপর মধ্যস্থ অপরাধের কারণে আপনি অপরাধীদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবেন। তাহারা বলিতে থাকিবে, এই কিতাবের হইল কি! উহাতো ছোট বড় কোন আমলই ছাড়ে নাই। সমস্ত আমলকে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। আর তাহাদের সমস্ত আমলই তথায় তাহারা উপস্থিত পাইবে। আর আপনার প্রতিপালক কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। (সূরা কাহফ ঃ ৪৯)

অত্র সূরা-এর শেষেও আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি কিয়ামত দিবসে সকলের কৃত আমল সম্পর্কে খবর দিবেন।যেই দিন সকল মাখলূককে তাঁহার নিকট হাযির করা হইবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

(আল-হামদু লিল্লাহ্! সূরা আন-নূর -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

Contents

সূরা আল-ফুরকান

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

١. تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ‐

٢. الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ‐

অনুবাদ ঃ (১) কত মহান তিনি যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারেন। (২) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন ইহার উপর স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا فِيْهِ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحَاتِ ‐

"সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে একটুও বক্রতা রাখেন নাই বরং সম্পূর্ণ সরল সহজ করিয়াছেন যেন উহা এক কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং যেই সকল মু'মিনগণ নেক আমল করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করে"। (সূরা কাহ্ফ ঃ ১ – ২)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ـ

ইহাতে تبارك ক্রিয়াটি البركت। ধাতু হইতে تفاعل ছন্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং نزل ক্রিয়াটি التنزيل। মাস্দার হইতে নির্গত। ইহার অর্থ "বারবার অবতীর্ণ করা"। অতএব الذى نزل الفرقان। -এর অর্থ হইল "যিনি বারবার পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ করিয়াছেন"। আর انزل। শব্দের অর্থ 'একবারই অবতীর্ণ করা'। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِه وَالْكِتَابَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ـ

"আর যেই কিতাব বারবার তাঁহার রাসূলের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে আর যেই কিতাব পূর্বে একবারই নাযিল করা হইয়াছে"। (সূরা নিসাঃ ১৩৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে যেই সকল কিতাব নাযিল হইয়াছিল উহার সম্পূর্ণটাই একবারই সংশ্লিষ্ট রাসূলের প্রতি নাযিল করা হইয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন মজীদকে (সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ) অল্পঅল্প করিয়া নাযিল করা হইয়াছে। দীর্ঘদিন যাবৎ কিছু আয়াত; কিছু আহকাম ও কিছু সূরা অবতীর্ণ হইতে থাকে। (এবং তেইশ বৎসরে পূর্ণাঙ্গ কিতাবের রূপ ধারণ করে) এইভাবে যেই রাসূলের প্রতি পবিত্র গ্রন্থখানি নাযিল হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে অত্যধিক। যেমন অত্র সূরায়-ই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً وَلاَ يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ـ

"আর কাফিররা বলিল, তাহার উপর একবারই যেন কুরআন অবতীর্ণ করা হইল না? বস্তুত এইভাবে অবতীর্ণ করিয়া আমি আপনার অন্তরকে শক্তিশালী রাখি। আর আমি ক্রমেক্রমে নাযিল করিয়াছি। আর তাহারা যেই আশ্চার্যজনক প্রশ্নই আপনার নিকট উত্থাপন করুক না, কেন আমি উহার সঠিক এবং সুবোধ্য বর্ণনা ভংগিতে উত্তম জবাব বলিয়া দেই"। (সূরা ফুরকান ঃ ৩২)

আর এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে ফুরকান বলিয়াছেন, কারণ, উহা হক ও বাতিল, হিদায়াত ও গুমরাহীর, হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয়।

عَلٰى عَبْدِهٖ আব্দ عبد অর্থ বান্দা, গোলাম। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে স্বীয় বান্দাও বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। আল্লাহর বান্দা হওয়া তাঁহার একটি বিশেষ মর্যাদা। আর এই কারণেই আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম সময়গুলিতে তাঁহাকে স্বীয় বান্দা বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। মি'রাজ-এ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً "সেই সত্তা বড়ই পবিত্র যিনি তাঁহার বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন"। (সূরা ইস্রা ঃ ১)

ইবাদত কালের অবস্থার জন্য ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا.. "আর যখন তাহার বান্দা (মুহাম্মদ) তাঁহার ইবাদত করিতে দণ্ডায়মান হয় তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় করিতে উদ্যত হয়" (সূরা জিন্ ঃ ১৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার উল্লেখ করিতে গিয়া ইরশাদ করেনঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

"সেই সত্তা বড়ই বরকাতময় যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতে পারেন"।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এমন এক মহানগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা সুস্পষ্ট لاَ يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ "যাহার নিকট বাতিল অগ্রপশ্চাত কোনদিক হইতেই আসিতে পারে না এবং মহা প্রশংসিত ও হিক্মতওয়ালা আল্লাহর নিকট হইতে নাযিলকৃত"। আল্লাহ এমন মহা গ্রন্থের বাণী আকাশের নিচে ও যমীনের উপরে সারা বিশ্ববাসীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্বাচন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ "আমি লাল-কালো নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।"

তিনি আরো বলেন ঃ

اِنِّىْ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطهنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ -

"আমাকে পাঁচটি বিশেষ বস্তু দান করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই"। অতঃপর তিনি উহার উল্লেখ করিয়া বলেন, আমার পূর্বে কেবল নিজস্ব কাওমের প্রতিই কোন নবীকে প্রেরণ করা হইত, কিন্তু আমাকে সমগ্রও মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا -

"আপনি বলিয়া দিন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৪) আমাকে তোমাদের নিকট সেই মহান

সত্তা প্রেরণ করিয়াছেন যিনি আসমান ও যমীন সমূহের অধিপতি। যাঁহার كُن - হও শব্দ দ্বারা সকল বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করে, তিনিই জীবন দান করেন তিনিই জীবনের অবসান ঘটান। এখানেও ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ ـ

"যিনি আসমান ও যমীনের মালিক, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, আর যাঁহার রাজত্বে কেহ শরীক নাই সেই মহান সত্তা তাঁহার বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর ইরশাদ করেন ঃ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সত্তা ব্যতিত সকল বস্তুই তাঁহারই সৃষ্টি, তিনিই সকলের পালনকর্তা, সকলের মালিক ও সকলের মাবূদ ও উপাস্য এবং সকল বস্তুই তাঁহারই অধিনস্থ।

٣. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا۔

অনুবাদ ঃ (৩) আর তাহারা তাঁহার পরিবর্তে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছে অপরকে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজদিগের অপকার অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ এই সকল মুশরিকরা এতই মূর্খ যে, তাহারা এমন সকল প্রতীমার উপাসনা করে যাহারা কোন ক্ষমতার অধিকারী নহে। তাহারা একটি মাছির ডানা সৃষ্টি করিতেও সক্ষম নহে। বরং উহাদিগকেই তৈয়ার করা হইয়াছে। তাহারা নিজেদেরও কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করিতে সক্ষম নহে'। অথচ যেই মহান সত্তা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী তাহারা সেই মহান সত্তার উপাসনা করে না।

وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَاحَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ـ

"আর তাহাদের সেই সকল উপাস্য কাহাকেও মৃত্যু দানের ক্ষমতা রাখে না অনুরূপ কাহাকেও প্রথমবার জীবন দিতে পারে না আর পুনর্জীবন দানেও সক্ষম নয়। বরং তাহারা সকলেই সেই মাহন সত্তার নিকট প্রত্যাবর্তীত হইবে। সেই মহান আল্লাহ্ই

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই কিয়ামত দিবসে তাহার নিকট একত্রিত করিবেন। ইরশাদ হইয়েছে ঃ وَمَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ الاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

তোমাদের সকলেরই সৃষ্টি এবং সকলেরই পুনর্জীবন দান আল্লাহর জন্য মোটেই কষ্টকর নহে। এবং ইহা এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করাও এক ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করিবার মতই সহজ। (সূরা লুকমান ঃ ২৮) যেমন ইরশাদ হইয়েছে ঃ

وَمَا اَمْرُنَا الاَّ وَاحِدًا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "এক নিমিষেই আমার সকল হুকুম পালিত হইয়া যায়"। (সূরা কামার ঃ ২৮)

فَانَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ـ

মাত্র একটি বিকট শব্দই হইবে, ফলে সকল মৃত জীবিত হইয়া এক ময়দানে একত্রিত হইয়া যাইবে। (সূরা নাযিয়াত ঃ ১৩ – ১৪)

فَانَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاذَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ ـ

একটি বিকট শব্দই হইবে। হঠাৎ তাহারা সকলেই জীবিত হইয়া তাকাইতে থাকিবে। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৯)

اِنْ كَانَتْ الاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ـ

একটি বিকট শব্দ হইবে আকস্মিক, তাহারা সকলেই আমার নিকট একত্রিত হইবে (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৩)।

আল্লাহ্ই মহাশক্তির অধিকারী। অতএব তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আর কোন প্রতিপালকও নাই। অন্য কাহারও উপাসনা করা সমীচীনও নহে। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহাই সংঘটিত হয়, যাহা ইচ্ছা করেন না উহা সংঘটিত হইতে পারে না। তাঁহার না আছে কোন সন্তান, আর না আছে কোন জনক। তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই আর না আছে কোন সাহায্যকারী। বরং তিনি অদ্বিতীয়, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কোন সন্তান জন্ম দেন না। তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। আর তাঁহার কোন সমকক্ষও নাই।

٤. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَآ اِلاَّ اِفْكُ نِ افْتَرٰهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ـ

٥. وَقَالُوْآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ـ

٦. قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অনুবাদ ঃ (৪) কাফিরা বলে, ইহা মিথ্যা ব্যতিত কিছুই নহে, সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। এইরূপে উহারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে। (৫) উহারা বলে এগুলিতো সে কালের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে, এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়। (৬) বল, ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে কাফিরাই মূর্খতাপূর্ণ কথা বলে, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলে اِنْ هٰذَا اِلَّا اِفْكٌ। "ইহা তো একটি মিথ্য রচনা"। যাহা এই ব্যক্তি অর্থাৎ নবী করীম (সা) রচনা করিয়াছেন। وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ এবং ইহা রচনা করিবার ব্যাপারে অন্যান্য কাওম হইতে তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا "এই বিষয়ে তাহারা একটি অন্যায় অপবাদ দিয়াছে"। তাহারা ইহা ভালভাবেই জানে যে, তাহাদের এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল। এবং তাহারাই যে এই বিষয়ে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে উহাও তাহারা জানে।

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا -

আর তাহারা ইহাও বলে যে এই কুরআন তো পূর্ববর্তীদের কল্পিত কাহিনী, তাহা এই ব্যক্তি লিখিয়া লইয়াছে। فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا "উহাই সকালে-সন্ধ্যা তাঁহারা নিকট পাঠ করা হয়"। তাহাদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইহা তাহাদের মূর্খতার স্পষ্ট প্রমাণ।

কারণ এই বাস্তবতা সম্পর্কে সকলেই তখন জ্ঞাত ছিল যে, হযরত মুহম্মদ (সা) তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত কখনও লিখিতে জানিতেন না। তাঁহার জন্ম হইতে নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত চল্লিশ বছর এবং তাঁহার শৈশব, কৈশর ও যৌবন সবই এই সকল কাফিরদের সম্মুখেই কাটিয়াছে। তাঁহার গমনাগমন, তাঁহারা চালচলন, তাঁহার সত্যতা, পবিত্রতা, আমানতদারী এবং তিনি যে সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও অসচ্চরিত্রতা হইতে দূরে ছিলেন। এই সব কিছুই তাহাদের জ্ঞাত। এমনকি তাহারাই নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহাকে 'আল-আমীন-বিশ্বাসী' উপাধীতে ভূষিত করিয়াছিল। তাহারা তাঁহার

সত্যতা ও সদাচার সম্পর্কে ভালভাবে জানিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে যখন রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়া সম্মানিত করিলেন তখন তাহারা তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার অশোভন বাক্যালাপ করিতে শুরু করিল। তাঁহারা কখনও তাঁহাকে যাদুকর, কখনও পাগল, কখনও কবি এবং কখনও তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিত। অথচ প্রত্যেক জ্ঞানীলোক ইহা জানিত যে, তিনি এই সকল অমূলক অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً ـ

"আপনি দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কিরূপ বর্ণনা করিতেছে। ফলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সঠিক পথ চলিতে তাহারা সক্ষম হইতেছে না"। (সূরা ইসরা ঃ ৪৮) কাফিররা যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে উহার জবাবে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

"হে নবী! আপনি ঐ সকল কাফিরদিগকে বলিয়া দিন, এই কুরআনকে তো সেই মহান আল্লাহ-ই নাযিল করিয়াছেন, যিনি আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্যবস্তু ও গোপন রহস্য সমূহকেও ঠিক তদ্রূপ জানেন, যেমন জানেন সম্মুখ দৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহকে"। তাই এই কুরআন মানুষের রচিত হইতে পারে না।

اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

তিনি অবশ্যই বড় ক্ষমাকারী ও দয়াবান। তাঁহার রহমত ও দয়া অত্যন্ত প্রশস্ত। তিনি পরম ধৈর্যশীল। যেই ব্যক্তি মহা অপরাধ করিয়া তাওবা করে তিনি তাহার তাওবা কবূল করেন। অতএব ঐ সকল কাফির যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে; তাঁহাকে অমূলক অপবাদে অভিযুক্ত করে, তাহারা যদি তাহাদের অপরাধ হইতে তাওবা করে এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে অবশ্যই মহান আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"যেই সকল লোক এই কথা বলে যে, আল্লাহ্ তিন জনের তৃতীয় তাহারা অবশ্যই কাফির। মাবূদ ও উপাস্য তো কেবল একমাত্র আল্লাহ। যদি তাহারা তাহাদের বক্তব্য হইতে বিরত না হয় তবে ঐ কাফিরদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহার

পরও কি তাহারা আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট হইবে না। আর আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল বড়ই মেহেরবান"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ـ

"যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণকে দিয়াছে, অতঃপর তাহারা তাওবা করে নাই তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি এবং দহনকারী আযাব অর্থাৎ এত বড় অপরাধ করিবার পরও যদি তাহারা অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর নিকট তাওবা করে তবে তাহাকে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। হযরত হাসান বাস্‌রী (র) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁহার মহানুভবতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, যেই সকল লোক তাঁহার অলী ও প্রিয় বান্দাগণকে হত্যা করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেই তাওবা করিতে আহবান করিয়াছেন।

٧. وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۔

٨. اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۔

٩. اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۔

١٠. تَبٰرَكَ الَّذِيْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۔

١١. بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۔

١٢. اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۔

١٣. وَاِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۔

١٤. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.

অনুবাদ ঃ (৭) উহারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে, এবং হাটেবাজারে চলাফিরা করে; তাহার নিকট কোন ফিরিশ্তা কেন অবতীর্ণ করা হইল না যে তাহার সংগে থাকিত সতর্ককারীরূপে? (৮) তাহাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন, যাহা হইতে সে আহার সংগ্রহ করিতে পারে? সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছ। (৯) দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়, উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না। (১০) কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে দিতে পারেন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু উদ্যানসমূহ যাহার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। (১১) কিন্তু উহারা কিয়ামতকেই অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি। (১২) দূর হইতে অগ্নি যখন উহাদিগকে দেখিবে তখন উহারা শুনিতে পাইবে ইহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার; (১৩) এবং যখন উহাদিগকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় উহার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন উহারা তথায় ধ্বংস কামনা করিবে। (১৪) উহাদিগকে বলা হইবে, আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করিও না, বহুবার ধ্বংস হইবার কামনা করিতে থাক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এই সকল কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, সঠিক কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই সত্যকে অস্বীকার করে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যে অন্যান্য মানুষের মত পানাহার করে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য বাজারে গমনাগমণ করেন; ব্যবসা-বাণিজ্য করে কেবল ইহাকে কারণ দর্শাইয়া তাঁহারা রিসালাতকে অমান্য করে।

তাহারা বলে, مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ এই ব্যক্তি কেমন রাসূল যে, আমারা যেমন পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী সেও তেমান উহার প্রতি মুখাপেক্ষী وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ আর আমাদের মতই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য হাটে বাজারে চলাচল করে। لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا তাঁহার রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কোন ফিরিশ্তা কেন আসে না। আর কেনই বা কোন ফিরিশ্তা আগমন করিয়া তাঁহার সহিত ভীতি প্রদর্শন করে না। ফির'আউন হযরত মূসা (আ) সম্বন্ধে বলিয়াছিল ঃ

فَلَوْلَا اُلْقِىَ اِلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاۤءَ مَعَهُ الْمَلٰۤئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ـ

মুসা (আ)-এর প্রতি স্বর্ণের চুড়ি কেন নিক্ষেপ করা হয় না, আর কেইই বা তাঁহার সহিত ফিরিশ্তাগণের আগমন ঘটে না (সূরা যুখরুক ঃ ৫৩)। এই সকল কাফিরদের বক্তব্যও ফির'আউনের বক্তব্যের অনুরূপ। বস্তুত তাহাদের সকলের চিন্তাধারা একই রকম। এই জন্য এই সকল কাফিররাও রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলে" أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ অথবা তাহার নিকট ধন ভাণ্ডার আসিয়া পড়িত أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا অথবা তাহার বাগান থাকিত যাহা হইতে সে খাইত। বস্তুত আল্লাহ্র পক্ষে ইহা মোটেই কঠিন নহে, কিন্তু তিনি বিশেষ হিক্মতের কারণে এমন করেন না।

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا -

আর যালিমরা বলে যে, তোমরা তো কেবল একজন যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করিয়া চলিতেছ। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا হে রাসূল। আপনি লক্ষ্য করুন যে, তাহারা আপনার সম্বন্ধে কি সকল অপবাদমূলক কথা বলিয়া থাকে। ফলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে। তাহারা আপনাকে, যাদুকর, যাদুগ্রস্থ, পাগল, কবি ও মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করে। যেই ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান আছে সেও ইহা অস্বীকার করিবে এবং ঐ সকল কাফিরদের মিথ্যা অপবাদকে মিথ্যা বলিয়াই মানিতে বাধ্য হইবে। এইভাবে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং সঠিক পথ চলিতে অক্ষম হইয়াছে। বস্তুত হক্ হইতে যেই ব্যক্তি বিচ্যুত হইয়াছে সে যাহাই ধারণা করুক না কেন, সে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট। কারণ হক্ একটি, একাধিক নহে এবং উহার পথও একটি। এই আলোচনার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এই সকল কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্য প্রমাণিত হইবার জন্য তাঁহার যেই সকল জিনিস হওয়াকে জরুরী মনে করিতেছে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে উহা অপেক্ষা অধিক উত্তম বস্তু ও তাঁহাকে দুনিয়াতেও দিতে পারেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىٓ إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ -

"সেই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি ইচ্ছা করিলে উহা হইতেও অধিক উত্তম বস্তু আপনাকে দান করিতে পারেন"।

মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশরা পাথরে নির্মিত প্রত্যেক ঘরকে "قصر" 'প্রাসাদ' বলে। চাই উহা ছোট হউক কিংবা বড় হউক। সুফিয়ান সাওরী (র) ... খায়সামা (রা হইতে বর্ণিত যে, নবী (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হইল, যদি আপনি চান তাহা হইলে যমীনের সমস্ত ধনভাণ্ডার ও তাহার চাবি আপনাকে দিয়া দেই যাহা আপনার পূর্বে কাহাকেও দেই নাই। আর আপনার পরেও কাহাকে দিব না। ইহাতে আপনার আল্লাহ্র নিকট যে মর্যাদা রহিয়াছে হ্রাস করা হইবে না। নবী (সা) বলিলেন, ঐ সব আখিরাতে আমার জন্য জমা রাখিয়া দেন। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىٓ إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ। অবতীর্ণ করেন।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ - অর্থাৎ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্বন্ধে যেই মন্তব্য করে উহা কেবল তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিবার কারণে করে। বস্তুত হেদায়াত লাভ করা তাহাদের কোন উদ্দেশ্য নাই। বরং কিয়ামাতের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই বলিয়াই তাহারা এই শত্রুতা পোষণ করিয়া এইরূপ মন্তব্য করে। وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا আরা যেই ব্যক্তি কিয়ামতকে অমান্য করিবে তাহার জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

সাওরী (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। জাহান্নামের মধ্যে পূজের একটা ওয়াদী ও উপাত্যকার নাম 'সাঈর'।

وَاِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا

আর জাহান্নাম তাহাদিগকে যখন দূর হইতে দেখিবে তখন তাহারা উহার ক্রোধস্বর ও চিৎকার শুনিতে পাইবে। সুদ্দী (র) বলেন, একশত বৎসরের দূরুত্ব হইতে জাহান্নাম তাহাদিগকে দেখিয়া চিৎকার করিবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ .

"যখন কাফিরদিগেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা উহার চিৎকার শুনিতে পাইবে এবং উহা এমনভাবে ছুটিতে থাকিবে যেন, কাফিরদের প্রতি ক্রোধে ফাঁটিয়া যাইবে"। (সূরা মুল্ক ঃ ৭ – ৮)

ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন, ইদ্রীস ইব্ন হাতিম (র) ..... খালিদ ইব্ন দুরাইক (র) জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই কথা আমি বলি নাই যেই ব্যক্তি উহা আমার প্রতি সম্বন্ধিত করিয়া বলিবে বা তাহার আব্বাআম্মা ব্যতিত অন্যের প্রতি নিজেকে সম্বন্ধিত করিবে কিংবা তাহার নিজস্ব মাওলা ও মুনীবকে বাদ দিয়া অন্যকে মুনীব বলিবে, সে যেন দোযখে তাহার বাসস্থান বানাইয়া লয়। অন্য এক রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, সে যেন জাহান্নামের দুই চক্ষুর মধ্যভাগে তাহার বাসস্থান করিয়া লয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহান্নামের কি চক্ষু আছে? তিনি বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ্কে ইহা বলিতে শুন নাই।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ -

যখন জাহান্নাম তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবে। বুঝা গেল জাহান্নামেরও চক্ষু আছে। ইব্ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্ন খিদাশ (র) হইতে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ওয়াসিতী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) আরো বলেন, আমার পিতা আবূ ওয়ায়িল (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মসউদ (রা)-এর সহিত বাহির হইলাম, আমাদের সহিত রাবী ইব্ন খায়সামও ছিলেন। তাহারা সকলে একজন কর্মকারের নিকট দিয়া অতিক্রম

করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আগুনের মধ্য একটি জ্বলন্ত লোহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, রাবী ইব্ন খায়সামও উহা দেখিলেন। কিন্তু উহা দেখিয়া দোযখের শাস্তির চিত্র তাহার মানস্ফটে চিত্রিত হইল এবং স্বাভাবিকতা হারাইয়া তিনি উহাতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন।

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) ফুরাতের তীরে একটি জ্বলন্ত চুলার নিকট দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি উহার জ্বলন্ত আগুন দেখিয়াই এই আয়াত পাঠ করিলেন : إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا এবং হযরত রাবী (র) তখন সজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। লোকজন তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) দ্বিপ্রহার পর্যন্ত তাঁহার নিকট অবস্থান করিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। ইব্ন জারীর (র) বলেন, আমার পিতা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন বান্দাকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া লওয়া হইবে, তখন জাহান্নাম খচ্চরের ন্যায় চিৎকার দিবে। অতঃপর জাহান্নাম পুনরায় আর একটি চিৎকার দিলে সকলেই ভীত সন্ত্রস্থ হইবে। ইব্ন আবূ হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া লওয়া হইলে জাহান্নাম সংকুচিত হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা হইল কি! জাহান্নাম বলিবে, হে আল্লাহ্। এই ব্যক্তি তো আপনার নিকট জাহান্নাম হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিত। এবং এখনও সে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। তখন আল্লাহ্ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিবেন। অনুরূপভাবে আরো এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার জন্য টানিয়া লওয়া হইলে, সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার প্রতি তো আমার এইরূপ ধারণা ছিল না। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার ধারণা কি ছিল। সে বলিবে, আপনার রহমত আমার প্রতি বর্ষিত হইবে, ইহাই আমার ধারণা ছিল। তখন আল্লাহ বলিবেন, উহাকে ছাড়িয়া দাও। আর এক ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামের দিকে টানিয়ো লওয়া হইবে। তখন জাহান্নাম উহাকে দেখিয়া খচ্চর যেমন খাদ্যের জন্য চিৎকার করে, তেমনি ভয়ানক চিৎকার দিবে এবং এমন বিকট শব্দ করিবে যে, সকলেই আতংকগ্রস্থ হইবে। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন,মা'মার উবাইদ .... ইবন উমাইর হইতে سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا এর এই তাফসীরে বর্ণনা করেন। জাহান্নাম এমনই বিকট শব্দে চিৎকার করিবে যে, সকল ফিরিশ্তা ও সকল নবী ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া সিজ্দায় অবনত হইবেন। এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আ) ও স্বীয় হাঁটুর উপর অবনত হইয়া পড়িবেন এবং

বলিবেন, হে আল্লাহ্! আজ তো কেবল আপনার নিকটই আমার জীবন রক্ষার জন্যই প্রার্থনা করিব।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ ـ

"আর যখন তাহাদিগকে হাত পাও বাঁধিয়া একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে"। কাতাদাহ (র) হযরত আবূ আইউবের সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যেমন বর্শার মাথায় লোহা গাড়িয়া দেওয়া হয়, অনুরূপভাবে ঐ সকল কাফির মুশরিকদিগকে ও জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে গাড়িয়া দেওয়া হইবে। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওহব (র) বলেন, নাফি ইব্ন ইয়াযীদ (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ উসাইদ (র) হইতে মারফূ'রূপে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ তাফসীরে প্রসংগে বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, ঐ সকল লোক জাহান্নামের এমন সংকীর্ণ স্থানে অবস্থান করিবে। যেমন পেরেগ প্রাচীরের সংকীর্ণ স্থানে অবস্থান করে।

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ـ

তাহারা দোযখের মধ্যে মৃত্যুকে ও ধ্বংসকে ডাকিতে থাকিবে। তাহাদিগকে বলা হইবে لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا তোমরা এক মৃত্যুকে ডাকিওনা وَادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا তোমরা বহু মৃত্যুকে ডাক।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (রা) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্লীসকে আগুনের পোশাক পরিধান করান হইবে। সে উহা নিজের ভ্রুর উপর রাখিয়া পিছন হইতে টানিয়া টানিয়া চলিবে এবং তাহার সন্তানও অনুসারীরা তাহার পিছনে পিছনে চালিতে থাকিবে। তখন ইব্লীস ও তাহার সন্তানরা মৃত্যুকে কামনা করিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডাকিও না বরং অনেক মৃত্যুকে ডাক। হাদীসটি সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থকার বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আহমাদ ইব্ন সিনান সহ আফ্ফান (র) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামা-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا তাফসীর করিয়াছেন "আজ তোমরা একটি ধ্বংসকে ডাকিও না, বরং তোমরা অনেক ধ্বংসকে ডাক"।

যাহ্হাক (র) বলেন, ثُبُوْرًا অর্থ হালাক হওয়া ধ্বংস হওয়া। কিন্তু আসলে ইহা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা দুর্ভাগ্য, ক্ষতি ও ধ্বংস। যেমন মূসা (আ) ফির'আউনকে বলিয়াছিলেন وَاِنِّىْ لاَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا "হে ফির'আউন

আমার ধারণা মতে তুমি ধ্বংস হইবে"। এবং এই অর্থে উবাইদুল্লাহ ইব্ন যাব'আরী নিম্নের কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

إذا جَارى الشيطان فى سنن الغى ... ومن مَال ميله مُثبور -

١٥. قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّمَصِيْرًا.

١٦. لَهُمْ فِيْهَا مَايَشَاءُوْنَ خٰلِدِيْنَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلاً.

অনুবাদ ঃ (১৫) উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাই শ্রেয় না স্থায়ী জান্নাত, যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে মুত্তাকীদিগকে? ইহাই তো তাহাদিগের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) সেথায় তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং তাহারা স্থায়ী হইবে; এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) কাফিরদের যেই অবস্থাসমূহ আমি উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তাহারা দোযখের ক্রোধ ও বিকট চিৎকারের সম্মুখীন হইবে এবং তাহাদের হাত পা বাঁধিয়া দোযখের অতি সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করা হইবে, যেখানে তাহারা কোন প্রকার নড়াচড়া করিতে সক্ষম হইবে না। ছুটিতেও পারিবে না আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। কাফিরদের এই সকল অবস্থা উত্তম না কি মুত্তাকীগণের জন্য প্রস্তুত চিরশান্তি নিকেতন জান্নাত উত্তম। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের অনুগত্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে দান করিবেন।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ তাহারা যাহা চাইবে অর্থাৎ উহার মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের জন্য নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য, পানীয় বস্তু ও পোশাক পরিচ্ছদ, তাহাদের জন্য মনোরম বাসস্থান মনোহরী দৃশ্যসমূহ ও আরোহনের জন্য নানা প্রকার সাওয়ারী। যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। আর কাহারও পক্ষে উহার কল্পনা করাও সম্ভব নহে। আর ঐ শান্তি নিকেতন বেহেশতে তাহারা চিরকালিই অবস্থান করিবে। কখন ও তাহারা উহা হইতে পৃথক হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক তাহার ঐ সকল বান্দাগণের জন্য ঐ চিরশান্তির ওয়াদা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلاً "আপনার প্রতিপালকের যিম্মায় ইহা একটি ওয়াদা যাহা প্রার্থনাযোগ্য অর্থাৎ এই ওয়াদা অবশ্যই পালিত হইবে"। আবূ জাফর ইব্ন জরীর (র) কোন কোন আরব উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন وَعْدًا مَّسْئُوْلاً এর অর্থ وَعْدًا وَّاجِبًا অর্থাৎ যেই ওয়াদা অবশ্যই পালিত হইবে। ইব্ন জুরাইজ (র) হযরত আতা (র) এর সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلاً অর্থ করিয়াছেন, ইহা আল্লাহর উপর এমন একটি ওয়াদা যাহার জন্য তাহার নেক বান্দাগণ প্রার্থনা করিবেন এবং আল্লাহ উহা পূর্ণ করিবেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) বলেন, ফিরিশ্তাগণ আল্লাহ্র নেক বান্দাহগণের জন্য আল্লাহ্র নিকট তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রার্থনা করিবে। তাঁহারা বলিবে ঃ

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدْتَهُمْ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি সেই সকল বেহেশতসমূহে তাহাদিগকে দাখিল করুন। তাহাদের সহিত আপনি যাহার ওয়াদা করিয়াছেন"।

আবূ হাযিম (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে মু'মিনগণ বলিবেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নির্দেশ পালন করিয়াছি, অতএব আপনি আপনার ওয়াদা পালন করুন"। আলোচ্য আয়াতে এই বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্র সূরায় প্রথম জাহান্নামীদের উল্লেখ করিয়া পরে জান্নাতীগণের অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। আর সূরা সাফফাত-এ প্রথম জান্নাতীগণের অবস্থার উল্লেখ করিয়া পরে জাহান্নামীদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ . طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَاۤءَهُمْ ضَاۤلِّيْنَ . فَهُمْ عَلٰى اٰثَارِهِمْ يُهْرَعُوْنَ -

"বেহেশতের এই মেহমানী কি উত্তম, না দোযখের যাক্কুম গাছ, আমি তো উহাকে যালিমদের জন্য শাস্তির বস্তু করিয়াছি। উহা দোযখের মূল হইতে উৎপন্ন হয়। উহার ফল এতই বিশ্রী যেন উহা সর্পের ফণা। অতঃপর দোযখীরা উহা ভক্ষণ করিবে এবং উহ দ্বারা তাহারা পেট ভর্তি করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে পূজের সহিত ফুটন্ত পানি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেষে দোযখই তাহাদের বাসস্থান হইবে। তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুষদিগকে গুমরাহ পাইয়াছিল। ফলে তাহারা তাহাদের অনুকরণ করিয়া দ্রুত চলিতেছিল"। (সূরা সাফ্ফাত ঃ ৬২ – ৭০)

১৭. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰؤُلَاۤءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ.

১৮. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَنَاۤ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاۤءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا.

১৯. فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا.

অনুবাদ ঃ (১৭) এবং যে দিন তিনি একত্র করিবেন উহাদিগকে এবং উহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহাদিগকে, সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরাই কি আমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলে না উহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল? (১৮) উহারা বলিবে, পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারি না; তুমিই তো ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ সম্ভার দিয়াছিলে; পরিণামে উহারা উপদেশ বিস্মৃতি হইয়াছিল এবং পরিণত হইয়াছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। (১৯) আল্লাহ্ মুশ্রিকদিগকে বলিবেন, তোমরা যাহা বলিতে উহারা তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, সাহায্যও পাইবে না। তোমাদিগের মধ্যে যে সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাইব।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগকে ফিরিশতা এবং তাহাদের অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করিবার কারণে ধমক দিবেন ও তিরস্কার করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর যেই দিনে আল্লাহ্ মুশরিকদিগকে এবং তাহাদের উপাস্যদিগকে একত্রিত করিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ উপাস্য হইলেন হযরত ঈসা, উযাইর ও ফিরিশতাগণ।

فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰؤُلَاۤءِ

তখন তিনি বলিবেন, তোমরাই কি আমার এই সকল বান্দাদিগকে গুমহার করিয়াছিলে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসকল উপাস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, তোমরাই তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছিলে, না কি তোমাদের দাওয়াত ছাড়াই তাহারা নিজেরাই তোমাদের উপাসনা করিত। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِى وَاُمِّىْ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ ـ

"আর যখন আল্লাহ বলিবেন হে ঈসা! তুমি কি মানুষকে ইহা বলিয়াছিলে যে, তোমরা আমাকে ও আমার আল্লাহকে উপাস্য মানিয়া লও। তিনি বলিবেন, সুবহানাল্লাহ! যেই বিষয়ের আমার কোন হক্ নাই, উহা আমি বলিতে পারি না। যদি আমি বলিয়াই থাকি তবে উহা তো আপনি অবশ্যই জানিতে পারিয়াছেন। আপনি তো আমার অন্তরের কথা ভালই জানেন। কিন্তু আমি আপনার গোপন কথা জানি না। অবশ্যই আপনি সকল গায়েবের খবর জানেন। আমি তো তাহাদিগকে কেবল উহাই বলিয়াছি, যাহার আপনি আমাকে নির্দেশ করিয়াছেন। (সূরা মায়িদা ঃ ১১৬ – ১১৭)

আর অন্যান্য উপাস্যগণ কিয়ামত দিবসে যেই জবাব দিবে আল্লাহ্ উহার উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَنَا لَكَ لَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ـ

তাহারা বলিবে, সুবাহানাল্লাহ্! আপনাকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকে কার্যনির্বাহী হিসাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সমচীন নহে। অর্থাৎ ইহা যেমন আমাদের পক্ষে উচিৎ নহে অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল মাখলূকের পক্ষেও উচিৎ নহে। ঐ সকল কাফিররা আমাদের নির্দেশ ও সম্মতি ছাড়াই আমাদের উপাসনা করিয়াছে। বস্তুত আমরা তাহাদের ও তাহাদের উপাসনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اَهٰؤُلَاۤءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ ـ

"আর যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনি ফিরিশতাগণকে বলিবেন তাহারা কি তোমাদের উপাসনা করিত। তাহারা বলিবে সুবহানাল্লাহ! (সূরা সাবা ঃ ৪০) কোন কোন কারীগণ আলোচ্য আয়াতে ان نتخذ এর নূনকে পেশ সহ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ আমাদিগকে উপাস্য মান্য করা কাহারও পক্ষে উচিৎ নহে। কারণ, আমরা তো আপনারই গোলাম এবং আপনারই মুখাপেক্ষী। وَلٰكِنْ

مَتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ "কিন্তু আপনি তাহাদিগকেও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের বস্তু দান করিয়াছেন; তাহারা দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছে, ফলে আপনার পয়গম্বারগণের মাধ্যমে যেই নসীহতও উপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে"। وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا আর বস্তুত তাহারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, بور অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। হাসান বাস্রী ও মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন, بور অর্থ যাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। ইব্ন যাব'আরী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কবিতা বলেন যেখানে بور এর অর্থ ধ্বংস নেওয়া হইয়াছে ঃ

يا رسول الملك ان لسانى * راتق ما فتقت اذ انا بور

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ـ

তোমরা যেই সকল উপাস্যদের উপাসনা করিতে তাহাদের সম্বন্ধে যেই সকল কথা বলিতে যে, তাহারা তোমাদের জন্য কার্যানির্বাহী এবং তাহারাই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে তোমাদের সহায়তা করিবে। আজ তাহারা তোমাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاءِهِمْ غٰفِلُوْنَ ـ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ ۔

"আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে, যে আল্লাহ্কে বাদ দিয়া ঐ বস্তুর উপাসনা করে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবে না। আর বস্তুত তাহারা তো তাহাদের উপাসনা সম্পর্কে গাফিল। আর যখন সকল মানুষ একত্রিত করা হইবে, তখন ঐ সকল উপাস্য তাহাদের উপাসকদের বিরোধী হইয়া যাইবে এবং তাহাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করিয়া বসিবে। (সূরা আহকাফ ঃ ৫ – ৬)

فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلاَ نَصْرًا "আর তাহারা তখন তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট আযাবকে হটাইতে সক্ষম হইবে না আর কাহারও সাহায্যও পাইবে না"।

وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا "আর তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি যুলুম করিবে অর্থাৎ আল্লাহর সহিত শিরক করিবে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব"।

২০. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا.

অনুবাদ ঃ (২০) তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত ও হাটেবাজারে চলাফিরা করিত। হে মানুষ! আমি তোমাদিগের মধ্যে এক-কে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি। তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিবে কি? তোমার প্রতিপালক তো সমস্ত কিছু দেখেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে তে আম্বিয়ায়ে কিরামের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই পানাহার করিতেন, এবং হাটে বাজারেও চলাচল করিতেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। অথচ ইহা তাঁহাদের নবুওয়াতের মর্যাদা বিরোধী ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এমন উত্তম গুণাবলীর অধিকারী করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এমন প্রশংসিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন এবং এমন স্পষ্ট নির্দশনাবলী ও আলৌকিক ঘটনাবলী পেশ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বুঝিতে সক্ষম হইত যে, তাঁহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহা পেশ করিয়াছেন উহা সত্য। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى -

"আর আপনার পূর্বে তে রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাঁহারা জনপদবাসী পুরুষ লোক-ই ছিলেন"। (সূরা ইউসূফ ঃ ১০৯)

وَمَا جَعَلْنَا جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ "আমি তাহাদের এমন শরীর সৃষ্টি করি নাই যে, তাহাদের পানাহারের প্রয়োজনই হয় না"।

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ -

আর আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষার বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা অপর কিছু সংখ্যক লোককে পরীক্ষা করিয়া থাকি। এইভাবে কে আল্লাহর অনুগত আর কে আল্লাহর অনুগত নহে প্রকাশ্যভাবে উহা আমি জানিতে পারি। ইহার পর কি তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিবে? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا আর আপনার প্রতিপালক ইহা খুব প্রত্যক্ষ করেন যে, কে নবুওয়াতের উপযুক্ত আর কে নহে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, নবুওয়াতের মহান দায়িত্বের যোগ্য ব্যক্তি কে, আর কে নহে"। (সূরা আন'আম ঃ ১২৪)

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আমি ইচ্ছা করিলে সকল নবীকে ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়া দিতাম, তখন এই ধন-সম্পদের লোভে কেহই তাঁহার বিরোধিতা করিত না। কিন্তু যেহেতু প্রকৃতপক্ষে অনুগত কে ও অবাধ্য কে ইহা পরীক্ষা করাই আমার ইচ্ছা, সুতরাং এমন করা হয় নাই। মুসলিম শরীফে ইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنِّىْ مُبْتَلِيْكَ وَمُبْتَلِىْ بِكَ হে রাসূল! আমি আপনাকে ও আপনার দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করিব"। মুসনাদে ইমাম আহমাদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَوْ شِئْتُ لَاَجْرَى اللّٰهُ مَعِىَ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ـ

"যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমার সহিত স্বর্ণ ও রূপার পাহাড় প্রবাহিত করিয়া দিতেন"। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "তাঁহাকে নবীও বাদশাহ হওয়া এবং রাসূল ও বান্দা হওয়ার মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি রাসূল ও বান্দা হওয়াকে গ্রহণ করিয়াছেন"।

٢١. وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ٠

٢٢. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ٠

٢٣. وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ٠

٢٤. اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ٠

অনুবাদ ঃ (২১) যাহারা আমার সাক্ষাতের কামনা করে না তাহারা বলে আমাদিগের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? আমরা আমাদিগের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? উহারা উহাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং উহার সীমালংঘন করিয়াছে। (২২) যে দিন উহারা ফিরিশ্তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সে দিন অপরাধীদিগের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং উহারা বলিবে, রক্ষা কর, রক্ষা কর। (২৩) আমি উহাদিগের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিব। (২৪) সেই দিন হইবে জান্নাত-বাসীদিগের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্বাসস্থল মনোরম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত শত্রুতামূলকভাবে এই কথা বলে, لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ অর্থাৎ যেমন রাসূলের নিকট রিসালতসহ ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, আমাদের নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ করা হয় না কেন? অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ـ

"তাহারা বলে, যাবৎ আমাদিগকে সেই বস্তু দান করা হইবে যাহা রাসূলগণকে দান করা হইয়া থাকে আমরা কখনও ঈমান আনিব না। (সূরা আন'আম ঃ ১২৪) অবশ্য আলোচ্য আয়াতের এক অর্থ ইহাও হইতে পারে, আমাদের নিকট খোলাখুলিভাবে ফিরিশ্তা প্রেরণ করা হয় না কেন, যাহার আমাদিগকে এই সংবাদ পৌছাইবে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَوْ تَأْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا অর্থাৎ তুমি আল্লাহকে লইয়া আসিবে কিংবা ফিরিশ্তাগণকে লইয়া আসিবে যাহা দিগকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পারে এবং তাহারও আমাদিগকে তোমার রিসালাতের সংবাদ পৌছাইয়া দিবে। এইভাবে তাহারা অহংকার প্রকাশ করিয়াছে।

আল্লাহর তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا তাহারা নিজদিগকে বহু বড় বলিয়া ধারণা করে এবং অনেক বেশী সীমাঅতিক্রম করিয়া বসিয়াছে। وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى الخ "আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতাগণকেও প্রেরণ করি আর মৃতলোক জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথাও বলে, তাহারা ঈমান আনিবে না"। (সূরা আন'আম ঃ ১১১)

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ـ

"যেই দিন তাহারা ফিরিশ্তাগণকে দেখিবে সেই দিন অপরাধীদের জন্য কোন আনন্দ বহন করিয়া আনিবে না, আর তাহারা বলিবে, রক্ষা কর রক্ষা কর। অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ দর্শন তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে বরং সেই দিন তাহাদিগকে দেখিবে সেই দিন হইবে তাহাদের পক্ষে চরম পরিতাপের দিন। আর সেই দিনটি তাহাদের মৃত্যুদিবস, যখন ফিরিশ্তাগণ জাহান্নাম এবং আল্লাহর গযবের সংবাদ দিবে। কাফিরের রূহ্ বাহির হইবার সময় ফিরিশতাগণ বলিবে, হে খবীশ আত্মা! খবীশ দেহই হইতে বাহির হও। তুমি উত্তপ্ত হাওয়া, ফুটন্ত পানি ও গরম ছায়ার দিকে বাহির হও। কিন্তু তাহারা আত্মা বাহির চাহিবে না। এবং সারা দেহে ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। তখন ফিরিশ্তাগণ তাহাকে প্রহার করিতে থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ـ

"যেই সময় ফিরিশাগণ কাফিরদের আত্ম বাহির করিবে এবং তাহাদের মুখমন্ডলেও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করিবে সে অবস্থা যদি তুমি দেখিতে"। (সূরা আনফাল ঃ ৫০)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ ـ

"হায়! যদি তুমি ঐ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে যখন যালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় লিপ্ত হইবে এবং ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে প্রহার করিবার জন্য হাত প্রসারিত করিবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৯২)

اَخْرِجُوْاۤ اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ـ

"ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা তোমাদের আত্মা বাহির কর। আল্লাহর উপর তোমরা যে অসত্য কথা বলিতে এবং তাহারা আয়াতসমূহ হইতে যে, অহংকার করিতে উহার কারণে তোমাদিগকে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দেওয়া হইবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৯৩) এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন, যেই দিন কাফিররা ফিরিশতাগণকে দেখিবে সেই দিন তাহাদের জন্য আনন্দ বহন করিয়া আনিবে না। অপরপক্ষে যখন কোন মু'মিনের মৃত্যুঘটে তখন তাহাকে কল্যাণ ও সুখ শান্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوْا تَتَنَزَّلُوْا عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ اَنْ لاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ اَوْلِيَاۤءُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ـ

"যাহারা এই কথা বলে, আল্লাহ-ই আমাদের প্রতিপালক, অতঃপর তাহারা ইহার উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করে, তাহার কাছে ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদিগকে বলে, তোমরা ভয় করিও না আর চিন্তাও করিবে না এবং তোমরা প্রতিশ্রুত বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমরাই পৃথিবীতে ও পরকালে তোমাদের কার্যনির্বাহী। উহার মধ্যে তোমাদের সকল কাম্যবস্তু মওজুদ থাকিবে। এবং যাহা চাহিবে পাইবে। উহা পরম মেহেরবানও ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ হইতে অতিথেয়তা। (সূরা হা-মীম আস সাজ্দা ঃ ৩০ – ৩২)

বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত বারা ইব্ন (রা) হইতে বর্ণিত, "ফিরিশতাগণ মু'মিনের আত্মাকে বলিবে, পবিত্র দেহে অবস্থিত হে পবিত্র আত্মা! তুমি বাহির হও; আল্লাহর রহমতের প্রতি চল। তোমার প্রতিপালকের প্রতি চল যিনি ক্রোধান্বিত নহেন"।

সূরা ইব্‌রাহীম-এর আয়াত ঃ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ -এর আলোচনায় হাদীসটি উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ الخ। দ্বারা কিয়ামত দিবস উদ্দেশ্য। মুজাহিদও যাহ্‌হাক (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে উল্লেখিত দুই ব্যাখ্যায় কোন বিরোধ নাই। কারণ, যেমন মৃত্যুকালে ফিরিশ্‌তাগণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে। অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসেও সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং একটি দিনও কাফিরদের জন্য আনন্দদায়ক হইবে না। উভয় দিনেই কাফিররা জানিতে পারিবে যে তাহাদের জীবন ব্যর্থ। তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত। অপরপক্ষে মু'মিনগণকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেওয়া হইবে।

وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا "আর ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে বলেবে, আজ তোমরা সর্বপ্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত"।

الحجر। - শব্দের অর্থ বাধা দেওয়া, বিরত রাখা। বলা হইয়া থাকে حجر القاضى على فلان। বিচারক অমুককে তাহারা দারিদ্রের কারণে কিংবা বোকামীর কারণে খরচ করিতে কিংবা শিশু হওয়ার কারণে বিরত রাখিয়াছেন। বাইতুল্লাহর খাতীমকেও الحجر। এই কারণে বলা হয় যে, উহাকে বাহিরে রাখিয়া তাওয়াফকারীদের জন্য বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তাওয়াফ করিতে হইলে তাহাদিগকে ভিতরে রাখিয়া তাওয়াফ করিতে হইবে। عقل কে আরবীতে الحجر। বলা হয়; কারণ বুদ্ধি মানুষকে যাবতীয় অশোভন কাজ হইতে বিরত রাখে। ويقولون এর যমীর-সর্বনামটি 'ফিরিশতাগণ' বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, যাহ্‌হাক; কাতাদাহ; আতিয়্যাহ, আওফী ও আতা খুরসানী, খাসীফ (র) এবং আরো অনেকেই এই মত পোষণ করিয়াছেন। এবং ইব্‌ন জরীর (র) এই মত পসন্দ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবু ..... সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুত্তাকী ও ম'মিনদের জন্য যেই সুসংবাদ দান করা হইবে কাফিররা উহা হইতে বঞ্চিত হউক। ইব্‌ন জরীর (র) ইবন জুরাইজ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মুশরিকদের বক্তব্য হইবে। অর্থাৎ যেই দিন তাহারা ফিরিশতাগণকে দেখিবে সেই দিন তাহারা তাহাদের দর্শণ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে এবং রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিবে।

আরবের লোকেরা সাধারণতঃ যখন কোন বিপদে অবতীর্ণ হয় তখন এই রূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু আয়াতের অগ্র পশ্চতে লক্ষ্য করিলে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ এই কারণে যে, অধিকাংশ তাফসীর কারক এইমত গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য ইব্‌ন নাজীহ (র), মুজাহিদ (র) হইতে حِجْرًا مَّحْجُوْرًا। এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, "কাফিররা ফিরিশ্‌তা হইতে রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিবে। কিন্তু ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ও

ইবন আবু নাজীহ (র)-এর মাধ্যমে মুজাহিদ (র) হইতে ইহার বিপরিত অর্থও বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ কাফির দিগকে বলিবে, তাহারা বঞ্চিত হউক।

وَقَدِمْنَآ اِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ ـ

"আর আমি তাহাদের কৃতকর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব"। অর্থাৎ মানুষ ভালমন্দ যেকোন কাজ করুক না কেন,আল্লাহ তা'আলা উহার হিসাব লইবেন। তখন ঐ সকল মুশরিকদের কর্মকান্ড নিষ্ফল প্রশমিত হইবে। অথচ, তাহারা ধারণা করিত যে তাহারা বড় ভাল কাজই করিতেছ। আর তাহাদের ভাল কাজ ও নিষ্ফল প্রমাণিত হইবার কারণ হইল, উহা শরীয়াত মুতাবিক ছিল না। আর কোন কাজ তাই গুরুত্বপূর্ণই হউক না কেন শরীয়াত সম্মত না হইলে উহা বাতিল ও অসার হইবে।

এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقَدِمْنَآ اِلَى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا ـ

"আর আমি তাহাদের কৃতকর্মের হিসাব লইব। অতঃপর আমি উহাকে উৎক্ষিপ্ত ধুলারাশির মত করিয়া দিব"। মুজাহিদ (র) বলেন, قدمنا এর অর্থ "আমি তাহাদের আমলের প্রতি ইচ্ছা করিয়াছি"। অনুরূপ সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, আর কেহ কেহ বলেন, قدمنا এর অর্থ "আমি অস্বীকার করিয়াছি"। সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত আলী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا এর অর্থ হইল, "ঘরের ছিদ্র পথে প্রবেশকারী সূর্য রশ্মির মধ্যে দৃশ্য কণাসমূহ"। হযরত আলী (র) হইতে আরো একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবন আব্বাস (র) হযরত মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইবন জুবাইর, সুদ্দী, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাসান বাস্‌রী (র) বলেন, তোমাদের ঘরের ছিদ্রপথে প্রবেশকারী সূর্যরশ্মীকে هَبَاۤءً বলা হয়। উহা ধরিতে গেলে ধরা সম্ভব হয় না। আলী ইব্‌ন তালহা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا এর অর্থ হইল, ঐ পানি যাহা ঢালিয়া ফেলা হইয়াছে। আবুল আহওয়াস ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا -এর অর্থ হইল ধূলিকণা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) যাহহাক (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) ইহাই বলিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, বাতাসের সহিত বিক্ষিপ্ত চূর্ণ শুষ্কপাতা। আব্দুল্লাহ্ ইবন ওহব (র) উসইদ ইবন ইয়া'যা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, هَبَاۤءً অর্থ বিক্ষিপ্ত ছাই। উল্লেখিত সকল কথার সার হইল কাফিররা ধারনা করে যে, তাহাদের কৃতকর্ম তাহাদের জন্য উপকারী হইবে। কিন্তু পরকালে যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হইবে। তখন, উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রমাণিত হইবে। অতএব, তাহাদের সেই সকল কৃতকর্মকে অতিশয় তুচ্ছ বস্তুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। যাহা দ্বারা কোনই উপকার হয় না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ ـ

"যেই সকল লোক তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফরী করিয়াছ, তাহাদের আমলসমূহ ঐ ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে ঝঞ্ঝাবায়ু উড়াইয়া লইয়াছে"। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ১৮) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ...... لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا ـ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে খোটাদিয়া ও কষ্ট দিয়া নষ্ট করিও না ..... তাহারা আজ তাহাদের কোন কৃতকর্মের কোন সুফল লাভের ক্ষমতা রাখে না"। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ـ

"যাহারা কাফির তাহাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত। যাহাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি বলিয়া ধারণা করে। অবশেষে যখন উহার কাছে আসে তখন সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যায়। কিছুই পায় না"। (সূরা নূর ঃ ৩৯) অত্র আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلاً "আর বেহেশত্বাসীগণের বাসস্থান সেই দিন উত্তম হইবে এবং তাহাদের বিশ্রামাগার ও সুন্দর হইবে"। যেমন এরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَيَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

"দোযখবাসীরাও বেহশতবাসীগণ সমপর্যায়ের হইবে না। বেহেশতবাসীগণই হইবে সফলকাম"। (সূরা হাশ্র ঃ ২০) বেহেশতের অধিকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ উচ্চস্তর ও বুলন্দ মনোরম প্রাসাদসমূহে নিরাপদে অত্যন্ত আরাম ভোগ করিবে।

خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ـ

"তাহারা তথায় চিরকাল অবস্থান করিবে এবং তাহাদের বিশ্রামাগারও আবাসস্থল হইবে বড়ই সুন্দর ও মনোরম"। (সূরা ফুরকান ঃ ৭৬) অপরপক্ষে দোযখের অধিবাসীরা দোযখের নিম্নস্তর সমূহে অবস্থান করিবে, অনুতাপও অনুশোচনা করিবে ও বিভিন্ন রকম শাস্তির সম্মুখীন হইবে। اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا উহা বিশ্রামাগার ও আরামস্থল হিসাবে বড়ই খারাপ। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلًا

"কিয়ামত দিবসে বেহেশ্‌তবাসীগণের বাসস্থানও বিশ্রামাগার হইবে সুন্দর ও উত্তম"। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের আমলের বিনিময়ে উত্তম পুরষ্কার লাভ করিবে। অপরপক্ষে দোযখবাসীদের এমন একটি আমলও নাই যাহার দ্বারা তাহারা মুক্তি লাভ করিতে এবং বেহেশতে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিবে। যাহ্‌হাক (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণের জন্য এমনও একটি সময় হইবে যখন তাহারা বেহেশতের হুর ও পরমাসুন্দরী রমনীদের সহিত জড়িত হইয়া শয়ন করিবে। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হিসাব-নিকাশ হইতে দ্বিপ্রহরে অবসর গ্রহণ করিবেন। এবং বেহেশতবাসীরা যখন আরাম করিবে এবং দোযখবাসীরাও তখন দোযখে শায়িত হইবে।

ইকরিমাহ (রা) বলেন, আমি ঐ সময়টি জানি যেখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করিবে আর সেই সময়টি দ্বিপ্রহরের সময়। এই সময়েই মানুষ বিশ্রাম করিবার জন্য ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। বেহেশতবাসীগণ এই সময় মাছের কলিজা উদর পুরিয়া খাইবে এবং বেহেশতে আরাম করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাহাদের অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। সুফিয়ান (র) ...... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, দ্বিপ্রহর হইবা মাত্র বেহেশতবাসীগণ আরামের জন্য শায়িত হইবে এবং দোযখবাসীরাও শয়ন করিবে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا বেহেশতবাসীগণ সেই দিন উত্তম বাসস্থান ও সুন্দর বিশ্রামাগারে অবস্থান করিবে। আরো পাঠ করিলেন ঃ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ اِلَى الْجَحِيْمِ অতঃপর তাহাদের অর্থাৎ কাফিরদের আবাসস্থল হইবে দোযখ। আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে প্রসংগে বলেন; বেহেশতবাসীগণ বেহেশতের প্রাসাদসমূহে আরাম করিবেন এবং তাহাদের অতি সহজ হিসাব হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَّيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا -

"যাহাকে তাহার দক্ষিণ হস্তে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহার অতি সহজ হিসাব লওয়া হইবে এবং সে আনন্দ উৎফুল্লা চিত্তে তাহার পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে"। (সূরা ইন্‌শিকাক ঃ ৭ – ৯)

কাতাদাহ (র) বলেন সাফয়ান ইব্‌ন মুহরিজ (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে দুই ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, তাহাদের এক ব্যক্তি তো সারা বিশ্বের বাদশাহ ছিল,

তাহার হিসাব লওয়া হইলে দেখা যাইবে সে কোনই ভাল কাজ করে নাই অতএব তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবার হুকুম দেওয়া হইবে। আর অপর ব্যক্তি মাত্র একখানি কাপড়েই জীবন যাপন করিয়াছিল, তাহার হিসাব লওয়া হইলে সে বলিবে, হে পরওয়ারদিগার। আপনি আমাকে কিইবা দিয়াছিলেন যাহার হিসাব লইবেন। তখন আল্লাহ বলিবেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, তাহাকে বেহেশতে দাখিল কর। অতএব তাহাকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে। তাহাদের উভয়কে কিছুকাল যাবৎ স্বস্ব অবস্থায় দাড়িয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর দোযখীকে ডাকা হইবে তখন সে জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়লায় পরিণত হইবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, দোযখকে তুমি কেমন পাইলে। সে বলিবে অত্যন্ত খারাপ স্থান অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি পুনরায় উহাতে প্রবেশ কর। ইহার পর বেহেশতবাসীকে ডাকা হইবে এবং তাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি বেহেশতকে কেমন পাইলে? সে বলিতে, অত্যন্ত উত্তম বিশ্রামাগার। অতঃপর তাহাকে পুনরায় বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য বলা হইবে। রিওয়ায়েতক্য়টি ইবন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র) ..... সাঈদ আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'মিনের জন্য কিয়ামত দিবসকে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের মত সংকুচিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা এই সময়ে বেহেশতের উদ্যানসমূহে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। এমনকি হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيلًا - এর মধ্যে মু'মিনের এই অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

٢٥. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيلًا.

٢٦. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيرًا.

٢٧. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُولُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيلًا.

٢٨. يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا.

٢٩. لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا .

অনুবাদ ঃ (২৫) সে দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফিরিশতাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে। (২৬) সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হইবে দয়াময়ের এবং কাফিরদিগের জন্য সেই দিন হইবে কঠিন। (২৭) যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, হায়! আমি যদিন রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম (২৯) আমাকে তো সে বিভ্রান্ত কিরয়াছিল, আমার নিকট উপদেশ পৌছিবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। আসমান বিদির্ণ হইবে এবং মেঘমালার আকৃতিতে প্রকান্ড নূরের প্রকাশ ঘটিবে যাহার প্রখরতার কারণে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। আসমান হইতে ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হইবেন। এবং হাশরের মাঠে অবস্থিত সকল মাখলূককে তাহারা বেষ্টন করিয়া থাকিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিচারের জন্য আগমন করিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার وَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ মধ্যেও এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার ইব্ন হারিস (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানব দানব, পশুপক্ষী, হিংস্র জীবজন্তু ও সমস্ত মাখলূককে একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত করিবেন। অতঃপর প্রথম আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং এত অধিক ফিরিশ্তা অবর্তীণ হইবে যে, যাহাদের সংখ্যা মানব, দানব ও সমস্ত মাখলূক অপেক্ষা অধিক হইবে। তাঁহারা সমস্ত মানব দানবকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং উহা হইতে এত অধিক ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হইবে যে, তাঁহারা প্রথম আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশতা এবং মানব-দানব ও সকল ফিরিশতাগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। অতঃপর তৃতীয় আসমান ফাটিবে এবং উহা হইতে যেই ফিরিশতা অবতীর্ণ হইবে, উহাদের সংখ্যা প্রথম, দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশতা ও অন্যান্য সমস্তা মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইবে। তাঁহারা ঐ সকল ফিরিশতা ও সকল মাখ্লূককে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

অতঃপর পরবর্তী প্রত্যেক আসমান হইতে অনুরূপ বর্ধিত হারে ফিরিশ্তাগণের অবতরণ ঘটিবে এমনকি সপ্তম আসমান ফাটিবে এবং উহা হইতে এত ফিরিশতা অবতীর্ণ হইবে পূর্ববর্তী আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশ্তাও অন্যান্য সকল মাখলূককে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় আগমন করিবে। তাহার চতর্দিকে আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ফিরিশ্তাগণের সমাবেশ ঘটিবে, তাহাদের সংখ্যা সাত আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশ্তা এবং সবল মানব-দানব ও সকল মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। তাহাদের সিংহ বর্শার মাথার মত পুরু থাকিবে। তাহারা আরশের নিচে আল্লাহর তাসবীহ্ তাহলীল ও তাঁহার তাক্দীর-পবিত্রতা বর্ণনা করা করিতে থাকিবে। তাঁহাদের পাথের তালু ও পায়ের গিরা পাঁচশ বৎসরের দূরত্ব। হাঁটু হইতে নাভী পর্যন্ত ও অনুরূপ দূরত্ব। নাভী হইতে গলা পর্যন্ত ও অনুরূপ দূরত্ব। গলা হইতে কান পর্যন্তও অনুরূপ দূরত্ব এবং উহার উপর হইতে মাথা পর্যন্তও অনুরূপ দূরত্ব এবং উহার উপর হইতে মাথা পর্যন্তও অনুরূপ দূরত্ব হইবে। ইব্ন আবু হাতিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জবীর (র) বলেন, কাসিম (র) ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আসমান যেখন বিদীর্ণ হইবে তখন এতই ফিরিশতা অবতীর্ণ হইবে, যাঁহার সংখ্যা সমস্ত মানব দানবের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে। আর সেই দিনটি হইবে কিয়ামতের দিন, যেখন আসমানের অধিবাসী যমীনের অধিবাসীগণ একত্রিত হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হইবে। এবং এইভাবে তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং প্রত্যেক পরবর্তী আসমানের অধিবাসী অর্থাৎ ফিরিশ্তার সংখ্যা এত বেশী হইবে যে, পূর্ববর্তী আসমানের ফিরিশতা এবং অন্যান্য সকল মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সকল আসমানের ফিরিশতার সংখ্যা এবং অন্যান্য সকল মানব-দানব ও সকল মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা বেশী হইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার পর আল্লাহর অতিশয় প্রিয় ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ ঘটিবে। আরশ বহনকারী আটজন ফিরিশ্তাও উপস্থিত হইবেন। প্রত্যেক ফিরিশ্তার পায়ের গীরা ও হাঁটুর মাঝে সত্তর বৎসরের দূরত্ব হইবে। আর হাঁটু ও কাঁধের মাঝের দূরত্বও হইবে সত্তর বৎসরের। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কোন ফিরিশ্তাই তাঁহার সাথীর মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। প্রত্যেকেই তাঁহার বুকের উপর মাথাবনত করিয়া থাকিবে। এবং "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস" বলিতে থাকিবে। তাঁহাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে এক সম্প্রসারিত বস্তু থাকিবে। দেখিতে মনে হইবে যেন উহা বর্শা। এবং উহার উপরে আরশ

হইবে। ইহা মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং হাদীসটি যায়ির ইবন জাদ'আন একজন দুর্বল রাবী। ইহার বর্ণনায় দুর্বলতা রহিয়াছে এবং ইহা একটি মুনকার রিওয়ায়েত। সিংগা সম্পর্কেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔
وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔

"সেই দিন এক ঘটনা ঘটিবে। আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং উহা সেই দিন বড়ই দুর্বল হইবে। ফিরিশ্‌তা উহার চর্তুপ্রান্তে থাকিবে এবং তাহাদের উপর সেই দিন আটজন ফিরিশ্‌তা আপনার প্রতিপালকের আরশ বহন করিবে"। (সূরা হাক্কা ঃ ১৫–১৭) শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র) বলেন, আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তা মোট আটজন। তাঁহাদের চারজন এই দু'আ পড়িতে থাকিবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ۔

"হে আল্লাহ আপনার প্রসংসার সহিত আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। সকলের অপরাধ জানা সত্ত্বেও আপনি ধৈর্যধারণ করেন, এইজন্য সকল প্রশংসা কেবল আপনারই প্রাপ্য"। আর অন্য চারজন এই দু'আ পড়িতে থাকিবে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

"হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সহিত আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আপনার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে আপনি ক্ষমা করিয়াছেন। এই জন্য প্রসংশা কেবল আপনার জন্যই"। ইব্‌ন জাবীর (রা) উক্ত রাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবু বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, যেখন যমীনের অধিবাসীরা আরশকে নিচে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে তখন তাহাদের চক্ষুসমূহ ঝলসাইয় যাইবে। তাহাদের কথা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং অন্তর প্রকম্পিত হইবে। ইব্‌ন জবীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেখন আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রকাশ ঘটিবে তখন তাঁহারও সকল মাখলূকের মাঝে সত্তর হাজার পর্দা থাকিবে। কিছু পর্দা নূরের এবং কিছু পর্দা থাকিবে অন্ধকারের। তখন অন্ধকার হইতে এমন একটি বিকট শব্দ বাহির যে, উহার কারণে সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে। হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র)-এর উপর মাওকূফ। সম্ভবতঃ তিনি ইহা তাওরাত ও ইঞ্জিল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ا۟لْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ সেই দিন যথার্থ বাদশাহী কেবল পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ। আজ বাদশাহী কাহার? কেবলমাত্র পরম প্রতাপশালী এক আল্লাহর। (সূরা

মু'মিন ঃ ১৫) বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা সকল আসমান সমূহকে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে লেপটাইয়া ধরিবেন। অতঃপর তিনি বলিবেন ঃ

أَنَا الْمَلِكُ الدَّيَّانُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ -

"আমি বিনিময়দানকারী বাদশাহ। যমীনের বাদশাগণ কোথায়? আর প্রতাপশালী অহংকারীরাই বা কোথায়" ?

وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا আর কাফিরদের উপর উহা একটি মহা কঠিন দিন হইবে। কারণ সেই দিনে বিচারও ইনসাফ কায়েমের দিন হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ "কাফিরদের উপর দিন বড়ই কঠিন হইবে। মোটেই সহজ হইবে না। অপর পক্ষ্যে মু'মিনদের জন্য দিনটি হইবে সহজ"। (সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ৯-১০) যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ لَايَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ কিয়ামতের মহা আতংকে মু'মিনগণ আতংকিত হইবে না"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৩)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন মূসা (র) ..... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিয়ামত দিবস পঞ্চাশ হাজার বৎসর দীর্ঘ হইবে, ইহা তো অতি বড় দিন। তখন তিনি বলিলেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُوْنَ اَخَفُّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَوٰةٍ مَكْتُوْبَةٍ -

"সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, ঐ দিনটি মু'মিনদের প্রতি বড়ই সংক্ষিপ্ত হইবে, এমনকি এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা পরিমাণ সংক্ষিপ্ত হইবে"।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ আর যেই দিন যালিম আফসোস ও অনুতাপের কারণে দাঁত দ্বারা তাহার হাত কাটিবে। যেই সকল যালিমরা রাসূলের পক্ষ পরিহার করিয়া গুমরাহীর পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অনুতপ্ত হওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাহাদের সেই অনুতাপ কোন কাজে আসিবে না। আয়াতটি সকল কাফির যালিমের জন্য প্রযোজ্য, চাই ইহা উকবাহ ইব্ন আবু মু'আইত এর সম্পর্কে নাযিল হউক কিংবা অন্য কাহারও সম্পর্কে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ অর্থাৎ সেই দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের মধ্যে উল্টামুখ করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে। দুই আয়াত পর্যন্ত ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল কাফিরদের জাহান্নাম শাস্তি ভোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ, কিয়ামত দিবসে সকল কাফিররাই অনুতপ্ত হইবে এবং এই কথা বলিয়া তাহাদের হাত কামড়াইতে থাকিবে।

يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلُ سَبِيْلاً - يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً -

"হায় দুর্ভাগা যদি আমি রাসূলের পথ ধারণ করিতাম। হায় আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধু না বানাইতাম"। অর্থাৎ এমন লোককে বন্ধু না বানাইতাম যে আমাকে সরল সঠিক পথ হইতে গুমরাহ করিয়াছে? এই কথা বলিয়া সকল কাফিরই অনুতাপ প্রকাশ করিবে। শুধু উমাইয়া ইব্ন খলফ কিংবা তাহার ভ্রাতা উবাই ইব্ন খালফ ইহা বলিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিবে; এমন নহে বরং সকলেই অনুতাপ করিবে।

لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ অবশ্যই সেই বন্ধুটিই আমাকে যিকির অর্থাৎ কুরআন হইতে বিপথগামী করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلاِنْسَانِ خَذُوْلاً মূলতঃ শয়তানই মানুষের জন্য লাঞ্ছনাকারী এবং সেই তাহাকে অন্যায়ের প্রতি আহবান করে এবং সত্য হইতে ফিরাইয়া রাখে।

٣٠. وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا .

٣١. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا .

অনুবাদ ঃ (৩০) রাসূল বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যজ্য মনে করে। (৩১) আল্লাহ্ বলেন, এইভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম আমি অপরাধীদিগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথ প্রদর্শন ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেহেতু মুশরিকরা কুরআনে প্রতি আকৃষ্ট হয় না; উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করি করিত না এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) কিয়ামত দিবসে বলিবেন ঃ

يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا -

হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত কুরআনকে পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَ الْقُرْاٰنِ وَلْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ "কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না বরং তোমরা উহার তিলাওয়াত কালে হট্টগোল করিবে"। (সূরা হা-মীম আস-সাজ্দা ঃ ২৬)

অতএব যখনই তাহাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা হইত, তখন তাহারা এইরূপ হট্টগোল ও চিৎকার করিত যে, তাহারা উহার কিছুই শুনিতে পাইত না। এইভাবে তাহারা কুরআনকে বর্জন করিয়াছে। উহার প্রতি ঈমানও আনো নাই, উহার বিষয়বস্তুসমূহের চিন্তা ভাবনাও করে নাই। আর উহার আদেশ নিষেধ ও পালন করে নাই। বরং তাহারা উহা হইতে বিমুখ হইয়া কবিতা আবৃত্তি, গানবাদ্য এবং অন্যান্য অনর্থক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। এবং কুরআনের জীবন বিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনায় তিনি যেন আমাদিগকে তাহার অসন্তুষ্টির পথ পরিহার করিতে এবং তাহার মনোনীত পথ চলিতে তাওফীক দান করেন। তাহার কিতাব বুঝিতে এবং সদাসর্বদা ঐ কিতাবের নির্দেশিত কাজ এমনভাবে করিতে তাওফীক দান করেন যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যান। তিনি বড়ই মেহেরবান বড়ই দানশীল।

كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ -

আর এমনিভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য হইতে শত্রু বানাইয়াছি। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! যেমন আপনার কাওমের মধ্যে কিছু লোক সৃষ্টি করিয়াছি যাহারা পবিত্র কুরআনকে বর্জন করিয়াছে ,অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যেও আল্লাহর কিতাবকে বর্জনকারী লোক ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর জন্যই কিছু এমন শত্রু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা কুফরও গুমরাহীর প্রতি মানুষকে আহবান করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ -

আর এইরূপভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি মানব শয়তান ও জীন শয়তানকে শত্রু বানাইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا অর্থাৎ সেই ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করিয়াছে, আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনিয়াছে উহার হুকুম পালন করিয়া চলিয়াছে, আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে দুনিয়ার সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন এবং পরকালে তাহার সাহায্য করিবেন। যেহেতু মুশরিকরা সাধারণ মানুষকে কুরআনের অনুসরণ করিতে বিরত রাখিত যেন তাহারা হেদায়াত গ্রহণ করিতে না পারে এবং যেন তাহাদের প্রচলিত প্রথাই কুরআনী বিধানের উপর প্রাধান্য পায়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ, তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করিতে চাহিবেন, কেহই তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিতে পারিবে না। আর আল্লাহর ঐ সকল নেক বান্দাগণকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।

٣٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا .

٣٣. وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا .

٣٤. اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا .

অনুবাদ ঃ (৩২) কাফিরগণ বলে, সমগ্র কুরআন তাহার নিকট সম্পূর্ণ একেবারে অবতীর্ণ হইল না কেন? এইভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি তোমার হৃদয়কে উহা দ্বারা মজবুত করিবার জন্য এবং ক্রমেক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি। (৩৩) তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে নাই যাহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি নাই। (৩৪) যাহাদিগকে মুখে ভর দিয়া এমন অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হইবে উহাদিগেরই স্থান হইবে অতি নিকৃষ্ট এবং উহারাই পথভ্রষ্ট।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এক অনর্থক প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া উহার উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বলে, لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মাতগণের প্রতি তাহাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন- তাওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরকে একবারেই সম্পূর্ণটা অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, কুরআনকে অনুরূপ অবতীর্ণ করা হইল না কেন ? ইহার উত্তরে আল্লাহ বলেন, এই কুরআনকে দীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ পর্যন্ত কিস্তিতে কিস্তিতে অবতীর্ণ করা হইয়াছে যখন যেই হুকুমের প্রয়োজন হইয়াছে এবং যেন যেই ঘটনা ঘটিয়াছে তখন সেই হুকুম নাযিল করা হইয়াছে এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল করা হইয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ "আর কুরআনকে আমি পৃথক পৃথক করিয়া নাযিল করিয়াছি"। আর পৃথক পৃথক করিয়া অবতীর্ণ করিবার কারণ, উহা এই আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ যেন এইভাবে আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করিয়া দিতে পারি। وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল وَبَيَّنَّاهُ تَبْيِيْنًا অর্থাৎ আর আমি উহাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি। ইবন যায়িদ (র) বলেন, ইহার অর্থ وفسراه تفسيراً অর্থাৎ আর আমি উহার বিশদ ব্যাখ্যা দান করিয়াছি।

وَلاَ يَاْتُوْنَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا -

আর তাহারা সত্যের সহিত দন্দ্ব সৃষ্টির জন্য যে কোন দলীল অথবা সন্দেহ পেশ করে নাই, কিন্তু আমি সঠিক বাস্তব এবং স্পষ্টভাবে উহার উত্তর দান করিয়া দিয়াছি। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلاَ يَاْتُوْنَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ এর অর্থ হইল, ঐ সকল কাফিররা কুরআন ও রাসূলের প্রতি দোষারোপের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করিবে, জিব্রীল (আ) আল্লাহর পক্ষ হইতে উহার সঠিক উত্তর লইয়া অবতীর্ণ হইবেন। ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপেরই প্রমাণ। হযরত জিব্রীল (আ) সকালে, সন্ধ্যায়, দিনে, রাতে, দেশে, বিদেশে, সর্বাস্থায় আল্লাহর পক্ষ হইতে অহী লইয়া অবতীর্ণ হইতেন এবং প্রতি বারই পবিত্র কুরআনের কোন না অংশ লইয়া আসিতেন। পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের ন্যায় পবিত্র কুরআনকে একবারই সম্পূর্ণটা অবতীর্ণ করা হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই মর্যাদা পূর্ববতী আম্বিয়ায়ে কিরামের মর্যাদা অপেক্ষা বেশী। পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাশালী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বড় ও সর্বাপেক্ষা সম্মানিত নবী। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে দুইটি গুণেই গুণান্বিত করিয়াছেন। সর্বপ্রথম লাওহে মাহফূয হইতে প্রথম আকাশে 'বায়তুল ইজ্জত' স্থানে বা এক সাথেই সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রয়োজন ও বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অল্প করিয়া উহা নাযিল করা হইয়াছে। ইমাম নাসাঈ (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনকে শবে কাদ্রে একবারই প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অতঃপর বিশ বৎসরে উহা ক্রমান্বয়ে নাযিল করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلاَ يَاْتُوْنَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا তাহারা কুরআন ও রাসূলের বিরুদ্ধে কোন বিস্ময়কর প্রশ্নই উত্থাপন করে নাই, যাহা আমি অহীর মাধ্যমে সঠিক ও সুবোধ্য পন্থায় উহার উত্তর বলিয়া দেই নাই। وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً আর কুরআনকে পৃথকপৃথকভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি যেন আপনি উহা মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে পাঠ করিতে পারেন এবং আমি উহা নাযিলও করিয়াছি ক্রমে ক্রমে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬)

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অশুভ পরিণতি সর্ম্পকে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُوْلٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلاً -

যাহাদিগকে মুখমন্ডলের উপর উপুড় করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে তাহাদের বাসস্থান হইবে অতি নিকৃষ্টরতর এবং মতাদর্শের দিক হইতেও তাহারা অতি গুমরাহ। বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করিল, ইহা রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কাফিরকে তাহার মুখের উপর ভর করিয়া কি ভাবে জাহান্নামে লইয়া হইবে? তিনি বলিলেন, اِنَّ الَّذِىْ اَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يَّمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "যেই মহান শক্তিমান তাহাকে তাহার দুইপায়ে চলাইতে শক্তি রাখেন, তিনি তাহাকে কিয়ামত দিবসে তাহার মুখের উপরও চালাইতে পারিবেন"। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্য পেশ করিয়াছেন।

৩৫. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا .

৩৬. فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا .

৩৭. وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً وَّاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا .

৩৮. وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا .

৩৯. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا .

৪০. وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا .

অনুবাদ ঃ (৩৫) আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার ভ্রাতা হারূনকে তাহার সাহায্যকারী করিয়াছিলাম, (৩৬) এবং বলিয়াছিলাম, "তোমরা

সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম। (৩৭) এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল, তখন আমি উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদিগকে মানবজাতির জন্য নির্দশনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। যালিমদিগের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম আদ, সামূদ ও রাস্‌স বাসী এবং উহাদিগের অর্ন্তবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়েকেও। (৩৯) আমি উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছিলাম আর উহাদিগের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম (৪০) উহারা তো সেই জনপদ দিয়াই যাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুত উহারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না।

তাফসীর ঃ যেই সকল মুশরিক রাসূলুল্লাহ (সা) রিসালাতকে অস্বীকার করিত ও তাঁহার বিরোধিতা করিত, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির ধমক দিয়াছেন। অনুরূপ পূরবর্তী জাতির মধ্য হইতে যাহারা তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপরও কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে সর্বপ্রথম হযরত মূসা (আ.)-এর উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ.)-কে তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফির'আউন তাহাদের উভয়ের নবুওয়াত রিসালতকে অস্বীকার করিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিধস্ত করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَدَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا "অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য কাফিরদের জন্য ও অনুরূপ শাস্তি হইবে"। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১০) হযরত মূসা (আ)-এর বিরোধীদিগকে যেমন ধ্বংস করা হইয়াছিল, হযরত নূহ (আ)-এর কাওমকে ও অনুরূপ অপরাধের কারণে অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। যে ব্যক্তি কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করিবে সে যেন সকল রাসূলকে অস্বীকার করিল। কারণ, আল্লাহর রাসূল হিসাবে কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আল্লাহ যদি এই প্রকার লোকের নিকট একই সময় সকল রাসূলকে প্রেরণ করিতেন তবে তাহারা সকলকেই অস্বীকার করিত। আর এই কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেনঃ وَقَوْمَ نُوْحٍ كَمَا كَذَّبُوا الرُّسُلَ "হযরত নূহ্ (আ.)-এর কওম যখন সকল রাসূলকে অস্বীকার করিল" অথচ, হযরত নূহ (আ.)-এর কাওমের নিকট কেবল হযরত নূহ (আ)-কেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সাড়ে নয়শত বৎসর যাবৎ আল্লাহর পথের প্রতি আহবান করিয়াছেন। তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন, فَمَا اٰمَنَ

مَعَهُ اِلاَّ قَلِيْلاً কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোক তাঁহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল। আর এই কারণেই তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল। আদম সন্তানের মধ্য হইতে যাহারা হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল, কেবল তাহারাই রক্ষা পাইয়াছিল। وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً "আর তাহাদিগকে আমি নিদর্শন ও উপদেশ গ্রহণের বস্তু বানাইয়া রাখিয়াছি"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّا لَمَا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ -

"যখন পানি স্ফীত হইল তখন তোমাদিগকে অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে নৌকায় আরোহন করাইলাম, যেন আমি উহাকে একটি স্মরণীয় বস্তুতে পরিণত করিতে পারি এবং সংরক্ষণকারী কান যেন উহাকে সংরক্ষন করিয়া রাখে"। (সূরা হাক্কা ঃ ১১-১২) অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) নৌকাকে আমি ঐ মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার এবং উহার সাহায্যে দীর্ঘ সফর করিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলাম, যেন তোমরা শলীল সমাধি হইতে আত্নরক্ষার এবং মু'মিনদের সন্তান হইবার সৌভাগ্য লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَعَادًا وَّثَمُوْدًا وَاَصْحَابَ الرَّسِّ সূরা আ'রাফ ও অন্যান্য আরো কয়েকটি সূরার মধ্যে আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। তবে 'আসহাবুর রাস্‌স' সম্পর্কে ইবন জুরাইজ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তাহারা হইল 'সামূদ' জাতির আবাস ভুমিতে বসবাসকারী একটি গোত্র। ইব্‌ন জুরাইজ (র) আরো বলেন, ইকরিমাহ বলেন-'আসহাবে রাস্‌স'হইল 'ফলজ' বাসী এবং তাহারাই "আসহাবে ইয়াসীন"। কাতাদাহ (র) বলেন, ফলজ হইল ইয়ামামাহ এর এক জনপদের নাম। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, রাস্‌স হইল, "আজারবায়জান" এর একটি কুপের নাম। অতএব আসহাবে রাস্‌স হইল ঐকূপের পাশ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসী। সাওরী (র) আবু বাকর (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসস্ কুপ উহার পার্শ্বে বসবাসকারী লোকদিগকে আসহাবে রাস্‌স এই কারণে বলা হইত, যে তাহারা ঐ কূপে তাহাদের নবীকে দাফন করিয়াছিল।

ইব্‌ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম একজন কালো গোলামকে বেহেশতে দাখেল করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এক জনপদে একজন নবী প্রেরণ করিলে, তাহাদের কেহই সেই নবীর প্রতি ঈমান আনে নাই। ঈমান

আনিয়াছিল কেবল সেই কালো গোলামটি। ঐ জনপদের লোকজন একটি কূপ খনন করিয়া তাহাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিল এবং উহার উপর একটি প্রকান্ড পাথর চাপিয়া রাখিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ঐ কালো গোলমটি জংগল হইতে লাকড়ী কাটিয়া পিঠের উপর বহন করিয়া বাজারে গিয়া বিক্রয় করিত এবং এইভাবে উপার্জিত অর্থ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিত। অতঃপর সে ঐ খাদদ্রব্য লইয়া ঐ কুপের নিকট আসিয়া কুপের উপরের পাথরটি সরাইত। পাথরটি সরাইবার ব্যাপারে আল্লাহ তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। কারণ কোন এক ব্যক্তির পক্ষে উহার সরানো সম্ভব ছিল না। অতঃপর লোকটি একটি রশির সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ঐ নবীর নিকট পৌছাইয়া দিত এবং তিনি উহা আহার করিতেন। এইভাবে দীর্ঘকাল অতীত হইল। একবার অভ্যাসমত লোকটি লাকড়ী কাটিল এবং উহা বাঁধিল। কিন্তু লোকটি যখন লাকড়ীর বোঝা লইয়া উঠিতে ইচ্ছা করিল তখন হঠাৎ সে নিদ্রাকাতর হইয়া পড়িল এবং শুইয়া পড়িল। আল্লাহ তাঁহাকে সাত বৎসর পর্যন্ত নিদ্রিত রাখিলেন।

সাত বৎসর পর একবার লোকটি নড়াচড়া দিয়া উঠিল এবং পার্শ্ব ফিরিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আরো সাত বৎসর পর্যন্ত ঘুমন্ত রাখিলেন। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া সে তাহার লাকড়ীর বোঝা উঠাইয়া বাজারে চলিল। সে ধারণা করিয়াছিল যে, সে তো অল্পক্ষণই ঘুমাইয়াছে। কিন্তু বাজারে গিয়া লাকড়ী বিক্রয় করিবার পর খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া যখন ঐ কুপের নিকট আসিল, তখন আর সে কুপটি খুঁজিয়া পাইল না। এদিকে ঐ জনবসতীর অধিবাসীদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে কুপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছিল। উক্ত নবী সেই কালো গোলামটি সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান দিতে পারিল না। ইহার পর ঐ নবীর ইন্তিকাল হইল। এবং ইহার পর ঐ লোকটি তাঁহার দীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)) বলেন, ঐ কালো গোলামই কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ইব্ন জবীর (র) ইব্ন হুমাইদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রিওয়াতেটি গরীব ও মুনকার এবং মুদরাজ হইবার সম্ভবনা আছে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ঘটনায় সেই সকল লোকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা কুরআনে বর্ণিত, "আসহাবে রসস্" হইতে পারে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ, ঘটনায় বর্ণিত লোকজন তো তাহাদের নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। তবে এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না যে তাহাদের বৃদ্ধদিগকে ধ্বংস করিবার পর তাহাদের তরুণরা ঈমান আনিয়াছিল।

ইব্‌ন জরীর (র) বলে আসহাবে রাসস্‌ দ্বারা ঐ আসহাবে উখদুদই উদ্দেশ্য যাহাদের উল্লেখ করা হইল, উহাদের মধ্যবর্তী আরো অনেক সম্প্রদায় ও জাতি আছে যাহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে।

وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا "সেই সকলে জাতির উল্লেখ করা হইল উহাদের মধ্যবর্তী আরো অনেক সম্প্রদায় ও জাতি আছে যাহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে"।

وَكُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ـ

আর আমি তাহাদের সকলের জন্য প্রমাণও স্পষ্ট দলীল বর্ণনা করিয়াছি এবং সকলকে ওজর আপত্তি দূরীভূত করিয়াছি। وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا আর সকলকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। যেমন – অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ আর নূহ (আ.)-এর পরে আমি যে কত জাতি ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি। (সূরা ইস্‌রা ঃ ১৭)

القرن। অর্থ মানুষের দল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ "অতঃপর আমি তাহাদের পরে আরো অনেক উম্মাতকে সৃষ্টি করিয়াছি"। (সূরা মু'মিনুন ঃ ৪২) এক "কারণ" এর সময়কাল কি, এই সম্বন্ধে কেহ বলেন, একশত বিশ বৎসর। কেহ বলেন, একশত বৎসর। কেহ বলেন আশি বৎসর, আবার কেহ বলেন, চল্লিশ বৎসর। ইহা ব্যতিত আরোও মত রহিয়াছে। কিন্তু অধিক নির্ভরযোগ্য মত হইল, এক 'কারণ'-এর অর্থ হইল, একই যুগে বসবাসকারী লোকজন। এক যুগে বসবাসকারী লোকজন যখন সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে তখন দ্বিতীয় "কারণ" আরম্ভ হইবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ـ

"সর্বাপেক্ষা উত্তম কারণ ও লোকজন হইল আমার সময়ে বসাবাসকারী লোকজন অতঃপর উহার পরবর্তী যুগে বসবাসকারী লোকজন, অতঃপর উহার পরবর্তী যুগে বসবাসকারী লোকজন"।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ـ

"আর তাহারা সেই জনপদের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে যাহাদের উপর শোচনীয়ভাবে পাথর বর্ষণ করা হইয়াছে"। অর্থাৎ লূত (আ)-এর কাওমের আবাসভূমি সাদূমের উপর দিয়া তাহারা চলাচল করিয়াছে, যাহাদিগকে পাথর বর্ষণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ আর আমি তাহাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি ছিল বড়ই খারাপ। (সূরা শু'আরা ঃ ১৭৩)

Contents

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ وَبِالَّيْلِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আর তোমরা তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতীর উপর দিয়া কিংবা রাত্রে অতিক্রম করিয়া থাক। তবে কি তোমরা বুঝিবে না"? (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৩৭) "وَاِنَّهَا لَسَبِيْلٌ مُّقِيْمٌ" ঐ সকল বসতী তো তোমাদের যাতায়াত পথেই অবস্থিত। اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا তাহারা সেই সকল বসতীর ধ্বংসলীলা অবলোকন করে না? যদি তাহারা যথাযথভাবে ঐ সকল বিধ্বস্ত আবাসভূমির প্রতি লক্ষ্য করিত, যাহার অধিবাসীদিগকে রাসূলের বিরোধিতার কারণে ধ্বংস করা হইয়াছে তবে তাহারাও উপদেশ গ্রহণ করিত। بَلْ كَانُوْا لاَ يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا এবং তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। কারণ, তাহারা কিয়ামতকে সম্ভব বলিয়াই মনে করে না।

٤١. وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلاً ·

٤٢. اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلاَ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلاً ·

٤٣. اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً ·

٤٤. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ اِنْ هُمْ اِلاَّ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلاً ·

অনুবাদ ঃ (৪১) উহারা যখনই তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে এই কি সে, যাহাকে আল্লাহ্ রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন। (৪২) সে তো আমাদিগকে আমাদিগের দেবতাগণ হইতে দূরে সরাইয়া দিত যদি না আমরা তাহাদিগের অনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিতাম। যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা জানিবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। (৪৩) আপনি কি দেখেননা তাহাকে যে তাহার কামনা বাসনাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে?

তবুও কি আপনি তাহার কর্মবিধায়ক হইবেন? (৪৪) আপনি কি মনে করবেন যে, উহাদিগের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে ? উহারা তো পশুরই মতো বরং উহারা আরও অধম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা যখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিতে পায় তখনই তাহারা দোষচর্চা করিয়া বিদ্রূপ করিতে শুরু করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا "কাফিররা যখনই আপনাকে দেখিতে পায় তখনই তাহারা আপনাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে"।

আর এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلاً ـ

আর যখনই তাহারা আপনাকে দেখিতে পায় তখনই তাহারা আপনাকে তুচ্ছ মনে করিয়া বিদ্রূপ করিতে শুরু করে। তাহারা বলে, এই লোকটিকেই কি আল্লাহ রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? পূর্ববর্তী রাসূলগণের সহিত সেই যুগের কাফিররাও অনুরূপ ব্যবহার করিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَقَدِ اسْتُهْزِءَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ হে নবী! আপনার পূর্বে রাসূলগণের সহিতও বিদ্রূপ করা হইয়াছিল। (সূরা রাদ ঃ ৩২)

اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ـ

কাফিররা বলে, যদি আমরা আমাদের উপাস্যদের উপাসনার উপর মযবুত ও প্রতিষ্ঠিত না থাকিতাম তবে এই লোকটি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) তো আমাদিগকে আমাদের উপাস্যও দেবতাদের উপাস্য হইতে প্রায় বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলেন ঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلاً ـ

"আর তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, কে বিভ্রান্ত ছিল! যখন তাহারা তাহাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হইতে দেখিবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সতর্ক করিয়া বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহার ভাগ্যে গুমরাহী নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাকে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহই হেদায়াত দান করিতে পারে না"।

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ ـ

আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে তাহার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানাইয়াছে। অর্থাৎ তাহার প্রবৃত্তি যাহাকে ভাল ও সুন্দর মনে করে উহাকে সে ধারণ করে এবং উহাকে স্বীয় ধর্ম বানাইয়া লয়। যেমন অন্যত্র ইরশদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ الخ ـ

"তবে কি এইরূপ ব্যক্তি যাহারা মন্দ কাজকে তাহার জন্য সজ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে? অতঃপর সে উহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিতেছে। আর সেই ব্যক্তি যে মন্দ

কাজকে মন্দই মনে করিতেছে কখনও কি সমান হইতে পারে? বস্তুতঃ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন আর যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। ইহা অন্য কাহার ক্ষমতাধীন নহে”। (সূরা ফাতির ঃ ৮)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً আপনি কি এই ধরনের লোকের উপর কার্যনির্বাহী হইতে পারেন? অর্থাৎ ইহা আপনার পক্ষে সম্ভব নহে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, জাহেলী যুগে এমনও হইত যে, এক ব্যক্তি প্রথম সাদা পাথর পূজা করিত। কিছু দিন পর অন্য এক পাথর আরো উত্তম দেখিতে পাইয়া প্রথম পাথর ত্যাগ করিত এবং দ্বিতীয়টিকে পুজা করিত।

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ -

অথবা আপনি কি ধারণা করেন যে তাহাদের অধিকাংশ শ্রবণ করে কিংবা বুঝিতে পারে অর্থাৎ ঐ সকল কাফির চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট। কারণ, চতুষ্পদ জন্তুকে যেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহারা উহা পালন করে। কিন্তু ঐ সকল কাফিররা হইল মানুষ, আর মানুষকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে। দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করা হইয়াছে। ইতা সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্য দেবদেবীর উপাসনা করে। এই কারনেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنْ هُمْ اِلاَّ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلاً কাফিররা ও পশুরই মত, বরং তাহারা আরও অধম।

٤٥. اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً .

٤٦. ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا .

٤٧. وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا .

অনুবাদ ঃ (৪৫) তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না ? কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে তো স্থির রাখিতে পারিতেন। অনন্তর আমি সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি ইহাকে আমার দিকে ধীরেধীরে গুটাইয়া আনি। (৪৭) এবং তিনিই তোমাদিগের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণ স্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদিগের দিয়াছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়াছেন দিবস।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁহার অস্তিত্ব ও পূর্ণ কুদ্রতের উপর প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন। তিনি পরস্পর বিরোধী ও বিভিন্ন গুণাগুণ বিশিষ্ট বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় ক্ষমতার দলীল পেশ করিতেছেন, করিবার ক্ষমতা রাখেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ হে নবী! আপনি কি আপনার প্রতিপালকের ঐ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই যে তিনি কিভাবে ছায়াকে বিস্তৃত করিয়াছেন? হযরত ইব্ন আব্বাস, (রা) ইব্ন উমর (রা) আবুল আলিয়াহ, আবু মালিক, মাসরূক, মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবাইর, নাখঈ, যাহ্হাক, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, সেই সময়ে আল্লাহ ছায়াকে বিস্তৃত করেন উহা হইল, ফজর উদয় হওয়ার পর হইতে সূর্যোদয় হওয়ার মধ্যবর্তী সময়।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি উহাকে স্থির করিয়া দিতেন। কোন পরিবর্তন করিতেন না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا ـ

"হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, আচ্ছা বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তা'আলা রাতকে চিরকালের জন্য রাখিয়া দিতেন তবে কি কেহ দিন আনিতে সক্ষম হইত। কিংবা যদি তিনি চিরকালের জন্য দিন অবশিষ্ট রাখিতেন তবে কে রাত আনিতে পারিত"। (সূরা কাসাস ঃ ৭১)

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً ـ

অতঃপর আমি সূর্যকে উহার উপর নিদর্শন করিয়াছি। অর্থাৎ যদি সূর্য উদয় না হইত, তবে দিন যে কি, উহা জানাই যাইত না। কারণ, কোন বিপরীত বস্তুকে উহার বিপরীত বস্তু দ্বারাই জানা সম্ভব। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, আমি সূর্যকে ছায়ার জন্য দলীল বানাইয়াছি যে ছায়া তাহার অনুসরণ করে থাকে। সূর্য থাকিলে ছায়া হইবে। সূর্য ডুবিয়া গেলে ছায়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ـ

অতঃপর ঐ ছায়াকে আমি ধীরেধীরে সংকুচিত করি। কেহ কেহ বলেন, সূর্যকে ধীরেধীরে আমি সংকুচিত করি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يَسِيْرًا অর্থ سَرِيْعًا অর্থাৎ দ্রুত। মুজাহিদ (র) বলেন يَسِيْرٌ অর্থাৎ নিঃশব্দে। সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, অতঃপর ঐ ছায়াকে আমি নীরবে নিঃশব্দে এত সংকুচিত করি যে, ছাদের কিংবা গাছের নিচে ব্যতিত যমীনের অন্য কোথায়ও ঐ ছায়া অবশিষ্ট থাকে না। অথচ ছাদ ও গাছের উপর সূর্যের কিরণ বিদ্যমান থাকে। আইয়ুব ইব্ন মূসা (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেন, আমি অল্পঅল্প করিয়া ছায়াকে সংকুচিত করি।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا ـ

তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রকে আবরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ রাত্রের মাধ্যমে তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ

হইয়াছে ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى রাত্রে শপথ, যখন তিনি উহাকে আবৃত করে। وَالنَّوْمُ سُبَاتًا আর যিনি নিদ্রাকে তোমাদের জন্য আরামদায়ক করিয়াছেন। দিনের চলাচলের দরুন মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু রাত্রের আগমনের পর যখন চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে, তখন শরীর ও আত্মা উভয়ই প্রশান্তি লাভ করে।

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ـ

আর সেই মহান সত্তা দিনকে সজীবতা দানকারী বানাইয়াছেন। অর্থাৎ দিনের বেলা মানুষ তাহাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য সচল হয়, যেন দিনের কারণে তাহাদের প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنْ رَحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ـ

আর আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য দিবা রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা রাত্রে প্রশান্তি লাভ করিতে পার এবং দিনে তাহার অনুগ্রহ– রিযিক অন্বেষণ করিতে পার। (সূরা কাসাস ঃ ৭৩)

٤٨. وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا ـ

٤٩. لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ـ

٥٠. وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ـ

অনুবাদ ঃ (৪৮) তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদ বাণীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ণণ করি। (৪৯) যদ্দারা আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তুও মানুষকে উহা পান করাই। (৫০) এবং আমি ইহা উহাদিগের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহা ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিবার পূর্বে বৃষ্টির সুসংবাদ বহনকারী বায়ুমন্ডল

প্রবাহিত করেন। বায়ূ কয়েক প্রকারে বিভক্ত। এ প্রকার বায়ূ মেঘমালাকে বিস্তৃত করে। এক প্রকার বায়ূ মেঘমালাকে বহন করে। আর এক প্রকার বায়ূ এমনও আছে যাহা মেঘমালাকে হাঁকাইয়া লইয়া যায়। ইহা ছাড়া এক প্রকার এমনও আছে যাহা বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে উহার সুসংবাদ বহন করে। এক প্রকার এমনও আছে পূর্বেই যমীনকে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করে। আর এক প্রকার হইল যাহা মেঘমালাকে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

আর আকাশ হইতে আমি বিশুদ্ধ পানি অবতীর্ণ করি। طهور শব্দের অর্থ, যাহা দ্বারা তাহারতও পবিত্রতা লাভ করা যায়। যেমন ঃ سُحُوْرٌ অর্থ যাহা দ্বারা সেহরী করা যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, طَهُوْرٌ শব্দটি فَعُوْلٌ ছন্দে মুবালাগার জন্য অথবা فاعل এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার উপর কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত যাহার আলোচনা এখানে সংগত নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা.) বলেন, আমার পিতা ..... সাবিত বুনানী (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বৃষ্টির দিনে আবুল আলীয়া (র)-এর সহিত বাহির হইলাম। 'বাস্‌রা' এর পথ তখন বৃষ্টির কারণে কদমাক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঐ পথেই সালাত আদায় করিলেন। আমি তাহাকে এই দিকে লক্ষ্য করিতে বলিলে, তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে পবিত্র পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং উহার দ্বারা পথকেও পবিত্র করিয়া দিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করিয়াছেন উহাকে অন্য কিছুই অপবিত্র করিতে পারে না। হযরত সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি বুয'আহ নাম পুকুর হইতে অযূ করিতে পারি। অথচ উহা এমন একটি কূপ যাহাতে জাহেলী যুগে মলমূত্র ও কুকুরের মাংস নিক্ষেপ করা হইত? তখন তিনি বলিলেন ঃ ان الماء طهور لا ينجسه شئ "পানি পাক পবিত্র কোন বস্তু উহাকে অপবিত্র করে না"। হাদীসটি ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম আহমদ (র) উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ইমাম আবু দাউদ এবং তিরমিযী (র) ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী 'হাসান' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং নাসাঈও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবুল আশ'আম খালিদ ইবন ইযায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ মজলিসে তখন পানির আলোচনা উঠিল।

খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলিলেন; কোন কোন পানি তো আসমান হইতে বর্ষিত হয়। আবার কোন কোন পানি সমুদ্রের পানি হইতে মেঘমালার আকৃতি ধারণ করে। অতঃপর ঐ মেঘমালা বিদ্যুৎ চমকাইয়া ও গর্জন করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করে। সমুদ্র হইতে মেঘমালার রূপ ধারণ করিয়া যেই বৃষ্টি বর্ণিত হয় উহার দ্বারা কোন ফসল ও গাছপালা উৎপন্ন হয় না। আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্বারাই গাছপালা উৎপন্ন হয়। ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত, আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা যমীনে গাছপালা উৎপন্ন হয় এবং সমুদ্রে বর্ষিত হইয়া উহা মুক্তায় পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন, আসমানের যেই পানি স্থলে বর্ষিত হয় উহা গম উৎপন্ন করে এবং যাহা সমুদ্রে বর্ষিত হয় উহা মুক্ত উৎপন্ন করে।

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا অর্থাৎ আসমান হইতে এই জন্য বৃষ্টি বর্ষন করা হয় যে মৃত শহর অর্থাৎ যেই শহরে দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টির কারণে গাছপালা তরুলতা শূন্য হইয়াছে, সম্পূর্ণরূপে উহার সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়াছে, বৃষ্টি বর্ষন করিয়া আমি উহাকে সজীব করিয়া তুলি। অর্থাৎ সৌন্দর্য ও শ্রীহীন শহরে পুনরায় গাছপালা ও নানা প্রকারও নানা রং এর ফলফুল উৎপন্ন হইয়া সৌন্দর্যময় হইয়া পুনরায় সজীব হইয়া উঠে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ "যখন মৃত শহরে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন উহা সজীবএবং উহাতে গাছপালা উৎপন্ন হয়"। (সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা ঃ ৩৯)

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا আর আমি উহা দ্বারা আমার সৃষ্টির মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুকে এবং মানুষকে পান করাই।

কেননা তাহাদের পিপাসার জন্য ও কৃষি কাজের জন্য অত্যত্য প্রয়োজনীয়।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا "তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি মানুষের নৈরাশ্যের পরে বৃষ্টি বর্ষন করেন"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعدَ مَوْتِهَا ـ

"হে নবী! আপনি আল্লাহর রহমতের বৃষ্টির প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, কিভাবে উহা মৃত যমীনকে জীবিত করে"। (সূরা রূম ঃ ৫০)

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُوْرًا ـ

আর আমি বৃষ্টির সেই পানি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করি অর্থাৎ দেশের কোন এলাকার বর্ষন করি আর কোন স্থানে বর্ষন করি না। মেঘমালা কোন এলাকায় বর্ষন না করিয়াই উহা অতিক্রম করিয়া অন্য স্থানে বর্ষন করে। অথচ, উহার অপর প্রান্তে এক ফোটা পানিও বর্ষন করে না। এই ভাবে বৃষ্টি বর্ষন করায় আল্লাহর বিরাট রহস্য রহিয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাসও (রা) বলেন, এমন হয় না যে, এক বৎসর অধিক বৃষ্টি হয় এবং অন্য বৎসর কম বৃষ্টি হয়। প্রত্যেক বৎসরই সমান বৃষ্টিপাত ঘটে। বস্তুত যাহা

সংঘটিত হয় উহা হইল আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর কোন অঞ্চলে অধিক বর্ষন করেন আবার কোন অঞ্চলে বৃষ্টি শূন্য রাখিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেনঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُوْرًا ـ

আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টির পানিকে বিতরণ করেন এই কারণে মানুষ যেন ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে যে, যেই মহা শক্তিমান পানি দ্বারা মৃত জনপদকে সজীব করিতে পারেন, তিনি মৃত মানুষও তাহাদের পঁচা হাড়গুলো জীবিত করিতে সক্ষম। আর এই উপদেশ যেন গ্রহণ করে যেসব যেই অঞ্চলে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষন করেন নাই উহা কেবল তাহাদের গুনাহের পরিণতি। অতএব ঐ অঞ্চলের জনগণ যেন গুনাহ হইতে তাওবা করে। একবার উকবাহর আযাদকৃত গোলাম উমর (র) বলেন, একবার নবী করীম (সা) হযরত জিব্রীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মেঘমালার বিষয়টি আমার জানিতে ইচ্ছা হয়। উহা যে কোথাও বর্ষন করে আবার কোথাও বর্ষন করে না, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! যে মেঘমালার কাজে নিয়োজিত ফিরিশতা রহিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। রাসূলুলল্লাহ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, আমার নিকট সিলকৃত নির্দেশ আদেশ অমুক অমুক স্থানে বর্ষন কর। আমরা কেবল সেই হুকুমই পালন করিয়া থাকি। রিওয়াতেটি ইব্ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মুরসাল।

ইকরিমাহ (র) বলেন ঃ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُوْرًا ঐ সকল লোক সম্পর্কে বলা হইয়াছে যাহারা বলে অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একবার বৃষ্টির পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সাহাবা কিরামকে বলিলেন, তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তাঁহারা বলিলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ বলিয়াছেন, আমার বান্দা হইতে কিছু লোক মু'মিন অবস্থায় ভোর করিয়াছে আর কিছু লোক কাফির অবস্থায়। যাহার বলে আল্লাহর অনুগ্রহে বৃষ্টি হইয়াছে তাঁহারা মু'মিন এবং নক্ষত্রের ক্ষমতাকে অস্বীকারকারী। আর অপর পক্ষে যাহার বলেন; অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হইয়াছে তাহারা নক্ষত্রের ক্ষমতার প্রতি তো বিশ্বাস রাখে এবং আমার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

٥١. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا .

٥٢. فَلاَ تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا .

٥٣. وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَّجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا .

٥٤. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا .

অনুবাদ ঃ (৫১) আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম। (৫২) সুতরাং তুমি কাফিরদিগের অনুগত্য করিও না। এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদিগের সহিত প্রবল সংগ্রাম চালাইয়া দাও। (৫৩) তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (৫৪) এবং তিহি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি তাহার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا আমি ইচ্ছা করিলে প্রতি জনপদে এক একজন নবী প্রেরণ করিতাম। কিন্তু হে মুহাম্মদ! কেবল আপনাকেই সারা বিশ্ববাসীর জন্য নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি এবং এই কুরআন প্রচারের কাজে নিযুক্ত করিয়াছি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ যেন এই পবিত্র কুরআন দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট কুরআনের বাণী পৌঁছায় তাহাদের সকলকেই সতর্ক করিতে পারি।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ـ

"আর বিভিন্ন গোত্রসমূহ হইতে যেই ব্যক্তিই ইহার সহিত কুফর করিবে সে হইবে দোযখবাসী"। (সূরা হূদ ঃ ১৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

"যেন মক্কাবাসী ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের জনপদকে আপনি সতর্ক করিতে পারেন"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

"হে নবী! আপনি বলুন, হে লোক সকল। আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি"। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৮)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ আমি, লাল কালো নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত, كان النبى يبعث إلى قومه خاصة ولعبثت إِلَى النَّاس عامة পূর্বে কোন নবী বিশেষ এক কাওমের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি সকল কাওমের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। আর এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ হে নবী! আপনি কাফিরদের অনুসরণ করিবেন না এবং তাহাদের সহিত কুরআন দ্বারা জিহাদ করুন।

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ـ

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি দুই সমুদ্রকে মিলাইয়া দিয়াছেন, একটি পানি সুমিষ্ট এবং অপরটির পানি লবণাক্ত ও তিক্ত। অর্থাৎ তিনি দুই প্রকার পানি সৃষ্টি করিয়াছেন। চতুর্দিকে নদী-নালা ও পুকুর পানিকে তিনি সুমিষ্ট করিয়াছেন। ইহাকে আয়াতে মিষ্ট পানির সমুদ্র বলা হইয়াছে। ইবন জরীর ও ইব্ন জুরাইজ (র) এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই তাফসীরে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বস্তুতঃ মিষ্ট পানির অন্য কোন সমুদ্র নাই। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো বাস্তব ঘটনারই সংবাদ দান করিয়া তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার দানকৃত নিয়ামত সমূহের শোকর করিবার জন্য সতর্ক করিয়াছেন। অতএব মিষ্ট পানির সমুদ্র দ্বারা ঐ সকল নদী নালার প্রবাহিত পানি বুঝান হইয়াছে। যাহা পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন।

هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ অর্থাৎ একটির পানি এমন লবণাক্ত ও তিক্ত যে উহা কোন অবস্থায় পান করা সম্ভব নহে। যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের প্রসিদ্ধ মহাসাগরগুলো এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও উহাদের সহিত সংযুক্ত অন্যান্য সাগর। যেমন- লোহিত সাগর, ইয়ামান সাগর, বাস্‌রা সাগর, পারস্য সাগর, চীন সাগর, ভারত মহাসাগর। এই প্রকার আরো বহু সাগর আছে যাহাদের পানি থাকে স্থির। কিন্ত শীতকালে ও তীব্র ঝড়ের সময়ে ইহাদের মধ্যে মারাত্মক ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। কোন কোন সাগরে জোয়ার ভাটা শুরু হয়। প্রতি চন্দ্র মাসের শুরুতে জোয়ার হয়, চন্দ্র যখন ছোট হইতে শুরু করে তখন হইতে ভাটা শুরু হয়। নতুন চাঁদ উদয় হইবার সাথে সাথেই পুনরায় জোয়ার হয় এবং পানি বৃদ্ধি পায় এই ভাবে চাঁদের চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত পানি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু যেই সকল সমুদ্র স্থির থাকে উহাদের পানি লবণাক্ত ও তিক্ত। ফলে বায়ু দুষিত হয় না এবং ঐ সকল সমুদ্রে যেই অসংখ্য জীবজন্তু মৃত্যুবরণ করে। উহার কারণে ও পৃথিবীতে দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে না। আর সমুদ্রে পানি লবণাক্ত হইবার কারণেই হাওয়াও বিশুদ্ধ থাকে। একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা অযূ করিতে পারি? তিনি বলিলেন ঃ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ الحلُّ مَيْتَتُهُ উহার পানি পাক ও বিশুদ্ধকারী এবং উহার মৃত জীব ও হালাল। হাদীসটি মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও সুনান গ্রন্থ সমূহের গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا আর তিনি উহাদের মাঝে অর্থাৎ লবণাক্ত ও সুমিষ্ট সাগর ও নদী যাত্রার মাঝে আবরন ও মযবুত অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন একটির পানি অপরটির সহিত মিশ্রিত না হইতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -

"আল্লাহ তা'আলা দুইটি সম্মিলিত সাগরকে প্রবাহিত করিয়াছেন উহাদের মাঝে রহিয়াছে একটি প্রতিবন্ধক, যেন উহারা পরস্পরে তাহাদের স্বীয় সীমা অতিক্রম না করে। অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করিবে"? (সূরা রাহমান ঃ ১৯-২০)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلاَلَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

"না কি, সেই মহান সত্তা যিনি যমীনকে আবাসস্থল করিয়াছেন এবং উহার মাঝে নদী নালা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার উপর পাহাড় ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন আর দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। বলতো দেখি আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই হইল মূর্খ"। (সূরা নামল ঃ ৬১)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا -

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি পানি অর্থাৎ দুর্বল ও নিকৃষ্ট বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে ইচ্ছা পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে ইচ্ছা নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا অতঃপর তাহাকে প্রথমতঃ বংশগতভাবে সম্বন্ধিত করিয়াছেন। কিছু কাল পরে যখন সে বিবাহ করে তখন বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বারা আত্মীয়-স্বজন করিয়া দেন। যেমন- শ্বশুর-শাশূড়ী ইত্যাদি।

৫৫. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا .

৫৬. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا .

٥٧. قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلَى رَبِّهٖ سَبِيْلًا .

٥٨. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ن .

٥٩. اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا .

٦٠. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا .

অনুবাদ ঃ (৫৫) উহারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা উহাদিগকে উপকার করিতে পারে না, অপকারও করিতে পারে না। কাফির তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী। (৫৬) আমি তো আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) তুমি নির্ভর কর তাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁহার মৃত্যু নাই এবং তাঁহার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁহার বান্দাদিগের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত (৫৯) তিনি আকাশমন্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রাহমান, তাঁহার সম্পর্কে যে অবগত আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। (৬০) যখন উহাদিগকে বলা হয়, সিজ্দাবনত হও রাহ্মান -এর প্রতি, তখন উহারা বলে, 'রাহ্মান' আবার কে? তুমি কাহাকেও সিজ্দা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজ্দা করিব? ইহাতে উহাদিগের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

তাফসীর ঃ উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা কেবল তাহাদের মতানুসারে এমন সকল প্রতিমা পূজা করে যাহারা তাহাদের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে আর না তাহাদের কোন ক্ষতি

করিতে পারে। আর ঐ সকল প্রতীমার জন্যই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের সহিত শত্রুতা পোষণ করে। আর তাহাদের প্রতিমার জন্যই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়। وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا আর কাফির তো আল্লাহর বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহর রাহে জিহাদকারী সৈনিকগণই বিজয়ী হয়।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ -

"আর তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া অন্যকে উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আশা যে, তাহারা সাহায্য পাইবে। অথচ, ঐ সকল উপাস্য তাহাদের সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে না"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৪) অথচ অনর্থক ঐ সকল মুর্খরা তাহাদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। পার্থিব ও পারলৌকিক শুভ পরিণতি ও সাহায্য কেবল আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের জন্য।

মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াতে অর্থ করিয়াছেন, "কাফির আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে শয়তানের সাহায্যকারী। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, কাফির, শিরক ও আল্লাহ দ্রোহীতার কারণে শয়তানের সাহায্যকারী। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, কাফির শয়তানের বন্ধু।

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا হে নবী! আমি আপনাকে কেবল মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ দানকারী ও কাফিরদের জন্য সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করিবে তাহার জন্য বেহেশতের সুসংবাদদাতা। আর আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।

قُلْ مَاۤ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন আমি তো এই কাজের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছি না। আমি তো কেবল আলাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতেছি। অতএব তোমাদের নিজেদের স্বার্থে যাহার ইচ্ছা সে যেন সরল পথে পরিচালিত হয়।

اِلاَّ مَنْ شَاۤءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً। অর্থাৎ তোমাদের নিকট হইতে আমার যাহা কিছু চাওয়া-পাওয়া উহা হইল, যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করিতে চায় সে যেন অবলম্বন করে। ইহাই তোমাদের নিকট হইতে আমার চাওয়া ও প্রার্থনা। এবং আল্লাহর পথ অবলম্বন করিতে হইলে অবশ্যই আমার অনুসরণ করিতে হইবে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ আপনি আপনার সকল কার্যে সেই চিরঞ্জীব মহান আল্লাহর উপর ভরসা করুন যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করিবেন না।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই যাহির আর তিনিই বাতিন। আর তিনিই সকল বস্তু সম্পর্কে পরিচিত (সূরা হাদীদ ঃ ৩)। তিনিই সকলের প্রতিপালক ও মালিক। অতএব হে নবী, তিনিই আপনার আশ্রয়স্থল। তাঁহার প্রতিই ভরসা করা যায়। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনার সাহায্যকারী ও সাফল্যদানকারী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -

"হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত বাণী আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি উহা না করেন তবে দায়িত্ব পালিত হইবে না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ হইতে হিফাযত করিবেন"। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আবু যুর'আহ (র) ..... শাহর ইবন হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত সালমান (রা) মদীনার এক গলিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজ্দা করিলেন. তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেনঃ

لَا تَسْجُدْنِي يَا سَلْمَانُ وَاسْجُدْ لِحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ -

"হে সালমান! তুমি আমাকে সিজ্দা করিও না। তুমি সেই মহান আল্লাহকে সিজ্দা করিবে যিনি চিরঞ্জীবি, কখনও যাহার মৃত্যু ঘটিবে না। রিওয়ায়েতটি মুরসাল-হাসান।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন ঃ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ হে আল্লাহ। হে আমাদের প্রতিপালক। আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আয়াতের মর্ম হইল, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা কর।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ আল্লাহর প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর। এই কারণে রাসুলুল্লাহ (স) বলিতেন ঃ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আয়াতের মর্ম হইল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর ভরসা কর।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ـ

"তিনি মাশরিক ও মাগরিবের প্রভূ। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, অতএব তাঁহাকে তুমি কার্যনির্বাহী হিসাবে গ্রহণ কর"। (সূরা মুয্যাম্মিল্ ঃ ৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ "অতএব তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর ভরসা কর"।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

"আপনি বলুন, তিনি বড়ই মেহেরবান, আমরা তো তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়াছি"। (সূরা মুল্ক ঃ ২৯)

وَكَفٰى بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের গুনাহসমূহ সম্পূর্ণ অবগত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও তাঁহার অজ্ঞাত নহে।

اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ـ

"আল্লাহ যিনি চিরজীবি তিনি তাঁহার মহান কুদ্রতে সু-উচ্চ সাতটি আসমান এবং সাতটি যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরশে আসীন হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করেন। সঠিক ফায়সালা করেন"।

اَلرَّحْمٰنُ فَاسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا "অতএব সেই মহান আল্লাহ সম্পর্কে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর এবং তাঁহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর"। আর ইহা জানা কথা যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি আল্লাহর খাস বান্দা ও তাঁহার রাসূল তিনিই মহান আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখেন। কারণ তিনি মানবজাতির সরদার, তিনি যাহা কিছু বলেন, আল্লার পক্ষ হইতে অহী প্রাপ্ত হইয়া বলেন। অতএব তিনি যাহা কিছু বলিবেন উহাই সত্য। মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হইলে উহার সঠিক ফয়সালা কেবল তিনিই দিতে সক্ষম। সেই বিষয় তাঁহার মত ও ফয়সালা কেবল তিনিই দিতে সক্ষম। সেই সকল বিষয় তাঁহার মত ও ফয়সালা বিরোধী হইবে উহা অসত্য।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ...الخ "যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয় তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে উহার মীমাংসা কর"। (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ "যেই বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করিবে উহার ফয়সালা আল্লাহর পক্ষ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে"। (সূরা শূরা ঃ ১০)

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً সত্যতা ও ইনসাফের দিক হইতে তোমার প্রতিপালক সংবাদ দিয়াছেন উহা চরম সত্য এবং সেই সকল আদেশ নিষেধ করিয়াছেন উহা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব উহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

শিমর ইব্ন আতীয়্যাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহকে সঠিকভাবে জানিতে হইলে এই কুরআন হইতে জান। কারণ ইহাতেই আল্লাহর সঠিক জ্ঞান বিদ্যমান।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য উপাস্যদের সম্মুখে সিজ্‌দা করিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ -

আর যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমরা রাহমানের সমীপে সিজ্‌দা কর তখন তাহারা বলে, রাহমান কে? আমরা তাহাকে চিনি না। মুশরিকরা আল্লাহর জন্য 'রাহমান' নামকে অস্বীকার করিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনেও তাহারা এই নামকে অস্বীকার করিয়াছিল। সন্ধিকালে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) লেখককে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম' লিখিতে বলিয়াছিলেন, তখন তাহারা বলিয়াছিল, আমরা রাহমান রাহীম কে, উহা জানি না। বরং আমরা যেমন লিখি, তোমরাও তদ্রূপ লিখ। অর্থাৎ বি-ইস্‌মিকা আল্লাহুম্মা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

"আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ বলিয়া ডাক, কিংবা রাহমান বলিয়া ডাক যাহা বলিয়াই ডাক সবই ঠিক। কারণ, আল্লাহর জন্য অনেকগুলো উত্তম নাম রহিয়াছে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ, এবং তিনি রাহমানও"। (সূরা ইস্‌রা ঃ ১১০)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ -

"যখন তাহাদিগকে রাহমানকে সিজ্‌দা করিতে বলা হয় তখন তাহারা বলে, রাহমান কে? আমরা রাহমানকে চিনি না। اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا আমরা কি কেবল তোমার নির্দেশেই সিজ্‌দা করিব? আর তাহাদের ঘৃণা বৃদ্ধি হইয়া-ই চলিতেছে। অবশ্য মু'মিনগণ পরম করুণাময় রাহমান-রাহীমের সমীপে সিজ্‌দা করে আর কেবল তাঁহাকেই মাবূদ

বলিয়া মান্য করে। সমস্ত উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, সূরা ফুরকান এর এই আয়াত যে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে সকলের উপরই সিজ্‌দা করা ওয়াজিব।

٦١. تَبٰرَكَ الَّذِى جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا.

٦٢. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا.

অনুবাদ ঃ (৬১) কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ ও জ্যোর্তিময় চন্দ্র। (৬২) এবং যাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে ও কৃতজ্ঞ হইতে চাহে তাহাদিগের জন্য তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহত্বও বড়ত্ব প্রকাশার্থে ইরশাদ করেন ঃ তিনিই আসমানে বুরুজ সৃষ্টি করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র), আবু সালিহ, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, 'বুরুজ' দ্বারা এখানে নক্ষত্রপুঞ্জ বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 'বুরুজ' দ্বারা পাহারার জন্য আসমানে বিদ্যমান প্রাসাদ বুঝান হইয়াছে। হযরত আলী, ইব্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইবন কা'ব, ইব্রাহীম নাখ্ঈ ও সুলায়মান ইব্ন মিহ্রান ও আমাশ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবু সালিহ (র) হইতেও ইহা বর্ণিত। অবশ্য বিশাল নক্ষত্রসমূহ পাহারার জন্য নির্দিষ্ট বালাখানা হিসাবেও বিবেচিত হইতে পারে। তখন অবশ্য কোন বিরোধ থাকিবে না। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক প্রসিদ্ধ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ "আমি প্রথম আসমানকে উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বারা সজ্জিত করিয়াছি"। (সূরা মুল্ক ঃ ৫)

আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

"সেই সত্তা বড়ই বরকতময়, যিনি আসমানে বরুজ অর্থাৎ নক্ষত্র পুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপতুল্য সূর্য ও উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا "আর আমি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করিয়াছি"।

وَقَمَرًا مُّنِيْرًا -এর অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্রকে সূর্যের আলো ছাড়াই ভিন্ন আলোকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا ـ

"আর তিনি সেই সত্তা যিনি সূর্যকে আলোকময় করিয়াছেন এবং চন্দ্রকে করিয়াছেন নূর"। (সূরা ইউনুস ঃ ৫)

হযরত নূহ (আ) যে তাঁহার কাওমকে হিদায়াত বাণী শুনাইয়াছিলেন, উহার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ـ

"তোমরা কি ইহা প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে সাতটি আসমানকে উপর নিচু করিয়া সাজাইয়াছেন আর উহাদের মধ্যে চন্দ্রকে নূর করিয়াছেন এবং সূর্যকে করিয়াছেন প্রদীপ"। (নূহ- ১৫ - ১৬)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَهُوَا الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً "আর সেই মহান আল্লাহ-ই রাত্র দিবসকে একে অপরের পরে সৃষ্টি করিয়াছেন"। অর্থাৎ দুইটি সময় একত্রিত হয় না। রাত্র শেষ হইবার পরে দিনের আগমন ঘটে। আর দিন শেষ হইবার পর রাত্রের আগমন ঘটে। (সূরা ফুরকান ঃ ৪৮)

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَسَخَّرَلَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ "সেই মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্যকে যথাক্রমে একেরপর এককে অধিনস্ত করিয়া দিয়াছেন ও তোমাদের কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন"। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا "রাত্র দিবসকে আচ্ছাদিত করি এবং দ্রুত উহাকে অনুসরণ করে"।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ সূর্যের জন্য ইহা সংগত নহে যে সে চন্দ্রকে পাইতে পারে। (ইয়াসীন ঃ ৪০)

لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا আল্লাহ্ তা'আলা রাত্র ও দিসবকে একের পর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের ইবাদতের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। দিবাকালে কোন আমল ছুটিয়া গেলে রাত্রিকালে উহা পালন করিতে পারে। অনুরূপভাবে যাহার রাত্রিকালের আমল ছুটিয়া যায়। সে উহা দিবাকালে পুনরায় করিতে সুযোগ পায়।

বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِئُ الَّيْلِ -

"আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকালে দিনের অপরাধীকে তাওবা কবূল করিবার জন্য হাত সম্প্রসারিত করেন এবং দিবাকালে রাত্রিকালের অপরাধীর তাওবা কবূল করিবার জন্য হাত সম্প্রসারিত করেন"। আবু দাউদ তায়ালিসী (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) চাশতের সালাত দীর্ঘ করিলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল, আপনি আজ এমন এক কাজ করিয়াছেন, যাহা পূর্বে কখনও করেন নাই। তিনি বলিলেন, আমার রাত্রের কিছু আমল অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল, এখন আমি উহা পূর্ণ করিলাম। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا -

আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তির রাত্রিকালের কোন আমল ছুটিয়াছে দিবাকালে সে উহার করিতে পারে। আর যাহার দিবা কালের আমল ছুটিয়া যায় রাত্রিকালে সে উহা করিতে পারে। ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এবং হাসান (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করিয়াছেন, আল্লাহ রাত্র ও দিবসকে পরস্পরে একে অপরের বিপরীত করিয়াছেন। একটি অন্ধকার, অপরটি আলোকিত।

٦٣. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا .

٦٤. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا .

٦٥. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

٦٦. اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا .

٦٧. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْالَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا .

অনুবাদ ঃ (৬৩) 'রাহ্মান' -এর বান্দা তাহারাই যাহারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তাহারা বলে 'সালাম' (৬৪) এবং রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদিগের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দন্ডায়মান থাকিয়া। (৬৫) এবং আর তাহারা বলে 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ; (৬৬) আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত নিকৃষ্ট। (৬৭) এবং যখন তাহারা ব্যয় করে, তখন তাহারা অপব্যয় করে না; কার্পণ্যও করে না। বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যম পন্থায়।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার খাস বান্দাগণের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَلَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا "যাহারা যমীনের উপর চলাচলে বিনীত হইয়া চলে, তাহাদের গাম্ভির্য বজায় রাখিয়া অথচ, কোন প্রকার অহংকার না করিয়া চলে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا। "তুমি যমীনে অহংকার ভরে চলিওনা"। মু'মিনগণ অহংকার না করিয়া কাহাকে তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া বিনীত ও বিনম্র হইয়া চলাচল করে। তবে ইহার অর্থ ইহাও নহে যে তাহারা বানোয়াট ও লৌকিকতা করিয়া রোগীদের মত চলাচল করে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন চলিতেন তখন মনে হইত যেন তিনি কোন উচুস্থান নিচে অবতীর্ণ হইতেছেন এবং যেন তাঁহার জন্য যমীনকে সংকুচিত করা হইতেছে। সালফে সালেহীন লৌকিকতা করিয়া দুর্বলদের ন্যায় চলা অপসন্দ করিতেন। হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, একবার তিনি একজন যুবককে বড় ধীরেধীরে চলিতে দেখিলেন; তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি রোগী! সে বলিল, জী না, তখন তিনি তাহার প্রতি লাঠি উচুঁ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন এবং তাহাকে শক্তির সহিত চলিতে আদেশ করিলেন। আলোচ্য আয়াতে هَوْنًا অর্থ ভাব গাম্ভীর্য। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَلَا تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ـ

তোমরা যেন সালাতের জন্য আগমন কর তখন তোমরা দৌঁড়াইয়া আসিও না বরং তোমরা নিজেদের ভাবগম্ভিরতা বজায় রাখিয়া সালাত পড়িতে আসে, অতঃপর জামাতের সাথে সেই সালাত পাইবে উহা আদায় করিবে। এবং যাহা ছুটিয়া যাইবে উহা পূর্ণ করিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক, মা'মুর উমর ইব্ন মুখ্তার ও হাসান বাসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ ... الخ-এর তাফসীরে প্রসংগে বলেন, মু'মিনগণের চক্ষু কর্ণও অন্যান্য অংগ প্রতংগসমূহ অবনত থাকে। এমন কি মূর্খ লোকেরা তাহাদিগকে রোগী বলিয়া ধারণা করে। বস্তুত তাঁহারা রোগাক্রান্ত নহে। আল্লাহর কসম, তাঁহারা সুস্থ, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এত প্রবল ভয় প্রবেশ করিয়া থাকে, যাহা অন্য লোকের অন্তরে প্রবেশ করে না। এবং পরকাল সম্পর্কে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাসই তাহাদিগকে পার্থিক মোহ হইতে বিরত রাখে। কিয়ামত দিবসে তাঁহারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের যাবতীয় চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহর কসম! অন্যান্য লোকের মত তাঁহাদের পার্থিক কোন চিন্তা ছিল না। আর বেহেশতের পরিবর্তে আর কোন বস্তু তাঁহাদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাঁহারা দোযখের শাস্তির ভয়েই রোদন করিত। যেই ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিবার পরও অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করিত না তাহারা অনুতাপের কোন শেষ নাই। যেই ব্যক্তি কেবল পানাহারকেই আল্লাহর নিয়ামত বলিয়া বিবেচনা করে, সে মূর্খ এবং তাহার শাস্তিও নিকটবর্তী।

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا ـ

আর মুর্খ লোকেরা যখন আল্লাহর বান্দাগণের সহিত কোনরূপ অশালীন কথাবার্তা বলে, তখন তাহারা জবাবে মূর্খদের সহিত অনুরূপ অশালীন কথাবার্তা বলে না এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয় এবং ভদ্রতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত কেহ যদি যতই কঠিন মুর্খতার পরিচয় দিত, তিনি (সা) তাহার সহিত ততই ধৈর্যধারণ করিতেন। যেমন- ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ "আর তাহারা অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন কোন অনর্থক কথাবার্তা শ্রবণ করে উহার প্রতি তাহারা ভ্রুক্ষেপ করে না"। (সূরা কাসাস ঃ ৫৫)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ..... নূ'মান ইব্ন মুকরিন মুযানী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে গালি দিতে ছিল, কিন্তু যাহাকে গালি দিতেছিল, সে উহার জবাবে বলিতেছিল, তোমার উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক। ইহা শুনিয় রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমাদের মাঝে একজন ফিরিশ্তা ছিল। ঐ ফিরিশ্তা গালিদাতার গালির জবাবে বলিতেছিল, গালি যোগ্য এই ব্যক্তি নহে বরং তুমি। আর যেই ব্যক্তি গালির

জবাবে সালাম করিতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল সালামের যোগ্য ঐ গালিদাতা নহে বরং তুমি। হাদীসটির সনদ হাসান। মুজাহিদ (র) قَالُوْا سَلاَمًا অর্থ করেন তাহারা সঠিক ও সমুচিৎ কথা বলে। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, তাহারা উত্তম কথার মাধ্যমে মূর্খদের কথা জবাব দান করে। হাসান বাসরী (র) বলেন, মূর্খরা যদি মু'মিনদের উপর অবিচার করে তবে তাহারা ধৈর্য্যধারণ করে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দিবাকালে তো নানা প্রকার অসহনীয় কথাবার্তা শ্রবণ করে, কিন্তু রাত্রিকাল তাহাদের জন্য হয় অতি উত্তম। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا "আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে সিজ্‌দা করিয়া এবং দণ্ডায়মান হইয়া রাত্র অতিক্রম করে"।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

"তাহারা অতি অল্প সময় শয্যাগ্রহণ করে এবং শেষ রাত্রে তাহারা আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে"। (সূরা যারিয়াত ঃ ১৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ "তাহারা স্বীয় পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে পৃথক রাখে"। (সূরা সিজ্‌দা ঃ ১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهِ -

"না কি সেই ব্যক্তি উত্তম যে রাত্রির প্রহরসমূহে পরকালের ভয়ে এবং তাহার প্রতিপালকের রহমতের আশা পোষণ করিয়া আল্লাহর সমীপে সিজ্‌দা করিয়া ও দণ্ডায়মান হইয়া কাটাইয়া দেয়।" (সূরা যুমার ঃ ৯)

আল্লাহ্ তা'আলা এখানেও তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের ঐ গুণের উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا -

"আর যাহারা আল্লাহর দরবারে এই দো'আ করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট হইতে জাহান্নামের আযাবকে দূরে রাখুন। নিঃসন্দেহে উহার আযাব বড়ই সর্বনাশা, যাহা চিরকাল শাস্তি দিতে থাকিবে। কখনও শেষ হইবে না"। কবি বলেন ঃ

اِنْ يُعَذِّبْ يَكُنْ غَرَامًا وَاِنْ يُّعْطِ جَزِيْلاً فَاِنَّهُ لاَ يُبَالِيْ -

"যদি তিনি শাস্তি দেন তবে উহা হইতে চিরস্থায়ী। আর যদি তিনি বড় দান করেন তবে উহাও করিতে পারেন। কারণ তিনি কাহারও পরোয়া করেন না"।

হাসান (র) إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, অস্থায়ীভাবে মানুষ যেই বিপদের সম্মুখীন হয় উহাকে غرام বলা হয় না। غرام বলা হয় ,ঐ বিপদকে যাহা চিরকাল শাস্তি দিতে থাকে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে কাফিরদিগকে তাঁহার নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তাহারা উহার কোন উত্তর দিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে চিরস্থায়ী শাস্তির জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا। নিঃসন্দেহে ঐ দোযখের দৃশ্য বড়াই কুৎসিত এবং উহার বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান। ইবন আবু হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতে তাফসীরে প্রসংগে বলেন, আমার পিতা ..... মালিক ইবন হারিস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন মানুষকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন সে উহার অতি গভীরে পৌছিবে, অতঃপর উহার একটি দরজায় পৌছলে তাহাকে বাধা দিয়া বলা হইবে, তুমি তো বড়ই পিপাসিত। লও এক পেয়ালা পানীয় পান কর। অতঃপর তাহাকে সাপ ও বিচ্ছুর বিষ পান করান হইবে। ফলে তাহার চামড়া পৃথক হইয়া পড়িবে, চুল পৃথক হইয়া যাইবে। আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, জাহান্নামের মধ্যে কিছু গর্ত আছে উহার মধ্যে বিরাটাকয় বুখ্তী উটের মত সর্প আছে এবং কালো খচ্চরের মত বিচ্ছু আছে। দোযখীকে যখন উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা স্বীয় গর্তসমুহ হইতে বাহির হইবে এবং তাহদের ঠোঁট, চুল এবং শরীরে অন্যান্য অংগ জড়াইয়া ধরিবে এবং দংশন করিতে থাকিবে। উহাদের বিষে তাহাদের মাথার ও অন্যান্য অংশের চামড়া ঝরিয়া পায়ের উপর পড়িবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এক বান্দা হে হান্নান! হে মান্নান! বলিয়া হাজার বৎসর পর্যন্ত চিৎকার করিতে থাকিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রীল (আ)-কে বলিবেন, অমুক বান্দাকে লইয়া আস। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) দোযখের কাছে গিয়া দেখিবেন সকল দোযখবাসি উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে। তিনি উহাদের মধ্যে ঐ লোকটিকে খুঁজিয়া না পাইয়া আল্লাহর নিকট ফিরিয়া আসিবেন। আল্লাহ তাঁহাকে আবার বলিবেন, যাও, ঐ লোকটিকে আমার কাছে লইয়া আস, সে অমুক স্থানে আছে। এইবার তিনি তাহাকে লইয়া আসিবেন এবং আল্লাহর সমীপে তাহাকে দন্ডায়মান করিবেন। তখন আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, তুমি তোমার বাসস্থান ও বিশ্রামস্থল কেমন পাইয়াছ? সে বলিবে বড় নিকৃষ্ট বাসস্থান ও নিকৃষ্ট বিশ্রমাস্থাল। আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে বলিবেন, তোমরা ইহাকে আপন স্থানে

লইয়া যাও। তখন সে বলিবে, হে আল্লাহ! একবার যখন আপনি আমাকে উহা হইতে বাহির করিয়াছেন, আমি আশা করি পুনরায় আমাকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন না। আল্লাহ বলিবেন, আচ্ছা আমার বান্দাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا ... الخ "আর যাহারা এমন যে যখন তাহারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না আর তাহারা কৃপণতাও করে না। অর্থাৎ তাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও ব্যয় করে না আর তাহাদের পরিবার পরিজনের জন্য যাহা প্রয়োজন উহা হইতে কমও ব্যয় করে না বরং তাহারা উভয় প্রকার ব্যয়ের মাঝামাঝি ব্যয় করে। আর সকল বিষয়ে মধ্যবর্তী পথই উত্তম। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ـ

"আর না তো তোমার হাতকে তোমার গর্দানের সহিত বাঁধিয়া রাখিও আর না সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত করিও না। অর্থাৎ কৃপণতা ও করিও না আর অপব্যয় ও করিও না"। (সূরা ইস্রা ঃ ২৯)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসাম ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আবু দারদা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِىْ مَعِيْشَتِهٖ "জীবন যাত্রায় মধ্যপথ অবলম্বন করাই মানুষের বুদ্ধিমাত্তার পরিচয়"। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আবু উবায়দাহ হাদ্দাদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ যেই ব্যক্তি তাহার ব্যয়ে মধ্য পথ অবলম্বন করে সে দরিদ্র হয় না।

হাফিয আবু বকর বাযযার (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِىْ الْغِنٰى وَمَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِىْ الْفَقْرِ وَمَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِىْ الْعِبَادَةِ ـ

"স্বচ্ছলতায় মধ্যবর্তী ব্যয় বড়ই উত্তম, দারিদ্রেও মধ্যমপন্থা বড়ই উত্তম এবং ইবাদাতে মধ্যম পথ অবলম্বন করা বড়ই উত্তম"। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাদীসটি কেবল হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত বলিয়া আমরা জানি।

হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ لَيْسَ فِىْ النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَرَفٌ "আল্লাহর রাহে অতিরিক্ত ব্যয় করা অপব্যয় নহে"। ইয়াস ইবন মুআবীয়াহ (র) বলেন, যেই ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমকে লংঘন করা হয় উহা অপব্যয়। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যয় করাই হইল অপব্যয়।

٦٨. وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا .

٦٩. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا .

٧٠. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

٧١. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا .

অনুবাদ ঃ (৬৮) এবং তাহারা আল্লাহ্র সহিত কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তিভোগ করিবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়ই। (৭০) তাহারা নহে, যাহারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ উহাদিগের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৭১) যেই ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়।

তাফসীর ঃ ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আবু মু'আবীয়াহ (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা অথচ, তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার সন্তান হত্যা করা। তিনি আবার জিজ্ঞসা করিলেন, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণীর সমর্থনে এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

ইমাম নাসাঈ (র) হান্নাদ ইব্ন সারী (র)-এর সূত্রে আবু মু'আবীয়া (র) হইতে অত্র সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের রিওয়ায়েতে أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ -এর স্থলে أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ রহিয়াছে।

ইমাম জরীর (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ইসহাক আহওয়াযী (র) ..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইলেন, আমি ও তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম, চলিতে চলিতে তিনি একটি উচ্চস্থানে বসিয়া পড়িলেন। আমি ও তাঁহার নিচে বসিলাম। আমার চেহারা তাঁহার দুই হাঁটুর বরাবর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত এই নির্জনতাকে বড়ই সুযোগ মনে করিলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করা। অথচ, তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার সহিত আহার করিবে ইহা অপসন্দ করিয়া তোমার সন্তানকে হত্যা করা। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ـ

ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, কুতায়বা (র) ..... সালামাহ ইব্ন-কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে ইরশাদ করিয়াছেন, মনে রাখিবে! চারটি গুনাহ সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ। সালামাহ ইব্ন কায়েস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শুনিবার পর হইতে উহা বর্ণনা করিতে কখনও আমি কৃপণতা করি নাই। আর উহা হইল, আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ নির্দেশ আছে ইহা ছাড়া কাহাকেও হত্যা করিবে না। ব্যভিচার করিবে না এবং চুরি করিবে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্ন আল-মদীনী (র) ..... হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ব্যভিচার সম্পর্কে কি মত পোষণ কর? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল উহাকে হারাম করিয়াছেন। অতএব উহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। তখন সাহাবায়ে কিরামকে তিনি বলিলেন, দশজন অন্য স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করা একজন প্রতিবেশী স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা অপেক্ষা অধিক কম অপরাধ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা চুরি সম্বন্ধে কি বল? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহও তাঁহার রাসূল উহা হারাম করিয়াছেন। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম। তখন তিনি বলিলেন, অন্যান্য দশ ঘরে চুরি করা একজন প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা অপেক্ষা কম অপরাধ। আবু বকর ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... হায়সাম

ইব্‌ন মালিক তায়ী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর নিকট শিরকের পরে ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক বড় গুনাহ আর একটিও নাই। ইবন জুরাইজ (র) ..... ইবন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মুশরিক এমন ছিল যাহারা অনেক হত্যা করিয়াছিল, বহুবার ব্যভিচার করিয়াছিল তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি যাহা কিছু বলেন, উহাতো ভালই বলেন, কিন্তু যদি আপনি আমাদের পূর্ববর্তী অপরাধ ক্ষমা হইতে পারে এমন কিছু বলিতেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ এবং এই আয়াতও অবতীর্ণ হইল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ـ

"হে রাসূল আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যাহারা স্বীয় সত্তার উপর অবিচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না"। (সূরা যুমার ঃ ৫২)

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবু ফাখ্‌তা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكَ اَنْ تَعْبُدَ الْمَخْلُوْقَ وَتَدَعُ الْخَالِقَ وَيَنْهَاكَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ وَتَغْذُوْ كَلْبَكَ وَيَنْهَاكَ اَنْ تَزْنِى بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ ـ

"আল্লাহ তোমাকে খালিকের ইবাদত ছাড়িয়া মাখ্‌লূকের ইবাদত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সন্তানকে হত্যা করিয়া কুকুরকে আহার দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ব্যভিচার করিতেও নিষেধ করিয়াছেন"। সুফিয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ الخ আয়াতে এই সকল বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا আর যেই ব্যক্তি উহা করিবে, তাহার কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَثَام জাহান্নামের একটি উপত্যকা। ইকরিমাহ (র) বলেন, 'আসাম' জাহান্নামের কয়েকটি উপত্যকা যাহার মধ্যে ব্যভিচারীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, 'আসম' অর্থ কঠিন শাস্তি।

বর্ণিত আছে, হযরত লুক্‌মান (আ) তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস! তুমি ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিবে। ইহার প্রথমে ভয় ভীতি এবং ইহার পরিণতি অনুতাপ ও অনুশোচনা। ইবন জরীর (র)ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আবু উমামাহ বাহিলী (রা) হইতে মারফূ ও মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'গাইও আসাম' জাহান্নামের দুইটি গভীর কূপ। আল্লাহ আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন। সুদ্দী (র) বলেন, اَثَامًا অর্থ শাস্তি। এবং

পরবর্তী আয়াতে উহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য শাস্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইবে এবং কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا এবং জাহান্নামের মধ্যে সে চিরকাল লাঞ্ছিত হইয়া থাকিবে।

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ـ

উপরেল্লিখিত শাস্তি হইতে কেবল সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবে যে উল্লেখিত গুনাহসমূহ হইতে তাওবা করিবে। তাওবা করিবার পর আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করিবেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, হত্যাকারীও যদি তাওবা করে তবে তাহার তাওবাও কবূল করা হইবে। কিন্তু সূরা নিসা এ বিদ্যমান আয়াত ঃ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا এর সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। অত্র আয়াত দ্বারা বাহ্যতঃ যদিও ইহা বুঝা যায় যে, কোন মু'মিনকে হত্যাকারী চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে। কিন্তু এই শাস্তি কেবল সেই হত্যাকারীর জন্য প্রযোজ্য যে, তাওবা না করিয়াই মৃত্যুবরণ করে।

পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হত্যাকারী তাওবা করিলে উহার তাওবা কবুল করা হইবে। সারকথা হইল, আলোচ্য আয়াত তাওবাকারী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য সূরা নিসা -এর আয়াত তাওবাকারী সেই হত্যাকারীর জন্য প্রযোজ্য যে তাওবা না করিয়াই মৃত্যুবরন করে। অতএব উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে, এক ব্যক্তি একজন মানুষ হত্যা করিয়াছিল, অতঃপর সে তাওবা করিলে আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করিয়াছিলেন।

فَاُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"যাহারা তাওবা করে এবং সৎকাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাহাদের অসৎকর্মকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই মেহেরবান"।

يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ -এর দুই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একটি হইল, যেই সকল লোক তাওবা করিবার পূর্বে খারাপ আমল করিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাওবা করিবার পর নেক আমল করিবার তাওফীক দান করেন। আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, তাহা হইল ঐ সকল মু'মিন যাহারা ঈমান আনিবার পূর্বে খারাপ কাজ করিত। কিন্তু ঈমান আনিবার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে অন্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া নেক কাজের প্রতি আগ্রহী করিয়াছেন, এবং তাহারা অন্যায় কাজের পরিবর্তে ভাল কাজ করিয়াছে।

আতা ইব্ন আবু রাবহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল লোক যাহারা তাওবা করে তাহাদের দোষগুলিকে পরিবর্তন

করিয়া কল্যাণকর গুণাবলীর অধিকারী করেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে প্রতিমা পূঁজার পরিবর্তে পরম করুণাময় আল্লাহর ইবাদত করিবার তাওফীক দান করেন। মুসলমানগণকে হত্যা করিবার পরিবর্তে মুশরিক হত্যার তাওফীক দান করেন। শিরক -এর পরিবর্তে ইখ্লাসের ও কুফর -এর পরিবর্তে ইসলাম গ্রহণ করিবার এবং পাপ পংকিলতার পরিবর্তে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের তাওফীক দান করেন। আবুল আলীয়াহ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেক এই তাফসীর করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হইল, শুধুমাত্র তাওবার কারণেই তাওবাকারীর বিগত সকল গুনাহ নেকীর দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। আর ইহার কারণ হইল, তাওবাকারী যখনই তাহার বিগত গুনাহসমূহ স্মরণ করিবে তখনই সে অনুতপ্ত হইবে, ইস্তিগফার করিবে ফলে তাহার গুনাহ নেকীতে পরিবর্তিত হইবে। যদিও তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, কিয়ামত দিবসে তাহার আমলনামায় গুনাহর পরিবর্তে নেকী লেখা থাকিবে। বিশুদ্ধ হাদীস ও আসার দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবু মু'আবীয়াহ (র) ..... হযরত আবু যার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি দোযখ হইতে সর্বশেষে বাহির হইবে এবং সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবে উহা আমি জানি না। এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করিয়া আল্লাহ ফিরিশতাগণকে বলিবেন, তোমরা উহার বড় বড় গুনাহসমূহ মিটাইয়া দাও এবং ছোটছোট গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি অমুক, অমুক ও অমুক দিনে অমুক অমুক ও অমুক গুনাহ করিয়াছ। সে উহা স্বীকার করিবে। অস্বীকার করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রত্যেক গুনাহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করা হইল। তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো অনেক গুনাহ করিয়াছ যাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না? রাবী বলেন, ইহা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এমনভাবে হাসিয়া পড়িলেন যে, তাঁহার মুবারক দাতগুলি দেখা গেল।

হাফিয আবুল কাসিম তিব্রানী (র) বলেন, হাশেম ইব্ন ইয়াযীদ (র) ..... আবু মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اِذَ نَامَ اِبْنُ اٰدَمَ قَالَ الْمَلَكُ لِلشَّيْطَانِ اَعْطِنِى صَحِيْفَتَكَ فَيُعْطِيْهِ اَيَّاهَا فَمَا وَجَدَ فِى صَحِيْفَتِهِ مِنْ حَسَنَةٍ مَحَا بِهَا عَشَرَ سَيِّاٰتٍ مِنْ صَحِيْفَةِ الشَيْطَانُ الخ -

"যখন মানুষ নিদ্রা যায় তখন ফিরিশতা শয়তানকে বলে, আমাকে এই ব্যক্তির আমলনামা দাও। অতঃপর শয়তান তাহার আমলনামা ফিরিশতাকে দান করিবে,

ফিরিশতা তাহার আমলনামা হইতে ঐ ব্যক্তির এক এক নেকীর পরিবর্তে দশ দশটি গুনাহ বিলুপ্ত করিয়া দেয় এবং উহার স্থানে দশটি নেকী লিখিয়া দেন। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে সে যেন তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার। চৌত্রিশবার আল-হামদুলিল্লাহ ও তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করিয়া নিদ্রা যায়।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সালমান (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে তাহার আমলনামা দেওয়া হইবে, সে উহার উপরিভাগ পাঠ করিয়া দেখিবে উহাতে তাহার গুনাহসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে নিরাশ হইয়া যাইবে। অতঃপর সে আমলনামার নিম্নভাগ পাঠ করিবে। উহাতে সে তাহার নেক আমল দেখিতে পাইবে। তখন সে কিছু আশাও পোষণ করিবে। দ্বিতীয়বার যখন সে উহার উপরি ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তখন সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার গুনাহসমূহের স্থানে নেকী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে এমন কিছু লোক উপস্থিত করিবেন যাহারা মনে করিবে যে, তাহারা অনেক গুনাহ করিয়াছে। হযরত আবু হুরায়রা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐ সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহাদের গুনাহ সমূহকে আল্লাহ নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন।

ইবন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... আবু সাইফ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তিনি বলেন, চার প্রকার লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (১) মুত্তাকী ও পরহেযগারগণ (২) শাকির কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীগণ (৩) অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষনকারীগণ। (৪) ডান হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। জিজ্ঞাসা করা হইল এই সকল লোকদিগকে "আসহাবুল ইয়ামীন ডান হস্তে আমলনামাপ্রাপ্ত বলা হইবে কেন? তিনি বলিলেন, যেহেতু তাহারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকার আমল করিয়াছে এবং তাহদিগকে ডান হস্তে আমলনামা দেওয়া হইবে।

অতঃপর তাহারা এক এক অক্ষর করিয়া তাহাদের আমলনামা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহাতে তো সবই আমাদের গুনাহ লিপিবদ্ধ, আমাদের নেক আমল কোথায়? তখন আল্লাহ তাহাদের গুনাহসমূহ বিলুপ্ত করিয়া দিবেন এবং উহার পরিবর্তে উহাতে নেকী লিপিবদ্ধ হইবে এবং এই মুহূর্তে তাহারা আনন্দে বলিয়া উঠিবে هَؤُمُ اقْرَأُوْ كِتَابِيَهْ অর্থাৎ তোমরা আস এবং আমার আমলনামা দেখ। (হাক্কা ঃ ১৯) আর এই প্রকার লোকই বেহেশতে অধিক প্রবেশ করিবে। আলী ইবন জয়নুল আবিদীন (র) ইব্‌ন হুসাইন (রা) বলেন, গুনাহ সমূহকে নেকী দ্বারা আখিরাতে পরিবর্তন করা হইবে। মাকহুল (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা

করিয়া এবং নেকীতে পরিণত করিবেন। ইবন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... মাকহুল (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একজন অতিশয় বৃদ্ধলোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একব্যক্তি এত বড়ই গুনাহগার যে সে কোন প্রকার গুনাহ কোন প্রকার অশ্লীল কাজ বন্ধ করিতে ছাড়ে নাই। যদি তাহার গুনাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে বিতরণ করা হয় তবে সকলেই আল্লাহর গযবে ধ্বংস হইয়া যায়, এমন মহাপাপীর জন্যও কি তাওবা আছে? লোকটি বলিল, আমি, সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তো গুনাহ করিয়াছ; আল্লাহ উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমর গুনাহ সমুহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার ছোট-বড় সকল গুনাই কি ক্ষমা করা হইবে? তিনি বলিলেন, তোমার ঠোট বড় সকল প্রকার গুনাহই ক্ষমা করা হইবে। তখন লোকটি আনন্দ উৎফুল্লে তাক্বীর ও তাহলীল করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ইমাম তিবরানী (র) ..... হযরত আবু ফারওয়াহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি রাসূলূল্লাহ (সা) এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আচ্ছা, যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, কোন গুনাহ করিতেই ছাড়ে নাই, তাহার জন্য কি তাওবা আছে? তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন জী হাঁ। তখন রাসূলূল্লাহ (সা) বলিলেন, ভাল কাজ করিতে থাক এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করিতে থাক। তাহা আল্লাহ্ তা'আলা সকল মন্দ কাজকে ভাল কাজে পরিণত করিয়া দিবেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ছোট-বড় সকল গুনাহই কি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, অতঃপর প্রশ্নকারী সাহাবী তাক্বীর ধ্বনি করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইমাম তিবরানী ..... আবু ফারওয়া বায়হাকী (র) সূত্রে সালামাহ ইব্ন নুফাইল (রা) হইতে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিবরানী (র) আরো বলেন, আবু যুর'আহ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার নিকট একজন স্ত্রীলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমার জন্য কি তাওবা আছে? অথচ, ব্যাভিচার করিয়া সন্তান প্রসব করিয়াছি, উহাকে হত্যা করিয়াছি। আমি বলিলাম না, তোমার তাওবা কবুল হইবে না কখনও তোমার চক্ষু শীতল হইবে। আর না কখনও তুমি কোন মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে। তখন স্ত্রীলোকটি অনুতাপ অনুশোচনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত ফজরের সালাত পড়িলাম, এবং

তাহার খিদমতে স্ত্রীলোকটির ঘটনা বর্ণনা করিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি বড়ই খারাপ করিয়াছ। তুমি কি এই আয়াত পাঠ কর না ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ .... اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا الخ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইহার পর আমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলাম। সে খুশীতে সিজ্দায় পড়িয়া গেল। বলিল, সেই মহান সত্তার জন্য সকল প্রসংসা যিনি আমার মুক্তির পথ করিয়া দিয়াছেন। অত্র সূত্রে হাদীসটি গরীব। এবং সুত্রটির মধ্যে অপরিচিত রাবীও আছে। অবশ্য হাদিসটি ইব্ন জরীর (র) ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির হিযামী (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনায় যেই পার্থক্য রহিয়াছে উহা হইল, স্ত্রীলোকটি অনুতাপ করিতে করিতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট হইতে চলিয়া গেল এবং সে ইহাও বলিল, হায়! এই সুন্দর চেহারা কি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল? ইব্ন জরীরের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে, হযরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত হইতে বাহির হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটি খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু মদীনার সকল গলি খুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। কিন্তু হঠাৎ রাত্রিকালে ঐ স্ত্রীলোকটি পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস শুনাইলে সে সিজ্দায় পড়িয়া গেল এবং বলিল সেই মহান সত্তার জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমার জন্য তাওবার ব্যবস্থা করিয়াছিেন এবং আমার মুক্তির পথ করিয়াছেন। ইহার পর সে তাহার একটি বাদী ও তাহার কন্যাকে আযাদ করিয়া দিল। এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا আর যেই ব্যক্তি তাওবা করিবে এবং সৎকাজ করিবে, বস্তুত সে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করেন। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাঁহার ব্যাপক অনুগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেই ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে নিষ্ঠার সহিত তাওবা করে তিনি তাহার ছোট-বড় সর্বপ্রকার তাওবা কবুল করেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ ـ

"তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাহার বান্দাগণ হইতে তাওবা কবুল করেন"? (সূরা তাওবা ঃ ১০৪)।

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ـ

"আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ। তোমরা যাহারা নিজ সত্তার উপর অবিচার করিয়াছ, আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না"। (সূরা যুমার ঃ ৫০)

৭২. وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا .

৭৩. وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا .

৭৪. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

অনুবাদ ঃ (৭২) এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে। (৭৩) এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে উহার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যাহারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা আমাদিগের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদিগকে মুত্তাকীদিগের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহেও আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা মিথ্যা ও অনর্থক কাজ ও কথাবার্তায় যোগ দেয় না। কেহ কেহ বলেন; اَلزُّوْرُ দ্বারা এখানে শিরক, প্রতিমাপূজা বুঝানো হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মিথ্যা, ফিস্ক, কুফর, অনর্থক কার্যকলাপ ও বাতিল বস্তুকে বুঝানো হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যাহ (র) বলেন 'اَلزُّوْرُ' দ্বারা অনর্থক কার্যকলাপ ও গান বুঝান হইয়াছে। আবুল আলীয়াহ, তাউস, ইব্ন সীরীন, যাহ্হাক, রাবী ইব্ন আনাস (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইহা দ্বারা মুশরিকদের মেলা বুঝানো হইয়াছে। আম্র ইব্ন কায়িস (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল মন্দ ও অশ্লীলমূলক মজলিস। মালিক (র) যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ এর অর্থ হইল, তাহারা মদ্যপানে যোগ দেয় না এবং উহার প্রতি তাহাদের কোন আগ্রহও নাই। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন এমন অনুষ্ঠানে যোগ না দেয় যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়। কেহ কেহ বলেন, لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

-এর অর্থ হইল, যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হযরত আবু বাকরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কি উহা বলিয়া দিব না? তিনি ইহা তিনবার বলিলেন, আমরা বলিলাম, জী হ্যাঁ বলুন, তিনি বলিলেন, اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ আল্লাহর সহিত শরীক করা এবং পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করা।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হেলান দিয়া ছিলেন, তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেনঃ اَلاَقَوْلُ الزُّوْرِ اَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ সাবধান, মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। তিনি ইহা বারবার বলিতে থাকিলেন, এমন কি আমরা মনে মনে বলিলাম, হায়! তিনি যদি নীরব হইতেন। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, তবে পরবর্তী কালাম দ্বারা ইহাই স্পষ্ট যে, ইহার অর্থ তাহারা মিথ্যা ও অনর্থক কার্যকলাপের মজলিসে যোগ দেয় না। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا তাহারা যখন অনর্থক কার্যকলাপের মজলিস দিয়া অতিক্রম করে তখন ভদ্রভাবে অতিক্রম করে। অর্থাৎ তাহারা এই ধরনের মজলিসকে তো উদ্দেশ্য করিয়া যোগ দেয়-ইনা উপরন্তু যদি আকস্মিকভাবে এমন মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হয় তখনও তাহারা উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ইব্রাহীম ইব্ন মায়সার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আয়ত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র) একটি খেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি উহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া সোজা চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা জানিতে পাড়িয়া বলিলেন ঃ لَقَدْ اَصْبَحَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَمْسَى كَرِيْمًا ইব্ন মাসউদ আজ বড়ই ভদ্র প্রমাণিত হইয়াছে।

হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ নাহভী (র) ..... ইব্রাহীম ইব্ন মায়সারাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) একটি খেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি থামিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ আজ বড়ই ভদ্র প্রমাণিত হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়া ইব্রাহীম ইব্ন মায়সারাহ (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا ... الخ ইহা আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের গুণ যে তাহাদিগকে আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয় তাহারা উহার উপর বধির ও অন্ধভাবে এড়াইয়া যায় না অর্থাৎ তাহারা উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না। বরং কুরআনের আয়াত শ্রবণ করিতে উহা দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি করিতে যত্নবান

হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ بِاٰيَاتِهٖ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

"যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহর নাম লওয়া হয় তাহাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়। আর যখন তাহার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের উপর ভরসা করে"। (সূরা আনফাল ঃ ২)

কিন্তু অপরপক্ষে কাফিররা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করিলে উহা তাহাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বরং তাহারা তাহাদের কুফ্র, অবাধ্যতা, মুর্খতা ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ -

"আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে কতক বলে, তোমাদের মধ্য হইতে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে। বস্তুতঃ যাহারা মু'মিন কোন সূরা অবতীর্ণ হইলে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা আনন্দিত হয়। আর যাহাদের অন্তরে কুফ্র -এর রোগ রহিয়াছে কোন সূরা অবতীর্ণ হইলে তাহাদের পংকিল অন্তরে আরো পংকিলতার বৃদ্ধি হয়" (সূরা তাওবা ঃ ১২৪)।

অপরপক্ষে কাফিররা যখন কোন আয়াত শ্রবণ করে তাহারা পুর্বাবস্থায় অবিচল থাকে তাহাদের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। যেমন তাহারা বধির ও অন্ধ হওয়ার কারণে কোন কিছু শ্রবণ করে নাই। মুজাহিদ (র) ইহার তাফসীরে জানান যে মুসলিমগণ আল্লাহর আয়াত শ্রবণ করিয়া বধির ও অন্ধ হন না। যেভাবে তাহারা কোন কিছু শ্রবণ করিতে পারে না, দেখিতে পারে না এবং বুঝিতে পারে না মু'মিনগণ এইরূপ হন না। কাতাদাহ (র) বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَ ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا এর অর্থ হইল, আল্লাহ ঐ সকল প্রিয় বান্দাগণ, হক শ্রবণ করা হইতে বধির হয় না এবং তাহারা উহা হইতে অন্ধও থাকে নাই। এবং তাহারা হক ও সত্যকে বুঝিয়াছে এবং আল্লাহর কিতাব হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছে উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, উসাইদ ইব্ন আসিম (র) ..... ইবন আওন (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি শা'ফী (র) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ব্যক্তি

যিনি কিছু লোককে সিজ্‌দায় পায় তবে সেও কি সিজ্‌দায় যাইবে? অথচ যে আয়াত পাঠ করিয়া তাহারা সিজ্‌দায় গিয়াছে সে উহা শ্রবণ করেন নাই। তখন তিনি এই তিলাওয়াত করিয়া ইহা বুঝাইলেন যে, তাহার পক্ষে সিজ্‌দা করিতে হইবে না। কারণ সে শ্রবণ ও করে নাই আর উহা সম্পর্কে চিন্তাও করে নাই। আর কোন মু'মিনের পক্ষে চিন্তা করা ছাড়াই কোন কাজ করা উচিৎ নহে এবং বুঝিয়া সুঝিয়া যে কোন কাজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا الخ -

আর আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দাগণ এই দোয়া করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে এমন সুসন্তান দান করুন, যাহারা কেবল আপনার আনুগত্য স্বীকার করে, কেবল আপনারই দাসত্ব গ্রহণ করে, আপনার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করে। ফলে তাহাদের দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের চক্ষু শীতল হয়। ইকরিমাহ (র) বলেন, আল্লাহর এই প্রিয়জনগণ সুন্দর ও রূপবান সন্তানের জন্য দোয়া করে নাই। বরং কেবল এমন সন্তানের দোয়া করিয়াছে যাহারা আল্লাহর হুকুমের অনুগত হইবে। হাসান বাসরী (র)-এর নিকট আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হইতে আল্লাহর আনুগত্য প্রত্যক্ষ করাই একজন মু'মিন বান্দার কাম্য। পুত্রকন্যা ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের পক্ষ হইতে আল্লাহর আনুগত্য দেখিলেই একজন মু'মিনের চক্ষু শীতল হয়। মুজাহিদ (র) বলেন এমন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি দান করুন যাহারা আপনার উত্তম ইবাদত করে এবং কোন প্রকার পাপ করে না।

আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদিগকে এমন স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা দান করুন, যাহা দিগকে আপনি ইসলামের পথে পরিচালিত করিবেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মা'মার ইব্‌ন রশীদ (র) তিনি বলেন, একদিন আমরা মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি অতিক্রম করিল। সে বলিল, সেই দুই চক্ষু বড়ই মুবারাক যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দর্শন করিয়াছে। হায় আমরাও যদি তাঁহাকে দেখিতে পারিতাম হায়। আমরাও যদি রাসূলুল্লাহ (সা) সাহচর্য লাভ করিতে পারিতাম। ইহা শুনিয়া হযরত মিকদাদ (রা) ক্রোধান্বিত হইলেন। কিন্তু আমি তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া আশ্চার্যান্বিত হইলাম। কারণ, লোকটি তো খারাপ কিছুই বলেন নাই। হযরত মিকদাদ (রা) বলিলেন, মানুষের হইল কি যে, আল্লাহ তাহাকে যাহা দান করেন নাই, উহার জন্য সে আকাঙ্ক্ষা করে। ঐ যুগে থাকিলে যে তাহার কি অবস্থা হইত উহা কি তাঁহার জানা আছে? আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে এমন লোকও ছিল যাহাদিগকে তাহার দাওয়াত গ্রহণ না করিবার কারণে এবং অমান্য করিবার কারণে

লাঞ্ছিত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তোমরা ইহার জন্য আল্লাহর কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না যে, তোমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবার সাথেই তোমাদের প্রতিপালককে জানিতে পারিয়াছ। তোমাদের নবীর প্রতি প্রেরিত কিতাবকে তোমরা বিশ্বাস করিয়াছ। অথচ ইহার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি বিপদের যেই সয়লাব অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা তোমাদিগকে স্পর্শও করে নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই যুগে প্রেরিত হইয়াছিলেন, উহা ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং বর্বর ও মূখতার যুগ। প্রতিমা পূজা ব্যতিত উত্তম ধন আর কিছু থাকিতে পারে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত না। এমনি এক মূহুর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী এক দীন সহ আগমন কারিয়াছিলেন, যাহার মাধ্যমে তিনি সত্যকে পৃথক ও মিথ্যাকে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহার ফলে পিতা-পুত্র হইতে পৃথক হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতা কিংবা পুত্র অথবা ভাইকে কাফির দেখিত, তবে তাহার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকিবার কারণে সে তাহার সেই পিতা-পুত্র কিংবা ভাইকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলিয়া ধারণা করিত। ফলে এই ধরনের সন্তান ও আপনজন দেখিয়া তাহার চক্ষু শীতল হইবার কথা নহে। কারণ যে জানিত যে, তাহার আত্মীয় ও তাহার বন্ধু একজন দোযখী। আর এই কারণেই তাহারা আল্লাহ্ দরবারে দো'আ করিত, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ হইতে আমাদিগকে চক্ষুর শীতলতা দান করুন। রিয়ায়েতের সনদ বিশুদ্ধ।

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا -

আর হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানাইয়া দিন। ইব্ন আব্বাস (র), হাসান, সুদ্দী, কাতাদাহ ও রাবী ইব্ন আনাস (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদিগকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানাইয়া দিন যে, সৎকাজে তাহারা আমাদের অনুসরণ করে। অন্যান্য তাফসীর কারগণ বলেন, "আমাদিগকে পথপ্রদর্শনকারী ও কল্যাণের প্রতি আহবানকারী বানাইয়া দিন"। আল্লাহর এই সকল বান্দাগণের কাম্য ইহাই যে, তাহাদের সন্তানগণ ও যেন তাহাদের ইবাদতে অনুসরণ করে এবং তাহাদের হিদায়াত দ্বারা যেন অন্য লোক উপকৃত হয়। ইহা দ্বারা সাওয়াব ও অধিক লাভ হয় এবং ইহার পরিণতি ও অধিক কল্যাণকর। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মানুষের ইন্তিকাল হইয়া যায় তখন তাহার সকল আমল বন্দ হইয়া যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পর লাভ করিতে থাকে। সৎসন্তান, উপকারী ইল্ম ও সাদাকায়ে জারিয়াহ।

٧٥. أُولَـٰئِكَ يُجْـزَوْنَ الْـغُرْفَةَ بِمَا صَبَـرُوا وَيُلَقَّـوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا.

٧٦. خَٰلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.

٧٧. قُلْ مَا يَعْبَـؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.

অনুবাদ ঃ (৭৫) তাহাদিগকে প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইবে জান্নাত, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদিগকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিনন্দনওসালাম সহকারে। (৭৬) সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয় স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত উৎকৃষ্ট। (৭৭) বল, আমার প্রতিপালককে না ডাকিলে তাঁহার কিছু আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করিয়াছ, ফলে অচিরে নামিয়া আসিবে অপরিহার্য শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দান করিয়া তাহাদের বিনিময় ঘোষণা করিয়া বলেন ঃ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ। সকল লোকদিগকেই তাহাদের বিশেষ গুণাবলীর উপর ধৈর্যধারণের বিনিময়ে বেহেশত দান করা হইবে। وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا এবং ঐ বেহেশতের মধ্যে তাহাদিগের সম্মান প্রদর্শনার্থে দু'আ ও সালাম করা হইবে। ফিরিশতাগণ প্রতি দরজা দিয়া তাহাদের নিকট সালাম করিতে করিতে প্রবেশ করিবে। خَالِدِينَ فِيهَا তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে। কখনও তাহার ঐ স্থান ত্যাগ করিবে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ। যাহারা ভাগ্যবান তাহারা চিরকাল বেহেশতে অবস্থান করিবে। (সূরা হূদ ঃ ১০৮)

حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ঐ স্থান দেখিতেও চমৎকার এবং আরামের জন্যও উত্তম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ হে নবী! আপনি ঐ সকল কাফিরদিগকে বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন তবে আমার প্রতিপালক তোমাদের কোন পরোয়া করেন না। তোমাদের দ্বারা

আল্লাহর প্রয়োজনটা কি? বস্তুতঃ ইবাদত করিবার প্রয়োজন তোমাদেরই, কারণ আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার ইবাদত করিবার জন্য; তাঁহার একত্ববাদ মানিবার জন্য ও সর্বদা তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا হে কাফিররা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ অমান্য করিয়াছ। অতএব তোমাদের এই অমান্যতার কারণেই অবশ্যই তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা), উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী (র) এই আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে। হাসান বাসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আখিরাতের শাস্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা ফুরকান -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)।

তাফসীর ঃ আশ-শু'আরা

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

ইহাকে সূরা জামেআহ ও বলা হয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. طٰسٓمّٓ .

٢. تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ .

٣. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ .

٤. اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ .

٥. وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ .

٦. فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ .

٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ.

٨. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

٩. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (১) তা-সীন-মীম। (২) এই গুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (৩) উহারা মু'মিন হইতেছে না বলিয়া তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে। (৪) আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদিগের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করিতাম, ফলে উহাদিগের গ্রীবা বিনত হইয়া পড়িত উহার প্রতি। (৫) যখনই উহাদিগের কাছে দয়াময়ের এর নিকট হইতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই উহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৬) উহার তো অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত, তাহার প্রকৃত বার্তা তাহাদের নিকট শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে। (৭) উহারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি উহাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্‌গত করিয়াছি। (৮) নিশ্চয় উহাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (৯) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ 'মুকাত্তাআত' হরফ সম্বন্ধে "সূরা বাকারায়" আমরা পূর্বেই স্ববিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। অতএব এখন উহার প্রয়োজন নাই। تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ ইহা সু-স্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ, যাহা হক ও বাতিলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখাইয়া দেয় এবং হেদায়েত কি,গুমরাহী কি, উহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেয়। لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ সম্ভবতঃ আপনি তাহাদের ঈমান না আনিবার কারণে দুশ্চিন্তা করিয়া নিজের জীবন শেষ করিয়া ফেলিবেন।

কাফিরদের ঈমান না আনিবার কারণে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সেই কারণে অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

"আপনি ঐ সকল কাফিরদের প্রতি অনুতাপ করিয়া স্বীয় প্রাণনাশ করিবেন না"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ أٰثَارِهِمْ "তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া আপনি নিজের প্রাণকে নাশ করিয়া দিবেন"?

মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, আতীয়্যাহ, যাহ্হাক, হাস্সান (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ এর অর্থ হইল, জীবন হত্যাকারী ।যেমন কবির ভাষায় এই অর্থ উদ্দেশ্য করা হইয়াছে ঃ .

الا أيهذا الباخع الحزن نفسه * لشئ تحته عن يديه المقاء -

এই অর্থ উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ -

যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদের প্রতি আসমান হইতে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করিতে পারি, যাহার সম্মুখে তাহাদের গর্দান অবনত হইবে এবং ঈমান আনিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যেহেতু আমি কেবল ঐচ্ছিক ঈমানেরই প্রত্যাশা করি। অতএব এইরূপ নিদর্শন অবতীর্ণ করি না, যাহার ফলে তাহারা বাধ্য হইয়া ঈমান আনে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا - أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ -

"আপনার প্রতিপালক ,ইচ্ছা করিলে বিশ্বের সকল লোক ঈমান আনিত। তবে কি আপনি ঈমান আনিতে বাধ্য করিবেন"? (সূরা ইউনুস ঃ ৯৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً -

"যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন, তবে সকল মানুষকে একই দল ভুক্ত করিয়া দিতেন"। (সূরা হূদ ঃ ১১৮) কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহা করেন নাই। বরং পৃথক পৃথক ধর্মের ব্যাপারে তাহার নির্ধারিত বিষয়টিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়া ও ধর্ম গ্রন্থাদি নাযিল করিয়া তিনি দলীল প্রমাণ কায়েম করিয়াছেন।

وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ -

"আর তাহাদের নিকট পরম করুণাময় আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যখনই নতুন কোন উপদেশ বাণী আসে তাহাদের অধিকাংশই উহার হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ "আর আপনি যদি তাহাদের ঈমান জন্য লোভও করেন তবুও তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনিবে না"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ -

"বান্দাগণের প্রতি বড়ই অনুতাপ! তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূলের আগমন ঘটে তাহারা তাহার সহিত বিদ্রুপ করিতে থাকে"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩০)

আরো ইর্‌শাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ -

"অতঃপর আমি পর্যায়ক্রমে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি কিন্তু সেই উম্মাতের নিকট যখনই তাহাদের রাসূল আগমন করিয়াছেন তাহরা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে"। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৪৫)

এখানে ও আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبَؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِؤُنَ -

'যেই সকল লোকের প্রতি শেষ নবীকে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহারা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব তাহাদের নিকট অচিরেই তাহাদের বিদ্রুপের পরিণতি সমাগত হইবে। তাহারা জানিতে পারিবে যে, এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার অশুভ পরিণতি কি !

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ -

"অচিরেই যালিমরা জানিতে পারিবে যে, তাহারা কোন পথে পরিচালিত হইতেছে"।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহাশক্তি ও প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়া ঐ সকল লোককে সতর্ক করিয়াছেন যাহারা তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিবার ও তাঁহার প্রতি অবতারিত কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছে। যিনি রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তিনি এমন মহাশক্তির অধিকারী যিনি যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে নানা প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, নানা প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, জনৈক রাবীর মাধ্যমে শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মানুষ যমীনেরই উৎপাদিত বস্তু। তাহাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে সম্মানিত। আর যে দোযখে প্রবেশ করিবে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً অবশ্যই ইহাতে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার প্রমাণ রহিয়াছে, যিনি যমীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন। এবং আসমানকে সুউচ্চ করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তাহার প্রতি ঈমান আনে নাই। বরং তাঁহার প্রেরিত রাসূল ও অবতারিত কিতাব সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং তাঁহার আদেশ নিষেধ অমান্য করিয়াছে।

إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ অবশ্যই আপনার প্রতিপালক বড়ই শক্তিধর, যিনি তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বড়ই মেহেরবান। অতএব তাঁহার শক্তি সত্ত্বেও কাহাকেও তাঁহার বিরোধিতার কারণে শাস্তি দিতে ব্যস্ত হন না। বরং তাহাকে অবকাশ দান করেন অতঃপর তাহাকে অতিশয় কঠিন হস্তে পাকড়াও করেন। আবুল আলীয়াহ, রাবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিরোধিতাকারী ও যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে তাহাদিগকে হইতে কঠিন হস্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাওবা করে আল্লাহ তাহার প্রতি বড়ই মেহেরবান।

١٠. وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

١١. قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ .

١٢. قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ .

١٣. وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ .

١٤. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ .

١٥. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ .

١٦. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

١٧. اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ .

١٨. قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ .

١٩. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ .

٢٠. قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ.

٢١. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ.

অনুবাদ ঃ (১০) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও, (১১) ফিরা'আউন সম্প্রদায়ের নিকট, উহারা কি ভয় করে না ? (১২) তখন সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে অস্বীকার করিবে (১৩) এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে। আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নাই। সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও (১৪) আমার বিরুদ্ধে তো উহাদিগের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে (১৫) আল্লাহ্ বলিলেন, না, কখনও নহে। অতএব তোমরা উভয়েই আমার নিদর্শন সহ যাও। আমি তোমাদিগের সংগে আছি, শ্রবণকারী (১৬) অতএব তোমরা ফিরা'আউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল (১৭) আর আমাদিগের সহিত যাইতে দাও বনী ইসরাঈলকে (১৮) ফির'আউন বলিল, আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদিগের মধ্যে লালন-পালন করি নাই এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্যে কাটাইয়াছ (১৯) তুমি তো তোমার কর্ম যাহা করিবার তাহা করিয়াছ, তুমি অকৃতজ্ঞ। (২০) মূসা বলিল, আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ। (২১) অতঃপর আমি তোমাদিগের ভয়ে ভীত হইলাম, তখন আমি তোমাদিগের নিকট হইতে পালাইয়া গিয়াছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং রাসূল করিয়াছেন (২২) আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ তাহা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করিয়াছ।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল ও কালীম হযরত মূসা (আ)-কে যেই নির্দেশ দিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। তূর পাহাড়ের ডাইন দিক হইতে তাঁহাকে আহবান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে

রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং ফির'আউনকে দাওয়াত পৌছাইবার জন্য তাহার নিকট গমন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلاَ يَتَّقُوْنَ قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ - وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ -

হে মূসা! তুমি ফির'আউনের কাওমের নিকট গমন কর। তাহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর। তাহারা কি আল্লাহকে ভয় করিবে না। পরহেযগারী অবলম্বন করিবে না। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমার ভয় হইতেছে যে, আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া রাসূল হইবার দাবী করিয়া আপনার দাওয়াত পৌছাইলে তাহারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে। আমার অন্তর সংকুচিত হইয়া যাইবে। আমি সুন্দরভাবে কথা বলিতে অক্ষম। অতএব আপনি হারূনকে রাসূল করিয়া তাহাদের নিকট প্রেরণ করুন। ইহা ছাড়া তাহারা আমার উপর একটি অপরাধের দাবীও করে। অতএব আমার ভয় হইতেছে যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। হযরত মূসা (আ) এইভাবে আল্লাহর দরবারে স্বীয় ওজর পেশ করিলেন। এবং উহা দূর করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিলেন। সূরা 'তো-হা' -এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ....قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى -

"মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সীনা খুলিয়া দিন এবং আমার কাজকে সহজ করিয়া দিন ..... অতঃপর আল্লাহ্ বলিলেন, হে মূসা! তোমার সকল প্রার্থনা মঞ্জুর হইল"।

وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ আর তাহারা আমার উপর একটি অপরাধের দাবী করে। অতএব ভয় হইতেছে যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। হযরত মূসা (আ) একজন কিব্তীকে হত্যা করিয়াছিলেন। আর এই কারণে তিনি মিসর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। قَالَ كَلاَّ ইহার জবাবে আল্লাহ বলিলেন, তুমি ইহার জন্য একটু ভয় করিও না। ইহার জন্য আমি যাবতীয় ব্যবস্থা করিব। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيَاتِنَا.

"অচিরেই তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে মযবুত করিয়া দিব এবং তোমাদের জন্য দলীল প্রমাণ নির্ধারণ করিয়া দিব। অতএব তাহারা তোমাদের নিকট পৌছিতেই সক্ষম হইবে না বরং তোমরাও তোমাদের অনুসারীগণই বিজয়ী হইবে"।

فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ তোমরা আমার নির্দশন ও মু'জিযা লইয়া তাহাদের নিকট গমন কর। আমি তোমাদের কথা শ্রবণ করিব এবং তোমাদের জন্য আমার সাহায্য থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّنِىْ مَعَكُمَاۤ اَسْمَعُ وَاَرٰى অর্থাৎ আমি নিশ্চয় তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের সংরক্ষণ করিব, তোমাদের কথা শ্রবণ করিব, তোমাদের দেখিব ও তোমাদের সাহায্য করিব। فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তোমরা উভয়ই ফির'আউনের নিকট গমন করিয়া বল, আমরা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে প্রেরিত। اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নিকট আমাদিগকে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে তোমার গোলামী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সহিত প্রেরণ করিবে। বস্তুত তাহারা আল্লাহ্র মু'মিন বান্দা অথচ, তুমি তাহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছ। ফির'আউন যখন হযরত মূসা (আ)-এর এই দুঃসাহসিকতা পূর্ণ কথা শুনিল, তখন সে অতি তাচ্ছিল্য ভরে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল ঃ اَلَمْ نُرَبِّكَ وَلِيْدًا আমি কি তোমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করি নাই ? অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তি নহে, যাহাকে আমার ঘরে প্রতিপালন করিয়াছি ? আমার সর্বপ্রকার সেবাযত্ন গ্রহণ করিয়াই তুমি বড় হইয়াছ এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার দেওয়া সর্বপ্রকার নিয়ামত ভোগ করিয়াছ ? এবং উহার প্রতিদানে তুমি আমার গোষ্ঠীরই একজন লোককে হত্যা করিয়া নিমকহারামী করিয়াছ? وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ বস্তুতঃ তুমি অকৃতজ্ঞদেরই দলভুক্ত। ইব্ন আব্বাস (রা) আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইব্ন জরীর (র)-এর মনোপুত তাফসীরও ইহাই।

قَالَ فَعَلْتُهَاۤ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ মূসা বলিল, আমি তখন ঐ কাজ এমন অবস্থায় করিয়াছিলাম যে, তখন আমি সঠিক পথ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। আমার নিকট তখনও আল্লাহর পক্ষ হইতে অহী আসে নাই এবং নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্ত হই নাই। ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ ضَآلِّيْنَ অর্থ جَاهِلِيْنَ অর্থাৎ আমি তখন অজ্ঞ ছিলাম। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (র)-এর কিরাতে وَاَنَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ বর্ণিত আছে।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ অতঃপর আমি তোমাদের ভয়ে পলায়ন করিয়াছি। অর্থাৎ যখন আমি কিবতীকে হত্যা করিয়াছিলাম এবং তোমাদের অত্যাচারের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলাম। তখনকার অবস্থা হইতে আমার বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন আমি ওহী ও রিসালত প্রাপ্ত ছিলাম না, বর্তমান আমি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমার নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত। অতএব এখন যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তবে তো নিরাপদ থাকিবে নচেৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) ফিরা'আউনকে বলিলেন ঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ -

আমার প্রতি তোমার যেই অনুগ্রহের তুমি খোটা দিতেছ, উহা এই তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানাইয়া রাখিয়াছ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানাইয়া তাহাদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিতেছ, যেই অমানবিক কষ্ট ও যাতনা দিতেছ উহার তুলনায় এক ব্যক্তির প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও বদান্যতা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু নহে।

٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

٢٤. قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ.

٢٥. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ.

٢٦. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ.

٢٧. قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ.

٢٨. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (২৩) ফির'আউন বলিল, জগতসমূহের প্রতিপালকের আবার কে (৩৪) মূসা বলিল, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (২৫) ফির'আউন তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমরা শুনিতেছ তো (২৬) মূসা বলিল. তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের প্রতিপালক (২৭) ফির'আউন বলিল, তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত তোমাদিগের রাসূল তো নিশ্চয়ই পাগল (২৮) মূসা বলিলেন, তিনি পূর্ব পশ্চিমের এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝিতে।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের কুফরি, অহংকার ও অবাধ্যতার সংবাদ দিয়াছেন। যেহেতু ফির'আউন তাহার প্রজাদিগকে এই কথা বিশ্বাস করাইতেছিল যে, مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ সে ছাড়া আর কোন রব ও প্রতিপালক নাই এবং তাহারা তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। তাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করিত এবং বিশ্বাস করিত যে ফির'আউন ছাড়া আর কোন রব নাই। হযরত মূসা (আ) যখন তাহার নিকট গিয়া বলিল, রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে তোমার নিকট তাঁহার হুকুম পৌছাইবার নিমিত্তে আসিয়াছি, তখন সে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ। আমি ছাড়া আর রব কে আছে? পূর্ববর্তী পরবর্তী উলামায়ে কিরামগণ এই রূপ তাফসীর করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ-এর মর্ম قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى আয়াতের অনুরূপ। অর্থাৎ ফির'আউন বলিল, হে মূসা ! তোমাদের রব আবার কে? মূসা বলিল, আমাদের রব সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সকলকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন। তর্ক শাস্ত্রবিদগণের মধ্য হইতে যাহারা এই কথা বলেন যে, ফির'আউন আল্লাহর হাকীকত ও তাঁর মূল পরিচিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহারা ভুল করিয়াছে। কারণ ফির'আউন আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করিত না। অতএব আল্লাহর হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার প্রশ্নই উঠে না। অথচ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের উপর দলীল প্রমাণ সবই তাহার নিকট উপস্থিত ছিল। ফির'আউন যখন হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করিল, আমি ছাড়া আবার রাব্বুল আলামীন কে আছেন ? তখন তিনি বলিলেনঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ

আসমানসমূহ ও যমীন এবং উহাদের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুর যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা তিনিই রাব্বুল আলামীন। তিনিই সকল বস্তুর মালিক তিনিই অদ্বিতীয় উপাস্য। ঊর্ধ্বজগত এবং উহাতে অবস্থিত স্থির-অস্থির নক্ষত্রপুঞ্জকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। যমীন এবং উহাতে বিদ্যমান সকল পাহাড়-পর্বত নদী-নালা, গাছ-পালা, জীব-জন্তু এবং উভয় জগতের মাঝে শূন্যেই উড়ন্ত সকল পাখি-পক্ষী তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল বস্তু তাঁহার দাস এবং তাঁহার সম্মুখে অবনত।

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ। এই মহান সত্তাকে কেবল তখনই রাব্বুল আলামীন বলিয়া মানিবে যদি তোমার বিশ্বাস স্থাপনকারী অন্তর থাকে এবং দর্শনকারী চক্ষু থাকে। হযরত মূসা (আ)-এর মুখে এই কথা শুনিবার পর ফির'আউন তাহার মন্ত্রী বর্গের প্রতি তাকাইয়া বিদ্রুপ করিয়া এবং মূসা (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিল ঃ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ। আরে তোমার কি ইহার বক্তব্যকে শ্রবণ করিতেছ না ? সে যে বলিতেছে যে, আমি ছাড়া আরো

নাকি কোন উপাস্য আছে। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া মূসা (আ) বলিলেন ঃ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۤئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিপালক তিনিই। ফির'আউন তাহার কাওমকে বলিল ঃ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ তোমাদের যেই রাসূলকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, নিঃসন্দেহে সে একজন পাগল। তাহা না হইলে আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও সে উপাস্য বলিয়া মানিত না।

তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আমি যাহাকে রব বলিয়া বিশ্বাস করি কেবল তিনিই মাশরিক, মাগরিব এবং উহাদের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুর রব। যদি তোমরা বুঝিতে সক্ষম হও"। কেবল তিনিই পূর্বদিকে সূর্যকে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত করেন। যদি ফির'আউন রব উপাস্য হওয়ার দাবীতে সত্য হয় তবে আল্লাহ্ ব্যবস্থাপনার বিপরীত করিয়া দেখাক অর্থাৎ সে যেন সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করিয়া পূর্ব দিকে অস্তমিত করুক। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সহিত বিতর্কে অবতরণকারী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ـ

"ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব দিক হইতে সূর্য উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিক হইতে উদিত কর"। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

হযরত মূসা (আ)-এর দলীল প্রমাণ পেশ করিবার পর ফির'আউনের পক্ষ আর যখন উত্তর করা সম্ভব হইল না, তখন সে এই ভাবিয়া তাহার শক্তি ব্যবহার করিবার ধমক দিল যে হয়ত ইহা দ্বারা হযরত মূসা (আ) প্রভাবিত হইবেন।

٢٩. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ.

٣٠. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ.

٣١. قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

٣٢. فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ.

Contents

٣٣. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِيْنَ.

٣٤. قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ.

٣٥. يُرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ.

٣٦. قَالُوْا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ.

٣٧. يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ.

অনুবাদ ঃ (২৯) ফির‘আউন বলিল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব। (৩০) মূসা বলিল, আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করিলেও (৩১) ফির‘আউন বলিল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর (৩২) অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল (৩৩) আর মূসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শনকারীদিগের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল (৩৪) ফির‘আউন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর (৩৫) এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে তাহার যাদুর বলে বহিষ্কার করিতে চাহে ? (৩৭) তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও (৩৭) যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।

তাফসীর ঃ ফির‘আউন যখন যুক্তি তর্কের দ্বারা হযরত মূসা (আ) কে পরাজিত করিতে ও প্রভাবিত করিতে ব্যর্থ হইল তখন সে তাহাকে তাহার ক্ষমতার ভয় দেখাইয়া প্রভাবিত করিতে উদ্যত হইল। সে তাহাকে বলিল ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ -

যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করিব। ইহা শুনিয়া হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, أَوَ

لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ আমি যদি তোমার নিকট দলীল প্রমাণ পেশ করি তবুও কি তুমি আমাকে কারারুদ্ধ করিবে?

قَالَ فَأْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ফির'আউন বলিল, যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হও তবে উহা পেশ কর। فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ তখন মূসা (আ) তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলে উহা এক সুস্পষ্ট ভয়ানক বিকট আকৃতির অজগরে পরিণত হইল। وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ এবং তাহার জেব হইতে হাত বাহির করিলে আকস্মিক দর্শকদের জন্য উহা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। ইহা দেখিয়া ফির'আউন তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইল এবং দরবারী সর্দারগণকে বলিল, اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি বড় বিজ্ঞ যাদুকর। এই কথা বলিয়া ফির'আউন তাহার দরবারীদিগকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষে হইতে এই আলৌকিক ঘটনা কেবল তাঁহার বিজ্ঞ যাদুকরী ছাড়া কিছু নহে। ইহা তাহার নবুওয়াতের দলীল নহে। অতঃপর সে তাহার দরবারীদিগকে তাহার বিরোধিতা করিবার জন্য উত্তেজিত করিল। সে বলিল ঃ

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ -

তাহার ইচ্ছা সে তাহার যাদুশক্তি দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদিগের আবাস ভূমি হইতে বিতাড়িত করিবে। এখন তাহার ব্যাপারে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও। অর্থাৎ মূসা তাঁহার যাদুমন্ত্রের দ্বারা মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিবে। তাহারা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার অনুসরণ করিবে। ফলে তাহাদের সাহায্যে সে তোমাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইবে। এই পরিস্থিতিতে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও?

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ -

তাহারা বলিল, আপনি মূসা ও তাহার ভাইকে অবকাশ দিন এবং বিভিন্ন শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন, তাহারা বিজ্ঞ যাদুকরদিগকে একত্রিত করিবে এবং যাদুকররা মূসা (আ) কে মুকাবিলা করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবে। ফলে আপনি বিজয়ী হইবেন। তাহাদের প্রস্তাবে ফির'আউন ঐক্যমত পোষণ করিল এবং যাদুকরদিগকে একত্রিত করিয়া বিশাল ময়দানে ব্যবস্থা করিল। বস্তুত ইহা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রকাশ্যভাবে সকলের সম্মুখে তাঁহার নির্দশন ও দলীল প্রকাশের এক সুব্যবস্থা।

৩৮. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ.

৩৯. وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ.

٤٠. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ .

٤١. فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ .

٤٢. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ .

٤٣. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ .

٤٤. فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ .

٤٥. فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ .

٤٦. فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ .

٤٧. قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

٤٨. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (৩৮) অতঃপর এক নির্বাচিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্র করা হইল (৩৯) এবং লোকদিগকে বলা হইল, তোমরা সমবেত হইতেছ কি? (৪০) অতঃপর যাদুরকরা আসিয়া ফির'আউনকে বলিল, আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদিগের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো? (৪২) ফির'আউন বলিল হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্টদের শামিল হইবে। (৪৩) মূসা তাহাদিগকে বলিল, তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করার তাহা নিক্ষেপ কর (৪৪) অতঃপর তাহারা উহাদিগের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং বলিল ফির'আউনের ইজ্জতের শপথ আমরাই বিজয়ী হইব। (৪৫) অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল সহসা উহা

উহাদিগের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল। (৪৬) তখন যাদুকরেরা সিজ্‌দায় নত হইয়া পড়িল (৪৭) এবং বলিল, আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি (৪৮) যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও কিব্‌তী সম্প্রদায়ের মাঝে যেই বিতর্ক ও মুকাবিলা হইয়াছিল উহা তিনি সূরা আ'রাফ, সূরা তোহা এবং অত্র সূরা শু'আরা এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কিব্‌তী সম্প্রদায় ভাবিয়া ছিল যে, তাহারা আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকারে নির্বাসিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ সম্ভব ছিল না। ঈমান ও কুফর এর যখনই মুকাবিলা হয় তখন কুফরের উপর ঈমানের বিজয়ী ঘটে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ـ

"বরং হকের দ্বারা বাতিলের উপর আঘাত হানি। অতঃপর হক বাতিলকে চুরমার করিয়া দেয় এবং উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ। আপনি বলুন, হক সমাগত হইয়াছে বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে। এই কারণেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন শহর হইতে আগত খ্যাতনামা সুপ্রসিদ্ধ যাদুকরগণ একত্রিত হইয়া হযরত মূসা (আ)-এর মুকাবিলা পরাস্ত হইল এবং হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিল। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। কাহারও মতে সতের হাজার। কেহ বলেন, উনিশ হাজার। ইহা ছাড়া ত্রিশ হাজারের উর্ধে এবং আশি হাজার বলিয়া কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, যাদুকরদের চারজন সর্দার ছিল। তাহাদের নাম হইল, সাবূর, আয়ূর, হাত্‌হাত্ ও মুসাফ্‌ফা। চারজন ছিল তাহাদের কার্যনির্বাহী। ঐ দিন বিপুল জন সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ঐ জন সমাবেশ হইতে একজন বলিল ঃ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ـ

যদি যাদুকররা বিজয়ী হয় সম্ভবত আমরা তাহাদের অনুসরণ করিব। তাহাদের কাহার ও মুখ হইতে ইহা বাহির হইল না যে, আমরা হকের অনুসরণ করিব। কারণ, তাহারা ফির'উনের প্রজা ছিল এবং প্রজারা সাধারণতঃ বাদশাহর ধর্মের অনুসারী হইয়া থাকে।

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا...الخ ـ

যখন যাদুকরেরা ফির'আউনের দরবারে উপস্থিত হইল। ফির'আউন তাহাদের সম্মানের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা যদি বিজয়ী হই,

তবে কি আমাদের জন্য কোন বিশেষ বিনিময় থাকিবে। قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ। সে বলিল হ্যাঁ, তোমরা তখন অবশ্যই আমার বিশেষ ঘনিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অতঃপর তাহারা মুকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ـ

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল হে মূসা! তুমি কি পূর্বে নিক্ষেপ করিবে, না কি আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করিব। قَالَ بَلْ اَلْقُوْا মূসা (আ) বলিল, আমি নহে বরং তোমরা অগ্রে নিক্ষেপ কর।

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার আছে উহা তোমরা নিক্ষেপ কর। فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ অতঃপর তাহারা তাহাদের রাশি ও লাঠি গুলো নিক্ষেপ করিল এবং বলিল, ফির'আউনের ইজ্জতের কসম, আমরা বিজয়ী হইব।

সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ـ

তাহারা মানুষের চক্ষুতে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিল এবং বড় ধরনের যাদু পেশ করিল। সূরা তো-হার মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ـ

"আকস্মিক তাহাদের রশিও লাঠিগুলো তাহার কাছে তাহাদের যাদুর কারণে দৌড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল"। আর এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ

"অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলেন, আকস্মিকভাবে উহা ঐ সবই গিলিতে লাগিল যাহা তাহা গড়িয়াছিল এবং কিছুই অবশিষ্ট রহিল না"। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .... رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ـ

অতঃপর হক সাব্যস্ত হইল এবং তাহাদের কৃত বস্তু বাতিল প্রমাণিত হইল। সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল এবং সকলেই অবনত হইয়া সিজ্দা করিল। তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা সারা জাহানের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।

ফির'আউনের সম্মুখে সত্যের এই সুস্পষ্ট দলীল উপস্থিত হইল এবং তাহার আর কোন ওজর অবশিষ্ট থাকিল না। যাহাদের সাহায্য সে বিজয়ী হইবার জন্য সাহায্য

প্রার্থনা করিয়াছিল তাহারা পরাজয় বরণ করিয়া তখনই হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিল এবং রাব্বুল আলামীনের প্রতি মাথা অবনত করিয়া সিজ্‌দা করিল। যিনি সুস্পষ্ট মু'জিযাসহ হযরত মূসা ও হারূনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফির'আউন পরাজিত হইল, লাঞ্ছিত হইল, আল্লাহর প্রেরিত মু'জিযা স্বচক্ষে দেখিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে, ঈমান আনিতে ব্যর্থ হইল। শুধু ইহা নহে সে অহংকার ভরে যাদুকরদিগের অধিক শত্রুতা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। সে যাদুকরদিগকে শক্তি দ্বারা নিষ্পেষিত করিবার ধমক দিয়া বলিল ঃ

إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ـ

মূসা তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে।

إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ ـ

"নিশ্চয়ই ইহা একটি ষড়যন্ত্র যাহা তোমরা পূর্বে আঁটিয়াছিলে"।

৪৯. قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۚ

৫০. قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۚ

৫১. اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

অনুবাদ ঃ (৪৯) ফির'আউন বলিল, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? এই তো তোমাদিগের প্রধান যে তোমাদিগকেই যাদু শিক্ষা দিয়াছে। শ্রীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে। আমি অবশ্যই তোমাদিগের হাত এবং তোমাদিগের পা বিপরীত হইতে কর্তন করিবই। (৫০) তাহারা বলিল, কোন ক্ষতি নাই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। (৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদিগের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন। কারণ আমরা মু'মিনদিগের অগ্রণী।

তাফসীর ঃ যাদুকরদের ঈমান আনিবার পর ফির'আউন তাহাদিগকে শাস্তির ধমক দিল। অথচ, উহাতে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইল। বস্তুতঃ ইহার কারণ ছিল, তাহাদের অন্তর হইতে কুফ্র -এর পর্দা সরিয়া গিয়া সত্য এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়া ছিল যে, শাস্তির ধমক দিয়া ঐ বিশ্বাস হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা হযরত মূসা (আ) এর মু'জিযা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত না হইলে কোন মানুষের পক্ষে এই আলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এবং হযরত মূসা (আ) একজন সত্য নবী, আল্লাহ্ তা'আলা ইহার সাহায্যেই তাহাদের সম্মুখেই উহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

ফির'আউন নও মুসলিম যাদুকরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, اٰمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؟ আমার অনুমতির পূর্বেই তোমরা মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিলে। তোমাদের এত বড় ধৃষ্টতা, অথচ আমি তোমাদের শাসক আমার অনুমতি প্রার্থনা করা তোমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, আমার অনুমতি পাইলে তোমরা ঈমান আনিতে নচেৎ বিরত থাকিতে।

اِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ তাহা হইলে বুঝা গেল ঐ মূসা (আ) তোমাদের বড় গুরু যে, তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু ফির'আউনের এই কথা যে, একবারেই ভিত্তিহীন তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ হযরত মূসা (আ)-এর সহিত ঐ সকল যাদুকরদের আর কখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই। অতএব যাদুকরদের উস্তাদ ও গুরু হইবার প্রশ্নই অবান্তর। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এই রূপ কথা বলিতে পারে না। যাদুকরগণ ঈমান আনিবার ঘোষণা করিল, তখন ফির'আউন তাঁহাদের হাত পাও কর্তন করিবার ও শূলেতে চড়াইবার ধমক দিলে তাহারা বলিয়া উঠিল, لَاضَيْرَ কোন ক্ষতি নাই, আমাদের কোন পরোয়া নাই। اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। এবং তিনি আমাদিগকে আমাদের কর্মের উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

তাহারা আরো বলিল, اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَارَبُّنَا خَطٰيٰنَا আমাদের বাসনা, তিনি যেন আমাদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন এবং ঐ যাদুর পাপ ও মোচন করিয়া দেন যাহার জন্য তুমি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছ। اِنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ কারণ আমরা সর্বপ্রথম ঈমান আনিয়াছি। আমাদের কিব্তী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এখন ও আর কেহ ঈমান আনে নাই। ইহার পর ফির'আউন তাহাদের সকলকে হত্যা করিয়া দিল।

٥٢. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ .

٥٣. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ .

٥٤. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ .

٥٥. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ .

٥٦. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ .

٥٧. فَأَخْرَجْنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ .

٥٨. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ .

٥٩. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ .

অনুবাদ ঃ (৫২) আমি মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম। এই মর্মে আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বহির্গত হও, তোমাদিগের পশ্চাদ্বাবণ করা হইবে। (৫৩) অতঃপর ফির'আউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাইল। (৫৪) এই বলিয়া ইহার তো একটি ক্ষুদ্র দল। (৫৫) উহারা তো আমাদিগের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে। (৫৬) এবং আমরা তো একদল সদাসতর্ক (৫৭) পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠিকে বহিষ্কৃত করিলাম উহাদিগের উদ্যানরাজী ও প্রস্রবণ হইতে। (৫৮) এক ধনভান্ডারের ও সুরম্য সৌধমালা হইতে (৫৯) এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী।

তাফসীর ঃ মিসরে হযরত মূসা (আ)-এর অবস্থান যখন দীর্ঘ হইল এবং ফির'আউনের কাছে তিনি আল্লাহ্‌র দলীল প্রমাণাদি পেশ করিলেন। অথচ, দিন দিন ফির'আউনের দৌরাত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, তখন তাহার ভাগ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে রাত্রি কালেই বনী

ইস্রাঈলকে মিসর ত্যাগ করিতে হুকুম দিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে গমন করিতে হুকুম দিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র হুকুম পালন করিলেন। বনী ইসরাঈল ফির'আউনের কাওমের বহু গহনা ধার লইয়াছিল। তাহারা ঐ সকল গহনা লইয়াই হযরত মূসা (আ)-এর সহিত রওয়ানা হইল। একাধিক তাফসিরকারের মতে ফজর হইবার সাথেই হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে লইয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন, ঐ রাত্রে চন্দ্রগহণ হইয়াছিল।

হযরত মূসা (আ) যখন রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কবর কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, বনী ইসরাঈলের একজন স্ত্রী লোক কবরটি সন্ধান দিল। হযরত মূসা (আ) তাঁহার সিন্ধুক সাথে লইয়া গেলেন। হযরত ইউসূফ (আ) বনী ইসরাঈলকে অসীয়্যত করিয়াছিলেন, তাহারা যখন মিসর ত্যাগ করিবে তখন তাঁহার লাশের সিন্ধুকটি সংগে লইয়া যায়।

এই সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আরব বেদুঈনের বাড়ী অবতরণ করিলেন। সে তাঁহাকে সম্মান করিল। তাঁহার বাড়ী হইতে বিদায় কালে তাঁহাকে বলিলেন, তুমি মদীনায় আমার সাক্ষাৎ করিবে। কিছুকাল পরে ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদ্মতে উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে? সে বলিল, আমাকে হাওদাসহ একটি উষ্ট্রী দান করুন এবং একটি দুধের বক্রীও দিন। রাসূলুল্লাহ বলিলেন ঃ আফসোস, তুমি বনী ইসরাঈলের সেই বৃদ্ধার মত কিছু প্রার্থনা কর নাই। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ বৃদ্ধার ঘটনা কি জানাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে সংগে লইয়া রওয়ানা হইলেন, তিনি পথ ভুলিয়া গেলেন। হাজার চেষ্টা করিয়াও তিনি পথের সন্ধান পাইলেন না। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একত্রে করিয়া বলিলেন, এমন অন্ধকার কেন? আর কেনই পথের সন্ধান পাইতেছি না। তবে বনী ইসরাঈলের উলামাগণ বলিলেন, হযরত ইউসুফ (আ) আমাদের নিকট শেষ অসিয়্যত করিয়াছিলেন, যখন আমরা মিসর হইতে চলিয়া যাইব তখন যেন, আমরা তাঁহার লাশের সিন্ধুকটি সাথে লইয়া যাই। হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর কবরটির সন্ধান তোমাদের মধ্যে হইতে কে দিতে পারে? কিন্তু কেহই উহার সন্ধান দিতে পারিল না। তাহারা শধু এইটুকু বলিল, একজন বৃদ্ধা হযরত ইউসুফ (আ) এর কবরের সন্ধান দিতে পারে। হযরত মূসা (আ) উক্ত বৃদ্ধার নিকট পাঠাইয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর কবরের খোঁজ জানিতে চাহিলে বৃদ্ধা বলিল, বিনিময় দান করিলে আমি কবরের সন্ধান

দিতে পারিব। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, তুমি কি বিনিময় চাও? বৃদ্ধা বলিল, আপনার সহিত আমি বেহেশ্তে অবস্থান করিতে চাই। হযরত মূসা (আ)-কে তাহার এই শর্ত ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ হইতে অহী আসিল, তাহার শর্ত মানিয়া লও। অতএব হযরত মূসা (আ) তাহার শর্ত মানিয়া লইলেন। এবং বৃদ্ধা তাহাকে এক ঝিলের নিকট লইয়া গেল। ঝিলের পানি নষ্ট হইয়াছিল। সে পানি নিষ্কাশনের জন্য বলিল, অতঃপর পানি নিষ্কাশন করা হইল এবং মাটি দেখা দিল। অতঃপর সেখানে খনন করা হইলে হযরত ইউসুফ (আ) এর কবর বাহির হইল। অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর লাশের সিন্ধুকটি যখন সাথে লইয়া চলা শুরু হইল তখনও পথ স্পষ্ট দেখা গেল। হাদীসটি বড় গরীব। বরং মাওকূফ রিওয়ায়েতে বলিয়াই ধারণা।

হযরত ইউসুফ (আ) বনী ইসরাঈলকে সংগে লইয়া গেলে প্রত্যুষে ফির'আউন কোন প্রহরী ও গোলাম না দেখিয়া অত্যধিক বিচলিত হইয়া পড়িল। বনী ইসরাঈলের প্রতি অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইল এবং আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হইল। তাহাদের মধ্যে সে ঘোষণা করিল إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ। তাহাদের সংখ্যা অতি নগন্য। وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ আর তাহারা সর্বদাই তাহাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে আমাদিগকে ক্রোধান্বিত করিতেছে। وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ আর আমরা সদা তাহাদের আকস্মিক আক্রমণে ভীত। কোন কোন ক্বারী এখানে وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ পড়েন। অর্থাৎ আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সসস্ত্রবাহিনী। আমি তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার স্বাদ বুঝাইয়া দিব এবং তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়া স্বীয় ইচ্ছাই পূর্ণ করিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَأَخْرَجْنٰهُمْ مِنْ جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ অতঃপর আমি তাহাদিগকে বাগ-বাগিচা ও প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহ ও উত্তম বাসস্থান হইতে বহিষ্কার করিলাম। তাহারা তাহাদের ঘর-বাড়ী বাগ-বাগিচা ও ধন-ভান্ডার সব কিছু ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং নদীতে ডুবিয়া প্রাণ হারাইল।

كَذٰلِكَ أَوْرَثْنٰهَا بَنِيْ إِسْرَائِيلَ আর এমনিভাবেই বনী ইসরাঈলকে তাহাদের ঐ সকল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا -

আর সেই কাওমকে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত বরকত ভূখন্ডের মাশরিক ও মাগরিব অর্থাৎ সবটুকুরই উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ ـ

"যেই জাতিকে মিসর ভূখণ্ডে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিবার এবং তাহাদিগকে ঈমান ও অত্র ভূখন্ডের উত্তরাধিকারী বানাইবার আমার ইচ্ছা"।

٦٠. فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ.

٦١. فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ.

٦٢. قَالَ كَلَّاۤ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ.

٦٣. فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ.

٦٤. وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ.

٦٥. وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ.

٦٦. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ.

٦٧. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

٦٨. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (৬০) উহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদিগের পশ্চাতে আসিয়া পড়িল। (৬১) অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখিল, তখন মূসার সংগীরা বলিল, আমরা ধরা পড়িয়া গেলাম। (৬২) মূসা বলিল, কিছুতেই নয়, আমার সংগেই আছেন আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে পথনির্দেশ করিবেন। (৬৩) অতঃপর মূসার প্রতি ওহী

করিলাম, তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। বিভক্ত হইয়া দু'ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হইয়া গেল। (৬৪) আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে (৬৫) এবং আমি উদ্ধার করিলাম মূসা ও তাহার সংগী সকলকে (৬৬) তৎপর নিমজ্জিত করিলাম অপর দলটিকে (৬৭) ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে (৬৮) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ একাধিক তাফসীরকার বর্ণনা করিয়াছেন, যে ফির'আউন তাহার সম্রাজ্যের সকল কর্মকর্তা ও আমীর উমারা ও সেনা বাহিনীসহ হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সাথীদের পশ্চাতে ধাওয়া করিয়াছিল। কোন কোন ইস্রাঈলী বর্ণনা রহিয়াছে ফির'আউনের সৈন্য সংখ্যা ষোল লক্ষ ছিল। উহাদের মধ্যে দুই লক্ষ ছিল অশ্বারোহী আবার ইহারা ছিল কালো অশ্বারোহী। তবে এই বর্ণনা চিন্তা ও বিবেচনা সাপেক্ষ। হযরত কা'ব আহবাহ (র) হইতে বর্ণিত, আট লক্ষ সৈন্যই ছিল কালো অশ্বারোহী এই বর্ণনা বিবেচনাযোগ্য। বস্তুত এই ধরনের রিওয়ায়েতে বনী ইসরাঈলের অতিশয়োক্তি। যাহা সঠিক ও সত্য উহা হইলে পবিত্র কুরআনের উক্তি। কুরআন তাহাদের কোন সংখ্যা নির্ণয় করে নাই। উহাতে কোন ফায়দাও নাই। পবিত্র কুরআনে তো উল্লেখ করিয়াছে যে, ফির'আউন তাহার সকল লোকজনসহ ধাওয়া করিয়াছিল।

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ফির'আউন তাহার সেনাদলসহ হযরত মূসা (আ) ও তাহাদের সাথীদের নিকট সূর্যোদয় কালে পৌছিয়া গেল। فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعَانِ অতঃপর যখন উভয় দল একে অপরকে দেখিল, قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ হযরত মূসা (আ) তাহার সংগীগণকে বলিলেন, আমরা ধৃত হইয়াছি। কারণ তাহাদের সম্মুখে ছিল নীল নদ। তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইবার আর কোন উপায় ছিল না। অর্থাৎ পশ্চাত দিক ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনী তাহাদের নিকটস্থ হইয়াছে। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ তোমরা যাহার আশংকা করিতেছ, উহা কখনও সংঘটিত হইবে না। কারণ, আমার প্রতিপালক আমার সাথেই আছেন। তিনি শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথ দেখাইলেন। তিনিই আমাকে তোমাদিগকে এখানে আসিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি ওয়াদা ভংগ করেন না।

হযরত হারূন (আ) হযরত ইউশা এবং ফির'আউন বংশের বহু মু'মিন লোক সহ অগ্রভাগে ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ) ছিলেন শেষ ভাগে। অনেক তাফসীরকারে বর্ণনানুসারে এই মূহুর্তে বনী ইসরাঈল কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেল। হযরত ইউশা কিংবা

ফির'আউনী বংশের মু'মিনগণ হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার প্রতিপালক কি এই পথে আসিতে নির্দেশ দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনী তাহাদের নিকটে আসিয়া পৌছিল এবং উভয়দলের মাঝে অতি অল্প পার্থক্য থাকিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে হুকুম করিলেন, তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর। তিনি আঘাত করিলেন আল্লাহ্‌র হুকুমে নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত মূসা (আ) যখন নদীর তীরে পৌছলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট সবিনয়ে দু'আ করিলেন, মহান সত্তা যিনি সকল বস্তুর পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, সকল বস্তুকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল বস্তুর পরেও থাকিবেন। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জন্য মুক্তির পথ করিয়া দিন। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ। তুমি তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর। অতঃপর হযরত মূসা (আ) লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত করিলে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইল।

আল্লাহ রাত্রিকালেই নদীকে জানাইয়াছিলেন, মূসা (আ) যখন তোমার উপর লাঠি মারিবে, তখন তুমি তাঁহার অনুকরণ করিবে। নদী সেই রাত্রেই অধিক বিচলিত থাকিল। উহার জানা ছিল না যে, হযরত মূসা (আ) কোন দিক দিয়া তাঁহার বুকে আঘাত করিবেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) যখন নদীর নিকট পৌছিলেন, তখন হযরত ইউশা তাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোথায় যাইতে হুকুম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমার পালনকর্তা আমাকে নদীর নিকট গিয়া উহার বুকে লাঠি মারিতে হুকুম করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তবে মারুন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আমার নিকট যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা নদীকে জানাইয়া দিলেন, যখন মূসা (আ) তোমাকে লাঠি মারিবেন, তখন তুমি দ্বিখন্ডিত হইবে। ইহা শুনিয়া নদী অত্যধিক অস্থির হইল এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে উহা প্রকম্পিত হইল। এবং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে হুকুম করিলেন, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর। অতঃপর তিনি আঘাত করিলেন এবং নদী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ অতঃপর নদী দুইভাগে বিভক্ত এবং বিরাট পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইব্‌ন মাসঊদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীর-কারগণ اَلطَّوْد -এর অর্থ করিয়াছেন পাহাড়। আতা খুরাসানী (র) বলেন, اَلطَّوْد অর্থ দুই পাহাড়ের মাঝের প্রশস্থ স্থান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) নদীর মাঝে বারোটি গোত্রের জন্য বারোটি পথ হইয়াছিল। সুদ্দী (র) বলেন, নদীর বারোটি পথে মাঝে মাঝে ছিদ্রপথ ও

ছিল যাহার মধ্যে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র একে অপরকে নিরাপদে অতিক্রম করিতে দেখিতে পাইল। রাস্তার দুইদিকে দেওয়ালের ন্যায় পানি দন্ডায়মান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বায়ূ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ফলে পানি শুষ্ক হইয়া নদীর মধ্যে পরিষ্কার পথ হইয়া গেল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ تَخَفُ دَرَكًا وَّلاَ تَخْشَى -

তুমি নদীর উপর লাঠি মার উহাতে পথ হইয়া যাইবে ফির'আউনের দ্বারা ধৃত হইবার আশংকা থাকিবে না। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَزْلَفْنَا الْاٰخَرِيْنَ আর আমি অন্য লোকদিগকে অর্থাৎ ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনীকে তাহাদের নিকটস্থ করিয়া দিলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আতা খুরাসানী, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই তাফসীর করিয়াছে।

وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَعَهُ اَجْمَعِيْنَ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ -

আর আমি মূসা ও তাহার সাথীগণকে মুক্তি দিলাম। অতঃপর অন্যান্য লোকদিগকে আমি ডুবাইয়া দিলাম। অর্থাৎ ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনীর সকলকে পানিতে ডুবাইয়া ধ্বংস করিলাম। তাহাদের একজন ও ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল না। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে সংগে লইয়া যখন রাত্রিকালে বাহির হইয়া পড়িলেন, ফির'আউন তখন একটি বকরী যবাই করিল এবং বলিল, এই বক্‌রীর চামড়া পৃথক হইতে না হইতেই ছয় লক্ষ কিব্‌তী এখানে একত্রিত হইয়া যাইবে। এ দিকে হযরত মূসা (আ) চলিতে চলিতে নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এবং নদীকে বলিলেন, তুমি পৃথক হইয়া যাও এবং পার করিয়া দাও। নদী ইহা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে মূসা ! আপনি বড়ই অহংকার প্রকাশ করিতেছেন। আমি কোন মানুষের জন্য কি পূর্বে কখনও আপন স্থান হইতে সরিয়াছি। কাহারও জন্য কি পথ করিয়াছি? যে আপনার জন্য আজ সরিয়া দাঁড়াইব ও বিভক্ত হইব। রাবী বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর সহিত একজন অশ্বারোহী ছিল, সে বলিল হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনাকে কোথায় যাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে! তিনি বলিলেন, আমাকে এই পথেই আসিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম, না আল্লাহ্ মিথ্যা বলিয়াছেন আর না, আমি মিথ্যা বলিয়াছি। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম দিলেন, হে মূসা! তুমি তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর।

হযরত মূসা আঘাত করিলেন, নদী বিভক্ত হইল এবং উহার মধ্যে দিয়া বারোটি গোত্র অতিক্রম করিল এবং অতিক্রমকালে একে অপরকে দেখিতে পাইল। হযরত মূসা (আ) এর সাথীগণ নদী অতিক্রম করিয়া গেল এবং ফির'আউনের সেনাবাহিনী তাহাদের অনুসরণ করিয়া নদীতে প্রবেশ করিল। নদীর পানি তাহাদের উপর উপচাইয়া পড়িয়া

তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিল। ইসরাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে হযরত মূসা (আ) এর সাথীগণ নদী সকলেই পার হইয়া গেলে, ফির'আউন সাথীরা সকলেই নদীর মধ্যে প্রবেশ করিলে এবং নদীর পানি তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিল। ফির'আউন তখন ডুবিয়া প্রাণ হারাইল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করে ঃ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً। অবশ্যই ইহাতে বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) ও ফির'আউনের ঘটনা এবং উহার মধ্যে যেই সকল বিস্ময়কর বিষয় ও মু'মিন বান্দাগণের জন্য আল্লাহ্ সাহায্য সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহাতে বড়ই নির্দশন রহিয়াছে।

وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

"আর তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না এবং আপনার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও পরম দয়ালু"।

٦٩. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ .

٧٠. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ .

٧١. قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ .

٧٢. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ .

٧٣. اَوْيَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْيَضُرُّوْنَ .

٧٤. قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَـا اٰبَـاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ .

٧٥. قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ .

٧٦. اَنْتُمْ وَاٰبَـاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ .

٧٧. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (৭৯) উহাদিগের নিকট ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর (৭০) সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা কিসের ইবাদত কর (৭১) উহারা বলিল, আমরা প্রতীমার পূজা করি এবং নিষ্ঠার সহিত উহাদিগের পূজায় নিবৃত্ত থাকিব। (৭২) সে বলিল, তোমরা প্রার্থনা করিলে উহারা কি শুনে (৭৩) অথবা তাহারা কি তোমাদিগের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে ? (৭৪) উহারা বলিল, না, তবে আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে, এইরূপ করিতে দেখিয়াছি (৭৫) সে বলিল, তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিয়াছ, যাহার পূজা করিতেছ? (৭৬) তোমরা এবং তোমাদিগের অতীত পিতৃপুরুষেরা (৭৭) উহারা সকলেই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এর আলোচনা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি তাহার উম্মাতের কাছে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর ঘটনা শুনাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেন তাহারা ইখ্‌লাস, তাওয়াক্কুল ও তাওহীদের বিষয়ে তাহার অনুসরণ ও অনুকরণ করে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। শিরক ও মুশরিকদের বর্জন করে। আল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীমকে শৈশব কালেই রুশদ হিদায়েত দান করিয়াছিলেন। তিনি শুরু থেকে প্রতীমা ও মূর্তি পূজাকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অতএব তিনি তাঁহার পিতা ও কাওমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যেই সকল প্রতীমা ও মূর্তির পূজা করিয়া আসিতেছ উহা কি?

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ ـ

"তাহারা বলিল, আমরা প্রাচীন যুগ হইতে এই সকল প্রতীমার পূজা করিয়া আসিতেছি এবং বারবার উহার পাশে বসিয়া ধ্যান করিয়া আসিতেছি"।

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ وَيَضُرُّوْنَ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ـ

ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন ঃ যখন উহাদিগকে ডাক, তখন তাহারা তোমাদের ডাক শ্রবণ করে? কিংবা উহারা তোমাদের কোন ফায়দা কিংবা ক্ষতি সাধন করিতেও ক্ষমতা রাখে? তাহারা বলিল, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণেই উহাদের পূজা পাঠ করিয়া থাকি। উহাদের ফায়দা ক্ষতি সম্পর্কে আমরা অবগত নহি। মূর্তি উপাসকরা ইহা দ্বারা এই কথা স্বীকার করিয়া লইল যে, তাহাদের মূর্তি সকল উপকার ও অপকার কিছুই করিতে সক্ষম নহে। তাহারা যে ঐ সকল মূর্তির উপাসনা করে উহা কেবল তাহাদের পূর্ব পুরুষদের অনুকরণ করিয়া করে।

অতএব হযরত ইব্রাহীম (আ) তখন বলিলেন ঃ

اَفَرَأَيْتُمْ مَّاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ أَنْتُمْ وَاٰبَآءُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

তোমরা জান কি তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা কোন জিনিসের পূজা কর? কেবল মহান রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর সকলেই আমার শত্রু। অর্থাৎ তোমাদের প্রতীমা ও মূর্তির ক্ষতিসাধন করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে পরিষ্কার জানাইয়া দিতেছি যে, আমি উহাদের বিরোধী উহাদের শত্রু। ক্ষমতা থাকিলে আমার ক্ষতি করুক। হযরত নূহ (আ) ও তাহার উম্মাতদিগকে এই রূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاجْمَعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ لَهٗ তোমরা তোমাদের উপাস্য সকলে একত্রিত হইয়া আমার ক্ষতি সাধন করিবার সিদ্বান্ত গ্রহণ কর। দেখা যাক, আমার কোন ক্ষতি করিতে পার কিনা।

হযরত হূদ (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ وَمِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُوْنَ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী মানিতেছি এবং তোমরা সাক্ষী থাক যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত তাহার সহিত আর যাহা কিছু শরীক করিতেছ, আমি সেই সব কিছু হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম। অতএব তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। আমি তো কেবল আমার ও তোমাদের যিনি প্রতিপালক তাঁহারই উপর ভরসা করিয়াছি। সকলেই তাঁহারই নিয়ন্ত্রনাধীণ। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপাালক সঠিক পথের অধিকারী। (সূরা হূদ ঃ ৫৪-৫৫)

হযরত ইব্রাহীম (আ) ঐ সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের মত মুশরিকদের প্রতীমা ও উপাস্যসমূহ হইতে বেজার হইবার ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلاَتَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ ـ

তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র সহিত শরীক কর আমি উহাকে কিভাবে ভয় করিতে পারি? অথচ, তোমরা আল্লাহ্র সহিত শিরক করাকে ভয় কর না। (সূরা আন'আম ঃ ৮১)

আল্লাহ্ তা''আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ ... حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ ـ

"তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীমের জীবনীতে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে ..... এমনকি তোমরা কেবল একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিবে"। (সূরা মুমতাহানা ঃ ৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِى بَرَاۤءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ـ

"আর যখন ইব্‌রাহীম তাহার আব্বাকে বলিল ও তাহার কাওমকে বলিল, আমি তোমাদের উপাস্য হইতে বেজার। কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিবেন। এবং 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'কে তিনি কালেমা বানাইয়াছেন"। (সূরা যুখরুফ ঃ২৬-২৮)

٧٨. الَّذِىْ خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِيْنَ .

٧٩. وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِيْنَ .

٨٠. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ .

٨١. وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِى ثُمَّ يُحْيِيْنَ .

٨٢. وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِى خَطِيْئَتِى يَوْمَ الدِّيْنِ .

অনুবাদ ঃ (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন (৭৯) তিনি আমাকে দান করেন আহার ও আহার্য পানীয়। (৮০) এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন। (৮১) এবং তিনি আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন। (৮২) এবং আশা করি তিনিই কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করিবেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলেন, আমি তো কেবল সেই মহান সত্তার ইবাদত করি যাঁহার মধ্যে এই গুণাবলী রহিয়াছে ঃ اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ যিনি সৃষ্টিকর্তা, আমাকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল বস্তুকে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন। وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنَ এবং যিনি আমার উপাস্য তিনিই আমার রিযিকদাতা, আহারদাতা তিনি নভমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলের উপাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ

করেন। উহার সাহায্যে যমীনকে সজীব করেন এবং বান্দার রিযিকের জন্য নানা প্রকার ফল ফলাদিও ফসল উৎপন্ন করেন। এবং আসমান হইতে বর্ষিত সুমিষ্ট পানি মানুষ ও জীব-জন্তু পানি পান করিয়া থাকে।

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ আর মা'বূদ সেই মহান সত্তা যিনি আমাকে অসুস্থ হইলে রোগমুক্ত করেন। যদিও রোগ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তবুও আদব রক্ষার্থে হযরত ইব্‌রাহীম রোগের সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র প্রতি না করিয়া নিজের প্রতি করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসল্লীকে এই দু'আ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন ঃ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ الاية। অত্র আয়াতে হেদায়েত ও ইন'আমকে তো আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বন্ধিত করা হইয়াছে। (ফাতিহা ঃ ৫) কিন্তু 'গযব', এর সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র প্রতি করা হয় নাই। অনুরূপভাবে গুমরাহীর সম্বন্ধও আল্লাহ্‌র প্রতি না করিয়া বান্দার প্রতি করা হইয়াছে। যেমন জিনরা বলিয়াছিল ঃ

اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ـ

জগতবাসীর জন্য কি কোন অকল্যাণের ইচ্ছা করা হইয়াছে? নাকি তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের হেদায়েতের ইচ্ছা করিয়াছেন। (সূরা জিন ঃ ১০) অত্র আয়াতে ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই شر ও অকল্যাণের সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র প্রতি করা হয় নাই। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) অনুরূপভাবে আদবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই রোগের সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র প্রতি করেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি রুগ্ন হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি ছাড়া আমাকে আর কেহ রোগমুক্ত করিতে পারেন না। وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ আমার মা'বুদ সেই মহান সত্তা যিনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন এবং পুনরায় তিনি আমাকে জীবিত করিবেন। এই গুণ অন্য কাহারো মধ্যে নাই। وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ আর সেই সত্তা আমার মা'বূদ ও উপাস্য যাহার সমীপে কিয়ামত দিবসে আমি পাপ মোচনের জন্য আশা করিতে পারিব। দুনিয়া ও আখিরাতে পাপ মোচন করিতে আর কেহ সক্ষম নহে। কেবল মহান আল্লাহ্‌-ই গুনাহ ক্ষমা করিতে সক্ষম। তিনি যাহা ইচ্ছা উহাই করিতে পারেন।

٨٣. رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

٨٤. وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ.

٨٥. وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ.

٨٦. وَاغْفِرْ لِأَبِيْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۔

٨٧. وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۔

٨٨. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۔

٨٩. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۔

অনুবাদ ঃ (৮৩) হে আমার প্রতিপালক, আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্ম পরায়ণদিগের শামিল করুন (৮৪) এবং আমাকে পরবর্তীদিগের মধ্যে যশস্বী কর। (৮৫) এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিবাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদিগের শামিল ছিলেন (৮৭) এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে (৮৮)যেই দিন ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজেই আসিবে না। (৮৯) সে দিন উপকৃত হইবে কেবল সে যে আল্লাহ্‌র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যেন তাঁহাকে হিক্‌মত ও জ্ঞান দান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, حُكْمًا -অর্থ ইল্‌ম। ইকরিমাহ (র) বলেন, حُكْمًا অর্থ বুদ্ধি। মুজাহিদ (র) বলেন ইহার অর্থ কুরআন। সুদ্দী (র) বলেন, অর্থ নবুওয়াত। وَاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ দুনিয়া ও আখিরাতে নেক্‌কারদের অন্তর্ভুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেনঃ اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে উত্তম বন্ধুর সহিত মিলাইয়া দিন। এই দু'আ তিনি তিনবার করিয়াছিলেন। অপর এক হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَمِتْنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مُبْدَلِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং মুসলমানীর উপর রাখিয়াই মৃত্যু দান করুন। এবং সালিহ্ ও নেক্‌কার লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমরা যেন লাঞ্ছিত না হই আর আমাদের পরিবর্তন না ঘটে"।

وَاجْعَلْ لِىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِىْ الْاٰخِرِيْنَ ـ

আর হে আল্লাহ্! আপনি পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমার সুনাম অবশিষ্ট রাখুন যেন, তাহারা কল্যাণকর কাজে আমার অনুসরণ করিতে পারে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِىْ الْاٰخِرِيْنَ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"আর আমি তাহার সুনাম পরবর্তী লোকদের মধ্যে অবশিষ্ট রাখিয়াছি। ইব্রাহীমের উপর সকলের পক্ষ হইতে সালাম। এমনিভাবেই আমি উত্তম লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি"। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, لِسَانَ صِدْقٍ অর্থ প্রশংসা ও সুনাম। লাইস ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরাই হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে ভালবাসিত। ইকারিমাহ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ হে আল্লাহ্! দুনিয়ায় আপনি আমার সুনাম অবশিষ্ট রাখুন এবং আখিরাতে আমাকে নিয়ামত পরিপূর্ণ বেহেশতের উত্তরাধিকারী করুন। وَاغْفِرْ لِاَبِىْ আর আমার পিতাকে ক্ষমা করিয়া দিন। হযরত ইব্রাহীম (আ) এইরূপ অন্যত্র ও বর্ণিত আছে। যেমন, رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার পিতাকেও (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪১)। পরবর্তীকালে হযরত ইব্রাহীম (আ) এই ধরনের দু'আ করা হইতে বিরত থাকেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ـ

"ইব্রাহীম যে তাহার পিতার জন্য দু'আ করিতেন উহা কেবল তাহার পিতার সহিত ওয়াদা বদ্ধ হইবার কারণে। (সূরা তাওবা ঃ ১১৪) পরবর্তীকালে তিনি যখন স্পষ্ট জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতা আল্লাহ্র শত্রু, তখন তাহার জন্য দু'আ করা হইতে বিরত থাকেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর অনুকরণ করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে তাহার কাফির পিতার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন এই বিষয়ে তাহার অনুকরণ করিতে নিষেধ ও করিয়াছেন।

وَلَاتُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ـ

"আর হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যেই দিন সকলকে পুনজীবিত করা হইবে সেই দিন লাঞ্ছিত করিবেন না"। ইমাম বুখারী (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যাকালে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্রাহীম ইব্ন তাহ্মান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ) কিয়ামত দিবসে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তখন তাঁহার পিতার মুখ-মন্ডলী লাঞ্ছনায় বিবর্ণ হইয়া থাকিবে।

অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে ইস্মাঈল (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামাত দিবসে হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র দরবারে বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন, আমাকে কিয়ামত দিবসে লাঞ্ছনা করিবেন না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কাফিরদের জন্য বেহেশত হারাম করিয়াছি। অত্র সনদে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতা 'আযর'-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার মুখমন্ডল বিবর্ণ হইবে। হযরত ইব্রাহীম (আ) তাহাকে বলিবেন, আমি বলিয়াছিলাম না যে, আমার কথা অমান্য করিবেন না? তাহার পিতা তখন বলিবেন, আজ তোমার কোন কথা অমান্য করিব না। তখন হযরত ইব্রাহীম (আ) বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন, আমাকে আপনি লাঞ্ছিত করিবেন না। আমার পিতা আমার নিকট হইতে দূরে, জাহান্নামের গহবরে থাকিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা আর কি হইতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কাফিরদের উপর বেহেশত হারাম করিয়াছি। ইহা বলিয়া আল্লাহ হযরত ইব্রাহীমকে বলিবেন, তুমি পায়ের নিচে তাকাও। তিনি তাকাইয়া দেখিবেন, তাহার পিতাকে একটি জন্তু রক্তাক্তাবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে হাত পাও ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ -

আহমাদ ইব্ন হাফস্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) কিয়ামত দিবসে, তাঁহার পিতাকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিবেন, আমি না আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কথা অমান্য করিবেন না। কিন্তু আপনি আমার কথা মান্য করেন নাই। তখন তাঁহার পিতা বলিবেন, আজ তোমার কোন একটি কথা ও অমান্য করিব না। ইহার পর তিনি আল্লাহ্র দরবারে বলিবেন, হে আমার পরওয়াদিগার! আপনি আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আপনি আমাকে অপমান করিবেন না। আমার পিতাকে যদি অপমান করেন, তবে ইহা অপেক্ষা আমার বড় অপমান আর কি হইতে পারে। আল্লাহ্ বলিবেন, হে ইব্রাহীম! আমি কাফিরদের উপর বেহেশত হারাম করিয়াছি। এই কথা বলিয়া তাঁহার পিতাকে তাঁহার নিকট হইতে ধরিয়া লইবেন এবং তাহাকে যবাই করিয়া বলিবেন, হে ইব্রাহীম। তুমি তোমার নিচের দিকে তাকাও। তিনি তাকাইয়া দেখিবেন তাহার পিতা একটি জন্তু রূপে রক্তাক্তাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার পর তাহার হাত পাও ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। হাদীসের সনদ মুনকার ও গরীব। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, ذِيخ এক প্রকার জন্তু। আল্লাহ্ 'আযর' কে একটি জন্তু

রূপে পরিবর্তিত করেন। অতঃপর মলমূত্রে গড়াগড়ি করিতে থাকবে ইহার পাও ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। বায্যাব ও স্বীয় সনদে হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এই সনদটি ও গরীব। কাতাদাহ (র) ..... আবু সাঈদ (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে রিওয়ায়েতটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ -

যেই দিন আল্লাহ্ আযাব হইতে কোন ব্যক্তিকে তাহার ধন-সম্পদ রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সে মুক্তিপণ হিসাবে পেশ করুক না কেন। অনুরূপভাবে তাহার সন্তান-সন্ততি ও আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই দিন কেবল মানুষের ঈমানই তাহাকে রক্ষা করিতে ও ফায়দা দিতে পারিবে। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِلاَّ مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ। কিন্তু যেই ব্যক্তি সুস্থ অন্তর লইয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে, শিরক হইতে তাহার অন্তর পাক থাকিবে সে-ই উপকৃত হইবে। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, 'কালব সালীম' এর অর্থ হইল, আল্লাহ্কে হক বলিয়া বিশ্বাস করা, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং সকল মৃত পুনজীবিত করা হইবে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ হইল, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া। মুজাহিদ, হাসান (র) ও অন্যান্যরা বলেন, শিরক হইতে মুক্ত অন্তরই হইল 'কালব সালীম'। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেন, মু'মিনদের অন্তর হইল কালব সালীম ও সুস্থ অন্তর এবং কাফির ও মুনাফিকের অন্তর রুগ্ন ও অসুস্থ অন্তর। ইরশাদ হইয়াছে, ঃ وَفِىْ قُلُوْبِهِم مَرَضٌ আর তাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে। আবূ উসমান নিশাপুরী (র) বলেন, বিদ্'আত হইতে মুক্ত এবং সুন্নাতের দ্বারা ইতমিনান ও প্রশান্তি লাভকারী অন্তর হইল কালব সালীম ও সুস্থ অন্তর।

٩٠. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

٩١. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ

٩٢. وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ٠

٩٣. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ٠

٩٤. فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ .

٩٥. وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ .

٩٦. قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ .

٩٧. تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ .

٩٨. اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

٩٩. وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ .

١٠٠. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ .

١٠١. وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ .

١٠٢. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

١٠٣. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

١٠٤. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (৯০) আর মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হইবে জান্নাত; (৯১) এবং পথভ্রষ্টদিগের জন্য উন্মোচন করা হইবে জাহান্নাম; (৯২) উহাদিগকে বলা হইবে তাহারা কোথায় তোমরা যাহাদিগের ইবাদত করিতে (৯৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে; উহারা কি তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে, অথবা উহারা কি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম? (৯৪) অতঃপর তাহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা

হইবে অধোমুখী করিয়া। (৯৫) এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও (৯৬) উহারা সেথায় বিতর্কে লিপ্ত হইয়া বলিবে- (৯৭) আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। (৯৮) যখন আমরা তোমাদিগকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করিতাম (৯৯) আমাদিগকে দুষ্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করিয়াছিল। (১০০) পরিণামে, আমাদিগের কোন সুপারিশকারী নাই। (১০১)এবং কোন সুহৃদয় বন্ধুও নাই। (১০২) হায়! যদি আমাদিগের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত তাহা হইলে আমরা মু'মিনদিগের অন্তর্ভূক্ত হইতাম। (১০৩) ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (১০৪) তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ আর বেহেশতের অধিবাসীদের জন্য উহাকে নিকটবর্তী করা হইবে। আর যাহারা মুত্তাকী তাহারা পৃথিবীতে উহার জন্য কামনা-বাসনা করিত এবং উহার উপযুক্ত আমলও করিত।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ আর পথভ্রষ্টদের সম্মুখে জাহান্নামে তুলিয়া ধরা হইবে। তখন উহা হইতে একটি গর্দান বাহির হইবে এবং গুনাহগারের অতিশয় ক্রোধান্বিতাবস্থয় দৃষ্টিপাত করিবে এবং এমন বিকট শব্দ করিবে যে ভয়ে তাহারা প্রকম্পিত হইবে এবং তাহাদের অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে। তখন তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলা হইবে।

اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ
তোমরা যাহাদের পূজা করিতে এখন তাহার কোথায়? তাহারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করিতেছে। অর্থাৎ আজ তাহারা তোমাদের কোনই উপকারে আসিতেছে না। আজ তাহারা ও তোমরা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন।

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ তাহাদিগকেও সকল গুমরাহদিগকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ এবং ইবলীসের সকল সেনাদলকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

যাহারা গুমরাহদিগের নেতা ছিল, পথভ্রষ্ট করিবার ব্যাপারে যাহারা নেতৃত্ব দান করিয়াছিল, তাহাদের সহিত তাহাদের অনুসারীরা ঝগড়া করিবে। তাহারা বলিবে আমরা তো তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম, আজ তোমরাই আমাদিগকে বিপদ মুক্ত কর না?

তাহারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য নিজদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিবে। تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ আল্লাহ্র কসম! আমরা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিলাম। اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। যখন আমরা তোমাদিগকে রাব্বুল আলামীনের হুকুমের সমকক্ষ মনে করিতাম।

وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلاَّ الْمُجْرِمُوْنَ আর আমাদিগকে এই গুমরাহীর প্রতি অপরাধীরাই আহবান করিয়া গুমরাহ করিয়াছিল। فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ আজ আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নাই। কেহ কেহ বলেন, এখানে সুপারিশকারী দ্বারা কোন ফিরিশতা সুপারিশকারী বুঝান হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ يَشْفَعُوْا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ـ

"কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামত দিবসে বলিবে, আমাদের জন্য কি কোন সুপারিশকারী আছে? কিংবা আমাদিগকে দুনিয়ায় যাহা করিতাম তাহার বিপরীত কার্য করিতে দেওয়া হইবে"। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৩) তাহারা আরো বলিবে ঃ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلاَصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ আমাদের না আছে কোন সুপারিশকারী না আছে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা জানিত বন্ধু যদি নেক্কার হয় তবে সে উপকার করে। আর অন্তরঙ্গ বন্ধু নেক্কার হইলে সুপারিশ করিয়া থাকে।

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ তাহারা আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! যদি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা হইত, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনিতাম। কাফির মুশরিকরা দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আল্লাহ্র আনুগত্য করিবার আকাংক্ষা করিবে, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন, তাহাদের আবারও দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয় তবে তখনও তাহারা অবাধ্য হইবে। বস্তুতঃ তাহারা মিথ্যাবাদী।

দোযখবাসীরা পরস্পরে ঝগড়া করিবে উহার উল্লেখ সূরা 'সোয়াদ'-এর মধ্যে এইভাবে হইয়াছে ঃ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ। জাহান্নামীদের পারস্পরিক ঝগড়া নিশ্চিতভাবে হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অবশ্যই ইহাতে বড় নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ) যে তাঁহার কাওমের সহিত তাওহীদের দলীল প্রমাণসহ বিতর্ক করিয়াছেন, উহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ বা উপাস্য নাই। وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٠٥. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ۣ الْمُرْسَلِيْنَ .

١٠٦. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ .

١٠٧. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ .

١٠٨. فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

١٠٩. وَمَآ اَسْـئَلُـكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

١١٠. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

অনুবাদ ঃ (১০৫) নূহ্ -এর সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। (১০৬) যখন তাহাদিগের ভ্রাতা নূহ উহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১০৭) আমি তো তোমাদিগের বিশ্বস্ত রাসূল। (১০৮) অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না। আমার পুরস্কার জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটে আছে (১১০) সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং এবং আমার আনুগত্য কর।

তাফসীর ঃ পৃথিবীতে মূর্তি পূজা ও শিরক শুরু হইবার পর সর্বপ্রথম রাসূল হইলেন হযরত নূহ (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা মূর্তি পূজা হইতে বিরত রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মুশরিক উম্মাতকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া মূর্তি পূজায় অটল রহিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার সমতুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্যই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ۣ الْمُرْسَلِيْنَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ -

নূহ (আ)-এর কাওম সমস্ত রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। যখন তাহাদের ভাই নূহ (আ) তাহাদিগকে বলিয়ছিল, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া মূর্তি পূজা ত্যাগ করিবে না?

اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত এবং তিনি যেই সকল বিষয়সহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন উহার ব্যাপারে আমানতদার। আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল বস্তু তোমাদের নিকট পৌছাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন আমি উহা যথাযথভাবে পৌছাইব। কমও করিব না ও উহাতে বৃদ্ধি করিব না।

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন বিনিময় প্রার্থনা করি না বরং ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছি। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আমার সত্যতা আমার হীতাকাঙক্ষী ও আমার আমানতদারী সুস্পষ্ট হইয়াছে।

١١١. قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ.

١١٢. قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

١١٣. اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ.

١١٤. وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

١١٥. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

অনুবাদ ঃ (১১১) উহারা বলিল, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব। অথচ, ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে (১১২) নূহ্ বলিল, উহারা কি করিত উহা আমার জানা নাই। (১১৩) উহাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ। যদি তোমরা বুঝিতে! (১১৪) মু'মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে। (১১৫) আমি তো কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী।

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ)-এর কাওমকে যখন হযরত নূহ (আ) তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন তাহারা বলিল, তোমার দাওয়াতে কেবল আমাদের সমাজের নিকৃষ্ট

ও ছোট লোকেরাই তোমার অনুসরণ করিয়াছে। অতএব আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনিব না আর তোমাদের অনুসরণ করিয়া ঐ সকল ছোট লোকদের সাথীও হইব না।

قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"তাহারা বলিল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি? অথচ, কেবল নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। হযরত নূহ (আ) ইহার জবাবে বলিলেন, যাহারা আমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহারা যে কি কাজ করে, কে কোন পেশা অবলম্বন করিয়াছে উহার খোঁজ রাখা আমার দায়িত্ব নহে। যাহারা আমাকে মান্য করে ও আমার প্রতি ঈমান আনে উহা গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য। আর তাহাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করাই আমার শ্রেয়। وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর আমি তো মু'মিনগণকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। হযরত নূহ (আ)-এর কাওম তাঁহার নিকট ঐ সকল মু'মিনগণকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ার জন্যই তাহাকে বলিয়াছিল। কিন্তু তিনি উহা অস্বীকার করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ اَنَآ اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ" আমি মু'মিনগণকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। আমার দায়িত্ব কেবল প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন করা। যেই ব্যক্তি আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে সে আমারই লোক এবং আমি তাহার চাই তোমাদের সমাজে সে নিকৃষ্ট লোক হউক কিংবা ভদ্র লোক। তুচ্ছ হউক কিংবা অভিজাত।

١١٦. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ .

١١٧. قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ .

١١٨. فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

١١٩. فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ .

١٢٠. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ .

١٢١. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

١٢٢. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (১১৬) তাহারা বলিল, হে নূহ্! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদিগের শামিল হইবে। (১১৭) নূহ্ বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করিয়াছে। (১১৮) সুতরাং আমার ও তাহাদিগের মাঝে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সহিত যে সব মু'মিন আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর। (১১৯) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা ছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌযানে। (১২০) অতঃপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম। (১২১) ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে। (১২২) এবং তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ) দীর্ঘকাল যাবত তাঁহার কাওমকে হেদায়েত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং দিবারাত্রি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি গোপন ও প্রকাশ্যে আহবান করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাদিগকে যতই দাওয়াত দেওয়া হইতে লাগিল তাহারা স্বীয় কুফরের উপর ততই কঠোর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার স্পষ্ট ভাষায় হযরত নূহ (আ) কে জানাইয়া দিল ঃ

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ -

হে নূহ্! তুমি যদি এই দাওয়াত হইতে বিরত না হও তবে তোমাকে পাথর মারিয়া শেষ করিয়া দেওয়া হইবে। হযরত নূহ (আ) তখন আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের ধ্বংসের জন্য দু'আ করিলেন, যাহা তিনিই কবূল করিলেন।

رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا -

হে আমার প্রভূ! আমার কাওম আমাকে অমান্য করিয়াছে। অতএব আমার ও তাহাদের মাঝে আপনি ফয়সালা করিয়া দিন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অতঃপর নূহ (আ) তাঁহার প্রভূর নিকট দু'আ করিলেন, আমি অক্ষম হইয়াছি, পরাস্ত হইয়াছি অতএব আমাকে সাহায্য করুন। প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। (সূরা ক্বামার ঃ ১০)

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অতঃপর আমি নূহ ও তাঁহার সাথীগণকে বোঝাই নৌকায় করিয়া মুক্তি দিলাম এবং অবশিষ্ট যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহার নির্দেশের অমান্য করিয়াছে সকলকে ডুবাইয়া মারিলাম। اَلْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অর্থ, মাল, আসবাব ও অন্যান্য জোড়া জোড়া জীবজন্তু দ্বারা বোঝাই নৌকা।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَاكَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

নূহ ও তাহার কাওমের এই ঘটনায় বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। আর আপনার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

١٢٣. كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ.

١٢٤. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ.

١٢٥. اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ.

١٢٦. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

١٢٧. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

١٢٨. اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ.

١٢٩. وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ.

١٣٠. وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ.

١٣١. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

١٣٢. وَاتَّقُوا الَّذِىٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ـ

١٣٣. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ـ

١٣٤. وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ

١٣٥. اِنِّىٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

অনুবাদ ঃ (১২৩) আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। (১২৪) যখন তাহাদিগের ভ্রাতা হূদ উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১২৫) আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল (১২৬) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদিগের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ নিরর্থক? (১২৯) আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে। (১৩০) এবং তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে। (১৩১) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দিয়াছিলেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদিগকে দিয়াছেন আন'আম ও সন্তান-সন্ততি, (১৩৪) উদ্যান ও প্রশ্রবণ (১৩৫) আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে হযরত হূদ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা হইয়াছে। হযরত হূদ (আ) আদ জাতিকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করিয়াছিলেন। আদ জাতি আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করিত। ইয়ামান এর হায্রামাওত এলাকার বালুর পাহাড়সমূহ আহকাফ বলা হয়। তাহারা ছিল হযরত নূহ (আ)-এর যমানায় পরবর্তী যুগের লোক। 'সূরা আ'রাফে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً ـ

"তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে নূহ-এর কাওমের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে দীর্ঘকায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন"। (সূরা আ'রাফ ঃ ৬৯) আল্লাহ্ তা'আলা আদ জাতিকে এক দিকে দীর্ঘকায় করিয়াছিলেন, তাহাদের অংগ প্রত্যঙ্গ মযবুত ও সুঠাম করিয়াছিলেন এবং বাহুতে দিয়াছিলেন বিপুল শক্তি। অপরদিকে ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচা, ঝর্ণার পানি ফল

ফলাদি দ্বারা ও খাদ্য-শষ্য দ্বারা করিয়াছিলেন সমৃদ্ধশালী। এতদসত্ত্বেও তাহারা গায়রুল্লাহ্কে পূজা করিত। আল্লাহ্ তা'আলা তখন ইহাদের কাছে হযরত হূদ (আ) কে বংশীর নাযীর প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র দীনের প্রতি আহবান করিলেন। এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্ শাস্তির ভয় দেখাইলেন। এবং হযরত নূহ (আ)-এর ন্যায় তাহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলিলেন ঃ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ? তাহারা সাধারণ চলাচলে পথে প্রসিদ্ধ টিলার উপর উঁচু উঁচু মযবূত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিত। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল আমোদ, স্ফূর্তি ও শক্তি প্রদর্শন। বাস্তব জীবনে উহার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই কারণে হযরত হূদ (আ) তাহাদের এই কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিলেন। কারণ, ইহাকে শুধু সময় ও অর্থের অপচয় এবং অনর্থক পরিশ্রম। ইহাতে না দুনিয়ার কোন ফায়দা আছে, না আখিরাতের। وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ আর তোমরা নানা প্রকার মযবুত প্রাসাদ ও মহল নির্মাণ কর, সম্ভবত তোমরা চিরকাল বসবাস করিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, مَصَانِعَ অর্থ মযবুত প্রাসাদ। কাতাদাহ (র) বলেন,পানির টাংকি। কূফার অধিবাসী কোন কোন কারী এখানে এই রূপ পড়িয়াছেন وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ كَاَنَّكُمْ خَالِدُوْنَ আর তোমরা মযবুত প্রাসাদ বানাইয়া থাক যেন তোমরা চিরকাল আবাস করিবে। কিন্তু প্রসিদ্ধ কিরাত হইল لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ সারকথা হইল, তোমাদের কার্যকলাপ দ্বারা মনে হয় যেন তোমরা চিরকাল এখানে বসবাস করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমরাও এই সবকিছু ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ দারদা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি যখন দেখিলেন, মুসলমানগণ যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ ও বাগ-বাগিচা করিবার কাজে লিপ্ত হইয়াছে। তখন মসজিদে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চস্বরে দামেশ্কবাসীদের ডাকিলেন, তাহারা তাঁহার নিকট একত্রিত হইল। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি শরম হয় না? তোমাদের কি লজ্জা হয় না? তোমরা এমন সব বস্তু সঞ্চয় করিবার কাজে ব্যস্ত যাহা তোমরা আহার করিতে পার না। আর এমন সকল অট্টালিকা নির্মাণে ব্যস্ত যাহাতে তোমরা বসবাস করিতে পারিবে না।এবং এমন সব আশা পোষণ করিয়া আছ যাহা পূর্ণ হইবার নহে। তোমাদের পূর্বেও বহু কাওম অতীত হইয়াছে যাহারা ধন-সম্পদ একত্রিত করিয়াছিল, দীর্ঘ আশা পোষণ করিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের সকল আশায় ধোঁকায় পরিণত হইয়াছে। সকল সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের অট্টালিকা কবরে পরিণত হইয়াছে। আদ্ন হইতে উম্মান পর্যন্ত

আদ জাতির ঘোড়া ও উটে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু আজ তাহারা কোথায় ? এমন কেহ কি আছে যে তাহাদের ত্যাজ্য বস্তু দুই দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিবে।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ আর তোমরা যখন কাহার ও প্রতি হাত উত্তোলন কর তখন তোমরা যুলুমের হাত উত্তোলন করিয়া থাক। আল্লাহ্ এই আয়াত দ্বারা আদ জাতির ক্ষমতা ও শক্তির কথা ও যুলুম অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা বড়ই দাম্ভিক ও অহংকারী ছিল।

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং কেবল তাহারই ইবাদত কর এবং তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দেওয়া নিয়ামত সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

"তোমরা সেই মহান আল্লাহ্কে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে ঐ সকল নিয়ামত দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। যাহা সম্পর্কে তোমরা জান। তোমাদিগকে চতুষ্পদ জন্তুও সন্তান সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। এবং বাগ-বাগিচা দ্বারা ও ঝর্ণা দিয়া ও সাহায্য করিয়াছেন। যদি তোমরা অবাধ্য হও তবে আমি তোমাদের উপর এক গুরুতর দিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি"। এইভাবে হযরত হূদ (আ) আদ জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া ও সুসংবাদ প্রদান করিয়া আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি আহবান করিয়াছেন।

١٣٦. قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ.

١٣٧. اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ.

١٣٨. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

١٣٩. فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

١٤٠. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (১৩৬) উহারা বলিল, তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ই আমাদিগের জন্যই সমান। (১৩৭) ইহা তো পূর্ববর্তীদিগেরই স্বভাব। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদিগের শামিল নহি। (১৩৯) আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিলাম। ইহাতে অবশ্যই আছে নিদর্শন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (১৪০) এবং তোমার প্রতিপালক পরক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ হযরত হূদ (আ) আদ জাতিকে তাহাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তির ভয় দেখাইলেন, পরকালের প্রতি উৎসাহিত প্রদান করিলেন এবং সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ইহার পর তাহারা হযরত হূদ (আ) কে জবাব দিল আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তুমি আমাদিগকে নসীহত কর কিংবা নসীহত না কর আমরা কোন অবস্থায়-ই আমাদের মত ও পথ ত্যাগ করিব না। তোমার নসীহত করা ও না করা আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আমরা তো আমাদের উপাস্য সমূহকে তোমার কথায় ত্যাগ করিব না। আর তোমার প্রতি ঈমান ও আনিব না"। (সূরা হূদ ঃ ৫৩) বস্তুতঃ সব যুগের কাফিরদের এই একই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ـ

"যাহারা কাফির তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর কিংবা নাই কর তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তাহার ঈমান আনিবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لاَ يُؤْمِنُوْنَ "যাহাদের উপর আযাবের কালিমা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না"। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬)

অনুরূপভাবে হূদ (আ)-এর কাওমের মধ্যে হইতে যাহাদের ভাগ্যে ঈমান গ্রহণ ছিল না তাহারা স্পষ্টই বলিয়া দিল যে, কোন অবস্থাই ঈমান আনিব না।

اِنْ هٰذَا اِلاَّ خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ এখানে কোন কোন ক্বারী خَلْقُ الْاَوَّلِيْنَ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ خَاء কে যবর لْ কে সাকীস সহ পড়িয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (র)। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী, আলকামাহ, ও মুজাহিদ (র) বলেন,

আয়াতের অর্থ হইল, তুমি (হূদ) যাহা কিছু আমাদের নিকট পেশ করিয়াছ উহা তো পূর্ববর্তীদেরই চরিত্র ও স্বভাব। কুরাইশ মুশরিকরাও অনুরূপ বলিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ـ

"আর তাহারা বলিল, ইহা তো পূর্ববর্তীদের মনগড়া কাহিনী যাহা মুহাম্মদ (সা) লিখিয়া রাখিয়াছে এবং উহা তাহার সম্মুখে সকাল সন্ধ্যা পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান ঃ ৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اِفْكُ نِافْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ـ

"কাফিররা বলিল, ইহা (কুরআন) তো মনগড়া কাহিনী যাহা সে নিজেই রচনা করিয়াছে এবং অন্যান্য সম্পদায় সাহায্য করিয়াছে"। (সূরা ফুরকান ঃ ৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

"কাফিরদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করিয়াছেন? তাহার বলিল, ইহা তো পূর্ববর্তীদের কল্পিত কাহিনী"। (সূরা নাহল ঃ ২৪) আল্লাহ্র অবতারিত নহে। অন্যান্য ক্বারীগণ এখানে خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ خاء ও ل কে পেশ সহ পড়িয়াছেন। আয়াতের অর্থ হইল, আমরা যেই ধর্ম পালন করিয়া থাকি উহা আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম। তাহার যেই ধর্ম পালন করিয়াছেন, আমরা সেই ধর্মই পালন করিব। তাহাদের মতে জীবন যাপন করিব আর তাহাদের মতেই মৃত্যুবরণ করিব। পরকাল বলিতে আমরা কিছুই জানি না। আর এই কারণে তাহারা বলে ঃ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ যেহেতু পরকাল বলিতে তাহারা কিছুই বিশ্বাস করে না, অতএব আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

আলী ইব্ন তাল্হা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ এর অর্থ, পূর্ববর্তীদের ধর্ম। ইকরিমাহ, আতা খুরাসানী, কাতাদাহ, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন জবীর (র) ও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ আদ জাতি হযরত হূদ (আ) অমান্য করা, তাহার বিরোধিতা করা ও তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করা অব্যাহত রাখিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ করা

হইয়াছে, আদ জাতি প্রবল ঘুর্ণি ঝড় ও তীব্র শীত দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। যেহেতু তাহারা চরম অহংকারী ছিল, অতএব প্রবল ঘুর্ণি বায়ূ ও তীব্র শীত দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। এই শাস্তি ছিল তাহাদের অপরাধের সহিত সংগতিপূর্ণ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلاَدِ -

"তুমি লক্ষ্য কর নাই যে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহারা ইরাম নামে পরিচিত এবং উচ্চ গড়নের। কোন দেশে তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করা হয় নাই"। ইহারাই প্রথম আদ জাতি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادًا الْاُوْلٰى আর সেই পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আদ জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন। ইহারা ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ)-এর বংশধর। কেহ কেহ বলেন ইরাম একটি শহর। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। ইহা ইসরাঈলী রিওয়ায়েতে হইতে গৃহীত। ইহার মূল ও বাস্তবতা নাই। যদি ইহা কোন শহরের নাম হইত তবে আয়াতে لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا এর স্থলে لَمْ يُبْنَ مِثْلُهَا (যেই শহরের মত শহর অন্য কোথাও নির্মাণ করা হয় নাই) বলা হইত। বস্তুতঃ ইরাম এক ব্যক্তির নাম এবং প্রথম আদ তাহারাই বংশধর। তাহারা অত্যধিক বলিষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রতাপ প্রতিপত্তির অধিকারী ও অহংকারী ছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ -

"আদ জাতি পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকারে মাতিয়াছিল। তাহারা বলিত, আমাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, তাহাদের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। বস্তুতঃ তাহারা আমার নির্দশন সমূহকে অমান্য করিয়া চলিত"। (সূরা ফুস্‌সিলাত ঃ ১৫)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আদ জাতির উপর একটি বলদ গরুর নাক পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। যাহা তাহাদের ঘর বাড়ী নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا ঐ ঝঞ্চা বায়ূ তাহার প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করিয়াছিল। (সূরা আহকাফ ঃ ২৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ .... فَتَرَى الْقَوْمَ صَرْعَى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ـ

তাহাদের উপর সাত রাত ও আট দিন ধরিয়া তীব্র ঝড়ো হাওয়া চালু রাখিলেন এবং ঐ কাওম এমনভাবে ধ্বংস হইল যে তুমি শুক্না মরা শুইয়া পড়া খেজুর গাছের মত তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৬)

অর্থাৎ বায়ূ তাহাদের উপরে উঠাইয়া নিক্ষিপ্ত করিত ফলে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইত, মগজ বাহিয়া যাইত এবং মস্তক শরীর হইতে বিছিন্ন হইয়া যাইত। যেমন খেজুর গাছ উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের মাথা উড়িয়া গেল, রহিয়া গেল কেবল তাহাদের বিরাট দেহ। তাহারা আল্লাহ্র শাস্তি আসিতে দেখিয়া মযবুত কিল্লায় সংরক্ষিত ঘরে আশ্রয় নিল, মাটিতে গর্ত করিয়া উহার মধ্যে শরীরের অর্ধেকাংশ ঢুকাইয়া রাখিল। কিন্তু তাহাদের কোন প্রচেষ্টাই আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পরিল না।

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ। "আল্লাহ্র নির্ধারিত মৃত্যুর সময় যখন আসিয়াই যায় তখন আর কোন অবকাশ থাকে না"। (সূরা নুহ ঃ ৪)

١٤١. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ.

١٤٢. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ.

١٤٣. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ.

١٤٤. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

١٤٥. وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৪১) সামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল। (১৪২) যখন উহাদিগের ভ্রাতা সালিহ্ উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১৪৩) আমি তো তোমাদিগের এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১৪৪) অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর: (১৪৫) আমি তোমাদিগের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার বান্দা হযরত সালিহ (আ) কে সামূদ জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওয়াদিল কুরা ও শাম-এর মাঝে এই জনপদটি অবস্থিত। সামূদ জাতির আবাস ভূমিটি বড়ই সুপরিচিত। সূরা আরাফ-এর তাফসীরে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক যুদ্ধের সময় ঐ এলাকা অতিক্রম করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পূর্বে এবং আদ জাতির পরে সামূদ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল হযরত সালিহ্ (আ)-কে তাহাদিগকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য আহবান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল ও তাঁহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়াছিল। হযরত সালিহ্ (আ) তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদের নিকট কোন বিনিময় প্রার্থনা করেন না। তাওহীদের দাওয়াত পেশ করিতেছেন। তিনি তাহাদের এই দাওয়াতের বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে বিনিময় গ্রহণ করিবেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সেই নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া তাহার বাধ্যতা স্বীকার করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

١٤٦. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ .

١٤٧. فِي جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ .

١٤٨. وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ .

١٤٩. وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ .

١٥٠. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

১৫১. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.

১৫২. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.

অনুবাদ ঃ (১৪৬) তোমাদিগকে কি নিরাপদ ছাড়িয়া রাখা হইবে, যাহা এইখানে আছে- (১৪৭) উদ্যানে, প্রস্রবণে (১৪৮) ও শস্য ক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর বাগানে? (১৪৯) তোমরা তো নৈপুণ্যের সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ কর। (১৫০) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর, (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না, (১৫২) যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সামূদ জাতিকে একদিকে তাহার শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন অপর দিকে তাহার নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করিয়া তাহার আনুগত্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভয় ভীতি হইতে নিরাপদে রাখিয়াছেন। তাহাদিগের বাগ-বাগিচা দান করিয়াছেন এবং নানা প্রকার ফসল উৎপাদন করিয়াছেন।

"وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ" আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন, এমন খেজুর গাছ যাহার ছড়া পোক্তা খেজুরের বোঝাই। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) আমর ইব্ন আবূ আমর (র) সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, এমন খেজুর গাছ যাহার খেজুর পোক্তা হইয়া ঝুলিয়া থাকে। ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) বলেন, الهضيم। অর্থ اللين। المرطب। মুলায়েম তাজা খেজুর। যাহ্হাক (র) বলেন, খেজুরের ছড়ায় যখন অত্যধিক বেশী ধরে এবং একটার সহিত একটি মিলিত হইয়া থাকে তখন উহাকে هضيم বলা হয়। মুররা বলেন, যখন ছড়া পৃথক পৃথক হইয়া যায় এবং খেজুর সবুজ হয়। হাসান বাসরী (র) বলেন, যেই খেজুরের কোন আটি নাই 'হাযীম' বলা হয়। আবূ সাখর (র) বলেন যে খেজুরের কোন আটি থাকে না আর এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলিত হইয়া যায় তাহাকে হাযীম বলে।

تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فَارِهِيْنَ আর তোমরা পাহাড় কাটিয়া সুসজ্জিত করিয়া বাড়ী ঘর নির্মাণ করিয়া থাক। ইব্ন আব্বাস (রা) আরো অনেকে বলেন, فَارِهِيْنَ অর্থ তোমরা পূর্ণ নৈপুণ্যতার সহিত ঘর প্রস্তুত করিয়া থাক। ইব্ন আব্বাস (রা)

হইতে অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে فارهين অর্থ شرهين অর্থাৎ তোমরা অহংকার ভরে পাহাড় ঘর নির্মাণ কর। মুজাহিদ (র)ও এই অর্থ করিয়াছেন। দুই অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ তাহারা পাহাড় কাটিয়া নৈপূণ্যতার সহিত সুসজ্জিত ঘর নির্মাণ করিত, আবার ঐ সকল ঘর তাহারা কোন প্রয়োজন ছাড়াই কেবল অহংকার প্রকাশার্থে তৈয়ার করিত।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর অর্থাৎ তোমরা কেবল এমন কাজ কর যাহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী হয় আর তাহা হইল, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতার ইবাদত। তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর, তাঁহার একত্ববাদকে স্বীকার কর এবং সকালে ও সাঁঝে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ আর সীমা অতিক্রমকারীদের কাজের অনুসরণ করিও না, যাহারা কেবল পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে সংশোধন করে না মোটেই। অর্থাৎ সেই সকল লোক শিরক ও কুফর এর প্রতি আহবান করে এবং হকের বিরোধিতা করে, এমন সব গুমরাহ নেতৃবর্গের অনুকরণ করা হইতে বিরত থাক।

١٥٣. قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ.

١٥٤. مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

١٥٥. قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ.

١٥٦. وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

١٥٧. فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ.

١٥٨. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

١٥٩. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (১৫৩) উহারা বলিল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদিগের অন্যতম (১৫৪) তুমি তো আমাদিগের মত একজন মানুষ। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও একটি নির্দশন

উপস্থিত কর। (১৫৫) সালিহ্ বলিল এই যে, উষ্ট্রী, ইহার জন্য আছে পানি পানের পালা, এবং তোমাদিগের জন্য আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে; (১৫৬) এবং উহার কোন অনিষ্ট সাধন করিও না, করিলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে। (১৫৭) কিন্তু উহার উহাকে বধ করিল, পরিণামে তাহারা অনুতপ্ত হইল (১৫৮) অতঃপর শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিল। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নির্দশন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (১৫৯) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ হযরত সালিহ্ (আ) যখন সামূদ কাওমকে তাহাদের পালনকর্তার ইবাদতের জন্য আহবান করিয়াছিলেন, তখন তাহারা তাহাদের জবাবে যেই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে উহার বর্ণনা দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছিল, اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ। তুমি তো এমন যাদুগ্রস্ত লোক। যাদুর কারণে এইরূপ বিকৃত কথা বলিতেছ। মুজাহিদ (র) ও কাতাদাহ (র) এই অর্থ করিয়াছেন। আবূ সালিহ্ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَنْتَ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ। অর্থাৎ তুমি তো একজন মাখলূকই বটে। কিন্তু প্রথম অর্থই অধিক স্পষ্ট।

তাহারা আরো বলিল ঃ مَآ اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ। অথচ আমাদের নিকট আল্লাহ্র ওহী আসিল না, তোমার কাছে আসিল কি করিয়া? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ءَاُلْقِىَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ـ

"আমাদিগকে ছাড়িয়া তাহার উপর কি কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে? বরং সে মিথ্যাবাদী ও বানোয়াটকারী। আল্লাহ্ বলেন, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী কে বানোয়াটকারী "। (সূরা ক্বামার ঃ ২৫-২৬)

অতঃপর সামূদ কাওম হযরত সালিহ (আ)-এর কাছে তাঁহার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য দলীল দাবী করিল। তাহাদের নেতৃবর্গ একত্রিত হইল এবং একটি পাথরের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিল, এখনই এই পাথর হইতে একটি দশ মাসের গার্ভবতী উষ্ট্রী বাহির করিলে তাহারা তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিবে। হযরত সালিহ্ (আ) তাহাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইলেন যে, যদি তিনি বাস্তবিক তাহাদের কাংখিত উষ্ট্রী পাথর হইতে বাহির করিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিবে। অতঃপর হযরত সালিহ্ (আ) দণ্ডায়মান হইয়া সালাত আদায় করিলেন, আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি মিনতি করিয়া দু'আ করিলেন, যেন তিনি

তাহাদের কাংক্ষিত একটি উষ্ট্রী পাথর হইতে বাহির করিয়া দেন। অতঃপর তখন পাথর ফাঁটিয়া গেল এবং উহা হইতে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তখনও তাহাদের কেহ কেহ ঈমান আনিল এবং অনেকে ঈমান আনিল না।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ -

পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির হইবার পর হযরত সালিহ্ (আ) বলিলেন, তোমরা উষ্ট্রীর প্রার্থনা করিয়াছিলে, উহা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু ইহার ব্যাপারে একটি বিধি পালন করিয়া চলিতে হইবে। উহা হইল, এই উষ্ট্রীর জন্য পানি পান করিবার একটি নির্দিষ্ট দিন থাকিবে এবং তোমাদের পানি পানের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন থাকিবে। একের নির্দিষ্ট দিনে অন্য কেউ পানি পান করিতে পারিবে না।

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

কিন্তু সাবধান এই উষ্ট্রীকে যেন তোমাদের মধ্যে হইতে কেহ কষ্ট না দেয়। তাহা হইলে গুরুতর দিনের শাস্তি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে। হযরত সালিহ (আ) তাহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাইলেন, যেন তাহারা উষ্ট্রীকে কষ্ট না দেয়। কিছুকাল যাবৎ তাহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত বিধি পালন করিল। উষ্ট্রী নিয়মিতভাবে পানি পান করিত। গাছের পাতা ও ঘাস খাইত এবং সামূদ কাওম পরিতৃপ্ত হইয়া উষ্ট্রীর দুধ পান করিত। কিন্তু এক সময় তাহাদের দূর্ভাগ্য আসিয়া পড়িল। এবং তাহাদের মধ্য হইতে এক চরম হতভাগ্য উষ্ট্রী কে হত্যা করিতে উদ্যত হইল এবং তাহারা সকলেই উহাতে ঐকমত্য পোষণ করিল। এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ -

তাহারা উষ্ট্রীকে বধ করিয়া ফেলিল। অতঃপর তাহারা অনুতপ্ত হইল এবং তাহাদিগকে আযাব পাকড়াও করিল। যমীন তীব্র প্রকম্পিত হইল এবং বিকট শব্দ হইল, তাহাদের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার সকলেই ধ্বংস হইল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ নিঃসন্দেহে ইহাতে বড় নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকেই ঈমান আনিল না।

فَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ আর তোমার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পরম দয়ালু।

١٦٠. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ .

١٦١. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ .

١٦٢. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ .

١٦٣. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

١٦٤. وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (১৬০) কাওমে লূত রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল (১৬১) যখন তাহাদিগের ভ্রাতা উহাদিগের বলিল, তোমরা সাবধান হইবে না? (১৬২) আমি তো তোমাদিগের একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৬৩) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ 'হারান ইব্ন আযর'-এর পুত্র। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় তাঁহাকে এক বিরাট সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায় সাদূম নামক স্থানে বাস করিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের জঘন্য অশ্লীল কাজের কারণে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জনপদকে দুর্গন্ধ সাগরে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা বাইতুল মুক্কাদ্দাস 'কর্ক ও শুবাক' এর মাঝে এখন ও বিদ্যমান। হযরত লূত (আ)-তাঁর কাওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ করিবার জন্য আহবান করিলেন। আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে এবং তাহারা যেই রূপ গুরুতর অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল অর্থাৎ স্ত্রী লোক ছাড়িয়া সমকামী হওয়া অপরাধ হইতে বাধা দিলেন। কিন্তু তাহারা আল্লাহর ও তাঁহার রাসূলের হুকুম অমান্য করিল এবং আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দিতে লাগিল।

١٦٥. اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ .

١٦٦. وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ .

١٦٧. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ .

١٦٨. قَالَ اِنِّى لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ .

١٦٩. رَبِّ نَجِّنِى وَاَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُوْنَ .

١٧٠. فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ .

١٧١. اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ .

١٧٢. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ .

١٧٣. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ .

١٧٤. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَـةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

١٧٥. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (১৬৫) সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সহিত উপগত হও। (১৬৬) এবং তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য যেই স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা সীমালংঘনকারীদের সম্প্রদায় (১৬৭) উহার বলিল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে। (১৬৮) লূত বলিল, আমি তোমাদিগের এই কর্মকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে উহারা যাহা করে উহা হইতে রক্ষা কর। (১৭০) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিবার পরিজন সকলকেই রক্ষা করিলাম। (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতিত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অন্তর্ভূক্ত। (১৭২) অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করিলাম। (১৭৩) আমি তাহাদিগের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে ভীতি প্রর্দশন করা হইয়াছিল, তাহাদিগের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) ইহাতেই অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই মু‘মিন নহে (১৭৫) আর তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র নবী হযরত লূত (আ) তাহার কাওমে অশ্লীলতা ও স্ত্রী লোক ছাড়িয়া সমকামী হইতে বাধা দিলে, তাহারা উহা হইতে বিরত থাকিবার পরিবর্তে যেই জবাব দিয়াছিল তাহা ছিল, لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ হে লূত! যদি তুমি তোমার উপদেশ হইতে বিরত না হও তবে অবশ্যই তুমি বহিষ্কৃত হইবে। তোমাকে আমরা দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিব।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلاَّ اَنْ قَالُوْآ اَخْرِجُوْآ اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ .

লূত (আ) এর উপদেশ এর পর তাহদের যেই জবাব ছিল, তাহা হইল, তোমরা লূতের পরিবার-পরিজনকে তোমাদের জনপদ হইতে বাহির করিয়া দাও। বিদ্রুপ করিয়া বলিল, তাহারা বড় পূত পবিত্র লোক (সূরা নাম্ল ঃ ৫৬)।

হযরত লূত (আ) যখন দেখিলেন যে, তাহারা কোনক্রমেই স্বীয় অশ্লীলতা ও শিরক কুফর হইতে বিরত হইল না বরং তাহার উহার উপর অটল রহিল, তখন তিনি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ। অবশ্যই আমি তোমাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অসন্তুষ্ট। কোন প্রকারেই আমি উহা পসন্দ করিতে পারি না। তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

অতএব তিনি দু'আ করিলেন ঃ رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে তাহাদের কর্মকাণ্ডের অশুভ পরিণতি হইতে মুক্তি দিন। আল্লাহ্ তাঁহার দু'আ কবূল করিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাঁহার সকল পরিবার-পরিজনকে মুক্তি দিলাম। اِلاَّ عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ। কিন্তু একজন বৃদ্ধা, ঐ সকল লোকদের শামিল হইল না সে পিছনে রহিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সেও অন্যান্যদের সহিত ধ্বংস হইয়া গেল। এই বৃদ্ধা ছিল হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী। সে ছিল একজন অসতী। সেও অন্যান্য কাফিরদের সহিত থাকিয়া গেল। সূরা আ'রাফ, হূদ, ও হাজ্র এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-কে হুকুম করিয়াছিলেন যে, তাহার কাওমের উপর শাস্তির আসিবার পূর্বে রাত্রি কালেই তাহার পরিবার-পরিজন লইয়া জনপদ ছাড়িয়া যায়। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী যেন তাহাদের সাথে না যায়। যখন তাহারা বিকট শব্দ শুনিবে উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও না করে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কাওমের উপর আযাব অবতীর্ণ করিলেন, তাহাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং ধ্বংস করিয়া দিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ الخ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। যাহারা রহিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের উপর শাস্তিমূলক বর্ষণ করিলাম এবং ভীতি প্রদর্শিতদের প্রতি বর্ষণ ছিল বড়ই শোচণীয়। অবশ্যই ইহাতে বড়ই নির্দশন রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অনেকেই বিশ্বাসী নহে। আর তোমার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও পরম দয়ালু।

١٧٦. كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ.

١٧٧. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ.

١٧٨. اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ.

١٧٩. فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

١٨٠. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৭৬) আয়কাহবাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল (১৭৭) যখন তাহাদিগকে শু'আইব বলিয়াছিল, তোমরা সাবধান হইবে না? (১৭৮) আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৭৯) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

তাফসীর ঃ বিশুদ্ধ মতে আয়কাবাসীরা হইল 'মাদইয়ান'-এর অধিবাসী। হযরত শু'আইব (আ) তাহাদের নিজস্ব লোক ছিলেন। এখানে হযরত শু'আইব (আ)-কে তাহাদের ভাই বলা হয় নাই। কারণ, তাহাদিগকে 'আয়কা, (ঘনবণ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত করা হইয়াছে। তাহারা ঐ গাছের পূঁজা করিত। বস্তুতঃ হযরত শু'আইব (আ) যদিও তাহাদের ভাই ছিলেন, তবুও এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের কারণে তাঁহাকে তাহাদের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয় নাই। কিন্তু যাহারা এই তত্ত্ব বুঝিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহারা বলেন আয়কাবাসী ও মাদইয়ানবাসী দুই পৃথক পৃথক সম্প্রদায় ছিল। এবং হযরত শু'আইব (আ)-কে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হযরত শু'আইব (আ)-কে তিন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ইসহাক ইব্ন বিশ্র কাহিলী (র) নামক একজন দুর্বল রাবী বলেন, ইব্ন সুদ্দী (র) তাঁহার পিতা ও যাকারিয়া ইব্ন আম্র হইতে তাঁহারা খুসাইফ (র) হইতে তিনি ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবীকে দুইবার প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু হযরত শু'আইব (আ)-কে একবার মাদইয়ান বাসীদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা তাহাকে অমান্য করিলে বিকট শব্দ দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। আর একবার আয়কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তাহারাও অমান্য করিল এবং তাহাদিগকে ছায়াওয়ালা দিনের আযাব পাকড়াও করিল।

আবূল কাশিম বাগাভী (র) ..... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত শু'আইব (আ)-কে আসহাবে রাস্স ও আসহাবে আয়কা এই দুই সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইসহাক ইব্ন বিশ্র (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে আসহাবে আয়কা ও মাদইয়ানবাসী একই সম্প্রদায়।

হাফিয ইব্ন আসাকির ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

قَوْمُ مَدْيَنَ وَاَصْحَابُ الاَيْكَةِ اُمَّتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمَا شُعَيْبًا اَلنَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

মাদইয়ান সম্প্রদায় ও আয়কাবাসী পৃথক দুই উম্মাত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উভয়ের প্রতি হযরত শু'আইব (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাদীসটি গরীব। ইহার মারফূ হওয়াও নিশ্চিত নহে। মাওকূফ বলিয়া অধিক বিশুদ্ধ। কিন্তু এই বিষয়ে বিশুদ্ধ মত হইল, মাদইয়ানবাসী ও আয়কাবাসী একই উম্মাত। পবিত্র কুরআনের সবখানেই তাহাদিগকে বিষয়ের জন্য উপদেশ ও নসীহত করা হইয়াছে। উভয়কে সঠিক মাপ ও ওজন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহারা একই উম্মাত ছিল।

١٨١. اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ .

١٨٢. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ .

١٨٣. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ .

١٨٤. وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (১৮১) মাপে পূর্ণমাত্রা দিবে যাহারা মাপে ঘাটতি করে তাহাদিগের অন্তর্ভূক্ত হইও না। (১৮২) এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায় (১৮৩) লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্ত বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না (১৮৪) এবং ভয় কর তাহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাফসীর ঃ হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার উম্মাতকে পূরাপুরিভাবে মাপ ও ওজন দিতে হুকুম করিয়াছেন এবং উহাকে ঘাটতি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ اَوْفُوْا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ তোমরা পুরা মাপে মাল দাও, মাপে কম করিও না। এইভাবে তাহাদিগকে মাল কম দিও না। অথচ, তোমরা যখন ক্রয় কর তখন পূর্ণ মাপে মাল লইয়া থাক। অতএব তোমরা যখন অন্যের নিকট হইতে পূর্ণ মাপে লইয়া থাক অন্যকে পূর্ণ মাপে দিবে। আর লোককে যেমন দাও তোমরাও অনুরূপ লইবে।

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ আর তোমরা সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করিবে। اَلْقِسْطَاسِ অর্থ দাড়িপাল্লা। কেহ কেহ বলেন, اَلْقِسْطَاسِ শব্দটি রূমী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় গৃহিত হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ রূমী ভাষায় আদল ও ইনসাফকে বলা হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, اَلْقِسْطَاسِ অর্থ ইনসাফ।

وَلاَ تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ তোমরা মানুষকে মালে ঘাটতি করিও না। وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ আর তোমরা যমীনে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিও না। অর্থাৎ তোমরা লুটপাট ডাকাতি ও রাহজানি করিও না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلاَتَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعَدُوْنَ আর তোমরা ধমকাইয়া মানুষের নিকট হইতে তাহাদের মালামাল ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রতি রাস্তায় রাস্তায় যেও না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৬)

وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ তোমরা সেই মহান সত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন কে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হযরত মূসা (আ) তাঁহার উম্মাতকে বলিয়াছেন ঃ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاءِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। ইব্ন আব্বাস, সুদ্দী, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, اَلْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ এর অর্থ পূর্ববর্তী মাখ্লূক।

١٨٥. قَالُوْا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ .

١٨٦. وَمَآ اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ .

١٨٧. فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

١٨٨. قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

١٨٩. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

١٩٠. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

١٩١. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (১৮৫) উহারা বলিল, তুমি যাদুগ্রস্থদিগের অন্তর্ভুক্ত (১৮৬) তুমি আমাদিগের মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। (১৮৭) তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের একখণ্ড আমাদিগের উপর ফেলিয়া দাও । (১৮৮) সে বলিল, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন, তোমরা যাহা কর (১৮৯) অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে তাহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। (১৯০) ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (১৯১) এবং তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আয়কাবাসীরাও হযরত শু'আইব (আ) কে তদ্রুপ জবাব দিয়াছিল, যেমন সামূদ জাতি হযরত সালিহ্ (আ)-কে জবাব দিয়ছিল। উভয় কাওমের মন মানসিকতা ছিল একই রকম। তাহারা হযরত শু'আইব (আ)-কে বলিল, اِنَّمَا اَنْتَ الْمُسَحَّرِيْنَ তুমি তো একজন যাদুগ্রস্তলোক। وَمَآ اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ আর তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদি মনে করি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট তোমাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করেন নাই।

فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ তুমি উদ্দেশ্যমূলক আমাদের নিকট মিথ্যা দাবী লইয়া আসিয়াছ। যদি তুমি সত্যি সত্যি রাসূল হইয়া থাক তবে আসমানের এক টুকরা আমাদের উপর ছুড়িয়া মার।

সুদ্দী (র) বলেন, كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ -এর অর্থ আসমানের শাস্তি। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুরূপ দাবী করিয়াছেন। وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا তাহারা বলিল, আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনিব না যাবৎ না তুমি আমাদের জন্য যমীন হইতে নহর প্রবাহিত করিবে। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৯০)

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا۔

কিংবা আমাদের উপর আসমান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিবে, যেমন তুমি দাবী করিয়াছ অথবা আল্লাহ্‌কে উপস্থিত করিবে অথবা ফিরিশতাগণকে দলেদলে হাজির করিবে। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৯২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔

আর যখন তাহারা (কুরাইশরা) বলিল, হে আল্লাহ ! যদি ইহা আপনার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন। (সূরা আনফাল ঃ ৩২)।

হযরত শু'আইব (আ) এর কাওম ও তাহাকে অনুরূপ বলিয়াছিল, অর্থাৎ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ তুমি যদি সত্যি হও তবে আসমানের শাস্তি ও আযাব আমাদের উপর অবতীর্ণ কর। قَالَ رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ শু'আইব (আ) বলিলেন, আমার প্রতিপালক তোমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব ভাল জানেন। অর্থাৎ তোমরা যদি শাস্তির যোগ্য হও তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ শাস্তি দিবেন। কিন্তু ঐ শাস্তি দানে তিনি তোমাদের প্রতি মোটেই যুলুম করিবেন না। এবং পরবর্তী কালে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর ঠিক ঐ রূপ শাস্তি দিয়াছিলেন। যাহা তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ۔

অতঃপর তাহারা শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল, ফলে শামিয়ানার দিনে শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। অবশ্যই ইহা গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল। বস্তত তাহাদের উপর যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা তাহাদের প্রার্থিত শাস্তি ছিল। তাহারা আসমান

হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিবার জন্য বলিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম সাতদিন পর্যন্ত তাহাদের উপর ভীষণ গরম অবতীর্ণ করিলেন। উহা হইতে বঁচিবার কোন উপায় ছিল না। ইহার পর তাহাদের মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন হইল। ইহা দেখিয়া তাহারা সকলেই ছায়ার নিচে সমবেত হইল। যখন তাহারা সকলে একত্রিত হইল তখন মেঘ হইতে আগুনের ফুলকী মারিত লাগিল, ফলে যমীন প্রকম্পিত হইল এবং এমন কি বিকট শব্দ হইল যাহার ফলে তাহাদের সকলের প্রাণ পাখী উড়িয়া গেল।

عَـذَابَ يَـوْمٍ عَظِيْمٍ অবশ্যই ইহা একটি গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আয়কাবাসীদের শাস্তির কথা তিনটি স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক স্থানে তাহাদের অবস্থার পেক্ষিতে যেই ধরনের শাস্তি সংগতি পূর্ণ উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা আ'রাফে বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে একটি বিকট শব্দ দ্বারা পাকড়াও করিয়াছিল ফলে তাহারা তাহাদের ঘরেই মৃতাবস্থায় উপুড় হইয়া রহিল। কারণ তাহারা হযরত শু'আইব (আ) ও তাঁহার সাথীগণকে বলিয়াছিল ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَمَنْ مَّعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْلَتَعُوْدُنَّ فِى مِلَّتِنَا ـ

হে শু'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিব। অথবা তোমরা আমাদের ধর্মেই প্রত্যাবর্তন করিবে। এই বলিয়া তাহারা আল্লাহর নবী ও তাঁহার সাথীগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এক ভয়নাক ভূ-কম্পনের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইল। এবং সূরা 'হূদ' -এ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহারা হযরত হূদ (আ)-কে বলিয়াছিল ঃ

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَايَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ـ

তোমার সালাত আমাদিগকে নির্দেশ দিতেছে যে, আমরা আমাদের আমাদের পূর্ব পুরুষগণের উপাস্যগণকে বর্জন করিব কিংবা একই হুকুম করিতেছ যে, আমরা আমাদের মালের ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছামত তাসাররুফ করা ছাড়িয়া দিব? তুমি তো দেখি ধৈর্য্যশীল জ্ঞানী। (সূরা হূদ ঃ ৮৭) তাহারা এই কথা বলিয়া হযরত শু'আইব (আ)-এর সহিত ঠাট্রা-বিদ্রুপ করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ শাস্তি অর্থাৎ বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা চিরতরে তাহাদিগকে এইরূপ ঠাট্রা-বিদ্রুপ করা হইতে নীরব করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ফলে তাহাদিগকে বিকট শব্দ পাকড়াও করিয়াছিল। আর এই সূরা অর্থাৎ 'শু'আরা' যেহেতু এই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ আমাদের উপর আসমানের আযাব অবতীর্ণ কর। এবং ইহা তাহারা বলিয়াছিল শত্রুতা ও অহংকার করিয়া। অতএব তাহাদের অপারাধের সহিত সংগতি পূর্ণ শাস্তির কথা এখানে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

ছায়াওয়ালা দিনের শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। অবশ্যই গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল।

কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আয়কাবাসীদের উপর অতিশয় প্রখর রৌদ্র চাপাইয়া দিয়াছেন, ছায়া লাভ করিবার কোন উপায় ছিল না। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর এক খন্ড মেঘের ছায়া করিয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি ঐ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং খুব আরাম অনুভব করিল। অতঃপর সকলকে ঐ ছায়ায় আশ্রয় লইতে বলিলে, সকলেই ঐ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। এবং তাহাদের উপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান ও কাতাদাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি ছায়া প্রেরণ করিলেন। যখন তাহারা সকলেই উহার নিচে একত্রিত হইল, তখন তিনি ছায়া সরাইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর সূর্যকে অতিশয় প্রখর করিয়া দিলেন, ফলে কড়াইয়ে যেমন টিড্ডি ভূনা হইয়া যায় তাহারাও প্রখর রৌদ্রে অনুরূপ ভূনা হইয়া গেল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) বলেন, মাদইয়ানবাসীদিগকে তিন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের বসতীকে ভূ-কম্পন হইয়াছিল ফলে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভূ-কম্পনের ফলে তাহারা যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এতই ভীত হইল যে, যদি তাহারা পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে, তবে তাহাদের উপর ঘরের ছাঁদ ভাংগিয়া পড়িবার আশংকা করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর ছায়া প্রেরণ করিলেন, তখন তাহাদের একজন উহার নিচে আশ্রয় নিল। সে বলিল এত আরামদায়ক ছায়া ইহার পূর্বে কখনও দেখি নাই। হে লোক সকল! তোমরা এই দিকে আসিয়া পড়। তাহারা সকলেই তথায় সমবেত হইল এবং তখনই একটি বিকট শব্দ হইল এবং সকলেই প্রাণ হারাইল। অতঃপর মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

মুহাম্মদ ইব্ন জরীর (র) বলিলেন, হারিস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ। আয়াতের ব্যাখ্যা কি? তিনি বলিলেন আল্লাহ্ তা'আলা মাদইয়ানবাসীদের

বসতীকে প্রকম্পিত করিলেন এবং তাহাদের উপর অত্যধিক কঠিন গরম প্রেরণ করিলেন। তাহারা অতিষ্ট হইয়া ঘর হইতে জংগলে বাহির হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর এক খণ্ড মেঘ প্রেরণ করিলেন। তাহারা খুব শীতল ও আরামদায়ক অনুভব করিল এবং সূর্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইল। তখন ও যাহারা ঐ ছায়ার নিচে আসিয়া পৌঁছায় নাই তাহাদিগকে তথায় ডাকিয়া একত্রিত করা হইল। তাহারা সকলেই তথায় সমবেত হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর অগ্নি প্রেরণ করিলেন। উহাতে তাহারা পুড়িয়া প্রাণ হারাইল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, 'ছায়ার দিনের শাস্তি' দ্বারা ইহাই বোঝান হইয়াছে। অবশ্যই ইহা একটি গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

অবশ্যই ইহাতে বড়ই নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকের বিশ্বাসী হইল না। আর তোমার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পরম দয়ালু।

١٩٢. وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

١٩٣. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ.

١٩٤. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ.

١٩٥. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

অনুবাদ ঃ (১৯২) আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ (১৯৩) জিব্রাঈল ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছেন (১৯৪) তোমার হৃদয়ে যাহাতে, তুমি সতর্ককারী হইতে পার- (১৯৫) অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যেই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অবশ্যই ইহা অর্থাৎ পূর্ববর্তী সূরার সেই আয়াত وَمَا تَأْتِيْهِمْ عَنْ ذِكْرٍ مِّنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ এর মধ্যে যেই যিকির ও কিতাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে অবতারিত।

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ একজন বিশ্বস্ত ফিরিশ্তা জিব্রাঈল (আ) উহা লইয়া আসিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, কাতাদাহ, আতীয়্যাহ আওফী, সুদ্দী, যাহ্হাক, যুহরী ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন, رُوْحُ الْاَمِيْنُ দ্বারা

হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। যুহরী (র) বলেন, এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ -

তুমি বল, যেই ব্যক্তি জিব্রাঈলের শত্রু সে আল্লাহ্র শত্রু। সে তো আল্লাহ্র হুকুমেই তোমার অন্তরে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে। যাহা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করে। (সূরা বাকারা ঃ ৯৭)

মুজাহিদ (র) বলেন, যাহার সহিত হযরত জিব্রাঈল (আ) একবার কথা বলিয়াছেন, যমীন কখনোও তাহাকে আহার করিবে না।

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার অন্তরে এমন একজন ফিরিশতা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে যে, আল্লাহর দরবারে অতি সম্মানিত ও বিশ্বস্ত এবং ঊর্ধ গগনে মহামান্য। এই কুরআনকে ফিরিশতা সুরক্ষিতাবস্থায় তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেন তুমি আল্লাহ্র হুকুমে বিরোধিতাকারী ও তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকদিগকে আল্লাহ্র শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিতে পার।

بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ যেই কুরআনকে আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, উহা স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা লালিত্য ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এবং উহা যে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে অবতারিত। উহার ভাষা তাহাই প্রমাণ করে। অতএব ঐ সকল বিপথগামী লোকদের উহা মানিবার জন্য কোন ওজরই অবশিষ্ট থাকে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইব্ন তায়সীব হইতে (র) বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যধিক সুন্দর ভাষায় মেঘমালার বর্ণনা দিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার চাইতে অধিক উত্তম ভাষী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তখন তিনি বলিলেন ঃ حق لى إنما أنزل القران بلسانى। আমার ভাষা অবশ্যই এইরূপ হইবে, আমার ভাষা তো কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ

لَمْ يَنْزِل الْوَحْىُ اِلاَّ بِالْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ تَرْجَمَ كُلُّ نَبِىٍّ لِقَوْمِهِ وَاللِّسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِا لسُّرْيَانِيَّةِ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ تُكَلِّمَ بِالْعَرَابِيَّةِ (رواه أبى حاتم) -

"প্রত্যেক নবীর নিকট আরবী ভাষায় ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে। অতঃপর প্রত্যেক নবী তাঁহার উম্মাতের নিকট উহার অনুবাদ করিয়া শুনাইয়াছেন। কিয়ামত দিবসে সকলের ভাষা হইবে সুরিয়ানী ভাষা। অতঃপর যেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে আরবী ভাষায় কথা বলিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

١٩٦. وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ـ

١٩٧. اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ـ

١٩٨. وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ـ

١٩٩. فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ـ

অনুবাদ ঃ (১৯৬) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে। (১৯৭) বনী ইসরাঈলের পন্ডিতগণ ইহা অবগত আছে, ইহা কি উহাদিগের জন্য নিদর্শন নহে? (১৯৮) আমি যদি ইহা কোন আজমীর নিকট অবতীর্ণ করিতাম (১৯৯) এবং উহারা সে উহাদিগের নিকট পাঠ করিত, তবে উহার ঈমান আনিত না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি অবতারিত কিতাবের মধ্যেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহারা এই কিতাবের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলের নিকট রাসূলুল্লাহের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ـ

"যখন ঈসা (আ) বলিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার পূর্বে অবতারিত তাওরাতকে সত্যায়ন করি এবং আমার পরে আগমনকারী এক রাসূলের সুসংবাদ প্রদান করি যাহার নাম হইবে 'আহ্মাদ'। (সূরা সাফফ্ ঃ ৬)

'যাবুর' অর্থ কিতাব ও পুস্তক। হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি প্রেরিত কিতাবকে যাবুর বলা হয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ তাহাদের কৃত সকল কাজই ফিরিশতাগণের কিতাবে লিখিত রহিয়াছে।

اَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ বনী ইসরাঈলের আলিম ও পন্ডিতগণ এই কুরআনের উল্লেখ তাহাদের কিতাবসমূহে পাঠ করিয়া থাকে, ইহা কি এই কুরআনের জন্য সত্য প্রমাণিত হইবার জন্য নির্দশন নহে?

প্রকাশ থাকে যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণের দ্বারা তাহাদের ন্যায় নিষ্ঠাবান আলেমগণকেই বুঝান হইয়াছে। যাহারা এই স্বীকার করেন যে, তাহাদের কিতাব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত ও উম্মাতের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম, হযরত সালমান ফারেসী (রা) ও অন্যান্য হক পন্থি আলেমগণ।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ যাহারা নিরক্ষর নবী রাসূলের অনুসরণ করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশ কাফিররা যে কুরআনের বিদ্বেষ করিত উহার উল্লেখ করিয়াছেন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ আর এই কুরআনকে কোন অনারবের উপর নাযিল করিতাম এবং সে উহাদের নিকট তাহাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইত ও তাহারা বিদ্বেষের বশিভূত হইয়া উহার প্রতি ঈমান আনিত না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا ـ

"যদি আমি তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার উম্মুক্ত করিয়া দিতাম এবং তাহারা উহাতে আরোহণও করিত তবুও তাহারা বলিত, আমাদের চক্ষু সমূহকে নিশাযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি উহা ভুল পাইতেছি"। (সূরা হিজ্র ঃ ১৪ - ১৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى الاية ـ

"আর যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতাগণকে অবতীর্ণ করিতাম এবং মৃতলোক জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথা বলিত তবুও তাহারা ঈমান আনিত না"। (সূরা আন'আম ঃ ১১১)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ

"যাহাদের জন্য আযাবের কালেমা অবধারিত তাহারা কখনও ঈমান আনিবে না"। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬)

٢٠٠. كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ.

٢٠١. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ.

٢٠٢. فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

٢٠٣. فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ.

٢٠٤. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ.

٢٠٥. اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ.

٢٠٦. ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ.

٢٠٧. مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ.

٢٠٨. وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ.

٢٠٩. ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (২০০) এইভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছি। (২০১) উহারা ঈমান আনিবে না, যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২০২) ফলে ইহা উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, উহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না (২০৩) তখন উহারা বলিবে, আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে? (২০৪) উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে? (২০৫)

তুমি বল, যদি আমি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল ভোগ বিলাস করিতে দেই, (২০৬) এবং পরে উহাদিগের উপর যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহা উহাদিগের আসিয়া পড়ে (২০৭) তখন উহাদিগের ভোগ-বিলাসের উপকরণ কোন কাজে আসিবে কি? (২০৮) আমি এমন কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যাহার জন্য সতর্ককারী ছিল না। (২০৯) ইহা উপদেশস্বরূপ আর আমি অন্যায়কারী নই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি কুফর, সত্যের অস্বীকৃতি ও বিদ্বেষ অপরাধীদের অন্তরে ঢুকাইয়া দিয়াছি।

لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

তাহার সত্যের প্রতি ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। কিন্তু তখন যালিমদের কোন ওজর তাহাদের পক্ষে উপকারী হইবে না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে লা'নাত ও অশুভ পরিণতি।

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ অতঃপর আকস্মিকভাবে তাহাদের উপর শাস্তি আসিয়া পড়িবে তাহারা উহা টেরই পাইবে না। فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ অতঃপর তাহারা বলিবে, আমাদিগকে কিছু অবকাশ দেওয়া হইবে কি? অর্থাৎ তাহাদের উপর যখন আযাব আসিয়া পড়িবে, তখন তাহারা অবকাশ লাভের জন্য আল্লাহ্র দরবারে আকঙক্ষা করিবে। যদি তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দেওয়া হয় তবে তাহারা আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করিবে। শুধু যে কেবল কুরাইশ কাফিররা এই রূপ আকাঙক্ষা করিবে তাহাই নহে বরং সকল কাফির, ফাজির ও যালিম লোকেরা আল্লাহ্র আযাব দেখিতেই এইরূপ আকাঙক্ষা করিবে। কিন্তু তাহাদের আকাঙক্ষা বিফল হইবে। তাহারা তখন সকলেই অনুতপ্ত হইবে। ফির'আউনের অহংকার ও দাম্ভিকতার দরুন সে যখন ঈমান আনিল না। হযরত মূসা (আ) তাহার জন্য বদ দু'আ করিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَئَهُ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ... قَدْ اُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا -

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফির'আউন ও তাহারা সর্দারদিগকে পার্থিব জীবনে ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন .... তোমাদের দু'আ কবুল করা হইয়াছে। (সূরা ইউনুস ঃ ৮৮-৮৯)

ফির'আউন আর ঈমান আনিল না এবং শাস্তিতে গ্রেফতার হইল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْاَسْرَائِيْلَ الخ -

"যখন ফির'আউন পানিতে ডুবিয়া মরিতে লাগিল তখন সে বলিয়া উঠিল, সেই মহান সত্তা ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই, যাহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে ...."। (সূরা ইউনুস ঃ ৯০)

কিন্তু তাহার ঐ সময়ের ঈমান কোন কাজই আসিল না। পবিত্র কুরআনের অন্যন্য আয়াতেও ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শাস্তি আসিবার পর কাহারও ঈমান গ্রহণযোগ্য হইবে না।

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ তাহারা কি আমার আযাবের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে? আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে ইহা দ্বারা ধমক দিয়াছেন, কারণ তাহারা উপহাস করিয়া রাসূলগণকে বলিত, اَئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰه তুমি যদি সত্যি সত্যিই শাস্তি অবতীর্ণ করিতে পার তবে করিয়া দেও না। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَرَاَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ثُمَّ جَاۤءَ هُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ مَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ -

"আমি যুগ যুগ ধরিয়া ঐ সকল কাফিরদিগকে ভোগ বিলাসের মত্ত রাখি, অবশেষে তাহাদের উপর প্রতিশ্রুত শাস্তি আসিয়া পড়ে, তবে তাহাদের ভোগ-বিলাসের বস্তু তাহাদের কি উপকার করিতে পারিবে"?

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا -

"তখন তো তাহাদের মনে হইবে, যেন তাহারা পৃথিবীতে এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা অবস্থান করিয়াছে"। (সূরা আন্ নাযি'আত ঃ ৪৬)

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَّمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ-

"তাহাদের একজন ইহাই আকাঙক্ষা করে যে, হাজার বৎসর জীবিত থাকুক। কিন্তু এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও উহা আল্লাহ্র শাস্তিকে হটাইতে সক্ষম হইবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ৯৬)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدّٰى

"যখন সে ধ্বংস হইবে তখন তাহার মাল তাহার কোনই উপকার করিতে পারিবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ৯৬)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّاكَانُوْ يُمَتَّعُوْنَ "তাহাদের ভোগ বিলাসের বস্তু তাহাদের কোনই কাজেই আসিবে না"।

বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে কাফিরকে জাহান্নামের গহবরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস করা হইবে, তুমি কি কোন আরাম ও প্রশান্তি লাভ করিয়াছ? সে বলিবে, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও কোন আরাম ও শান্তি পাই নাই। অতঃপর অন্য ব্যক্তিকে আনা হইবে, যে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন জীবন যাপন করিয়াছিল, তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি কখনও কষ্ট ভোগ করিয়াছ ? সে বলিবে, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও কোন কষ্ট ভোগ করি নাই। আর এই কারণে হযরত উমর (রা) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন ঃ

كَأَنَّ لَمْ تُؤْثِرْ مِنَ الدَّهْرِ لَيْلَةً * اِذَا اَنْتَ اَدْرَكْتَ الَّذِى اَنْتَ تَطْلُبُ ـ

“তুমি যখন তোমার কাম্য উদ্দেশ্য লাভ করিবে, তখন মনে হইবে যেন জীবনে কখনও কষ্ট স্পর্শই করে নাই”।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই সকল কাওম ও জাতিকে তিনি ধ্বংস করিয়াছেন তাহাদিগকে কেবল তখনই ধ্বংস করিয়াছেন, যখন তাহাদিগের নিকট নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন অথচ, তাহার সব কিছুই উপেক্ষা ও অমান্য করিয়াছে। ফলে উহার অশুভ পরিণতি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ـ

“আমি যে কোন জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি, উহার জন্য সতর্ককারী নবী ছিল। তাঁহারা তাহাদিগকে উপদেশ ও নসীহত করিয়াছে। বস্তুতঃ আমি যালিম নহি”।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

“আমি রাসূল প্রেরণ না করিয়া কোন কাওমে শাস্তি দেই নাই”। (সূরা ইস্রা ঃ ১৫)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ اُمِّهَا رَسُوْلاً يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا......الخ ـ

“তোমার প্রতিপালক কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না, যাবৎ উহার কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যে তাহাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করিয়া শুনায়”। (সূরা কাসাস ঃ ৫৯)

২১০. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ.

২১১. وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ.

২১২. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (২১০) আর শয়তানরা উহা সহ অবতীর্ণ হয় নাই। (২১১) উহারা এই কাজের যোগ্য নহে এবং উহারা ইহার সামর্থও রাখে না। (২১২) উহাদিগের তো শ্রবণের সুযোগ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র গ্রন্থে আল-কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ করেন, উহার কাছে কোনভাবেই উহার অগ্রপশ্চাৎ হইতে বাতিল আসিতে পারে না। উহা তো পরম জ্ঞানী ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। হযরত জীব্রাঈল আমীন (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উহা লইয়া আসিয়াছেন ঃ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ। উহা তাঁহার নিকট শয়তানরা লইয়া আসেন নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শয়তানরা উহা কি কারণে লইয়া আসিতে পারে না। (১) যেহেতু শয়তানের কাজ হইল ফাসাদ সৃষ্টি করা ও আল্লাহ্র বান্দাগণকে গুমরাহ করা। অথচ, পবিত্র কুরআন হইল, সৎকাজে নির্দেশ, অসৎকাজ হইতে নিষেধ সম্বলিত গ্রন্থ। ইহা আলো ও হিদায়েতপূর্ণ। শয়তান ও এই মহা গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট ব্যবধান। অতএব ইহা শয়তানের কাম্য হইতে পারে না (২) দ্বিতীয় কারণ হইল, শয়তান এই মহান গ্রন্থ বহন করিতে আনিতেও সক্ষম নহে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا ـ

"যদি আমি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে ভয়ে ফাঁটিয়া যাইতে দেখিতে"। (সূরা হাশ্র ঃ ২১) অতএব শয়তানের পক্ষেও ইহা বহন করা সম্ভব নহে। (৩) তৃতীয়তঃ শয়তানে পক্ষ ইহা লইয়া আসা সংগত ও সম্ভব হইত তবুও তাহাদের পক্ষে কুরআনের কাছে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। কারণ তাহারা কুরআন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কুরআন অবতরণ কালে আসমানে ফিরিশতাগণের বড়ই কঠোর প্রহরা ছিল। অতএব কোন শয়তানের একটি শব্দ ও শ্রবণ করা সম্ভব ছিল না এবং উহার সহিত অন্য কিছু মিশ্রিত করিয়া দেওয়ার সম্ভব হয় নাই। ইহা আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি তাঁহার বড়ই অনুগ্রহ। এবং এইভাবে তাঁহার কিতাবকে শরী'আতের সংরক্ষণ ও তাঁহার রাসূলদের সাহায্য করিয়াছেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَّ اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاۤءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْلَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ـ

"আমরা আসমানকে তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছি, অতঃপর আমরা উহাকে কঠোর প্রহরা ও অগ্নিশিখায় পূর্ণ পাইয়াছি। আমরা পূর্বে উহার বিভিন্ন স্থানে খবর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতাম, কিন্তু এখন শুনিবার জন্য কান লাগাইলে তবে সে অগ্নিশিখা প্রস্তুত পাইবে"। (সূরা জিন ঃ ৮ - ৯)

٢١٣. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ٠

٢١٤. وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ٠

٢١٥. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٠

٢١٦. فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ٠

٢١٧. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٠

٢١٨. اَلَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ٠

٢١٩. وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ٠

٢٢٠. اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٠

অনুবাদ ঃ (২১৩) অতএব তুমি অন্য কোন ইলাহ্কে আমার সহিত ডাকি ও না, ডাকিলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভূক্ত হইবে। (২১৪) তোমার নিকট আত্মীয়-বর্গকে সতর্ক করিয়া দাও, (২১৫) এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে সেই সকল মু'মিনদিগের প্রতি বিনয়ী হও। (২১৬) উহারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি

বলিও, তোমরা যাহা কর তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। (২১৭) তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র উপর, (২১৮) যিনি তোমাকে দেখেন, যখন তুমি দণ্ডায়মান হও সালাতের জন্য, (২১৯) এবং দেখেন সিজ্‌দাকারীদিগের সহিত তোমার উঠাবসা (২২০) তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কেবল মাত্রই তাঁহারই ইবাদত করিতে হইবে। তাঁহার সহিত অন্য কাহাকে ও শরীক করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে তাঁহার নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। এবং তাঁহাকে হইা জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঈমান ছাড়া তাহাদের মুক্তির কোন উপায় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই নির্দেশ ও দিয়াছেন যে, তিনি যেন তাহার অনুসারী মু'মিনদের জন্য সহায় হন। তাহাদের সামনে স্বীয় বাহুকে ঝুঁকাইয়া দেন। আর যে তাঁহাকে অমান্য করে সে যেই হউক না কেন, তাহার সকল কর্মকাণ্ড হইতে যেন সম্পর্ক মুক্ত হইয়া যায়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ -

"যদি তাহারা আপনার নাফরমানী করে অবাধ্য হয় তবে আপনি বলিয়া দিন, আমি তোমাদের কৃত কর্ম হইতে মুক্ত"।

প্রকাশ থাকে যে, বিশিষ্ট লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দানের অর্থ ইহা নহে, যে জনসাধরণকে সতর্ক করিতে হইবে না। বরং জনগণকে সতর্ক করিবার জন্য সাধারণ নির্দেশ দেওয়া রহিয়াছে, ইহা উহারই অংশ বিশেষ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ -

"যেন তুমি এমন কাওমকে সতর্ক করিতে পার যাহার পূর্বপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, ফলে তাহারা গাফিল"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا "যেন তুমি 'উম্মুল কুরা' সকল জনপদের কেন্দ্র পবিত্র মক্কা ও উহার পাশ্ববর্তী এলাকায় বসবাস জন সাধারণকে সতর্ক করিতে পার"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ -

"তুমি যেই সকল লোকদিগকে সতর্ক কর, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হইবার ভয় করে"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرْ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ـ

“যেন তুমি মু'মিনগণকে সুসংবাদ দান করিতে পার এবং ঝগড়াটে কাওমকে সতর্ক করিতে পার”।(সূরা মারইয়াম : ৯৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ “এই কুরআন দ্বারা যেন আমি তোমাদিগকে এবং যাহাদের কাছে ইহা পৌঁছিবে তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পারে”।

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ـ

“বিভিন্ন গোত্রসমূহ যাহারাই ইহার অস্বীকার করিবে জাহান্নামই তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান”।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ لاَ يُؤْمِنُ بِىْ اِلاَّ دَخَلَ النَّارَ ـ

“এই উম্মাত হইতে ইয়াহুদী হউক কিংবা নাসারা যেই আমার নবুওয়াত সম্পর্কে শুনিতে পাইয়া আমার প্রতি ঈমান না আনিবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে”। উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। (১) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হইল তখন নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া يَا صَبَاحَاه বলিয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ করিলেন। ইহা শুনিয়া লোক একত্রিত হইল। যে আসিতে পারিল না সে প্রতিনিধি পাঠাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে বনূ আবদুল মুত্তলিব! হে বনূ ফহ্র, হে বনূ লুওয়াই! আচ্ছা বল দেখি যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের পাদদেশে এই একটি অশ্বারোহী শত্রুদল তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, তবে তোমরা কি উহা বিশ্বাস করিবে না। তাহারা বলিল হাঁ, করিব। তখন তিনি বলিলেনঃ

فَاِنِّىْ نَذِيْرٌلَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ـ

“আমি তোমাদিগের আগত কঠিন শাস্তির জন্য সতর্ক করিতেছি”। আবূ লাহ্ব বলিলঃ

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَمَا دَعَوْتَنَا اِلاَّ لِهَذَا ـ

"সারা দিনই তোমার বিনাশ হউক। তুমি কি কেবল ইহার জন্যই ডাকিয়াছ"? এবং তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ

ইমাম বুখারী মুসলিম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) আ'মাশ (র) হইতে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হইল; তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ! হে সাফীয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালেব, হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ। আল্লাহ্ দরবারে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারিলম না। অবশ্য আমার মাল হইতে যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করিতে পার। হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মু'আবীয়াহ ইব্ন আম্‌র (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশিষ্ট সাধারণ সকল কুরাইশকে ডাকিলেন, তিনি বলিলেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা নিজের সত্তাকে আগুন হইতে রক্ষা কর। হে বনূ কা'ব, তোমরা স্বীয় সত্তাকে আগুন হইতে বাঁচাও। হে বনূ হাশিম! তোমরা নিক সত্তাকে আগুন হইতে মুক্ত কর। হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! তোমরা নিজ সত্তাকে আগুন হইতে রক্ষা কর। হে ফাতেম বিনতে মুহাম্মদ (সা) তুমি নিজেকে আগুন হইতে রক্ষা কর। আমি আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের জন্যই কিছুই করতে পারিব না। অবশ্য তোমাদের সহিত যে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে উহার জন্য তোমাদের পার্থিব হক আমি পূর্ণ করিব। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী (র) আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর (র) হইতে অত্র সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, অত্র সূত্রে হাদীসটি গরীব। ইমাম নাসাঈ (র) মূসা ইব্ন তাল্হা (র)-এর সূত্রে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেন নাই। তবে মুত্তালিলরূপে বর্ণিত হওয়াই বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ইমাম যুহরী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হে বনূ আবদুল মুত্তালিব। তোমরা আল্লাহ্র আযাব হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ। হে সাফীয়্যাহ! হে ফাতেমা তোমরা নিজেকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আল্লাহ্র দরবারে আমি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিব না। আমার মাল হইতে তোমরা যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম আহমাদ-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি মু'আবিয়াহ (র)

..... আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে মারফূরূপে তিনি একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আরো তিনি হাসান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা (র) বলেন, সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিলেন, হে বনূ কুসাই! হে বনূ হাশিম! হে বনূ আব্দে মুনাফ! আমি তোমদিগের জন্য সতর্ককারী! মৃত্যু লোকদের উপর আচমকা আক্রমণকারী! এবং কিয়ামতের ময়দানে তেমাদের প্রতিশ্রুতি স্থান।

(৪) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) কাবীসা ইবন মুখারিফ ও যুহাইর ইব্ন আমর (র) হইতে বর্ণিত। তাহার বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ। অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া একটি বড় পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান হইলেন এবং উচ্চস্বরে ডাকিলেন। হে বনূ আব্দুল মুত্তালিব! আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী! আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হইল, সেই ব্যক্তির মত যে শত্রু দেখিয়া নিজের পরিবার-পরিজনকে সতর্ক করিবার জন্য দৌড়াইল যেন তাহারা আত্মরক্ষা ব্যবস্থা করিতে পারে। আর এই জন্য সে চিৎকার শুরু করিল। ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ (র) সুলায়মান ইব্ন্ তরখান তায়মী (র) কাবীসা ইব্ন আমর হিলালী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ যখন অবতীর্ণ হইল তখন নবী করীম তাঁহার পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করিলেন, তাহারা মোট ত্রিশ জন ছিলেন। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া পানাহার করিল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কে আছে যে ব্যক্তি আমার ঋণ ও ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করিতে পারিবে এবং সে বেহেশতে আমার সহিত থাকিবে এবং আমার পরিবার পরিজনদের আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে। তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো সমুদ্রকে আপনার এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার এই রূপ বলিলেন, কিন্তু কেহ উহার জন্য প্রস্তুত হইল না। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ইহার জন্য প্রস্তুত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে একত্রিত করিলেন তাহারা বড় একটি দল ছিল এবং ছিল বড় পেটুক। এক একজন একটা বক্রীর বাচ্চা অনায়াসে খাইয়া ফেলিত। উহার সাথে বড় একটা দুধের পাত্র দুধও পান করিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের জন্য এক মুদ্দ খাবার প্রস্তুত করিলেন। কিন্ত তাহারা তৃপ্ত হইয়া আহার করিল

এবং আহারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিল উহা দেখিয়া মনে হইল যেন খাবারে তাহারা স্পর্শই করে নাই। অতঃপর এক পেয়ালা দুধ উপস্থিত করা হইল, উহা হইতে তাহারা ও পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিল উহা মন হইল যেন তাহারা উহাতে স্পর্শ করে নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! আমি বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি এবং সাধারণভাবে সকল মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। এখন যে আলৌকিক ঘটনা ঘটিল উহা তোমরা দেখিতে পাইলে। তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে আমার হাতে বায়'আত করিবে এই শর্তে যে, সে আমার ভাই ও সাথী হইবে। রাবী হযরত আলী (রা) বলেন, ইহার উত্তরে কেহই কিছুই বলিল না। অতঃপর আমি দণ্ডায়মান হইয়া তাহার নিকট পৌছলাম অথচ, আমি ছিলাম উহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি বসিয়া পড়, হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার এই রূপ বলিলেন এবং প্রতিবারই আমি তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে বসিতে বলিতেন, কিন্তু তৃতীয়বার তিনি আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া বায়'আত গ্রহণ করিলেন।

ইহা হইতে দীর্ঘ অপর একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হাফিয আবূ বাকর বায়হাকী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ। অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি জানি, যদি এখন আমার কাওমের নিকট এই পয়গাম লইয়া যাই তবে তাহারা আমার সহিত অবাঞ্ছিত ব্যবহার করিবে। অতএব আমি কিছুক্ষণ নীরব রহিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণই পরই জিবরাঈল (আ) আমার কাছে আসিলেন। তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যদি আপনি আদেশ পালন না করেন, তবে আপনাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, হে আলী! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই জানিয়া যে, যদি এই মূহূর্তেই আমি তাহাদিগকে সতর্ক করিতে যাই, তবে তাহারা আমার সহিত অবাঞ্ছিত ব্যবহার করিবে, আমি নীরব রহিয়াছি কিন্তু জীব্রাঈল (আ) আসিয়া আমাকে সতর্ক করিয়াছেন যে, যদি আমি আল্লাহ্র হুকুম পালন না করি তবে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অতএব হে আলী! তুমি একটি বক্রীর গোস্ত পাকাইয়া প্রস্তুত কর। এক এক দুধ ও প্রস্তুত রাখ। অতঃপর বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে ডাকিয়া একত্রিত কর। আমি তাঁহার নির্দেশ পালন করিলাম। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একত্রিত হইল। তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন কিংবা একজন কমবেশী হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে তাঁহার চাচা আবূ তালিব, আবূ লাহাব, হামযা, এবং আব্বাসও ছিলেন। আমি তাহাদের সম্মুখে

খাবারের বড় পাত্র পেশ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা হইতে এক টুক্‌রা লইয়া উহা দাঁত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুনরায় খাবারের পাত্রের এক পাশে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সকলকে উহা হইতে আহার করাইলেন। সকলে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। অথচ খাবারের পাত্রে তাঁহার আঙ্গুলী সমূহের চিহ্ন দেখা যায়। উহা হইতে একটু কমিল না। অথচ তাহাদের একজনই পূরা খাবার খাইয়া থাকে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে দুধ পান করাইতে বলিলেন। তাহারা দুধের পাত্র হইতে পান করিয়া সকলেই তৃপ্ত হইল। অথচ পাত্রের যেই দুধ ছিল উহা তাহাদের একজনই পান করিয়া শেষ করিতে পারে। খাবার শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহাদের সহিত কথা বলিতে চাহিলেন, তখন আবূ লাহবই অগ্রে এই বলিয়া উঠিল, মুহাম্মদ তো তোমাদিগের উপর বেশ যাদু চালাইয়াছে। ইহার পর তাহারা সকলেই উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের সহিত কোনই কথাই বলিতে পারিলেন না।

অতএব দ্বিতীয় দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় হযরত আলী (রা)-কে প্রথম দিনের মত বক্‌রীর গোশত ও দুধের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে দাওয়াত করিতে বলিলেন। হযরত আলী (রা) বলিলেন, আমি তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। খাবার ও দুধের ব্যবস্থা করিলাম। তাহারা সকলে একত্রিত হইল। এবং প্রথম দিনের মতই পানাহার করিল। অর্থাৎ ঐ অল্প খাবার ও দুধ সকলেই তৃপ্ত হইয়া পানাহার করিল অথচ, উহা তাহাদের একজনই খাইতে পারে। আজও যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন আবূ লাবাবই প্রথম বলিয়া উঠিল। মুহাম্মদ তো খুব যাদু করিয়াছে। ইহার পর তাহারা সকলে উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্ত রাসুলুল্লাহ্ (সা) আজও তাহাদের সহিত কথা বলিতে পারিলেন না। পরবর্তীকালে তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন, হে আলী! আজ তুমি আবারও আমাদের জন্য গতকালের মত পানাহারের ব্যবস্থা কর। এই ব্যক্তি (আবূ লাহব) তো সব কিছু উলট পালট করিয়া দিল। লোকজনের সহিত সে আমাকে কথা বলিতে দিল না।

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি পূর্বের মত পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া ঐ লোকজনকে একত্রিত করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় আপ্যায়ন করিলেন। তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া পানাহার করিল। আল্লাহ্‌র কসম! তাহাদের সকলের জন্য যেই পরিমাণ খাবার ও দুধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল উহা তাহাদের একজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, হে বনূ আব্দুল মুত্তালিব। আমি গোটা আরবে এমন একজন যুবককেও জানি না আমার চাইতে উত্তমবস্তু তোমাদের জন্য পেশ করিয়াছে। আমি তোমাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লইয়া আসিয়াছি।

আহমদ ইব্‌ন আবদুল জব্বার (র) বলেন, ইব্‌ন ইসহাক (র) রিওয়ায়েতটি ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জরীর (র) ইব্‌ন হুমাইদ (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্যই শেষে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা হইল, 'আর আমার প্রতিপালক আমাকে তাহার প্রতি তোমাদিগকে দাওয়াত দিতে হুকুম করিয়াছেন, অতএব তোমাদের এমন কে আছে, যে আমার ভাই হইয়া আমার সাথী হইবে এবং এই বিষয়ে আমার সহায়তা করিবে'। হযরত আলী (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া সকলেই নীরব রহিল। কিন্তু আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সাহায্যকারী হইব। অথচ আমি তাহাদের মধ্যে হইতে সকলের ছোট ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাঁধ ধরিয়া বলিলেন, এই আমার ভাই ও সাথী। অতএব তোমরা তাহার কথা শুন ও অনুকরণ কর। ইহা শুনিয়া তাহারা সকলেই হাসিয়া উঠিল এবং আবূ তালেবকে বলিল, তোমাকে তো মুহাম্মদ তোমার পুত্রের কথা শুনিতে ও তাহার অনুকরণ করিতে আদেশ দিয়াছে। রিওয়ায়েতটি কেবল আবদুল গফ্‌ফার ইব্‌ন কাসিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সে পরিত্যয্য, মিথ্যুক ও শীয়া। আলী ইব্‌ন মদীনী (র) তাহাকে মিথ্যা হাদীস রচনাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। সকল ইমাম তাহাকে দুর্বল বলিয়াছেন।

(অপর সূত্র) ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইব্‌ন হারিস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে আলী একটি বক্‌রী পাও ও এক ছা' খাদ্য ও এক পাত্র দুধের ব্যবস্থা কর। আমি নির্দেশ পালন করিলাম অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, বনূ হাশেমকে ডাকিয়া আন। তাহাদের সংখ্যা তখন ছিল চল্লিশ কিংবা একজন কম বেশী হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে দশ জন এমনও ছিল যাহাদের প্রত্যেকেই পুরা বক্‌রী ঝোলসহ খাইয়া ফেলিতে পারে। তাহাদের কাছে যখন গোশ্‌তের পাত্র আনা হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার উপরের একটি টুক্‌রা লইয়া বলিলেন, তোমরা খাইতে শুরু কর। তাহারা আহার শুরু করিল এবং পরিতৃপ্ত হইয়া আহার শেষ করিল। কিন্তু পাত্রের গোশ্‌ত হইতে একটুও কমিল না। অতঃপর আমি তাহাদের সম্মুখে দুধের পাত্র হাযির করিলাম এবং তাহারা উহা হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল।

হযরত আলী (রা) বলেন, উহা হইতেও অবশিষ্ট থাকিল। তাহারা যখন পানাহার হইতে অবসর হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহার কথা বলিবার পূর্বে তাহারা বলিয়া উঠিল, আজকের মত যাদু আর কখনও দেখি নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় বলিলেন,

বক্‌রীর একটা পাও পাকাড়াও। আমি আদেশ পালন করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে পুনরায় দাওয়াত করিয়া আনিলেন। তাহারা পানাহার করিয়া অবসর হইল এবং প্রথম দিনের মতই বাক্যলাপ করিয়া চলিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব রহিলেন। ইহার তিনি আবারও আমাকে বক্‌রীর পাও পাকাইতে হুকুম করিলেন। আমি হুকুম পালন করিলাম এবং তাহাদিগকে একত্রিত করিলাম। তাহরা পানাহার করিয়া অবসর হইলে আজ রাসূলুল্লা্হ (সা) তাহাদিগকে প্রথম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে এবং আমার পরে আমার পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। হযরত আলী (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া সকলে নীরব রহিল এমন কি আব্বাসও নীরব রহিলেন। কারণ তাহার ধারণা ছিল তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে তাহার সমস্ত মালই শেষ হইয়া যাইবে। হযরত আলী (রা) বলেন, যেহেতু আমি ছোট এবং আব্বাস ছিলেন বয়োবৃদ্ধ লোক এই কারণে আমি কিছুই বলিলাম না, নীরব রহিলাম। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন, কিন্তু আব্বাস তখনও চুপ রহিলেন। এইবার আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। অথচ আমার অবস্থা ছিল তখন বড়ই করুন। আমার চক্ষুদ্বয় ছিল তখন গভীরে। পেট ছিল বড় এবং পায়ের গোছা ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। হযরত আলী (রা) হইতে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে তাঁহার চাচা ও বংশীয় অন্যান্য লোকদের নিকট তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার ও তাঁহার পরিবারের দায়িত্ব বহন করিবার আবেদন রাখিয়াছিলেন, উহার কারণ হইল যে, তিনি আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের কারণে যে কোন মূহুর্তে আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করিবার আশংকা করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি নিরাপদ হইলেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -

"হে রাসূল! তুমি তোমার প্রভূর পক্ষ হইতে প্রেরিত পয়গাম পৌছাইয়া দাও। নচেৎ তাঁহার রিসালতের দায়িত্ব পালন করা হইবে না। আর আল্লাহ্-ই তোমাকে মানুষের হাত হইতে রক্ষা করিবেন"। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রহরার ব্যবস্থা ছিল।

যেহেতু তখন পর্যন্ত বনূ হাশেমের মধ্যে হযরত আলী (রা) অপেক্ষা মযবূত ঈমানের অধিক আর কেহ ছিল না। এই কারণে তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা) পক্ষ হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর হযরত নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহন করিয়া অন্যান্য গোত্র সমূহকে বিশেষ ও সাধারণভাবে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

এমন কি তাঁহার চাচা, তাঁহার ফুফু, কন্যার নাম লইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী। বস্তুত হিদায়েতে দানের কর্তৃক কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্র। তিনিই যাহাকে ইচ্ছা সঠিক পথের দিশা দান করেন।

হাফিয ইব্ন আসাফির (র) বলেন, আমর ইব্ন সামূরাহ (র) ..... আবদুল ওয়াহিদ দামেশ্কী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ দারদা (র)-কে জনগণের সম্মুখে হাদীসের দরস দিতে ও ফাত্ওয়া দান করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার পুত্র তাঁহার পার্শে বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সকল লোক অতি আগ্রহের সহিত আপনার নিকট হইতে ইল্ম ও জ্ঞান অর্জন করে অথচ, আপনার পরিবার-পরিজন উহা হইতে বেপরোয়া হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ কি ? তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

اَزْهَدُ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا الْاَنْبِيَاءُ وَاَشَدُّهُمْ عَلَيْهِمُ الْاَقْرَبُوْنَ -

"সর্বাপেক্ষা অধিক দুনিয়া ত্যাগী হইলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম, তাঁহাদের উপর কঠিন হইল তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন"।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ আর হে নবী! তুমি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান রাব্বুল আলামীনের উপর ভরসা কর যিনি পরম দয়ালু। যিনি সর্ববিষয়ে তোমার সাহায্যকারী, তোমার সংরক্ষণকারী এবং যিনি তোমার কালেমাকে বুলন্দকারী। اَلَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ তুমি যখন সালাতে দণ্ডায়মান হও তখন তিনি তোমাকে দেখেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا -

"অতএব তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। কারণ, তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার সংরক্ষণে আছ"।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ এর অর্থ হইল, তুমি যখন সালাতে দণ্ডায়মান হও তখন তিনি তোমাকে দেখেন। ইকরিমাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রুকু সিজ্দা ও সালাতের জন্য তাঁহার দণ্ডায়মানকে দেখেন। যাহ্হাক (র) বলেন, বিছানা ও মজলিস হইতে যখন তিনি দণ্ডায়মান হন তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে দেখেন।

وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ কাতাদাহ (র) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতের অংশ জুড়িয়া ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর একাকী সালাতের দণ্ডায়মান অবস্থাও দেখেন, আর যখন সালাত পড়েন উহাও দেখেন। ইকরিমাহ, আতা খুরাসানী ও হাসান বাসরী (রা) ও এই অর্থ করিয়াছেন। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

যেমন সম্মুখে দেখেন, পশ্চাতে তেমনি দেখিতেন। দলীল হিসাবে তিনি এই রিওয়ায়েত পেশ করেন ঃ

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ -

"তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আমি তোমাদিগকে তোমাদের পশ্চাত দিক হইতে দেখিতে পাই"। বায্যাব ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) দুই সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَتَقَلُّبَكَ فِىْ السَّاجِدِيْنَ-এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। এক নবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে অন্য নবীর পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে তাঁহার নবী হইয়া আত্ম প্রকাশকে আল্লাহ্ জানেন।

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের কথাবার্তা ও শুনেন এবং তাহাদের চলাচল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ -

"হে নবী! যেই অবস্থাতে থাকেন না কেন এবং কুরআনের যাহা কিছু পাঠ করুন না কেন আর যে কোন কর্মকাণ্ড করুন না কেন, আমি তোমাদের উহাতে লিপ্ত থাকাকালে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি"। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

٢٢١. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ .

٢٢٢. تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ .

٢٢٣. يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ .

٢٢٤. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ .

٢٢٥. اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ .

٢٢٦. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ .

٢٢٧. الاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (২২১) তোমাদিগকে কি আমি জানাইব, কাহার নিকট শয়তানরা উপস্থিত হয়। (২২২) উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর নিকট। (২২৩) উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদিগের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী (২২৪) এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে তাহারা যাহারা বিভ্রান্ত। (২২৫) তুমি দেখ না উহারা উদভ্রান্ত হইয়া প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়। (২২৬) এবং যাহা করে না তাহা বলে। (২২৭) কিন্তু উহারা ব্যতিত যাহার ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্কে বারবার স্মরণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানিবে উহাদিগের গন্তব্যস্থল কোথায় ?

তাফসীর ঃ যেই সকল মুশরিকরা ধারণা করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালত সত্য নহে এবং নিজের পক্ষ হইতে কুরআন রচনা করিয়া কিংবা জিন সরদারের শিক্ষায় কুরআন সংকলন করিয়া মানুষের সম্মুখে পেশ করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। একজ. বিশ্বস্ত ফিরিশতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহা শয়তানের পক্ষ হইতে নহে। কুরআনের পবিত্র পূত পবিত্র গ্রন্থের প্রতি শয়তানের কোন প্রকার আগ্রহ থাকিতে পারে না। শয়তান তো কেবল সেই সকল লোকের কাছে আসিতেই আনন্দ বোধ করে যাহারা তাহার মত মিথ্যা ও অন্যায় কাজকে পসন্দ করে। যেমন মিথ্যাবাদী কাহিন-জ্যোতিষী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ـ

শয়তান দল যে কাহার উপর শোয়ার হয় উহা কি তোমাদিগকে আমি বলিব ? সে তো প্রত্যেক মিথ্যবাদী ও অপরাধীর উপরে সোয়ার হয়। যেহেতু শয়তান মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকে যাবতীয় অন্যায় অপরাধে সে আত্মতৃপ্তিবোধ করে, অতএব এমন কুরুচি সম্পন্ন অন্যান্য লোক যেমন কাহিন ও জ্যোতিষী ইত্যাদির নিকটই সে অবতরণ করিয়া থাকে।

يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ـ

তাহার আসমান হইতে চুরি করিয়া কথা শুনিবার চেষ্টা করে হয়ত বা গায়েবের এক আধটি কথা শুনিয়া লয় এবং উহার সহিত এক শতটি মিথ্যা কথা মিশাইয়া মানুষের

নিকট পেশ করে। যেহেতু চুরি করিয়া শ্রুত কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়। এবং পরবর্তীকালে মিলিত সকল কথাই তাহারা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। যেমন ইমাম বুখারী (র) ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাহিনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ انهم ليسوا بشئى। তাহারা কোন বস্তু নহে অর্থাৎ তাহারা বিভ্রান্ত। তাহারা বলিল, ঐ সকল লোক এমন কিছু কথা ও বলে যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। তখন তিনি বলিলেন ঃ

تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِى أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدُّجَاجِ فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا اَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ ـ

"ঐ সত্য কথাটি হইল কোন জীনের কুড়াইয়া আনা কথা। অতঃপর সে মুরগীর মত করকরাইয়া তাহার কোন বন্ধুকে শুনাইয়া দেয় এবং ঐ বন্ধুটি উহার সহিত আরো একশতটি মিথ্যা মিলাইয়া অন্যের নিকট বর্ণনা করে"। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, হুমায়দী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়ারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ আসমানে যখন কোন কথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ফিরিশতাগণ আদব সহকারে তাঁহাদের বাহু অবনত করে। তখন তাঁহারা এমন শব্দ শুনিতে পায় যেমন কোন পাথরের উপর জিঞ্জিরের শব্দ শ্রুত হয়। যখন তাহারা নিবিঘ্ন হয় তাঁহারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন, তাঁহারা বলে সত্য বলিয়াছেন। তিনিই বড়ই মহান। তাঁহাদের আলাচনা কান চুরি করিয়া ও শুনিবার জন্য জিনদের একটি দল একের উপর এক দল আসমান পর্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং ফিরিশতাগণের আলোচনা হইতে একটি আধটি কথা শুনিয়া একের পর একজন জিনকে শুনাইয়া দেয়। এমন কি তাহারা ঐ কথাটি কোন যাদুকর কিংবা কাহিনের নিকট বলিয়া দেয়। তখন এমন হয় যে নিচের জীনকে শুনাইবার পূর্বেই নিক্ষিপ্ত আগুনের পিণ্ড তাহাকে আঘাত হানে। আবার কখনও আঘাতের পূর্বেই পৌছাইয়া দেয়। কিন্তু উহার সহিত আরো এক শতটি মিথ্যা মিলিত হইয়া মানুষের কাছে পৌছাইয়া যায়। যেহেতু আসমান হইতে চুরি করা কথাটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং মানুষ অন্যান্য কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) যুহরী (র) হইতে এবং তিনি কিছু সংখ্যক আনসার হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, লাইস (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ফিরিশতাগণ মেঘমালার মধ্যে দুনিয়ার

বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। শয়তান ও জীনরা ঐ আলোচনা হইতে দুই একটি আলোচনা শুনিয়া থাকে। ইহার পর তাহারা কাহিনদের নিকট পৌছিয়া দেয়। অতঃপর ঐ একটি সত্যের সহিত শতটি মিথ্যা মিলাইয়া তাহারা মানুষের কাছে পৌছায়। ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوُنَ ـ

আর কবি দল তাহাদের অনুসরণ করে ঐ সকল লোক যাহারা পথভ্রষ্ট। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কাফির কবিদের অনুসরণ করে। মানব দানব হইতে ঐ সকল লোক যাহারা পথভ্রষ্ট। মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র)এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেণ। ইকরিমাহ (র) বলেন, আরব কবিদের নিয়ম ছিল, তাহাদের দুই জন যদি একজন অন্য জনকে গালি দিত, তবে সাধারণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইজনে সমর্থনে জড়িত হইয়া পড়িত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেনঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوُنَ ـ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, কুতায়রা (র) ..... আবূ সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)এর সহিত 'আরজ' নামক স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। এমন সময় এক কবি কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে আমাদের সম্মুখে আসিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, শয়তানকে ধর! কবিতার দ্বারা তাহার উদার পূর্ণ করা অপেক্ষা পূঁজ দ্বারা উদার পূর্ণ করা অধিক উত্তম।

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ। তুমি কি দেখিতে পাও না যে, তাহার প্রতিটি মাঠে ময়দানে অস্থির পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, তুমি কি দেখ না যে, তাহারা প্রতি অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকে। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হইার অর্থ করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেক কথা শিল্পে নিমগ্ন থাকে। হাসান বাসরী (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাহাদের সকল মাঠ ঘাট গুলি দেখিয়াছি, যেখানে তাহারা নিমগ্ন থাকে। তাহারা কখন ও কাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া তাহাকে আকাশে উত্তোলন করে, আবার কখনও কাহারও নিন্দা করিয়া তাহাকে ধরশায়ী করিয়া দেয়। কাতাদাহ (র) বলেন, কবিদের চরিত্র হইল, তাহারা কাহারো প্রশংসায় করিলেও অন্যায়ভাবে প্রশংসা করে আবার নিন্দা করিলেও অন্যায়ভাবে নিন্দা করে।

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ আর তাহারা বলে উহাই, যাহা তাহা করে না। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে একজন আনসারী ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর কবিতার মাধ্যমে একে অন্যকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং তাহাদের প্রত্যেকের সহিত নিজ নিজ কাওমের কিছু আহম্মক ধরনের লোক সমর্থন যোগাইতে লাগিল। এমন সময় অবতীর্ণ হইল ঃ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوُنَ الخ

আলী ইব্‌ন তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এর বক্তব্যটি বাস্তব ভিত্তিক। কারণ, কবিরা এমন এমন কথা বলিয়া ও গর্ব প্রকাশ করে, যাহা সংঘটিত হয় নাই এবং সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। আর এই কারণে উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি কোন কবি তাহার কবিতার মাধ্যমে এমন কথা স্বীকার করে যাহার কারণে তাহার উপর শরয়ী হদ্দ ও দণ্ডবিধান প্রয়োগ যাইতে পারে। তবে তাহার ঐ স্বীকারোক্তির কারণে হদ্দ কায়েম করা যাইবে কি যাইবে না? কারণ তাহারা এমন কথা বলে যাহা তাহা করে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) 'তাবাকাত' নামক গ্রন্থে এবং যুবাইর ইব্‌ন বাক্কার 'আল-ফুকাহা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র) নুমান ইব্‌ন আদীকে 'বাসরা'-এর গর্ভণর নিয়োগ করিলেন। নু'মান একজন কবি ছিলেন, একবার তিনি তাহার কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

اَلاَ هَلْ اَتَى الْحَسْنَاءَ اَن خَلِيْلَهَا * بِمَيسَانَ يَسْقِى فِى زَجَاجٍ حَنْتَمٌ

اِذَا سُئِتَ غَنَّتْمِى دَهَاقِيْقُ قَرْيَةٍ * وَرَقَّاصَةَ تَحْنُو عَلَى كل مَسْبِمٍ

فان كنت ندمانى فبا لاكبر اسقنى * ولا تستنى بالاصغر المتشلم

لَعَلَّ اَمِيْرًا الْمُؤْمِنِيْنَ يَسُوْءُهُ * تنادمنا بالخوسق المتهدم

অর্থাৎ রূপসী সুন্দরী ইহা জানে যে, তাহাদের বন্ধু 'মীসানে' অবস্থান করিতেছেন। যেখানে সদাসর্বদা কাঁচের গ্লাসে মদ্যপানের আসর অনুষ্ঠিত হয়। এবং যেখানে গ্রামের সহজ সরল মেয়েরা নাচে গানে মন মুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখে। হাঁ, আমার কোন বন্ধুর পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে সে যেন উহা অপেক্ষা অধিক বড় এবং পরিপূর্ণ মদপাত্রে আমাকে পান করায়, কিন্তু উহা অপেক্ষা ছোটপাত্র আমি অপসন্দ করি। আল্লাহ্ করুন, আমীরুল মু'মিনীন যেন ইহা সম্পর্কে অবগত না হইতে পারেন। নচেৎ তাহার পক্ষে ইহা অত্যধিক কষ্টদায়ক হইবে এবং তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন"।

ঘটনাক্রমে আমীরুল মু'মিনীন তাঁহার এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁহার এই আচরণে আমি ব্যথিত। তাঁহার সহিত যাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে সে যেন তাহাকে খবর দেয় যে, আমি তাহাকে অপসারণ করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাহার নিকট এই পত্র লিখলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ

তোমার আচরণের কারণে আমার শাস্তির যেই আশংকা তুমি উল্লেখ করিয়াছ, আমি উহা সম্পর্কে অবগত হইয়াছি। আল্লাহ্র কসম, উহাতে আমি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি এবং আমি তোমাকে তোমার দায়িত্ব হইতে অপসারণ করিলাম। ইহার পর নু'মান ইব্ন আদী (রা) যখন তাহার নিকট প্রেরিত পত্রসহ হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কখনও মদপান করি নাই। আর না কখনও নৃত্য ও গান বাজনা উপভোগ করিয়াছি। ইহা তো কেবল আমাদের মৌখিক কাব্য ছিল। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমার ধারণাও ইহাই। তবে তোমাকে আর কখনও কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করিব না। ইহাই আমার অটল সিদ্ধান্ত। নু'মান ইব্ন আদী এর স্বীয় কবিতার মাধ্যমে অপরাধের স্বীকারোক্তির পর তাহাকে হদ্দ লাগান হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যাই না। কারণ কবির এমন কথা, যাহা তাহা করে না। অবশ্য হযরত উমর (রা) তাহার অশ্লীলতা প্রকাশের জন্য তাহাকে তিরষ্কার করিয়াছেন এবং তাহাকে দায়িত্ব হইতে অপসারণ করিয়াছেন। হাদীস শরীফ বর্ণিত ঃ

لان يمتلا جوف اُحدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلا شعرا ـ

তোমাদের কাহার ও উদর পূঁজে পূর্ণ হওয়া অশ্লীল কবিতা দ্বারা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম। অতএব আল্লাহ্র রাসূল, যাহার উপর কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি না কোন জ্যোতিষী হইতে পারেন আর না তিনি কবি হইতে পারেন। কবি ও জ্যোতিষীদের অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অবস্থার মধ্যে অনেক রকম প্রার্থক্য রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ـ

"আমি তাহাকে (রাসূলুল্লাহ্ কে) কবিতা শিক্ষা দেই নাই এবং উহা তাহার পক্ষে সমীচিন নহে, ইহা তো কেবল নসীহত ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী গ্রন্থ আল-কুরআন"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৯)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অবশ্যই ইহা সম্মানিত রাসূলের কথা। কোন কবির কথা নহে। তোমরা কমই বিশ্বাস করিয়া থাক। আর কোন জ্যোতিষীর কথাও নহে, তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। ইহা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত গ্রন্থ। (সূরা হাক্কা ঃ ৪০-৪৩) এই সূরায়ও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ... الخ ـ

"ইহা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত। জীবরাঈল আলামীন ইহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভূক্ত হইতে পার। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে। শয়তান ইহা বহন করিয়া আনে নাই। তাহাদের পক্ষে ইহা বহন করিয়া আনা সমীচীন নহে। তাহাদিগকে ইহার হইতে পৃথক রাখা হইয়াছে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ - تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ وَالشُّعَرَاۤءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوٗنَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ـ

"শয়তান কাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়, আমি কি উহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব? তাহারা কিছু শ্রুত কথা মানুষের কানে ঢালিয়া দেয়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই হইল ঘোরতর মিথ্যাবাদী। তুমি দেখ না যে, তাহারা প্রত্যেক মাঠে ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে আর তাহারা বলে উহাই যাহা তাহারা করে না। অবশ্যই যেই সকল কবি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করে তাহারা ঐ অশ্লীল কবিদের অন্তর্ভূক্ত নহে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, তামীমদারীর আযাদকৃত গোলাম আবুল হাসান সালিম আল বাররাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। যখন وَالشُّعَرَاۤءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوٗنَ। অবতীর্ণ হইল তখন হাস্সান ইব্ন সাবিত, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রওয়াহাহ ও কা'ব ইব্ন মালিক (রা) কাঁদিতে কাঁদিতে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাহারা বলিলেন, এই আয়াত যখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন, তখন তিনি জানেন যে, আমরা কবি। আর ইহাতেই আমাদের নিন্দা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ দ্বারা তোমাদিগকে ঐ সকল অশ্লীল ও নিন্দিত কবিদের মধ্য হইতে পৃথক করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করে। যাহারা কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্র যিকির করে ও কাফিরদের গালির প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহারা নিন্দিত নহে। তোমরা এই

প্রকার কবিদের অন্তর্ভূক্ত। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জরির (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ও বনূ নওফিলের আযাদ করা গোলাম আবুল হাসান হইতে বর্ণিত। যখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হইল, তখন হাস্সান ইব্ন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাহ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে কাঁদিতে কঁদিতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি পাঠ করিয়া যখন اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ পর্যন্ত পৌছলেন তখন তিনি বলিলেন, তোমরা হইলে এই দলর্ভূক্ত কবি, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেককাজ করে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (র) ইকরিমাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ, যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন যে, اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ দ্বারা মু'মিন নেক কাজ সম্পন্নকারী কবিদিগকে ঐ সকল কবিদের দল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে যাহাদের কথা ইহার পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, সূরা শু'আরা মক্কায় অবতীর্ণ, অতএব মদীনায় আনসার কবিগণ সম্পর্কে এই সূরার আয়াত অবতীর্ণ হইতে পারে কি করিয়া? ইহার উত্তর এই যে, যেহেতু উপরোল্লিখিত হাদীসগুলে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত, অতএব উহার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না।

তবে উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে আনসার কবিগণের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ না হইলেও কিন্তু তাহারা আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। এমনকি ঐ সকল জাহিলী কবিগণ ও আয়াতের অন্তর্ভূক্ত, যাহারা এক কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দামূলক কবিতা রচনা করিত ও আবৃত্তি করিত। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা তাওবা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহাদের জীবনের মোড় ঘুরাইয়াছে এবং তাহাদের যেই কবিতা এক সময় ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দায় ভরপুর ছিল, পরবর্তীকালে সেই কবিতা দ্বারা ইসলামের ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা করিয়া পূর্বের ক্ষতিপূরণ করিয়াছে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন যাব্'আরী ইসলাম গ্রহণ করিয়া পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিন্দা করিতেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তিনি তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন।

অনুরূপভাবে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরম শত্রু ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই হওয়া সত্ত্বেও কবিতার মাধ্যমে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। কিন্ত ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাঁহাকে তিনি প্রাণ প্রিয় বানাইলেন। এবং তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতা রচনা ও আবৃত্তি

করিতেন। মুসলিম শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তিনটি আবেদন জানাইলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মু'আবিয়াকে কিতাবে ওহী (ওহী লেখক) নিযুক্ত করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার এই অনুরোধ মঞ্জুর করিলেন। তিনি আরো বলিলেন, আপনি আমাকে আমীর নিযুক্ত করিবেন, যেন আমি পূর্বে কাফিরদের নেতৃত্ব দান করিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতাম, অনুরূপভাবে এখানে যেন কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করিতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। ইহা ছাড়া আরো একটি অনুরোধ তিনি করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরে যাহেলী যুগের কবিরাও তাহাদের মোড় পরিবর্তন করিয়াছিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ وَذَكَرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

যাহার ঈমান আনিয়াছে ও নেককাজ করে এবং কবিতা ও সাধারণ কথার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহর যিকির করে তাহারা নিন্দিত নহে। ইহার দ্বারা পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা হইবে।

وَّ انْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আর ঐ সকল কবিগণ তাহাদের কবিতার মাধ্যমে কাফিরদের নিন্দার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাস্সান (রা)-কে বলিলেন ঃ

اُهْجُهُمْ اَوْ قَالَ هَاجُهُمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ ـ

"তুমি কাফিরদের গালির প্রতিবাদে নিন্দা কর। জীব্রাঈল তোমার সাহায্য করিবেন"। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... কা'ব ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি নবী করীম (সা) কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কবিদের নিন্দামূলক আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। অথচ অনেক মু'মিন তো কবি রচনা আবৃত্তি করিয়া থাকে। তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَكَاَنَّ مَا تَرْمُوْنَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ ـ

"মু'মিন তাহার তরবারী ও মুখ দ্বারা জিহাদ করিয়া থাকে। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কবিতা তো মুজাহিদগণের তীরের মত কাফিরদিগকে আঘাত হানে"।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ আর অচিরেই যলিমরা জানিতে পরিবে যে, কোন দিকে তাহাদের মোড় ঘুরিতেছে। অর্থাৎ ঐ সকল অশ্লীল কবি ও অন্যান্য অচিরেই তাহাদের পরিণতি জানিতে পারিবে। ইহা আল্লাহ্র সেই বাণীর মত يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ স্মরণ ঐ দিনকে যেই দিন যালিমদের তাহাদের কোন ওজর আপত্তির উপকার আসিবে না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা যুলম হইতে বাঁচিয়া থাক। যুলম কিয়ামত দিবসে অনেক অন্ধকারে পরিণত হইবে। কাতাদাহ ইব্ন দি'আমাহ (র) سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ এর তাফসীরে যালিমদের অর্থ কবিগণ ও অন্যান্য লোক যাহারা কুরআন ও নবী (সা) এর নিন্দা করিত তাহাদের বুঝাইয়াছেন। ইয়াস ইব্ন আবূ তাসীমাহ বর্ণনা করেন, একবার আমি হাসান বাসরীর দরবারে উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহার নিকট একজন খ্রিস্টানের লাশ লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তিনি বলিলেন ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ -

"অচিরেই যালিমরা জানিতে পারিবে তাহাদের পরিণতি কি হইবে"। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন, সাফওয়ান ইব্ন মুহাইরীয (র) যখনই এই আয়াত পাঠ করিতেন তখন তিনি এত পরিমাণ কাঁদিতেন যে, তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিত।

ইব্ন ওহ্ব (র) বলেন, শুরাইহ ইস্কান্দরানী (র) তাঁহার জনৈক শায়েখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তাঁহারা যখন রূমে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি এক রাত্রেই তিনি আগুন পোহাইতে ছিলেন, এমন সময় একটি কাফিলা তাঁহাদের নিকট আসিয়া থামিল। ফাযালাহ ইব্ন উবাদাহ ও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত বসিলেন। রাবী বলেন, তখন আমাদের সাথী সালাত পড়িতেছিল যখন সে سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا পাঠ করিল। ফাযালা ইব্ন উবাইদ (র) উহা শুনিয়া বলিলেন আয়াতে সেই যালিমদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা বাইতুল্লাহকে বিধস্ত করিবে। কেহ কেহ বলেন, যালিমদের দ্বারা মক্কা বাসীদিগকে বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মুশরিকদিগকে বুঝান হইয়াছে। এই ব্যাপারে সঠিক মত হইল, আয়াতের সকল যালিমকেই বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁহার অসিয়্যতে দুইটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রহীম,

ইহা আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা)-এর দুনিয়া হইতে বিদায়কালের অসিয়্যত। যখন কাফির ঈমান আনে, ফাজিরও তাহার অন্যায় হইতে বিরত হয় এবং মিথ্যুকও সত্য কথা বলে।

আমি উমার ইব্‌ন খাত্তা (রা)-কে খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করিলাম। যদি তিনি ইনসাফ করেন তবে তাঁহার সম্পর্কে প্রগাঢ় ধারণা ও প্রত্যাশা। আর যদি তিনি যুলম ও অবিচার করেন তবে আমি তো আর গায়েব জানি না। وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ "আর অচিরেই যালিমরা তাহাদের পরিণতি কি উহা জানিতে পারিবে"।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা শু'আরা -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ঃ সূরা আন-নাম্ল

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ

٢. هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

٣. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۙ

٤. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۙ

٥. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۙ

٦. وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۙ

অনুবাদ ঃ (১) তোয়া-সীন; এইগুলি আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের (২) পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদিগের জন্য; (৩) যাহারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়,তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (৪) যাহারা আখিরাত বিশ্বাস করে না, তাহাদিগের দৃষ্টিতে তাহাদিগের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়; (৫) ইহাদিগেরই জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ। (৬) নিশ্চয় আপনাকে আল-কুরআন দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হইতে।

তাফসীর ঃ সূরা সমূহের শুরুতে বিদ্যমান 'মুকাত্তাআত হরফ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারা শুরুতেই সম্পন্ন হইয়াছে।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ইহা আল-কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত সমূহ।

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ইহা মু'মিনদিগের জন্য পথ প্রদর্শনকারী ও সু-সংবাদ বহনকারী। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের দ্বারা হেদায়াত ও সু-সংবাদ কেবল সেই লাভ করিতে পারে যেই উহার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে উহার অনুসরণ করিয়াছে এবং উহার মধ্যে বিদ্যমান হুকুম মুতাবিক আমল করিয়াছে। সালাত কায়েম করিয়াছে, যাকাত আদায় করিয়াছে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে, ভাল মন্দ আমলের বিনিময়ের প্রতি এবং বেহেশত দোযখের প্রতি ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ ـ

"হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, এই কুরআন মু'মিনদিগের জন্য পথপ্রদর্শনকারী এবং শিফা। আর যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদের কর্ণকুহরে রহিয়াছে পর্দা"। (সূরা হা-মীম সিজ্‌দা ঃ ৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ـ

"আপনাকে প্রেরণ করা হইয়াছে যেন মুত্তাকিগণকে সু-সংবাদ প্রদান করিতে পারেন এবং ঝগড়াটে লোকাদিগকে ভীতি প্রদান করিতে পারেন"। (সূরা মরিয়াম ঃ ৯৭)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ـ

যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে যাহারা অসম্ভব মনে করে। তাহাদের কর্মকাণ্ডকে তাহাদের জন্য আমি সু-সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

ফলে তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিতেছে। পরকালকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহা তাহাদের পার্থিব শাস্তি। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

نُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ - اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ - وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ -

আর আমি তাহাদের অন্তরসমূহ ও চক্ষু সমূহকে উল্টাইয়া দিব ..... তাহাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি। আর পরকালে তাহারাই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। পরকালে ঐ লোক ব্যতিত অন্য কেহ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না।

وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ -

হে মুহাম্মদ! আপনি তো পরম কুশলী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এই পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই তাঁহার যাবতীয় আদেশ-নিষেধে বড়ই হিক্‌মতওয়ালা এবং তিনি ছোট বড় সকল বস্তুকেই জানেন। তাঁহার দেওয়া যাবতীয় খবর সত্য এবং তাঁহার সকল হুকুমই ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আপনার প্রতিপালক সত্য ও ইনসাফ কালেমা পূর্ণ হইয়াছে।

৭. اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۚ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝

৮. فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯. يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১০. وَاَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝

১১. اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

١٢. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.

١٣. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.

١٤. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.

অনুবাদ ঃ (৭) স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন মূসা তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, আমি আগুন দেখিয়াছি সত্বর আমি সেথা হইতে তোমাদিগের জন্য কোন খবর আনিব অথবা তোমাদিগের জন্য আনিব জ্বলন্ত অংগার, যাহাতে আগুন পোহাইতে পার। (৮) অতঃপর সে যখন উহার নিকট আসিল, তখন ঘোষিত হইল ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই অগ্নির মধ্যে এবং যাহারা আছে উহার চতুষ্পার্শ্বে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত (৯) হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল, তখন সে পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না। বলা হইল হে মূসা, ভীত হইও না, নিশ্চয়ই আমি এবং আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় করে না। (১১) তবে যাহারা যুলুম করিবার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাহাদিগের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) এবং তোমার হাত তোমার বক্ষ পার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র নির্দোষ হইয়া। ইহা ফির'আউন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আনিত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল। উহারা বলিল 'ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু' (১৪) উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নির্দশন সমূহ প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদিগের অন্তর এইগুলিকে সত্য গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা স্মরণ করাইয়া বলেন যে, দেখুন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কিভাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, তাঁহাকে বড় বড় নির্দশন দান করিয়া ফির'আউন ও তাহার নেতৃবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহারা সকল

নির্দশন অস্বীকার করিল, অহংকার করিল এবং হযরত মূসা (আ)- এর অনুকরণ করিতে অস্বীকার করিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْقَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖ যখন মূসা তাহার পরিবারের লোকজন লইয়া রওনা হইলেন এবং চলিতে চলিতে রাত্রিকালে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। অকস্মাৎ তিনি তূর পাহাড়ের আগুন দেখিতে পাইয়া তাহার স্ত্রী-পরিবার কে বলিলেন ঃ

اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ আমি আগুন দেখিয়াছি শিগ্‌গিরই আমি সঠিক পথের খবর লইয়া আসিব اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ অথবা জ্বলন্ত অংগার লইয়া আসিব যেন তোমরা উহা দ্বারা উত্তাপ গ্রহণ করিতে পার। ঘটনাটি ঠিক তেমনি ঘটিয়াছিল যেমন তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি এক মস্ত বড় সংবাদ লইয়া আসেন এবং মস্ত বড় নূর লইয়া প্রত্যবর্তন করেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا جَاۤءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ـ

অতঃপর মূসা ঐ আগুনের নিকট আগমন করিলে তাহাকে আওয়াজ করিয়া বলা হইল, যাহা আগুনের মধ্যে এবং যাহা উহার পার্শ্বে রহিয়াছে সকলই বরকতময়। হযরত মূসা (আ) ঐ অগ্নির কাছে আসিয়া ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেন। একটি সবুজ শ্যামল গাছে আগুন ধরিয়াছে। আগুন যতই উত্তেজিত হইতেছিল, গাছ ততই সবুজ ও উজ্জল হইতেছিল। হযরত মূসা (আ) মাথা তুলিয়া দেখিলেন আগুন আসমান স্পর্শ করিয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, ইহা ছিল রাব্বুল আলামীনের নূর। হযরত মূসা (আ) দৃশ্য দেখিয়া থামিয়া গেলেন।

نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ـ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ بورك অর্থ - نُقُوْس অর্থাৎ আগুন ও নূরের মধ্যে যাহা আছে উহা মুবারক ও পবিত্র আর উহার পার্শ্বে যেই ফিরিশতাগণ আছেন তাঁহারও পবিত্র। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ্, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান, ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনূস ইবন হাবীব (র) ..... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنَامُ وَ لاَيَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّنَامَ .... الخ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা যান না। আর তাঁহার পক্ষে নিদ্রা সংগতও নহে। তিনিই রিযিকের পাল্লা নিচু করেন এবং উঁচুও তিনিই করেন। রাত্রির আমল দিবা আগমনের পূর্বেই পৌঁছিয়া যায়। আর দিনের আমল দিবা আগমনের পূর্বেই পৌছিয়া যায়। রাবী মাসউদী (র) অতিরিক্ত বলেন, আর তাঁহার পর্দা হইল নূর, যদি তিনি উহা উন্মুক্ত করিতেন তবে তাঁহার তাজাল্লী ঐ সকল বস্তুকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিত, যাহার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িত। অতঃপর আবূ উবাইদাহ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا এই হাদীস মুসলিম শরীফে আমর ইব্ন মুররাহ (র) হইতে বর্ণিত।

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আর রাব্বুল আলামীন মহান বড় পবিত্র। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কেহ তাঁহার সমতুল্য নাই। কোনই বস্তু তাঁহার সকল সৃষ্টি বস্তুকে বেষ্টন করিতে সক্ষম নহে। তিনি বড়, তিনি মহান তিনি এক অদ্বিতীয়, তিনি বে-নিয়ায, তিনি সকল বস্তুর সাদৃশ্যতা হইতে মুক্ত।

يٰمُوْسٰى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

হে মূসা! আমি সার্বভৌমত্বেরে ক্ষমতার অধিকারী, মহা কুশলী আল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে প্রথম জানাইয়া দিলেন যে, যাহার সহিত তিনি কথা বলিতেছে, তিনি তাঁহার প্রতিপালক, সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ্, যিনি তাঁহার সকল কার্যকলাপ ও কর্মকাণ্ডে মহাকুশলী। প্রাথমিক বাক্যলাপের পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) তাঁহার হাত হইতে লাঠি ফেলিয়া দিতে বলিলেন, যেন তাঁহার মহান কুদ্‌রতের নির্দশনের প্রকাশ ঘটে। হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার হাত হইতে লাঠি ফেলিয়া দিলেন সাথেসাথেই উহা একটি ভয়নক অজগরে পরিণত হইল। অথচ, দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ সে যখন উহাকে নড়িতে দেখিল, যেন উহা একটি দ্রুতগামী সাপ। হযরত মূসা (আ) যখন ঐ বিরাট সাপটি দ্রুত চলিতে দেখিলেন, وَلّٰى مُدْبِرًا তিনি ভয়ে পিছনে হটিলেন। وَلَمْ يُعَقِّبْ আর তিনি ফিরাইয়া তাকাইলেন না।

يٰمُوْسٰى لَا تَخَافْ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ -

হে মূসা! তুমি ভয় করিও না। আমার নিকট রাসূলগণ ভয় করে না। অর্থাৎ হে মূসা এই ভয়নক সাপকে দেখিয়া তুমি ভীত হইও না। কারণ, আমি তোমাকে রাসূল মনোনীত করিতে চাই এবং সম্মানিত নবী। আর রাসূলগণ আমার কাছে ভীত হয় না।

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

কিন্তু যেই অবিচার করিয়াছে, অতঃপর অন্যায় করিবার পর নেকী করিয়াছে, আমি এইরূপ লোকদের জন্য ক্ষমাকারী ও মেহেরবান।

اِلَّا مَنْ। এখানে 'ইস্তিসনা মুনকা'তী' সংঘটিত হইয়াছে। আয়াতটিতে মানুষের জন্য এক বিরাট সু-সংবাদ। আর তাহা হইল যেই ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করিয়া বসিল এবং পরে উহা পরিত্যাগ করিল ও তাওবা করিল, আল্লাহ্ তা'আলা এই রূপ মানুষের তাওবা কবুল করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى -

যেই ব্যক্তি তাওবা করিয়াছে ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে এবং হিদায়াত গ্রহণ করিয়াছে, এই রূপ ব্যক্তির পক্ষে আমি অবশ্যই বড় ক্ষমাকারী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ...الخ -

"আর যেই ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করে কিংবা স্বীয় আত্মার উপর অবিচার করে"। এই প্রকার আয়াত আরো অনেক রহিয়াছে যাহা দ্বারা গুনাহ্‌গার তাওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ -

আর তুমি তোমার হাত তোমার জামার বক্ষস্থলের মধ্যে দাখিল কর, উহা উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইবে। অত্র আয়াত দ্বারা ও আল্লাহ্‌র মহা কুদরতে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং হযরত মূসা (আ)-এর নবুওতের এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার বক্ষস্থলে হাত ঢুকাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি হাত ঢুকাইয়া যখন বাহির করিলেন তখন দেখা গেল যেন উহা নির্মল চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল।

فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ এই দুইটি মু'জিযা হযরত মূসা (আ)-কে দেওয়া নয়টির মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। আমি (আল্লাহ্) ফির'আউনের নিকট এই মু'জিযা ও নির্দশন দ্বারা তোমার (মূসা) শক্তি যোগাইব ও তোমার সত্যতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিব।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ বস্তুতঃ তাহারা নাফরমানী জাতি। যেই নয়টি মু'জিযার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ এর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং উহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً -

অতঃপর যখন তাহাদের নিকট অর্থাৎ ফির'আউন ও তাহার কাওমের নিকট আমাদের স্পষ্ট নির্দশনসমূহ সমাগত হইল قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ তাহারা বলিল, ইহা তো স্পষ্ট যাদু। অতঃপর তাহারা ঐ মু'জিযার মুকাবিলা করিবার জন্য উদ্যত হইল। কিন্তু তাহারা মুকবিলায় পরাজিত হইল এবং লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া গেল।

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ -

আর দৃশ্যত তাহারা ঐ সকল মু'জিযা অস্বীকার করিল, কিন্তু তাহারা মনে মনে বিশ্বাস করিল যে উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত এবং উহা সত্য। কিন্ত তাহারা অহংকার করিয়া উহাকে অস্বীকার করিল।

ظُلْمًا وَّعُلُوًّا অর্থাৎ তাহারা ঐ সত্যকে তাহারা নিজের পক্ষ হইতে অবিচার করিয়া এবং অহংকারভরে উহা অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ -

হে মুহাম্মদ, ঐ সকল লোক যাহারা অহংকার করিয়া সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং অনুসরণ হইতে বিরত রহিয়াছে তাহাদের পরিণতি লক্ষ্য করুন যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং সকলেকে তাহাদের পানিতে ডুবাইয়া বিলুপ্ত করিয়াছেন।

অতএব হে লোক সকল, তোমরা যাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ এবং তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত সত্যকে অস্বীকার করিতেছ, তোমরা ইহা হইতে নিশ্চিত হইও না যে, তোমাদের এই কর্মকান্ডের ফলে পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের শাস্তি আসিবে না। বরং তাহাদের প্রতি শাস্তি আসিয়া থাকিলে তোমরা আরো অধিক শাস্তিরযোগ্য। কারণ মুহাম্মদ (সা) মূসা (আ) অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁহার দলীল মু'জিযা হযরত মূসা (আ) অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। খোদ মুহাম্মদ (সা) এর সত্তা, তাঁর চরিত্র এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার সম্পর্কে সু-সংবাদ দান এবং তাঁহার আনুগত্যের জন্য প্রতিজ্ঞা ও শপথ গ্রহণ, এই সবকিছুই তাঁহার শেষ্ঠত্বের প্রমাণ এবং তাঁহার আনুগত্যের দাবীদার। অতএব তাঁহার বিরোধিতা করিলে পূর্ববর্তী উম্মাত অপেক্ষা অধিক শাস্তিরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

١٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

١٦. وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ.

١٧. وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ.

১৮. حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

১৯. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৫) আমি অবশ্যই দাঊদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান করিয়াছিলাম। এবং তাঁহারা বলিয়াছিল, প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদিগকে তাহার বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। (১৬) সুলায়মান ছিল দাঊদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল হে মানুষ, আমাকে বিহংগ কুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং সকল কিছু হইতে দেওয়া হইয়াছে। ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। (১৭) সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাঁহার বাহিনীকে– জীন্, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগের বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে। (১৮) যখন উহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল, তখন এক পিপিলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর যেন সুলায়মান এবং তাহার বাহিনী তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে। (১৯) সুলায়মান তাহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদিগের শ্রেণীভূক্ত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় দুই বান্দা হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আ)-এর প্রতি যেই বিশেষ নিয়ামত দান করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে যেই বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন, ইহালৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন, একদিকে তাহাদিগকে সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করিয়াছিলেন অপরদিকে নবুওয়াতও রিসালাতের মহতি মর্যাদায়ও তাহাদিগকে ভূষিত করিয়াছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ ইহাই আলোচনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَقَالاَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلْنَا ..الخ ـ

আর আমি দাউদ ও সুলায়মানকে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিলাম। আর তাহারা বলিল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদিগকে বহু মু'মিন বান্দাগণের মধ্যে মর্যাদা দান করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন হিশাম (র) ..... হিশাম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) লিখিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে নিয়ামত দান করিলে সে যেন আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসা করে। উহা আল্লাহ্‌র নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম। যদি তুমি এই বিষয়ে অজ্ঞ হও তবে পবিত্র কুরআন পাঠ করিতে উহাতেই ইহা বিদ্যমান। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَّقَالاَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلْنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে যে নিয়ামত দান করা হইয়াছিল উহা অপেক্ষা আর কি উত্তম নিয়ামত হইতে পারে?

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ ـ আর সুলায়মান (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন সম্রাজ্য ও নবুওয়াতে। এখানে মালের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নহে। যদি মালের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য হইত, তবে এই উত্তরাধিকারী কেবল হযরত সুলায়মান (আ) পাপ্য ছিল না। বরং হযরত দাউদ (আ) এর অনেক সন্তান ছিল, তাহারা উহার অধিকারী হইতেন। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন একশত। অতএব এখানে সাম্রাজ্য ও নবুওয়াতের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য। কারণ আম্বিয়ায়ে কিরাম কাহাকেও মালের উত্তরাধিকারী করেন না। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ لاَنُوْرِثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ـ

"আমরা নবীদের জামায়াত কাহাকেও ওয়ারিস করি না। আমাদের পরিত্যাজ্য সম্পদ সাদাকার মালে পরিণতি হয়"।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ـ

সুলায়মান (আ) বলিলেন ঃ হে লোক সকল! আমাদিগকে পাখীর ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল বস্তু হইতে দান করা হইয়াছে। হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র দেওয়া সকল নিয়ামাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন পার্থিব সম্রাজ্য মানব-দানব ও সকল প্রাণীর উপর কর্তৃক সকল পাখী ও জীবযন্তুর ভাষাও তিনি জানিতেন। ইহা এমনকি আল্লাহর বিশেষ দান যাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। কোন কোন

লোকের এই উক্তি যে, হযরত সুলায়মান এর পূর্বে জীবযন্তু ও মানুষের মতই কথা বলিত। তাহাদের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ মূর্খতার উপর নির্ভরশীল। যদি বাস্তবিক বিষয়টি এমন হইত তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর আর কি বৈশিষ্ট ছিল। কারণ তিনি ছাড়াই অন্যান্য সকলে তো পাখী ও জীবজন্তুর কথাবার্তা শুনিত এবং তাহাদের কথাবার্তা বুঝিত। বস্তুত তাহাদের এই মন্তব্য ঠিক নহে। প্রাণীকূলের সৃষ্টি আদী হইতে এই পর্যন্ত একই নিয়মে ও একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বস্ততঃ হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ পাখী-পক্ষী ও মাঠে ময়দানে জীবজন্তুর কথা বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ -

পাখীর ভাষা আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই দান করা হইয়াছে ঃ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ অবশ্যই আমাদের উপর ইহা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, কুতায়রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত দাউদ (আ) ছিলেন অত্যধিক মর্যাদা সম্পন্ন। তিনি ঘরের বাহিরে যাইতেন সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হইত। অতএব কেহই তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিত সক্ষম হইত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, একবার হযরত দাউদ (আ) ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং সমস্ত দ্বার বন্ধ করা হইল। অতঃপর তাঁহার একজন স্ত্রী হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে মধ্যে ভাগে এমন একজন পুরুষ দন্ডায়মান। হযরত দাউদ (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, এই লোকটি কিভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অথচ, সকল দরজা রুদ্ধ। আল্লাহ্র কসম, হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট তো আমরা বড়ই লাঞ্ছিত হইব। কিছুক্ষণ পর হযরত দাউদ (আ) যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন ও ঐ পুরুষ লোকটি বাড়ীর দণ্ডায়মান। হযরত দাউদ (আ) তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, তুমি কে? লোকটি বলিল, আমি সেই ব্যক্তি যে কোন বাদশাহকে ভয় করে না এবং কোন প্রতিবন্ধক তাহাকে বাধা প্রদান করিতে পারে না। তখন হযরত দাউদ (আ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয় আপনি 'মালাকুল মাওত' আল্লাহর নির্দেশকে আমি স্বাগত জানাই। অতঃপর হযরত দাউদ (আ) কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। এবং তাঁহার রূহ্ কবয করা হইল এবং তখন সূর্য উদয় হইল। হযরত সুলায়মান (আ) পাখীকে বলিলেন, তোমরা হযরত দাউদ (আ) এর উপর ছায়া করিয়া রাখ। পাখী দল তাঁহার উপর এমনি ছায়া করিয়া রাখিল যে সারা যমীন অন্ধকারচ্ছন্ন হইল। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) পাখী দলকে বলিলেন, তোমরা এক এক করিয়া তোমাদের ডানা গুটাইয়া লও। হযরত আবূ হুরায়রা (র) বলেন, পাখী দল

কিভাবে ডানা গুটাইয়া লইল? ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার হাত গুটাইয়া দেখাইলেন। সে দিন শকুন অধিক ছায়া দান করিয়াছিল।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ -

আর সুলায়মান -এর সম্মুখে তাহার সকল সেনাদল মানব দানব ও পাখী দল একত্রিত করা হইল এবং সকল শ্রেণীকে পৃথকপৃথক করা হইল। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ) সবচাইতে নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তাহার পর জীন জাতি আর পাখী দল তাঁহার মাথার উপরে গরম ও প্রখর রৌদ্র হইলে তাহারা ডানা দিয়া ছায়া দান করিত।

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ তাহাদের সকলকে পৃথকপৃথক শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। কেহ কেহ কাহারও স্থানে অতিক্রম করিতে না পারে। যেমন আজকাল সম্রাটরা সেনাদলকে শ্রেণী বিন্যাসে সুশৃংখল করিয়া থাকে। .

حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِالنَّمْلِ হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্বীয় সেনাদল সহ চলিতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে যখন পিপীলিকার ময়দানে আগমন করিলেন ঃ قَالَتْ نَمْلَةٌ يٰاَيُّهَا النَّمْلُ একটি পিপীলিকা বলিল, হে পিপীলিকার দল ঃ

اُدْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ -

তোমরা তোমাদের বাসস্থান প্রবেশ কর সুলায়মান ও তাঁহার সেনাবাহিনী যেন তোমাদিগকে তাহাদের অজান্তে পিষিয়া না মারে।

ইব্ন আসাকির (র) ইসহাক ইব্ন বিশ্র (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণিত যে, এই পিপীলিকাটির নাম 'হারস' এবং 'বনূ শীসান' নামক গোত্রের সহিত ইহা সম্পর্ক ছিল। পিপীলিকাটি লেংড়া ছিল এবং উহা চিতা বাঘের ন্যায় লম্বা ছিল। পিপীলিকাটি অন্যান্য পিপীলিকার দলের পিষিয়া যাইবার আশংকা করিতেছিল। অতএব সে সকলকে নিজ নিজ বাসস্থানে প্রবেশ করিতে হুকুম করিল। হযরত সুলায়মান (আ) ইহা বুঝিতে পারিলেন।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ -

অতঃপর তিনি তাহার কথায় মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন এবং বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে আমার প্রতি দেওয়া নিয়ামতের শুকুর করিবার তাওফীক দান করুন। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! পাখী ও জীবজন্তুর ভাষা শিক্ষা দিয়া এবং আমার আব্বা এবং আম্মাকে আপনার অনুগত বানাইয়া যেই অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি এবং আমাকে উহার শুকুর আদায় করিবার তাওফীক দান করুন।

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا আর আমাকে আপনার পসন্দনীয় আমল করিবার তাওফীক দান করুন।

وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ -

আর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন তখন আমাকে আপনার নেক বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত করুন।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে পিপীলিকার ঐ ময়দানটি সিরিয়াতে অবস্থিত। পিপীলিকাটির মাছির ন্যায় দুইটি ডানাও ছিল। এই সকল কথার তেমন কোন গুরুত্ব নাই। নাওফ বাকালী (র) হইতে বর্ণিত ঃ قَالَ كَانَ نَمْلُ سُلَيْمَانَ اَمْثَالُ الذُّبَابِ অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই পিপীলিকাটি চিতাবাঘের মত ছিল। রিওয়ায়েতের মধ্যে اَلْذُّبَابِ এর স্থানে الذباب রহিয়াছে। কিন্তু আসলে الذباب হইবে। অর্থাৎ সুলায়মান (আ) এর পিপীলিকা মাছির মত ছিল। ذباب শব্দটি ভুল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মোটকথা হযরত সুলায়মান (আ) পিপীলিকার কথা বুঝিয়াছিলেন এবং উহার মন্তব্য শুনিয়া হাঁসিয়া ছিলেন। ইহা অতি বড় গুরুত্বের দাবী রাখে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ নাজীহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) পানির জন্য দু'আ করিবার জন্য মাঠে বাহির হইলেন, পথে তিনি দেখিলেন, একটি পিপীলিকা চিৎ হইয়া আসমানের দিকে পা দিয়া পানির জন্য দু'আ করিতেছে। সে বলিতেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَلَا غِنٰى بِنَا عَنْ يُسْقِيَاكَ وَاِلَّا تُسْقِتَا تُهْلِكْنَا -

"হে আল্লাহ্! আমরা তোমার সৃষ্ট জীবের একটি তোমার পানি পান হইতে আমরা বে-নিয়ায নহি। যদি তুমি পানি দান না কর তবে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। ইহা শুনিয়া হযরত সুলায়মান (আ) সাথীগণকে বলিলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও। অন্যের দু'আর কারণে তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করা হইবে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আব্দুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করেন, একবার একটি পিপীলিকা একজন নবীকে দংশন করিল, ফলে তিনি পিপীলিকার পূর্ণ এলাকা জ্বালাইয়া দেওয়া হুকুম দিলেন এবং তাঁহার হুকুমে সকলকে জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর নবীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন, 'একটি পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে বলিয়া তুমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারী পূর্ণ একটি প্রাণী জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিলে। ঐ একটি পিপীলিকা মারিলেন না কেন যে তোমাকে দংশন করিয়াছিল?

٢٠. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ.

٢١. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.

অনুবাদ ঃ (২০) সুলায়মান বিহংগ দলের সন্ধান লইল এবং বলিল ব্যাপার কি? হুদহুদকে দেখিতেছি না যে, সে অনুপস্থিত কি? (২১) সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবাই করিব।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ, সাঈদ, ইব্ন জুবাইর (র) এবং অন্যান্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুদহুদটি ভূতাত্ত্বিক ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে পানির সন্ধান দিত। তিনি যখন কোন জংগল কোন ময়দান অতিক্রম করিতেন, তখন পানির প্রয়োজন হইলে তিনি হুদহুদকে ডাকিতেন। সে ভূমি জংগল হইতে ঠিক তেমনিভাবে পানি দেখিতে পায়। হুদহুদ যখন হযরত সুলায়মান (আ)-কে পানির-সন্ধান দিত, তখন তিনি কোন জীনকে ভূমি খনন করিয়া পানি বাহির করিতে নির্দেশ দিতেন এবং সে ভূমির গহবর হইতে পানি বাহির করিয়া আনিত। একবার হযরত সুলামান (আ) এক ময়দানে অবতরণ করিলেন, তিনি হুদহুদ পাখীকে খুঁজিলেন কিন্তু উহাকে না পাইয়া বলিলেন ঃ

مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ আমার হইল কি? আমি হুদহুদ পাখীকে দেখিতেছি না ? না কি সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) অনুরূপ এক হাদীস বর্ণনা করিলেন, তখন উপস্থিত লোকজননের মধ্যে নাফি ইব্ন আযরাক নামক একজন খারেজী ছিল এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রতি বহু আপত্তি উত্থাপন করিতেন। সে বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! থাম, আজ তো তোমার পরাজয় বরণ করিতে হইবে। হযরত বলিলেন ঃ কারণ। সে বলিল, তুমি হুদহুদ সম্পর্কে বলিতেছ যে, উহা ভূমির গহবরে পানি দেখিতে পায়। এই কথা সত্য হইতে পারে কি ভাবে? অথচ, একটি বালক উহাকে শিকার করিবার জন্য জাল বিছাইয়া উহার উপর মাছি ছড়াইয়া দেয়। হুদহুদ আহারের সন্ধানে তথায় উপস্থিত হইলে বালক ঐ জালের সাহায্যে হুদহুদকে শিকার করিয়া বসে। অথচ, তুমি না বলিতেছ, ভূমির গহবরে হুদহুদ পানি দেখিতে পায়। তখন ইব্ন আব্বাস (রা)

বলিলেন, যদি তুমি ইহা না ভাবিতে যে ইব্ন আব্বাস (রা) আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নহে তবে আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, দেখ যখন কাহার ভাগ্যলিপি সমাগত হয়, তখন তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং বিবেক বুদ্ধি অচল হইয়া পড়ে। তখন নাফি বলিল, আল্লাহ্র কসম, আমি আর কখনও তোমার সহিত কুরআন সম্পর্কে ঝগড়া করিব না।

হাফিয ইব্ন আসাকির (র) আবদুল্লাহ্ বারযীর এর জীবনী আলোচনা লিখিয়াছেন, তিনি একজন নেক ও সৎব্যক্তি ছিলেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি নিয়মিত সাওম রাখিতেন। তাহার চক্ষু টেরা ছিল, তাহার বয়স ৮০ তে পৌছিয়াছিল। ইব্ন আসাকির স্বীয় সনদে আবূ সুলায়মান ইব্ন যায়িদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একবার আবূ আবদুল্লাহ্ বারাযীর নিকট তাহার টেরা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহার উত্তর করিলেন না। আবূ সুলায়মান তাঁহার নিকট কয়েক মাস যাবৎ একই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ফলে একদিন তিনি বলিলেন, একবার খুরাসানে দুই ব্যক্তি তাহার নিকট বারযা নামক গ্রামে অবতরণ করিল। এবং উভয়ই তাহার নিকট তাহাদের উপত্যকায় লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। আমি তাহাদিগকে তথায় লইয়া গেলাম। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া চুলা বাহির করিল এবং বুখুর নামক অনেক সুগন্ধি জ্বালাইতে শুরু করিল। এমনকি গোটা উপত্যকায় সুগন্ধি হইয়া উঠিল। এবং চর্তুদিক হইতে সাপ একত্রিত হইতে লাগিল অথচ, তাহারা নিশ্চিত বসিয়া রহিল। কোন একটি সাপের প্রতি তাহারা ভ্রুক্ষেপ করিল না। অবশেষে একটি সাপ আসিল উহা স্বর্ণের মত উজ্জ্বল। সাপটি দেখিয়া তাহারা দারুন প্রশান্তি লাভ করিল। তাহারা বলিল, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি আমাদের সফরকে ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাহারা সাপটি ধরিয়া উহার চক্ষুতে সলাই ঢুকাইয়া নিজেদের চক্ষুর মধ্যে লাগাইল। তাহাদের নিকট আমার চক্ষুতেও একটি সলা লাগাইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তারা অস্বীকার করিল। তবুও বারবার তাহাদের নিকট আমি অনুরোধ করিতে থাকিলাম এবং তাহাদিগকে ধন-সম্পদের লোভ দিলে, তাহারা আমার চক্ষুতে সলা লাগাইল। তখন যমীন আমার কাছে আয়নার মত মনে হইতে লাগিল, উপরের জিনিস যেমন আমি দেখিতে পাইলাম যমীনের নীচের জিনিসও আমি তেমনি দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাকে বলিল, তুমি কিছু দূর আমাদের সংগে চল। আমি তাহাদের সংগে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন তাহারা গ্রাম অতিক্রম করিল। তখন উভয়ই আমাকে উভয় দিক হইতে চাপিয়া ধরিল এবং আমাকে বাধিয়া একজন তাহার হাত আমার চক্ষুর মধ্যে

ঢুকাইয়া দিল এবং আমার চক্ষু উপড়াইয়া উহা নিক্ষেপ করিল। এবং আমাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া তাহারা উধাও হইল। আমি ঐ অবস্থায় সেখানে পড়িয়া রহিলাম। ঘটনাচক্রে একটি কাফিলা ঐ স্থান দিয়া অতিক্রম করিল। আমার প্রতি তাহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিল, ইহাই হইল আমার চক্ষু অন্ধ হইবার কারণ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... হাসান হইতে (র) বর্ণিত যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর হুদহুদ এর নাম ছিল 'আম্বর'। মুহাম্মদ ইসহাক (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) যখন প্রাতঃকালীন দরবারে 'হুদহুদ'কে অনুপস্থিত পাইলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ

مَالِىَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ ـ

হুদহুদকে আমার চক্ষু দেখিতে ভুল করিতেছে? না কি বাস্তবিক অনুপস্থিত রহিয়াছে। বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রকার পাখীর ঝাঁক প্রত্যহ হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হইত।

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا আমি অবশ্যই তাহাকে কঠিন শাস্তি দিব। আ'মাশ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এই আয়াতে অর্থ করেন, আমি অবশ্যই উহার পালক তুলিয়া ফেলিব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল 'পালক তুলিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা"। উলামায়ে সালাফের অনেকেই এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ কিংবা আমি উহাকে যবাই করিব। অর্থাৎ হত্যা করিব। أَوْلَيَاتِيَنِّىْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অথবা আমার নিকট কোন যুক্তিসংগত ওজর পেশ করিবে। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (র) বলেন, হুদহুদ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অন্যান্য পাখী তাহাকে বলিল, হযরত সুলায়মান (আ) তোমাকে হত্যা করিবার জন্য শপথ করিয়াছেন। হুদহুদ বলিল, তিনি কি ইস্তিস্না করিয়াছেন? তাহারা বলিল হাঁ, তিনি ইস্তিসনা করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন, যদি যুক্তি সংগত কারণ পেশ করিতে পার, তবে অবস্থার অবশ্য মুক্তি পাইতে পার। হুদহুদ বলিল, তাহা হইলে আমি মুক্তি পাইব। মুজাহিদ (র) বলেন, 'যেহেতু সে তাঁহার মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিত এই কারণে সে মুক্তি পাইয়া গেল'।

٢٢. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ ۝

٢٣. اِنِّیْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِیْمٌ.

٢٤. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ فَهُمْ لَا یَهْتَدُوْنَ.

٢٥. اَلَّا یَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ.

٢٦. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ.

অনুবাদ ঃ (২২) অনতিবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, আপনি যাহা অবগত নহেন, আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং সাবা হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। (২৩) আমি একজন নারীকে দেখিয়াছিলাম, উহাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন। (২৪) আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করিতেছে। শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগের সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে ফলে উহারা সৎপথ পায় না। (২৫) নিবৃত্ত করিয়াছে এই জন্য যে, উহারা যেন সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। তিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর। (২৬) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ অর্থাৎ হুদহুদটি অল্প সময় অনুপস্থিত থাকিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিল ঃ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ আমি এমন বিষয় সম্পর্কে অবগত হইয়াছি যাহা সম্পর্কে না আপনি অবগত হইতে পারিয়াছেন আর না আপনা লস্কর ও সেনাবাহিনী। وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ আর সাবা জাতির এক নিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। 'সাবা' হিময়ারা কাওমকে বলা হয়। তাহারা তখন ইয়ামানের শাসক গোষ্ঠী ছিল। অতএব হুদহুদ বলিলঃ اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ আমি তাহাদের উপর একজন মহিলাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পাইয়াছি। হাসান (র) বলেন, ঐ মহিলার নাম 'বিলকীস ইবন শুরাহবীল'।

কাতাদাহ (র) বলেন, বিলকীসের আম্মা ছিল এক মহিলা জিন। তাহার পায়ের শেষাংশ পশুর পায়ের মত ছিল। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন, সাবারাণীর নাম ছিল বিলকীস ইবন শুরাহবীল। ইব্ন মালিক ইবন্ রাইয়ান (র) বলেন, তাহার আম্মার নাম ছিল 'ফারিগা' তিনি মহিলা জিন ছিলেন।

ইবন জুরাইজ (র) বলেন, তাঁহার নাম ছিল বিলকীস বিনত যিসরাখ আর তাঁহার মাতার নাম ছিল বালতাআহ। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হাসান (র) ..... আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলকীসের সহিত এক লক্ষ সৈন্য দল ছিল। এবং প্রত্যেক দলে এক লক্ষ সৈন্য ছিল। আ'মাশ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন 'সাবা রাণীর' অধিনে বার হাজার সৈন্য ছিল এবং বারো হাজার প্রত্যেক দলের অধীনে এক লক্ষ যোদ্ধা ছিল।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) কাতাদাহ (র) হইতে اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, বিলকীসের সংসদ সভার সদস্য ছিল তিনশত বার জন। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে দশ হাজার লোক ছিল। 'সান্আ' হইতে তিন মাইল দূরে 'মা'আরিব' নামক দেশে তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মতটি অধিক বিশুদ্ধ বলিয়া তাফসীরকারদের মত।

وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ অর্থাৎ রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যেই সকল বস্তুর প্রয়োজন বিলকীসের উহা সব কিছুই দান করা হইয়াছে। وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ আর তাহার এক বিরাট সিংহাসন ছিল, স্বর্ণ ও নানা প্রকার মূল্যবান পাথর দ্বারা সজ্জিত ছিল। যুবাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন, বিলকীসের সিংহাসনটি ছিল স্বর্ণ, ইয়াকূত, যবরজদ ও মুক্তার তৈরী। উহার দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত ও প্রস্থ ছিল আশি হাত। মহিলাগণ তাঁহার সেবিকা ছিল এবং ইহার জন্য ছয়শত মহিলা নিয়েজিত ছিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, সিংহাসনটি একটি অতি মযবূত ও উঁচু প্রাসাদে ছিল। উহার পূর্ব দিকে তিনশত জানালা ছিল এবং উহার পশ্চিম দিকে ছিল তিনশত ষাটটি। প্রাসাদটি এমন পদ্ধতিতে নির্মিত ছিল যে, প্রতি দিন উহার একটি দিয়া সূর্যের কিরণ প্রাসাদে প্রবেশ করিত এবং উহার সম্মুখস্ত আর একটি জানালা দিয়া অস্ত যাইত এবং তাহারা সকালে বিকালে ঐ সূর্যের সিজ্‌দা করিত। এই কারণে হুদহুদ হযরত সুলায়মান (আ) বলিয়া ছিলেন ঃ

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ ـ

আর আমি উহাকে ও উহার কাওমকে সূর্যের সিজ্‌দা করিতে দেখিয়াছি। আর শয়তান তাহাদের আমলসমূহকে সজ্জিত করিয়া দেখায়। এবং সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত রাখে। আর সঠিক পথ মহান আল্লাহ্‌র সিজ্‌দা করা অন্য কাহাকেও শরীক না করা। অন্য কোন নক্ষত্রকে সিজ্‌দা করা যাইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ الْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ـ

দিবারাত্র সূর্যচন্দ্র ও তাহার নির্দশন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করিও না আর চন্দ্রের সিজ্‌দা করিও না। বরং সেই মহা সত্তাকে সিজ্‌দা কর যিনি ঐ সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তোমরা বাস্তবিক তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক। কেহ কেহ এখানে পড়িয়া থাকেন। اَلاَ يَا اسجدوا এখানে اَلاَ শব্দটি استفهاميه হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। يا টি নিদা এর জন্য ব্যবহৃত। কিন্তু উহার মুনাদা এখানে উহ্য রহিয়াছে। আসলে ছিল اَلاَ يَا قَوْمِ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ হে কাওম! তোমরা আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা কর।

اَلَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ـ

যিনি আসমান যমীনে নিহিত বস্তুকে বাহির করেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, الخبء অর্থ নিহিত বস্তু। ইকরিমাহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকেই এই অর্থ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (র) বলেন, الخبء অর্থ পানি। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ

خَبْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا جَعَلَ مِنْهُمَا مِّنَ الْاَرْزَاقِ الْمَطَرِ مِنَ السَّمَاءِ وَنَبَاتٍ مِنَ الْاَرْضِ ـ

আসমান ও যমীনে নিহিত বস্তু হইল উভয়ের মধ্যে যেই রিযিক রহিয়াছে। অর্থাৎ আসমানের পানি এবং যমীনের বৃক্ষলতা। خَبْئ এই অর্থ এখানে হুদহুদ -এর বক্তব্যের সাথে অধিক সামঞ্জশীল। কারণ হুদহুদ -এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এই বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন যে, যমীনের তলদেশে পানি প্রবাহিত হইতে দেখিতে পায়।

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ -

"তোমরা আল্লাহ্ হতে যাহা কিছু গোপন কর, তিনি উহা ও জানেন। আর যেই সকল কাজ কর্ম ও কথাবার্তা প্রকাশ কর উহাও জানেন। আয়াতটির বিষয়বস্তু এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ -

"তোমাদের যেই ব্যক্তি নীরবে কথা আর যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলে, যেই ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকারে গোপন থাকে আর দিনের আলোর মধ্যে চলাচল করে সকলেই আল্লাহ্র নিকট সমান"। (সূরা রা'দ ঃ ১০)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

"আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি"। আল্লাহ সমস্ত মাখ্লূকের মধ্যে আরশ অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই।

যেহেতু হুদহুদ পাখী কল্যাণের প্রতি, আল্লাহ ইবাদতের প্রতি আহবানকারী এবং যে তাঁহারই সিজ্দা করিবার জন্য দাওয়াত দেয়। এই কারণে উহাকে হত্যা করিবার জন্য নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) আহমাদ ইব্ন মাজাহ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) চার প্রকার জীব হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন (১) পিপীলিকা (২) মৌমাছি (৩) হুদহুদ (৪) ও ঘুঘু পাখীর ন্যায় মাথা মোটা সাদা পেট ও সবুজ পিঠ বিশিষ্ট পাখি। হাদীসটি সনদ বিশুদ্ধ।

২৭. قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٠

২৮. اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ٠

٢٩. قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ.

٣٠. اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

٣١. اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (২৭) সুলায়মান বলিল, আমি দেখিব তুমি সত্য বলিয়াছ না তুমি মিথ্যাবাদী? (২৮) যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অর্পণ কর। অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদিগের প্রতিক্রিয়া কি? (২৯) নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে (৩০) ইহা সুলায়মানের পক্ষ হইতে এবং ইহা পরম দয়ালু অতি দয়াবান আল্লাহ্র নামে (৩১) অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিও না এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

তাফসীর ঃ হুদহুদ আসিয়া হযরত সুলায়মান (আ)-কে 'সাবা' জাতির রাজত্ব সম্পর্কে খবর দিয়াছিলেন। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ -

"হে হুদহুদ! তুমি সত্য বলিয়াছ না কি মিথ্যা বলিয়াছ, উহা সত্বর আমি দেখিয়া লইব।

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ -

তুমি আমার এই চিঠি লইয়া যাও এবং তাহাদের নিকট ইহা রাখিয়া তুমি দূরে সরিয়া থাক। অতঃপর তাহারা ইহার কি জবাব দেয় উহার অপেক্ষা কর। হযরত সুলায়মান (আ) বিল্কীস ও তাঁহার কাওমের নিকট একটি পত্র লিখিয়া হুদহুদ এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং হুদহুদ উহা বহন করিয়া লইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পাখীর অভ্যাসনুসারে হুদহুদ স্বীয় ডানায় বহন করিয়াছিলেন, আর কেহ কেহ বলেন, হুদহুদ তাহার ঠোঁটে করিয়া লইয়াছিল। এবং বিলকীসের দেশে বহন করিয়া তাঁহার প্রাসাদের তাহার একান্ত নির্জন কুটিতে জানালার ফাঁক দিয়া তাহার কাছে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এবং আদব পালনার্থে হুদহুদ একপাশে সরিয়া থাকে। বিলকীস উহা দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়ে এবং চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে শুরু করে। চিঠির মধ্যে যাহা ছিল তাহা এই ঃ

انَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَانَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ -

এই চিঠি সুলায়মানের পক্ষ হইতে প্রেরিত। পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি, যিনি বড়ই মেহেরবান, তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার নিকট মুসলমান হইয়া উপস্থিত হও। বিলকীস পত্রখানা পাঠ করিয়া তাহার মন্ত্রী পারিষদবর্গের সদস্যগণকে একত্রিত করিল এবং বলিল ঃ

يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا انِّىْ اُلْقِىَ الَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ -

হে আমার মন্ত্রী পারিষদের সদদ্যবৃন্দ! আমার নিকট একখানা সম্মানিত চিঠি প্রেরণ করা হইয়াছে।

وَانَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَانَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ -

আর চিঠিখানি সুলায়মানের পক্ষ হইতে প্রেরিত যাহার বিষয়বস্তু করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি, যিনি বড়ই মেহেরবান। তোমরা আমার উপর বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার কাছে মুসলমান হইয়া উপস্থিত হও। বিলকীস চিঠিখানা সম্মানিত এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, উহা একটি পাখী বহন করিয়া আানিয়াছিল এবং পাখীটি চিঠিখানা পৌছাইয়া তাঁহার সম্মানার্থে একটু সরিয়া দাড়াইলেন। এইরূপ প্রশিক্ষণ মহা সম্রাট ছাড়া আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে।

মন্ত্রী পরিষদের সকলেই ইহা বুঝিতে পারিল যে, চিঠিখানা আল্লাহ্র নবী হযরত সুলায়মান (আ)-এর পক্ষ হইতে প্রেরিত। চিঠিখান ছিল অত্যন্ত লালিত্য ও মাধুর্যপূর্ণ। অতি সংক্ষিপ্তভাবে পরিপূর্ণভাবে মনের ভাষা প্রকাশ করা হইয়াছে।

উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর পূর্বে কেহ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখে নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই মর্মে একটি হাদীস ও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আমার পিতা ..... ইব্ন বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত চলিতেছিলাম তখন তিনি বলিলেন ঃ

انِّىْ اَعْلَمُ اٰيَةً لَمْ تُنْزَلْ عَلٰى نَبِىٍّ قَبْلِىْ بَعْدَ سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ -

আমি এমন একটি আয়াত জানি যাহা হযরত সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ)-এর পরে আমার পূর্বে কোন নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয় নাই। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই আয়াতটি কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মসজিদ হইতে আমি বাহির হইবার পূর্বে

আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গেলেন এবং তাঁহার এক পা দরজা হইতে বাহির করিলেন, তখন আমি মনে মনে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ভুলিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, আয়াতটি হইল ঃ

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ -

হাদীসটি গরীব, উহার সনদ যঈফ। মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বে بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ লিখিতেন। এই আয়াত নাযিল হইবার পর হইতে তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখিতে আরম্ভ করেন।

কাতাদাহ (র) বলেন, لَا تَعْلُوا عَلَيَّ এর অর্থ لَا تَجَبَّرُوا عَلَيَّ "তোমরা আমার উপর বাড়াবাড়ী করিও না"।

وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ইহার অর্থ, তোমরা অহংকার করিও না, সত্য গ্রহণ করিতে বিরত থাকিও না বরং তোমরা মুসলমান হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) বলেন, তোমরা অনুগত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

٣٢. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ۔

٣٣. قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ۔

٣٤. قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ۔

٣٥. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔

অনুবাদ ঃ (৩২) সেই নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদিগের অভিমত দাও। যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা তো তোমাদিগের উপস্থিতিতেই

করি। (৩৩) তাহারা বলিল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন। (৩৪) সে বলিল, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে, ইহারাও এইরূপ করিবে (৩৫) আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি, দেখি দূতেরা কি লইয়া ফিরিয়া আসে।

তাফসীর ঃ বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠি পাঠ করিয়া তাহার মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِى فِىْٓ اَمْرِىْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ -

হে পারিষদবর্গ! আমার এই বিষয়ে তোমরা কি পরামর্শ দাও, আমি তো তোমাদের মত ছাড়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।

قَالُوْا نَحْنُ اُوْلُوْا قُوَّةٍ وَّاُوْلُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ -

তাহারা বলিল, আমরা শক্তিশালী ও কঠিন যোদ্ধা। বিল্‌কীসের মন্ত্রী পরিষদ প্রথম তাহাদের সংখ্যা ও শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া এবং পরে তাহার উপরই সকল কর্তৃক ন্যস্ত করিল। তাহারা বলিল ঃ

وَالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ -

আমরা আপনার যে কোন নির্দেশ পালন করিতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করিতে চাহিলে আমরা উহার পূর্ণ শক্তির অধিকারী। তবে আপনি আমাদিগকে কি নির্দেশ দিবেন সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখুন। বিলকীসের পরমর্শদাতাগণ যখন তাহাদের বক্তব্য পেশ করিল, তখন তিনি যেহেতু তাহাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী এবং সুলায়মান সম্পর্কে অধিক ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানিতেন যে সুলায়মান (আ)-এর সহিত মুকাবিলা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। মানব দানব ও পশু পক্ষী ও তাঁহার নির্দেশের দাস এবং সকলেই তাঁহার সেনাবাহিনীর সদস্য। 'হুদহুদ'এর পত্র বহনের ঘটনা দ্বারা তিনি এই বিষয়ে আরো অধিক নিশ্চিত হইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে রীতিমত ভীত। যুদ্ধ করিলে তিনি কাওমের আমীর ও সর্দারগণকে ধ্বংস করিবেন। এই কারণে তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً -

রাজা বাদশাগণ যখন কোন জনপদে জোরপূর্বক প্রবেশ করেন, তখন তাহারা উহার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করেন। অর্থাৎ জনপদের শাসক মণ্ডলী ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণকে লাঞ্ছিত করেন। হয় তাহাদিগকে হত্যা করা হয়, না হয় গ্রেপ্তার করা হয়।

Contents

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, 'বিল্কীস' যেই ব্যক্তব্য পেশ করিয়াছেন যে, রাজা বাদশাহগণ জনপদে জোরপূর্বক প্রবেশ করিলে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই কথার সমর্থনে বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ রাজা বাদশাগণ এই রূপ করিয়া থাকে। বিল্কীস তাহার এই বক্তব্য ও মন্তব্যের পর হযরত সুলায়মান (আ)-এর সহিত সন্ধির মনোভাব পোষণ করিয়া বলিলেন ঃ

وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ -

হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট তাঁহার উপযুক্ত উপঢৌকন পাঠাইব এবং তাঁহার নিকট প্রেরিত দূতগণ যেই জবাব লইয়া আাসিবে উহার অপেক্ষা করিব। সম্ভবত তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন এবং যুদ্ধ করিতে বিরত থাকিবেন। অথবা আমাদের উপর কর ধার্য করিবেন। কর রাজ্য হিসাবে আমরা নিয়মিতভাবে কর পরিশোধ করিতে থাকিব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, বিল্কীস তাহার কাওমকে বলিল, সুলায়মান (আ) যদি উপঢৌকন গ্রহণ করেন, তবে তো বুঝিব যে, তিনি রাজা বাদশাগণের মত একজন বাদশাহ। অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইব। আর উপঢৌকন গ্রহণ না করিলে বুঝিব, তিনি একজন নবী। অতএব তাঁহার মুকাবিলা করিয়া লাভ নাই তাঁহার অনুসরণ করিব।

٣٦. فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ.

٣٧. اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৬) দূত সুলায়মানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল, তোমরা আমাকে সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অথচ, তোমরা তোমাদের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্লবোধ করিতেছ। (৩৭) উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও। আমি অবশ্যই উহাদিগের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদিগের নাই। আমি অবশ্যই উহাদিগের তথা হইতে বহিষ্কার করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত।

তাফসীর ঃ উলামায়ে সনদের অনেকেই বলেন, বিল্‌কীস বহু মূল্যবান উপঢৌকন হযরত সুলায়মান (আ)-এর খিদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বর্ণ, জওহর ও মুক্তা এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান বস্তু তাঁহার দরবারে পেশ করেন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বিল্‌কীস বালিকাদিগকে বালকের পোষাকে এবং বালকদিগকে বালিকাদের পোষাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সুলায়মান যদি বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রার্থক্য করিতে সক্ষম হন তবে তিনি নবী। তাফসীরকারগণ বলেন, ঐ সকল বালক-বালিকাগণকে হযরত সুলায়মান (আ) অযূ করিবার নির্দেশ দিলেন, তাহারা ওযূ করিতে শুরু করিল। কিন্তু বালিকা পানির পাত্র হইতে তাহার হাতে ঢালিয়া অযূ করিতে লাগিল। কিন্ত বালক পানি পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া হাত ধুইতে লাগিল। এইভাবে কে বালক কে বালিকা তাহা হযরত সুলায়মান (আ) বুঝিতে পারিলেন। কেহ কেহ বলেন, বালিকা তাহার হাতের বাতেনী অংশ জাহেরী অংশের পূর্বে ধুইতে লাগিল এবং বালক উহার বিপরীত করিতে শুরু করিল। কেহ কেহ বলেন, বালিকা হাতের কজ্বী হইতে কনুই পর্যন্ত ধুইতে লাগিল এবং বালকগণ কনুই হইতে কজ্বী পর্যন্ত ধুইল। তবে এই সকল তাফসীর পারস্পরিক কোন বিরোধ নাই। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, বিল্‌কীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর খিদমতে একটি পেয়ালা পাঠাইয়া ছিলেন, যেন তিনি উহাকে পানি দ্বার পরিপূর্ণ করিয়া দেন, তবে ঐ পানি আসমানের ও হইতে পারিবে না আর যমীনের ও না। হযরত সুলায়মান (আ) ঘোড়া দৌড়াইলেন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘোড়াটি যখন ঘামিয়া গেল তখন ঘাম দ্বারা বিলকিসের পেয়ালা ভরিয়া দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ ভাল জানেন যে এই সকল রিওয়ায়েতে কোন বাস্তবতা আছে? না কি ইহা সত্য যে এই ধরনের রিওয়ায়েত অধিকাংশই ইসরাঈলী রিওয়ায়েতে হইতে গৃহীত। বাস্তবতা এই যে, বিলকীস যাহা কিছু পাঠাইছিলেন হযরত সুলায়মান (আ) আদৌ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এবং উহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি বলিলেনঃ

اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ তোমরা কি মাল দ্বারা আমাকে সাহায্য করিতে চাও فَمَا اٰتَانِیَ اللّٰهُ خَیْرٌ مِّمَّا اٰتَاكُمْ। আল্লাহ্ যাহা কিছু তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু আমাকে দিয়াছেন। بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ বরং তোমরা উপঢৌকন দ্বারা আনন্দিত ও তুষ্ট হও। কিন্তু আমি ইসলাম অথবা তরবারী ছাড়া অন্য কিছুতেই রাজী নহি।

আ'মাশ (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সুলায়মান (আ) জিনদিগকে ঘর সাজাইবার জন্য হুকুম করিলেন। তাহারা একহাজার প্রাসাদ স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা সজ্জিত করিল। বিল্‌কীসের দূতগণ যখন ইহা দেখিল, তখন

তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল যাহার ধন ঐশ্বর্যের এই অবস্থা, তিনি আমাদের এই উপঢৌকন দ্বারা কি করিবেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ) এই ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দূত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে রাজা বাদশাদের পক্ষে সজ্জিত হওয়া বৈধ। اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ। তুমি উপঢৌকন লইয়া ফিরিয়া যাও।

فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ -

আমি অবশ্যই সেনাদল লইয়া আসিব যাহাদের সহিত মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই।

وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً -

আর অবশ্যই আমি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া বাহির করিব। বিলকীসের দূত যখন তাহার প্রেরিত উপঢৌকন সহ ফিরিয়া আসিল এবং সুলায়মান (আ)-এর বক্তব্য তাহাকে শুনাইয়া দিল। তখন বিল্‌কীস ও তাহার কাওম হযরত সুলায়মান (আ)-এর অনুগত হইয়া গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করিবার মানসে তাহার সেনাবাহিনী সহ হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য রওয়ানা হইয়া গেলেন। হযরত সুলায়মান (আ) নিশ্চিতভাবে তাহার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলেন।

٣٨. قَالَ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ.

٣٩. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ.

٤٠. قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৩৮) সুলায়মান আরো বলিল, হে আমার পারিষদবর্গ, তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে? (৩৯) এক শক্তিশালী জিন্ বলিল, আপনি স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবে জ্ঞান যাহার ছিল সে বলিল, আপনি চক্ষু ফলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব। সুলায়মান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন। আমি কতৃজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তাহা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক তো অভাবমুক্ত, মহানুভব।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিলকীসের দূত যখন হযরত সুলায়মান (আ)-এর বার্তা বহণ করিয়া বিল্কীস এর নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি বাদশাহ নহেন, তাঁহার মুকাবিলা করিবার শক্তি আমাদের নাই। আর তাঁহার মুকাবিলা করিয়া আমরা কিছুই লাভ করিতে পারিব না। ইহা তিনি পুনরায় হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন যে, আমি আমার কাওমের সর্দারগণকে লইয়া আপনার দরবারে উপস্থিত হইতেছি। আমি নিজেই আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়া ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করিব। অতঃপর তাঁহার স্বর্ণ, রূপা, ইয়কূত ও মুক্তা ও যবরজাদ দ্বারা তৈরী সিংহাসনের একটি অতি সংরক্ষিত কুঠিরে রাখিয়া তালাবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার নায়েবকে বলিলেন, আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তুমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। যেহ কেহ ইহার কাছে পৌছিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর তিনি বার হাজার সর্দার সহ যাহাদের প্রত্যেকের অধিনে হাজার হাজার অনুগত ছিল, তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে প্রতি রওয়ানা হইলেন। হযরত সুলায়মান (আ) তাহাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য জিন প্রেরণ করিতেন এবং তাহারা দিবারাত্রে তাহাদের সংবাদ পৌছাইয়া দিতেন। যখন হযরত সুলায়মান (আ) জানিতে পারিলেন যে, তাহারা নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِى مُسْلِمِيْنَ -

হে আমার পারিষদবর্গ! তোমাদের এমন কে আছে যে তাহারা আমার নিকট অনুগত হইয়া আসিবার পূর্বে তাঁহার সিংহাসন আমার দরবারে উপস্থিত করিতে পার? কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) যখন জানিতে পারিলেন যে, বিল্কীস নিজেই তাঁহার দরবারে আসিতেছেন। আর তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে, তাহার সিংহাসন অতি

মূল্যবান স্বর্ণ, মুক্তা ও অন্যান্য মহামূল্যবান প্রস্তর খণ্ড দ্বার তৈরী, অতএব উহা হস্তগত করিতে হইলে বিল্‌কীসের মুসলমান হওয়া তাঁহার দরবারে পৌছিবার পূর্বেই আনিতে হইবে। মুসলমান হইবার পর উহা হস্তগত করাকে তিনি অপসন্দ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাহাদের মাল যে তাহার পক্ষে হারাম। ইহা আল্লাহ্‌র নবী জানিতেন। অতএব তিনি বলিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَأتِيْنِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّأتُوْنِى مُسْلِمِيْنَ -

আতা, খুরাসানী, সুদ্দী, ও যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ এক দৈত্য জিন্ বলিল قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা হইতে আপনার খিদমতে উপস্থিত করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, عِفْرِيْتُ অর্থ দৈত্য। শু'আইব জুবায়ী (র) বলেন, ঐ দৈত্য জিন টির নাম ছিল, 'কোযান'। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে مَقَام এর অর্থ মজলিস। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ আসন। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) বিচারকার্য এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য তিনি দিনের শুরু হইতে সূর্য হেলান পর্যন্ত দরবার ও মজলিস অনুষ্ঠিত করিতেন।

وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ -

আর আমি উহা উপর বড় শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) ইহার এই তাফসীর করিয়াছেন। আমি উহা অর্থাৎ সিংহাসন বহন করিয়া আনিতে সক্ষম এবং উহার সহিত জড়িত হীরা জাওহর সংরক্ষণে আমানতদার ও নির্ভরযোগ্য। তখন হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, ইহা অপেক্ষা দ্রুত ব্যক্তিকে আমি চাই। বস্তুতঃ হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের সিংহাসন উপস্থিত করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিতে চান যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এমন সম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছেন এবং এমন শক্তিধর লশ্‌কের অধিকারী করিয়াছেন, যাহার অধিকারী না কেহ পূর্বে হইয়াছিল আর না ভবিষ্যতে কেহ হইতে পারিবে। এবং বিলকীসের ও তাঁহার কাওমের নিকট তাঁহার নবুওয়তের একটি জ্বলন্ত প্রমাণও হইবে। কারণ বিলকীস ও তাঁহার কাওমের হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট উপস্থিত ইহবার পূর্বেই তাঁহার নিকট সিংহাসন পৌছিয়া যাওয়া, একটি বিরাট অলৌকিক ঘটনা। হযরত সুলায়মান (আ) যখন বলিলেন, ইহা অপেক্ষা দ্রুত লোকের আমার প্রয়োজন।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ -

তখন কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম বলিলেন, 'আপনার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট উপস্থিত করিব'। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল 'আসিফ'। তিনি ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাতিব। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ..... ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই আসিফ আল্লাহ্র একজন বিশিষ্ট ওলী ছিলেন। তিনি 'ইস্‌মে আ'যম' জানিতেন। কাতাদাহ (র) বলেন, এই ব্যক্তি একজন ঈমানদার মানুষ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল আসিফ। আবূ সালিহ, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, ঐ লোকটি একজন মানুষ ছিলেন, জিন নহে। কাতাদাহ (র) বলেন, একজন বনী ইসরাঈলী মানুষ ছিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঐ লোকটির নাম ছিল 'উস্তম'। মুজাহিদ (র) হইতে কাতাদাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম 'বালীখা'। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন, তাঁহার নাম ছিল 'যুন্নর' এবং তিনি একজন মানুষ ছিলেন। তবে আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআহ (র) বলেন, আসলে ঐ লোকটি ছিলেন, হযরত 'খাযির'। তবে রিওয়ায়েতটি অত্যধিক গরীব।

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ -

লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আপনার চক্ষু উত্তোলন করুন এবং যতদূর সম্ভব দেখুন। আপনি চক্ষু ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ঐ সিংহাসটি আপনার খিদমতে আমি উপস্থিত করিব। উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) 'ইয়ামান' এর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই দিকে লোকটি দাঁড়াইয়া ওযূ করিল এবং আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিতে লাগিল। মুজাহিদ (র) বলেন, ياذا لجلال والاكرام লোকটি এই দু'আ পড়িলেন। যুহরী (র) বলেন ঃ

يَا اِلٰهَنَا وَاِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اِلٰهًا وَاحِدًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ائْتِنِىْ بِعَرْشِهَا -

এই দু'আ পড়িলেন। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আল্লাহর নিকট যখন দু'আ করিলেন যে, তিনি যেন ইয়ামান হইতে বিলকীসের সিংহাসনটি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌছাইয়া দেন। তখন সিংহাসটি অদৃশ্য হইল এবং যমীনে ডুব দিল এবং কিছুক্ষণ পরেই হযরত সুলায়মান (আ) সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, বিল্কীসের সিংহাসটি হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট যে আনা হইয়াছিল উহা তিনি টেরও পাননি। তিনি আরো বলেন, সমুদ্রের জন্য নিযুক্ত আল্লাহ্র কোন বান্দা ঐ সিংহাসটি আনিয়াছিল। যাহা হউক, হযরত সুলায়মান ও তাঁহার সর্দারগণ যখন সিংহাসনটি দেখিলেন, قَالَ هٰذَا مِنْ

فَضْلِ رَبِّىْ হযরত সুলায়মান (আ) বলিয়া উঠিলেন, ইহা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বড় অনুগ্রহ।

لِيَبْلُوَنِىْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ـ

যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন যে, আমি কি তাঁর শুকুর করি না কি না-শুকুরী করি ?

وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ আর যেই ব্যক্তি শুকুর করে সে তাহার নিজের স্বার্থেই শুকুর করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ـ

"যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে তাহার নিজের উপকারার্থে করে আর যেই ব্যক্তি খারাপ কাজ করে উহা তাঁহার জন্য ক্ষতিসাধন করে"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ যাহারা নেক আমল করে তাহারা তাহাদের নিজেদের জন্য পথ গুছাইয়া লইতেছে।

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ـ

আর যে ব্যক্তি না শুকুরী করে তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রতিপালক বড় বে-নিয়ায। তিনি তো কাহার মুখাপেক্ষী নহেন এবং বড় মহামহিম। কেহ তাঁহার ইবাদত না করিলে তাঁহার মহিমার কোন ফাঁটল ধরে না। যেমন হযরত মূসা (আ) বলেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

আর যদি তোমরা এবং সারা পৃথিবীর লোক সকলেই তাঁহার না-শুকুরী কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ বড় বে-নিয়ায প্রশংসিত। তিনি কাহারও ইবাদত ও প্রশংসার মুখাপেক্ষী নহেন। (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৮)

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী হইতে অন্ত পর্যন্ত মানব সকলেই অতি বড় পরহেযগার ও আল্লাহ ভীরু হইয়া যাও, তবে উহা আমার সম্রাজের একটু বৃদ্ধি পাইবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী অন্ত মানব দানব সকলেই অতি বড় নাফরমান হইয়া যাও, তবে উহা আমার সম্রাজ্য হইতে একটু কম করিবে না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমল ও কর্মকাণ্ড শুনিয়া ও সংরক্ষিত করিয়া রাখি, অতঃপর আমি উহা বিনিময় দান করিব। যে ব্যক্তি উত্তম বিনিময় পাইবে, সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আর যে ব্যক্তি তাহার আমলের উত্তম বিনিময় না পাইবে সে যেন কেবল তাহার নিজেকেই তিরষ্কার করে।

٤١. قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَايَهْتَدُوْنَ.

٤٢. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ.

٤٣. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ.

٤٤. قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪১) সুলায়মান বলিল, তাহার সিংহাসনের আকৃতি বদলাইয়া দাও। দেখি সে সঠিক দিশা পাইতেছে না, সে বিভ্রান্তিদিগের শামিল হয় (৪২) সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার সিংহাসনটি কি এই রূপই? সে বলিল, ইহা তো যেন উহাই। আমাদিগকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি (৪৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। (৪৪) তাহাকে বলা হইল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর, যখন সে উহা দেখিল, তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার উভয় সাক-পায়ের গিরার উপরের দিক অনাবৃত করিল। সুলায়মান বলিল, ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি। আমি সুলায়মানের সহিত জগতসমূহের প্রতিপালকের এর নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।

তাফসীর ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট বিল্‌কীসের সিংহাসন তাহার আগমনের পূর্বে লইয়া আসা হইলে, তিনি উহাকে পরিবর্তন করিয়া নির্দেশ দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বিলকীস তাহার সিংহাসনটি এই পরিবর্তন করা সত্ত্বেও চিনিতে পারেন কি না? অতএব তিনি বলিলেন ঃ

نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ يَهْتَدُوْنَ ـ

ওহে লোক সকল! তোমরা বিলকীসের সিংহাসনটি কিছু পরিবর্তন সাধন কর। দেখি সে কি সঠিকভাবে উহাকে চিনিতে পারে। নাকি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয় যাহারা তাহাদের নিজের বস্তু পরিবর্তন করিবার পর চিনিতে সক্ষম হয় না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সিংহাসনের হীরা, জাওহার উঠাইয়া ফেলা হইল। মুজাহিদ (র) বলেন, সিংহাসনের যেই অংশ লাল ছিল উহা হলুদ বর্ণের করা হইল। এবং যাহা সবুজ ছিল উহাকে লাল বর্ণের করা হইল। ইকরিমাহ (র) বলেন, উহাতে কিছু বৃদ্ধি করা হইল এবং কিছু হ্রাস করা হইল।

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ـ

যখন বিল্‌কীস হযরত সুলায়মান (আ) এর দরবারে আগমন করিলেন, তাহাকে বলা হইল, তোমার সিংহাসন কি এইরূপ ? অথচ, উহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছিল। যেহেতু বিলকীস অতি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, অতএব তিনি ইহাও বলিলেন না যে, হাঁ ইহা আমারই সিংহাসন। আর যেহেতু উহাতে তাহারই সিংহাসের চিহ্ন ছিল এই কারণে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকারও করিলেন না। তিনি বলেন ঃ كَاَنَّهُ هُوَ ইহা তো তাহার সিংহাসন এর মত মনে হইতেছে। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় ঘটিল।

وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ـ

হযরত মুজাহিদ (র) বলিলেন, ইহা হযরত সুলায়মান (আ)-এর বক্তব্য। অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ) বলেন, 'আমাদিগকে উহার পূর্বেই ইল্‌ম দান করা হইয়াছে এবং আমরা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিলাম'।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ـ

আর আল্লাহ্ ছাড়া যেই সকল বস্তুকে বিলকীস পূজা করিত উহা তাহাকে সত্য গ্রহণ করিতে বিরত রাখিয়াছে। বস্তুতঃ সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, ইহাও হযরত সুলায়মান (আ)-এর কথা। ইব্‌ন জরীর (র) আয়াতের এক তাফসীর ইহাই করিয়াছেন। তিনি বলেন, অবশ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, হযরত সুলায়মান (আ) বিল্‌কীসকে গাইরুল্লাহ ইবাদত হইতে বিরত

রাখিয়াছেন। আর এর অর্থ ইহাও হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে (বিলকীসকে) গাইরুল্লাহ্র ইবাদত হইতে বিরত রাখিয়াছেন। إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ বস্তুতঃ সে তো কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, উল্লিখিত ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে মুজাহিদের ব্যাখ্যা যে সত্য ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্মিত মহলে প্রবেশ করিবার পরে তাহারা ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِىْ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا -

বিলকীসকে বলা হইল, তুমি মহলে প্রবেশ কর। সে উহা দেখিয়া মনে করিল ইহা যেন একটি পানির হাউয। অতএব পানি হইতে কাপড় রক্ষার্থে পায়ের গোছা খুলিয়া ফেলিল। হযরত সুলায়মান (আ) কিছু জিন্কে একটি বিশাল মহল নির্মাণ করিতে হুকুম করিলেন। তাহারা কাঁচের একটি মহল নির্মাণ করিল এবং উহার নীচে পানি প্রবাহিত করিয়া দিল। যে ব্যক্তি ইহা জানিত না, সে মনে করিত ইহা তো পানি। কিন্তু কাঁচের প্রতিবন্ধকতার কারণে উহার উপর দিয়ে চলিতে অসুবিধা হইত না।

হযরত সুলায়মান (আ) কি কারণে কাঁচের মহল নির্মাণ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে উলামায়ে'কিরাম মত প্রার্থক্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার কারণ এই ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ) বিল্কীসকে তাঁহার রূপ সৌন্দর্যের কারণে বিবাহ করিবার জন্য মনস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এই কথা বলা হইয়াছিল যে, তাহার পায়ের গোছায় অনেক বেশী পশম এবং পায়ের শেষাংশ পশুর পায়ের মত। ইহাই হযরত সুলায়মান (আ)-এর পক্ষে বড়ই অপছন্দনীয় ছিল। অতএব তিনি সঠিকভাবে জানিবার জন্য এই-রূপপ্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বিলকীস যখন উক্ত মহলে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার পায়ের গোছা খুলিলেন, তখন দেখা গেল তাহার পা ও পায়ের গোছা অতি চমৎকার। অবশ্য তাহার পায়ে কিছু পশম ছিল। হযরত সুলায়মান (আ) এ ইচ্ছা যে, ঐ পশমগুলি বিলুপ্ত হউক। উস্তরা -এর সাহায্যে উহা বিলুপ্ত করিবার কথা বলা হইলে, হযরত সুলায়মান (আ) উহা অপসন্দ করিলেন। জিন্দিগকে তিনি অন্য কোন উপায় উদ্ভাবনের কথা বলিলেন, অতঃপর তাহারা 'নওরা' (লোমনাশক পাউডার) তৈয়ার করিল। হযরত ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী, সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 'নওরা' প্রথম হযরত সুলায়মান (আ)-এর আমলে তৈয়ার করা হয়। বিলকীস উক্ত মহলে প্রবেশ করিয়া হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিলেন। এবং আল্লাহ্কে ছাড়িয়া সূর্যের পূজা

করিবার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিলেন। হাসান বাসরী (র) বলেন, বিলকীস যখন কাঁচের মহলকে পানি হাউয মনে করিত তাহার সম্মুখে বাস্তবতা উত্থাপিত হইল, তখন তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাম্রাজ্যকে অনেক বড় সাম্রাজ্য মনে করিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ওহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র)-এর মাধ্যমে বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) কাঁচের মহল নির্মাণ করিতে হুকুম দিলেন। অতঃপর উহার নিচে পানি ছাড়িয়া দিলেন। এবং উহার উপর তাহার সিংহাসন বসাইতে নির্দেশ দিলেন। তিনি উহার উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং সকল মানব দানব ও পশু পক্ষী তাঁহার সম্মুখে একত্রিত হইল। এমন অবস্থায় তিনি বিল্‌কীসকে বলিলেন, তুমি কাঁচের মহলে প্রবেশ কর। এইভাবে তিনি যেন বুঝিতে পারেন যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর সম্রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্য অপেক্ষা অনেক বড়। বিল্‌কীস যখন তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে ইবাদত করিবার জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু বিল্‌কীস তাহার প্রতি উত্তরে কাফির যিন্দীকের কথা বলিলেন। হযরত সুলায়মান (আ) উহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সিজ্‌দায় পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত অন্যান্য সকলে ও তাঁহার সহিত সিজ্‌দায় পড়িল। হযরত সুলায়মান (আ) সিজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিলেন। তুমি কি বলিলে ? বিল্‌কীস বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি উহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সত্তার উপর যুলুম করিয়াছি, এবং আমি সুলায়মানের সহিত মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগত হইয়াছি"। ইহা বলিয়া বিলকীস ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এবং এই সম্পর্কে ইমাম আবূ বক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি গরীব রিওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন হযরত হুসাইন ইব্‌ন আলী (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'নাজদে' ছিলাম, তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হযরত সুলায়মান (আ) সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন। উহার চর্তুদিকে চেয়ার রাখা হইত উহাতে প্রথম মানুষ তারপরে জীন এবং তারপরে দানব উপবিষ্ট হইত। অতঃপর বায়ু আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইত এবং উহার পর পক্ষী আসিয়া ছায়া দান করিত। ইহার পর সকল বেলার ভ্রমণ এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া দিত এবং বৈকাল ভ্রমণও এক মাসের অতিক্রম করিয়া দিত। রাবী বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) এর ভ্রমণকালে তিনি হুদহুদ পাখীকে অনুপস্থিত পাইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

مَالِىَ لاَ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ لاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لاَ اَذْبَحَنَّهُ اَوْلَيَاْتِيَنِّىْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ ـ

যে রাবী বলেন, হযরত সুলায়মান হুদহুদকে যে আযাব দেওয়ার কথা বলিয়াছেন, উহা দ্বারা উদ্দেশ্য উহার পালক উঠাইয়া ভূমিতে ছাড়িয়া রাখা। ফলে সে না তো পিপীলিকার দংশন হইতে নিরাপদ হইতে পারিবে আর না অন্যান্য দংশনকারী কীট পতংগের দংশন হইতে রক্ষা পাইবে। আতা(র) বলেন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদের রিওয়ায়েতের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ .... سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ـ

আয়াতটি হযরত ইব্ন আব্বাস শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তিলওয়াত করিলেন। হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার চিঠিতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ লিখাবার পরে লিখিয়াছেন, اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِى مُسْلِمِيْنَ। তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না এবং আমার নিকট তোমরা অনুগত হইয়া আগমন কর। হুদহুদ হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠিখানা বিল্‌কীসের সম্মুখে রাখিয়া দিল বিল্‌কীসের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইলে যে হযরত সুলায়মান (আ)-এর পক্ষ হইতে এই চিঠি প্রাপ্ত যাহার বিষয়বস্তু হইল যে, তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার নিকট তোমরা অনুগত হইয়া আস। বিলকীসের দরবারীগণ বলিল, আমরা শক্তিশালী লোক আমরা কি যুদ্ধ করিতে ভীত। বিলকীস বলিলেন, রাজা বাদশাগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহারা তথায় ফাসাদ করে আর আমি তাহাদের নিকট কিছু হাদীয়া ও উপঢৌকন পাঠাতে চাই, দেখি দূতগণ উহার কি উত্তর লইয়া প্রত্যাবর্তন করে। বিলকীসের পক্ষ হইতে যখন হাদীয়া পেশ করা হইল, তিনি বলিলেন তোমরা আমাকে মাল দ্বারা সাহায্য করিতে চাইতেছ। তোমরা ইহা লইয়া প্রত্যাবর্তন কর। ইহার পর বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন, হযরত সুলায়মান (আ) তাহার আগমনের ধুলি দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, বিলকীসের সিংহাসন তাঁহার এখানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই কে আনিতে পারিবে? রাবী বলেন, যখন হযরত সুলায়মান (আ) ধূলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন তখন হইতে হযরত সুলায়মান (আ) ও বিলকীসের সিংহাসন মাঝের দূরত্ব ছিল দুই মাসের পথ।

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ একজন দৈত্য জিন বলিল, আমি আপনার মজলিস ত্যাগ করিবার পূর্বেই সিংহাসনটি আপনার খিদমতে আনিয়া উপস্থিত করিব। রাবী বলিলেন, হযরত সুলায়মান (আ) সাধারণ লোকের জন্যও মজলিস অনুষ্ঠিত করিতেন। যেমন তিনি আমীরদের জন্য করিতেন। সুলায়মান (আ) বলিলেন, আরো অধিক দ্রুত লোকের প্রয়োজন। অতঃপর এমন ব্যক্তি যে জ্ঞানী কিতাবে ইল্‌মের অধিকারী ছিল বলিল আমি আমার প্রতিপালকের কিতাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, অতঃপর আপনার দৃষ্টি ফিরাইবার পূর্বেই আমি উহা আপনার দরবারে উপস্থিত করিব।

হযরত সুলায়মান (আ) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লোকটি যখন তাহার কথা শেষ করিল, হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্বীয় দৃষ্টি ফিরাইতেই সিংহাসনটি তাহার ঐ চেয়ারের নিচ হইতে ভাসিয়া উঠিল। যাহার উপর পা রাখিয়া তিনি সিংহাসনের আরোহন করিতেন। হযরত সুলায়মান (আ) যখন বিলকীসের সিংহাসন দেখিতে পাইলেন তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ইহা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا ـ

হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, তোমরা তাহার সিংহাসনটি কিছু পরিবর্তন কর। অতঃপর যখন বিলকীস আসিল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সিংহাসন কি এই রূপ? তিনি বলিলেন ইহা তো সেই রকমই মনে হইতেছে। বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট আসিয়া দুই প্রশ্ন করিলেন, আমি এমন পানি চাই যাহা না আসমানের হইবেন আর না যমীনের হইবে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর অভ্যাস ছিল তাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করা হইলে, প্রথম তিনি তাহার নিকট বিদ্যমান মানুষের নিকট অতঃপর জিনের নিকট উহা পূর্ণ করিতে বলিতেন এবং সর্বশেষে শয়তানকে বলিতেন। এই ক্ষেত্রে শয়তান হযরত সুলায়মানকে বলিল বিল্‌কীসের প্রার্থনা পূর্ণ করা কঠিন নহে। ঘোড়া দৌড়াইবার সময় উহার গায়ের ঘাম ধরিয়া পাত্রে রাখিয়া দিন। রাবী বলিলেন , হযরত সুলায়মান (আ) এই পরামর্শনুসারে ঘোড়া দৌড়াইয়া উহার ঘাম ধরিয়া পাত্রে রাখিয়া দিলেন। বস্তুতঃ হইা আসমান হইতেও অবতীর্ণ হয় নাই এবং যমীন হইতে উত্তোলন করা হয় নাই।

বিলকীস দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল, 'আল্লাহ্‌র রং ও বর্ণ কি' ? এই প্রশ্ন করিলে হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে সিজ্‌দা পড়িয়া গেলেন এবং স্বকাতরে আল্লাহ্‌র সমীপে বলিলেন, হে আল্লাহ্! বিলকীস তো বড় কঠিন প্রশ্ন করিয়াছে। উহার উত্তর দান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও তাহার পশ্নের জন্য আমি যথেষ্ট। হযরত সুলায়মান (আ) চলিয়া গেলেন, বিলকীসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রশ্ন করিয়াছ। তিনি বলিলেন, আমি কেবল পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছি। তিনি তাহার সেনবাহিনীর নিকটও প্রশ্ন করিলেন, বিলকীস কি প্রশ্ন করিয়াছে? তাহারা ঐ একই উত্তর করিলেন। অর্থাৎ সকলেই ঐ দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। ঐ এইভাবে ঐ জটিল প্রশ্নের উত্তর দান হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

রাবী বলেন, শয়তানরা পরস্পর প্রশ্ন বলিল, সুলয়ায়মান বিলকীসকে নিজের জন্যই পছন্দ করিয়াছেন। যদি তাহাদের মিলনে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে চিরকালই আমাদের তাঁহার দাসত্ব গ্রহণ করিতে থাকিতে হইবে। রাবী বলিলেন, অতঃপর তাহারা

একটি কাঁচের প্রাসাদ নির্মাণ করিল। অতঃপর বিলকীসকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলা হইল। বিলকীস কাঁচের প্রাসাদ দেখিয়া উহাকে পানির একটি হাউয দেখিয়া মনে করিয়া বসিলেন এবং পায়ের গোছা উন্মুক্ত করিলেন। এমন সময় উহাকে পশম যুক্ত দেখা গেল। সুলায়মান (আ) উহা দেখিয়া বলিলেন, ইহা তো কুৎসিত। ইহা দূর করিবার উপায় কি? তাহারা বলিল, উস্তরা দ্বারা দূর করা যাইবে। তিনি বলিলেন, উস্তরার চিহ্ন ও কুৎসিত। ইহার পর তাহারা নওরা প্রস্তুত করিল। নওরা সর্বপ্রথম তখনই প্রস্তুত করা হয়। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, রিওয়ায়েতটি মুনকার এবং বড়ই গরীব। সম্ভবত আতা ইবন সায়িব (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নামে ভুল রিওয়ায়েত করিয়াছেন। খুব সম্ভব ইহা আহলে কিতাবের দফতর হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং কা'ব এবং ওহ্ব মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন। এই ধরনের ঘটনা কোন রকমই নির্ভরযোগ্য নহে। বনী ইসরাঈল নিত্য নতুন তাহাদের ধর্মে নিত্য নতুন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিত। আল্লাহ্ তাহাদের ঐ সকল বর্ণিত বিষয়ে প্রতি আমাদিগকে মুখাপেক্ষী করেন নাই তিনি তো আমাদিগকে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট কিতাব দান করিয়াছেন। অতএব ঐ সকল ইসরাঈলী রিওয়ায়েতের কোন প্রয়োজন নাই।

প্রকাশ থাকে صرح শব্দের অর্থ মহল, এবং সুউচ্চ প্রাসাদ। যেমন ফির'আউন তাহার উযীর হামানকে বলিয়াছিল ঃ اِبْنِ لِىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। এখানে আয়াতে উল্লিখিত صرح দ্বারা 'ইয়ামান' এর সুউচ্চ মহল। المُمَرَّد অর্থ মযবুত. قَوَارِيْرَ অর্থ কাঁচ। আয়াতের মর্ম হইল, হযরত সুলায়মান (আ) রাণী বিল্কীসের সম্মুখে তাঁহার শান শওকত ও প্রতাপ প্রকাশের জন্য একটি বিরাট কাঁচের হাউয নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিলকীস যখন তাঁহার শান শওকত ও প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিলেন, আল্লাহ্র নির্দেশের অনুগত হইলেন এবং হযরত সুলায়মান (আ)-কে নবী বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করিয়াছি। আমি কুফর করিয়াছি, আমি শিরক করিয়াছি এবং আমি আমার কাওম সকলেই সূর্যের পূজা করিয়া বড়ই অবিচার করিয়াছি।

وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আর সুলায়মান(আ)-এর সহিত মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগত হইয়াছি। অর্থাৎ কেবল তাঁহাকে একমাত্র ইলাহ মানিলাম, যিনি সৃষ্টিকর্তা।

٤٥. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ.

٤٦. قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

٤٧. قَالُوْا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طٰۤئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৫) আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম, এই আদেশসহ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, কিন্তু উহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইল। (৪৬) সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা কোন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ কেন? তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না কেন? যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হইতে পার। (৪৭) উহারা বলিল, তোমাকে ও তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। তোমাদিগের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সামূদ জাতি এবং তাহাদের নবীর সহিত তাহারা যেই আচরণ করিয়াছিল, উল্লেখিত আয়াতে উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হযরত সালিহ্ (আ) তাঁহার কাওমকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আহবান করিয়াছলেন। فَاِذَا هُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ কিন্তু তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া ঝগড়া করিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, দুই দল দ্বারা মু'মিন ও কাফির বুঝান হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قَالُوْا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ -

"তাঁহার কাওমের অহংকারী সর্দারগণ মু'মিনদিগকে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত বলিল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত। তাহারা বলিল, আমরা তো তাঁহার নিকট প্রেরিত বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। অহংকারী কাফিররা বলিল, তোমরা যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ আমরা তো উহাকে অস্বীকার করি"। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭৫-৭৬)

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ـ

সালিহ (আ) বলিলেন, হে আমার কাওম! তোমার নেকীর পূর্বে বির্পয়ের জন্য ব্যস্ত হইতেছ না কেন? অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র রহমত না চাহিয়া তাহার শাস্তি কামনা করিতেছ কেন?

لَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ قَالُوْا اطَّيَّرْنَابِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ـ

"তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদিগকে অশুভ ও কুলক্ষণে মনে করি"। অর্থাৎ তোমার ও তোমার সাথীদের মুখমণ্ডলে কোন কল্যাণ প্রত্যক্ষ করি না। বস্তুতঃ সামূদ জাতির যে কোন ব্যক্তি কোন বিপদে ও বিপর্যয়ের পতিত হইলে তাহারা এই কথা বলিত, এই বিপর্যয় সালিহ্ ও তাঁহার অনুসারী পক্ষ হইতে আসিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, সামূদ কাওম হযরত সালিহ্ ও তাঁহার অনুসারীগণকে অশুভ মনে করিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ

"যখন তাহাদের নিকট উত্তম বস্তুর আগমন ঘটে, তখন তাহারা বলে ইহা তো আমাদের জন্য ঘটিয়াছে আর যদি কোন বিপর্যয়ে পতিত হয় তবে তাহারা বলে, ইহা তোমার পক্ষ হইতে আসিয়াছে। তুমি বলিয়া দাও, সবই আল্লাহর পক্ষ হইতে। তিনি সব কিছুই নির্ধারন করিয়াছেন"।

এক জনপদে আল্লাহ্র রাসূলের আগমন ঘটিবার পর তাহারা রাসূলগণের সহিত যেই বাক্যলাপ করিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সংবাদ করিয়া বলেন ঃ

قَالُوْا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ـ

"তাহারা বলিল, আমরা তোমাদিগকে কুলক্ষণে মনে করিতেছি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে পাথর মারিয়া হত্যা করিব এবং আমাদের পক্ষ

হইতে তোমাদের বড় কঠিন শাস্তি হইবে। তাহারা বলিলেন, তোমাদের বিপর্যয় তোমাদের সাথে জড়িত"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ১৮-১৯) অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের দরুন আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। হযরত সালিহ্ (আ) এর কাওম তাহাকে বলেন ঃ

اَطَّيَّرْنَابِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

"আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীগণকে অশুভ লক্ষুণে মনে করিতেছি। হযরত সালিহ (আ) বলিলেন, তোমাদের বিপর্যয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবধারিত"।

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ বরং তোমরা এমন এক কাওম যাহাদিগকে আনুগত্য ও অবাধ্যতা দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে। এই ব্যাখ্যা কাতাদাহ (র) পেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ হইল, তোমাদিগকে তোমাদের গুমরাহী সত্ত্বেও ঢিল দেওয়া হইতেছে।

٤٨. وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ.

٤٩. قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

٥٠. وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

٥١. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

٥٢. فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

٥٣. وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৮) সেই দেশে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং সৎকর্ম করিত না। (৪৯) উহারা বলিল, তোমরা আল্লাহ্র নামে শপথ কর, আমরা রাত্রিকালেই তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করিব। অতঃপর তাঁহার অভিভাককে বলিব, নিশ্চয় তাঁহার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী (৫০) উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমি এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই। (৫১) অতএব দেখ উহাদিগের চক্রান্তের পরিণাম কি হইয়াছে? আমি অবশ্যই উহাদিগের ও উহাদিগের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি। (৫২) এই তো উহাদিগের ঘরবাড়ী সীমালংঘন হেতু, যাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে। (৫৩) এবং যাহারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল, তাহাদিগের আমি উদ্ধার করিয়াছি।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ সামূদ জাতির বিশিষ্ট নেতৃবর্গের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ লোকজনকে কুফর ও গুমরাহীর পথে আহবান করিত। এবং তাহাদের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত সালিহ (আ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিত। এমন কি হযরত সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রীকে হত্যা করিল এবং হযরত সালিহ (আ) ও তাঁহার পরিবার পরিজনকে রাত্রিকালে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে মাতিল। তাহারা তাঁহাকে আকস্মিক হত্যা করিয়া তাঁহার ওয়ারিসগণের নিকট সাফাই গাহিবে। বলিবে, তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ আর সামূদ জাতির শহরে নয় লোক ছিল يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ তাহারা যমীনে গোলযোগ সৃষ্টি করিত, শান্তি প্রতিষ্ঠা করিত না। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এই নয়জন লোকই তাহারা ছিল যাহারা উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের মতে ও পরামর্শে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ নাযিল হউক। সুদ্দী (র) আবূ মালিকের মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন উষ্ট্রী হত্যাকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী ঐ নয় ব্যক্তির নাম (১) রা'মী (২)বু'আইস (৩) হারিম (৪) হুরাইস (৫) দাব (৬) সাওয়াব (৭) রায়াব (৮) মিস্তা (৯) কুদার ইব্ন সালিফ এই ব্যক্তি নিজ হাতে উষ্ট্রী হত্যাকারী। فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ اِذَا انْبَعَثَ اَشْقَاهَا এর মধ্যে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবদুর রহমান (র) ইয়াহইয়া ইব্ন রাবী'আ সানআনী (র) সূত্রে আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মদীনায় নয় জন ব্যক্তি ছিল যাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিত না। তাহারা প্রচলিত দিরহাম কাটিয়া লইত এবং

পরে উহা দ্বারা লেন দেন করিত। ইহাও এক প্রকার ফাসাদ। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, কর্তন করাও যমীনে ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ দাউদ ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা হইতে কর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অবশ্য বিশেষ কোন অসুবিধা দূর করিবার জন্য পাবে। মোটকথা ঐ সকল কাফিরদের মধ্যে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করিবার দোষ বিদ্যমান। যেইভাবে হোক তাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করিতে দ্বিধাবোধ করিত না।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ ـ

তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিত, আমরা অবশ্যই রাত্রিকালে তাঁহাকে হত্যা করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, কিন্তু সামূদ জাতি হযরত সালিহ্ (আ) হত্যা করিবার জন্য শপথ করিলেও তাহারা উহাতে সফল হইতে পারে নাই বরং তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছে। বর্ণিত আছে যে, একদা তাহারা হযরত সালিহ্ (আ) কে আকস্মিক হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের উপর এক মস্ত বড় পাথর পড়িল এবং তাহাদের মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইল।

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই সকল লোক উষ্ট্রী হত্যা করিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃসাহসিকতার সহিত বলিল, আমরা হঠাৎ সালিহ ও তাঁহার পরিবারের লোকজনকে রাত্রিকালে হত্যা করিব। অতঃপর তাঁহার ওয়ারিসদিগকে বলিব, আমরা তাঁহার হত্যাকালে উপস্থিত ছিলাম না। আর এই সম্পর্কে কিছুই জানি না। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ঐ নয় ব্যক্তি উষ্ট্রীকে হত্যা করিবার পর বলিল, চল আমরা সালিহ্‌কে হত্যা করিয়া আসি। যদি সে সত্যি নবী হইয়া থাকে তবে তো আমরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিব না। আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তাঁহার উষ্ট্রীর সহিত তাহাকেও শেষ করিয়া দিব। অতঃপর তাহাকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা রাত্রিকালে আসিল, কিন্তু ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে পাথর মারিয়া তাহাদের মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন।

তাহাদের কাওমের লোক যখন তাহাদের প্রর্তাবর্তনে বিলম্ব দেখিল তখন তাহার হযরত সালিহ্ (আ)-এর ঘরে আসিল। এবং দেখিতে পাইল যে, তাহাদের সকলেই মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে। তাহার হযরত সালিহ্ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছ? অতএব তাহারাও হযরত সালিহ (আ)-কে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু হযরত সালিহ (আ)-এর বংশের লোকেরা অস্ত্র সজ্জিত

হইয়া উহার মুকাবিলা করিতে প্রস্তুত হইল। তাহারা ঐ সকল লোক জনকে বলিত, তোমরা উহাকে কখনও হত্যা করিতে পারিবে না। সালিহ্ (আ) তোমাদের নিকট তিন দিনের মধ্যে আযাব আসিবার ওয়াদা করিয়াছেন। যদি তিনি সত্য হন তবে তো তাহাকে হত্যা করিতে গিয়ে তোমরা আল্লাহ্র আরো অধিক ক্রোধানলে পড়িবে। আর যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে এই তিন দিন পরে তোমরা তাঁহার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহার সহিত তোমরা যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে। সেই রাত্রেই তাঁহারা চলিয়া গেল।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ঐ সকল লোকজন যখন উষ্ট্রীকে হত্যা করিল, তখন হযরত সালিহ্ (আ) তাহাকে বলিলেন ঃ

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ـ

"তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন পর্যন্ত ভোগ করিতে থাক। ইহা একটি সত্য ওয়াদা। যাহা বাস্তবায়িত হইবে"। তাহারা বলিল, সালিহ্ (আ)-এর ওয়াদা তো তিন দিন পরে বাস্তবায়িত হইবে। আস আমরা উহার পূর্বেই তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলি। পাহাড়ে হযরত সালিহ্ (আ)-এর একটি মসজিদ ছিল। ঐ সকল লোকজন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য রাত্রিকালে পাহাড়ের ঐ গুহায় পৌছিল। তাহারা বলিল, সালিহ্ (আ) যখন সালাতের জন্য মসজিদে রওনা হইবেন, তখন পথেই আমরা তাঁহাকে হত্যা করিব। তাহারা যখন পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, তখন উপর হইতে একটি পাথর গড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর পড়িবার উপক্রম হইল। তখন তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাথর গড়াইয়া গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল এবং তাহারা গুহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার কাওমের লোকজন আর জানিতে পারিল না, তাহারা কোথায় আছে আর তাহার পক্ষেও জানা সম্ভব হইল না যে তাহাদের কাওমের সহিত কি আচরণ করা হইল ? আল্লাহ্ তা'আলা সামূদ জাতিকে গুহার মধ্যে ও বাহিরে আযাব দ্বারা ধ্বংস করিলেন এবং হযরত সালিহ্ (আ) ও তাঁহার অনুসারীগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিলেন।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ ـ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

"তাহারা ধোঁকাবাজীর কাজ করিল আর আমি ও উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। অথচ, ইহার পূর্বে কিছুই টের পাইল না। তাহাদের ধোঁকার পরিণতি যে কি তাহা তুমি দেখ। আমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের কাওমের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি। এই তাহাদের ঘর বাড়ী বিরান পড়িয়া আছে"।

بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

তাহাদের যুলুম এর কারণে তাহাদের অশুভ পরিণতি। জ্ঞানীজনদের নিকট অবশ্যই ইহাতে নির্দশন রহিয়াছে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল পরহেযগারী করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছি।

٥٤. وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ.

٥٥. اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ.

٥٦. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ.

٥٧. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ.

٥٨. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা জানিয়া শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ ? (৫৫) তোমরা কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে ? তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায় (৫৬) উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, লূত পরিবারকে তোমাদিগের জনপদ হইতে বহিষ্কার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চাহে। (৫৭) অতঃপর তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম। তাঁহার স্ত্রী ব্যতিত, তাহাকে করিয়াছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত। (৫৮) উহাদিগের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম। যাহাদিগকে ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহাদিগের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা হযরত লূত (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, হযরত তাঁহার কাওমকে এক অতি নির্লজ্জ কর্মকান্ডের শাস্তি হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন। তাহারা এমনই অশ্লীল কাজ করিত যাহা পূর্বে কোন মানুষ করিয়াছে বলিয়া জানা নাই। আর তাহা হইল, পুরুষে-পুরুষে, স্ত্রীতে-স্ত্রীতে কাম চরিতার্থ করা। হযরত লূত (আ) তাঁহার কাওমকে বলিলেন ঃ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ তোমরা কি সকলের

সম্মুখে অশ্লীল কাজ করিবে? اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ তোমরা কি কামাতুর হইয়া স্ত্রীলোক বাদ দিয়া পুরুষের কাছে আসিবে। بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ বরং তোমরা তো বড়ই মূর্খগোষ্ঠি। কোনটি স্বভাবসম্মত আর কোনটি শরীয়াতসম্মত কিছুই বুঝ না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ -

"তোমরা কি পুরুষের কাছে আস? আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যেই স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিয়াছেন উহা ছড়িয়া দাও? বস্তুতঃ তোমরা সীমাঅতিক্রমকারী কাওম"।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ -

হযরত লূত (আ)-এর কাওমের জবাব ইহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লূতকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও। তাহারা তো বড়ই পাক পবিত্র লোক। তাহারা তোমাদের মত এই কাজ করিতে চাহে না। তোমাদের সহিত তোমাদের সম্পর্ক নাই। অতএব তোমাদের এই বসতি হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও। তাহারা এই রূপ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু উহার পূর্বেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ -

অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করিলাম। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে থাকিয়া যাওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম। অর্থাৎ তাঁহার কাওমের অন্যান্য লোকদের সহিত তাহাকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। সেও তাহাদের ধর্মের অনুসারী ছিল। তাহারা যেই অশ্লীল কাজ করিত। সেও উহা পসন্দ করিত ও উহার সমর্থন করিত। হযরত লূত (আ)-এর বাড়ীতে যেই সকল মেহমানের আগমন ঘটিত তাহাদের সংবাদ তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিত। তবে সে নিজেই অশ্লীলতা অংশগ্রহণ করিত না।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا আর আমি তাহাদের উপর ঐ অপরাধে কঠিন বৃষ্টিবর্ষণ করিয়াছি। অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি। যাহা আল্লাহ্র নিকট চিহ্নিত ছিল।

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল যাহাদের উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা রাসূলের বিরোধিতা করিয়াছে তাহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং তাহাদিগকে দেশান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উপর বর্ষণ বড়ই নিকৃষ্ট ও মারাত্মক।

৫৯. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ءَ اللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ·

৬০. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (৫৯) বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্, না উহারা যাহাদিগকে শরীক করে (৬০) বরং তিনি যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি। অতঃপর আমি উহা দ্বারা উদ্যান সৃষ্টি করি। উহার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করিবার ক্ষমতা তোমদিগের নাই। আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবু উহার এমন এক সম্প্রদায় যাহারা সত্য বিচ্যুত হয়।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে যেই অনন্ত অসীম দান করিয়াছেন এবং তিনি যে মহান গুণাবলীর অধিকারী এই কারণে তাঁহার রাসূলকে প্রশংসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। এবং তাঁহার প্রিয় মনোনীত বান্দাগণ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি সালাম করিতে ও নির্দেশ দিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামের উদ্দেশ্য। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"তোমার মহামান্য প্রতিপালক তাহাদের অপবাদ হইতে পবিত্র। আর আম্বিয়ায়ে কিরামগণের প্রতি সালাম এবং মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য সমস্ত প্রশংসা"। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৮১-৮২)

ইমাম সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিবর্গ হইলেন, হযরত মুহাম্মদ (আ) এর সাহাবায়ে কিরাম। হযরত আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। তবে পূর্ব বর্ণিত ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ সাহাবায়ে কিরাম যখন আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা তখন আম্বিয়ায়ে কিরামগণ ও আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা সেই কোন প্রশ্ন উঠে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের আযাব ও শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাদিগকে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য সহায়তা করিয়াছেন, অপরপক্ষে তাঁহার শত্রুদিগকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াছেন। অতএব তিনি তাঁহার রাসূল ও তাঁহার অনুসারীগণকে আল্লাহ্র প্রশংসা করিতে, তাঁহার মনোনীত বান্দাগণকে সালাম করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন বায্যার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উমারাহ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাগণ' হইলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্য তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।

اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ। আচ্ছা বলতো দেখি, আল্লাহ্ উত্তম, না কি ঐ বস্তু যাহাকে তাহারা শরীক করিতেছে ? অর্থাৎ মুশরিকদের শিরক করা আদৌ উচিৎ নহে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, এবং যাবতীয় বস্তুর ব্যবস্থাকারী কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আচ্ছা বলতো দেখি, এই সুউচ্চ আসমান এবং উহাতে উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ ও গ্রহসমূহ এবং যমীন ও উহার মধ্যে অবস্থিত পাহাড় পর্বত, নদীনালা, সাগর, মহাসাগর ও বন জংগল, বৃক্ষরাজী ও উহাতে সৃষ্ট নানা বর্ণের নানা সাদের ফল ফলাদি ও নানা প্রকার জীবজন্তু ইত্যাদি কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ـ

আর কেই বা তোমাদের জন্য আকাশ হইতে পানিবর্ষণ করিয়া আল্লাহ্র বান্দাগণের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ـ

অতঃপর আমি (আল্লাহ) উহা দ্বারা সৌন্দর্যময় বাগ্-বাগিচা সৃষ্টি করিয়াছি। مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا অথচ, উহার একটি গাছও তোমাদের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নহে। কেবল যিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, তাহার পক্ষেই সম্ভব, কোন প্রতীমা কিংবা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। মুশরিক ও পৌত্তলিকরা ও এই বাস্তবকে স্বীকার করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ـ

"যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে, তবে অবশ্যই তাহারা বলিবে 'আল্লাহ্'।"

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ـ

যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর আকাশ হইতে কে পানি বর্ষণ করিয়াছেন? অতঃপর উহা দ্বারা যমীনকে সজিব করিয়াছেন, তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ'। অর্থাৎ তাহারা এই বিষয়ে কোন মতপ্রার্থক্য করে না যে, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা কেবল 'আল্লাহ্'। অথচ সেই মহান সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতার সহিত ঐ সকল বস্তুকে শরীক করে যাহারা না কিছু সৃষ্টি করিতে পারে আর রিযিক দিতে সক্ষম। অতএব কেবল সেই মহান সত্তা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। ইবাদতের যোগ্য কেবল তিনিই আর কেহ নহে।

আর এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ءَالٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ বল তো দেখি, আল্লাহ্‌র সহিত কি কোন উপাস্য আছে, যাহার ইবাদত করা যাইতে পারে ? অথচ, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা কেবল আল্লাহ্‌ই। অতএব অন্য কাহার ও ইবাদত হইতে পারে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ "যেই মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাকে কি ঐ বস্তুর সমতুল্য করা যাইতে পারে। যাহা সৃষ্টি করিতে পারে না"।

এখানে اَمَّنْ আসলে ছিল اَمَنْ يَفْعَلُ هٰذَهِ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ اَلاَشْيَاءِ كَمَنْ لاَيَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْهَا অর্থাৎ যেই সত্তা এই সকল বস্তু সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি সেই বস্তুর মতই হইতে পারে না যাহা ঐ সকল বস্তু সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। এখানে বাক্যের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ لِمَنْ الخ যদিও উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু আলোচনার ভঙ্গিতে ইহা সহজে বুঝা যায়। اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ্ কি উত্তম? না কি যেই বস্তু তাহারা শরীক করিতেছে উহা? অনুরূপ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ বরং তাহারা এমন কাওম যাহারা অন্য বস্তুকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে। এই সকল আয়াত দ্বারা উপরের অর্থটি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهِ

বলতে দেখি যেই ব্যক্তি রাত্রির প্রহর সমূহকে সিজ্‌দায় রতাবস্থায় ও দণ্ডায়মান হইয়া আখিরাতে আল্লাহ্‌র ভয়ে ও তাঁহার রহমতের আশা পোষণ করিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত করে সে কি ঐ লোকের মত হইতে পারে যাহার মধ্যে এই গুণাবলী নাই? (সূরা যুমার ঃ ৯)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوْا اُولُوا الاَلْبَابِ -

"তুমি বল, যেই ব্যক্তি জানে আর যাহারা জানে না, তাহারা সমান হইতে পারে ? উপদেশ কেবল জ্ঞান লোক জনই গ্রহণ করে"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُوْلٰٓئِكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ

"আল্লাহ্ যাহার অন্তরকে ইস্‌লামের জন্য খুলিয়া দিয়াছেন সে তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নূর প্রাপ্ত হইয়াছে, যে ঐ নূর হইতে বঞ্চিত ব্যক্তির সমান নহে। অতএব আল্লাহ্‌র যিকির হইতে যাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইয়া আছে, তাহার জন্য ধিক্কার। তাহারা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত"। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ـ

যেই মহান সত্তা সকলের কর্মকাণ্ড উঠাবসা চলাচল সম্পর্কে অবহিত, তিনি ঐ বস্তুর সমান হইতে পারেন, যাহা ঐ সকল গুণাবলীর শূন্য। তাহাদের উপাস্য প্রতীমা সমূহের মধ্যে না দেখিবার ক্ষমতা আছে আর না শ্রবণ ক্ষমতা আছে। আর না 'ইল্‌ম' এর অধিকারী। এখানে আলোচ্য আয়াতসমুহে ও ইহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। উপাস্য ও মা'বূদ হইবার জন্য যেই সকল গুণাবলী প্রয়োজন উহা কেবল আল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে আর যেহেতু মুশরিকদের অন্যান্য উপাস্য ও প্রতীমাসমূহে ঐ সকল গুণাবলী নাই। অতএব তাহারা মা'বূদ ও উপাস্য হইতে পারে না।

٦١. اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ বরং তিনি যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসপোযোগী এবং উহার মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদীনালা এবং স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়, আল্লাহ্‌র সহিত অন্য ইলাহ আছে কি? তবুও উহাদিগের অনেকেই জানে না।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا আচ্ছা, যেই মহান সত্তা যমীনকে স্থীর করিয়াছেন, উহা না নড়াচড়া করে না উহা প্রকম্পিত হইতে থাকে। এইরূপ হইলে তো উহাতে শান্তির সহিত বসবাস করা সম্ভব হইতে না। বরং আল্লাহ্‌র স্বীয় অনুগ্রহে যমীনকে বিছানা সমতুল্য করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً .

"আল্লাহ্ তা'আলা সেই মহান সত্তা যিনি যমীনকে স্থীর করিয়াছেন এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ করিয়াছেন"। (সূরা মু'মিন ঃ ৬৪)

وَجَعَلَ خِلاَلَهَا اَنْهرًا আর উহার মধ্যে মিষ্টি পানির নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনটি বড় আর কোনটি ছোট, কোনটি পূর্ব পশ্চিমে এবং কোনটি উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ যেই দেশে যেই অঞ্চলে যেই রূপ প্রয়োজন ও সেই দেশে সেই অঞ্চলে সেইরূপ ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন।

وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ আর যমীনের জন্য অর্থাৎ যমীনকে স্থির রাখিবার জন্য সুউচ্চ পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا আর দুই সমুদ্রের মাঝে অর্থাৎ মিষ্ট ও লবণাক্ত পানির দুইটি মিলিত সমুদ্রের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা মিষ্ট ও তিক্ত পানি একটি অন্যটির সহিত মিশ্রিত হইতে না পারে। আল্লাহ্ তিক্ত পানি ও মিষ্টি পানি পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এক প্রকার পানি অন্য প্রকার পানির সহিত মিশ্রিত হইলে, সেই উদ্দেশ্য সফল হয় না। জনবসতীর মধ্যে প্রবাহিত নদীনালা ও নহর সমূহের পানি মিষ্টি উহার উদ্দেশ্য হইল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী উহা হইতে পান করিবে এবং বাগান, গাছপালা ও ক্ষেত খামারের সেচকার্যের সমাধা করা হইবে। অপরপক্ষে লবণাক্ত পানির সমুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া। উহার পানি লবণাক্ত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য হইল, যেন ঐ সকল সমুদ্র হইতে বায়ু পৃথিবী অন্যান্য সকল এলাকার বায়ুকে নষ্ট হইতে রক্ষা করিতে পারে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا -

"সেই মহান দুইটি সমুদ্রকে একত্রিত করিয়াছে একটি সুমিষ্ট অন্যটির পানি লবণাক্ত কিন্তু উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন"। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৫৩) এই পানির নহর ও সমুদ্র করা ও দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত পানির সমুদ্রকে একত্রিত করি ও উহার মাঝে সুক্ষ্ম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো আছে? অতএব আর কেহ উপাস্য হইতে পারে না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ। আল্লাহ্‌র সহিত এমন কোন উপাস্য আছে কি যে এই রূপ মহা ক্ষমতার অধিকারী।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ বরং তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

٦٢. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.

অনুবাদ ঃ (৬২) বরং তিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাহাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভুত করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্য গ্রহণ করিয়া থাক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মানুষের উপর যখন বিপদ অবতীর্ণ হয়, বিপদগ্রস্ত তখন ডাকা হয় বিপদ মুক্তির জন্য তখন তাঁহার নিকট ফরিয়াদ করা হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِيَّاهُ -

"আর সমুদ্রে যখন তোমরা বিপদগ্রস্ত হও, যখন আল্লাহ ব্যতিত তোমরা সকল উপাস্যকে ভুলিয়া যাও"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُوْنَ "অতঃপর যখন তোমরা বিপদগ্রস্থ হও তো তাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক"। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ অর্থাৎ অসহায়কে আশ্রয়দাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী সেই আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে?

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) আবূ তামীমা আল-জায়মী, বাল্ হাজীম গোত্রীয় রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম إِلَامَ تَدْعُوْا কাহার নিকট ফরিয়াদ ও দু'আ করিব? তিনি বলেন, কেবল সেই মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিবে, যিনি তিনি বিপদগ্রস্ত হইবার পর তাহার নিকট দু'আ করিলে তিনি বিপদমুক্ত করেন। জনমানবহীন কোন বিশাল জংগলে কিছু হারাইয়া দু'আ করিলে, তিনি উহা ফিরাইয়া দেন। দুর্ভিক্ষের দু'আ করিলে যিনি উৎপাদন করিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দেন। রাবী বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, أَوْصِنِى আমাকে কিছু অসিয়্যত করুন। তিনি বলিলেন ঃ কাহাকে গালি দিও না, কোন ভাল কাজকে হাল্কা মনে করিও না, যদি কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাই হউক না কেন, কোন পিপাসিত ব্যক্তিকে তোমার পাত্র হইতে পানি পান করান ইউক না কেন? আর পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত তুমি লুংগি পরিধান করিবে নচেৎ পায়ের গিরা পর্যন্ত। পায়ের গীরার নিচে লুংগি পরিধান করা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ পায়ের গীরার নিচে লুংগি পরিধান করা অহংকারের আলামত। আর আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারকে পসন্দ করেন না।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) অন্য এক সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐ সূত্রে ঐ সাহাবীর নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আফ্‌ফান (র) ..... জাবির ইব্‌ন সুলায়মান হুজাইমী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিলাম, তখন তিনি চাদর জড়াইয়া ছিলেন, উহার একটি আঁচল তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? তিনি নিজের প্রতি ইংগিত করিলেন, আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জংগলে বসবাসকারী লোক, স্বভাবে কিছু কঠোরতা আছে, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, কোন ভাল কাজকে ক্ষুদ্র ধারণা করিবে না, যদি ও উহা তোমার ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ হউক না কেন ? যদিও উহা তোমার পাত্র হইতে কোন পিপাসিত ব্যক্তি পানি পান করান হউক না কেন। যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমি উহাকে গালি দিও না। কারণ, ইহাতে তাহার গুনাহ হইবে, কিন্তু তোমার সাওয়াব হইবে। পায়ের গীরার নিচে লুংগি পরিধান করা হইতে বিরত থাকিবে। কারণ, ইহা অহংকার আর অহংকারকে আল্লাহ পসন্দ করেন না। রাবী বলেন, ইহার পর হইতে আর কখনও কাহাকেও আমি গালি দেই নাই। এমন কি ছাগল কিংবা কোন উটকেও গালি দেই নাই। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সালিহ্ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে তাউস (র) আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি নিজেই তোমার জন্য দু'আ কর, কারণ আল্লাহ্ রোগাক্রান্ত অসহায় ব্যক্তির দু'আ কবুল করেন। ওহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আমি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে ইহা পাঠ করিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার ইজ্জতের কসম, যেই ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি তাহার জন্যই অবশ্যই বাঁচিবার পথ বাহির করিয়া দিব। যদিও আসমান ও যমীনের সারা মাখলূক তাহার বিরোধী হউক না কেন। আর যেই ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না আমি তাহাকে যমীনে ধসিয়া দিব এবং শূন্যে তুলিয়া তাহার নিজের প্রতিই তাহাকে সমর্পণ করিব"।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) তাঁহার গ্রন্থে এক ব্যক্তির একটি আশ্চার্যজনক ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন, আবু বকর ইব্‌ন দাঊদ দীনূবী (র)। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি আমার নিকট তাহার ঘটনা এই রূপ বর্ণনা করিয়াছে, আমি আমার খচ্চরে আরোহন করিয়া দামেস্ক হইতে যায়দানী পর্যন্ত মানুষ পৌছাইয়া দিতাম। একবার এক ব্যক্তি আমার খচ্চরের উপর আরোহণ করিল, আমি একটি পথ ধরিয়া তাহাকে লইতে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু লোকটি আমাকে অন্য পথে চলিতে বলিল, সেই এই পথ

সহজতর নিকটবর্তী। কিন্তু আমি অস্বীকার করিলে সে ঐ পথ নিকটবর্তী ও সহজ বলিয়া পুনরায় ঐ পথ ধরিয়া চলিতে বলিল। অতএব আমি তাহার দেখান পথে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু চলিতে চলিতে একটি গভীর বনে পৌছাইয়া গেলাম। সেখান এক ভয়ানক দৃশ্য আমার নজরে পড়িল। বহু মৃতের লাশ সেখানে পড়িয়া আছে। লোকটি আমাকে খচ্চর থামাইতে বলিল। আমি খচ্চর থামাইলে সে নামিয়া পড়িল। অতঃপর সে তাহার কাপড় চোপড় আটিয়া পরিধান করিল এবং একটি ছুরি বাহির করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আমি ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি আল্লাহ্র কসম দিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাইলাম, তাহাকে বলিলাম, তুমি আমার খচ্চর ও মাল লইয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও। সে বলিল, মাল তো আমারই তবে তোমাকে হত্যা করিব। আমি তাহাকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাইলাম। আমি তাহার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলাম, তুমি আমাকে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিবার অনুমতি দাও। সে বলিল, জল্দি কর। আমি সালাত পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম কিন্তু আমার মুখে কুরআনের একটি হরফও উচ্চারিত হইল না। আমি হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, হঠাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমার মুখে এই আয়াত উচ্চারিত হইল।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ এমন সময় একজন অশ্বারোহী ঐ জংগল হইতে দ্রুত আসিল। তাহার হাতে একটি বর্শা ছিল সে উহা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। বর্শাটি নির্ভূলভাবে তাহার বক্ষস্থলে গিয়া লাগিল এবং সেই মুহূর্তেই পড়িয়া গেল। আমি অশ্বারোহীকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি সেই মহান সত্তার প্রেরিত দূত। যিনি কোন অসহায় ব্যক্তি তাহার নিকট দু'আ করিলে তিনি উহা কবুল করেন। এবং বিপদ হইতে রক্ষা করেন। লোকটি বলিল, আমি তখন আমার খচ্চরও বোঝা লইয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলাম।

ফাতিমা বিনতে হাসান উম্মে আহমাদ আজীলীয়াহ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক যুদ্ধে মুসলমানগণ কাফিরদের হাতে পরাজিত হইল। অতঃপর একটি উত্তম ঘোড়া তাহার মুনিবকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোড়ার একজন ধনী বুযুর্গ ছিলেন, তিনি ঘোড়াটিকে বলিলেন, তোমার কি হইল কি ? এই রূপ পরিস্থিতির জন্য তোমাকে লালন পালন করিয়াছি। তখন ঘোড়াটি বলিল, আমি এইরূপ কেন করিব না? আপনি আমার খাইবার যেই ঘাস দিতেন উহা হইতে আমাকে খুবই কম খাইতে দিত। তখন ঐ বুর্যর্গ বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! করিয়া বলিতেছি, আজ হইতে আমি আমার তত্ত্বাবধানের রাখিয়া তোমাকে ঘাস খাইবার ব্যবস্থা করিব। ইহা শুনিয়া ঘোড়াটি দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। ইহার পর হইতে ঘোড়ার মালিক ঘোড়াইটিকে নিয়মিত ঘাস খাওয়াইত। কিন্তু এই ঘটনাটি চতুর্দিকে অধিক প্রসিদ্ধ লাভ করিল। এবং লোকজন তাহার নিকট ঘটনাটি

যাচাইয়ের জন্য আগমন করিত। ধীরেধীরে ঘটনাটি রূম সম্রাটের নিকট পৌঁছিয়া গেল, তিনি ঐ বুযুর্গকে নিজের শহরে উপস্থিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। একবার এক ধর্মত্যাগী মুরতাদ ব্যক্তি এই কাজের জন্য নিয়োজিত করিলেন। সে যখন ঐ বুযুর্গের নিকট পৌঁছল। তখন সে নিজেকে একজন মুসলিম হিসাবে প্রকাশ করিল। বুযুর্গ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন, একবার দুইজনে নদীর তীরে ভ্রমণে বাহির হইল। এই দিনে ঐ মুরতাদ ব্যক্তি ঐ বুযুর্গকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য রূম সম্রাটের সহিত যোগাযোগের রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। রূম সম্রাটের পক্ষ হইতে একজন একজন শক্তিশালী লোককে নদীর তীর হইতে ঐ বুর্গকে গ্রেফতার করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। ধর্মত্যাগী ব্যক্তি ঐ প্রেরিত ব্যক্তি যখন একত্রিত হইয়া তাহাকে গ্রেফতার করিতে উদ্যত হইল, তখন উক্ত বুযুর্গ আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করিয়া ফরিয়াদ করিলেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার সহিত ধোঁকাবাজী করিয়াছে। অতএব হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে উহাদিগের নিঃপিড়ন হইতে আপনার খাস আশ্রয় দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর বন হইতে দুইটি বাঘ বাহির হইল উভয়কে পাকড়াও করিল এবং লোকটি নিরাপদে চলিয়া গেল।

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ـ

"আর তিনি তোমাদিগকে যমীনের প্রতিনিধি করিবেন"। এক জামাতের পর এক জামায়াতকে এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّايَشَاءُ كَمَاۤ اَنْشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ـ

তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য যাহাকে সৃষ্টি করিবেন। যেমন তোমাদিগকে অন্য কাওমের আওলাদ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরা আন'আম ঃ ১৩৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْاَرْضِ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ـ

তিনিই তোমাদিগকে যমীনের প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং কতক লোককে কতক লোকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। (সূরা আন'আম ঃ ১৬৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ

আর তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণকে বলিলেন, আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। (সূরা বাকারা ঃ ৩০)

এমন লোক সৃষ্টি করিব যাহারা একের পর এক এই পৃথিবী আবাদ হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একই সময়ে সৃষ্টি করিবেন না বরং এক জামাতের পর আর এক জামাতের সৃষ্টি করিবেন।

وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ও অনুরূপ মর্ম বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এক কাওমের পর অন্য কাওমকে, এক গোত্রের পর অন্য গোত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে একই সময় সৃষ্টি করিতে পারিতেন আর ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে একই সময়ে মৃত্যুদান করিতে পারিতেন। আর যদি এই রূপই ঘটিত তবে এই পৃথিবীতে মানুষের সংকুলান হইত না, তাহাদের রিযিকও সংকীর্ণ হইত। এবং পরস্পর একে অন্যের ক্ষতিগ্রস্ত হইত। আল্লাহ্ মহা জ্ঞানের অধিকারী তিনি সকল মানুষকে একত্রিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই বরং সর্বপ্রথম তিনি হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এক ব্যক্তি হইতেই তিনি পরস্পর একের পর এক জামাত, গোত্র ও জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইভাবেই এক সময় সকলেরই মৃত্যু হইবে এবং এক সময় কিয়ামত সংঘটিত হইবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ -

যেই সত্তা অসহায়ের দু'আ কবুল করেন, তাহাকে বিপদ ও বিপর্যয় হইতে রক্ষা করেন এবং তোমাকে সকলকে যমীনে একের পর এক সৃষ্টি করিবেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন আর কে আছে। তিনি ছাড়া আর কেহ এই রূপ গুণের অধিকারী নাই। অতএব আর কেহ ইবাদতেও আল্লাহ্র শরীক হইতে পারে না। قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ সরল সঠিক পথের প্রতি আল্লাহ্ উপদেশ গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম।

٦٣. أَمَّنْ يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৩) এবং তিনি যিনি তোমাদিগের স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্র সহিত কোন ইলাহ আছে কি? উহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -

বল তো জলে স্থলে ঘোর অন্ধকারে তোমাদিগকে পথ দেখান কে? অর্থাৎ সঠিক পথ পাওয়ার জন্য আকশে যমীনে কিছু এমন নির্দশন রাখিয়াছেন যাহার মাধ্যমে পথহারা লোক পথ পাইয়া বসে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَعَلٰمٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ "আরো অনেক নির্দশন। যেমন নক্ষত্র দ্বারা তাহারা পথপ্রাপ্ত হয়"। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -

"আর তিনি মহান সত্তা যিনি নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন ঘোর অন্ধকারে জল স্থলে তোমরা পথ পাইতে পার"। (সূরা আন'আম ঃ ৯৭)

وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ -

আর কেই বা রহমত অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ হইবার পূর্বে সুসংবাদ বহনকারী হাওয়া প্রেরণ করেন।

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ বলতো দেখি আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক আছে কি? তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত যাহা কিছু শরীক করে তিনি উহা হইতে অনেক উর্ধ্বে।

٦٤. اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৪) বরং তিনি যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, যিনি তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহ্ আছে কি? বল, যদি তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদিগের প্রমাণ পেশ কর।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই স্বীয় কুদরতে ও ক্ষমতা বলে সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন এবং তিনি পুনরায় উহা সৃষ্টি করিবেন। এবং অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ -

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। তিনি সূচনা করেন এবং পুনরায় ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন। (সূরা বুরূজ ঃ ১২-১৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ـ

"তিনি সৃষ্টি সূচনা করেন ইহার পর পুনরায় ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অধিক সহজ"। (সূরা রূম ঃ ২৭)

وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

আর কে-ইবা তোমাদিগকে আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়া আর যমীন হইতে উৎপাদন করিয়া তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

"ঐ আকাশের কসম যাহা বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং ঐ যমীনের কসম যাহা ফাটিয়া যায়"। (সূরা তারিক ঃ ১২-১৩)

অন্য আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِىْ الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ـ

মহান আল্লাহ্ বৃষ্টির যেই পানি যমীনে প্রবেশ করে উহাও জানেন এবং যেই সকল ফসল যমীন হইতে উৎপন্ন হয় উহা তিনি জানেন। আর যাহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হয় ও আসমান আরোহণ করে।(সূরা সাবা ঃ ২) বরকতময় পানি তিনি অবতীর্ণ করেন অতঃপর উহা একাধিক ঝর্ণায় যমীন প্রবাহিত হয় এবং উহার সাহায্যে নানা প্রকার ফলমূল ও খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِاُوْلِى النُّهٰى ـ

"তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের জীবজন্তুও চরাও অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য"। (সূরা তোহা ঃ ৫৪)

আর যেহেতু আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ এই সকল গুণাবলীর অধিকারী নহে। অতএব ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ যদি আল্লাহ্র সহিত তাঁহার ইবাদতে শরীক থাকে তবে উহার দলীল পেশ কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। এবং ইহা বাস্তব সত্য যে, তাহাদের দাবীর উপর কোন দলীল নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ ـ

আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকে তাহার নিকট ইহার কোন দলীল নাই। তাহার হিসাব-নিকাশ তাহার প্রতিপালকের কাছেই হইবে। বস্তুতঃ কাফিররা সফল হইবে না। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১১৭)

٦٥. قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

٦٦. بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৫) বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন পুনরুত্থিত হইবে। (৬৬) আখিরাত সম্পর্কে উহাদিগের জ্ঞান তো নিঃশেষ হইয়াছে, উহারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে অন্ধ।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তাঁহার নবী (সা) কে হুকুম করেন যে, তিনি সারা বিশ্বের মানুষকে এই শিক্ষা দান করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আসমান ও যমীনে আর কেহ-ই গায়েব জানে না। প্রকাশ থাকে যে, إِلَّا اللّٰهُ। এর মধ্যে ইহা 'ইস্তিসনা মুনকাতী'। যেমন ঃ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ এর মধ্যে إِلَّا هُوَ। 'ইস্তিসনা মুনকাতী' وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ আসমান ও যমীনে অবস্থানকারীরা ইহা বুঝিতেও পারিবে না যে, কখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে এবং কখন তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ـ

"কিয়মাত কবে সংঘটিত হইবে উহা আসমান যমীন ও উহার অধিবাসীদের জন্য অবহিত হওয়া বড় কঠিন। উহা তো আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইবে"। (সূরা আরাফঃ১৮৭)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ يَعْلَمُ يَعْنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَكُوْنُ فِى الْغَدِ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُوْلُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

"যে ব্যক্তি এই কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগামীকাল সংঘটিত বিষয়ে জানেন সে আল্লাহ্‌র উপর মস্তবড় মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ্ ছাড়া আসমান যমীনের কেহই গায়েব জানে না"।

কাতাদাহ (র) বলেন, মহান আল্লাহ্ এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে তিনটি বিষয়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আসমানের সৌন্দর্যের জন্য, উহা দ্বারা পথ পাইবার জন্য ও শয়তানকে আঘাত করিবার জন্য। যেই ব্যক্তি ইহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যোগ করিবে সে নিজের মত প্রকাশ করিল ভুল করিল। তাহার অংশ নষ্ট করিল ও যেই বিষয়ের তাহার জ্ঞান নাই অযথা উহার সম্পর্কে কষ্ট করিল। অনেক মূর্খ লোক এই সকল নক্ষত্র হইতে জ্যোতিষ বিদ্যা আবিষ্কার করিয়াছে। যেমন যেই ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের সময় বিবাহ করিবে, তবে এইরূপ এইরূপ হইবে। যেই ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের সময় সফর করিবে তাহার সফর এইরূপ হইবে। যে অমুক নক্ষত্রে সময় জন্মগ্রহণ করিবে, সে এইরূপ হইবে। আমার জীবনের শপথ! যে কোন নক্ষত্রের সময় কেহ কালো, কেহ সুন্দর, কেহ লম্বা ও কেহ খাট হইয়া থাকে। কোন নক্ষত্র, কোন পশুপাখী গায়েব জানে না। আল্লাহ্ তা'আলা এই ফয়সালা দিয়াছেন, আল্লাহ্ ছাড়া আসমান যমীনের কেহ গায়েব জানে না। তাহার ইহাও জানে না যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ইহা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ـ

আখিরাত সম্পর্কে তাহার জ্ঞান পরিশ্রান্ত ও অক্ষম হইয়াছে বরং তাহারা তো উহা সম্পর্কে অন্ধ কাহার ও সঠিক কোন জ্ঞান নাই। কেহ কেহ এখানে بَلْ اَدْرَكَ পড়িয়া থাকে। অথ تساوى علمهم আখিরাত সম্পর্কে সকলের জ্ঞান সমান। জিজ্ঞাসাকারী ও জিজ্ঞাসীত সকলেই আখিরাতের সঠিক জ্ঞান না থাকার বিষয়ে সমান। মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জীবরাঈল (আ) কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা এই বিষয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী নহেন।

আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত আব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ادرك علمهم এর অর্থ غاب علمهم আখিরাত সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান গায়েব হইয়াছে।

আতা খুরাসানী ও সুদ্দী (র) বলেন, আখিরাত তাহাদের জ্ঞান আখিরাতেই পরিপক্ক হইবে। কিন্তু তখন তাহাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা কোন উপকারে আসিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ

"ঐ সকল কাফির দল যখন আমার নিকট আসিবে তাহারা বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শণকারী হইবে। কিন্ত ঐ যালিম আজও স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত"। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩৮)

بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا বরং তাহারা অর্থাৎ কাফিররা সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَرَضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ـ

আর তাহাকে তোমার পরওয়ারদিগারের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হইবে। তখন তিনি বলিবেন, যেমন প্রথমবার আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম ঠিক তেমনিভাবেই আমার কুদ্‌রতেই আমার নিকট তোমরা উপস্থিত হইয়াছ। কিন্তু তোমরা না বলিতে কিয়ামত কোন বস্তুই নহে? তোমাদের জন্যই কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। আলোচ্য আয়াতে ও আল্লাহ্ ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُوْنَ বরং তাহারা কিয়ামত সম্পর্কে অন্ধত্বের মধ্যে নিমজ্জিত তাহারা উহা সম্পর্কে মূর্খ ও অজ্ঞ।

٦٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ٠

٦٨. لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ٠

٦٩. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ٠

٧٠. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৬৭) কাফিরা বলে, আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষের মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদিগকে কি পুনরুত্থিত করা হইবে? (৬৮) এই বিষয়ে আমাদিগের পূর্বপুরুষদেরকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। (৬৯) বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি রূপ হইয়াছে (৭০) আর উহাদিগের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হইও না।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কিয়ামত অস্বীকারকারী কাফির ও মুশরিকরা মৃত্যুর পরে শরীরের হাড্ডি ও মাটিতে পরিণত হইবার পর পুনর্জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে। অতএব কিয়ামত বলিতে কিছুর অস্তিত্বকেই তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে ঃ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَاءُنَا

مِنْ قَبْلُ ইহার ওয়াদা যেমন আমাদের নিকট করা হইতেছে, অনুরূপ ওয়াদা আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকটও করা হইয়াছিল। অথচ, আজ পর্যন্ত উহা সংঘটিত হয় নাই। اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ইহার কোন বাস্তবতা নাই, ইহা কেবল পূর্ববর্তীদের অলীক কাহিনী। যাহা অলীক কাহিনীতে পূর্ণ পুস্তক হইতে একে অন্যের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই জবাবে বলেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ -

হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি ঐ সকল কাফিরদের বলিয়া দাও, তোমরা কিয়ামতকে অস্বীকার করিয়া বড় অপরাধ করিয়াছ। তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া তোমাদের ন্যায় অপরাধীদের পরিণতি প্রত্যক্ষ কর। তাহাদের প্রতি কত ভয়ানক শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা রাসূলগণকে মান্য করিয়াছে, তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, নবীগণ সত্যবাদী এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহা কিছু আসিয়াছেন উহা সত্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্তনা দিয়া বলেন ঃ

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ -

হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার আনীত বাণীকে যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি অনুতাপ করিও না, তাহাদের উপর চিন্তিত হইও না। আর তোমার সহিত যেই সকল ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত উহার কারণে মনঃক্ষুন্ন হইও না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সাহায্য করিবেন, তোমার দীনকে তোমার উপর বিজয়ী করিবেন।

٧١. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

٧٢. قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ.

٧٣. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ.

٧٤. وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ.

٧٥. وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

অনুবাদ ঃ (৭২) উহারা বলে, তবে বল কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে। (৭৩) বল, তোমরা যেই বিষয়ে ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ, সম্ভবতঃ তাহার কিছু তোমাদিগের নিকটবর্তী হইয়াছে (৭৩) নিশ্চয়ই তোমাদিগের প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৭৪) উহাদিগের অন্তর যাহা কিছু গোপন করে এবং উহারা যাহা কিছু প্রকাশ করে, তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (৭৫) আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে কিয়ামত অস্বীকার করে এবং বিদ্রূপ করিয়া উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উহার আলোচনা করিয়াছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

তাহারা বলে, কিয়ামতের এই ওয়াদা কবে সংঘটিত হইবে ? তোমরা ঠিক মত বল যদি সত্যবাদী হও। আল্লাহ্ তা'আলা উহার জবাবে বলেন ঃ

قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ـ

হে মুহাম্মদ! তুমি বলিয়া দাও, তোমরা যেই বস্তুর জন্য ব্যস্ত হইতেছে, সম্ভবত উহার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী। মুজাহিদ, যাহ্হাক, আতা খুরাসানী, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ـ

"তাহারা বলে, ঐ কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে ? তুমি বলিয়া দাও, সম্ভবত উহা তোমাদের নিকটবর্তী"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫১)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ـ

"কাফিররা শাস্তির জন্য জলদি করিতেছে, অথচ, জাহান্নাম কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে"। প্রকাশ থাকে যে, ردف ক্রিয়া এর صله لام ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু যেহেতু ردف ক্রিয়াটি عمل এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব উহার صله হিসাবে لام করা শুদ্ধ হইয়াছে। মুজাহিদ (র) হইতে এক রিওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْفَضْلٍ عَلَى النَّاس তোমরা প্রতিপালক মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তাহাদের অন্যায় অপরাধ করে সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে অসংখ্যা নিয়ামত দান করেন অথচ, অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তাহা উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ـ

তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ঐ সকল বস্তু জানেন, যাহা তাহাদের অন্তুর গোপন করিয়া রাখে, আর উহা জানেন যাহা তাহারা প্রকাশ করে। অর্থাৎ গোপনীয় ও প্রকাশ্য তাহার নিকট উভয়ই সমান। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ ـ

"তোমাদের মধ্যে হইতে যে গোপনে কথা বলে আর যে প্রকাশ্যভাবে কথা উভয়ই আল্লাহ্র নিকট সমান"। (সূরা রা'দ ঃ ১০)

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى আল্লাহ্ গোপনীয় বস্তু এবং অধিকতর গোপনকেও জানেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ সকল গোপন ও প্রকাশ্য বস্তুকেই সমানভাবে জানেন।

اَلاَحِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ـ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবকে তিনি জানেন। মানুষের কাছে যাহা গায়েব ও যাহা উপস্থিত সব কিছু সম্পর্কে তিনি অবহিত"। (সূরা হূদ ঃ ৫)

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِىْ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ الاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ

আসমান যমীনের সকল গায়েব ও অদৃশ্য বস্তু সুস্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذَالِكَ فِىْ كِتٰبٍ اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ـ

"হে নবী! তোমার কি ইহা জানা নাই যে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল বস্তুকে জানেন। উহার সবকিছু কিতাবে বিদ্যমান। উহা আল্লাহ্র পক্ষে বড়ই সহজ"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭০)

٧٦. اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ٠

٧٧. وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ٠

٧٨. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ٠

٧٩. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ٠

٨٠. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۤءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ.

٨١. وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭৬) বনী ইসরাঈল, যেই সব বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন তাহার অধিকাংশ তাহাদিগের নিকট বিবৃত করে। (৭৭) এবং নিশ্চয়ই ইহা মু'মিনদিগের জন্য হিদায়াত ও রহ্মত। (৭৮) তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (৭৯) অতএব আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর। তুমি তো স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (৮০) মৃতকে তুমি কথা শুনাইতে পারিবে না, বধীরকে পারিবে না আহ্বান শুনাইতে, যখন উহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। (৮১) তুমি অন্ধদিগকে তাহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না। তুমি শুনাইতে পারিবে তাহাদিগকে যাহারা আমার নির্দশনাবলী বিশ্বাস করে। আর তাহারই আত্মসমর্পণকারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, বনী ইসরাঈল যাহারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের বাহক ও ধারক, তাহারা পরস্পর যেই সকল বিষয়ে বিরোধ করে পবিত্র কুরআন তাহার কাছে ঐ সকল বিষয় ফয়সালা করে। যেমন হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইয়াহূদীরা তাঁহাকে খাট করিবার জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। পবিত্র কুরআন সত্য ও ইনসাফ ভিত্তি বক্তব্য পেশ করিয়াছে। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা ছিলেন, আল্লাহ্র পুত্র নহেন এবং তিনি একজন অতি মর্যদাশীল নবী ও রাসূল ছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ -

"মরিয়ামের পুত্র ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল, আল্লাহ্র হুকুমেই তিনি ফয়দা হইয়াছেন। ইহা হইল সত্য কথা. যাহা সম্পর্কে তাহার সন্দেহ পোষণ করিতেছে"। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩৪)

إِنَّهُ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ -

ইহা হইল মু'মিনদের অন্তরের হেদায়েত এবং আমলী জীবনে তাহাদের জন্য হেদায়েত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ -

আর তোমার প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে স্বীয় হুকুমে ফয়সালা করিবেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে বড়ই ক্ষমতার অধিকারী এবং বান্দার সকল কথাবার্তা ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ -

অতএব হে নবী! তুমি তোমরা যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তাঁহার উপর ভরসা কর এবং তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অর্পিত রিসালতের দায়িত্ব পালন কর।

إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ -

আর তুমি স্পষ্ট সত্যের উপর অধিষ্ঠিত। যদিও যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে স্থির সিদ্ধান্ত যে, তাহারা সর্বপ্রকার নির্দশন আসিবার পরও ঈমান আনিবে না। তাহারা তোমার বিরোধিতা করুক না কেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى -

তুমি যেমন মৃতদিগকে তাহাদের উপকারী কথা শুনাইতে পার না, অনুরূপ ঐ সকল লোক যাহাদের অন্তরে কুফ্রের পর্দা পড়িয়াছে, যাহাদের কর্ণকুহরে কুফরের বোঝা চাপিয়াছে, তাহাদিগকে সত্যের বাণী শুনাইতে ও বুঝাইতে পারিবে না।

وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ -

আর বধিরদিগকেও তুমি সত্যের আহবান শুনাইতে পারিবে না যখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া উল্টা দিকে চলিবে।

وَمَا أَنْتَ بِهَٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ -

আর অন্ধদিগকে তাহাদের গুমরাহী ও বিপথগমন হইতে সুপথগামী করিতে পারিবে না।

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ -

"তুমি কেবল সে লোকদিগকে সত্যের বাণী শুনাইতে পারিবে অর্থাৎ কেবল তাহারাই আহবান গ্রহণ করিবে যাহারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে এবং অন্তর দ্বারা গ্রহণ করিয়া আমার অনুগত হয়"।

٨٢. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.

অনুবাদ ঃ (৮২) যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিগের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব, যাহা উহাদিগের সহিত কথা বলিবে, এই জন্যে যে মানুষ আমার নির্দশনে অবিশ্বাসী।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে যেই জন্তুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা শেষ যুগে যখন অধিক ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হইবে এবং মানুষ যখন আল্লাহ্‌র হুকুম পরিত্যাগ করিবে এবং সত্য দীনের পরিবর্তন ঘটাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে যমীন হইতে বাহির করিবেন। কেহ বলেন, উহা পবিত্র মক্কা হইতে বাহির হইবে। কেহ অন্য স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। এই জন্তুটি মানুষের সহিত কথা বলিবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদাহ (র) ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। ঐ জন্তুটি মানুষকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিবে। 'আতা খুরাসানী' (র) বলেন, জন্তুটি মানুষকে বলিবে ঃ إِنَّ النَّاسَ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ। 'মানুষ আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে না'। ইব্‌ন জবীর (র) এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আপত্তিমুক্ত নহে। এক রিওয়ায়েতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ জন্তুটি মানুষকে যখম করিবে। তাঁহার আর এক অন্য রিওয়ায়েত মুতাবিক কথা বলিবে ও যখম করিবে। তবে উভয়ই তাফসীরে কোন বিরোধ নাই।

উল্লিখিত জন্তু সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এখানে আমরা উহার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিতেছি। আল্লাহ-ই সাহায্যকারী।

১. ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) ..... হুযায়ফা ইব্‌ন উসাইদ গিফারী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) জানালা দিয়ে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দশটি নির্দশন না দেখিবে কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। (১) পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় (২) ধূয়া (৩) বিশেষ জন্তুর আবির্ভাব (৪) ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাব (৫) হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন (৬) ধসিয়া যাওয়া ঃ পাশ্চাত্যে একটি এবং আরেকটি আরব উপদ্বীপে (৭) আদ্‌ন হইতে অগ্নির নির্গমন, যাহা মানুষকে ধাওয়া করিবে কিংবা মানুষকে গ্রেফতার করিবে। কিংবা মানুষকে একত্রিত করিবে। আর যেখানে তাহার দিন কাটাইবে ঐ আগুনও সেখানে দিন

কাটাইবে। ইমাম মুসলিম ও সুনান গ্রন্থকারগণ কুররাত কায্যায় (র) আবূ তুফাইল আমির ইব্ন ওয়াসিলা এর সূত্রে হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) আব্দুল আযীয ইব্ন রাফী (র) হইতে মাওকূফরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন।

২. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) তালহা ইবন আমর ও জাবীর ইব্ন হাযিম (র) দুইজন শায়েখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তালহা ইব্ন আমর (র) ..... হুযায়ফা ইব্ন উসাইদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহার এক অন্য শায়েখ অর্থাৎ যবীর ইব্ন হাযিম (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর বংশীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ জন্তুটির কথা উল্লেখ করিলেন, তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ যমীন হইতে নির্গত জন্তুটি তিনবার বাহির হইবে। একবার দূরবর্তী এক জংগল হইতে বাহির হইবে উহার আলোচনা পবিত্র মক্কা পৌঁছবে না। অতঃপর একটি দীর্ঘকাল উহার কোন আলোচনাই হইবে না। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার উহা বাহির হইবে, তখন সর্বত্র উহার আলোচনা হইতে থাকিবে, এমন কি মক্কায়ও উহার আলোচনা হইবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ ইহার একদিন মানুষ মসজিদে হারামে থাকিবে, এমন সময় জন্তুটি হঠাৎ রুকন ও মাকামে ইব্রাহীমের মাঝে মাটি খুঁড়িতে থাকিবে। ইহা দেখিয়া মানুষ ভীত হইয়া ও উহার নিকট হইতে বিভিন্ন স্থানে সরিয়া যাইবে। কেবল মু'মিনদের একটি দল তথায় থাকিয়া যাইবে। তাহারা বুঝিবে, এই জন্তু হইতে পলাইয়া কোথাও আশ্রয় লইবার উপায় নাই। অতঃপর জন্তুটি সর্বপ্রথম তাহাদের মুখমন্ডল এমনই উজ্জ্বল করিয়া দিবে যেন উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র। কোন মানুষ উহা হইতে কোন প্রকারেই পলাইতে সক্ষম হইবে না, এমন কি এক ব্যক্তি ভীত হইয়া সালাতে দন্ডায়মান হইবে এবং উহা হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। জন্তুটি তাহার পশ্চাতে আসিয়া বলিয়া ওহে এখন তুমি সালাত পড়িতেছ ? এই বলিয়া সে তাহার মুখে চিহ্ন আঁকিয়া দিবে। তখন মু'মিন ও কাফির সকলেই চিহ্নিত হইয়া যাইবে। এবং মু'মিন কাফিরকে দেখিয়া বলিবে , হে কাফির! তুমি আমার হক পরিশোধ কর। এবং কাফির ও মু'মিনের চিহ্ন দেখিয়া বলিবে, হে মু'মিন! তুমি আমার হক পরিশোধ কর। হাদীসটি ইব্ন জরীর (র) উভয় সূত্রে হুযায়ফা ইব্ন উসাইদ (র) হইতে মাওকূফ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) হুযায়ফা ইয়ামান হইতে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহার সনদটি সহীহ নহে।

৩. ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস সংরক্ষণ করিয়াছিলাম যাহা এখন আমি ভুলি নাই। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ آيَةٍ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَيَّتُهَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا قَرِيْبًا ـ

সর্বপ্রথম যেই নির্দশন আত্মপ্রকাশ করিবে উহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে যমীন হইতে জন্তুর নির্গত হওয়া। দুইটির নির্দশন যেইটির প্রথম আত্মপ্রকাশ করিবে উহার পরপরই অপরটির আত্মপ্রকাশ ঘটিবে।

৪. ইমাম মুসালিম তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে আলা ইব্ন আব্দুর রহমান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانَ وَالدَّجَالِ وَالدَّابَةِ وخاصة أُحدكم وأمر العَامة ـ

ছয়টি নির্দশনের আত্মপ্রকাশ ঘটিবার পূর্বে তোমরা আমাল কর– পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়, ধুয়া, দাজ্জালের বর্হির প্রকাশ, বিশেষ জন্তুর আত্মপ্রকাশ এবং তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষ ব্যাপার ও প্রত্যেকের সাধারণ ব্যাপার। ইহা কেবল মুসলিমই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) কাতাদাহ (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

৫. ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। অনুরূপ হাদীস বর্ণনা। করিয়াছেন। তবে خاصة أُحدكم এর স্থানে خُوَيْصَةَ أَحَدِكُمْ উল্লেখ করিয়াছেন। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম ইব্ন মাজাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

৬. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) ..... হযরত আবূ হুয়ারায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسٰى وخاتم سليمان عليهما السلام فتخطم أنف الكافر وتجلى وَجه المؤمن بالخاتم حَتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر ـ

যমীন হইতে বিশেষ জন্তু বাহির হইবে এবং তাহার নিকট হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি থাকিবে এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটিও থাকিবে। জন্তুটি কাফিরের নাকে মুহর লাগাইয়া দিবে এবং আংটি দ্বারা মুসলমানদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করিয়া দিবে।

অবশেষে মু'মিন কাফির সকলেই চিহ্নিত হইবে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) বাইয, আফ্ফান ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) হইতে তাঁহার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ভাষাগতভাবে উহাতে কিছু পার্থক্য আছে এবং উহা এইরূপ ঃ

فتخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى ان أهل الخوان الواحد ليجمعون فيقول هذا يامؤمن يقول هذا يا كافر ـ

জন্তুটি কাফিরের নাকে আংটি দ্বারা মুহর লাগাইয়া দিবে এবং লাঠি দ্বারা মু'মিনের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করিবে এবং সকলেই একই দস্তরখানে একত্রিত হইবে, কাফির মু'মিনকে বলিবে, হে মু'মিন! এবং মু'মিন কাফির কে বলিবে হে কাফির!

৭. ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, আবূ গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন আম্র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে মক্কার নিকটবর্তী একটি জংগলে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি শুষ্কস্থান যাহার চারিদিকে ছিল বালু। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ تخرج الدابة من هذا الموضع। ঐ বিশেষ জন্তুটি এই স্থান হইতে বাহির হইবে। ইব্ন বুরায়দা (র) বলেন, ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি যখন হজ্জে গমন করিলাম, তখন তাহার লাঠি দেখিতে পাইলাম যাহা আমার এই লাঠির সমান ছিল।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ জন্তুটি চতুষ্পদ বিশিষ্ট হইবে। 'তিহামা'এর কোন জংগল হইতে বাহির হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আতিয়্যাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ জন্তুটি 'সাফা' এর কোন গুহা হইতে তিন দিনে বাহির হইবে। যাহা ঘোড়ার ন্যায় দ্রুত হইবে, কিন্তু তবুও তিন দিনে উহার এক তৃতীয়াংশ ও বাহির হইবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) আবান ইব্ন সালিহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন একবার আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট ঐ জন্তুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, ঐ জন্তুটি 'জিয়াদ'এর বড় পাথর এর নিকট হইতে বাহির হইবে। আমি সেখানে থাকিলে তোমাদিগকে ঐ পাথরটি দেখাইয়া দিতাম। ঐ জন্তুটি বাহির হইবার পর কি করিবে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, উহা বাহির হইয়া পূর্বদিকে ধাবিত হইবে এবং অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে যেন সকলেই উহা শুনিতে পারিবে। অতঃপর উহা সিরিয়ার দিকে ধাবিত হইবে এবং অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে যে,

তাহার চিৎকার সকলেই শুনিতে পাইবে। ইহার পর পশ্চিম দিকে ছুটিবে এবং অনুরূপ উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে যে, সকলেই উহা শুনিবে। ইহার পর জন্তুটি ইয়ামনের দিকে ধাবিত হইবে এবং অনুরূপ চিৎকার করিবে এবং সকলেই উহার চিৎকার শুনিবে। অতঃপর উহা মক্কা হইতে 'উস্ফান' চলিয়া যাইবে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার পর কি হইবে? হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, উহার পর কি হইবে আমি জানি না। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, জন্তুটি শুক্রবার রাতে বাহির হইবে। রিওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার সনদে 'ইব্ন রায়মালামান' নামক রাবী আছেন।

ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হযরত উযাইর (আ)-এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন্তুটি 'সাদ্দূম' নামক স্থান হইতে বাহির হইবে এবং মানুষের সহিত কথা বলিবে যাহা তাহারা শ্রবণ করিবে। এবং কথা শুনিয়া গর্ভবতী রমণী গর্ভপূর্ণ হইবার পূর্বেই গর্ভপাত করিবে। মিষ্টি পানি তিক্ত হইবে। হিক্মতের পুস্তক জ্বলিয়া যাইবে। ইল্ম উঠিয়া যাইবে। এবং যমীন কথা বলিবে। আর ঐ যুগে মানুষ এমন আশা করিবে যাহা পূর্ণ হইবে না। আর এমন বিষয়ের প্রচেষ্টা করিবে যাহা পূর্ণ হইবে না। আর এমন বিষয়ের জন্য কাজ করিবে যাহা তাহাদের কাজে আসিবে না। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ আশ্চর্য জন্তুটির মধে সর্বপ্রকার রং বিদ্যমান, উহার দুই শিং এর মাঝে এক ফারসাখ পরিমাণ দূরত্ব। ইব্ন আলী (রা) বলেন, উহা এমন একটি জন্তু যে উহার পশম হইবে, ক্ষুর হইবে এবং দাড়ীও হইবে, উহার লেজ হইবে না এবং তিন দিনের এক তৃতীয়াংশ বাহির হইতে পারিবে না। অথচ, দ্রুত ঘোড়ার ন্যায় গতিতে বাহির হইতে থাকিবে। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র) জন্তুটির বর্ণনা এইরূপ দিয়াছেন, উহার মাথা ষাঁড়ের মাথার মত উহার চক্ষু শূকরের চক্ষুর মত এবং উহার কান হাতীর কানের মত। উহার শিং উটের শিং এর স্থানের মত। উহার ঘাড় উট পাখীর ঘাড়ের মত। উহার বুক সিংহের বুকের মত। আর উহার রং বাঘের রং এর মত। উহার কোমর বিড়ালের কোমরের মত। উহার লেজ ভেড়ার লেজের মত আর উহার পাও উটের পায়ের মত। প্রতি দুই জোড়ার মাঝে বারো হাত দূরত্ব। উহা যখন বাহির হইবে তখন উহার সহিত হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটি থাকিবে। প্রত্যেক মু'মিনের মুখমণ্ডলে লাঠির সাহায্যে একটি উজ্জ্বল চিহ্ন আঁকিয়া দিবে এবং মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। আর

প্রত্যেক কাফির এর চেহারা আংটি দ্বারা একটি কালো চিহ্ন আঁকিয়া দিবে এবং তাহার চেহারা কালো হইয়া যাইবে। এই ভাবে সকল মু'মিন ও কাফির চিহ্নিত হইয়া যাইবে। এমন যখন তাহারা বাজারে গমন করিবে তখন কাফির বলিবে হে মু'মিন! তোমার মালের দাম কত ? আর মু'মিন বলিবে, হে কাফির, মালের দাম কত? এবং একই ঘরের লোকজন যখন এক দস্তরখানে বসিবে, তখন তাহারা কে মু'মিন আর কে কাফির উহা জানিতে পারিবে। ইহার পর ঐ জন্তুটি বলিবে। হে অমুক! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তুমি বেহেশ্তবাসী। আর হে অমুক। তুমি দোযখবাসী!

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ -

এই আয়াতের মর্ম ইহাই যাহা বর্ণিত হইল।

৮৩. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ.

৮৪. حَتّٰى اِذَا جَاءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

৮৫. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ.

৮৬. اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮৩) স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একটি দলকে, যাহারা আমার নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহাদিগকে সারিবদ্ধ করা হইবে (৮৪) যখন উহারা সমবেত হইবে তখন আল্লাহ্ উহাদিগকে বলিবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে? অথচ, উহা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই? তোমরা কি অন্য কিছু করিতেছিল? (৮৫) সীমালংঘন হেতু উহাদিগের উপর ঘোষিত শাস্তি আসিয়া পড়িবে, ফলে উহারা

কিছুই করিতে পারিবে না। (৮৬) উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত সৃষ্টি করিয়াছি উহাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবাকে করিয়াছি আলোকপ্রদ। ইহাতে মু'মিন সম্প্রদায়ের অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে তিনি তাঁহার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগকে তাঁহার দরবারে উপস্থিত করিবেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য তাহাদের কর্মকান্ডে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا ـ

যেই দিন আমি প্রত্যেক উম্মাত হইতে যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত, তাহদিগের এক এক দলকে আমি একত্রিক করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদিগকে এবং তাহাদের জোড়া সমূহকে একত্রিত কর। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ আর যখন সকলকে মানুষকে জোড়া জোড়া করা হইবে।

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ, অতঃপর তাহাদিগকে ধাক্কা মারা হইবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ইহার অর্থ, তাহাদিগকে পশুর ন্যায় টানিয়া লওয়া হইবে। حَتّٰى اِذَا جَاءُوْا অবশেষে যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত করা হইবে।

قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا الخ ـ

তাহাদিগকে তাহাদের আকীদা ও আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। জিজ্ঞাসীত হইবার পর তাহারা যে ভাল লোক ছিল না, উহা প্রমাণিত হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى সে বিশ্বাস করে নাই, সালাত পড়ে নাই বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে। তাহাদের নিকট যখন প্রশ্নের কোন জবাব থাকিবে না তাহারা নিরুত্তর হইয়া থাকিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ـ

ইহা সেই দিনে তাহারা কোন কথা বলিতে পারিবে না আর তাহারা যুক্তিসংগত কোন ওজর পেশ করিতে পারিবে না আর যুক্তিহীন কোন ওজর করিবারও অনুমতি দেওয়া হইবে না। (সূরা মুরসালাত ঃ ৩৫-৩৬)

আলোচ্য আয়াত অর্থাৎ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُوْنَ ইহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা একই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল কাফিররা দুনিয়ায় তাহাদের নিজেদের উপর অবিচার করিয়াছিল, অতএব তাহারা আল্লাহ্র প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজিয়া পাইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহাশক্তি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য সুমহান মর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার হুকুম পালন ও তাঁহার আম্বিয়ায়ে কিরামের আনিত বাণীকে বিশ্বাস করিবার জন্য তাগিদ করিয়াছেন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ـ

"তাহারা কি এই মহা কুদ্রতকে দেখে না যে, আমি রাত্রকে তাহাদের আরামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ রাত্রের অন্ধকারে তাহারা চলাচল ও কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিনের কষ্ট ক্লেশ দুরীভূত করিবার জন্য আরাম করিবে। আর দিনকে উজ্জল ও আলোকময় করিয়াছেন, দিনের আলোকে তাহারা উপার্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করিতে পারে। অবশ্যই ইহাতে বিশ্বাসীগণের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে।

٨٧. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَآءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ.

٨٨. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ.

٨٩. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ.

٩٠. وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮৭) এবং যেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আল্লাহ্ যাহাদিগকে চাহিবেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত বিহবল হইয়া পড়িবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে বিনীত অবস্থায় (৮৮) তুমি পর্বতমালা দেখিয়া অচল মনে করিতেছ। কিন্তু সেই দিন উহারা হইবে মেঘ

পুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমান। ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকে করিয়াছেন সুষম। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তিনি অবগত (৮৯) যে কেহ সৎকর্ম লইয়া আসিবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাইবে এবং সেইদিন উহারা শঙ্কা হইতে নিরাপদ থাকিবে (৯০) যে কেহ অসৎ কর্ম লইয়া আসিবে, তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে অগ্নিতে, এবং উহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ কিয়ামতের ভয়ার্ত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্বক্ষণে আল্লাহ্‌র হুকুমে হযরত ইস্‌রাফীল (আ) দীর্ঘকাল যাবৎ শিংগায় ফুৎকার দিতে থাকিবে। তখন কেবল বদ্‌কার অসৎ লোকই জীবিত থাকিবে এবং তাহাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। ইসরাফীলের ঐ ফুৎকার আসমান যমীনের সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা ভয় ভীতি হইতে রক্ষা পাইবে। আর ভাগ্যবান লোকেরা হইলেন শহীদগণ। তাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আম্বরী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) হইতে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইহা কি বলেন যে, এই এই সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে? তখন তিনি সুবহানাল্লাহ অথবা লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু অথবা অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া বলিবেন, আমি সংকল্প করিয়াছিলাম যে, কাহাকেও আর কখনও কোন হাদীস শুনাইব না। আমি তো বলিয়াছি, অচিরেই তোমরা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংঘটিত হইতে দেখিবে। বাইতুল্লাহ্ ধ্বংস করা হইবে, ইহা হইবে আর উহা হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে, সে চল্লিশ দিন অবস্থান করিবে। তবে আমি জানি না যে সে চল্লিশ দিন অবস্থান করিবে অথবা চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বৎসর ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করিবেন, তিনি দেখিতে উরওয়াহ ইব্‌ন মাসঊদের মত। তিনি দাজ্জালকে খুঁজিয়া ধ্বংস করিবেন। অতঃপর মানুষ সাত বৎসর পর্যন্ত এত সুখ শান্তিতে বসবাস করিবেন যে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়া হইতে একটি ঠান্ডা বায়ূ প্রবাহিত করিবেন ঐ বায়ুর পরশ পাইয়া এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকিবে না। যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। আল্লাহ সকলেই মৃত্যু দান করিবেন। এমন কি কেহ যদি পাহাড়ে কোন গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে ঐ বায়ূ তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছাইয়া দিবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, ইহার পর শুধু অসৎ লোক অবশিষ্ট থাকিবে, যাহারা পাখীর মত হাল্কা এবং হিংস্র পশুর ন্যায় নির্বোধ হইবে। তাহারা ভালমন্দের কোন পার্থক্য করিতে পারিবে না। তাহাদের নিকট শয়তান আসিয়া বলিবে, তোমরা আমার হুকুম পালন করিবে না ? তাহারা বলিবে আমাদের প্রতি তোমার কি নির্দশন? সে প্রতিমার পূজা করিল, তাহারা প্রতিমা পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে রিযিক দান করিবেন। তাহা মহা সুখে শান্তিতে বসবাস করিবে। অতঃপর যখন সিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে তখন যাহার কানেই উহার শব্দ পৌছিবে গর্দান ঝুঁকাইয়া ও গর্দান উঠাইয়া আসমানের কিছু শুনিতে চাহিবে। সর্বপ্রথম উহার শব্দ ঐ ব্যক্তি শুনিবে যে তাহার উটের জন্য হাউয ঠিক করিতে থাকিবে। সে ফুঁৎকারের শব্দ শুনিতেই বেহুশ হইয়া পড়িবে। আর অন্যান্য সকল লোক ও বেহুশ হইয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন, ফলে মানুষের শরীর সজীব হইয়া উঠিবে এবং দ্বিতীয়বার শিংগা ফুঁকিলে তাহারা দন্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাকিবে, তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভূর দরবারে উপস্থিত হও। তোমাদিগের প্রশ্ন করা হইবে, দোযখের অংশ বাহির কর। জিজ্ঞাসা করা হইবে, দোযখের অংশ কত? বলা হইবে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এই হইল সেই দিন, যেই দিন শিশুকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে। সর্বমোট তিনবার শিংগায় ফুঁৎকার হইবে। প্রথম ফুঁৎকারে সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হইবে। দ্বিতীয়বার ফুঁৎকারে সকলেরই মৃত্যু ঘটিবে এবং তৃতীয় ফুঁৎকারে পুনরায় সকলেই জীবিত হইবে। কবর হইতে উঠিয়া সকলেই রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ আর তাহারা সকলেই অবনত হইয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে। কেহই তখন হুকুম অমান্য করিতে সক্ষম হইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ -

যেই দিন আল্লাহ্ তোমাদিগকে আহবান করিবেন তোমরা তাহার হামদ করিতে করিতে আহবান সাড়া দিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ -

"অতঃপর যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে যমীন হইতে আহবান করিবেন, তখন তোমরা বাহির হইবে"। হাদীস শরীফে বর্ণিত, তৃতীয় শিংগা ফুঁৎকারে দেওয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে হযরত ইস্রাফীলের শিংগায় ছিদ্রে সকল রূহ রাখিয়া দেওয়ার হুকুম করিবেন। ফিরিশতাগণ হুকুম পালন করিবেন। কবরের ও অন্যান্য স্থানের মানুষের

শরীর গঠিত হইবে, শিংগায় ফুঁৎকারে উহার মধ্যে তাহাদের রূহ্‌ উঠিয়া যাইবে। মু'মিনের রূহ নূর ও আলোকময় হইবে এবং কাফিররে রূহ্‌ অন্ধকারচ্ছন্ন হইবে। আল্লাহ বলিবেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, প্রত্যেক রূহ্‌ তাহার নিজ নিজ শরীরে প্রর্তাবর্তন করিবে। রূহ্‌ তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরের মধ্যে ঠিক তদ্রুপ ছড়াইয়া পড়িবে, যেমন সর্প দংশিত ব্যক্তির মধ্যে বিষ ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর সকল মানুষ কবর হইতে উঠিবে এবং শরীর হইতে মাটি ঝাড়িবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَخْرَجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ -

যেইদিন তাহারা কবরসমূহে হইতে দ্রুত বাহির হইবে যেন তাহারা প্রতিমা পূজার জন্য দ্রুত দৌড়াইয়া যায়। (সূরা মা'আরিজ ঃ ৪৩)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ ... الخ -

আর তুমি পর্বতমালাকে স্থীর ধারণা করবে অথচ, উহা মেঘমালার ন্যায় উড়িতে থাকিবে এবং স্বীয় স্থান ত্যাগ করিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا وَتَسِيْرًا الْجِبَالُ سَيْرًا -

যেই দিন আসমান আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে এবং পর্বতমালা স্থান ত্যাগ করিয়া উড়িতে থাকিবে। অবশেষে টুক্‌রা টুক্‌রা করা হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। (সূরা তূর ঃ ৯-১০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لاَ تَرَىٰ فِيْهَا عِوَجًا وَّلاَ اَمْتًا -

তাহারা পাহাড় পর্বত সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে তুমি বলিয়া দাও, আমার প্রতিপালকে উহাকে বিলীন করিয়া দিবেন। অতঃপর উহাকে তিনি সমতল ময়দানে পরিণত করিবেন উহাতে কোন উচুঁ নীচু দেখিবে না। (সূরা তোহা ঃ ১০৫-৭)

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ইহা সেই মহা শক্তিমান আল্লাহ্‌র কারিগরী যিনি সকল বস্তুকে মযবুত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ। অবশ্যই তিনি ঐ সকল বিষয়ে অবহিত যাহা তাহারা করিতেছে। এবং তিনি উহার পূর্ণ বিনিময় দান করিবেন। ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সৎ অসৎ লোকদের যে অবস্থা হইবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا যেই ব্যক্তি উত্তম কাজ সহ উপস্থিত হইবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, الحسنة। দ্বারা 'ইখ্‌লাস' উদ্দেশ্য। যয়নুল

আবিদীন (র) বলেন, الحسنة। দ্বারা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' উদ্দেশ্য। অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا অর্থাৎ যেই ব্যক্তি উত্তম আমলসহ উপস্থিত হইবে, তাহার জন্য দশগুণ বিনিময় হইবে।

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ـ

তাহার ঐ দিনের ভয় ভীতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ "তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসের মহা ভয় ভীতি চিন্তিত করিবে না"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَاْتِى اٰمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

বল তো দেখি, যাহাকে কিয়ামত দিবসে আগুনে নিক্ষেপ করা সেই উত্তম? নাকি যে নিরাপদে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে। (সূরা হা-মীম আস-সাজ্দা ঃ ৪০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ اٰمِنُوْنَ আর তাহারা প্রাসাদ সমূহে নিশ্চিত শান্তির জীবন যাপন করিবে।

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ আর যেই ব্যক্তি অন্যায় ও অসৎকাজ করিয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে, যাহার কোনই ভাল আমল নাই কিংবা তাহার বদআমল ও পাপ পুণ্যের তুলনায় অধিক, তাহাকে উপুড় করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে। ইব্ন মাসঊদ, ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আনাস ইব্ন মালিক (রা), আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইকরিমাহ, মুজাহিদ, ইব্রাহীম নাখঈ, আবূ ওয়ায়িল, আবূ সালিহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, যায়িদ ইব্ন আসলাম, যুহরী, সুদ্দী, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য।

هَلْ تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে আমল করিতেছ কেবল উহারই বিনিময় দেওয়া হইবে।

٩١. اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

٩٢. وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ

٩٣. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৯১) আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর প্রভূর ইবাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁহারই। আমি আরো আদিষ্ট হইয়াছি যেন, আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভূক্ত হই (৯২) এবং আরও আদিষ্ট হইয়াছি কুরআন আবৃত্তি করিতে। অতএব যেই ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে নিজের কল্যাণের জন্যই এবং কেহ ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিলে, তুমি বলিও, আমি সতর্ককারীদিগের মধ্যে একজন। (৯৩) আর বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। তিনি তোমাদিগের সত্বর দেখাইবেন তাঁহার নির্দশন এবং তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক গাফেল নহেন।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার হাবীব (সা)-কে হুকুম করেন, তিনি যেন বলেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ -

আমাকে সেই মহান প্রভূর ইবাদত করিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে যিনি এই নগরীকে সম্মানিত করিয়াছেন আর সকল বস্তু তাহারই জন্যে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِنْ دِيْنِىْ فَلاَ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ -

"হে নবী! তুমি বল, হে লোক সকল, আমার দীন সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তবে আমি তো ঐ সকল বস্তুর পূজা করি না আল্লাহর ছাড়া যাহার তোমরা পূজা কর। কিন্তু আমি সেই মহান সত্তার ইবাদত করি, যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন। আলোচ্য আয়াতে 'নগরীর' প্রতিপালনের সম্বন্ধ উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক হইয়াছে। যেমন –

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ -

"তাহারা যেন এই গৃহের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধা নিবারনের জন্য অন্ন যোগাইয়াছেন এবং ভয় ভীতি হইতে নিরাপদ করিয়াছেন"। (সূরা কুরাইশ)

الَّذِىْ حَرَّمَهَا। অর্থাৎ পবিত্র মক্কা শরীয়াতের দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ-ই ইহাতে সম্মানিত করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই নগরীকে সেই দিন হইতেই আল্লাহ্ সম্মানিত করিয়াছেন, যেই তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহা সম্মানিত থাকিবে। উহার বৃক্ষ কাটা যাইবে না। কোন শিকার কে ধাওয়া করা যাইবে না। কোন পতিত বস্তুকে তোলা যাইবে না। অবশ্য মালিককে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে তোলা যাইবে। আর উহার ঘাসও কাটা যাইবে না। সহীহ, হাসান, মুসনদ, হাদীস গ্রন্থসমূহে বহু সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত, যাহার নিশ্চয়তার ফায়দা দান করে।

وَلَهُ كُلُّ شَىْءٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই নগরীর পালনকর্তা আর তিনি অন্য সকল বস্তুরও পালনকর্তা ও মালিক। অতএব তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আর আমাকে নিষ্ঠাবান, অনুগত একত্ববাদীদের অন্তর্ভূক্ত হইবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে।

وَاَنْ اَتْلُوْ الْقُرْاٰنَ আর আমাকে কুরআন পাঠ করিবার ও মানুষের নিকট উহা পৌঁছাইবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَالِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ -

"হে নবী! আমি তোমার কাছে এই সকল আয়াত ও হিক্‌মতে পরিপূর্ণ যিকির পাঠ করিতেছি"। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبَاءِ مُوْسٰى وَفِرْعُوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّوْمِنُوْنَ -

হে নবী! মূসা (আ) ও ফির'আউনের সত্য ঘটনা তোমার আমি পাঠ করিতেছি। যেন তুমি উহা মু'মিনদের কাছে পৌছাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পার। (সূরা কাসাস ঃ ৩)

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ -

সতর্ক করিবার পর যে হেদায়েত গহণ করিবে সে তাহার নিজের স্বার্থে হেদায়েত গ্রহণ করিবে আর যে গুমরাহ ও পথ ভ্রষ্ট হইবে, তুমি তাহাকে বলিয়া দাও আমি সতর্ককারীদের একজন।

যে সকল রসূলগণ তাঁহাদের উম্মাত ও কাওমকে সতর্ক করিয়াছেন তাঁহারা তাহাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়া দায়িত্ব মুক্ত হইয়াছেন। তাহাদের সতর্ক করিবার পর যাহারা সতর্ক হয় নাই, তাহাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র উপর। যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ হে নবী! তোমার দায়িত্ব কেবল আমার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া আর হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব কেবল আমারই। (সূরা রা'দ ঃ ৪০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ "اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ وَّاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ" "হে নবী! তুমি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী ও সতর্ককারী আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর কার্যনির্বাহী"।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ـ

তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সতর্ক করিবার দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কাহাকেও শাস্তি দেন না। অতএব তিনি অচিরেই তোমাদিগকে তাঁহার এমন নির্দশন সমূহ দেখাইবেন, যাহাতে তোমরা উহা জানিতে বুঝিতে পার। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ

"অচিরেই আমি তাহার চর্তুদিকে তাহাদিগকে আমার নির্দশন দেখাইব এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও যাহাতে সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে"। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৫৩)

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

"আর তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, তোমার প্রতিপালক উহা সম্পর্কে অনাবহিত নহেন। বরং তিনি সবকিছুই দেখিতে পাইতেছেন"।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ উমর হাওযী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উমাইয়া ইব্‌ন ইয়ালা সাকাফী ..... হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের কেহ যেন আল্লাহ্‌র সম্পর্কে ধোঁকায় না থাকে যে, তিনি তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে গাফেল নহেন। তিনি এক একটি মশা এক একটি সরিষা ও বিন্দু সম্পর্কেও অবহিত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,মহান আল্লাহ্ যদি অনবহিত হইতেন, তবে মানুষের পদ চিহ্ন যাহা বাতাস বিলুপ্ত করিয়া দেয়, উহা হইতে অনবহিত

হইতেন, অথচ, তিনি উহা সম্পর্কে অবহিত। হযরত ইমাম আহমাদ (র) এই দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিতেন ঃ

إذا ما خلوت الدهرِ يوما فلا نقل * خلوت ولٰكن قل على رَقيب ـ

"যদি তুমি কোন দিন কখনও নির্জনে হও, তবে তুমি ইহা বলিও না যে, আমি নির্জনে আছি। বরং তুমি বল আমার উপর আল্লাহ্ নিগাহবান, তিনি তোমার নিকট উপস্থিত"।

ولا تحسب اللّٰه يغفل ساعة * ولا ان ما يخفى عليه يغيب

"আল্লাহ্কে তুমি মুহূর্তের জন্য বে-খবর ধারণা করিও না। আর কোন গোপন বস্তু তাঁহার নিকট গায়েব ও অদৃশ্য নহে"।

(আল-হামদু লিল্লাহ্ সূরা নামল -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ঃ সূরা আল-কাসাস

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদম (র) ..... মাদীকারিব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর নিকট আসিয়া সূরা তোয়া-সীন-মীম পড়িবার দরখাস্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, উহা আমার জানা নাই, তবে তোমরা খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ত (রা) নিকট যাও, তিনি উহা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হইতে মুখস্থ করিয়াছেন। অতঃপর আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এবং তিনি সূরা আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

١. طٰسٓمٓ ۝

٢. تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝

٣. نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

٤. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

٥. وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ.

٦. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১) তোয়া-সীন-মীম (২) এই আয়াতগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরআউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি মু'মিন সম্প্রদায়ে'র উদ্দেশ্য (৪) ফির'আউন দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদিগের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল। উহাদিগের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীগণকে সে জীবিত রাখিত, সে তো ছিল বিপর্যয়কারী (৫) আমি ইচ্ছা করিলাম, সে দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিতে, তাহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিতে ও দেশের অধিকারী করিতে। (৬) এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে আর ফিরাউন, হামান ও তাহাদিগের বাহিনীকে দেখাইয়া দিতে যাহা উহাদিগের নিকট তাহারা আশংকা করিত।

তাফসীর ঃ মুকাত্তাআত হরূফ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ স্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ। এই কিতাব সকল বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিষয়ের সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করে।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ -

মূসা ও ফির'উনের ঘটনা যথাযথভাবে তোমার নিকট পাঠ করিব। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিব। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩) অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ঘটনা এমনভাবে বলিব যেন, তুমি ঘটনা স্থলে নিজেই উপস্থিত। অতএব ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا -

ফির'আউন যমীনে মাথা উঁচু করিয়া ও অহংকার করিয়া চলিত। আর উহার অধিবাসীদিগকে নানা দলে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এবং প্রত্যেক দলকে তাহার সম্রাজ্যের যে কাজ ইচ্ছা করাইত।

يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ -

তাহাদের এক দলকে সে দুর্বল মনে করিত। আর সে দলটি হইল, বনী ইসরাঈল অথচ সেই যুগে তাহারই উত্তম জাতি ছিল। ফির'আউন তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজে নিয়োজিত করাইত। এতদসত্ত্বেও সে তাহাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করিত এবং কন্যাকে জীবিত রাখিত। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও চরম অপমানজনক ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থা ফির'আউন এই জন্য করিয়াছিল যে, তাহার ভয় ছিল যে, বনী ইসরাঈল হইতে এমন কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে যে, তাহার সম্রাজ্যের পতন ঘটাইবে এবং তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। ফির'আউনের ধ্বংশীয় বনী ইসরাঈল হইতে ইহা জানিতে পারিয়াছিল। যে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) হযরত 'সারা' কে লইয়া মিসর গমন করিয়াছিলেন এবং মিসরের যালিম বাদশাহ হযরত 'সারা' কে বাদী বানাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাতে সে ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে যালিমের যুলুম হইতে রক্ষা করেন। তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ঐ যালিমের বাদশাহর পুত্রকে এই সংবাদ শুনাইয়াছিলেন যে, তাহার ঔরস হইতে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, যাহার হাতে মিসরের বাদশাহর পতন ঘটিবে। বনী ইসরাঈলরা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এর বাণী একে অপরকে শুনাইতও শিক্ষা দিত। ফির'আউনের বংশীয় লোকেরা তাহাদের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই বিষয়ে অবগত হইয়া বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানকে হত্যা কবিবার হুকুম দিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাহার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে উহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন তদবীরই কার্যকর হয় না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا ..... يَحْذَرُوْنَ -

আর দুর্বল জাতির প্রতি আমি অনুগ্রহ করিতে চাই। তাহাদিগের নেতৃত্ব দান করিতে চাই এবং যমীনের ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারী বানাইতে চাই। আর আল্লাহ তা'আলা তাহার এই ওয়াদা যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ -

"আর আমি যেই জাতিকে যমীনের উত্তরাধিকারী করিয়াছি, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া উৎপীড়ন করা হইত"। (সূরা আরাফ ঃ ১৩৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكَذَالِكَ اَوْرَثْنَاهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ "আর এমনিভাবে আমি বনী ইসরাঈলকে যমীনের উত্তারাধিকারী করিয়াছি"। ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-এর ধ্বংস হইতে বাঁচিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মহা শক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যাহা নির্ধারন করিয়াছেন উহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন চেষ্টাই কার্যকর

হইবার নহে। যেই মূসা (আ) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফির'আউন বনী ইসরাঈলের হাজার হাজার পুত্র সন্তানকে হত্যা করিয়াছে, আল্লাহর কুদরতে তিনি ঐ ফির'আউনের রাজ প্রাসাদে তাঁহার বিছানায় লালিত পালিত হইয়াছেন। অবশেষে সে এবং তাহার সকল সৈন্য সামান্ত তাহার হাতেই ধ্বংস ও বিলুপ্ত। মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কুদ্‌রতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা দ্বারা তিনি ইহা প্রমাণিত করিতে চান যে, একমাত্র তিনিই আসমান সমূহের প্রতিপালক তিনি মহা শক্তিধর এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, সংঘটিত হয় আর যাহা ইচ্ছা না করেন হয় না।

৭. وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

৮. فَالْتَقَطَهٗ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ.

৯. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭) মূসা জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করিলাম শিশুটিকে স্তন্য দান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে, তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখ করিও না। আমি ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদিগের একজন করিব। (৮) অতঃপর ফির'আউনের লোকজন তাহাকে উঠাইয়া লইব। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে সে উহাদিগের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে। ফির'আউন, হামান ও উহাদিগের বাহিনী ছিল অপরাধী (৯) ফির'আউনের স্ত্রী বলিল, এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না। সে আমাদিগের উপকারে আসিতে পারে, অথবা

আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে উহারা ইহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই।

তাফসীর ঃ বর্ণিত আছে, ফির'আউন যখন বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানকে অধিক হারে হত্যা করিতে লাগিল, তখন কিবতী বংশীয় লোকের আশংকা করিল যে বনী ইসরাঈলী এইভাবে নির্মূল হইলে তাহারা যেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উহা আমাদেরই করিতে হইবে। এতএব তাহারা ফির'আউনকে বলিল, বনী ইসরাঈলী পুত্র সন্তান হত্যা করিবার এই অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে তবে তাহাদের বৃদ্ধ লোক মৃত্যুবরণ করিবার পর শুধু কেবল তাহাদের স্ত্রী লোকই অবশিষ্ট থাকিবে। অথচ, নারীদের দ্বারা তো আর পুরুষের ন্যায় কঠিন পরিশ্রমের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। ফলে ঐ সকল কঠিন পরিশ্রমের কাজ করিবার দায়িত্ব আমাদের উপরই অর্পিত হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া ফির'আউন বনী ইসরাঈলী পুত্র সন্তান এক বৎসর হত্যা করিতে এবং এক বৎসর হত্যা বন্ধ রাখিতে হুকুম দিল। হযরত হারূন (আ) জন্মগ্রহণ করিলেন ঐ বৎসর যেই বৎসর হত্যা বন্দ ছিল। এবং হযরত মূসা (আ) ভূমিষ্ট হইলেন যেই বৎসর নির্বিবাদে হত্যা চলিতেছিল। ফির'আউননের কিছু লোক এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যাহারা বনী ইসরাঈলী কোন মহিলা গর্ভধারণা করিলে তাহার নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিত এবং সন্তান প্রসবের সময় সমাগত হইলে কেবল কোন কিব্‌তী মহিলাই উহার ধাত্রী নিযুক্ত হইত। যদি ঐ মহিলা কন্যা সন্তান প্রসব করিত তবে তো উহাকে জীবিত রাখিত আর কোন পুত্র সন্তান প্রসব করিলে তাহাকে হত্যা করা হইত। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা যখন গর্ভবতী হইলেন, তখন গর্ভের কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না আর ধাত্রীরাও কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তিনি যখন পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তিনি অতিশয় ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া পড়িলেন। অপরদিকে তাঁহার অন্তরে সদ্য প্রসূত সন্তানের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা জন্ম লইল। হযরত মূসা (আ) ছিলেনই এমন যে, যে কেহ তাহাকে একবার দেখিত তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ আর আমার পক্ষ হইতে তোমার প্রতি মানুষের অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসা ঢালিয়াছি। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা যখন অতিশয় অস্থির ও চিন্তিত হইলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অন্তরে এই বাণী নিক্ষেপ করিলেন তিনি যেন তাহাকে দুধপান করাইতে থাকেন, আর যখন তাহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয় হয়, তখন যেন তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

আমি মূসা (আ)-এর আম্মাকে হুকুম করিলাম, তুমি তাহাকে দুধপান করাইতে থাক যখন তাহার জীবন নাশ সম্পর্কে ভীত হইবে তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিবে, তুমি ভয় করিবে না, চিন্তাও করিবে না। আমি অবশ্যই তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব। শুধু হইই নহে বরং তাহাকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিব।

হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা নীলনদের তীরে বাস করিতেন। তিনি একটি সিন্দুক তৈয়ার করিলেন এবং উহার মধ্যেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহাকে দুধ পান করাইয়া উহার মধ্যে রাখিয়া দিতেন। কেহ ঘরে প্রবেশ করিলে সিন্দুকটি নদীতে ভাসাইয়া দিতেন এবং একটি রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার ঘরে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তিনি ভীত হইলেন, এতএব হযরত মূসা (আ) সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন, কিন্তু রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে ভুলিয়া গেলেন। নদীর পানি তাঁহাকে ভাসাইয়া ফির'আউনের ঘরের সম্মুখে লইয়া গেল। ফির'আউনে দাসীরা উহা উঠাইয়া লইল। তাহারা সিন্দুকটি লইয়া ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট গেল। তাহারা জানিত না যে, উহার মধ্যে কি আছে? এতএব তাহার অনুমতি ব্যতিত উহা খোলা নিরাপদ মনে করিল না। অতঃপর খুলিলে দেখা গেল, উহার মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশ্রী একটি শিশু বিদ্যমান। উহাকে দেখিতেই ফির'আউনের স্ত্রীর অন্তরে অস্বাভাবিক ভালবাসার সৃষ্টি হইল। ইহা ছিল তাঁহার সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সন্মানিত করিবার ও তাঁহার স্বামী ফির'আউনকে লাঞ্ছিত করিবারই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ফির'আউনের লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল, সে পরিণামে তাহাদের জন্য শত্রু ও চিন্তার কারণ হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ও অন্য মনীষীগণ বলেন, لِيَكُوْنَ এর لام টি এখানে عَاقِبَة এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, تعليل এর জন্য নহে। কারণ ফির'আউনের লোকেরা হযরত মূসা (আ) কে এই জন্য উঠাইয়াছিল না দৃশ্যত মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও তাঁহার অনুসারীদের কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আয়াতের পূর্ব ও পরের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে এখানে تعليل এর অর্থও হইতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের লোকদিগকে হযরত মূসা (আ)-কে উঠাইবার জন্য এই জন্য লাগাইয়া দিয়াছিলেন যে, সে তাহাদের জন্য শত্রু ও চিন্তার কারণ হইবে। যেহেতু তাহারা ছিল অপরাধী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خَاطِئِيْنَ ـ

বস্তুত ফির'আউন ও হামান এবং তাহাদের সেনাদল ছিল অপরাধীর দল। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইব্ন আব্দুল আজীয (র) একবার কাদ্রিয়া দলের নিকট তাহারা "আল্লাহ যে তাঁহার নিজ পূর্ব ইল্ম অনুযায়ী তাক্দীর নির্ধারিত করেন এবং সব কিছু পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই সবকে অস্বীকার করে", তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিলেন। পত্রে বলেন, হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে আল্লাহর পূর্ব ইল্ম ছিল যে, তিনি ফির'আউনের শত্রু ও চিন্তার কারণ হইবেন। যেমন অত্র আয়াত বলা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তাক্দীর পূর্বে নির্ধারিত।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوْهُ ـ

ফির'উনের স্ত্রী যখন তাহাকে (হযরত মূসা (আ)) হত্যা করিবে বলিবে ধারণা করিলেন, তিনি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফির'আউনের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, এই শিশু তো আমারও তোমার চক্ষু জুড়াইবে। ফির'আউন উহা শুনিয়া বলিল, আমার চক্ষু জুড়াইবে না, জুড়াইলে তোমার চক্ষু জুড়াইবে। বাস্তবে ঘটিলও তেমনি।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া বিনতে মুযাহিমকে হেদায়েত দান করিলেন। কিন্তু ফির'আউনকে তাঁহার হাতে ধ্বংস করিলেন। সূরা তো-হা এর মধ্যে এই বিষয়ে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا সম্ভবত সে আমাদের উপকার করিবে। হযরত আছিয়া (আ)-এর এই কথা সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। মহান আল্লাহ মূসা (আ)-এর হাতে তাহাকে হেদায়েত দান করিয়াছেন এবং তাহাকে বেহেশতবাসী করিয়াছেন।

اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا কিংবা তাহাকে আমরা পুত্র বানাইয়া লইব। হযরত আছিয়া (আ) এই আশা এই কারণে পোষণ করিয়া ছিলেন যে, ফির'আউনের পক্ষ হইতে তাঁহার কোন সন্তান ছিল না।

وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ হযরত মূসা (আ)-কে নদী হইতে তুলিয়া লইবার মধ্যে যে হিক্মত ও নিগুঢ় রহস্য রহিয়াছে উহা তাহারা জানিত না।

١٠. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۰

١١. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

١٢. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ.

١٣. فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১০) মূসা জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয়, তজ্জন্য আমি তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিত। (১১) সে মূসার ভগ্নিকে বলিল, ইহার পিছনে পিছনে যাও, যে উহাদিগের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল। (১২) পূর্বে হইতে আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিলাম। মূসার ভগ্নি বলিল, তোমাদিগকে আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যাহারা তোমাদিগের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে, ইহার মংগলকামী হইবে। (১৩) অতঃপর আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীর নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পারে যে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মূসা (আ)-কে যখন নদীতে নিক্ষেপ করা হইল, তখন তাহার আম্মার অন্তর পৃথিবীর সকল বস্তু হইতে শূন্য হইয়া কেবল তাহার শিশু সন্তানের চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ উবাইদাহ্, যাহ্হাক, হাসান বাসরী ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন।

اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ وَلَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا ـ

হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহার শিশু সন্তানের চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় বিষয়টি প্রকাশ করিবার উপক্রম হইয়াছিলেন। অর্থাৎ মানুষকে এই কথা বলিয়া দেওয়ার উপক্রম

হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার সিন্দুক বাঁধিয়া রাখিতে ভুলিয়াছেন, কেহ কি তাহার ঐ সিন্দুকটি উদ্ধার করিতে পারিবে কি? কিন্তু তিনি এমন করেন নাই। কারণ আল্লাহ তাঁহারই অন্তরকে শান্ত্বনা দিয়া রাখিয়াছিলেন। আল্লাহ তাহার অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে তাহার সন্তানকে আল্লাহ অবশ্যই সংরক্ষিত করিবেন।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহার ভগ্নিকে বলিলেন, তুমি মূসা (আ)-এর পিছনে পিছনে যাও এবং তাঁহার অবস্থা কি জান। সে এতটুকু বড় ছিল যে, মানুষের কথা বুঝিতেও সংরক্ষিত করিতে পারিত।

فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ অতঃপর সে কিছু দূর হইতে মূসা (আ) অবস্থা দেখিল। মুজাহিদ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাসা (রা) বলেন "সে এক পাশ হইতে তাঁহার অবস্থা দেখিল"। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি তাঁহাকে এমনভাবে দেখিল যেন, সে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া দেখিতেছে না। যেন সে তাঁহাকে চিনেই না। ইহা ছিল তখনকার অবস্থা। যখন হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের রাজ প্রাসাদে যত্ন সহকারে রাখা হইয়াছে। ফির'আউনের স্ত্রীর অন্তরে তাহার অসাধারণ ভালবাসা জন্ম লইয়াছে, কিন্ত শিশু মূসা কাহারও দুধ গ্রহণ করিতেছে না। অতঃপর ফির'আউনের লোকেরা তাহাকে লইয়া এই উদ্দেশ্যে বাজারে বাহির হইল যে, হয়ত তাহার কোন ধাত্রী এমন পাইবে যাহার দুগ্ধ শিশু মূসা গ্রহণ করিবে। হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। কিন্তু সে কাহার নিকট প্রকাশ করিল না আর তাহার কিছু বুঝিতেও পারিল না। আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ আর আমি মূসা (আ)-এর উপর পূর্বেই সকল ধাত্রীর দুগ্ধ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। ইহা ছিল তাঁহার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে বড় সম্মান যে, তিনি তাঁহার আম্মার দুগ্ধ ব্যাতিত অন্য কাহার ও দুগ্ধ পান করিবে না। আর এইভাবেই তিনি তাঁহার আম্মার নিকট ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবেন। আর তাঁহার আম্মা ও যালিমদের হাত হইতে নিরাপদে তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইতে সক্ষম হইবেন।

قَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ ـ

হযরত মূসা (আ) ভগ্নি ঐ সকল লোকদিগকে বলিল, আমি কি এমন এক পরিবারের কথা তোমাদিগকে বলিব যে, এই শিশুর লালন পালন করিবে এবং তাহারা ইহার প্রতি হীতাকাংক্ষাও করিবে ? হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি যখন তাহাদিগকে এই কথা বলিল, তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ইহা কি ভাবে জানিতে পারিলে যে, তাহারা এই শিশুর প্রতি হীতাকাংক্ষা করিবে। তাঁহার প্রতি

স্নেহশীল হইবে ? তখন সে জবাবে বলিল, যেহেতু তাহারা বাদশার সন্তুষ্টি লাভে আগ্রহী এবং তিনি তাহাদের উপকার করিবেন ও পুরস্কৃত করিবেন। এই কারণেই আমি বুঝিতে পারি যে, এই শিশুর প্রতি তাহারা পূর্ণ যত্নবান হইবে, তাঁহাকে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া লালন পালন করিবে। অতঃপর ঐ সকল লোক শিশু মূসাকে লইয়া গেল।

হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহাকে স্বীয় স্তন্য দিতেই তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। উহা দেখিয়া তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল এবং এই সংবাদ তাহারা ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট দিল। তিনি হযরত মূসা (আ) আম্মাকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং অনেক বড় পুরস্কার দিলেন। তিনি ইহা জানিতেন না যে, এই মহিলাই হযরত মূসা (আ)-এর আপন আম্মা। হযরত আছিয়া (আ) তাঁহাকে দুধ প্যান করাইবার জন্য তাঁহার নিকটই অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি এই বলিয়া তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন, যে তাহার স্বামী ও সন্তান সন্ততি আছে, তাহাদের সেবা যত্ন তাহারই করিতে হয়। এতএব তাহার পক্ষে রাজ প্রাসাদে অবস্থান করা সম্ভব নহে। তবে তিনি বলিলেন, অনুমতি হইলে, তিনি শিশুকে সযত্নেই তাঁহার বাড়ীতে লালন পালন করিবেন। ফির'আউনের স্ত্রী তাহাকে অনুমতি দিলেন। এবং তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। উপরন্ত তাহাকে পুরস্কারও দিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা স্বীয় সন্তানকে লইয়া আনন্দ উৎফুল্লের সহিত ঘরে ফিরিলেন এবং আল্লাহ তাঁহার ভয়কে নিরাপত্তার দ্বারা পরিবর্তন করিলেন এবং সন্মান ও রিযিক দান করিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

مَثل الذى يَعمل ويَحسب فِى صنعته الخَير كَمَثل اُمّ مُوسٰى تَرضع وَلدُها وتَأخذ اُجرها ـ

যেই ব্যক্তি তাহার নেক আমল করে ও সৎকাজে সাওয়াব আশা পোষণ করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার মত, যিনি স্বীয় সন্তানকে দুধপান করাইতেন এবং উহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার অস্থিরতা একদিন ও এক রাত্রের অধিক ছিল না। যেই সত্তার হাতে সর্বময় ক্ষমতা তিনি বড়ই পবিত্র তিনি ইচ্ছা করেন উহা সংঘটিত হয় আর যাহা ইচ্ছা করেন না উহা সংঘটিত হয় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভয় করে তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়া চলে আল্লাহ তাহাকে বিপদের মুহূর্তে নিরাপত্তা দান করেন, অশান্তির পরে শান্তি দান করেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لاَ تَحْزَنَ ـ

মূসাকে আমি তাহার আম্মার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন তাহার দ্বারা তাহার আম্মার চক্ষু শীতল হয়। আর চিন্তিত না হয়।

وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ـ

আর সে যেন জানিতে না পারে যে, মূসাকে যালিমের হাত হইতে ফিরাইয়া দেওয়ার ও তাঁহাকে রসূল করিবার যেই ওয়াদা আল্লাহ করিয়াছেন উহা সত্য। হযরত মূসা (আ) এর আম্মা এখন পূর্ণ যত্ন সহকারে তাঁহার লালন পালন শুরু করিলেন। এবং যিনি আল্লাহর রাসূল হইবেন তাঁহার শিশুকাল তাঁহার যেই রূপ লালন পালন হওয়া মায়ের স্বভাবগত ও শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ হইতে বাঞ্ছনীয় তিনি তদ্রুপ লালন পালন করিলেন।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

কিন্তু অধিকাংশ লোকই আল্লাহর কাজের নিগূঢ় রহস্য ও উহার শুভ পরিণাম জানে না। এতএব অনেক সময় এমন হয় যে কোন কাজ পরিণামের দিক হইতে উত্তম। কিন্তু অনেকের কাছে উহা স্বভাব বিরোধী হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ـ

সম্ভবতঃ তোমরা কোন কাজ স্বভাবগত অপসন্দ কর, যাহা বাস্তবে ও পরিণামের দিক হইতে তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর সম্ভবত তোমরা স্বভাবগতভাবে যা পসন্দ কর অথচ পরিণামের দিক হইতে উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকার। (সূরা বাকারা ঃ ১৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

সম্ভবত তোমরা কোন কাজ স্বভাবগতভাবে অপসন্দ কর অথচ, আল্লাহ উহার মধ্যে অনেক কল্যাণ সাধন করিবেন। (সূরা নিসা ঃ ১৯)

١٤. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

١٥. وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ

مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ.

١٦. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

١٧. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ.

অনুবাদ ঃ (১৪) যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল, তখন আমি তাহাকে হিক্মত ও জ্ঞান দান করিলাম। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণ দিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি। (১৫) আর সে নগরীতে প্রবেশ করিল, যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখিল। একজন তাহার নিজ দলের এবং অপরজন তাহার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মূসা তাহাকে ঘুষি মারিল এই ভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মূসা বলিল, ইহা শয়তানের কাজ, সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। (১৬) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো পরম দয়াময়, ক্ষমাশীল (১৭) সে আরো বলিল, আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি যেই অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি কখনও অপরাধীদিগের সাহায্যকারী হইব না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর শৈশবের অবস্থা বর্ণনা করিবার পর তাঁহার যৌবনের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যখন যৌবনে উপনীত হইলেন, শক্তিশালী হইলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হিক্মত ও জ্ঞান দান করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে নবুয়ত দান করিলেন।

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ আল্লাহ্ তা'আলা নেক ও সৎলোকজনকে এই ভাবেই উত্তম বিনিময় দান করেন।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) কিভাবে একজন কিব্তীকে হত্যা করিয়া মিসর ত্যাগ করিয়া মাদ্ইয়ানে গমন এবং পরবর্তীকালে নবুওয়াত লাভ করিলেন ও আল্লাহ্র সহিত কথা বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঘটনা ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ শহরবাসীরা যখন বে-খবর ছিল, এমন সময় মূসা (আ) শহরে প্রবেশ করিলেন। ইব্ন জুবাইর (র) আতা খুরাসানী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (আ) মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইবনুল মুনকাদির (র) আতা ইবন ইয়াসার (র) সূত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সময়টি ছিল দ্বিপ্রহর কাল। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) ও এই মত পোষণ করিয়াছেন। فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ তখন হযরত ঐ শহরে দুই ব্যক্তিকে মারামারি ও লড়াই করিতে দেখিলেন।

هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ তাহাদের একজন ছিল ইসরাঈলী ও তাঁহার স্বজাতি ও অপরজন ছিল কিব্তী ও তাহার শত্রু দলভুক্ত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কাতাদাহ, সুদ্দী, ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ইসরাঈলী ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল, তিনি সুযোগ বুঝিয়া কিব্তীকে ঘুষী মারিলেন, এবং তাহার মৃত্যু ঘটিল। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) তাহাকে লঠি দ্বারা আঘাত করিলেন, ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিল।

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ -

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, ইহা তো শয়তানের কাজ। সে তো আমার শত্রু এবং প্রকাশ্য গুমরাহকারী।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করিয়াছি। এতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, কারণ তিনি অতিশয় ক্ষমাকারী, বড়ই মেহেরবান।

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ -

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমার যেই বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এতএব আমি আর কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হইব না। যাহারা কাফির আপনার হুকুমের বিরোধী তাহাদের আর কখনও সাহায্য করিব না।

١٨. فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১৯. فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ.

অনুবাদঃ (১৮) এতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীর তাহার প্রভাত হইল। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য প্রার্থণা করিয়াছিল সে তাহার সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, তুমি তো স্পষ্ট একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি (১৯) এতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরিতে উদ্যত হইল তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল হে মূসা, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে সে ভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মূসা (আ) যখন কিব্‌তীকে হত্যা করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য পরবর্তী দিন প্রত্যুষে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিতেছিলন যে, ইহার পরিণাম কি হয়। এমন সময় পূর্বদিনের ইসরাঈলী ব্যক্তিকে তিনি অন্য এক কিব্‌তীর সহিত লড়াই করিতে দেখিলেন। সে ব্যক্তি হযরত মূসার (আ) দেখিতেই তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ফরিয়াদ করিল। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ। নিঃসন্দেহে হে তুমি একজন প্রকাশ্য গুমরাহ ব্যক্তি। ইহা বলিয়া, যখন মূসা ঐ কিব্‌তীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সে এই ভাবিল যে মূসা (আ) তাহাকে নিন্দা করিয়াছেন, হয়ত তিনি তাহার উপরই চড়াও হইবেন, সে বলিয়া উঠিল ঃ

يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ۔

হে মূসা, তুমি কি আমাকেও তদ্রূপ হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, যেমন একজন কিব্‌তীকে গতকাল তুমি হত্যা করিয়াছিলে? যেহেতু পূর্বদিনের ঘটনাকালে হযরত মূসা (আ) আর ঐ ইসরাঈলী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ উপস্থিহ ছিল না। আজ এই কিব্‌তী যখন ইসরাঈলী ব্যক্তির মুখে জানিতে পারিল যে, আসল হত্যাকারী হযরত মূসা। সে তৎক্ষণাৎ ফির'আউনের নিকট ঘটনাটি জানাইয়া দিল। ফির'আউন ইহা জানিতে পারিয়া হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি দারুন ক্রোধান্বিত হইল, তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া মন স্থির করিল। এতএব তাহাকে খুঁজিয়া তাহার দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল।

২০. وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ۝

অনুবাদ ঃ (২০) নগরীর দূরপ্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল হে মূসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে, সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَجَاءَ رَجُلٌ আর এক ব্যক্তি আসিল। আল্লাহ তা'আলা এখানে رَجُلٌ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ পুরুষ ব্যক্তি যেহেতু ঐ লোকটি হযরত মূসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদ নিকটতম ও পথ অতিক্রম করিয়া তাহাকে দান করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার বীরত্ব প্রকাশ পায়। হযরত মূসা (আ)-কে ঐ লোকটি বলিল ঃ

اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ ফির'আউনের মন্ত্রীবর্গ তোমার সম্পর্কে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে, এতএব তুমি শহর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়।

اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ নিঃসন্দেহে আমি তোমার হীতাকাংক্ষীদের একজন।

২১. فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۝

২২. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْۤ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ۝

২৩. وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ۝

٢٤. فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ.

অনুবাদ ঃ (২১) ভীত সর্তক অবস্থায় সে তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এবং বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর (২২) যখন মূসা মাদ্ইয়ান অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন বলিল, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন (২৩) যখন সে মাদ্ইয়ানের কূপের নিকট পৌছিল, দেখিল একদল লোক সেখানে তাহাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতেছে এবং উহাদিগের পশ্চাতে দুইজন নারী তাহাদিগের পশুগুলিকে আগলাইতেছে। মূসা বলিল, তোমাদের কি ব্যাপার, তাহারা বলিল, আমরা আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদিগের জানোয়ারগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়। আমাদিগের পিতা অতি বৃদ্ধ (২৪) মূসা তাহাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইলেন। তৎপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে, আমি তাহার কাংগাল।

তাফসীর ঃ হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করিবার সংবাদবহনকারী যখন তাহাকে সংবাদ পৌছাইয়া দিল। তখন তিনি একাকীই শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন অথচ, তিনি পূর্বে কখনও শহর ত্যাগ করিয়া বাহিরে যান নাই। এতএব পথ ঘাটও চিনিতেন না। তিনি তো রাজ প্রাসাদের পরম বিলাসিতা ও শান্তির সহিত জীবন যাপন করিতেছিলেন।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ -

অতএব তিনি ভয় ভীত হইয়া শহর ত্যাগ করিলেন এবং তিনি হত্যা করিয়াছিলেন উহার সম্পর্কে কি আলোচিত হইতেছে, উহাও তিনি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে যালিম কাওমের হাত হইতে রক্ষা করুন। অর্থাৎ ফির'আউন ও তাঁহার স্বজাতিদের অকল্যাণ হইতে আমাকে মুক্তি দান করুন। বর্ণিত আছে যে, এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশ্তাকে একটি ঘোড়ায় আরোহিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং ঐ ফিরিশ্তাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া মাদ্ইয়ান পৌছাইয়া দিল।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ আর হযরত মূসা (আ) যখন মাদইয়ানের পথে রওনা হইলেন, এবং তাঁহার মনে আনন্দ আসিল।

قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ـ

তিনি বলিলেন, সম্ভবত আমার পালনকর্তা আমাকে সঠিক পথ দেখাইলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাই করিলেন তাঁহাকে ইহকাল ও পরকালের সঠিক পথপ্রদর্শন করিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও পথপদর্শক করিলেন।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ আর হযরত মূসা (আ) যখন পথ চলিতে চলিতে মাদইয়ানের একটি কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। যেই কূপ হইতে রাখাল দল তাহাদের পশুকে পানি পান করাইত।

وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ তথায় তিনি একদল মানুষকে তাহাদের পশুকে পনি পান করাইতে দেখিতে পাইলেন।

وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ আর তাহাদের পশ্চাতে দুইজন মহিলাকে তাহাদের ছাগল ঠেকাইয়া রাখিয়া অবস্থান করিতে দেখিলেন। মহিলাদ্বয় তাহাদের ছাগল গুলিকে অন্যান্য রাখালদের ছাগল হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। যেন তাহাদের কোন কষ্ট না হয়। হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় দন্ডায়মান দেখিতে পাইয়া তাহাদের প্রতি সুহৃদয় হইলেন। এবং বলিলেন ঃ مَا خَطْبُكُمَا তোমাদের অবস্থা কি ? তোমরা যে ঐ সকল লোকদের সহিত পানি পানি পান করাইতেছ না ?

قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ তাহারা বলিল, যতক্ষণ ঐ সকল রাখাল দল তাহাদের পশুকে পানি পান করাইয়া অবসর না হয়, আমরা পানি পান করাইব না।

وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ আর আমরা যে ছাগলকে পানি পান করাইতে আসিয়াছি ইহার কারণ হইল আমাদের আব্বা এখানে আসিতে অক্ষম। কারণ তিনি অতিশয় বৃদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন ঃ فَسَقٰى لَهُمَا হযরত মূসা (আ) পানি উঠাইয়া তাহাদের ছাগলকে পানি পান করাইয়া দিলেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ (র) ..... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন মাদইয়ানের পানির নিকট পৌছিলেন, তখন তিনি একদল মানুষকে তাহাদের পশুকে পানি পান করাইতে দেখিলেন, তাহারা পানি পান করাইয়া কূপের উপর একটি মস্তবড় পাথর রাখিয়া দিল। পাথরটি সরাইতে কমপক্ষে দশজন পুরুষের প্রয়োজন হয়। হযরত মূসা (আ) দেখিলেন দুইজন মহিলা তাহাদের ছাগল পানি পান করান হইতে বিরত। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমাদের কি অবস্থা ? তোমরা কেন পানি পান করাইতেছ না ?

তাহারা বলিল, আমরা তো ঐ সকল রাখালদের শেষে পানি পান করাই। কিন্তু তাহারা তো উহার উপর মস্ত বড় পাথর রাখিয়াছে। আমাদের পক্ষে কি আর উহা সরাইয়া দেওয়া সম্ভব। ইহা শুনিয়া হযরত মূসা (আ) একাকীই পাথরটি সরাইয়া দিলেন এবং মস্ত বড় এক ঢোল ভরিয়া তাহাদের ছাগলকে পানি পান করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

ثُمَّ تَوَلَّى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ -

ইহার পর হযরত মূসা (আ) একটি ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আপনার দেওয়া কল্যাণের মুখাপেক্ষী। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন,হযরত মূসা (আ) মিস্‌র হইতে মাদইয়ান পর্যন্ত সারা পথে সব্‌জী ও গাছের পাতা আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিয়াছেন। মাদইয়ান পর্যন্ত তিনি পদব্রজেই সফর করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার জুতা ফাটিয়া খসিয়া পড়িয়া গেল। এতএব তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্ষুধায় তাঁহার পেট পিঠের সহিত লাগিয়াছিল। তাঁহার পেটের তরকারীর সজীবতা বাহির হইতেই দেখা যাইতেছিল। তখন তিনি একটা করে খেজুরের প্রতি অত্যন্ত মুখাপেক্ষী ছিলেন অথচ, তিনি ছিলেন সেই যুগে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা।

اِلَى الظِّلِّ। হযরত ইবন্ আব্বাস (রা) ইব্ন মসউদ (রা) ও সুদ্দী (র) বলেন, এখানে ছায়া দ্বারা গাছের ছায়া বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন আমর আনকাযী (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উটের উপর আরোহণ করিয়া পরস্পর দুইরাত্রে সফর করিয়াছি এবং দুই রাত্রের প্রতূষ্যে মাদইয়ান উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর যেই গাছের ছায়ায় হযরত মূসা (আ) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গাছ সম্পর্কে আমি মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একটি গাছের প্রতি ইশারা করিল। উহা একটি সবুজ গাছ ছিল। আমার উটটি ছিল অতিশয় ক্ষুধার্থ, উহা হইতে পাতা মুখে লইয়া চাবাইতে শুরু করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ চাবাইয়া নিক্ষেপ করিয়া দিল। তখন আল্লাহ্র নবী হযরত মূসা (আ)-এর জন্য দু'আ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত যেই গাছ হইতে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলা কথা বলিয়াছিলেন তিনি সেই গাছের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সুদ্দী (রা) বলেন, গাছটি বাবালা গাছ ছিল। আতা ইব্ন সায়িব (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ বলিয়াছিলেন, তখন ঐ মহিলা উহা শুনিতে পাইয়াছিল।

٢٥. فَجَآءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ
لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ
قَالَ لَاتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

٢٦. قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ
الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ.

٢٧. قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ
تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ
اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

٢٨. قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ
وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ.

অনুবাদঃ (২৫) তখন নারীদিগের একজন শরমজনিত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, আমার পিতা তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন, আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক তোমাকে দেওয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, ভয় করিও না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ। (২৬) উহাদিগের একজন বলিল, হে পিতা! তুমি তাহাকে মজুর নিযুক্ত কর। কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। (২৭) সে মূসাকে আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে, যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা।

আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিল তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে। (২৮) মূসা বলিল, আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তি রহিল। এই দুইটি মিয়াদের কোন একটি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ের কথা বলিতেছি আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।

তাফসীরঃ মহিলা দুইজন তাহাদের ছাগলকে পানি পান করাইয়া দ্রুত তাহাদের আব্বার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কিছু বিস্মিত হইয়া দ্রুত ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হযরত মূসা (আ) তাহাদের সহিত যেই ব্যবহার করিয়াছেন উহার বিস্তারিত বিবরণ শুনাইয়া দিল।

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ -

তাহাদের আব্বা ঘটনা শুনিয়া তাহাকে ডাকিবার জন্য তাহাদের একজনকে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর প্রেরিতা লজ্জাবতী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, সে তাঁহার চাদর দ্বারা আবৃত হইয়া হযরত মূসা (আ) নিকট উপস্থিত হইল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ নু'আইম (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মেয়েটি লজ্জার সহিত হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলে। সে নির্লজ্জা ছিল না যে, নির্দিধায় কূপ হইতে পানি বাহির করিয়া থাকে বরং কাপড় দ্বারা তাহার মুখমন্ডল আবৃত করিয়া রাখিল এবং বলিলেন ঃ

اِنَّ اَبِى يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيْكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا -

আমার আব্বা আপনাকে আপনার পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক দেওয়া জন্য ডাকিতেছেন। তাহার বক্তব্যে বড় আদর পরিলক্ষিত হয়। সে শুধু আমার আব্বা আপনাকে ডাকিতেছেন বলিলেন না। কারণ শুধু এই কথায় ধারণার অবকাশ থাকিয়া যায়। বরং সে ইহাও বলিলেন যে, আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য ডাকিতেছেন। অতএব ইহা মধ্যে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিল না।

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ যখন তিনি তাহার আব্বার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেন এবং মিসর হইতে কি কারণে মাদইয়ান আসিলেন উহাও বলিলেন ঃ

قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

তিনি বলিলেন, তুমি ভয় করিও না, তুমি ফির'আউনের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছ। আমাদের শহরে তাহার কোন হুকুম চলে না, এতএব যালিম কাওম হইতে তুমি মুক্তি পাইয়াছ।

ঐ ব্যক্তি যে কে, এই সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মতপার্থক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি হইলেন, হযরত শু'আইব (আ)। মাদইয়ান বাসীদের প্রতি তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ আলেমগণের মতে ইহাই প্রসিদ্ধ। হাসান বাসরী (র) এবং আরো অনেকের এইমত পোষণ করিয়াছেন। ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইবন আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাহার নিকট হযরত মূসা (আ) তাহার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন হযরত শু'আইব (আ)। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ

قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ -

ইমাম তাবরানী (র) সালামাহ ইব্ন সা'দ আনসী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে তাঁহার কাওমের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করিয়াছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, হযরত শু'আইব (আ)-এর কাওমের লোক এবং হযরত মূসা (আ)-এর শ্বশুরালয়ের লোক খোশ আমদেদ, তুমি হেদায়েতপ্রাপ্ত হইয়াছ।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ঐ ব্যক্তি ছিলেন হযরত শু'আইব (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরত শু'আইব (আ)-এর গোত্রীয় একজন লোক ছিলেন। এক দল মুফাস্সির বলেন, হযরত শু'আইব (আ) হযরত মূসা (আ)-এর বহু পূর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কাওমকে বলিয়াছিলেন ঃ

وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ লূত (আ)-এর কাওমের যামানা তো আর তোমাদের যুগ হইতে দুরে নহে। (সূরা হূদ ঃ ৮৯)

আর হযরত লূত (আ)-এর কাওম হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর যামানায়ই ধ্বংস হইয়াছিল। পবিত্র কুরআন দ্বারাই ইহা প্রমাণিত। আর হযরত ইব্রাহীম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর বহু পূর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ চারশত বৎসরের অধিক পূর্বে তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। এতএব বুঝা গেল হযরত শু'আইব (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে যেহেতু হযরত শু'আইব (আ) দীর্ঘ জীবন পাইয়াছিলেন কাজেই হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে প্রেরিত হইবার কারণে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না।

তবে যাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে, ঐ ব্যক্তি হযরত শু'আইব (আ) ছিলেন না, তাহাদের সর্বাপেক্ষা মযবূত দলীল হইল, যদি তিনি হযরত শু'আইব (আ) হইতেন, তবে পবিত্র কুরআনে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইত। আর হাদীস শরীফে হযরত মূসা (আ) এর ঘটনার সহিত তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে উহার সনদ বিশুদ্ধ নহে। বনী ইসরাঈলের গ্রন্থ সমুহে ঐ ব্যক্তির নাম 'সাইরূন' উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবূ উবাইদাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, সাইরূন হইল, হযরত শু'আইব (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবু হামযা (র) বর্ণনা করেন, যেই ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-কে পারিশ্রমিক দান করিয়াছিলেন, তিনি মাদইয়ান এর শাসক ছিলেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন জরীর বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই বিষয়টি প্রমাণ্য হাদীস ছাড়া জানিবার উপায় নাই। অথচ, এই সম্পর্কে কোন প্রমাণ্য হাদীস নাই।

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ -

ঐ ব্যক্তির দুই কন্যার এজন বলিল, আব্বা! আপনি তাহাকে মজদূর হিসাবে নিয়োগ করুন। এই লোকটি বড় শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। আর উত্তম সেই যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন, এই প্রস্তাব পেশকারী মেয়েটি হইল যে হযরত মূসা (আ)-কে ডাকিবার জন্য গিয়াছিল। হযরত উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) শুরাইহ, আবূ মালিক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এবং আরো অনেকে বলেন, যখন ঐ মেয়েটি اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ বলিয়াছিল, তখন তাহার আব্বা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহা কি ভাবে জানিলে যে, সে একজন শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ? তখন সে বলিল, এই ব্যক্তি যে শক্তিশালী তাহা প্রমাণিত হইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যেই বিরাট পাথর উঠাইতে কমপক্ষে দশজন পুরুষের প্রয়োজন উহা সে কূপের উপর হইতে একাই উত্তোলন করিয়াছে। আর বিশ্বস্ত হইবার প্রমাণ হইল, যখন আমি তাহার সহিত আসিলাম তখন সে আমাকে তাহার পশ্চাতে চলিবার জন্য বলিল এবং সে ইহাও আমাকে বলিল যে, যখন পথ পরিবর্তন হইবে তখন তুমি পশ্চাত হইতে আমার সন্মুখে একটি ছোট পাথর এমনভাবে নিক্ষেপ করিবে যে উহা দ্বারাই আমি বুঝিতে পারিব যে, আমার ঐ পথ ধরিতে হইবে।

সূফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি তিনি ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করি হযরত আবূ বকর (রা)-কে যখন তিনি হযরত উমর (রা) খলীফা হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর খরীদকারী যিনি তাহাকে দেখিয়াই তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, তুমি যথাযথ যোগ্য মর্যাদার সহিত তাহার থাকিবার ব্যবস্থা কর। আর যেই মেয়েটি তাহার আব্বাকে বলিয়াছিল, আব্বা! আপনি তাহাকে মজদূর হিসাবে নিয়োগ করুন। কারণ উত্তম মজদুর শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়।

قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ -

তিনি বলিলেন, মূসা আমি তোমার সহিত আমার এই দুই কন্যার একজনকে বিবাহ দিতে চাই, তবে এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর পর্যন্ত আমার ছাগল চরাইবার মজদুরী

করিবে। শু'আইব জুনাবায়ী (র) বলেন, তাঁহার দুই কন্যার নাম ছিল, সাফূ ও শারফা তাহাকে 'লাইয়া' বলা হয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়াছেন, যে যদি কেহ বলে, এই দুইটি গোলামের একটিকে তোমার নিকট এক শর্তের বিনিময়ে বিক্রয় করিলাম। এবং অপরজন বলিল, আমি ক্রয় করিলাম তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হইবে।

عَلَى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ـ

আমি তোমার সহিত আমার একটি কন্যাকে এই শর্তে বিবাহ দিব যে, তুমি আট বৎসর আমার মজদূরী করিবে। অবশ্য যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে উহা হইবে তোমার পক্ষ হইতে অতিরিক্ত। যদি তুমি অতিরিক্ত দুই বৎসর মজদূরী না কর তাহা হইলেও চলিবে।

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

আমি তোমাকে অতিরিক্ত কষ্ট দিতে চাই না। ফুকাহায়ে কিরাম এই আয়াত দ্বারা ইমাম আওযায়ী (র)-এর মত প্রমাণিত করেন। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, যদি কেহ বলে, আমি এই বস্তুটি নগদ দশ টাকায় কিংবা বাকীতে বিশ টাকায় তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হইবে এবং ক্রেতার পক্ষে যে কোন মূল্যে উহা ক্রয় করা বৈধ। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত ঃ

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنَ فِى بَيْعَةٍ فَلَه اَوْكَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا ـ

"যেই ব্যক্তি একইবার বিক্রয়ের মধ্যে দুই প্রকার বিক্রয় করে, তাহার জন্য যে কোন বিক্রয় জায়েয, কম লাভজনক বিক্রয় কিংবা অধিক লাভজনক বিক্রয়"। কিন্তু ইমাম আওযায়ী (র) এর পক্ষে অত্র হাদীস ও আয়াত দ্বারা স্বীয় মত প্রমাণিত করা বিবেচনাধীন। এখানে এই বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে।

ইমাম আহমাদ ও তাঁহার অনুসারীগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা খাদ্য ও পোষাকের বিনিময়ে মজদূর নিয়োগ করা জায়িয প্রমাণিত করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে তাঁহার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। ইবন মাজাহ (র) তাহার সুনান গন্থে এই বিষয়টি প্রমাণিত করিবার জন্য বলেন, মুহাম্মদ (র) ..... উৎবাহ ইব্ন মুনযির সুলামী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ مُوْسٰى اَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِىَّ سِنِيْنَ اَوْ عَشَرَةَ سِنِيْنَ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ ـ

"হযরত মূসা (আ) তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা ও আহারের বিনিময়ে মজদূর খাটিয়াছেন"। তবে এই হাদীসের সুত্রে মাসলামাহ্ ইব্ন আলী নামক রাবী দুর্বল। এতএব হাদীসটিও দুর্বল। অবশ্য অন্যান্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত আছে ..... কিন্তু উহার বিশুদ্বতা বিতর্কিত।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... উতবা ইব্ন মুনযির সুলামী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

اِنَّ مُوْسٰى اَجَرَ نَفْسَهُ بِعِفَّةِ فَرَجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ -

মূসা (আ) তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা ও পানাহারের বিনিময়ে মজদূরী খাটিয়াছেন। হযরত মূসা (আ) যে ঐ বুযুর্গের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন আল্লাহ তা'আলা উহারই সংবাদ প্রদান করেন :

قَالَ ذَالِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَىَّ -

আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ও আপনার মাঝে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল, আট বংসর ও দশ বৎসরের যে কোন একটি সময় আমি পূরণ করিবে ইহা আমার ইচ্ছাধীন। আট বৎসর পূরণ করিবার পর আমার উপর আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম চাপাইয়া দিতে পারিবে না। আর আমাদের এ পারস্পরিক আলোচনায় আল্লাহকে আমরা সাক্ষী মানিতেছি। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহী। আমার পক্ষে আট বৎসরের স্থানে দশ বৎসর মজদূরী করা যদি ও মুবাহ, উহা পূর্ণ করা জরুরী নহে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ -

"যেই ব্যক্তি দুই দিনেই মিনায় কংকার নিক্ষেপ করিয়া শেষ করিবে তাহার পক্ষে কোন গুনাই হইবে না। আর যেই ব্যক্তি বিলম্ব করিবে তাহার পক্ষেও কোন গুনাহ হইবে না"। (সূরা বাকারা : ২০৩) অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রা) যিনি অধিক রোযা রাখিতেন, একবার তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সফরকালে সাওম রাখা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান কি ? তিনি বলিলেন : اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ ইচ্ছা করিলে তুমি সফরে সাওম রাখিতে পার আর ইচ্ছা করিলে ছাড়তেও পার। অবশ্য অন্য দলীলের ভিত্তিতে সফরকালে সাওম রাখা উত্তম বলিয়া প্রমাণিত। হযরত মূসা (আ) যদিও বলিয়াছিলেন যে আট বৎসর ও দশ বৎসরের মধ্য হইতে যে, কোন সমটিতে মজদূরী করা আমার ইচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি দশ বৎসর মজদূরী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহীম (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'হিয়ারাহ' এর অধিবাসী এক ইয়াহূদী আমাকে

জিজ্ঞাসা করিল, হযরত মূসা (আ) দশ বৎসর মজদূরী করিয়াছিলেন, না আট বৎসর ? আমি বলিলাম, জানি না। অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহার কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন, দুইটি সনদের মধ্যে অধিক সময় দুইটিতে তিনি মজদূরী খাটিয়াছেন। অর্থাৎ দশ বৎসর। হাকীম ইব্ন জুবাইর (র) ও অন্যান্য উলমায়ে কিরাম হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কাসিম ইব্ন আইউব (র) সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল সে একজন খ্রিস্টান ছিল। কিন্তু প্রথম বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ তূসী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

سَأَلْتُ جِبْرِيْلَ اَىُّ الْاَجَلَيْنِ قَضٰى مُوْسٰى قَالَ اَتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا ـ

“আমি হযরত জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত মূসা (আ) দুইটি সময়ের মধ্য হইতে কোনটিকে তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, দুইটির মধ্য হইতে যে টি অধিক বেশী সেইটিকে তিনি মজদূরী খাটিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন”।

ইবন আবূ হাতিম তাঁহার পিতা ..... ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াহাইয়া ইব্ন ইয়াকূব (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটির সনদে কিছু উলট পালট আছে এবং ইব্রাহীম নামক উক্ত রাবী অপরিচিত। বায্যার (র) আহমাদ ইব্ন আব্বাস কুরাশী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বায্যার (র) বলেন, এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নেই। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ..... ইউসূফ ইব্ন তীরাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা (আ) দুইটি সময়ের মধ্যে হইতে কোন সময়টিতে মজদূরী করিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিব্রীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) তাঁহার উপরস্থ ফিরিশতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও বলিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ বলিলেন, উভয় সময়ের মধ্য হইতে পবিত্র ও অধিক সময়তে তিনি মজদূরী খাটিয়াছিলেন। হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। অন্য আর এক মুরসাল সূত্রে ও ইহা বর্ণিত।

সুনাইদ (র) ..... হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিব্রীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত মূসা (আ)

কোন সময়টি মজদূরী খাটিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, মূসা (আ) দুইটি সময়ের মধ্য হইতে অধিক পবিত্র ও পূর্ণ সময়ে মজদূরী খাটিয়াছিলেন।

অপর একটি সূত্র ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন ওয়াকী (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা আট ও দশ বৎসরের মধ্য হইতে কোন সময়টি মজদূরী খাটিয়াছেন ? তিনি বলিলেন ঃ أَوْفَاهُمَا وَأَتَمَّهُمَا অর্থাৎ দুইটি সময়ের মধ্য হইতে অধিক বেশী সময়টিতে তিনি মজদূরী খাটিয়াছিলেন। হযরত আবূ যার (রা) ও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর বায্যাব (র) আবু উবায়দুল্লাহ ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাকান (র) ..... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা (আ) কোন সময়টিতে মজদূরী করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় হযরত মূসা (আ) দুইটি মেয়ের কোনটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন ? তবে বলিবে, ছোট মেয়েটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বাযযার (র) বলেন, হযরত আবূ যার (রা) হইতে এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অবশ্য ইব্ন আবূ হাতিম (র) উত্তায়য়িয ইব্ন আবূ ইমরান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তবে হাদীসটি তিনি একজন দুর্বল রাবী। অতঃপর তিনি উৎবাহ ইব্ন মুনযির (র) হইতেও কিছু অতিরিক্ত আযব কথা সহ হাদীসটি বর্ণিত। আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব সিজিস্তানী (র) উৎবাহ ইব্ন মুনযির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা (আ) কোন সময়টিতে মজদূরী খাটিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, দুইটি সময়ের মধ্যে হইতে অধিক পবিত্র ও অধিক বেশী সময়ে তিনি মজদূরী খাটিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন হযরত শু'আইব (আ)-এর বাড়ী ত্যাগ করিবার জন মনস্থির করিলেন, তখন তিনি তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি তোমার আব্বার নিকট কিছু বক্রী প্রার্থনা কর, যাহার সাহায্যে আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিব। তিনি উহা প্রার্থনা করিলে হযরত শু'আইব (আ) ঐ বৎসর যত চিতা বক্রী ভূমিষ্ট হইবে উহা তাহাকে দান করিবার ওয়াদা করিলেন। ইহা শুনিবার পর হযরত মূসা (আ)-এর নিকট তিনি যেই বকরীটি অতিক্রম করিত তাহার লাঠি দ্বারা উহার এক পার্শ্বে প্রহার করিতেন, ফলে দেখা গেল বকরীগুলির প্রত্যেকটিই দুই তিনটি বক্রী প্রসব করিল এবং সব কয়টি চিতা বর্ণের হইল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যখন সিরিয়া বিজয় করিবে তখন তথায় উহার অবশিষ্টাংশ দেখিতে পাইবে। ইমাম বায্যাব (র) এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইব্ন

আবূ হাতিম (র) ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা ও পানাহারের বিনিময়ে মজদূরী খাটিয়াছেন, যখন তিনি তাহার নির্দিষ্ট সময় শেষ করিলেন, এই কথা বলিতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, নির্দিষ্ট কোন সময়টি তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, দুইটি সময়ের অধিক বেশী সময়টি তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি হযরত শু'আইব (আ)-এর বাড়ী ত্যাগ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন, তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি তোমার আব্বার নিকট কিছু ছাগল চাও, যাহা দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি। তাহার স্ত্রী স্বীয় আব্বার নিকট উহা চাহিলে, তিনি ঐ বৎসর তাঁহার বকরী যত চিতা বকরী প্রসব করিবে সবই তাহাকে দান করিবার ওয়াদা করিলেন।

হযরত শু'আইব (আ)-এর সকল বক্‌রী ছিল কালো বর্ণের। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দ্বারা হাঁকাইয়া বকরীগুলিকে নিকট একটি কূপের নিকট লইয়া গেলেন এবং পানি পান করাইয়া কুপের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বক্‌রীগুলি কূপ হইতে পানি পান করিয়া যেইটি তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল, তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা উহার এক পার্শে প্রহার করিলেন। ফলে দেখা গেল উহাদের দুই একটি বক্‌রী ছাড়া প্রত্যেকটি বকরী বড় বড় দীর্ঘ স্তন্য বিশিষ্ট অধিক দুধ দানকারী চিতা বর্ণের বকরী প্রসব করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তোমরা সিরিয়া বিজয় কর তবে তথায় উহার অবশিষ্টাংশ তোমরা দেখিতে পাইবে।

ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, উল্লেখিত হাদীস সমূহ ইবনে লাহীআহার উপর নির্ভরশীল তাঁহার স্মৃতি শক্তি দুর্বল। এবং 'হাদীস মারফূ' ইহা ও নিশ্চিতভাবে নির্ভুল নহে। তবে ইবন জরীর মাওকূফরূপে নির্ভুল সূত্রে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ইহার কাছাকাছি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ)-কে মাদইয়ানের ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে স্থির সময়ে মজদুরী করিবার জন্য আহবান করিলে তিনি উহা পূর্ণ করেন, আমার এই সকল বকরী যেই বাচ্চা প্রসব করিবে উহার মধ্য হইতে যেই সকল বাচ্চার রং পৃথক উহার সবটাই তোমার। অবশেষে দেখা গেল প্রসবিত বাচ্চা একটি ছাড়া সবকয়টির রংই জননীর রং হইতে পৃথক হইয়াছে। অতএব হযরত মূসা (আ) সে বৎসরের সবগুলিই লইয়া চলিয়া গেলেন।

২৯. فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.

٣٠. فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِىءِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

٣١. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۗ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۚ

٣٢. اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۖ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۚ

অনুবাদ ঃ (২৯) যখন মূসা তাহার মেয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করিল, যখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখিতে পাইল। সে তাহার পরিজন বর্গকে বলিল, তোমরা অপেক্ষা কর আমি আগুন দেখিয়াছি সম্ভবত আমি সেথা হইতে তোমাদিগের জন্য খবর আনিতে পারি অথবা এক খন্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনিতে পারি, যাহাতে তোমরা আগুন হইতে পোহাইতে পার (৩০) যখন মূসা আগুনের নিকট পৌছিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভুমিস্থিত এক বৃক্ষ হইতে তাহাকে আহবান করিয়া বলা হইল হে মূসা! আমিই আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতিপালক। (৩১) আরও বলা হইল 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর' অতঃপর যখন সে উহাকে একটি সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল, তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না, তাহাকে বলা হইল হে মূসা! সন্মুখে আইস ভয় করিও না। তুমি তো নিরাপদ (৩২) তোমার হাত তোমার বগলে রাখ ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্রসমুজ্জ্বল নির্দোষ হইয়া । ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চাপিয়া ধর।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে, হযরত মূসা (আ)-এর সমীপে মজদূরীর জন্য যে দুইটি সময়ের প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছিল উহার মধ্য হইতে অধিক বেশী অধিক বেশী অধিক পবিত্র সময়টিতি তিনি মজদূরী করিয়াছিলেন।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ এর মধ্যে ও আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বিষয়টিরই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবু নাজীহ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ) এই দশ বৎসর পূর্ণ করিবার জন্য আরো দশ বৎসর মজদূরী খাটিয়াছেন। এই বক্তব্য অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। তবে ইব্‌ন আবু হাতিম ও ইব্‌ন জরীর (র) মুজাহিদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَسَارَ بِأَهْلِهِ আর হযরত মূসা (আ) স্বীয় পরিবর্গ সহ মিসরের দিকে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল জন্ম ভূমি ছড়িয়া মাদাইয়ান অবস্থান করিবার পর তাঁহার অন্তর জন্মভূমি মিসরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হইল। তিনি তাহার গোত্রীয় লোকজন ও আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাতের জন্য স্বীয় পরিবারবর্গ ও বকরী লইয়া এমনভাবে যাত্রা করিলেন, যেন ফির'আউন ও তাহার লোকজন জানিতে না পারে। কিন্তু রাত্রে তিনি রওয়ানা হইলেন, সেই ভীষণ অন্ধকার ও প্রবল বর্ষণ ও শীত। তিনি একটি মনযিলে অবতরণ করিলেন এবং আগুন জালাইবার জন্য পাথর ঘষিলেন। কিন্তু পাথরে আগুন নির্গত হইতে না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। এমনি একটি বিপদ সংকুল অবস্থায় তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখিতে পাইলেন। পবিত্র কুরআনে উহার উল্লেখ হইয়াছে ঃ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا। তূর পর্বতের দিকে তিনি দূর হইতে আগুন দেখিতে পাইলেন।

فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا অতঃপর তিনি স্বীয় পরিবর্গকে বলিলেন তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখিতে পাইয়াছি।

لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ যেন আমি উহা হইতে তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনিতে পারি। প্রকাশ থাকে হযরত মূসা (আ) পথ হারাইয়া গিয়াছিলেন।

اَوْجَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ অথবা তোমাদের জন্য আগুনের অংগার লইয়া আসিব যেন তোমরা শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আগুন পোহাইতে পার।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ ـ

হযরত মূসা (আ) যখন ঐ আগুনের নিকটবর্তী হইলেন, তখন পশ্চিম দিকে উপত্যকার সহিত পর্বতের সংযুক্ত অংশের তাঁহার ডান দিক হইতে শব্দ আসিল হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এক গায়েবী ধ্বনি আসিল। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِىِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ ـ

"হে মুহাম্মদ ! তুমি তো তূর পর্বতের পশ্চিম দিকে ছিলে না যখন আমি মূসা (আ)-কে আদেশ অর্থাৎ তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম"। (সূরা কাসাস ঃ ৪৪)

এই আয়াত দ্বারা ও বুঝা যায় যে হযরত মূসা (আ) আগুনের জন্য পশ্চিম দিকে ছুটিয়াছিলেন এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্বতটি তাহার ডান দিকে ছুটিয়াছিলেন এবং

পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্বতটি তাহার ডাইন দিকে ছিল। আর এক সবুজ বৃক্ষে আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। বৃক্ষটি পাহাড়ের পাদ দেশের ময়দানের সহিত সংযুক্ত একটি স্থানে ছিল। হযরত মূসা (আ) এই দৃশ্য দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িলেন তখনই ধ্বনি আসিল ঃ

مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ -

ইবন জরীর (র) এত্র আয়াতে তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, ইব্ন ওয়াকী (র) ..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যেই বৃক্ষ হইতে হযরত মূসা (আ)-কে আওয়াজ করা হইয়াছিল, সেই বৃক্ষটি আমি দেখিয়াছি, উহা একটি সবুজ বাবলা বৃক্ষ। রিওয়ায়েতটির সূত্র শুদ্ধ হওয়ার মত। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) জনৈক নির্ভরযোগ্য রাবীর মাধ্যমে ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বৃক্ষটি "আলীক" নামক একটি বৃক্ষ। কোন কোন আহলে কিতাব বলেন, ইহা হইল "আওসাজ" নামক বৃক্ষ। হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি এই বৃক্ষে তৈরী ছিল।

اَنْ يّٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ ঐ সবুজ উজ্জ্বল বৃক্ষ হইতে এই আওয়াজ আসিল, হে মূসা (আ) আমিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ। অর্থাৎ তোমার সহিত মহান রাব্বুল আলামীন কথা বলিতেছেন যিনি যাহা ইচ্ছা উহা করিতে সক্ষম। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই। তিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে সকল সৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র। তাঁহার কর্মকান্ড ও কথাবার্তা ও সম্পূর্ণ পৃথক। কোন মাখলূকের তাহার সাদৃশ্যতা নাই।

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ আর তোমার হাতে যেই লাঠি আছে উহা নিক্ষেপ কর। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ‧ قَالَ هِىَ عَصَاىَ اَتَوَكَّاُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى -

হে মূসা ! তোমার হাতে কি ? তিনি বলিলেন হইা আমার লাঠি । আমি ইহার উপর প্রয়োজনে ভর দেই। ইহা দ্বারা পাতা ঝরাইয়া আমার ছাগলকে খাইতে দেই। এবং ইহাতে আমার আরো অনেক প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে। (সূরা তো-হা ঃ ১৭-১৮)

فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى আল্লাহর নিদের্শের পর হযরত মূসা (আ) তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলেন। আঁকস্মিক উহা একটি সাপ হইয়া দৌড়াইতে শুরু করিল। ফলে হযরত মূসা (আ) বুঝিতে পারিলেন এবং তাহার নিকট প্রমাণিত হইল যে যেই মহান সত্তা তাহার সহিত কথা বলিতেছেন তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। 'হইয়া যা' বলিলেই উহা হইয়া যায়। 'সূরা তো-হা' এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا

হযরত মূসা (আ) যখন একটি দ্রুতগামী সাপের ন্যায় নড়িতে দেখিলেন তিনি ভয়ে পশ্চাতের পলায়ন করিলেন। অর্থাৎ সাপটি প্রকান্ড ও বিরাট দেহের অধিকারী ছিল এবং উহার মুখ ও দাঁত ছিল প্রকান্ড। বিরাট বিরাট পাথরও সহজে গিলিয়া ফেলিত। এই ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তিনি ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া পশ্চাতে পলায়ন করিলেন।

وَلَمْ يُعَقِّبْ আর পশ্চাতের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া ভীত হওয়া এই রূপ মানুষের স্বভাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ

يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ -

হে মূসা ! তুমি সন্মুখে অগ্রসর হও ভয় করি ও না। নিঃসন্দেহে তুমি নিরাপদ। তখন তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সাবেক স্থানে অবস্থান করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিলেন ঃ

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۤءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ -

"তুমি তোমার স্বীয় জামার বক্ষস্থলে ঢুকাইয়া দাও, কোন রোগ ব্যাধি ছাড়াই উহা উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইবে। অর্থাৎ জামার বক্ষস্থলে তোমার হাত ঢুকাইয়া উহা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইবে। এই উজ্জ্বলতা কোন রোগ ব্যাধির কারণ নহে বরং ইহা হইবে মু'জিযা সরূপ।

وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ আর হে মূসা ! তুমি ভয় হইতে বাঁচিবার জন্য স্বীয় শরীরের সহিত হাত মিলাইয়া লও। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلرَّهْبُ অর্থ 'ঘাবড়াইয়া যাওয়া'। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ, ভীত হওয়া। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম ও ইবন জরীর (র) বলেন, সাপ দেখিয়া হযরত মূসা (আ)-এর অন্তরে যেই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল আয়াতে اَلرَّهْبُ দ্বারা উহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই এখানে কোন বিশেষ ভয় উদ্দেশ্য নহে বরং ইহাই বুঝান উদ্দেশ্য যে, যখনই কোন ভয়ের কারণ ঘটিত তখনই যেন হযরত মূসা (আ) স্বীয় হাত শরীরের সহিত জড়াই রাখে। এই রূপ করিলে ভয় দুরভীত হইবে। পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ অনুসারে যদি কেহ ভয় ভীতির সময় স্বীয় বুকের উপর হাত রাখিয়া দেয় তবে ইনশাআল্লাহ তাহার ভয় দুরীভূত হইবে কিংবা হ্রাস পাইবে। ইব্ন হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম প্রথম ফির'আউনকে দেখিয়া হযরত মূসা (আ) অতিশয় ভীত হইতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাকে দেখিয়া যখন হইতে এই দোয়া পাঠ করিতে শুরু করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَدْرَأُبِكَ فِىْ نَحْرِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ তাহার অন্তর হইতে ভয় ভীতি শেষ হইল এবং ফির'আউনের অন্তরে এতই আতংকের সৃষ্টি হইল যে, তাঁহাকে দেখিয়া গাধার মত পেশাব করিয়া দিত।

فَذَانِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ লাঠি নিক্ষেপ করিবার পর উহার প্রকান্ড অজগরে পরিণত হওয়া এবং জামার বক্ষস্থলে হাত ঢুকাইবার পর উহার উজ্জ্বল দীপ্তমান হওয়া আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার মহা শক্তিমান হইবার জন্য এবং যাহার হাতে আলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাঁহার নবুওতের জন্য দুইটি স্পষ্ট দলীল। এই কারণে আল্লাহ এই দুইটি দলীল সহ ফির'আউন ও তাহার মন্ত্রী সভার নিকট গমন করিবার জন্য হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ করিয়াছিলেন।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ নিঃসন্দেহে তাহারা আল্লাহর বিধান বর্হিভূত ও তাঁহার নির্দেশ লংঘনকারী লোক।

٣٣. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ.

٣٤. وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ.

٣٥. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৩) মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাহাদিগের একজনকে হত্যা করিয়াছি, ফলে আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে। (৩৪) আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী, অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারী হিসাবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। (৩৫) আল্লাহ্ বলিলেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিয়া দিব এবং তোমাদিগের উভয়কে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইতে পারিবে না। তোমরা ও তোমাদিগের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে উহাদিগের উপর প্রবল হইবে।

তাফসীর ঃ হযরত মূসা (আ) মিসর হইতে ফির'আউনের ভয়ে ভীত হইয়া স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ফির'আউনের কাছেই গমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا হে আমার প্রভূ! আমি তাহাদের এজন কিব্‌তী লোককে হত্যা করিয়ছিলাম।

فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ অতএব তাহারা আমাকে দেখিলে তাহারা হত্যা করিবে বলিয়া ভয় হইতেছে।

وَاَخِىْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا "আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা অধিক বাকপটু"। হযরত মূসা (আ) এই কথা এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, শৈশবকালে তাহাকে তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার্থে আগুন ও খেজুর গ্রহণ করিবার ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। তখন তিনি আগুনের অংগার মুখে দিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার জিহ্বা অগ্নিদগ্ধ হয় এবং তাঁহার কথা বলায় ত্রুটি দেখা দেয়। আর এই কারণে হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هَارُوْنَ اَخِىْ اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ -

"হে আল্লাহ! আপনি আমার জিহ্বা হইতে জড়তা খুলিয়া দেন যেন তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। আর আমার পরিবার হইতে আমার ভাই হারূনকে আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন। তাঁহার দ্বারা আমার বাহু শক্তিশালী করুন এবং নবুওয়াতের এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁহাকে আমার শরীক করুন। যেন প্রতাপশালী অহংকারী বাদশাহর সম্মুখে সঠিকভাবে রিসালতের দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হইতে পারি"। (সূরা তো-হা ঃ ২৭ - ৩২)

এখানেও হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দববারে অনুরূপ দু'আ করিয়াছেন ঃ

وَاَخِىْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً -

আমার ভাই হারূন আমার অপেক্ষা অধিক বাকপূর্ণ। অতএব তাঁহাকে আমার সহিত সাহায্যকারী হিসাবে প্রেরণ করুন, যেন ফির'আউনের নিকট পয়গাম পৌছাইবার সময় তিনি সহায়তা করিতে পারেন। কারণ একজনের কথা অপেক্ষা দুইজনের কথা অধিক মযবুত শক্তিশালী ও কার্যকর হইয়া থাকে। আমি একা হইলে সম্ভবত তাহারা আমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, يُّصَدِّقُنِىْ এর অর্থ হইল, ফির'আউন ও তাহার মন্ত্রী সভার লোকজনকে আমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিব উহা তিনি অর্থাৎ হারূন স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন। কারণ আমার কথা তিনি যেমন বুঝিতে পারিবেন, তাহারা অনুরূপ বুঝিতে পারিবে না। হযরত মূসা (আ) যখন এই রূপ দু'আ করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উহার জবাবে বলিলেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ অচিরেই তোমার ভাইয়ের দ্বারা আমি তোমার বাহু মযবুত করিয়া দিব। অর্থাৎ তাহাকে নবী করিয়া রিসালতের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তোমাকে শক্তিশালী করিয়া দিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يمُوْسٰى হে মূসা ! তোমার প্রার্থিত বস্তু তোমাকে দান করা হইল। (সূরা তো-হা ঃ ৩৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا আর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহার ভাই হারূনকে নবী করিয়াছি। (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৩)

এই কারণে পূর্ববর্তী জনৈক বুযুর্গ বলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার ভাই হারূনের প্রতি যেই ইহসান ও অনুগ্রহ করিয়াছেন, কোন ভাই তাঁহার ভাইয়ের প্রতি তদ্রুপ ইহসান করে নাই। তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিয়া তাঁহার ভাইকে নবী করিয়াছেন। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا আর মূসা আল্লাহ্র নিকট বড়ই মর্যাদাশীল ছিলেন। (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيَاتِنَا -

- আর আমি তোমাদের দুইজনের জন্য এমন দলীল দান করিব উহার ফলে আমার আয়াত ও হুকুম আহ্কাম পৌঁছাইবার কারণে তাহারা তোমাদিগকে কষ্ট দিতে সক্ষম হইবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ .. وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -

"হে রাসূল! তুমি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত বস্তু পৌঁছিয়া দাও ..... আর মানুষের কষ্ট ও ক্ষতি হইতে আল্লাহ্ই তোমাকে রক্ষা করিবেন বাণী"। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৬৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالاَتِ اللّٰهِ .... وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا -

"যাহারা আল্লাহ্র রিসালতের দায়িত্ব পালন করে এবং মানুষের কাছে উহা পৌঁছাইয়া দেয় আর আল্লাহ-ই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই তাহাদের সাহায্য করিবেন ও তিনিই তাহাদের সংরক্ষণ করিবেন"। (সূরা আহযাব ঃ ৩৯)

আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে এই সংবাদ দান করিয়াছেন যে দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণতি তাঁহাদের জন্যই নির্ধারিত আর যাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাঁহারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ

সাধন করিবে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ তোমরা দুইজন ও তোমাদের অনুসারীগণই বিজয়ী হইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ -

আল্লাহ তা'আলা ইহা নির্ধারন করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণই বিজয়ী হইব। অবশ্যই আল্লাহ শক্তিশালী ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী।

(সূরা মুজাদালাহ ঃ ২১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا -

ইব্ন জরীর (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, "আমি তোমাদিগকে বিজয়ী করিব, অতএব ফির'আউন ও তাহার দলবল তোমাদের নিকট পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে না"। অতঃপর بِاٰيَاتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ হইতে পৃথক বাক্য শুরু হইয়াছে। অর্থ হইল, তোমরা ও তোমাদের অনুসারীগণ আমার নিদর্শনসমূহ দ্বারা বিজয়ী হইবে। ইবন জরীর (র)-এর ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ। কিন্তু পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। অতএব ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা নাই।

٣٦. فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ٠

٣٧. وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৩৬) মূসা যখন উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিল তাহারা বলিল, ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে কখনও এইরূপ কথা শুনি নাই (৩৭) মূসা বলিল, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁহার নিকট হইতে পথনির্দেশ আনিয়াছে এবং আখিরাতে কাহার পরিণাম শুভ হইবে। যালিমরা সফলকাম হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হযরত মূসা ও তাঁহার ভাই হারূন ফির'আউন ও তাহার মন্ত্রী ও সরদারের নিকট আগমন করিলেন এবং তাওহীদ ও

আল্লাহ্র আনুগত্য সম্পর্কে তাহারা যেই পয়গাম পৌছাইয়াছেন। উহার সত্যতা প্রমাণিত হইবার জন্য মু'জিযা ও নিদর্শন তাঁহারা পেশ করিলেন। কিন্তু ফির'আউন ও তাহার দলবল যখন ঐ সকল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, সত্য সত্যই হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নবী ও রাসূল। তখন তাহারা কুফ্র ও অবাধ্যতার কারণে তাঁহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিল এবং সত্যের অনুসরণ করা হইতে বিরত রহিল। তাহাদের কুফরের প্রকাশ ঘটাইয়া তাহারা বলিল ঃ

مَا هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى ইহা মিথ্যা মনগড়া যাদু ছাড়া কিছুই নহে। ইহা বলিয়া তাহারা অপকৌশল করিয়া আল্লাহ্র নবীর মুকাবিলা করিবার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ـ

হযরত মূসা (আ) কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য যেই আহবান করিতেছে, উহা তো আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে কখনও শুনি নাই। আমরা তো সর্বদা আল্লাহর সহিত অন্যান্য উপাস্যকে পূজা করিতে দেখিয়াছি। হযরত মূসা (আ) তাহাদের এই বক্তবের এই জবাবে বলিলেন ঃ

رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاۤءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ ـ

আমার ও তোমাদের মধ্য হইতে কে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যকেও হেদায়েতের বাণী পৌছায়, আমার প্রতিপালক উহা খুব ভাল জানেন। এবং অচিরেই তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ আর কাহার জন্য শুভ পরিণতি অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য ও সফলতা রহিয়াছে উহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

اِنَّهٗ لاَ يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ নিঃসন্দেহে যালিম মুশরিকরা কখনও সফলকাম হইবে না।

٣٨. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ.

٣٩. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ.

٤٠. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ.

٤١. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ.

٤٢. وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৮) ফির'আউন বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলিয়া আমি জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর, হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহ্কে দেখিতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে সে মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফির'আউন ও তাহার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না। (৪০) অতএব আমি তাহাকেও তাহার বাহিনীকে ধরিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম। দেখ যালিমদের পরিণতি কি হইয়া থাকে। (৪১) উহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম, উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করিত। কিয়ামতের দিবসে উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। (৪২) এই পৃথিবীতে আমি উহাদিগের পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়াছি অভিশম্পাত এবং কিয়ামতে উহারা হইবে ঘৃণিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের কুফর, অহংকার ও উপাস্য হইবার মিথ্য দাবীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ "ফির'আউন তাহার কাওমকে প্রভাবিত করিল, তাহারা তাহার আনুগত্য মান্য কবিবার জন্য আহবান করিল, তাহারা উহা স্বীকার করিয়া লইল"। (সূরা যুখ্রুফ ঃ ৫৪)

কারণ ফিরাউন যে তাহাদের মা'বূদ ও উপাস্য হইতে পারে না এই বোধই তাহাদের ছিল না। তাহারা ছিল আহম্মক ও মূর্খ। ফির'আউন তাহাদিগকে বলিল ঃ

يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ -

"হে সভাসদবৃন্দ! আমি ছাড়া অন্য কাহাকেও আমি তোমাদের ইলাহ আছে বলিয়া জানি না ও মানি না। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ـ

"ফির'আউন তাহার লোকজনকে একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিল, আমিই তোমাদের সব চাইতে বড় প্রতিপালক। ফলে আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিলেন। অবশ্যই ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা ভয় করে"। (সূরা নাযিয়াত ঃ ২৩ - ২৫)

ফির'আউন তাহার লোকজন হইতে আনুগত্যের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়া হযরত মূসা (আ) কে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ـ

"যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়া অন্যকে মা'বূদ ও উপাস্য বলিয়া গ্রহণ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব"। (সূরা শু'আরা ঃ ২৯)

فَاَوْقِدْلِىْ يٰهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اِلٰى اَطَّلِعُ اِلٰهِ

مُوْسٰى ـ

"ফিরাউন তাহার প্রধান মন্ত্রী হামানকে নির্দেশ করিল যে, তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের জন্য মাটি পোড়াইয়া ইট তৈয়ার কর, যেন আমি মূসা এর উপাস্যের খোঁজ লাগাইতে পারি। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ

السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ

سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ ـ

"আর ফির'আউন তাহার প্রধান মন্ত্রীকে বলিল, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, সম্ভবত আমি উহাতে আরোহণ করিয়া আসমানের পথে পৌঁছাইতে পারিব এবং মূসার মা'বূদে সন্ধান লাভ করিব। আর আমি তো তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। আর এই রূপেই ফির'আউনের জন্য তাহারা অপকর্মকে সজ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে আর সঠিক পথ হইতে বিরত রহিয়াছে। আর ফির'আউনের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইয়াছে"। (সূরা মু'মিন ঃ ৩৬-৩৭)

ফির'আউনের নির্মিত এই অট্টালিকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ অট্টালিকা ছিল। ফির'আউন ছাড়া আর কোন উপাস্য আছে এই ব্যাপারে তাহাদের প্রজাদের কাছে হযরত মূসা (আ)-এর দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাই ছিল তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণেই সে

বলিয়াছিল ঃ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ বস্তুত আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-কে এই ব্যাপারে মিথ্যাবাদী মনে করিত যে, সে ছাড়া আরো মা'বূদ ও উপাস্য আছে। হযরত মূসা (আ)-এর রিসালতের ব্যাপারে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। কারণ সে সৃষ্টিকর্তাকেই স্বীকার করিত না, এই কারণেই সে বলিয়াছিল ঃ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আমি ছাড়া আর কে? সে আরো বলিয়াছিল ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ -

"হে মূসা ! যদি তুমি আমাকে ব্যতিত অন্য কাহাকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব"। (সূরা শু'আরা ঃ ২৯)

সে আরো বলিয়াছিল ঃ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ হে সভাসদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে বলিয়া আমি জানি না।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ -

"ফির'আউন অহংকার ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল এবং দেশে বহু ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল কিয়ামত বলিতে কিছু নাই আর আল্লাহর দরবারে তাহাদের উপস্থিতও হইতে হইবে না"।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -

"অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর শাস্তির চাবুক বর্ষণ করিলেন। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত রহিয়াছেন"। (সূরা ফাজ্‌র ঃ ১৩)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার লোক লশ্‌করকে পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদিগকে নদীতে নিক্ষেপ করিলাম। একই সকালে তাহাদের সকলকে পানির মধ্যে ডুবাইয়া মারিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ অতএব যালিম মুশরিকদের পরিণতি যে কি ? উহা লক্ষ্য কর। আমি তাহাদিগকে এমন নেতা করিয়াছি যে, যাহারা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করিবার বেলায়, তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলে তাহাদিগকে দোযখের দিকে তাহারা আহবান করে।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ আর কিয়ামত দিবসে তাহাদের কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। অতএব তাহারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হইয়াছিল এবং পরকালেও লাঞ্ছিত

হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৩)

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ـ

আর এই পৃথিবীতে আমি ফির'আউন ও তাহার অনুসারীদের পশ্চাতে লা'নত লাগাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ মু'মিনদের মুখেও তাহারা অভিশপ্ত। যেমন তাহাদের পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরামের মুখে তাহারা অভিশপ্ত ছিল। আর কিয়ামতে দিবসেও তাহারা অসহায় ও দুর্দশগ্রস্থ হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম وَاتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ এর মর্মের অনুরূপ। (হূদ)

٤٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৪৩) আমি পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করিবার পর মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ। যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে তিনি ফির'আউন ও তাহার দলবলকে ধ্বংস করিবার পর তাহার খাস বান্দা ও রসূল হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন।

مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ করিবার পর আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে কোন উম্মাতকে ধ্বংস করেন নাই বরং আল্লাহর নেক বান্দাগণকে তাঁহার শত্রু ও মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ـ

"আর ফির'আউন, তাহার পূর্ববর্তী লোক এবং উল্টাইয়া দেওয়া বসতীর অধিবাসীরা অপরাধ করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত নবীর অবাধ্য হইয়াছিল। অতএব তিনি তাহাদিগকে কঠিন হাতে পাকড়াও করিয়াছিলেন"। (সূরা হাক্কাহ ঃ ৯-১০)

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইবন বাশ্‌শার (র) ..... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা তাওরাত নাযিল করিবার পর কোন জাতিকে না আসমানী শাস্তি দ্বারা ব্যাপকভাবে ধ্বংস করিয়াছেন আর না যমীনের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিয়াছেন। অবশ্য হযরত মূসা (আ)-এর পরে কেবলমাত্র একটি বস্তির লোকদিগকে বানরে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى ـ

"আমি পূর্ববর্তী উম্মাতগণকে ধ্বংস করিবার পর আমি মূসা (আ) তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম"। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও আওফ ইব্‌ন আবূ হাবীবাহ্ (র) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বকর বায্‌যার (র) তাঁহার "মুসনাদ" গ্রন্থে আম্‌র ইব্‌ন আলী আল-ফাল্লাস (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে মাওকূফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিনি নাসর ইব্‌ন আলী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

مَا اَهْلَكَ اللّٰهُ قَوْمًا بِعَذَابٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَلاَ مِنَ الْاَرْضِ اِلاَّ قَبْلَ مُوْسٰى ـ

"আল্লাহ তা'আলা আসমানী ও যমীনী শাস্তি দ্বারা কেবল হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে কোন জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى

بَصَاۤئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল কৃত তাওরাত শরীফ পথ ভ্রষ্টতা ও অন্ধত্ব হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জ্ঞান লাভের উপায়, হকের উপর পরিচালিত হইবার জন্য হেদায়েত এবং আমলে সালিহ্ ও সৎকাজ করিয়া রহমত হাসিল করিবার উপকরণ।

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ এই ব্যবস্থা এই জন্য করা হইয়াছে যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٤. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۙ

٤٥. وَلٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝

٤٦. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

٤٧. وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৪) মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। (৪৫) বস্তুত অনেক মানব গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম, অতঃপর উহাদিগের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না, উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। (৪৬) মূসাকে যখন আমি আহবান করিয়াছিলাম, তখন তুমি তূর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না, বস্তুত ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ, যাহাতে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৪৭) উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, হে আমাদিগের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করিলে না কেন ? করিলে আমরা তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম এবং আমরা হইতাম মু'মিন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতের দলীল পেশ করিয়াছেন। যেহেতু তিনি এক অশিক্ষিত গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিজেও লেখা পড়া জানিতেন না অথচ, তিনি পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সংবাদ নির্ভুলভাবে দিয়াছেন, যেন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অহীর মাধ্যমেই তাঁহাকে অবগত করা হইয়াছে। যেমন তিনি হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ -

"হে মুহাম্মদ ! মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করিবার ব্যাপারে যখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন পরস্পর বিরোধ করিয়া উহার ফয়সালা করিবার জন্য পানিতে কলম নিক্ষেপ করিতেছিল তখন ও তো তুমি তথায় উপস্থিত ছিলে না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৯) অথচ ঘটনাটি নির্ভুলভাবে তুমি মানুষকে জানাইয়াছ"। অতএব ইহা স্পষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমেই তোমাকে অবগত করিয়াছেন। অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আ)-কে প্লাবন হইতে মুক্তি দান ও তাঁহার কাওমকে নিমজ্জিত করিবার সময়ও হযরত মুহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁহাকে সকল ঘটনা সবিস্তারে জানাইয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

"ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা অহীর মাধ্যমে তোমাকে দান করিয়াছি, ইহার পূর্বে না তুমি ঐ সকল সংবাদ জানিতে না তোমার কাওম জানিত। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট"। (সূরা হূদ ঃ ৪৯)

অন্য সূরায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَالِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ "ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি"। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪৪) হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় উল্লেখ ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ -

"ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা অহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে জানাইতেছি অথচ, ইউসুফ (আ)-কে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিবার সময় তাহার ভ্রাতাগণ যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল তখন তুমি উপস্থিত ছিলে না"। সূরা তো-হা এর মধ্যে উল্লেখ, وَكَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ "আর অনুরূপভাবে আমি পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী তোমার নিকট বর্ণনা করিয়া থাকি"। এখানেও আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কিভাবে তাঁহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত কিভাবে কখন কথা বলিলেন। ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ -

"হে মুহাম্মদ! যখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত একটি সবুজ বৃক্ষ হইতে কথা বলিয়াছিলেন, সে গাছটি ছিল পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে। একটি ময়দানের পার্শ্বে তথায় তো তুমি অবস্থান করিতেছিলে না"।

وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ আর তুমি তো উপস্থিত লোকদের মধ্যেও ছিলে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তোমাকে সবিস্তারে সে সকল ঘটনাবলী জানাইয়াছেন। যেন উহা তোমার নবুওয়াতের জন্য ঐ সকল লোকদের নিকট দলীল হইতে পারে, যাহারা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের অহীকেও তাঁহাদের উপর নাযিলকৃত আল্লাহর দলীল প্রমাণ সমূহকে ভুলিয়া বসিয়াছে।

وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا ـ

আর হে মুহাম্মদ ! তুমি তো মাদইয়ান বাসীদের মধ্যেও অবস্থান কর নাই। বরং আমি শু'আইব (আ) সম্পর্কেও তাঁহার কাওমের সহিত সে যে কথাবার্তা বলিয়াছিল এবং তাহারা যেই জাবাব দিয়াছিল, অহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাইয়াছি এবং তুমি উহা এই সকল কাফির মুশরিকদের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইতেছ।

وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ তুমি তো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলে না, কিন্তু আমি সকল ঘটনাবলী অহীর মাধ্যামে জানাইয়াছি এবং মানব জাতির নিকট তোমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।

ইমাম নাসাঈ (র) আলী ইব্ন হুজ্র (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا এর তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন, উম্মাতে মুহাম্মদীকে জ্ঞাত করা হইল, হে উম্মাতে মুহাম্মদী ! তোমাদের প্রার্থনার পূর্বেই তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছি এবং তোমাদের দু'আ করিবার পূর্বেই আমি জবাব দিয়াছি। ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... একদল রাবীর সূত্রে আমাশ (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ..... আবূ যুর'আহ (র) হইতে ইহাকে আবু যুর'আহর কালাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ ! তুমি তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না যখন আমি তোমার উম্মাতকে ডাকিয়া তোমার প্রতি ঈমান আনিবার জন্য হুকুম করিয়াছিলাম, যখন তোমাকে প্রেরণ করা হইবে অথচ, তখন তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুষদের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতেছিল। কাতাদাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! তুমি তো তখন তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলে না, যখন আমি মূসা (আ)-কে আহবান করিয়াছিলাম। এই ব্যাখ্যাটি وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِىِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ এর সহিত অধিক সামঞ্জস্য রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য আয়াতে আরো অধিক স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তূর পর্বতের নিকট তিনি হযরত মূসা (আ)-কেই আহবান করিয়াছিলেন। যেমন وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى আর যখন তোমার প্রতিপালক মূসা (আ)-কে আহবান করিয়াছিলেন। (সূরা শু'আরা ঃ ১০)

وَاِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ طُوًى "আর যখন তাহার প্রতিপালক 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় তাহাকে আহবান করিয়াছিলেন"। (সূরা নাযি'আত ঃ ১৬)

وَاِذْ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا -

"আর যখন আমি তাহাকে মূসা (আ) তূর পর্বতের ডাইন দিক হইতে আহবান করিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত কথা বলিয়া তাহাকে আমার নৈকট্য দান করিয়াছিলাম"। (সূরা মারইয়াম ঃ ৫২)

وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! তুমি তো তূর পর্বতের পাশে বিদ্যমান ছিলে না, কিন্তু তোমার প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহে তোমার নিকট অহী নাযিল করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন এবং আর তোমাকে তাঁহার বান্দাগণের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়া তিনি তাহাদের উপরও অনুগ্রহ করিয়াছেন।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ -

"যেন তুমি ঐ কাওমকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন নবীর আগমন ঘটে নাই। সম্ভবত তোমার প্রতি প্রেরিত বাণীর মাধ্যমে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে"।

وَلَوْ لَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا -

"হে মুহাম্মদ (সা) তোমাকে ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদের প্রতি রাসূল করিয়া এই জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে যেন তাহাদের উপর দলীল কায়েম হয় এবং তাহাদের সকল ওযর শেষ হইয়া যায়। তাহাদের অপকর্মের ফল হিসাবে যখন তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, তখন যেন তাহারা বলিতে না পারে যে আমাদের নিকট তো কোন রাসূলের আগমণ ঘটে নাই। আর কেহ আমাদিগকে সর্তকও করে নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিবার পর।

اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَاۤ اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَاۤئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاۤءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ -

"তোমরা হয়ত বলিতে পার যে, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দুইটি সম্প্রদায়ের উপর নাযিল করা হইয়াছিল আর আমরা উহার শিক্ষা হইতে বে-খবর ছিলাম। অথবা তোমরা হয়ত বলিতে পার, যদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হইত, তবে

অবশ্যই আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুপথগামী হইতাম। অতএব এখন তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক পক্ষ হইতে দলীল সমাগত হইয়াছে আর সমাগত হইয়াছে হিদায়াত ও রহমত। (সূরা আন'আম ঃ ১৫৬ - ১৫৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ -

"আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর উপর কাহারও কোন ওজর বাকী না থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ -

হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণের বিরতির পর আমার রাসূলের আগমন ঘটিয়াছে। যিনি তোমদিগকে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করিবেন। যেন তোমাদের পক্ষে কিয়ামত দিবসে ইহা বলা অসম্ভব না হয় যে আমাদের নিকট তো কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর আগমন ঘটে নাই। এখন তো তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর আগমন ঘটিয়াছে। (সূরা মায়িদাহঃ ১৯) এই বিষয়ে আরো বহু আয়াতে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

٤٨. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلاَ اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوْسٰى اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ.

٤٩. قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

৫০. فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

৫১. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (৪৮) অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে উহাদিগের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিতে লাগিল মূসাকে যে রূপ দেওয়া হইয়াছিল তাহাকে সেইরূপ দেওয়া হইল না কেন ? কিন্তু মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে উহারা অস্বীকার করে নাই ? উহারা বলিয়াছিল, উভয়ই যাদু একে অপরকে সমর্থন করে এবং তাহারা বলিয়াছিল আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি (৪৯) বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এক কিতাব আনয়ন কর যাহা পথনির্দেশ এতদুভয় হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। আমি সে কিতাবের অনুসরণ করিব। (৫০) অতঃপর উহারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিবে উহারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ নির্দেশ করে না। (৫১) আমি তো তাহাদিগের পরপর বাণী পৌছাইয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি কাফির ও মুশরিকদের নিকট নবী রাসূল প্রেরণ না করিয়াই তাহাদিগকে তাহাদের অপকর্মের দরুন শাস্তি দেওয়া হইতে তবে তাহারা অবশ্যই ওজর পেশ করিত যে, আমাদের নিকট তো সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য কোন নবী রাসূল আগমন করেন নাই। কিন্ত যখন তাহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা) সত্য লইয়া আগমন করিলে তখন তাহারা মূর্খতা, শত্রুতা ও অহংকার ভরে বলিল, لَوْلَا أُوْتِىَ مِثْلَ مَا أُوْتِىَ مُوْسٰى মূসা (আ) যেই রূপ নিদর্শন দান করা হইয়াছিল মুহাম্মদ (সা) কে তদ্রুপ নিদর্শন কেন দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ মূসা (আ)-কে লাঠির মু'জিযা, হাত উজ্জ্বল হইবার মু'জিযা, তূফান, টিড্ডি, উকুন, রক্ত, ফসল হ্রাস, নদীর মধ্যে পথ হইয়া যাওয়া, মেঘমালার দ্বারা ছায়াদান, মান্না ও সালওয়ার অবতরণ ও অন্যান্য যেই সকল মু'জিযা দেওয়া হইয়াছিল, মুহাম্মদকে তদ্রুপ মু'জিযা দেওয়া হইল না কেন? যাহা তিনি ফির'আউন ও তাহার দলীয় লোকদের নিকট দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন।

তদ্রুপ মু'জিযা মুহাম্মদ (সা)-কে দেওয়া হইলা না কেন ?অথচ, হযরত মূসা (আ) ঐ সকল স্পষ্ট দলীল পেশ করা সত্ত্বেও ফির'আউন ও তাহার দলীয় লোকজনকে হেদায়েত করিতে সফল হন নাই। বরং তাহারা মূসা ও তাঁহার ভাই হারূনকে নবী মান্য করিতে অস্বীকার করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ـ

"ফির'আউন ও তাহার সাথীসংগীরা হযরত মূসা (আ) কে বলিল, তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যে, তুমি আমাদিগকে আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম হইতে ফিরাইবে? আর দেশে তোমাদের দুইজনের কর্তৃত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা তো তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নহি"। (সূরা ইউনুস ঃ ৭৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ "অতঃপর তাহারা মূসা ও হারূনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল এবং ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল"। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ـ

মূসা (আ) এর প্রতি যেই সকল মু'জিযা অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা কি তাহারা অস্বীকার করে নাই ? قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا তাহারা বলিল, উভয়ই যাদুকর, উহাদের একে অন্যের সাহায্য করে।

وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ আর তাহারা ইহা বলিল, আমরা তো সকলেই অমান্য করি। যেহেতু হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক এই কারণে আয়াতে কেবল হযরত মূসা (আ)-এর উল্লেখ করা হইল। উদ্দেশ্য হযরত মূসা ও হযরত হারূন উভয়ই। যেমন কবি বলেন ঃ

فَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا * أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي

"যখন আমি কোন দেশের উদ্দেশ্য বাহির হই, তখন আমি ইহা জানি না যে কল্যাণ আমি লাভ করিব না অকল্যাণ আমাদের স্পর্শ করিব"। এখানে কবি তাহার কবিতায় যদিও শুধু কল্যাণ এর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু কল্যাণ ও অকল্যাণ একটি অপরটির সহিত পাশাপাশি অবস্থান করে, অতএব কবি শুধু একটির উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, ইয়াহূদীরা কুরাইশদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্ন করিতে শিখাইয়া ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে নাযিল করেন ঃ

اَوْ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ـ

তাহারা কি মূসা (আ) এর প্রতি প্রেরিত মু'জিযা সমূহকে অমান্য করে নাই? তাহারা বলিয়াছিল মূসা ও হারূন উভয়ই যাদুকর, তাঁহারা একে অন্যের সাহায্য করিয়া থাকে। এবং একে অন্যকে সমর্থন করে। سَاحِرَانِ দ্বারা মূসা ও হারূন উদ্দেশ্য। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন এবং ইহা অধিক নির্ভরশীল ব্যাখ্যা।

মুসলিম ইব্‌ন বাশ্‌শার ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ سَاحِرَانِ হযরত মুহাম্মদ ও হযরত মূসা (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। হাসান বাসরী (র) ও এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, سَاحِرَانِ হযরত মুহাম্মদ ও হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঠিক নহে। এখানে তো হযরত ঈসা (আ)-এর কোন আলোচনাই হয় নাই।

এক কিরাত অনুসারে এখানে سِحْرَانِ تَظَاهَرَا পড়া হইয়া থাকে। এই কিরাত অনুসারে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ سَحْرَانِ কুরআন ও তাওরাত দুইটি যাদু। আসিম জুনদী, সুদ্দী, আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র)ও অনুরূপ মন্তব্য পেশ করিয়াছেন। ইকরিমাহ (র) বলেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল বুঝান হইয়াছে। আবূ যুর'আহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। ইব্‌ন জরীর (র) এই পোষণ করেন। যাহহাক (র) বলেন, ইঞ্জীল ও কুরআন উদ্দেশ্য। কিন্তু سِحْرَانِ দ্বারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কুরআন ও তাওরাত বুঝাই সহজ। কারণ ইহার পরই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ ـ

"হে মুহাম্মদ ! তুমি বলিয়া দাও তোমরা আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন এক কিতাব পেশ কর, যাহা এই দু'টি কিতাব অপেক্ষা অধিক বেশী সুপথ প্রদর্শনকারী। আমি উহার অনুসরণ করিব"।

পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে কুরআন ও তাওরাতের উল্লেখ একই সাথে করা হইয়াছে। যেমন –

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاۤءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِلنَّاسِ وَهٰذَا الْكِتٰبُ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ـ

"তুমি বল, যেই কিতাব, নূর ও মানব জাতির হেদায়েতের উপায় হিসাবে মূসা পেশ করিয়াছিল উহা কে নাযিল করিয়াছিল ? এবং ইহা (কুরআন) এক মহান মুবারক গ্রন্থ যাহা আমি নাযিল করিয়াছি"। (সূরা আন'আম ঃ ৯১)

সূরা আন'আমের শেষে উল্লেখ, ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ اَحْسَنَ ... الخ "অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করিয়াছিলাম যাহাতে উত্তমরূপে আমার নিয়ামত পূর্ণ হয়"। ইহার পর পরই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

"আর ইহা (কুরআন) একটি কল্যাণময় কিতাব যাহা আমি নাযিল করিয়াছি। অতএব তোমরা ইহার অনুসরণ কর। সম্ভবত ঃ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হইবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৯২)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিয়া জিন্‌রা বলিয়াছিল ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ -

"আমরা হযরত মূসা (আ)-এর পরে অবতারিত এক কিতাব পাঠ করিতে শুনিয়াছি যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থন করে"। (সূরা আহকাফ ঃ ৩০)

রাসূলুল্লাহ (সা)এর নিকট ফিরিশ্‌তার আগমনে ঘটনা শুনিয়া ওরাকাহ ইবন নাওফিল বলিয়াছিলেন, ইনি তো সেই গোপন তথ্যবিদ যাঁহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে হযরত মূসা (আ) এর নিকট প্রেরণ করা হইত। সকল জ্ঞানবান ব্যক্তি এই মত পোষণ করিতে বাধ্য যে, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি যত কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে উহার তুলনায় পবিত্র কুরআন সর্বাপেক্ষ। পূর্ণাঙ্গ মহান মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। যাহা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল করা হইয়াছে এবং মর্যাদার দিক হইতে ইহার পরবর্তী স্থান হইল তাওরাত শরীফের, যাহা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করা হইয়াছিল। এই তাওরাত সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاۤءَ -

"আমি তাওরাত নাযিল করিয়াছিলাম উহাতে হেদায়েত, নূর, উহার সাহায্যে আল্লাহর অনুগত আম্বিয়া কিরাম, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ও ইয়াহূদী আলেমগণ ইয়াহূদীগণকে হুকুম করিতেন। কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের হিফাযতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা ইহার স্বীকৃতও দিয়াছিল"। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

ইঞ্জীল গ্রন্থ কেবল তাওরাতের পরিপূরক হিসাবে নাযিল করা হইয়াছিল। আর বনী ইসরাঈলের জন্য যাহা হারাম করা হইয়াছিল, ইঞ্জিল দ্বারা উহার কিছু হালাল করা হইয়াছিল। মর্যাদারএই পার্থক্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

Contents

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

হে মুহাম্মদ! তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহর পক্ষ হইতে এই দুইটি কিতাব অপেক্ষা অধিক বেশী সুপথ প্রদর্শনকারী কিতাব পেশ কর। আমি উহার অনুসরণ করিব"। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ -

অতঃপর যদি তাহারা তোমার কথার জবাব দিতে ব্যর্থ হয় এবং সত্যের অনুসরণ না করে তবে জানিয়া রাখ তাহারা কেবল তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র দেওয়া হেদায়েত ত্যাগ করিয়া আল্লাহর কিতাব হইতে কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয় চলে, তাহার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে ? اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা যালিম কাওমকে হেদায়েত দান করেন না।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ অবশ্যই আমি তাহাদের জন্য এই কালামকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি। সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ , আমি তাহাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছি। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তীদের সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছেন এবং পরবর্তীদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবেন উহা তাহাদিগকে জানাইয়াছেন।

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ সম্ভবতঃ তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, وَصَّلْنَا لَهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা কুরাইশকে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ (র) ..... রিফা'আহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ দশজন সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের একজন আমি। ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

৫২. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ۝

৫৩. وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ۝

٥٤. أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ.

٥٥. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَٰهِلِينَ.

অনুবাদ ঃ (৫২) ইহার পূর্বে আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন উহাদিগের নিকট ইহা আবৃত্তি করা হয়, তখন উহারা বলে, আমরা ইহাতে ঈমান আনি ইহা আমাদের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য, আমরা তো পূর্বেই আত্মসমর্পণকারী ছিলাম (৫৪) উহাদিগকে দুইবার পারিশ্রমিক দান করা হইবে, কারণ তাহার ধৈর্য্যশীল এবং উহারা ভালোর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করিত ও আমি উহাদিগকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে। (৫৫) উহারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া চলে। এবং বলে আমাদিগের কাজের ফল আমাদিগের জন্য এবং তোমাদিগের কাজের ফল তোমাদিগের জন্য, তোমাদিগের প্রতি সালাম আমরা অজ্ঞদিগের সঙ্গ চাহি না।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আহলে কিতাবদের মধ্যে হইতে যাহারা যেই সকল উলামা আল্লাহ্র কিতাবের অনুসরণ করিয়া তাহার নৈকট্য লাভ করিয়াছে, তাঁহারা পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করেও বিশ্বাস করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ -

"যাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি আর তাহারা উহাকে সঠিকভাবে বুঝিয়া তিলাওয়াত করে, এমন সকল লোক পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করে।" আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ -

"কিছু সংখ্যক আহলে কিতাব এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে এবং যাহা তোমাদের প্রতি ও যাহা তাহাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে উহার প্রতিও ঈমান রাখে। এবং তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে"।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً -

"যাহাদিগকে ইহার পূর্বে অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করা হইয়াছে, যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা সিজ্‌দায় অবনত হইয়া বলে, আমাদের প্রতিপালক বড়ই পবিত্র। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকরী হইবে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৭-৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى ..... فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

"হে নবী, যাহারা নিজদিগকে নাসারা বলে, তাহাদিগকে তুমি মু'মিনদিগকে বেশী ভালবাসিতে দেখিতে পাইবে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক জ্ঞান-পিপাসু আলেম আছে এবং অনেক সংসার ত্যাগী লোকও রহিয়াছে ঃ তাহারা বলে হে আমার প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিলাম, আপনি আমাদিগকে ঐ সকল লোকদের সহিত লিপিবদ্ধ করুন যাহারা শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) ও পবিত্র কুরআনের সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দান করে"। (সূরা মায়িদা ঃ ৮২-৮৩)

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, আয়াতটি সত্তর জন ঈসায়ী আলেম সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যাহাদিগকে নাজ্জাশী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সূরা ইয়াসীন পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ঐ সকল ঈসায়ী উলামা উহা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ -

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا যাহা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের প্রতি যথাযথ ঈমান আনিয়াছিল, অতঃপর পবিত্র কুরআনের প্রতি আনিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের দৃঢ়তার দরুন দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হইবে। কারণ পূর্বে কোন কিতাবের প্রতি ঈমান আনিবার পর পুনরায় অন্য কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা অতিশয় কঠিন কাজ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, আমির শা'বী (র) আবূ বুরদা (রা)-এর সূত্রে হযরত

আবূ মূসা আশয়ারী (রা) হইতে বর্ননা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তিন প্রকার লোককে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করা হইবে। এক প্রকার লোক যাহারা আহ্‌লে কিতাব তাঁহারা স্বীয় নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছে। অতঃপর আমি নবীরূপে প্রেরিত হইবার পর আমার প্রতি ও তাহারা ঈমান আনিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার যেই গোলাম আল্লাহর হক আদায় করিবার সাথে সাথে তাহার মুনীবের হকও যথাযথভাবে আদায় করে। আর যেই ব্যক্তি একটি বাঁদি আছে যাহাকে আদব শিক্ষা দিয়াছে এবং সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়াছে, অতঃপর তাহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করিয়াছে। এই তিন প্রকার লোক দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করিবে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... কাসিম ইব্‌ন আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সোয়ারীর একেবারেই নিকটবর্তী ছিলাম, তখন তিনি কিছু অতি উত্তম কথা বলিয়াছিলেন উহার একটি কথা হইল, ইয়াহূদী ও নাসারা দুই আহলে কিতাব হইতে যেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিবে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করিবে এবং আমাদের জন্য যেই অধিকার আছে সে ও উহার অধিকারী হইবে এবং যাহা আমাদের পক্ষে ক্ষতিসাধন তাহার পক্ষে ও ক্ষতিজনক হইবে।

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ আর ঐ সকল আহলে কিতাব যাহারা পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনিয়াছিল এবং পরবর্তী কিতাব অর্থাৎ কুরআনের প্রতিও ঈমান আনিয়াছে, তাহারা ন্যায়, সৎকাজের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে অর্থাৎ অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়।

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আর যেই হালাল রিযিক আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি, উহা হইতে আল্লাহর মাখলূকের জন্য ব্যয় করে। তাহাদের পরিবার বর্গের জন্য যেই ব্যয় করা তাহাদের প্রতি ওয়াজিব সে ব্যয় করে যাকাত আদায় করে। এবং ছাড়া নফল মুস্তাহাবরূপেও ব্যয় করিয়া থাকে।

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ আর যখন তাহারা কোন অনর্থক কথা শ্রবণ করে তখন তাহারা উহাতে যোগ দান করে না বরং তাহারা উহা হইতে বিরত থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا আর যাহারা অনর্থক বস্তুর নিকট দিয়া অতিক্রম করে তাহার ভদ্রভাবে এড়াইয়া অতিক্রম করে।

وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -

আর ঐ সকল নির্বোধ লোকদিগকে বলে, আমাদের কৃতকর্ম আমাদের সন্মুখে উপস্থিত হইবে। তোমাদের প্রতি সালাম রহিল। আমরা তো নির্বোধ লোকদের সহিত অনর্থক বিতর্কে জড়িত হইতে ইচ্ছা করি না। অর্থাৎ জাহিল নির্বোধ লোকেরা যখন ঐ

সকল আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের সহিত অনর্থক অশালীন বাক্যালাপে জড়িত হইতে চাহে তখন তাহারা তাহাদের সহিত প্রতিবাদে লিপ্ত হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। বরং তাঁহার কেবল শালীন ও ভদ্র কথা বলিয়াই বিদায় গ্রহণ করে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় অবস্থানে করিতেছিলেন, তখন পুনরায় বিশজন কিংবা উহার কাছাকাছি সংখ্যক নাসারা হাবশা হইতে আগমন করিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মসজিদে পাইল এবং তাঁহার খিদমতে বসিয়া পড়িল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সহিত কথা বলিল এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করিল। কুরাইশদের কিছু লোক তখন কা'বা শরীফের পার্শে তাহাদের মজলিসে অবস্থান করতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত প্রশ্ন উত্তরের পর্ব শেষে হইবার পর রাসুলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন, এবং কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিতেই তাহাদের অশ্রুসজল হইল। এবং আল্লাহ্র রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিল। তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, যেই নবীর আলোচনা তাহাদের কিতাবে বিদ্যমান সেই মহান নবী ইনিই।

অতঃপর তাঁহারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা) দরবারে হইতেই উঠিল, তখন কুরাইশদের কিছু সংখ্যক লোক সহ আবূ জাহল তাহাদের সন্মুখীন হইল। তাহারা তাহাদিগকে বলিল, আল্লাহ তোমাদিগকে বঞ্চিত করুন। তোমাদের সগোত্রীয় লোকজন তোমাদিগকে এই লোকটি মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সহিত তোমাদের কোন শান্তিমুলক বৈঠকও হইল না অথচ, তোমরা স্বীয় ধর্মই ত্যাগ করিয়া এবং ঐ লোকটির প্রতি ঈমান আনয়ন করিলে। তোমাদের চাইতে বড় আহম্মক ও নির্বোধ তো আমরা কখনও দেখি নাই। ইহার উত্তরে তাহারা বলিল, তোমাদের সহিত আমরা তোমাদের ভাষায় কথা বলিতে চাই না বছ, তোমরা স্বীয় ধর্মগ্রহণ করিয়া থাক আর আমরা আমাদের পসন্দনীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। আমরা আমাদের জন্য যাহা কল্যাণকর মনে করিয়াছি উহাই গ্রহণ করিয়াছি।

ইহা ও বর্ণিত আছে যে ঐ সকল নাসারাগণ নাজরান নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। বর্ণিত আছে যে,ঐ সকল নাসারাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছিল ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ .... لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -

ইমাম যুহরী (রা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, এই আয়াত কাহাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, আমি আমাদের উলামায়ে কিরামের নিকট হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, আয়াতটি নাজ্জাশী ও তাঁহাদের সহচরবৃন্দ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া সূরা মায়িদাহ এর আয়াত ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا .... فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

নাজ্জাশী ও তাঁহার সহচরবৃন্দ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

٥٦. اِنَّكَ لَا تَهۡدِیۡ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَهۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِیۡنَ ۝

٥٧. وَقَالُوۡۤا اِنۡ نَّتَّبِعِ الۡهُدٰی مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ اَرۡضِنَا ؕ اَوَلَمۡ نُمَكِّنۡ لَّهُمۡ حَرَمًا اٰمِنًا یُّجۡبٰۤی اِلَیۡهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیۡءٍ رِّزۡقًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৫৬) তুমি যাহাকে ভালবাস ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না, বরং আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদিগকে। (৫৭) উহারা বলে, আমরা যদি তোমার সহিত সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করা হইবে। আমি কি তাহাদিগকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করি নাই ? যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়, আমার দেয়া রিযিক স্বরূপ। কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই ইহাই জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাঁহার রাসূল (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! لاَ تَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ তুমি যাহাকে ইচ্ছা করিবে তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবে না। তোমার দায়িত্ব শুধু আমার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। ইহা কেবল আল্লাহ্র কাজ যে তিনি যাহাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কেবল তাঁহার জানা। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ -

"তাহাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার দায়িত্ব তোমার নহে বরং আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ -

"তুমি চাহিলেও অধিকাংশ লোক ঈমান গ্রহণ করে না"। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা ইহা জানে যে, কোন ব্যক্তি হেদায়েতপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য আর কে যোগ্য নহে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ اِنَّكَ لاَ تَهْدِى الخ। আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ

তালিব এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আবূ তালিবই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হইবার কারণে অসাধারণভাবে ভালবাসিতেন। তাঁহার সর্বপ্রকার সাহায্য সহায়তা করিতেন। এবং তাঁহার সংরক্ষণ ও হিফাযাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। যখনই তিনি মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ঈমানের দাওয়াত পেশ করিলেন। কিন্তু তাহার ভাগ্যলিপি তাহার অনুকূলে ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাওয়াত গ্রহণ করিলেন না এবং কুফ্‌র -এর উপর মৃত্যু হইল। ইহাতে যে নিগুঢ় রহস্য উহা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যের তাঁহার পিতা মুসাইয়্যেব ইব্‌ন হাযান মাখযূমী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিব যখন মৃত্যু শয্যা গ্রহণ করিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আবূ জাহ্‌ল, আব্দুল্লাহ্ ইবন আবূ উমাইয়াহ ইব্‌ন মুগীরাহকে দেখিতে পাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁহার চাচা আবূ জাহল আব্দুল্লাহ্ ইবন আবূ উমাইয়াহ বলিল, তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করিবে ? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারবার আবূ তালিবকে দাওয়াত দিতে রহিলেন আর তাহারা বারবার তাহাদের বক্তব্য পেশ করিতে থাকিল। এমন কি বলিলেন, তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকেই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধারণ করিয়া থাকিবে। এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতে অস্বীকার করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اَنْهَ عَنْهُ -

"আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিব যাবৎ না আমাকে নিষেধ করা হইবে"। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -

"নবীও মু'মিনদের জন্য ইহা সমীচীন নহে যে তাহারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, যদি ও সে আপনজন হউক না কেন"। এবং আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল হইল ঃ

اِنَّكَ لَا يَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ -

"হে নবী! তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবে না বরং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হেদায়েত দান করেন"।

ইমাম বূখারী ও মুসলিম (র) ইমাম যুহরী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়সান (র) হইতে তিনি আবু হাযিম (র)-এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন আবূ তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার নিকট আসিলেন। তিনি আবূ তালিবকে

বলিলেন "হে আমার চাচা" আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলুন, আমি কিয়ামত দিবসে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিব। তথন তিনি বলিলেন, যদি কুরাইশরা এই বলিয়া লজ্জা দেওয়ার আমার আশংকা না হইতে যে, মৃত্যুর ভয়েই আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, তবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালেমা পাঠ করিয়া ঈমান প্রকাশ করিয়া তোমার চক্ষু শীতল করিয়া দিতাম।

অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল ঃ

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। শুধু ইয়াযীদ ইব্ন কায়সান (র)-এর সুত্রে আমার হাদীসটি জানি।

ইমাম আহমদ (রা) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, কাত্তান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীসটি অনরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস ও ইব্ন ওমর (রা) এবং মুজাহিদ, শা'বী ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, আয়াতটি আবূ তালিব সম্পর্কে তখন নাযিল হইয়াছে। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিতে বলিলে তিনি উহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ইহ ও বলিলেন হে ভাতীজা ! আমরা পূর্ব পুরুষদের ধর্মেই আমি থাকিতে চাই। এবং তিনি সর্বশেষ কথা ইহাই বলিলেন, তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মেই থাকিয়াই তিনি মৃত্যুবরণ করিরেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সাঈদ ইব্ন আবূ রাশিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রূম সম্রাট কায়সার এর দূত আমার নিকট আসিয়া বলিল, রূম সম্রাট আমার কাছে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পত্রখানা দিলাম। তিনি উহা স্বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন গোত্রের লোক। আমি বলিলাম, 'তানূখ' গোত্রের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্ম কি তুমি গ্রহণ করিতে চাও? আমি বলিলাম, আমি এক কাওমের দূত। আমি তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যাবৎ না আমি তাহদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া আমি অন্য ধর্ম গ্রহণ করিব না। তখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া দিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا কোন কাফির ঈমান আনয়ন না করিবার কারণ হিসাবে বলিয়া থাকে যে, যদি আমরা ঈমান আনিয়া আনুগত্য স্বীকার করি, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমাদের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সকল আরব গোত্রসমূহ আমাদের বিরোধী হইয়া যাইবে এবং আমাদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া আমাদের আবাস ভূমি হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই কথার জবাবে বলেন ঃ

اَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا হেদায়েত অনুসরণ না করিবার জন্য তাহাদের এই ওজর সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে নিরাপদ হারাম শরীফ স্থান দিয়াছেন। এবং কুফর ও শিরক করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়াছেন, যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং সত্যের অনুসরণ করে তবে কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে যে তাহাদের নিরাপদ বিঘ্নিত হইবে।

يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا এই নিরাপদ পুণ্যময় ভূমিতে তায়েফ ও অন্যান্য স্থান হইতে নানা প্রকার ফল ফলাদী আল্লাহর পক্ষ হইতে রিযিক হিসাবে আমদানী করা হয়।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশই লোক ইহা বুঝে না। আর এই কারণেই তাহারা অবাঞ্ছিত কথা বলে।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا এই কথাটি হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফিল বলিয়াছিল।

৫৮. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ.

৫৯. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْ اُمِّهَا رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰى اِلاَّ وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫৮) আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজেদিগের ভোগ সম্পদের দম্ভ করিত। এইগুলি তো উহাদিগের ঘরবাড়ি, উহাদিগের পর এই গুলিতে লোক জন সামান্য বসবাস করিয়াছে। আর আমি চূড়ান্ত

মালিকানার অধিকারী। (৫৯) তোমার প্রতিপালক জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাঁহার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য রাসূল প্রেরণ না করিয়া এবং আমি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ইহার বাসিন্দারা সীমালংঘণ করে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদিগকে ইংগিত করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا হে মক্কাবাসীগণ। তোমরা যে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হইয়া অবাধ্য হইয়াছ এবং তাঁহার সহিত বিরোধ ঘটাইতেছ, তোমাদের ন্যায় বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা স্বীয় ভোগ বিলাসের বস্তুতে গর্বিত ছিল এবং তাহাদিগকে আল্লাহই যেই নিয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ... فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা এমন জনপদের ঘটনা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিতেছেন যাহার অধিবাসী নিরাপদ ও শস্তিতে বসাবাস করিত, যাহাদের সর্বস্থান হইতে প্রচুর রিযিক আমদানী হইত। অতঃপর তাহাদিগকে শাস্তি পাকড়াও করিল যেহেতু তাহারা ছিল যালিম ও অবিচারী।

فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً এই তাহাদের বীরান বস্তী তাহাদের ধ্বংসের পর অতি সামান্য কিছু লোক ছাড়া কোন জাকজমক পূর্ণ বাড়ী সেখানে আবাদ হয় নাই।

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ আর আমি সেই সকল স্থানের মালিক রহিয়াছি। ইবন আবূ হাতিম (র) হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট কা'বকে বলিতে শুনিয়াছেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) বুতুম পেঁচাকে বলিলেন,কি ব্যাপার যে তুমি গম খাও না ? সে বলিল, ইহার কারণে হযরত আদম (আ)-কে বেহেশতে হইতে বাহির করা হইয়াছে। হযরত সুলায়মান বলিলেন, তুমি পানি পান কর না কেন? সে বলিল, যেহেতু এই পানি দ্বারাই হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমকে ডুবাইয়া মারা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, বীরান স্থানে তুমি অবস্থান কর না কেন? সে বলিল, যেহেতু উহার মালিক আল্লাহ্। অতঃপর وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ পাঠ করিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও যুলুম করিয়া ধ্বংস করিবেন না। বরং দলীল প্রতিষ্ঠিত

হইবার পর যাহারা ঈমান আনয়ন করিবে না। বরং পার্থিব ভোগ বিলাসের বস্তুতে লিপ্ত থাকিবে ধ্বংস করিলে কেবল তাহাকে করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ أُمِّهَا رَسُوْلاً ... الخ -

তোমার প্রতিপালক কোন জনবসতীকে ধ্বংস করেন না যাবত না উহার প্রাণ কেন্দ্রে কোন নবী প্রেরণ করেন। যিনি তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন। আয়াত দ্বারা প্রকাশ, হযরত মুহাম্মদ (সা) জনবসতীর প্রাণ কেন্দ্রে পবিত্র মক্কা হইতে সকল মানব জাতির প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেই প্রেরণ করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا তুমি সকল জনবসতীর প্রাণকেন্দ্রে ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনমানবকে সতর্ক করিতে পার। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ انِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الَيْكُمْ جَمِيْعًا তুমি বল হে লোক সকল ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِاُنْذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ যেন এই কুরআনের মাধ্যমে আমি তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট এই কুরআনের বাণী পৌছাইয়া যায় তাহাদের সকলকে সতর্ক করিতে পারি।

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ "আর পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র হইতে এই কুরআনকে অস্বীকার করিবে জাহান্নামে তাহার প্রতিশ্রুত স্থান"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا -

"আর কিয়ামতের পূর্বে আমি সকল জনবসতীকে ধ্বংস করিয়া দিব। কিংবা উহার অধিবাসীদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিব"। ইহা দ্বারা প্রকাশ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে সকল জনবসতী ধ্বংস করিয়া দিবেন। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً যাবৎ না আমি রাসূল প্রেরণ করি কোন জাতি ও জনবসতিকে ধ্বংস করি না। অতএব বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমগ্র বিশ্বের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ بُعِثْتُ الَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ আমি লাল, কালো নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দ্বারা রিসালত ও নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব তাঁহার পরে না কোন নবীর আগমন ঘটিবে আর না কোন রাসূলের। বরং কিয়ামত পর্যন্ত দিবা-রাত্রির অস্তিত্ব

বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তাঁহার শরীয়াত অবশিষ্ট থাকিবে। কেহ কেহ বলেন ঃ ام القرى দ্বারা বড় শহর বড় মহাদেশ বুঝান হইয়াছে। আল্লামা যামাখশরী, ইবনুল জাওযী ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যা অসম্ভব নহে।

٦٠. وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

٦١. أَفَمَن وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.

অনুবাদ ঃ (৬০) তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যাহা আল্লাহ্র নিকট আছে তাহা উত্তম এবং স্থায়ী, তোমরা কি অনুধাবন করিবে না। (৬১) যাহাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যাহা সে পাইবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, যাহাকে পরে কিয়ামতের দিনি হাযির করা হইবে ?

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে তাঁহার নেক বান্দাগণের জন্য প্রস্তুত অসামান্য ও স্থায়ী নিয়ামতের তুলনায় দুনিয়া উহার সামগ্রী ও উহার ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের তুচ্ছতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ তোমাদের কাছে যাহা কিছু আছে উহা শেষ হইবে, কিন্তু যাহা আল্লাহ্র নিকট রাহিয়াছে উহা অবশিষ্ট থাকিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ "যাহা কিছু আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে উহা নেক বান্দাগণের জন্য বহুগুণে উত্তম"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْأٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ" আর পার্থিব জীবনে পরলৌকিক জীবনের তুলনায় তুচ্ছ ভোগ্য বস্তু বই কিছু নহে। আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى বরং তোমরা তো পার্থিব জীবনকে প্রাধ্যন্য দান কর অথচ পরকালে অধিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاللّٰه مالحياة الدنيا فى الاخرة اِلَّا كَمَا يَغمس اُحدكم اصبعه فِى اليَمِّ فلينظر مَاذا يَرجِع إليه ـ

আল্লাহর কসম, পারলৌকিক জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন ঠিক তদ্রূপ যেমন তোমাদের মধ্যে হইতে কেহ সমুদ্রের মধ্যে অঙ্গুলী ঢুকাইয়া দেওয়ার পর পুনরায় উঠাইলে দেখিতে কতটুকু পানি উহাতে লাগিয়া থাকে। সমুদ্রের পানির তুলনায় উহা যেমন নগন্য, পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনে যাবতীয় ভোগ বিলাসের বস্তুও তদ্রূপ নগন্য। اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের এই পার্থক্য বুঝ না।

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ـ

"তোমরা বলত দেখি যেই ব্যক্তি সৎকর্মের উপর আল্লাহর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস করে ও উহা মানিয়া লয়, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইবে যে কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে ও নেক কাজের উপর আল্লাহর প্রতিশ্রুত এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগে লিপ্ত হইয়া থাকে।

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তাহারা আল্লাহ্র দরবারে বন্দি অবস্থায় উপস্থিত কৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, المحضرين অর্থ المعذبين। অর্থাৎ শাস্তিপাপ্ত লোক। কোন তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতটি রসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ জাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হযরত হামযা, আলী (রা) ও আবু জাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই যে, আয়াতটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ـ

"যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ না হইত, তবে আমি দোযখে কয়েদীরূপ উপস্থিতকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম"। ইহা ঐ মু'মিনের বক্তব্য হইবে যে বেহেশতের উচ্চস্থানে আরোহন করিয়া তাহারই কাফির সাথীদিগকে দোযখের গহবরে আটকাবস্থায় দেখিতে পাইবে।

٦٢. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

٦٣. قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّاْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ۝

٦٤. وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ.

٦٥. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ.

٦٦. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ.

٦٧. فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬২) এবং সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহবান করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক বলিয়া গণ্য করিতে তাহারা কোথায় ? (৬৩) যাহাদিগের জন্য শাস্তি অবধারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহাদিগকে আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব অব্যাহতি চাহিতেছি। উহারা আমাদিগের ইবাদত করিতই না। (৬৪) উহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা তোমাদিগের দেবতাগুলিকে আহবান কর। তখন ইহারা উহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু উহারা ইহাদিগের ডাকে সাড়া দিবে না। ইহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। হায় ! তাহারা যদি সৎপথ অনুসরণ করিত ! (৬৫) এবং সেই দিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়াছিলে ? (৬৬) সেই দিন সকল তথ্য তাহাদিগের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং ইহারা একে অপরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারিবে না। (৬৭) তবে যে ব্যক্তি তাওবা করিয়াছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল ও সৎকর্ম করিয়াছিল, সে তো সাফল্য অর্জনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ কাফির ও মুশরিকদিগকে যে ধমক প্রদান করিবেন উল্লেখিত আয়াতে তিনি উহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিয়ামত দিবসে তিনি উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিবেন ঃ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ অর্থাৎ হে মুশরিকদল! দুনিয়ায় তোমরা যেই সকল প্রতিমা ও অন্যান্য বস্তুর উপসনা করিতে আজ তাহারা কেথায় ? তাহারা আজ তোমাদের কোন সাহায্য করিতে সক্ষম ? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ـ

"আমি প্রথমবার যেই অবস্থায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেই অবস্থায় আজ তোমরা আমার নিকট একাই উপস্থিত হইয়াছে। আর যাহা কিছু আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম উহা তোমরা তোমাদের পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছ। আজ আমি তোমাদের সহিত সেই সকল সুপারিশকারীও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাদিগকে তোমরা তোমাদের কাজকর্মে আমার শরীক বলিয়া ধারণা করিতে। বস্তুতঃ তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যেই ধারণা করিতে উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৯৪)

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ـ

আর যেই সকল শয়তান হঠকারী এবং 'কুফ্র' এর প্রতি আহবায়কদের উপর আল্লাহর শাস্তির কথা সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহারা কিয়ামত দিবসে বলিবে ঃ

رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ـ

"হে আমাদের প্রভূ! ইহারা সেই সকল লোক যাহাদিগকে আমরা প্ররোচিত করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, যেমন আমরাও বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আমরা আপনার নিকট তাহাদের সম্পর্ক হইতে সম্পর্কমুক্ত হইলাম। তাহারা আমাদের পূজা করিত না। শয়তানও কুফর এর প্রতি আহবানকারীরা ইহার সাক্ষ্য তো দিবে যে তাহারা অন্যান্য পথভ্রষ্ট লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরই তাহারা ঐ সকল লোকদের সম্পর্ক হইতে সম্পর্ক মুক্ত হইবার ঘোষণা করিবে। তাহারা বলিবে, তাহারা আমাদের পূজা করিত না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ـ

আর তাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছিল যেন তাহাদের পূজা পাঠ দ্বারা তাহারা সন্মানিত হইতে পারে। কখনও এই রূপ হইবে না। অচিরেই তাহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া পড়িবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৮১-৮২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا لِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ -

আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় গুমরাহ আর কেহ যে আল্লাহ্ ব্যতিত এমন ব্যক্তিকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ডাকের সাড়া দিবে না। বস্তুত তাহারা তো তাহাদের ডাক, সম্পর্কে বে-খবর। আর কিয়ামত দিবসে যখন সকল লোক একত্রিত করা হইবে, ঐ সকল উপাস্য উপাসকদের শত্রু হইবে এবং তাহাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করিবে। (সূরা আহ্কাফ ঃ ৫-৬)

হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার কাওমকে বলিয়াছিলেন ঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا -

"তোমরা পার্থিব জীবনে আল্লাহ্কে ছাড়িয়া প্রতিমা সমূহকে উপাস্য বানাইয়াছ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমাদের কতেক কতেককে অস্বীকার করিবে এবং কতেক কতেককে অভিশাপ করিবে"। (সূরা আনকাবূত ঃ ২৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ .... وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ -

"আর যখন ঐ সকল লোক যাহাদের অনুসরণ করা হইয়াছিল তাহাদের অনুসারীদের সম্পর্ক হইতে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা করিবে আর শাস্তি দেখিতে পাইবে এবং তাহাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। আর তাহারা আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৬-৬৭)

আর যেহেতু যাহাদিগকে আল্লাহর সহিত শরীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল তাহারা কোনই সাহায্য করিতে পারিবে না। এই কারণে কিয়ামত দিবসে ধমক দিয়া বলা হইবে, اُدْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমরা স্বীয় শরীকদিগকে ডাকিয়া আন। তোমরা দুনিয়ার তাহাদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়া ধারণা করিতে।

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ মুশরিকরা তাহাদিগকে ডাকিতে কিন্তু তাহারা ডাকে সাড়া দিবে না আর শাস্তি দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ তাহারা ইহা নিশ্চিত বিশ্বাস করিবে যে তাহারা অবশ্যই দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।

لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ কাফির মুশরিকরা যখন দোযখের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন অনুতাপ করিয়া বলিবে, হায় ! তাহারা যদি দুনিয়ার হেদায়াত গ্রহণ করিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْاۤ اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ـ

আর যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগকে বলিবেন, তোমরা সেই সকল লোকদিগকে ডাক যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক বরিয়া ধারণা করিতে। অতঃপর তাহারা ডাকিবে কিন্তু তাহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর আমি তাহাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া দিব। আর অপরাধীরা দোযখ দেখিয়া ধারণা করিবে যে তাহারা উহাতে পতিত হইবে। এবং উহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইবে না। (সূরা কাহফ ঃ ৫২-৫৩)

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ আর যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মুশরিকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা রাসূলগণের আহবানের জবাবে কি বলিয়াছিলে "?

আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবার তাহাদিগকে ডাকিয়া তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং দ্বিতীয়বার ডাকিয়া রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তাহারা রাসূলের রিসালতকে মান্য করিয়াছিল কিনা ? আর তাঁহাদের সহয়তা করিয়াছিল কিনা ? যেমন জবাবের মধ্যে ও প্রথম তাওহীদ সম্পর্কে ও পরে রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। মৃতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমার রব কে ? তোমার নবী কে ? ও তোমার ধর্ম কি ছিল ? মু'মিন তো প্রশ্নের উত্তরে বলিবে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন মা'বূদ নাই আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আর কাফির বলিবে, হায় হায় ?! আমি তো জানি না। আর এই কারণেই কিয়ামত দিবসে ও যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন সে নির্বাক হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ যেই ব্যক্তি প্রথিবীতে অন্ধ ছিল, ঈমানের আলো গ্রহণ করে নাই। সে কিয়ামতেও অন্ধ হইবে এবং পথভ্রষ্ট হইয় দিশাহারা হইয়া পড়িবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ـ

সকল দলীল প্রমাণ তাহাদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িবে, এমন কি তাহারা পরস্পর আত্নীয়-স্বজনের খবর জিজ্ঞাসা করিতেও লইতে ভুলিয়া যাইবে। মুজাহিদ (র) আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ -

অবশ্য যেই যেই দুনিয়ায় তাওবা করিয়াছে নিশ্চিতভাবে সে কিয়ামত দিবসে সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, عسى শব্দটি এখানে নিশ্চয়তার অর্থ দান করিয়াছে। মু'মিন সৎব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহে অবশ্যই সফল হইবে।

٦٨. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

٦٩. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ.

٧٠. وَهُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৮) তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহা ইচ্ছা মনোনীত করেন। ইহাতে তাহাদিগের কোন হাত নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তাহা তিনি উর্দ্ধে। (৬৯) তোমার প্রতিপালক জানেন ইহাদিগের যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে। (৭০) তিনি আল্লাহ্,তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁহারই, বিধান তাঁহারই। তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ও সকল অধিকার কেবল তাঁহারই, এই বিষয়ে কেহ তাঁহার মুকাবিলা করিতে সক্ষম নহে। ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ وَيَخْتَارُ তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহা সৃষ্টি করেন না অস্তিত্ব লাভ করে না। ভালমন্দে সকল বিষয়ের অধিকার কেবল তাঁহারই।

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ তাহাদের কোন ইখ্তিয়ার ও অধিকার নাই। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যখন কোন ফয়সালা করেন তখন তাহাদের কোন বিষয়ে কোন মু'মিন নর নারীর কোন ইখ্তিয়ার থাকে না। (সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬)

উভয় আয়াতে " ما " শব্দটি نفى এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইবন জরীর বলেন, " ما " শব্দটি الذى এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আসলে ইবাদত এইরূপ ويختار الذى فيه الخير لهم অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বস্তু নির্বাচন করেন যাহাতে তাহাদের সকল কল্যাণ রহিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হইল, ما শব্দটি نافيه (নাবাচক) ইব্ন আবূ হাতিম (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, সৃষ্টি করিবার নির্বাচন করিবার ও একচ্ছত্র অধিকার কেবল আল্লাহর ইহা বর্ণনা করা। আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছেঃ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ মুশরিকদের শিরক হইতে আল্লাহ্ পবিত্র তাহাদের ঐ সকল শরীক কিছু সৃষ্টি করিতেও সক্ষম নহে আর কিছু নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা ও রাখে না। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ আর হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক তাহাদের অন্তরের গোপন বিষয় ও যাহা তাহারা প্রকাশ করে সকলই জানেন। অথচ, অন্যান্য মাখলূক এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَوَاۤءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ـ

তোমাদের মধ্য হইতে চাই কেহ গোপনে কথা বলুক, চাই উচ্চস্বরে কথা বলুক আর চাই কেহ রাত্রিকালে আত্মগোপন করুক কিংবা দিবা কালে চলাচল করুক আল্লাহর পক্ষে সবই সমান। (সূরা রা'দ ঃ ১০)

وَهُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আর তিনিই মহান আল্লাহ আর কেবল তিনিই ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। যেমন তিনি ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাহা ইচ্ছা নির্বাচন করেন।

لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার জন্য সকল প্রশংসা। তাঁহার সকল কর্মকান্ড ইনসাফ ও হিকমতের কারণে তাঁহার সকল কার্যাবলী প্রশংসার অধিকারী।

وَلَهُ الْحُكْمُ আর আদেশের অধিকার ও ক্ষমতা কেবল তাঁহারই। কারণ তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও সার্বভৌম ক্ষতমার অধিকারী।

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের সকলেরই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন সকলেই স্বীয় ভালমন্দ কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করিবে। আল্লাহর নিকট তাহাদের কোন আমলই গোপন থাকিবে না।

٧١. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۤءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ.

٧٢. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

٧٣. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭১) বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি আল্লাহ্ রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে আলো আনিয়া দিতে পারে ? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না (৭২) বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে যে তোমাদিগের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাইবে, যাহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার ? তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না (৭৩) তিনিই তাঁহার দয়ায় তোমাদিগের জন্য করিয়াছেন রজনী ও দিবস, যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি দিবা-রাত্র সৃষ্টি করেন যাহা ছাড়া তাহাদের উপায় নাই এবং দিবা-রাত্রিকে নাতিদীর্ঘ করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী না করিয়া যেই অনুগ্রহ করিয়াছেন। উল্লেখিত আয়াতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যদি দিবা কিংবা রাত্রকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিতেন তবে ইহাতে তাহাদের বড় ক্ষতি হইত এবং অতিশয় বিরক্তিবোধ করিত। পরস্পর নাতিদীর্ঘ দিবা ও রাত্র তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۤءٍ আল্লাহ্ ছাড়া এমন আর কোন ইলাহ্ আছে যে, তোমাদিগকে আলো দান করিতে পারে ?যাহার সাহায্যে তোমরা একে অন্যকে দেখিতে পার ও কাজ কর্ম করিতে পার ?

أَفَلَا تَسْمَعُوْنَ তবু কি তোমরা শুনিবে না ? ইহার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, যে যদি তিনি দিন সৃষ্টি করিবার পর উহাকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া দিতেন, তবে তোমাদের জীবন তিক্ত হইয়া যাইত। দিনে আলোতে দীর্ঘকাল যাবৎ কর্মতৎপর থাকিবার কারণে তোমরা অতিশয় ক্লান্তি ও দুর্বল হইয়া পড়িতে। অতএব তিনিই তোমাদের আরামের জন্য রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য কাহারো ও এই ক্ষমতা নাই।

مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে যে তোমাদের নিকট রাত্র উপস্থিত করিতে পারে, যখন তোমরা আরাম করিতে পার। দিনে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রের নিদ্রার মাধ্যামে ক্লান্তির অবসান ঘটাইতে পার।

أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ আল্লাহ্র এতসব নিদর্শন দেখিয়াও তোমরা দেখ না ?

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহে দিবা-রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন তোমরা রাত্রে আরাম করিতে পার এবং দিনে চলাচল করিয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহার দেওয়া রিযিক অন্বেষণ করিতে পার।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর তোমার যেন দিবা–রাত্রে নানা প্রকার ইবাদত ও আল্লাহ্র দাসত্ব প্রকাশের মাধ্যমে তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার। রাত্রে যদি কোন ইবাদত ছুটিয়া যায়, উহা দিবাকালে এবং দিবাকালে কোন ইবাদত ছুটিয়া গেলে রাত্রিকালে উহা পালন করিতে পার। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ وَاَرَادَ شُكُوْرًا ـ

আর সেই আল্লাহ্-ই একের পর এক দিবা-রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করিতে চায় কিংবা কৃতার্থ হইতে চায়। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

٧٤. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ.

٧٥. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭৪) সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহবান করিয়া বলিবেন, তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে তাহারা কোথায় ? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমি একটি সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব ও বলিব তোমাদিগের প্রমাণ উপস্থিত কর ? তখন উহারা জানিতে পারিবে, ইলাহ হইবার অধিকার আল্লাহরই এবং উহারা যাহা উদ্ভাবন করিত তাহা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহর সহিত অন্যকে ইলাহ মনে করিয়া উহার পূজা করিত কিয়ামতে দিবসে আল্লাহ প্রকাশ্যভাবে সকলের সন্মুখে ঐ সকল পূজারীদিগকে দ্বিতীয়বার ধমক প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ দুনিয়ায় তোমরা যাহাদিগকে আমার সহিত শরীক করিয়া পূজা করিতে তাহারা কোথায় ?

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا আর সকল উম্মাত হইতে আমি সেই দিন এক একজন সাক্ষী বাহির করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, ঐ সাক্ষী হইলেন, প্রত্যেক উম্মাতের প্রতি প্রেরিত রাসূল।

فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ অতঃপর আমি ঐ সকল পূজারীদিগকে বলিব, আল্লাহর সহিত যে শরীক তোমরা করিতে উহা দলীল পেশ কর।

فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ তখন তাহারা জানিতে পারিবে আল্লাহর কথাই সত্য। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। অতএব তাহারা কোন কথা বলিবে না আর কোন জবাব ও দিবে না।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ তাহারা মনগড়া যেই সকল শরীক সাব্যস্ত করিয়াছিল, উহার সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তাহাদের কোন উপকার আসিবে না।

٧٦. اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ.

٧٧. وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭৬) আর কারূন ছিল মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদিগের প্রতি ঔদ্ধত প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে এমন ধনভান্ডার দান করিয়াছিলাম, উহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর তাহার সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল, দম্ভ করি ও না,আল্লাহ্ দাম্ভিকদিগকে পসন্দ করেন না (৭৭) আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না। পরোপকার কর,যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এবং প্রথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।

তাফসীর ঃ আমাশ (র) ..... ইবন আববাস (রা) হইতে اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ ... الخ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কারূন হযরত মূসা (আ)-এর চাচত ভাই ছিল। ইব্রাহীম নাখঈ, আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফিল, সিমাক ইব্ন হারব, কাতাদাহ, মালিক ইব্ন দীনার, ইবন জুরাইজ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জুবাইজ (র) উহার বংশ পরিচয় এই রূপ দিয়াছেন, কারূন ইব্ন ইয়া'মর ইব্ন কাহিদ এবং মূসা (আ) ছিলেন ইমরান ইব্ন কাহিদ -এর পুত্র। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, কারূন ছিল হযরত মূসা (আ) ইব্ন ইমরানের চাচা। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল, কারূন হযরত মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই ছিল। কাতাদাহ ইব্ন দি'আমাহ (র) বলেন, কারূন হযরত মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই ছিল। এবং মধুর কণ্ঠে তাওরাত পাঠ করিত বলিয়া তাহাকে আল-মুনাওওয়ার বলা হইত। বস্তুতঃ সে 'সামিরীর' মত একজন মুনাফিক ছিল। অধিক ধন-সম্পদের কারণে গর্বিত হইয়া সে ধ্বংস হইয়াছে। শাহর ইব্ন হাওশাব (র) বলেন, কারূন গর্ব করিয়া তাহার কাওম অপেক্ষা এক বিঘত লম্বা পোষাক পরিধান করিত।

وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْاُ بِالْعُصْبَةِ আর আমি তাহাকে এত অধিক ধন ভান্ডার দান করিয়াছিলাম যে শক্তিশালী একদল লোকের পক্ষেও উহার চাবি বহন কর গুরুভার হইত। আ'মাশ (র) খায়মাসা (র) হইতে বলেন, কারূনের অনেক ধন ভান্ডার ছিল। প্রত্যেক ভান্ডারের জন্য পৃথক পৃথক চামড়ার চাবি ছিল এবং প্রত্যেকটি এক আঙ্গুলি পরিমাণ ছিল। সকল চাবী একত্রিত করিয়া বহন করিতে হইলে ষাটটি খচ্চরের বোঝা হইত।

اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ـ

যখন কারূনের কাওমের নেক ও সৎ লোকগণ তাহাকে উপদেশমূলক বলিল ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে ধন ভান্ডার দান করিয়াছেন উহাতে তুমি গর্বিত হইও না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদিগকে যাহারা আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ না হইয়া গর্ব করে, তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন না।

وَابْتَغِ فِيْهَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ধন ভান্ডার দান করিয়াছেন উহা তুমি আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করিয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় অবলম্বন করিয়া দুনিয়া ও আখিরাতে উহার পুরস্কার লাভ কর। এবং ঐ সকল ধন ভান্ডার হইতে পানাহার করিয়া উহা ব্যয় করিয়া পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা কর, বিবাহ শাদী করা ও ঘর বাড়ীর নির্মাণ করা তোমার পক্ষে অবৈধ নহে। অতএব এই অংশ তুমি ভুলিও না। কারণ তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের যেমন হক রহিয়াছে, অনুরূপভাবে তোমার নিজ সত্তার ও হক আছে। তোমার পরিবার পরিজনেরও অধিকার আছে এবং তোমার অতিথি ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অধিকার আছে। অতএব প্রত্যেক হক্দার ও অধিকারীকে তাহার হক ও অধিকার দান কর।

وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ তোমার প্রতি যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইহ্সান ও অনুগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাহার মাখলূকের প্রতি ইহ্সান ও অনুগ্রহ কর।

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ আর দেশে ফিৎনা ফাসাদ কামনা করিও না।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ। কারণ, আল্লাহ্ ফাসাদকারীদিগকে ভালবাসেন না।

৭৮. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭৮) সে বলিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত না আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পর্দে ছিল প্রাচুর্যশালী ? অপরাধিদিগকে উহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না।

তাফসীর ঃ কারূনকে তাহার কাওমের লোকেরা যখন উপদেশ দান করিয়াছিল তখন সে তাহাদের উপদেশের জবাবে যাহা বলিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ কারূন বলিল, এই যে ধন সম্পদ তোমরা দেখিতেছ ইহা তো আল্লাহ্ আমাকে আমার জ্ঞান বদৌলতে দান করিয়াছেন। আমি ইহার যোগ্য

বলিয়াই ইহা পাপ্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ তিনি আমাকে ভালবাসেন। অতএব তোমাদের এই উপদেশ গ্রহণ করিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ও অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ـ

'মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন সে আমাকে অসহায় হইয়া ডাকে। কিন্তু আমি যখন তাহাকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে, আল্লাহ জানিয়া শুনিয়া আমাকে ইহা দান করিয়াছেন। আমি যথার্থই ইহার যোগ্য"। (সূরা যুমার ঃ ৪৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ ـ

"আর কষ্ট ও বিপদের পর যদি আমি মানুষকে অনুগৃহীত করি তবে সে বলে, আমি তো যথার্থই ইহার যোগ্য"। (সূরা হামীম আস্-সাজ্দা ঃ ৫০)

কেহ কেহ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কারূন রসায়ন শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিল। এবং উহার বদৌলতে ধন ভান্ডারের মালিক হইয়া ছিল বলিয়া তাহার দাবী ও অহংকার ছিল। আয়াত দ্বারা ইহা বুঝান উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা একটি দুর্বল ব্যাখ্যা। কারণ 'রসায়ন শাস্ত্রে' এমন জ্ঞান নহে, যাহা দ্বারা কোন বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করা যায়। স্বরূপ পরিবর্তনকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ـ

"হে মানব জাতি ! একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইতেছে তোমরা উহার প্রতি কর্ণপাত কর। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাহাদিগকে ডাকিতেছ তাহারা যদি সকলেও একত্রিত হয় তবে একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৩)

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ اَظْلَمُ فَمَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً ـ

মহান আল্লাহ্ বলেন, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? যে আমার মত পৃথিবী সৃষ্টি করিতে যায়। তাহারা যেন একটি ছোট পিপীলিকা সৃষ্টি করে কিংবা তাহারা

যেন একটি গম সৃষ্টি করে। এই হাদীসে ঐ সকল লোকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, যাহারা কেবল দৃশ্যত ছবি অংকন করিয়া আল্লাহর সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্যতা করে। অতএব যাহারা কোন বস্তুর হাকীকত পরিবর্তন করিবার দাবী করে তাহাদের সম্পর্কে কি ধারণা করা যাইতে পারে ? বস্তুতঃ ইহা নিরেট মিথ্যা, মূর্খতা ও গুমরাহী ছাড়া কিছুই নহে। অবশ্য কোন বস্তুর রং ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া প্রতারণা করা পৃথক কথা। কিন্তু হাকীকত পরিবর্তন করা কোন মাখলূকের পক্ষে সম্ভব নহে। রসায়ন বিদের এর কোন বস্তুর হাকীকত পরিবর্তনের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ধোঁকা ছাড়া কিছুই নহে। ঐ সকল মূর্খ ও ফাসিকরা যাহা দাবী করে কোন শরয়ী প্রমাণ দ্বারা কোন মানুষ হইতে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা আলৌকিকভাবে কখনও কখনও আওলিয়া কিরামের হাতে যে কোন বস্তুকে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য পরিণত করেন আমরা উহা অস্বীকার করি না। কোন মু'মিন মুসলমান উহা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে উহা কোন কারিগরীর মাধ্যমে সংঘটিত হয় না। উহা কেবল মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়-ই সংঘটিত হয়। বর্ণিত আছে একবার হযরত হায়ওয়াহ ইব্ন শুরাইহ মিস্রী (র) হইতে যে, তাঁহার নিকট একজন ভিক্ষুক আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু তাহাকে দেওয়ার মত কিছুই তাহার নিকট ছিল না। অথচ, সে যে অতিশয় দরিদ্র উহা তিনি তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিলেন। অতএব যমীন হইতে একটি কংকর উঠাইলেন এবং কিছুক্ষণ উহা হাতের মধ্যে ঘুরাইয়া ভিক্ষকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেখা গেল উহা একটি স্বর্ণ। এই সম্পর্কে অনেক ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। কেহ কেহ বলেন, কারূন্ ইস্‌মে আযম জানিত উহার বদৌলতে সে সম্পদশালী হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ। কারূনের জবাবেই উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ـ

"সে কি ইহা জানে না যে তাহার পূর্বে আমি এমন বহু সম্প্রদায় ধ্বংস করিয়াছি যাহারা কারূন অপেক্ষা ধনবল ও জনবলের অধিকারী ছিল। অতএব তাহারা এই ধারণা করে যে, সে আল্লাহ্র প্রিয়জন। সুতরাং তিনি তাহাকে ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন। তাহা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার তুলনায় অধিক ধনবল ও জনবল সম্পন্ন লোকদিগকে ধ্বংস করিতেন না। তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাহাদের কুফর ও অকৃতজ্ঞতার কারণে ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

আর তাহাদের অপরাধী ও পাপের আধিক্যের কারণে তাহাদের অপরাধী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হইবে না। কাতাদাহ (র) على علم عندى এর অর্থ করিয়াছেন عَلَى خَيْرٍ عندى অর্থাৎ আমি কল্যাণময়, আমার নিকট কল্যাণ আছে, আল্লাহ ইহা জানিয়াই আমাকে ধন সম্পদ দান করিয়াছেন। সুদ্দী (র) ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ

عَلَى عِلْمٍ انّى اَهْلُ لِذَلِكَ অর্থাৎ আমি যে বিশাল ধন ভান্ডারের যোগ্য আল্লাহ্ ইহা জানিয়াই আমাকে ইহা দান করিয়াছেন। আব্দুর রহামান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আল্লাহ যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না থাকিতেন এবং আমাকে মর্যদাসম্পন্ন না জানিতেন, তবে আমাকে তিনি ইহা দান করিতেন না। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি অল্প জ্ঞানের অধিকারী সে যখন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে তখন সে ধারণা করে সত্য সত্যই সে যদি ইহার যোগ্য তাহা না হইত তবে আল্লাহ তাহাকে এই প্রাচুর্য দান করিতেন না।

৭৯. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ٠

৮০. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৭৯) কারূন তাহার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল জাঁকজমক সহকারে। যাহারা পার্থিব জীবনে কামনা করিত তাহারা বলিল, আহা কারূনকে যে রূপ দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগকে যদি তাহা দেওয়া হইত, প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান (৮০) এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা বলিল, ধিক তোমাদিগকে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত হইা কেহ পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কারূন একদিন জাঁকজমকের সহিত মহা সাজসজ্জা ও মহাপ্রতাপের সহিত তাহার কাওমের নিকট বাহির হইল। যাহারা পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস কামনা করে এবং উহার সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহারা যখন তাহাকে এই অবস্থায় দেখিল, তখন আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিল ঃ

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهُ لَذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ-

"হায় ! আমরাও যদি কারূনের মত ধনঐশ্বর্যের অধিকারী হইতাম। বস্তুতঃ সে তো বড় ভাগ্যের অধিকারী। তাহাদের এই বক্তব্য যখন সুষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ শুনিতে পাইল, তাহারা বলিল ঃ

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا হায় সর্বনাশ ! যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করে তাহাদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সাওয়াব ও পুরস্কার অধিক উত্তম। তোমরা কারূনের যেই ঐশ্বর্য দেখিতেছ পরকালে মু'মিন ও সৎ লোকগণ যেই পুরস্কার লাভ করিবে উহা হইতে বহু গুণে উত্তম। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ... الخ -

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দগণের জন্য এমন সকল মহামূল্যবান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা চক্ষু দর্শন করে নাই আর কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষ কল্পনাও করে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দলীল হিসাবে এই আয়াতটি পাঠ করিবার জন্য বলিবেন ঃ

فَلاَ تَعْلَمَ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

কোন মানুষ ইহা জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের আমালের বিনিময়ে চক্ষু শীতলকারী যে সকল বস্তু গুপ্ত রাখা হইয়াছে। (সূরা সাজ্দা ঃ ১৭)

وَلاَ يُلَقّٰهَا اِلاَّ الصّٰبِرُوْنَ সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল ধৈর্যশীল ব্যক্তিবর্গ ব্যতিত কেহই বেহেশ্তে লাভ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ এ বক্তবটি ও কারূনের কাওমের ঐ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বক্তব্যের অংশ। ইবন জরীর (র) বলেন, এই কলমে অর্থাৎ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ... الخ কেবল সেই সকল লোকের মুখেই উচ্চারিত হয় যাহারা পার্থিব আকর্ষণ হইতে বিমুখ হইয়া পরকালের প্রতি অনুরাগী হয়। বস্তুতঃ وَلاَ يُلَقّٰهَا ... الخ ইহা ঐ সকল লোকদের বক্তব্য নহে। ইবন জরীরের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহা আল্লাহর কথা।

٨١. فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ٠

٨٢. وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তাহার প্রাসাদকেও ভূগর্ভে প্রোথিত করিলাম। তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। (৮২) পূর্ব দিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল দেখিলে তো আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে হইতে যাহার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকে তিনি ভুগর্ভে প্রোথিত করিতেন। দেখিলে তো কাফিররা সফলকাম হয় না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কারূনের অহংকার গর্ব ও তাহার কাওমের শান শওকতের কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন, তাহার এই অহংকারের দরূন তাহাকে তাহার অট্টালিকা ও প্রাসাদসহ আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। বুখারী শরীফে বর্ণিত যুহরী (র) সালিম (রা)-এর সূত্রে তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার লুঙ্গি ঝুলাইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে যমীনে ধসিয়া দেওয়া হইল, কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নিচে ধসিতে থাকিবে। হাদীসটি জরীর ইব্‌ন যায়িদ হইতে সালিম (র)-এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, নযর ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের পূর্বকালে এক ব্যক্তি দুইটি সবুজ চাদর পরিধান করিয়া অহংকার গর্ব ভরে বাহির হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিকে আদেশ করিলেন ভূমি তাহাকে পাকড়াও কর। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনে ধসিয়া যাইতে থাকিবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আহ্‌মাদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ হাসান।

হাফিয আবূ ইয়া'লা মুসিলী (র) বলেন, আবূ খায়সামা (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তোমাদের পূববর্তী এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিধান করিয়া অহংকার ভরে বাহির হইল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা

ভূমীকে হুকুম করিলেন সে যেন উহাকে পাকড়াও করে। অতঃপর ভূমি তাহাকে পাকড়াও করিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূগর্ভে ধসিয়া যাইতে থাকিবে। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন মুনযির (র) তাঁহার "আল আজাইবুল গারীবাহ" নামক গ্রন্থে স্বীয় সূত্রে নাওফিল ইব্ন মাহিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নাজরানের মসজিদে আমি একজন যুবককে দেখিয়া তাহার প্রতি দেখিতে লাগিলাম, তাহার দৈর্ঘ তাহার পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য আমার দৃষ্টিতে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া সে আমাকে বলিল, তুমি আমার প্রতি এমনভাবে দেখিতেছ কি ? আমি বলিলাম, তোমার সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যে আমাকে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা শুনিয়া সে বলিল, খোদ আল্লাহ্ই আমার সৌন্দর্যে বিস্মীত হন। তাহার এই বক্তব্যের পরই সে খাট হইতে আরম্ভ করিল এমনকি খাট হইতে ক্রমান্বয়ে এক বিঘত পরিমাণ হইল এবং এক আত্মীয় আসিয়া তাহাকে আস্তীনের মধ্যে ভরিয়া চলিয়া গেল। বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত মূসা (আ)-এর দু'আয় ধ্বংস হইয়াছিল। অবশ্যই তাহাকে ধ্বংসের কারণ যে কি ছিল উহাতে মত প্রার্থক্য রহিয়াছে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) হইতে বর্ণিত। একবার কারূন একজন অসতী স্ত্রী লোককে এই শর্তে মাল দান করিল যে, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের সমাবেশে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করিয়া শুনাইবেন, তখন তুমি ভরা মজলিসে তাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিবে যে তিনি তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। অসতী স্ত্রী লোকটি যখন মূসা (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করিল, তখন তিনি প্রকম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং দুই রাক'আত সালাত শেষে স্ত্রী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি তোমাকে সেই মহান শক্তিমানের শপথ দিতেছি যিনি সমুদ্র চিরিয়া পথ করিয়াছিলেন এবং ফির'আউনের উৎপীড়ন হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি আরো বহু প্রকার অনুগ্রহ করিয়াছেন। তুমি কি কারণে আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছ ? তখন স্ত্রী লোকটি বলিল, আপনি যখন আল্লাহর শপথ দান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই সত্য কথা বলিব। কারূন আমাকে এই অপবাদ আরোপ করিবার জন্য এত মাল দান করিয়াছে। তবে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার মহান দরবারে তাওবা করিতেছি। ইহা শ্রবণ করিতেই হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে সিজ্দায় অবনত হইলেন। এবং কারূনকে তাহার অপকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়ার প্রার্থনা করিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট অহীর মাধ্যমে জানাইয়া দিলেন, আমি ভূমিকে নির্দেশ দিয়াছি, তুমি কারূনকে যেই শাস্তি দিতে আদেশ করিবে সে উহা পালন করিবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) আদেশ করিলেন, সে যেন কারূন ও তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করিয়া দাও। নির্দেশের সাথে সাথেই উহা পালিত হইল।

কেহ কেহ বলেন, একদা কারূন জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সহিত খচ্চরের উপর আরোহন করিয়া তাহার কাওমের উদ্দেশ্য বাহির হইল। সেও তাহার সেবক দল মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত ছিল। পথে হযরত মূসা (আ)-এর মাহফিলের এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। হযরত মূসা (আ) তখন বনী ইসরাঈলকে অতীত ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সমবেত লোকজন কারূনকে আসতে দেখিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিল। তাহারা বিস্ময়ের সহিত তাহার জাঁকজমক দেখিতে লাগিল। তখন হযরত মূসা (আ) কারূনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এইরূপ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছ কেন ? তখন সে বলিল, হে মূসা ! তুমি যদি নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়া মর্যাদার অধিকারী হইয়া থাক, তবে আমি পার্থিব ধন সম্পদ দ্বারা তোমার উপর মর্যদার অধিকারী হইয়াছি। যদি তুমি রাজি হও তবে আমরা বাহির হইয়া আল্লাহর দরবারে দু'আ করিব এবং তুমি আমার জন্য বদ্ দু'আ করিবে এবং আমি তোমার জন্য বদ্ দু'আ করিব। দেখা যাক কাহার দু'আ কবুল হয়।

মূসা (আ) তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন এবং কারূনও বাহির হইল। হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমি প্রথম দু'আ করিবে ? না আমি করিব ? সে বলিল, আমিই প্রথম দু'আ করিব। কারূন দু'আ করিল। কিন্তু তাহার দু'আ কবূল হইল না। হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, এখন আমি কি দু'আ করিব ?সে সম্মতি জানাইল। হযরত মূসা (আ) স্ববিনয়ে বলিলেন, হে আল্লাহ্ ! আজ ভূমিকে হুকুম করুন, সে আজ আমার আদেশ পালন করে। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, আমি ভূমিকে হুকুম করিয়াছি। তখন হযরত মূসা (আ) ভূমিকে বলিলেন, হে ভূমি! তুমি কারূন ও তাহার দলবলকে পাকড়াও কর। আদেশ পাইয়া ভূমি তাহাদের পাও পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পুনরায় পাকড়াও করিতে হুকুম করিলেন, ভূমি পুনরায় তাহাদের হাঁটু পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পুনরায় পাকড়াও করিতে নির্দেশ দিলে তাহাদের কাঁধ পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল।

অতঃপর মূসা (আ) তাহাদের ধন-ভান্ডার উপস্থিত করিতে হুকুম করিলেন ভূমি তাহাদের ধন-ভান্ডার উপস্থিত করিল এবং সকলেই উহা দেখিল। অতঃপর তিনি উহা ভূগস্থ করিতে বলিলেন। ভূমি ও উহাও পালন করিল। এবং তাহাদের সহ বনূ লওয়া স্থানে বিধস্থ করিয়া সমতল করিয়া ফেলিল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, কারূন ও তাহার দলবলকে ধসিয়া সপ্ত যমীন পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহাদিগকে প্রত্যহ তাদের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ ভূমির নিচে ধসিয়া দেওয়া হয় এবং কিয়মাত পর্যন্ত তাহারা ধসিতে থাকিবে। এই প্রসংগে বহু ইসরাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আমরা উহা ত্যাগ করিলাম।

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ -

অবশেষে তাহার অর্থাৎ কারূনের এমন কোন সংঘবদ্ধ দল রহিল না যে যাহারা তাহার সাহায্য করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না। অর্থাৎ তাহার সম্পদ ও লোক লস্কর কেহই আল্লাহর শাস্তি হইতে রেহাই দিতে পারিল না। এবং তাহার কোন উপকারে আসিল না।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ -

গতকল্য কারূনকে সাজসজ্জায় দেখিয়া তাহার মত মর্যাদা লাভের জন্য যাহারা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল ঃ

قَالُوْا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنُ اِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ -

তাহার বলিয়াছিল, হায় ! আমরা ও যদি ঐ রূপ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইতাম যেমন কারূন ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত সে বড় ভাগ্যবান। কিন্তু তাহাকে যখন ধসিয়া দেওয়া হইল তখন তাহারা বলিতে লাগিল যে,

وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ -

আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন আর যাহাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন। অর্থাৎ রিযিকের প্রাচুর্য কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়জন হইবার দলীল নহে। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা তাহার রিযিক সংকীর্ণ করেন। ইহার গূঢ় রহস্য ও হিকমত কি, উহা আল্লাহ-ই জানে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে একটি মারফূ হাদীসে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَخْلَاقَكُمْ لَمَّا قَسَّمَ اَرْزَاقَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ يُعْطِى الْمَالَ لِمَنْ يُّحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِى الْاِيْمَانَ اِلَّا مَنْ يُّحِبُّ -

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রিযিকের ন্যায় তোমাদের মধ্যে আখ্‌লাকও বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে ভালবাসেন তাহাকেও মাল দান করেন আর যাহাকে ভালবাসেন না তাহাকে দান করেন। কিন্তু ঈমান কেবল তাহাকেই দান করেন যাহাকে তিনি ভালবাসেন"।

لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী না থাকিত তবে আমরা ও কারূনের ন্যায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম। কারণ আমরা তাহার মত হইতে চাহিয়াছিলাম।

وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ তোমরা কি দেখ না যে কাফিরা সফলতা লাভ করিতে পারে না, পৃথিবীতেও নহে আর পরকালেও নহে। নাহু শাস্ত্রবিদগণ وَيْكَاَنَّهُ এর অর্থ কি

এই বিষয় মতপার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ وَيْلَكَ اِعْلَمْ اَنَّ অতঃপর ইহাকে সহজ করিয়া وَيْكَ اَنَّ বলা হয় এবং এখানে اعلم। শব্দটি উহ্য আছে উহার প্রমাণ হইল ان। -কে যবর দিয়া পড়া হয়। কিন্তু ইব্ন জরীর (র) ইহাকে দুর্বল মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দুর্বল বলা যায় না। ইহা শক্তিশালী মত তবে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হয় যে, পবিত্র মুসাহাফে ইহাকে وَيْكَاَنَّ একত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এবং ইহা শ্রুত হিসাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, বাক্যের গঠন প্রণালীর ব্যাপারে আরবী শব্দের আরবী ভাষারীতিই গ্রহণযোগ্য। এই হিসাবে উক্ত মত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল اَلَمْ تَرَاَنَّ তুমি কি দেখ না ?কেহ কেহ বলেন, ইহা আসলে ছিল وَىْ كَاَنَّ অর্থাৎ পৃথক পৃথক দুইটি শব্দ وى শব্দটি বিস্ময় প্রকাশের জন্য কিংবা সতর্কতা করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং كَاَنَّ শব্দটি اَظُنُّ এর অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু ইবন জরীর (র) বলেন, উল্লেখিত অর্থ কয়টির মধ্যে কাতাদাহ (র) যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন উহাই অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি নিম্নের কবিতা এই মতের দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন।

سَأَلَتَانِىْ اَلطَّلَاقَ اِذْ رَأَتَانِىْ * قَلَّ مَالِىْ وَقَدْ جِئْتُمَا نِىْ بِنُكْرٍ

وَيْكَاَنَّ مَنْ يَّكُنْ لَّهُ نَشَبُ * وَمَنْ يَّفْتَقِرُ يَعِشْ عَيْشَ خَيْرِ

তাহারা দুইজন (কবির দুই স্ত্রী) আমার নিকট তালাক প্রার্থনা করিল, যখন আমার মাল কমিয়া গিয়াছে। আমি তখন তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা আমার নিকট একটি অবাঞ্ছিত কথা পেশ করিয়াছ। তোমরা কি দেখ না যাহার ধন-সম্পদ থাকে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য থাকে সে সকলের প্রিয়জন হয়, কিন্তু যেই ব্যক্তি দারিদ্রের শিকার হয় সে বড় কষ্টের জীবন যাপন করে। অর্থ কবিতায় وَيْكَاَنَّ শব্দটি الم تران। এর অর্থে ব্যবহৃত।

٨٣. تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

٨٤. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮৩) ইহা আখিরাতের সেই আবাস, যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদিগের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (৮৪) যে কেহ সৎকর্ম করে সে তাহার কর্ম অপেক্ষা উত্তম ফল পাইবে। আর যে মন্দ কাজ করে সে তো শাস্তি পাইবে কেবল তাহার কর্মের অনুপাতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, পরকালের আনন্দ অসীম নিয়ামত কেবল তাঁহার নম্র ও বিনয়ী বান্দাগণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা দুনিয়ায় স্বীয় অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না এবং ফিৎনা ফাসাদের কামনা ও করে না। ইকরিমাহ (র) বলেন, عُلُوًّا -এর অর্থ বড়ত্ব প্রকাশ করা। সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন اَلْعُلُوًّا। এর অর্থ বিদ্রোহ করা। সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ সাওরী (র) মানসূরের সূত্রে মুসলিবতীন (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ অর্থ যমীনে অন্যায়ভাবে অহংকার করা। আর ফাসাদ হইল অন্যায়ভাবে অপরের মাল ছিনিয়ে নেওয়া। ইব্ন জুরাইজ (র) لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا এর অর্থ করেন, তাহারা পৃথিবীতে বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে ও যুলুম করিতে চায় না। এবং فَسَادًا অর্থ পাপাচার করা। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ওয়াকী (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْجِبُهُ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ اَنْ يَكُوْنَ اَجْوَدَ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِ صَاحِبِهِ ... الخ -

কোন ব্যক্তি যদি ইহা পসন্দ করে যে তাহার সংগীর জুতার ফিতা অপেক্ষা তাহার ফিতা সুন্দর হউক, উত্তম হউক তবে সেই এই ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا -

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি ও অহংকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে। হযরত আলী (রা)-এর এই মত কেবল সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তাহার দ্বারা গর্ব ও অহংকার প্রকাশ উদ্দেশ্য থাকে। নিসন্দেহে ইহা নিন্দিত। যেমন নবী করীম (সা) হইতে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّهُ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ وَلاَ يَبْغَى اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ -

"আমার নিকট অহীর মাধ্যমে হুকুম করা হইয়াছে যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন করিবে অতএব কেহ যেন কাহারও উপর গর্ব না করে আর না যেন কেহ যুলুম করে"।

অবশ্য যদি কেহ সৌন্দর্য লাভের জন্য উত্তম পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধান করে তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার চাদরটি সুন্দর হউক, আমার জুতা জোড়া, সুন্দর হউক, আমি তো ইহা পসন্দ করি। তবে কি ইহা ও অহংকার হইবে ?রাসূলুল্লাহ (সা) না, ইহা অহংকার নহে। اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ। আল্লাহ তা'আলা স্বেয়ং সৌন্দর্যময়, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।

مَنْ جَاۤءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا যেই ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে নেক কাজসহ উপস্থিত হইবে, তাহার জন্য তাহার নেক আমল অপেক্ষা উত্তম বিনিময় লাভ করিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র বিনিময় বান্দার নেকআমল অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ তো বহুগুণ বেশী বিনিময় দান করিবেন। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহের স্থান। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ جَاۤءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوْا السَّيِّاٰتِ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

যাহারা অসৎ কাজ লইয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে কেবল তাহাদের আমলের বিনিময় ও শাস্তি দেওয়া হইবে। অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে না। কারণ আল্লাহ কাহার ও প্রতি যুলুম করেন না। ইহা হইল ইনসাফের স্থান।

٨٥. اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَاۤدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ قُلْ رَّبِّىْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَاۤءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

٨٦. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ.

٨٧. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

৮৮. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮৫) যিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়া আনিবেন। বল, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে? (৮৬) তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদিগের সহায় হইও না। (৮৭) তোমার প্রতি আল্লাহ্র আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর উহারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হইতে বিমুখ না করে, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না। (৮৮) তুমি আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন ইলাহ্কে ডাকিও না, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহ্র সত্তা ব্যতিত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় রাসূল (সা)-কে মানুষের নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ করিবার জন্য, রিসালাতের দায়িত্ব পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদও দান করিয়াছেন যে, অচিরেই কিয়ামত দিবসে তাঁহাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিয়া রিসালতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন কিনা উহা জিজ্ঞাসা করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ যেই মহান সত্তা তোমার প্রতি মানুষের কুরআনের বাণী পৌঁছাইয়া গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন ঃ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ তিনি অবশ্যই কিয়ামত দিবসে তোমাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিবেন এবং তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ যাহাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসা করিব। আর রাসূলগণকে জিজ্ঞাসা করিব। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা সকল রাসূলগণকে একত্রিত করিবেন, তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের উম্মাতের পক্ষ হইতে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল ? আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ আর কিয়ামত দিবসে নবীগণকে ও শহীদগণকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হইবে।

সুদ্দী (র) আবূ সালিহ্ (র)-এর সূত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এখানে مَعَادٍ অর্থ বেহেশ্ত। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, (সা) আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিবেন এবং কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। হাকাম ইব্ন আবান (র), ইকরিমাহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, مَعَادٍ অর্থ, কিয়ামত দিবস। মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, مَعَادٍ অর্থ, মৃত্যু। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ যেই মহান সত্তা তোমার প্রতি কুরআনের বাণী পৌছান ফরয করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবেন। ইবন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত।

মুজাহিদ (র) لَرَادُّكَ অর্থ করেন, يُحْيِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ তোমাকে কিয়ামত দিবসে জীবিত করিবেন। ইকরিমাহ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ কুয'আহ, আবূ মালিক, আবূ সালিহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। হাসান (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁহাকে জীবিত করিবেন এবং বেহেশতে দাখিল করিবেন। হযরত আব্বাস (রা) হইতে উল্লেখিত তাফসীর ছাড়া অন্য তাফসীরও বর্ণিত আছে। যেমন ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ অর্থ আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার জন্মভূমি মক্কায় পৌছাইয়া দিব, যেখান হইতে তাহারা তোমাকে বাহির করিয়াছে। ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে, ইবন জরীর (র) ইয়ালা ইব্ন উবাইদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। لَرَادُّكَ مَعَادٍ এর অর্থ لَرَادُّكَ مَكَّةَ অবশ্যই তোমাকে মক্কায় পৌছাইয়া দিব। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মুজাহিদ (র) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন ঃ لَرَادُّكَ اِلَى مَوْلِدِكَ مَكَّةَ আমি অবশ্যই তোমার জন্মভূমি মক্কায় পৌঁছাইয়া দিব।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খিরায, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতিয়্যাহ ও যাহ্হাক (র) হইতে ও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা হইতে বাহির হইয়া জুহফা নামক স্থানে পৌঁছিলেন, মক্কার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ـ

যেই মহান সত্তা তোমার প্রতি পবিত্র কুরআনকে ফরয করিয়াছেন তিনিই পুনরায় তোমাকে মক্কায় পৌঁছাইয়া দিবেন। যাহ্হাক (র)-এর মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে আয়াতটি মাদানী, যদিও সামগ্রিকভাবে সূরাটি মাক্কী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) স্বীয় সূত্রে নু'আইম আযকারী (র) হইতে বর্ণনা করেন, لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ এর অর্থ হইল, مَعَادٍ আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই "বাইতুল মুকাদ্দাস"পৌঁছাইয়া দিবেন। যাহারা مَعَادٍ এর অর্থ 'কিয়ামত' উল্লেখ করিয়াছেন অত্র তাফসীরটি তাহাদের এই তাফসীরের অনুরূপ। কারণ বাইতুল মুক্কাদাসের ভূমিতেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

অবশ্য مَعَادٍ শব্দের উল্লেখিত একাধিক বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি মীমাংসা ও হইতে পারে। অর্থাৎ মূল অর্থ 'কিয়ামত' সাব্যস্ত করিয়া অন্যান্য ব্যাখ্যা সমূহকে ইহার অনুরূপ করা সম্ভব। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) مَعَادٍ এর অর্থ কখনও 'মক্কা' দ্বারা করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তথায় পৌঁছাইয়া দিবেন। আর ইবন আব্বাস (রা) এর মতে ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকাল নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। যেমন اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (সূরা নাসর ঃ ১) অবতীর্ণ হইবার পর এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। হযরত ইব্ন আববাস (রা) হযরত উমর (রা)-এর উপস্থিতিতেই উল্লেখিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং হযরত উমর (রা) কোন দ্বিমত পোষণ করেন নাই। বরং তিনি বলিলেন, তুম যাহা জান আমি আমি হইতে পৃথক কিছু জানি না। আর এই কারণেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কখনও مَعَادٍ অর্থ, মৃত্যু উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কখন ও ইহার অর্থ করিয়াছেন, কিয়ামত। যেহেতু কিয়ামত মৃত্যুর পরে সংঘটিত হইবে। আবার কখনও مَعَادٍ এর অর্থ করিয়াছেন, বেহেশত। কারণ, রিসালতের দায়িত্ব পালন করিলে, মৃত্যু ও কিয়ামত সংঘটিত হইবার পর উহার পুরস্কার হিসাবে বেহেশত লাভ করিবেন।

رَبِّىْ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ হে মুহাম্মদ ! যেই লোক তোমার বিরোধিতা করে এবং কাওমের যাহারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও যাহারা তাহাদের অনুসরণ করে তাহাদিগকে তুমি বলিয়া দাও, তোমাদের ও আমার মধ্যে কে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথ অবলম্বনকারী আমার প্রতিপালক উহা ভাল জানেন, আর অচিরেই তোমরা ইহা জানিতে পারিবে যে, কে শুভ পরিণামের অধিকারী হইবে দুনিয়া ও আখিরাতে কে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয়

রাসূল (সা) ও তাঁহার বান্দাগণের প্রতি যেই অসাধারণ নিয়ামত দান করিয়াছেন তাঁহার রাসূল (সা)-কে উহা স্মরণ করাইয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ তুমি তো ইহা কখনও আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করা হইবে, তুমি অহী প্রাপ্ত হইবে।

اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ। কিন্তু কেবল তোমার প্রতি এবং তোমার মাধ্যমে অন্যান্য বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়া তোমার উপর অহী নাযিল করিয়াছেন। আর যেহেতু তুমি আল্লাহর অসাধারণ নিয়ামতপ্রাপ্ত, অতএব فَلاَ تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكَافِرِيْنَ তুমি কাফিরদের সমর্থনকারী হইবে না। বরং তাহাদের সাহায্য সমর্থন হইতে পৃথক থাকিবে, তাহাদের বিরোধিতা করিবে।

وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ আর যখন তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে তখন এমন যেন না হয় যে তাহারা তোমার আদেশ সমূহ পালন করা হইতে বিরত রাখে। অর্থাৎ তাহাদের বিরোধিতার কারণে দুঃখিত হইয়া তুমি যেন আল্লাহর বাণী সমূহের প্রচার হইতে বিরত না থাক। বরং তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে। তাহাদের বিরোধিতা কোন পরোয়া করিবে না। আল্লাহ তোমার সাহায্য করিবেন এবং অন্যান্য সকল দীনের উপর তোমার দীনকে বিজয়ী করিবেন।

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদতের প্রতি আহবান করিতে থাক। আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না"।

وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ আর তুমি আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও ইবাদত করিও না, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি ব্যতিত অার কেহ ইবাদতের যোগ্যই নহে।

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ একমাত্র সেই মহান আল্লাহর সত্তা ছাড়া সকল ব ই ধ্বংস হইবে। চিরজীবি, চিরস্থায়ী সত্তা কেবল তাঁহার সত্তা। অন্যান্য সকল মাখলূক মৃত্যু বরণ করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ -

পৃথিবীর সকল প্রাণীই ধ্বংস হইবে, অবশিষ্ট থাকিবে কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহা প্রতাপ ও সন্মানের অধিকারী। (সূরা রাহমান ঃ ২৬ - ২৭) আয়াতে وَجْهُ শব্দের অর্থ মুখমন্ডল নহে। বরং এখানে পূর্ণসত্তা বুঝান হইয়াছে। كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ এর মধ্যে 'وَجْهُ' দ্বারা আল্লাহ্র সত্তা বুঝান হইয়াছে। বিশুদ্ধ হাদীসে আবূ সালামা এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কবি লবীদ সর্বাপেক্ষা অধিক সত্য কথা বলিয়াছে ঃ

"اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ" মনে রাখিও আল্লাহ্ ব্যতিত সকল বস্তু বাতিল। মুজাহিদ ও সাওরী (র) كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ এর অর্থ করিয়াছে।

اِلاَّ مَا اُرِيْدُ بِهٖ وَجْهَهُ। সকল আমল বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু যেই আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় উহার সাওয়াব অবশিষ্ট থাকিবে। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন জরীর (র) বলেন, যাহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহারা কবির এই কবিতা দলীল হিসাবে পেশ করেন।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ذَنْبًا وَلَسْتُ مُحْصِيْهِ * رَبُّ الْعِبَادِ اِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ ـ

"আমি আমার অগণিত পাপের জন্য বান্দার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যাঁহার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য করা হয় এবং এই উদ্দেশ্য কৃত আমলের বিনিময় ও তাঁহার নিকট প্রাপ্য"। তবে এই মতের পূর্ববর্তী মতের সহিত কোন বিরোধ নাই। কারণ পরবর্তী মতানুসারে আয়াতের অর্থ হইল, সকল আমলই বাতিল কিন্তু যেই সকল নেক আমল দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর কাছে উহার বিনিময় অবশিষ্ট থাকে। আর পূর্ববর্তী মতানুসারে আয়াতের অর্থ হইল, সকল বস্তুই ধ্বংস হইয়া যাইবে অবশিষ্ট থাকিবে কেবলমাত্র আল্লাহর সত্তা। তিনিই আউয়ালও আখির অর্থাৎ সবকিছুর আগেও তিনিই এবং সবকিছুর পরেও তিনিই। আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া তাঁহার "আত্তাফাক্কুর ওয়াল ইতবার" নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ..... আবূল ওয়ালীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) যখন তাহার অন্তরকে নতুনভাবে ওয়াদাবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি বীরান স্থানে গমন করিতেন এবং দ্বারে দন্ডায়মান হইতে অতি চিন্তাযুক্ত স্বরে বলিতেন, কোথায় তোমার বাসিন্দারা। অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করিয়া তিনি এই আয়াত পাঠ করিতেন ঃ "كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ"। আল্লাহ্র সত্তা ছাড়া সকল বস্তুই তো ধ্বংস হইবে।

لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ। সার্বভৌমত্ব তো তাঁহারই, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তো তিনিই আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের সকলকেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এবং তিনি তোমাদের সকলের ভালমন্দের বিনিময় দান করিবেন।

(আল-হামদু লিল্লাহ্ সূরা কাসাস -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ; সূরা আল-আনকাবূত

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. الٓمٓ ۚ

٢. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۚ

٣. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۚ

٤. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۚ

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম; (২) মানুষ কি মনে করে যে আমরা ঈমান আনিয়াছি, এই কথা বলিলেই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে। (৩) আমি তো ইহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম, আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন, কাহারা সত্যবাদী ও কাহারা মিথ্যাবাদী। (৪) যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা কি মনে করে যে তাহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে? তাহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হরূফ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ

ঐ সকল মু'মিনগণ কি এই ধারণা করিয়া বসিয়াছে যে, "আমরা ঈমান আনিয়াছি" এই কথা বলিলেই তাহারা মুক্তি লাভ করিবে? আর তাহাদের পরীক্ষা করা হইবে না?" প্রশ্নটি নেতিবাচক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে তাহাদের ঈমানের পরিমাপে অবশ্যই পরীক্ষা করিবেন। যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত ঃ

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ ثُمْ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يَبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ فَاِنْ كَانَ فِى دِيْنِهِ صَلَابَةً زِيْدَ لَهُ فِى الْبَلَاءِ ـ

"সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন আম্বিয়ায়ে কিরাম। অতঃপর যাহারা সৎলোক অতঃপর পর্যায়ক্রমে যাহারা নিম্নশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ। দীন পালনের মানদণ্ডের ভিত্তিতেই পরীক্ষা সহজ কিংবা কঠিন হয়। যদি কাহারও দীনদারী মযবূত হয় তবে তাহারা পরীক্ষাও অধিক হয়।"

উল্লেখিত আয়াতে বিষয়বস্তু নিম্নের আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছেঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, অথচ, আল্লাহ্ এখনও প্রকাশ্যভাবে ইহা জানিতে পারেন নাই যে, তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছে আর কাহারা ধৈর্যধারণকারী? সূরা বারা'আতেও অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সূরা বাকারায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ

"তোমরা কি সহজেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে বলিয়া ধারণা করিয়াছ? অথচ, এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীগণ যেইরূপ কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিল উহার সম্মুখীন তোমাদের হইতে হয় নাই। তাহাদেরকে ক্ষুধা ও শারিরীক দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল আর এমনভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল যে তাহাদের রাসূল এবং ঐ সকল লোক যাহারা তাহারা সহিত ঈমান আনিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসিবে? জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী"। (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

এখানেও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ـ

তাহাদের পূর্ববর্তী মু'মিনদিগকে আমি পরীক্ষা করিয়াছি। অতএব এখনও তিনি ঐ সমস্ত লোকদিগকে যাহারা স্বীয় ঈমানে সত্য, তাহাদিগকে অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে জানিয়া লইবেন আর যাহারা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী তাহাদিগকেও জানিবেন।

আহলে সুন্নাত আল-জামায়াত এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে যাহা সংঘটিত হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে এবং যাহা হয় নাই, হইলে কেমন হইত উহার সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত। এই কারণে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারীগণ لاَّ لِنَعْلَمَ। এর অর্থ করেন لا لنرى। "যেন আমি দেখিতে পারি"। কারণ " روية " 'দেখা' ইহার সম্পর্ক হয়। বিদ্যমান বস্তুর সহিত। আর ' علم ' ইহার সম্পর্ক বিদ্যমান ও অবিদ্যমান সকল বস্তুর সহিত।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

না কি যাহারা অপকর্ম করিতেছে তাহারা এই ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা আমার আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনয়ন করে নাই তাহারা যেন এই ধারণা পোষণ না করে যে, তাহারা পরীক্ষা ও বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। কারণ ইহার পর আরো অধিক কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ আসন্ন। বস্তুত তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে তাহা অতিশয় জঘন্য।

٥. مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

٦. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

٧. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৫) যে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাতকার কামনা করে, সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসিবেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬) যে কেহ সাধনা

করে সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে, আল্লাহ্ তো বিশ্বজগতে হইতে অনপেক্ষ। (৭) আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের মন্দকর্মগুলি মিটাইয়া দিব এবং তাহাদিগের কর্মের উত্তম ফল দান করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللّٰهِ যেই ব্যক্তি পরকালে আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাতের আশা পোষণ করে, সৎকর্ম করে এবং আল্লাহর নিকট বিপুল বিনিময়ের আশা পোষণ করে, আল্লাহ্ তাহার আশাকে অবশ্যই পূর্ণ করিবেন এবং তাহার আমলের পূর্ণ বিনিময় দান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দু'আ ও প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং বিশ্বের সব কিছুই দেখেন। অতএব তাহাদের কোন প্রার্থনা বৃথা যাইবে না, কোন আমল বিফল হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসিবে, তখন তিনি তাহাদের কর্ম বিনিময় দান করিবেন, তিনি বড়ই শ্রবণকারী ও মহা জ্ঞানী। তাহাদের সকল দু'আ তিনি শুনেন ও সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি উহার বিনিময় দান করিবেন।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ আর যেই ব্যক্তি সৎকাজে প্রচেষ্টা করে সে তাহার নিজের স্বার্থেই প্রচেষ্টা করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ আর যেই ব্যক্তি সৎকাজ করে সে তাহার নিজের উপকারার্থেই করে। উহার উপকার সেই ভোগ করিবে। উহাতে আল্লাহ্র কোনই লাভ নেই। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের কোন কাজেরই মুখাপেক্ষী নহেন। যদি বিশ্বের সকল মানুষ মুত্তাকী পরহিযগার হইয়া যায়, তবে ইহা আল্লাহ্র সাম্রাজ্যের একটু বৃদ্ধি করিবে না। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্ব হইতে বে-নিয়ায, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, "তরবারী চালনার নামই জিহাদ নহে বরং যেই ব্যক্তি জীবনে কোন দিন তরবারী চালনা করে না সেও জিহাদে অংশ গ্রহণকারী হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।"

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের সমস্ত আমল হইতে বেনিয়াজ, তাহা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় বান্দাগণকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন এবং তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তাহাদের অতি ক্ষুদ্র আমলও তিনি গ্রহণ করেন এবং দশ হইতে সাতাশগুণ সাওয়াব দান করেন। অথচ, কোন গুনাহ্ করিলে কেবল একটি গুনাহ্রই শাস্তি দিবেন কিংবা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"আল্লাহ্ এক বিন্দু পরিমাণ অবিচারও করিবেন না। তিনি নেকীকে বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ হইতে বিরাট বিনিময় দান করিবেন"। এখানেও অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْايَعْمَلُوْنَ.

যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর নেক আমল করে, আমি অবশ্যই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিব আর তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দনি করিব।

৮. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

৯. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮) আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সহিত এমন কিছু শরীক করিতে, যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই। তুমি তাহাদিগকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা কি করিতেছিলে। (৯) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভূক্ত করিব।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহারা বান্দাদিগকে তাওহীদের আদর্শকে মযবূত করিয়া ধারণ পূর্বক তাহাদের পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ মানুষের অস্তিত্ব লাভের জন্য পিতামাতা প্রধান উপায় এবং সন্তানের প্রতি তাহাদের বহু ইহ্সান ও অনুগ্রহ। পিতা তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং মাতা তাহাদিগকে স্নেহ মমতা দ্বারা লালন-পালন করিয়া থাকেন। তাহাদের এই অনুগ্রহের কারণে তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান ও তাঁহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْاۤ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ

"আর তোমার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন যে তাঁহাকে ব্যতিত আর কাহারও ইবাদত করিবে না। আর পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যদি তাহাদের একজন কিংবা তাহারা উভয়ই তোমার কাছে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হয়, তবে তাহাদিগকে 'উফ্' ও বলিবে না আর ধমকও দিবে না আর তাহাদের সমীপে সম্মান ও আদবের সহিত কথা বলিবে আর তাহাদের জন্য অনুগ্রহের সহিত বিনয়ের বাহু অবনত করিবে এবং এই দু'আ করিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাহাদের প্রতি তেমনি অনুগ্রহ করুন যেমন অনুগ্রহ করিয়া তাহারা শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করিয়াছিল"। সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪) পিতামাতার ইহসান ও অনুগ্রহের বিনিময় হিসাবে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহ করিবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানকে এই হুকুম দিয়াছেন ঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ

আর যদি তাহারা (পিতামাতা) এই চেষ্টা করে যে, তুমি যেন আমার সহিত শরীক কর, যাহার কোন জ্ঞান তোমার নাই। তবে তুমি তাহাদের অনুকরণ অর্থাৎ তোমার পিতামাতা যদি মুশরিক হয় এবং শিরক করিবার জন্য তাহাদের অনুকরণ করিবার তোমার প্রতি বল প্রয়োগ করে তবে এই বিষয়ে কোন প্রকার অনুকরণ করা যাইবে না। এই বিষয়ে তাহাদের নির্দেশ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কিয়ামত দিবসে তোমরা সকলেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে, তখন আমি তোমাদিগকে স্বীয় দীনের উপর ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিবার জন্য তোমাদের পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তোমাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিব এবং সৎলোকদের দলের সহিত তোমাকে একত্রিত করিব। তোমার মুশরিক পিতামাতার সহিত নহে। যদিও পিতামাতাই পৃথিবীতে তোমার সর্বাপেক্ষা আপন জন ছিল। কিন্তু কিয়ামত দিবসে সেই সকল লোকদের সহিত হাশ্র হইবে যাহাদের সহিত পৃথিবীতে ধর্মীয় সম্পর্ক সম্প্রতি ছিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ ـ

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে নেক ও সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত করিব। ইমাম তিরমিযী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্বীয় ঘটনা বর্ণনা করিলেন, তিনি বলেন, তাহার আম্মা তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ কি তোমাদের স্বীয় আম্মার সহিত

সদ্ব্যবহার করিতে হুকুম করেন নাই? আল্লাহর কসম, আমি খাবারও খাইব না, তুমি ঈমান ত্যাগ করিয়া আমার ধর্মাবলম্বন করিবে। রাবী বলেন, অতঃপর পরিবারের লোকজন তাহাকে জোরপূর্বক খাবার খাওয়াইত। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَنًا وَّاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا -

"আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছি যদি তাহারা তোমাকে আমার সহিত শিরক করাইবার জন্য চেষ্টা করে, তবে তখন তাহাদের অনুকরণ করিবে না"। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা একটি হাসান সহীহ্ হাদীস।

١٠. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ.

١١. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১০) মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন উহারা নিগৃহীত হয়, তখন উহারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিলে উহারা বলিতে থাকে, আমরা তো তোমাদিগের সংগেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যাহা আছে, আল্লাহ্ কি তাহা সম্যক অবগত নহেন। (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মুনাফিক।

তাফসীর ঃ যেই সকল লোকর অন্তরে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই অথচ, তাহারা মুখে ঈমানের দাবী করে ঐ সকল মিথ্যাবাদী লোকদের কিছু অবস্থার কথা আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে আলোচনা করিয়াছেন। আল্লাহর রাহে দুনিয়ায় যখনই তাহারা কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন তাহারা উহাকে শাস্তি মনে করিয়া ইসলাম হইতে বিমুখ হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ـ

কিছু লোক এমনও আছে যাহারা মুখে তো এই কথা বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি কিন্তু যখন আল্লাহর পথে কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা মানুষের দেওয়া কষ্টকে আল্লাহর শাস্তির সমতুল্য মনে করে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন ঐ সকল লোক কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা ইসলাম হইতে বিমুখ হয়। উলামায়ে কেরাম হইতে আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আয়াতে বিষয়বস্তু নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ .... ذٰلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيْدَ ـ

কিছু লোক এমনও আছে যাহারা এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, যদি পার্থিব কোন লাভ হয় আয়েশ আরাম ভোগ করিতে পারে তবে তো শান্ত ও আশ্বস্ত হইয়া যায় আর যদি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তবে বিমুখ হইয়া পড়ে। .... ইহা হইল চরম পথভ্রষ্টতা। (সূরা হাজ্জ ঃ ১১-১২)

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌمِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সাহায্য আগত হয় তবে তাহারা বলে, আমরা তোমাদের অর্থাৎ মুসলমাগণের সাথেই আছি। অর্থাৎ যদি তাহারা মুসলমাদের বিজয় দেখে এবং গনীমতের মাল লাভ করিতে দেখে তবে তাহারা বলে, সত্যসত্যই তাহারা মুসলমান এবং তাহাদের দীনী ভাই। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

যাহারা তোমাদের প্রতীক্ষায় থাকে, অতঃপর তোমাদের বিজয় হয় তবে তাহারা বলে আমরা কি তোমাদের সহিত ছিলাম না? আমরা অবশ্যই ছিলাম অতএব আমরা গনীমতের মালের অংশ লাভ করিব। আর যদি কখনও কাফিররা বিজয়ের অংশ লাভ করে, তবে তাহারা তাহাদের নিকট গিয়া বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয় হইতেছিলাম না? আমরা কি সুযোগ দিয়া তোমাদিগকে মুসলমানদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই? (সূরা নিসা ঃ ১৪১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ -

"সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণকে বিজয়ী করিবেন কিংবা তাহার পক্ষ হইতে মুনাফিকদের প্রতি কোন শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন। তখন তাহারা মনে যাহা কিছু গোপন করিয়াছিল উহার উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে"। (সূরা মায়িদা ঃ ৫২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সাহায্য আসিয়া পড়ে তবে অবশ্যই বলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি।

اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ যদিও ঐ সকল মুনাফিকরা মুসলমানদের সংগে থাকিবার ও তাহাদের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিবার কথা বলে কিন্তু আল্লাহ্ তো সমগ্র বিশ্বের অন্তর্যামী। তিনি প্রকাশ্য গোপন সব কিছুই জানেন।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ -

আর আল্লাহ্ ঐ সকল লোকদিগকেও জানেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর যাহারা মুনাফিক তাহাদিগকেও তিনি জানেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ দুঃখকষ্ট, সুখ শান্তি দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন। এইভাবে দুঃখ কষ্ট ও সুখ শান্তি উভয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করে আর যাহারা কেবল সুখ লাভ করিবার মানসেই তাহার বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। যেনম অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ -

"আর আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যেন তোমাদের মধ্যে যাহারা মুজাহিদ আর যাহারা ধৈর্য-ধারণকারী তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১)

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণের বড়ই পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ -

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিগণকে ঐ অবস্থার উপর ছাড়িয়া রাখিবেন না যেই অবস্থার উপর তোমরা এখন আছ যাবৎ না অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিবেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৭৯)

١٢. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

١٣. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

অনুবাদ ঃ (১২) কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে আমাদিগের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদিগের পাপ ভার বহন করিব। কিন্তু উহারা তো তাহাদিগের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৩) উহারা নিজেদিগের ভার বহন করিবে এবং নিজদিগের বোঝার সহিত আরো কিছু বোঝা। তাহারা যেই মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন, কুরাইশদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহাদিগকে কুরাইশ কাফিররা বলিল, তোমরা তোমাদের নতুন ধর্ম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাদের ধর্মাবলম্বন কর এবং আমাদের পথ ধর।

وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ আমরা তোমাদিগকে ধর্মত্যাগ করিয়া আমাদের পথ অনুসরণ করিবার যেই পরামর্শ দিতেছি এই পরামর্শ গ্রহণ করায় যদি গুনাহ হয়, তবে উহা আমরাই বহন করিব। যেমন কেহ এইরূপ বলিয়া থাকে اِفْعَلْ هٰذَا وَخَطِيْئَتُكَ عَلٰى رَقَبَتِىْ "তুমি এই কাজটি কর, তোমার কোন পাপ হইলে উহা আমার কাঁধে চাপিবে"। আল্লাহ্ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

وَمَا هُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِّنْ شَىْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ -

ঐ সকল কাফিররা গুনাহর বোঝা বহন করিবার যেই প্রতিশ্রুতি দিতেছে, বস্তুত তাহারা উহার কিছুই বহন করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা মিথ্যাবাদী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى -

যদি কোন ভরাক্রান্ত ব্যক্তি কোন পাপের বোঝা বহন করিতে কাহাকেও ডাকে তবে উহার কিছুই বহন করিবে না, সে তোমার অতিঘনিষ্ট আত্নীয় হইলেও না। (সূরা ফাতির:১৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ يُسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُبَصَّرُوْنَهُمْ "কোন বন্ধু তাহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবে না যদিও তাহাদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে"। (সূরা মা'আরিজঃ ১০-১১)

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ আর তাহারা অবশ্যই তাহাদের গুনাহর বোঝা বহন করিবে আর তাদের বোঝার সহিত আরো অনেক বোঝাও বহন করিবে।

অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফির সর্দারদের সম্পর্কে সংবাদ জানাইয়াছেন, যাহারা কুফর ও গুমরাহীর প্রতি আহবান করিত। কিয়ামত দিবসে তাহারা নিজেদের কৃতপাপ সমূহের বোঝাও বহন করিবে এবং অন্যান্য মানুষকে যে গুমরাহ করিয়া পাপ করিয়াছে সে বোঝাও বহন করিবে। কিন্তু গুমরাহ লোকদের পাপ একটুও কম করা হইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ -

ঐ সকল কাফির সর্দাররা তাহাদের নিজেদের কৃতগুনাহ পরিপূর্ণভাবে বহন করিবে আর যাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে তাহাদিগকে গুমরাহ করিবার গুনাহও তাহারা বহন করিবে। (সূরা নাহল ঃ ২৫) বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

مَن دَعَا إلى هدى كَانَ له من الأجرِ مثل أجور من اتبعه إلى يَوم القيَامَة من غير ان ينقق من أجورهم شَيئًا ومن دَعَا إلى ضلالة كَان عَليه من الإثم مثل أثام من اتبعه إلى يَوم القيَامة من غير ان ينقص من أثامهم شَيئا -

"যেই ব্যক্তি হিদায়াতের প্রতি আহবান করে সে কিয়ামত পর্যন্ত উহার অনুসরণ কারীর ন্যায় সাওয়াব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। অথচ তাহাদের সাওয়াব হইতে একটি ও হ্রাস করা হইবে না। আর যেই ব্যক্তি গুমরাহীর প্রতি আহ্বান করে সে ও কিয়ামত পর্যন্ত তাহার অনুসরণকারীর ন্যায় গুনাহগার হইত থাকিবে। অথচ, ঐ সকল লোকদের গুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না"।

বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে ইহাও বর্ণিত, যেই কোন ব্যক্তিকে যুলুম করিয়া হত্যা করা হয় এই হত্যার গুনাহর একাংশ সর্বপ্রথম হত্যাকারী আদম (আ)-এর এক সন্তান অর্থাৎ কাবিল বহন করিবে। কারণ, সেই সর্বপ্রথম হত্যার নিয়ম চালু করিয়াছে।

وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আর তাহারা যে মিথ্যা অপবাদ করিতেছে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ..... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই বিষয়সহ প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি উহা পৌছাইয়াছেন। তিনি ইহাও ইরশাদ করিয়াছেন, 'যুলুম হইতে তোমাদের দূরে থাক, কারণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ বলিবেন, আমার ইজ্জত ও আমার প্রতাপের কসম, আজ আমি একটি যুলুমও ছাড়িয়া দিব না। অতঃপর তিনি একজন ঘোষক ডাকিবেন, অতঃপর তিনি বলিবেন, অমুকের পুত্র অমুক কোথায়? অতঃপর সে আসিবে এবং তাহার নেকীসমূহ ও তাহার সাথেসাথে বিষয়টি পাহাড়ের ন্যায় তাহার সাথে আসিবে। সকল মানুষ উহার প্রতি নযর উত্তোলন করিয়া দেখিবে। সে পরম করুণাময় আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হইবে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষককে হুকুম করিবেন। ঘোষক, এই ঘোষণা করিবে, অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি যাহার কোন অভিযোগ আছে কিংবা সে যদি কাহারও প্রতি যুলুম করিয়া থাকে তাহারা উপস্থিত হউক।

অতঃপর অভিযোগকারীও মযলুম লোকেরা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইব। আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা তোমাদের হক উসূল করিয়া লও। তাহারা বলিবে আমরা কি উপায়ে তাহার নিকট হইতে হক আদায় করিব? তিনি বলিবেন, তোমরা তাহার নেকী হইতে কিছু নেকী লও। তাহারা তাহার নেকী লইবে এবং অবশেষে তাহার একটি নেকীও আর অবশিষ্ট থাকিবে না। অথচ, তখন অনেক মাযলূম অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকেও তাহাদের হক লইতে বলিবেন। তাহারা বলিবে, তাহার তাহার আর কোন নেকী অবশিষ্ট নাই, আমরা কিভাবে হক উসূল করিব? তিনি বলিবেন, তোমাদের গুনাহর বোঝা তাহার উপর চাপাইয়া দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই হাদীস ইরশাদ করিয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ আরো একটি হাদীস ভিন্ন সুত্রে সহীহ গ্রন্থে বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে তাহার পাহাড় সম নেকী সহ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে কাহারও প্রতি যুলুম করিয়াছিল আবার কাহারও মাল জোরপূর্বক ছিনাইয়াছিল। কাহাকেও অপমানিত করিয়াছিল। অতএব মাযলুম তাহার নেকী লইবে, যাহার মাল ছিনাইয়াছিল সেও তাহার নেকী লইবে

এই ভাবে তাহার নেকী শেষ হইয়া যাইবে, তখন অন্যান্যরা তাহাদের গুনাহসমূহ উঠাইয়া তাহার কাঁধে চাপাইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ারী (র) ..... হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ

يا معاذ ان المؤمنين يسئل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتاة .... بما اتاك الله منك ـ

হে মু'আয! কিয়ামত দিবসে মু'মিনকে তাহার যাবতীয় কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এমনকি তাহার চক্ষুর সুরমা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। আর মাটির বিচূর্ণ কণা সম্পর্কেও। অতএব হে মু'আয! এমনটি যেন কিয়ামতের দিবসে না হয় যে অন্য কেহ তোমার নেকী সমূহ লইয়া তোমাকে নিরুপায় করিয়া ফেলে।

١٤. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ.

١٥. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৪) আমি তো নূহ্‌কে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম সে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে, কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী। (১৫) অতঃপর আমি তাহাকে ও যাহারা তরণীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে হযরত নূহ্ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। হযরত নূহ্ (আ) সাড়ে নয়শত বৎসর যাবৎ তাঁহার কাওমকে দিবারাত্র প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহর প্রতি আহবান করিয়াছেন। অথচ, তাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় নাই বরং সত্য হইতে তাহারা পলায়ন করিয়াছে এবং হযরত নূহ্ (আ) ও তাঁহার মুসলমান সাথীগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। মাত্র অল্প সংখ্যক কিছু লোকই ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ

হযরত নূহ্ (আ) তাঁহার কাওমের মধ্যে সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর যাবৎ অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহর দীনের প্রতি আহবান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আহবান ও সর্তক করণ, তাহাদের মত পরিবর্তনে কোন ভূমিকা রাখিতে পারে নাই। অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার কাওমের ধর্মীয় মতবাদ পরিবর্তন করিতে ব্যর্থ হইয়া অনুতপ্ত হইও না। তাহাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তোমার কোন ক্ষমতা নাই। আল্লাহ্-ই যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করে আর যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার সমীপেই প্রত্যাবর্তন করিবে সকলেই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاۤءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ -

যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী সব্যস্থ হইয়া আছে, তাহারা ঈমান আনিবে না, যদিও তাহাদের কাছে সর্বপ্রকার নিদর্শন আগত হউক না কেন? অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অচিরেই বিজয়ী করিবেন, তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন আর তোমার শত্রুকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছাইবেন।

হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, ইউসূফ ইব্ন মাহিক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত নূহ্ (আ) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সাড়ে নয়শত বৎসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছেন এবং মহা প্লাবনের পরে ষাট বৎসর জীবিত ছিলেন। এবং এ সময়েই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত নূহ্ (আ)-এর মোট বয়স সাড়ে নয়শত বৎসর। দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্বে তিনি তাহাদের মধ্যে তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছেন। তিনশত বৎসর কাল দাওয়াত দিয়াছেন এবং প্লাবনের পরে সাড়ে তিনশত বৎসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই রিওয়ায়েতটি অতি দুর্বল। প্রকাশ্যভাবে আয়াত দ্বারা ইহাই বুঝান যায় যেই হযরত নূহ্ (আ) সাড়ে নয়শত বৎসরই তাঁহার কাওমকে দাওয়াত দিয়াছেন। আওন ইব্ন আবূ শাদ্দাদ (র) বলেন, হযরত নূহ্ (আ) তাঁহার কাওমের প্রতি তিনশত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রেরিত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি সাড়ে নয়শত বৎসর পর্যন্ত তাহার কাওমকে দাওয়াত দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরো সাড়ে তিনশত বৎসর জীবিত রহিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটিও দুর্বল। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন রিওয়ায়েত পর্যালোচনা করিবার পর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এর বক্তব্যটি অধিক বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়।

ইমাম সাওরী (র) সালমাহ্ ইব্ন কুহাইল (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন উমর (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

বলতো দেখি হযরত নূহ্ (আ) কত কাল তাঁহার কাওমের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, সাড়ে নয়শত বৎসর। তখন হযরত ইব্‌ন উমর (র) বলিলেন, তখন হইতে এই পর্যন্ত মানুষের বয়স হ্রাস পাইতেছে এবং তাহাদের চরিত্রেও ত্রুটি হইতেছে।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ নূহ্ (আ)-এর কাওমকে প্লাবিত করিয়া নূহ্ ও নৌকায় আরোহণ কারীগণকে আমি রক্ষা করিলাম। সূরা 'হূদ'-এ এই বিষয়ে সবিস্তরে আলোচনা হইয়াছে। উহার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নাই।

وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ আর আমি ঐ নৌকাকে নিদর্শন বানাইয়াছি সারা বিশ্বের জন্য। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত নূহ্ (আ)-এর সেই নৌকাখানিই ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত জুদী পাহাড়ে অবশিষ্ট ছিল। অতএব আল্লাহ্ নূহ্ (আ)-এর সেই নৌকাকেই নিদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, আয়াতে অর্থ হইল, ঐ নৌকার অনুরূপ নৌকাকে আল্লাহ্ নিদর্শন করিয়াছেন। উহার অনুরূপ নৌকা দেখিয়া মহাপ্লাবন আল্লাহর মুক্তি দানের সেই ঘটনা স্মরণে আসে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ -

আর ইহাও তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন, আমি তাহাদের সন্তানগণকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিইয়াছি আর তাহাদের জন্য উহার অনুরূপ আরো বাহন সৃষ্টি করিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ -

"যখন প্লবান আসিল তখন আমি তোমাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইলাম যেন, ইহা তোমাদের জন্য স্মৃতি ও উপদেশমূলক হয় এবং স্মরণ রাখিবার জন্য আল্লাহ্ যেই কানকে শক্তি দান করিয়াছেন, সে কান উহাকে স্মরণ রাখে"। এখানে ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

'আমি আমার প্রীয় নবী নূহকে ও নৌকায় আরোহনকারী মু'মিনগণকে মুক্তি দান করিয়াছিলাম ও উহাকে সরা বিশ্বের জন্য নিদর্শন করিলাম"। বিশেষ নৌকার উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে ঐ জাতীয় নৌকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাকে নিদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে। আরবী পরিভাষায় ইহাকে " التدريج من الشخص الى الجنس। বলা হয়। নিম্নের আয়াতেও এই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়াছে ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنَ -

"আর আমি প্রথম আসমানকে নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সজ্জিত করিয়াছি। আর উহা দ্বারাই শয়তানকে আমি প্রস্তরঘাত করিয়া থাকি"। (সূরা মুলক ঃ ৫) প্রকাশ থাকে যে, যেই নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে আঘাত করা হয় উহা দ্বারা প্রথম আসমানকে সজ্জিত করা হয় না। অতএব আয়াতের অর্থ হইবে নক্ষত্র দ্বারা প্রথম আসমানকে সজ্জিত করা হইয়াছে, উহার অনুরূপ নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে আঘাত করা হয়। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ -

"আর মানুষকে মাটির সারাংশ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহাকে বীর্যের অস্থিতে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছি। এখানে جَعَلْنَاهُ এর 'সর্বনাম দ্বারা ঠিক পূর্ণাংগ মানুষকে বুঝান হয় নাই। বরং মানুষের একটি পর্যায়কে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, جَعَلْنَاهُ এর সর্বনাম দ্বারা হযরত নূহ্ (আ)-এর মহা প্লাবন ও উদ্দেশ্য হইতে পারে।

١٦. وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

١٧. اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

١٨. وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.

অনুবাদ ঃ (১৬) স্মরণ কর, ইব্রাহীমের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর। তোমাদিগের জন্য ইহাই

শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতিত কেবল মূর্তি পূজা করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত যাহাদের পূজা কর তাহারা তোমাদিগের জীবনোপকরণের মালিক নহে। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁহার ইবাদত কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (১৮) তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে জানিয়া রাখ তোমাদিগের পূর্ববর্তীরা নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করিয়া দেওয়া ব্যতিত রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে তাঁহার বান্দা, রাসূল ও তাঁহার খলীল হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, ইব্‌রাহীম তাঁহার কাওমকে কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আহ্‌বান করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট রিযিক অন্বেষণ করিতে ও তাঁহাকেই ভয় করিতে তিনি তাকীদ করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁহাকেই ভয় কর।

ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা জ্ঞানী হও তবে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অর্থাৎ যদি তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁহাকেই ভয় কর তবেই ইহকাল ও পরকালে তোমাদের মঙ্গল হইবে এবং ইহকাল ও পরকালের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, যেই সকল প্রতীমা সমূহকে তোমরা পূজা করিতেছ ইহাদের না-ক্ষতি করিবার ক্ষমতা আছে আর না কাহারও কোন উপকার করিবার সাধ্য আছে। তোমরা নিজেরাই ঐ সকল প্রতীমা সমূহের জন্য কিছু নাম নির্বাচন করিয়াছ এবং উহাদিগকে মাবূদ সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছ। বস্তুত উহারাও মাখলূক- সৃষ্টি। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) ও অনুরূপ তাফসীর পেশ করিয়াছেন। ওয়ালেবী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا। এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। "আর তোমরা নিজ হাতে কিছু প্রতীমা বানাইয়া এবং উহাদের তোমরা ইবাদত করিয়া থাক"। মুজাহিদ (র) এক বর্ণনানুসারে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমা, হাসান কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরগণ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীরের মনোঃপূত তাফসীর ইহাই। বস্তুত এই সকল প্রতীমা রিযিক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না।

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ رِزْقًا অতএব কেবল আল্লাহর নিকটই তোমরা রিযিক অন্বেষণ কর।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি ও আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

رَبِّ هَبْ لِى عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ হে প্রভূ! কেবলমাত্র আপনার নিকটই বেহেশতে আমার জন্য ঘর দান করুন। উক্ত আয়াতদ্বয়ে যেমন প্রর্থনা কেবল আল্লাহ্র নিকটই সীমিত বুঝায়। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াত অর্থাৎ فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ رِزْقًا এর মধ্যে রিযিক অন্বেষণ কেবল আল্লাহ্র নিকটই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিকট অন্বেষণ কর অন্য কাহারও নিকট নহে।

وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ আর তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার শুকুর কর। অর্থাৎ তাঁহার রিযিক আহার করিয়া তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই কৃতজ্ঞ হও।

اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ। কিয়ামত দিবসে তাঁহার নিকটেই তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন তোমাদের প্রত্যেককেই তাহার কৃতকর্মের বিনিময় দান করা হইবে।

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ আর যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যাবাদী মনে কর তবে ইহাতে তাঁহার কোনই ক্ষতি নাই, তোমাদের পূর্বেও বহু সম্প্রদায় তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে, ফলে যেই শাস্তি ও বিপদের সম্মুখীন তাহাদের হইয়াছে উহাও তোমাদের অজানা নহে।

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنَ আর রাসূলের উপর অর্পিত দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া। রিসলাতের যেই দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্ তাঁহাকে হুকুম করিয়াছেন সেই দায়িত্ব পালনই তাঁহার আসল কাজ। আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন আর যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। অতএব হেদায়েত গ্রহণ করিয়া তোমরা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাও। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كُذِّبَ .. الخ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (রা)-এর ব্যাখ্যানুসারে প্রথম আলোচনায় তো সমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং এখন হইতে فَمَا جَوَابُ قَوْمِهٖ পর্যন্ত সকল আলোচনা মধ্যবর্তী আলোচনা। ইব্ন জরীর (র) স্পষ্টভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আয়াত দ্বারা বুঝায় যায় যে, এই সকল কাথাই হযরত ইব্রাহীম (আ) এই সকল আলোচনার মাধ্যমে তিনি কিয়ামত কায়েম হইবার দলীল পেশা করিয়াছেন। কারণ এই সকল আলোচনার পর তিনি স্বীয় কাওমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

١٩. اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

٢٠. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

٢١. يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ.

٢٢. وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاۤءِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

٢٣. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَاۤئِهٖۤ اُولٰۤئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (১৯) উহারা কি লক্ষ্য করে না, কি ভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করেন। ইহা তো আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। (২০) বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃষ্টি, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২১) তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (২২) তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ্ ব্যতিত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই। (২৩) যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দশন ও তাঁহার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়। তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার খলীল হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন, তিনি কিয়ামত প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার কাওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহারা কি ইহা জানে না যে তাহাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, অতঃপর তাঁহারা শ্রবণকারী, দর্শনকারী পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যেই মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে প্রথমবার এইরূপ পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদের ধ্বংসের পরও পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তাঁহার পক্ষে ইহা অতি সহজ। অতঃপর হযরত

ইব্‌রাহীম (আ) তাহাদিগকে আসমান যমীনে আল্লাহ্‌র যেই সকল মহা সৃষ্টবস্তু রহিয়াছে, যেমন– আলোকময় স্থির ও চলমান নক্ষত্রপুঞ্জ, পাহাড় পর্বত, বন জংগল, গাছপালা, ফলফুল, মরুভূমি, নদ-নদী, সাগর মহাসাগর এই সকলের প্রতি চিন্তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল সৃষ্ট বস্তুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাহার অস্তিত্ব চাহিবেন 'কুন' (হও) বলিলে উহা অস্তিত্ববান হইয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ -

তাহারা কি ইহা জানে না যে আল্লাহ্ তা'আলা কি ভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তিনিই পুনরায় উহা সৃষ্টি করিবেন। নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ -

আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছে পুনরায়ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন আর ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِىْ الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَءَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ -

তুমি বলিয়া দাও, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর কিয়ামত দিবসে দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। অন্যত্র অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ -

অচিরেই চর্তুদিকে আমি তাহাদিগকে আমার নির্দশন দেখাইব আর তাহাদের নিজ সত্তার মধ্যেও এমনকি তাহাদের জন্য স্পষ্ট হইবে যে, ইহাই সত্য। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ৫৩) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوْا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُوْنَ -

তাহারা কি কোন বস্তু ছাড়াই সৃষ্ট হইয়াছে না কি তাহারাই সৃষ্টিকর্তা? না কি আসমান যমীন তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে? বরং তাহারা বিশ্বাসই করে না? (সূরা তূর ঃ ৩৫)

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন আর যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করিবেন। অর্থাৎ তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যেমন ইচ্ছা তিনি হুকুম করেন। কেহ তাঁহার হুকুমের বিরোধিতা করিতে সক্ষম নহে। তাঁহার কর্ম সম্পর্কে অভিযোগ করিবার, প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বরং তিনিই সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সৃষ্টি করিবার ও হুকুম করিবার ক্ষমতাও অধিকার কেবল তাঁহারই। তিনি যখনই যাহা কিছু করেন ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক করেন। কাহারও প্রতি তিনি যুলুম করেন না। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

ان الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم ـ

আল্লাহ্ তা'আলা যদি গোটা আসমানের অধিবাসীদিগকে ও পৃথিবীতে বসবাসকারীদিগকে শাস্তি দান করেন, তবে তিনি অবিচার করিবেন না। রিওয়ায়েতটি সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ـ

"তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করিবেন আর যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করিবেন আর তাঁহার নিকটই তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে"।

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ ـ

আর তোমরা আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌কে অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। অর্থাৎ আসমানেও কেহ আল্লাহর মুকাবিলা করিয়া বিজয়ী হইতে পারে না আর যমীনেও কেহ তাঁহার মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা রাখে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা সকল বান্দার উপর বিজয়ী ও ক্ষমতার অধিকারী। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী ও ভীত। তিনি সকল হইতে বে-নিয়ায।

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ ـ

"আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই তোমাদের কার্যনির্বাহী নাই আর না আছে কোন সাহায্যকারী"।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖ ـ

আর যাহারা আল্লাহর নিদর্শন সমুহকে অস্বীকার করে এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকে অর্থাৎ কিয়ামতকেও অস্বীকার করে اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ তাহারা আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইবে রহমতের কোন অংশই তাহারা লাভ করিবে না। وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর তাহাদের জন্য পরকালে রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٢٤. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

٢٥. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ.

অনুবাদ ঃ (২৪) উত্তরে ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, ইহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিতে দগ্ধ কর, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (২৫) ইব্‌রাহীম বলিল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ, পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহয্যকারী থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হেদায়েত পূর্ণ বক্তব্যের পরে গুমরাহ্, কুফর ও বিদ্বেষ পূর্ণ তাঁহার কাওমের ইহা ছাড়া আর কোন জবাব ছিল না, তোমরা তাহাকে হত্যা কর কিংবা জ্বালাইয়া দাও। কারণ, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট অকাট্য দলীল প্রমাণ পেশ করা হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে উহার যুক্তি সংগত কোন জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে তাহারা তাহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইল।

فَقَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ -

"তাহারা বলিল, তোমরা ইব্‌রাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর এবং সেই জ্বলন্ত আগুনে তাহাকে নিক্ষেপ কর। তাহারা ইব্‌রাহীমের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার প্রয়াস চালাইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকেই অধঃপতদিগের অর্ন্তভূক্ত করিলাম"। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৯৭-৯৮)

বস্তুত তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ লাকড়ী একত্রিত করিয়া এক বিরাট স্তুপ করিয়াছিল। উহার চর্তুদিকে দেওয়াল নির্মাণ করিয়া আগুন প্রজ্জ্বলিত করিল। উহার অগ্নিশিখা উর্ধগগন স্পর্শ করিতে চাহিল। ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে বড় তেজস্বি অগ্নিশিখা আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর তাহারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে হাতে পায়ে বাঁধিয়া মিনজনীকের (চরকার) সাহায্যে ঐ ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমায় উহা হযরত ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইল। তিনি কিছু দিন উহার মধ্যেই অবস্থান করিয়া বাহির আসিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এই অগ্নি পরীক্ষা এবং আরো কতিপয় কঠিন পরীক্ষা করিয়া জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাঁহার অন্তরকে আল্লাহর ধ্যানে নিয়োগ করিয়াছিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই তিনি হাঁসিমুখে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশ পালনার্থে স্বীয় পুত্র সন্তানকে কুরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন আর স্বীয় মালকে তাঁহারই সন্তুষ্ট লাভের প্রেরণায় অতিথিদের জন্য উৎসর্গ করিয়ছিলেন। আর এই কারণেই সকল জাতি ধর্মের লোকেরা তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার কাওমের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিলেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে শীতল করিয়া দিলেন এবং তাহার জন্য শান্তিদায়ক করিলেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

অবশ্যই ঐ সকল লোকের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে যাহারা বিশ্বাস করে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার কাওমকে ধমক প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলে যে এই সকল প্রতীমা সমূহকে মা'বুদ বানাইয়াছ, ইহা তো কেবল এই কারণে যে, পৃথিবীতে তোমাদের পারস্পরিক আন্তরিক ভালবাসা রহিয়াছে। আর পারস্পারিক সেই ভালবাসার কারণেই তোমরা প্রতীমা পূজায় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছ। مَوَدَّةَ -কে যবর দিলে এই অর্থ হইবে, আর যদি مَوَدَّةُ -কে পেশ দেওয়া হয় তবে অর্থ হইবে, তোমরা প্রতীমা পূজা করিতেছ এই কারণে যে, তোমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে তাহাদের পারস্পরিক ভালবাসাও সম্প্রীতি শত্রুতায় পরিণত হইবে এবং একে অপরে পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্কের অস্বীকার করিবে।

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا আর একে অপরকে অভিশাপ দিবে অর্থাৎ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা অধিনস্থ তাহারা নেতাগণকে অভিশাপ দিবে আর নেতাগণও অধিনস্থদিগকে অভিশাপ দিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে তখনই তাহাদের অনুরূপ অন্যদলকে তাহারা অভিশাপ করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ -

সকল বন্ধুরাই সেইদিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে একে অন্যের শত্রু হইবে। কিন্তু যাহারা মুত্তাকী ও পরহেযগার তাহারা সেই দিনেও পারস্পারিক বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭)

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَاْوَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نَّصِرِيْنَ তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে দোযখ আর তোমাদের কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তোমাদের বিচার হইবার পর সোজা তোমাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেহই তোমাদের সাহায্যের জন্য আসিবে না। ইহা তো হইবে কাফিরদের অবস্থা। কিন্তু মু'মিনদের অবস্থা হইবে ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত উম্মে হানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একই ময়দানে একত্রিত করিবেন। ঐ ময়দানের দুই প্রান্ত যে কতদূরে অবস্থিত তাহা কি কেহ জানে? হযরত উম্মে হানী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ ইহার পর একজন ঘোষক আরশের নিচ হইতে হে তাওহীদ পন্থিগণ বলিয়া আহ্বান করিবে। তখন তাহারা মাথা উঁচু করিবে। ইহার পর পুনরায় আহবান করিবে, হে তাওহীদ পন্থিগণ! এইভাবে তৃতীয়বারও আহবান করিবে, হে তাওহীদ পন্থিগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তখন তাহারা দণ্ডায়মান হইবে এবং পৃথিবীর পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে দাবী তুলিবে। অর্থাৎ মাযলুম যালিম হইতে তাহার হক লইতে চাহিবে, তখন ঘোষণা করা হইবে হে তাওহীদ পন্থিগণ! তোমরা একে অন্যকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ইহার বিনিময় দান করিবেন।

٢٦. فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

٢٧. وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (২৬) লূত তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইব্‌রাহীম বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য দেশ ত্যাগ করিতেছি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি ইব্‌রাহীমকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তাহার বংশধরদিগের জন্য স্থির করিলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাহাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করিয়াছিলাম, আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর দাওয়াতের ফলে হযরত লূত (আ) তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত লূত (আ) ছিলেন ইব্‌রাহীম (আ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ তিনি ছিলেন হারান ইব্‌ন আযরের পুত্র। তাঁহার কাওম হইতে তিনি কেবলমাত্র হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনেন। আর ঈমান আনিয়াছিলেন হযরত সারাহ– যিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর স্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন হয়, বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন যালিম বাদশাহর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন হযরত 'সারাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সারাহ' আমার ভগ্নি। হযরত ইব্‌রাহীম 'সারাহ'-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, যালিম বাদশাহ তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমাকে আমার ভগ্নি পরিচয় দিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিওনা। কারণ তুমি তো আমার 'দীনী বোন'। তুমি ও আমি ব্যতিত আর কেহ মু'মিন নাই। অথচ, উপরোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হযরত 'সারাহ' তাঁহার স্ত্রী ছাড়াও লূত মু'মিন ছিলেন। এই বিরোধের উত্তর হইল, সম্ভবত হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর এই কথার উদ্দেশ্য হইল, সারা পৃথিবীতে আমি ও তুমি ছাড়া কোন মুসলমান স্বামী-স্ত্রী নাই। হযরত লূত (আ) হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান তো আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত সিরিয়া হিজরত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সাদূম বাসীদের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যেমন পূর্বে ইহার আলোচনা হইয়াছে এবং পরে আরো হইবে।

وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ আর তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করিব। قَالَ ক্রিয়াপদের সর্বনামটি 'লূত' শব্দের প্রতিও প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। কারণ ইহাই নিকটতম শব্দ। অর্থাৎ হযারত লূত (আ) বলিলেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করিব। আর ইহারও সম্ভাবনা এই যে সর্বনামটি ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করিবে। তখন অর্থ হইবে ইব্‌রাহীম (আ)

বলিলেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের প্রতি হিজরত করিব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত লূত (আ)-এর ঈমান আনিবার পর হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার কাওমের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হইয়াই এই কথা বলিয়ছিলেন, যে দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে গমন করিবেন। তিনি তাহাদের মাঝে আর অনর্থক সময় কাটাইবেন না।

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত মহাকুশলী। ইযযত সম্মান কেবল তাঁহার, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণের। তিনি তাঁহার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ও হুকুম আহকামে মহাকুশলী। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম ও লূত (আ) উভয়ই কূফা অঞ্চলের 'কূসী' হইতে শাম (সিরিয়া) দেশে গমন করিলেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেই এক হিজরতের পরে আর এক হিজরত হইবে। সারা পৃথিবীর লোক হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর হিজরতের দেশে হিজরত করিবে। তখন পৃথিবীতে কেবল অসৎ লোক অবশিষ্ট থাকিবে, এমনকি তাহাদের যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে। একটি আগুন তাহাদিগকে শূকর ও বানরের সহিত একত্রিত করিবে, দিবারাত্র উহাদের সহিতই তাহারা বসবাস করিবে। আর তাহাদের শরীর হইতে নির্গত বস্তু (মলমূত্র) আহার করিবে।

ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আ'স (রা) হইতে আরো দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়াহ (র)-এর বায়'আত গ্রহণকালে আমি শাম (সিরিয়া) উপস্থিত হইলাম। তথায় পৌঁছাইয়া নাওফ বাক্কালীর অবস্থান সম্পর্কে জানিতে পারিয়া আমি তাঁহার নিকট গমন করিলাম। এমন সময় তথায় এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল, জানা গেল তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আ'স (রা)। নাওফ তাঁহাকে দেখিয়া নীরব হইয়া গেলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি অচিরেই এক হিজরতের পরে আর এক হিজরত সংঘটিত হইবে। সারা পৃথিবীতে তখন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন। একটি আগুন তাহাদিগকে শূকর ও বানরের সহিত একত্রিত করিবে, তাহারা দিবারাত্র উহাদের সহিতই অবস্থান করিবে। এবং ঐ সকল শূকর ও বানর হইতে নির্গত বস্তু তাহারা আহার করিবে।

হযরত আম্র ইব্ন আ'স (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, পূর্বাঞ্চল হইতে কিছু এমন লোকও বাহির হইবে যাহারা কুরআন পাঠ করিবে অথচ, কুরআন তাহাদের হলকূম (কণ্ঠনালী) অতিক্রম করিবে না। তাহাদের একটি দলের

পর আর একটি দলের আবির্ভাব ঘটিবে। আবার তাহাদের বিলুপ্তির পরে অনুরূপ আর একটি দলের আর্বিভাব ঘটিবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার এই উক্তটি বিশ বারেরও বেশী বলিলেন, এমন কি তাহাদের সর্বশেষ দল হইতে দাজ্জালের আর্বিভাব ঘটিবে। ইমাম আহমাদ (র) আবূ দাউদ ও আব্দুস্ সামাদ (র) হইতে তাঁহারা হিশাম দস্তুয়ায়ী (র) হইতে তিনি কাতাদাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে জিহাদ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, এক হিজরতের পর পুনরায় অপর হিজরত সংঘটিত হইতে এবং পৃথিবীর লোক হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে গমন করিবে। ইহার পর পৃথিবীতে কেবল অসৎলোক অবশিষ্ট থাকিবে। যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন, একটি আবর্তন তাহাদিগকে শূকর ও বানরের সহিত একত্রিত করিবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি সময় এমন ছিল যখন দিনার দিরহামের মালিক ব্যক্তি তাহার দীনার ও দিরহামের ব্যাপারে অন্য একজন মুসলমান ভাই অপেক্ষায় অধিক যোগ্য মনে করা হইত না। ইহার পর আরো একটি সময় এমন আসিয়াছে যখন একজন মুসলমান ভাই অপেক্ষা আমাদের নিকট দিরহাম ও দীনার অধিক প্রিয় বলিয়া মনে হইত আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, যদি তোমরা শূকরের লেজের পিছনে পড়িয়া থাক এবং ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হও আর আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা ছাড়িয়া দাও তবে লাঞ্ছনার রশি তোমাদের গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে এবং যাবৎ না তোমরা তাওবা করিয়া তোমাদের সাবেক স্থানে প্রত্যাবর্তন করিবে, উহা হইতে তোমরা মুক্ত হইবে না।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি ইহাও বলিতে শুনিয়াছি, এক হিজরতের পর পুনরায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে হিজরত সংঘটিত হইব। তাহাদের যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন এবং একটি আগুন তাহাদিগকে শূকর ও বানারের সহিত একত্রিত করিবে। তাহারা উহাদের সহিতই বসবাস করিবে। তাহারা উহাই আহার করিবে যাহা উহাদের শরীর হইতে নির্গত হইবে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি আমার উম্মাত হইতে একদল লোকের আর্বিভাব হইবে, যাহারা অসৎ কাজ করিবে অথচ কুরআন পাঠ করিবে। কিন্তু উহা তাহাদের হলকের (কণ্ঠনালী) নিচে যাইবে না। তাহাদের জ্ঞান দেখিয়া স্বীয় জ্ঞানকে তুচ্ছ মনে করিবে। ঐসকল লোক যখন আত্মপ্রকাশ করিবে তখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে এবং তাহারাই ধন্য তাহাদিগকে তাহারা হত্যা করিয়া শহীদ করিবে। আল্লাহ্ তখনই তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই উক্তিটি বিশবার কিংবা ততোধিক বার উল্লেখ করিলেন আর আমি উহা শুনিতে থাকিলাম। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হাসান ইব্‌ন ফয্‌ল (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেই পৃথিবীর লোক একবার হিজরত করিবার পর পুনরায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে হিযরত করিবে। যখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে কেবল অসৎ লোকই অবশিষ্ট থাকিবে। যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন। একটি আগুন তাহাদিগকে বানর ও শূকরের সহিত একত্রিত করিবে। তাহারা দিবারাত্র উহাদের সহিত বসবাস করিবে। আর তাহাদের শরীর হইতে নির্গত বস্তুই তাহারা আহার করিবে। হাদীসটি গরীব। বাহ্যত রাবী ইমাম আওযাঈ (র) হাদীসটি তাঁহার কোন দুর্বল শায়খ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আ'স (রা) হইতে তাঁহার রিওয়ায়েত অধিক সংরক্ষিত।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ আর আমি তাহাকে পর্যায়ক্রমে পুত্র ইসহাক ও পৌত্র ইয়াকূব দান করিয়াছি"। আয়াতটি فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا نَبِيًّا এর অনুরূপ। আয়াতের অর্থ হইল ইব্‌রাহীম যখন তাহার কাওম হইতে পৃথক হইয়া গেলেন, তখন তাঁহাকে পর্যায়ক্রমে ইসহাক ও ইয়াকূব দান করিয়া চক্ষু শীতল করিলাম। তাঁহাদের প্রত্যেককে আমি নবী করিলাম। অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) দান করিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই হযরত ইসহাককে সুসন্তান দান করিলেন। এবং উভয়কে নবী করিয়া হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর চক্ষু শীতল করিলেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً আর আমি ইব্‌রাহীম (আ)-কে পুত্র হিসাবে ইসহাককে দান করিয়াছি এবং পৌত্র হিসাবে অতিরিক্ত ইয়াকূবকেও দান করিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ আর আমি তাহাকে ইসহাক ভূমিষ্ট হইবার সুসংবাদ দান করিলাম। অর্থাৎ ইব্‌রাহীম ও সারার এর জীবনেই ইসহাকের ঔরশে ইয়াকূব জন্মগ্রহণ করিবে এই সংবাদও জানাইলাম। যাহা দ্বারা তাহাদের চক্ষু শীতল হইবে। হযরত ইয়াকূব (আ) যে হযরত ইসহাকের সন্তান ইহা পবিত্র কুরআনে আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত এবং হাদীসে নব্বীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছেঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ـ

"হযরত ইয়াকূব (আ) যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হইলেন, তখন তিনি স্বীয় সন্তানগণকে, জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মৃত্যর পরে তোমরা কাহার ইবাদত করিবে? তাহারা বলিল, আমরা আপনার মা'বূদ এবং আপনার পূর্ব পুরুষগণের মা'বূদ অর্থাৎ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মা'বূদ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিব"। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم -

" সম্মানিত পুরুষ তাঁহার পিতা সাম্মানিত তাঁহার পিতা সম্মানিত তাঁহার পিতা তাঁহারা হইলেন ইউসুফ, তাঁহার পিতা ইয়াকুব, তাঁহার পিতা ইসহাক, তাঁহার পিতা ইব্‌রাহীম। তবে আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে, হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) উভয়ই হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পুত্র। ইহার অর্থ হইল সন্তানের সন্তান ও সন্তানতূল্য। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছেও এই অর্থটি অবোধগম্য নহে।

وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ আর আমি তাহার (ইব্‌রাহীমের) বংশে নবুওয়াত এবং কিতাব দান করিয়াছি'। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আল্লাহ্ তাঁহার খলীল মনোনীত করিয়া ও তাঁহাকে জাতির ইমাম বানাইয়া তাঁহার প্রতি ইহা আরো একটি বিরাট নিয়ামত যে, তাঁহারই বংশে নবুওয়াত ও কিতাব দান করিয়াছেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরে যত নবীর আর্বিভাব ঘটিয়াছে তাঁহারা সকলেই ছিলেন তাঁহারই বংশের। বনী ইসরাঈলের সকল নবী এই রূপ ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর এবং তিনি ছিলেন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (আ)-এর পুত্র। অতএব সকল ইসরাঈলী নবী ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সন্তান। এমন কি তাঁহাদের সর্বশেষ নবী। হযরত ঈসা (আ) ও বনী ইসরাঈলী ছিলেন, তাঁহার আর্বিভাব হইলে তিনি তাঁহার কাওমের এক সমাবেশে মানবকুলের সরদার সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী কুরাশী হাশেমীর শুভ সংবাদ দান করিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীমের বংশ হইতে রাসূল হিসাবে একমাত্র তাঁহাকেই নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি ব্যতিত হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশ হইতে অন্য কোন নবী-রাসূল আর্বিভূত হন নাই।

وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ আর পৃথিবীতে আমি তাহাকে তাহার বিনিময় দান করিয়াছি এবং পরকালেও সে সালিহগণের অর্ন্তুভূক্ত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিবার পর তাঁহার জন্য পর্থিব ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে তিনি রিযিকের প্রাচুর্য, বসবাসের জন্য প্রশস্ত আবাস এবং সুমিষ্ট পানি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া

নেক, সৎ সতী স্ত্রী ও উত্তম প্রশংসাও লাভ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ধন্য হইতে চাহিত। তবে তিনি এই মর্যাদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আর ইব্রাহীম যে, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র যাবতীয় হুকুম পালন করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

আর ইব্রাহীম ছিলেন ইমাম, আল্লাহর নিষ্ঠাবান, ইবাদতকারী, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আর পরকালে তিনি হইবেন নেক ও সালিহ্ ব্যক্তিবর্গের অর্ন্তভূক্ত।

২৮. وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ·

২৯. اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ·

৩০. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ·

অনুবাদ ঃ (২৮) স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদিগের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। (২৯) তোমরাই পুরুষে উপগত হইতেছ। তোমরাই তো নিজদিগের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক, উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, আমাদিগের উপর আল্লাহ্র আযাব আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত লূত (আ)-এর কাওম যেই অপকর্ম করিত, বিশেষত তাহারা যেই অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল, যাহা ইতিপূর্বে সারা বিশ্বময় ইতিহাসে কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহ ছাড়া তাহারা কুফরী করিত। তাহারা রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিত, উপরন্ত তাহারা দুস্য বৃত্তিতেও লিপ্ত ছিল। তাহারা পথেপথে পথিকের অপেক্ষায় থাকিত এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল লুণ্ঠন করিত। তাহাদের এই সকল অপকর্মের প্রতিবাদ করিলে তাহারা তাঁহাকে লইয়া উপহাস করিত। আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে ইহারই বর্ণনা দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ আর তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসে অশ্লীল কাজ কর। অর্থাৎ হযরত লূত (আ) এর কাওম ভরা মজলিসে অপকর্ম ও অকথ্য বাক্যালাপ করিত অথচ, কেহই উহার প্রতিবাদ করিত না। হযরত মুজাহিদ (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) ও কাসিম (র) বলেন, তাহারা ভরা মজলিসে বায়ু ছাড়িত এবং অট্টহাসি করিত। কেহ বলেন, তাহারা ভেড়া লড়াই ও মোরগ লড়াই সংঘটিত করিত। ইহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য অপকর্ম করিত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন উসামাহ (র) ..... উম্মে হানী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম وَتَأْتُوْنَ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ। এ অর্থ কি? তিনি বলিলেন, তাহারা পথিকদিগকে কংকর মারিত এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করিত। ইহাই হইল ঐ অপকর্ম যাহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে المنكر। দ্বারা করা হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন জরীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, রিওয়ায়েতটি হাসান। সিমাক (র) হইতে কেবল হাতিম ইব্‌ন আবূ সগীরাহ (র) রিওয়ায়েত করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন আরাফাহ (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, المنكر। দ্বারা সিটি বাজান, কবুতর বাজী, গুলাইল খেলা, ভিক্ষাবৃত্তি করা ও মজলিসে উলংগ হওয়া ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

হযরত লূত (আ)-এর প্রতিবাদের পরে তাহার কাওমের ইহা ছাড়া আর কোন জবাবই ছিল না যে, তাহারা ঠাট্টা ও বিদ্রুপ মূলকভাবে তাঁহাকে বলিত, আচ্ছা তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে তুমি আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতীর্ণ কর। যেহেতু তাহার বিদ্রুপ করিয়া এইরূপ বলিত, এই কারণে হযরত লূত (আ) আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ঃ

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ হে আমার প্রতিপালক! আপনি এই সকল ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের উপর আমাকে সাহায্য করুন।

٣١. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْآ اِنَّا مُهْلِكُوْآ اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ.

٣٢. قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ.

٣٣. وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ.

٣٤. اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

٣٥. وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ সুসংবাদ সহ ইব্‌রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, আমরা এই জনপদ বাসীদিগকে ধ্বংস করিব। ইহার অধিবাসিরা তো যালিম। (৩২) ইব্‌রাহীম বলিল, এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে। উহারা বলিল, সেথায় কাহারা আছে, তাহা আমরা ভাল জানি। আমরা তো লূতকে ও তাঁহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই। তাঁহার স্ত্রীকে ব্যতিত, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অর্ন্তভূক্ত। (৩৩) এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদিগের জন্য সে বিষন্ন হইয়া পড়িল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল। উহারা বলিল, ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিব। তোমার স্ত্রী ব্যতিত, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অর্ন্তভূক্ত। (৩৪) এই জনপদ বাসীদিগের উপর

আকাশ হইতে শাস্তি নাযিল করিব। কারণ উহারা পাপাচার করিতেছিল। (৩৫) আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নির্দশন রাখিয়াছি।

তাফসীর ঃ হযরত লূত (আ) তাঁহার কাওমের চরম অবাধ্যতার পরে তিনি যখন আল্লাহর দরবারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহার সাহায্যার্থে ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা প্রথম হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট অতিথির বেশে উপস্থিত হইলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাহাদিগকে অতিথি মনে করিয়া আপ্যায়ন করিতে চাইলেন। কিন্তু খাবারের প্রতি তাহাদের কোন আগ্রহ না বুঝিয়া তাহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। ফিরিশ্‌তাগণ ইহা বুঝিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী হযরত 'সারাহ' এর গর্ভে এক সুসন্তান ভুমিষ্ঠ হইবার সুবংবাদ দান করিলেন। হযরত 'সারাহ' নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া তিনি বিস্মীত হইলেন। সূরা হূদ, সূরা হিজ্‌র-এ এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফিরিশ্‌তাগণ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে সুসন্তানের সংবাদ দান করিবার পর তাঁহাকে ইহাও জানাইলেন যে, তাঁহারা হযরত লূত (আ)-এর কাওমকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে আরো কিছু অবকাশ দান করিবার জন্য বলিলেন, তথায় তো লূত (আ) রহিয়াছে। অবকাশ দানের যেই ধারণা তাহার অন্তরে সৃষ্টি হইয়াছি উহার মূলে এই প্রেরণাই বিদ্যমান ছিল, সম্ভবত অবকাশ পাইয়া তাহারা ঈমান আনিবে। কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলি ঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ তথায় কাহারা রহিয়াছে তাহা আমরা খুব ভাল করিয়া জানি, আমরা তাঁহাকে ও তাহার বিশেষ বিশেষ লোকজনকে বাঁচাইয়া লইব।

اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে আমরা বাঁচাইব না সে ধবংসপ্রাপ্ত লোকদেরই অর্ন্তভূক্ত হইবে। কারণ, সে তাহাদের 'কুফর' এর উপর অধিক উৎসাহিত করিত, তাহাদিগকে অশ্লীল কাজের জন্য উৎসাহ যোগাইত। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত বৈঠক শেষ হইবার পর ফিরিশ্‌তাগণ সুদর্শনা যুবকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি যখন তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا তিনি চিন্তিত হইলেন এবং অন্তর সংকুচিত হইল। তিনি ভাবিলেন, যদি তিনি তাহাদিগকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে তাহার কাওম তাহাদের উপর চড়াও হইবে। আর যদি অতিথি হিসাবে গ্রহণ না করেন। তবে তাহারা নিজেরাই ঐ সকল দুষ্ট লোকদের হস্তগত হইবে, তাৎক্ষণিকভাবে তাঁহাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

لَا تَخَفْ وَلَاتَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلاَّ اَمْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

"ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন, আমরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফিরিশ্‌তা, আপনার কাওম আমাদের উপর কোন অসাদাচার করিতে সক্ষম হইব না। অতএব আপনি ভীত হইবেন না চিন্তিত হইবেন না, আমরা বরং তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। অবশ্য আপনাকে ও আপনার বিশিষ্ট লোকজনকে আমরা শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া লইব। তবে আপনার স্ত্রী বাঁচাইতে পারিব না, সেও ধ্বংস হইবে। আমরা এই জনপদ অধিবাসীদের আযাব নাযিল করিব। কারণ, তাহারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত রহিয়াছে"।

হযরত জিব্‌রীল (আ) তাহাদের বসতীকে মূল হইতে উৎপাদন করিয়া আসমান পর্যন্ত উথিত করিলেন এবং উহাকে উল্টাইয়া নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ছাড়া তাহাদের ঐ বসতীকে একটি চিহ্নিত পাথরও ছুড়িলেন। আর তাহাদের ঐ বসতীকে একটি দুর্গন্ধময় তিক্ত পানির সাগরে পরিণত করিয়া দিলেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহাকে একটি উপদেশমূলক স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রখিয়া দিলেন। আর কিয়ামত দিবসেও তাহারা কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। আর এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ আর আমি উহা হইতে জ্ঞানীজনদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছি। যেন তাহারা উহা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ بِالَّيْلِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ আর তোমরা ঐ সকল ধ্বংশপ্রাপ্ত লোকদের বসতীর উপর দিয়া তো দিবারাত্র অতিক্রম কর। তবে তোমরা কি বুঝ না? (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৩৭)

٣٦. وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۔

٣٧. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ۔

অনুবাদ ঃ (৩৬) আর মাদ্‌ইয়ান বাসীদিগের প্রতি তাহাদিগের ভ্রাতা শু'আইবকে পাঠাইছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর,

শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। (৩৭) কিন্তু তাহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল, অতঃপর উহারা ভুমিকম্পন দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত শু'আইব (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার কাওম মাদইয়ানের অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিতে হুকুম করিলেন এবং কিয়ামত দিবসে তাঁহার শাস্তিকে ভয় করিবার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَارْجُوْا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ। হে আমার কাওম! তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পরকালের শাস্তির ভয় কর। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, وَارْجُوْا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ এর অর্থ وَاخْشَوْا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ। "তোমরা পর কালের শাস্তির ভয় কর"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ এখানেও يَرْجُوْا ক্রিয়াটি يخشى এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ আর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করিও না। হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার কাওমকে ফাসাদ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিলেন। বস্তুত তাহারা মাপে কম করিত এবং পথে ঘাটে ডাকাতি করিয়া মানুষের মাল লুণ্ঠন করিত। ফলে আল্লাহ্ দাহাদিগকে এক ভূ-কম্পনের মাধ্যমে ধ্বংস করিয়া দিলেন। এক বিরাট শব্দে তাহাদের অন্তর বাহির হইয়া আসিল ও প্রাণপাখী উড়িয়া গেল। সূরা- আ'রাফ, হূদ ও শু'আরা'এর মধ্যে তাহার ঘটনা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ হযরত কাতাদাহ (র) বলেন ঃ جٰثِمِيْنَ শব্দটি ميتين অর্থে-ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের ঘরে মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, ইহার অর্থ হইল, একজনের উপর আর একজন উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

٣٨. وَعَادًا وَّثَمُوْدَاۡ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ

٣٩. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ ۝

٤٠. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

অনুবাদ ঃ (৩৮) এবং আমি আদও সামূদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, উহাদের বাড়ী ঘর তোমাদিগের জন্য ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান উহাদিগের কাজকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল। এবং তাহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাঁধা দিয়াছিল। যদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ। (৩৯) এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফির'আউন ও হামানকে; মূসা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ আসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত, কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই। (৪০) তাহাদিগের প্রত্যেককে তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম; উহাদিগের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তর সহ প্রচন্ড ঝটিকা। উহাদিগের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ। আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই। তাহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছে।

তাফসীর ঃ যেই সকল সম্প্রদায় তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন যে, কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। আর কি ধরনের শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। আর কত নির্মমভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হইয়াছিল। আদ জাতি ছিল হযরত হূদ (আ)-এর উম্মাত। তাহারা ইয়ামানের হদরামাওত নামক শহরের নিকটবর্তী আহকাফ নামক স্থানে বাস করিত। আর সামুদ জাতি ছিল, হযরত সালিহ্ (আ)-এর উম্মাত। তাহারা 'ওয়াদিল কুরা' এর নিকটবর্তী হিজ্‌র নামক স্থানে বাস করিত। এই দুইটি জাতির আবাসস্থল আরবদের নিকট সুপরিচিত ছিল। তাহারা অধিকাংশ সময়ে

তাহাদের জনপদ হইয়া অতিক্রম করিত। কারূন ছিল বিশাল ধনরাশির অধিকারী এবং তাহার ছিল একরাশ চাবী। ফিরাউন ছিল হযরত মূসা (আ)-এর যুগে মিসরের সম্রাট এবং হামান ছিল তাহার প্রধান মন্ত্রী। উভয়ে ছিল কিব্‌তী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের মহাশত্রু।

أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ। উল্লিখিত আল্লাহ্‌র রাসূল বিরোধী সকলকেই আমি (আল্লাহ্) তাহাদের পাপের কারণে যথাযোগ্য শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিয়াছি।

فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ঐ সকল অপরাধী হইতে কতক তো এমন ছিল। যাহার উপর আমি (আল্লাহ্) প্রচন্ড বায়ু প্রেরণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছি। আর তাহারা হইল, আদ জাতি। তাহারা বলিত, আমরা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এমন আর কে আছে যে, যাহারা আমাদের শক্তি অপেক্ষা ও অধিক শাক্তির অধিকারী? তাহাদের প্রতি অতি তীব্র শীতল বায়ু অতি ঝঞ্ঝা বেগে প্রবাহিত হইল, ভূ-পৃষ্ঠের পাথর উত্তোলন করিয়া মাথা নিচু করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করা হইল। ফলে তাহাদের শরীর হইতে মাথা পৃথক হইয়া এমনভাবে পড়িয়া রহিল যেন শাখাবিহীন খেজুর গাছের কাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ আর তাহাদের মধ্য হইতে কতক এমনও ছিল, যাহাকে বিকট ধ্বনি পাকড়াও করিয়াছিল। আর এই সম্প্রদায় ছিল সামূদ সম্প্রদায়। তাহাদের সম্মুখে সকল দলীল প্রমাণ পেশ করা হইয়াছিল। এমন কি তাহারা পাহার ফাটিয়া যেই উষ্ট্রী বাহির করিবার দাবী করিয়াছিল, উহা তাহাদের সম্মুখে হুবহু তাহাদের দাবী পূরণ করা হইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাহাদের এ কুফর ও অবিশ্বাসের উপর অটল রহিল এবং আল্লাহ্‌র নবী হযরত সালিহ্ (আ) ও মু'মিনগণকে ধমক দিতে শুরু করিল। তাহারা তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার হুমকিও দিল এবং প্রস্তরাঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ নাশের ও ধমক দিল। ফলে তাহাদের উপর এমন এক বিকট ধ্বনি আসিল যাহার দরুণ তাহারা চিরতরে নীরব হইয়া গেল।

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ আর তাহাদের মধ্য হইতে কতক এমনও ছিল যাহাকে ভূ-গর্ভে ধসাইয়া দিয়াছি। আর ঐ ব্যক্তি হইল কারূন, যে তাহার প্রতিপালকের অবাধ্য হইয়াছিল, তাহার নাফরমানী করিয়াছিল এবং ভূ-পৃষ্ঠে অতিশয় গর্বভরে ও অহংকারের সহিত চলাচল করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার ঘর-বাড়ীসহ তাহাকে ভূগর্ভে ধসাইয়া দিয়াছেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে ধসিতে থাকিবে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا আর অপরাধিদিগের মধ্য হইতে কতক এমনও ছিল যাহাকে আল্লাহ্ নদীতে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আর তাহারা হইল ফির'আউন তাহার প্রধানমন্ত্রী ও সমস্ত সেনাদল। একই সকালে তাহাদের সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা সলিল সমাধি করিয়াছেন। তাহাদের সংবাদবাহক হিসাবেও একজন রক্ষা পায় নাই।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল অপরাধিদের সহিত যেই আচরণ করিয়াছেন উহাতে তিনি অবিচার করেন নাই একটুও।

وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করিত। আল্লাহ্ তাহাদের কৃত কর্মেরই বিনিময় ও শাস্তি দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে অপরাধি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর যথাক্রমে তাহাদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ আদ জাতির শাস্তি ছিল, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু, সামূদ জাতির শাস্তি ছিল বিকট ধ্বনি, কারূনের শাস্তি ছিল ভূগর্ভে ধসাইয়া ধ্বংস করা। এবং ফির'আউনের শাস্তি ছিল নদীতে নিমজ্জিত হওয়া। কিন্তু হযরত ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কিছু ব্যতিক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا দ্বারা হযরত লূত (আ)-এর কাওমের শাস্তি বুঝান হইয়াছে এবং وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا দ্বারা হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমের শাস্তি বুঝান হইয়াছে। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি 'মুনকাতী'। ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বস (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। বস্তুত হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমের ধ্বংসের কথা এই সূরার মধ্যেই তুফান ও প্লাবনের মাধ্যমে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর লূত (আ)-এর ধ্বংসের কথা আসমানী শাস্তির মাধ্যমে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাতাদাহ্ (র) বলেন, فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا হযরত লূত (আ)-এর কাওমকে বুঝান হইয়াছে। وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ। দ্বারা হযরত শু'আইব (আ)-এর কাওমকে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অতি দূরের ব্যাখ্যা।

٤١. مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

٤٢. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

٤٣. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪১) যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি উহারা জানিত। (৪২) উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহা কিছুকে আহবান করে আল্লাহ্ তাহা জানেন। এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৪৩) মানুষের জন্য আমি ঐ সকল দৃষ্টান্ত দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট রিযিক ও সাহায্য প্রার্থনা করে, বিপদে উহার প্রতি ভরসা করে উহার একটি উদাহরণ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে পেশ করিয়াছেন। যেই সকল বস্তুকে তাহারা উপাস্য গ্রহণ করিয়া সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করে উহা মাকড়সার জালের মত দুর্বল। যেমন কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া মাকড়সার জালের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা ধরিয়া বাঁচিতে চাহিলে, উহা কোনই উপকার করিতে পারে না। অনুরূপভাবে তাহাদের ঐ সকল উপাস্য ও কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে। বস্তুত ঐ সকল মুশরিকরা যদি এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করিত তবে তাহারা ঐ সকল দুর্বল উপাস্য গ্রহণ করিত না। তাহাদিগকে কার্যনির্বাহী মনে করিয়া উহাদের উপাসনা করিত না। অপরপক্ষে যেই সকল লোক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তাঁহাকেই একমাত্র মাবূদ মনে করিয়া শরীয়াতের বিধান মুতাবিক আমল করে, সে যেন অতি দৃঢ় মজবুত রশি ধারণ করিয়াছে, যাহা কখনও ছিড়িবার নহে। অতঃপর আল্লাহ্ ঐ সকল মুশরিকদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলেন, তাহারা যেই শিরক করিতেছে, আল্লাহ্ উহা খুব ভাল জানেন। অতএব তিনি তাহাদিগকে তাহাদের শিরকের শাস্তি দিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ। আর এই সকল উদাহরণসমূহ আমি বর্ণনা করিয়া থাকি আর উহা কেবল জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গই বুঝিতে সক্ষম। অর্থাৎ যাহারা তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী ও চিন্তাশীল কেবল তাঁহারাই ঐ সকল উদাহরণ বুঝিয়া ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ঈসা (র.) ও হযরত আম্‌র ইবনুল আ'স (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) হইতে এক হাজার উদাহরণ বুঝিয়াছি। ইহা হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.)-এর এক বিরাট মর্যাদা কারণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, কেবল আমি ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারীগণই উদাহরণসমূহ বুঝিতে সক্ষম।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র.) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র.) ..... হযরত আম্‌র ইবনু মুররাহ (রা.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করিয়া উহা বুঝিতে না পারিলে চিন্তিত হইয়া পড়ি। কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ـ

٤٤. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

٤٥. اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪৪) আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (৪৫) তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মহান শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে তিনি উহা অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। বরং এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন যে যমীনে মানুষের আবাদ করিলে তাহারা আল্লাহ বিধান মুতাবেক কাজ করিবে এবং আল্লাহ তাহাদিগকে উহার বিনিময় দান করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا تَسْعٰى যেন প্রত্যেক মানুষকে তাহার কর্মফল দান করা যায়। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى -

যেন আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোককে যাহারা অসৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দিতে পারেন, আর যাহারা সৎকাজ করিয়াছেন তাহাদিগকে তাহাদের সৎকর্মের বিনিময় দান করিতে পারেন।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ অবশ্যই ইহাতে মু'মিনদের জন্য স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই একমাত্র ইলাহ ও মা'বুদ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে ও মু'মিনগণকে কুরআন পাঠ করিতে ও মানুষের কাছে উহা পৌঁছাইতে হুকুম করিয়াছেন।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

আর হে মুহাম্মদ! তুমি সালাত কায়েম কর। নিঃসন্দেহে সালাত অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে। অর্থাৎ সালাত দুইটি বিষয়কে শামিল করে অশ্লীলতা বর্জন ও অশোভনীয় কাজ বর্জন। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সালাত পড়িতে থাকিলে এই দুইটি বস্তু মুসল্লী হইতে দূরীভূত হয়।

হযরত ইমরান ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত ঃ

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلٰوَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللّٰهِ الاَّ بُعْدًا -

যাহার সালাত অশ্লীলতা ও অশোভনীয় কাজ হইতে তাহাকে বিরত রাখিল না, সে আল্লাহ হইতে ক্রমশঃ দূরেই সরিয়া থাকে। এই সম্পর্কে আরো হাদীসে বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন মাখযূমী আল্ ফাল্লাস (র) ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বললেন ঃ

مَنْ لَمْ تَنْتَهِهُ صَلٰوٰةٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلاَ صَلٰوةَ لَهُ যাহার সালাত তাহাকে অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিল না তাহার সালাত হয় নাই। ইবন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যাহার সালাত তাহাকে অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিল না সে ক্রমশঃ আল্লাহ হইতে দূরে সরিতে থাকে। তাবরানী ও মু'আবীয়াহ (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতে ব্যাখ্যা প্রমাণে বলেন, যাহার সালাত তাহাকে সৎকাজের আদেশ করে না আর অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে না, সে ক্রমশঃ আল্লাহ হইতে দূরে সরিতে থাকে। হাদীসটি মাওকূফ হিসাবে বর্ণিত। ইব্‌ন জাবীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... ইবন মাসউদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ لاَصَلٰوٰةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ যেই ব্যক্তি সালাতের আনুগত্য স্বীকার করে না, তাহার সালাত হয় নাই। আর সালাতের আনুগত্য স্বীকার করিবার অর্থ হইল, অশ্লীল ও অসৎকাজ বর্জন করা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ وَطَاعَةُ الصَّلٰوةِ تَنْهَاهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

যেই ব্যক্তি সালাতের অনুকরণ করে না তাহার সালাত হয় নাই। আর সালাতের অনুকরণ হইলে সালাত তাহাকে অশ্লীল অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে। কিন্তু মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ।

হযরত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হইল, অমুক ব্যক্তি বড় দীর্ঘ সালাত পড়ে। তখন তিনি বলিলেন, সালাত যত দীর্ঘই হউক না কেন, যেই ব্যক্তি সালাতের অনুকরণ না করিবে, ঐ সালাত তাহার পক্ষে উপকারী হইবে না।

ইব্ন জরীর (র.) বলেন আলী (রা.) ..... হাসান (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ

مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ تَنْهَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْبِهَا مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ بُعْدًا.

"যেই ব্যক্তি সালাত পড়িল অথচ, সালাত তাহাকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিল না, উহা দ্বারা কেবল আল্লাহ হইতে অধিক দূরে সরিয়া যাইবে"। এই বিষয়ে যেই সকল মাওকূফ রিওয়ায়েত, হযরত ইবন মাসউদ (রা.) ইব্ন আব্বাস (র) হাসান, কাতাদাহ, আ'মাশ ও অন্যান্য রাবীগণ হইতে বর্ণিত উহাই অধিক বিশুদ্ধ।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (রা.) বলেন, ইউসুফ ইব্ন মূসা (রা.) ..... জাবির (রা.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহু! অমুক ব্যক্তি রাত্রিকালে সালাত পড়ে, কিন্তু প্রত্যুষে সে চুরি করে। তখন তিনি বললেন, سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ তাহার সালাত অচিরেই ঐ কাজ হইতে তাহাকে বিরত রাখিবে, যাহা তুমি বলিতেছ। আবূ বকর বায্যার (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মূসা জরশী (র) ..... জাবির (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির সূত্রে কিন্তু আ'মাশের শিষ্যগণ কিছু বিরোধ করিয়াছেন। আ'মাশের একাধিক শিষ্য ..... আবূ হুরায়রা (রা.) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্য কায়িস, জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, যিয়াদ, ... জাবির (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলল, অমুক ব্যক্তি রাত্রিকালে সালাত পড়ে এবং প্রত্যুষে চুরি করে, তখন তিনি বললেন, তুমি তাহার যেই চারিত্রিক দোষ বলিতেছ, অচিরেই তাহার সালাত উহার বিলুপ্ত ঘটাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, সালাত আল্লাহর যিকিরকেও শামিল করে এবং ইহা সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ আর তোমরা যেই সকল কাজকর্ম কর এবং যেই কথা বার্তা বল, আল্লাহ উহার সব কিছুই জানেন। আবুল আলীয়াহ (রা) اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সালাতের তিনটি গুণ আছে। যেই সালাতের মধ্যে উহার একটিও না থাকে উহা প্রকৃতপক্ষে সালাত নহে। আর ঐ তিনটি গুণ হইল– ইখ্‌লাস, আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর যিকির। ইখ্‌লাস, আল্লাহকে কাজের আদেশ দান করে। আল্লাহর ভয় তাহাকে অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহর যিকির তাহাকে আদেশও করে এবং নিষেধও করে। ইবন আওন (র) বলেন, যখন তুমি সালাতে লিপ্ত, তখন সৎকাজেই থাক। আর তখন সালাত তোমাকে অশ্লীলও অসৎ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে। আর সালাতের অবস্থায় যেই যিকিরে তুমি মশগুল থাক উহাই সর্বোত্তম। হাম্মাদ ইবন সুলায়মান (র) বলেন, اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ। "সালাত অশ্লীল ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে।" ইহা কেবল সালাতের সময়ের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যতক্ষণ সালাতে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ উহা তাহাকে অশ্লীলও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে। আলী ইব্‌ন তালহা (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ এর এই অর্থ বর্ণিত, আল্লাহর বান্দাগণ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ ও তাহাদিগকে স্মরণ করেন। আল্লাহর এই স্মরণ হইল সর্বশ্রেষ্ঠ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরো অনেকেই এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বণিত। وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ এর অর্থ হইল, তোমার আহারকালে, তোমার শয়নকালে আল্লাহর রিযিক সর্বপ্রধান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আমি তাহাকে বলিলাম, আমার একজন সঙ্গী তো আপনি যেই ব্যাখ্যা দিয়াছেন উহা এই যে পৃথক ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বলিলেন, তিনি কি ব্যাখ্যা দিয়াছেন? আমি বলিলাম, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" অতএব আমাদের স্মরণ করিবার পর আল্লাহ আমাদিগকে স্মরণ করেন, ইহাই সর্বপ্রধান এবং وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ দ্বারা ইহাই উদ্দেশ্য। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বললেন, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ। এর দুই অর্থ হইতে পারে। আল্লাহর স্মরণ করা অর্থ যখন নিয়মিত কুরআন পাঠ করে। আর একটি অর্থ হইল, আল্লাহ যখন তোমাদের স্মরণ করেন। কিন্তু তোমাদের স্মরণ করা অপেক্ষা তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ করা অধিক শ্রেয়।

ইব্‌ন জরীর (রা) বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাবী'আহ (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থ কি তুমি জান কি? আমি বলিল হা, হাঁ, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? আমি বলিলাম, সালাতের মধ্যে তাসবীহ্, তাহমীদ, তাক্‌বীর ও কির'আত পাঠ করা ইত্যাদি। তখন ইহাই হইল সর্বশ্রেয়, তিনি বলিলেন, তুমি একটি আশ্চার্যজনক কথা বলিয়াছ। বস্তুতঃ ইহা সঠিক অর্থ নহে। বরং ইহার অর্থ হইল, আদেশ ও নিষেধকালে তোমরা যখন আল্লাহকে স্মরণ কর, তখন আল্লাহ তোমাদিগকে স্মরণ করেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের স্মরণ অপেক্ষা অধিক শ্রেয় এবং وَلَذِكْرُ اللّٰهِ দ্বারা এটাই বুঝান হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ একাধিক সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইব্‌ন মাসউদ, আবুদ্ দারদা, সালমান ফারেসী (রা) আরো অনেক হইতে ইহা বর্ণিত এবং ইব্‌ন জরীর (র) ও ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

٤٦. وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৬) উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সহিত বিতর্ক করিবে না, তবে তাহাদিগের সহিত করিতে পার যাহারা উহাদিগের মধ্যে সীমালংঘনকারী এবং বল আমাদিগের প্রতি ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদিগের ইলাহ্ ও তোমাদিগের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসর্মপণকারী।

তাফসীর ঃ কাতাদাহ (র) ও আরো অনেকে বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াত জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কাফির চাই আহলে কিতাব হউক কিংবা অন্য কোন সম্প্রদায় হয়, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে। না হয়, ইসলাম হুকুমতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া কর দিবে, না হয় তাহাদের সহিত তরবারী দ্বারা মীমাংসা হইবে। অন্যান্য তাফসীরগণ বলেন, আয়াতটি মানসূখ নহে বরং এখনও ইহার হুকুম অবশিষ্ট। তবে ইহার হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য অবশিষ্ট যে ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক। অতএব তাহার সহিত উত্তম পদ্ধতিতে তর্ক করিবে যেন, সে জ্ঞান ও লাভে সফল হইতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

"তোমার প্রতিপালকের রাহের প্রতি হিক্‌মত বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশলে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আহবান কর"। হযরত মূসা ও হারূন (আ)-কে যখন আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের প্রতি প্রেরণ করিলেন তখন হুকুম হইল ঃ فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى তোমরা ফির'আউনের নিকট গমন করিয়া তাহার সহিত কোমল কথা বলিবে, সম্ভবতঃ সে নসহীত গ্রহণ করিবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করিবে। এই মতই ইব্‌ন জরীর (রা) গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা ইবন যায়িদ (রা) হইতে নকল করিয়াছেন।

اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ অর্থাৎ যেই সকল লোক সত্যপথ হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি হইতে যাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, শত্রুতা পোষণ করিয়া সত্যকে অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের সহিত বির্তক নহে বরং তরবারী দ্বারা তাহাদের ফয়সালা করিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ ..... اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ -

আমার রাসূলগণকে আমি দলীল প্রমাণসহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব ও ইনসাফ ও ন্যায়ের মানদন্ড, যেন মানুষ ইনসাফকে প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি লৌহও অবর্তীণ করিয়াছি উহার মাধ্যে প্রচন্ড শক্তি বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা হাদীদ ঃ ২৫)

জাবির (রা) বলেন, যেই ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ্‌র বিরোধিতা করে তাহাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ দ্বারা আহলে হার্‌ব (যাহাদের সহিত শরীয়াতের পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিবার বিধান রহিয়াছে) আর যেই সকল লোক জিযিয়া কর আদায় করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে।

وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ আর হে উম্মতে মুহাম্মদী! যখন ঐ সকল আহলে কিতাব এমন কোন সংবাদ দান করে, যাহার সত্য অসত্য সম্পর্কে তোমরা সঠিক জ্ঞান রাখ না, তখন তোমরা বল, আমরা তো আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যাহা কিছু অবর্তীণ করা হইয়াছে উহা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কিতাবের যেই বিষয়টি সংবাদ আমাদিগকে প্রদান করিতেছ, আমরা উহা অস্বীকার করি না। কারণ হইতে পারে উহা সত্য। আর স্বীকারও করি না কারণ, সম্ভবতঃ উহা অসত্য।

অতএব আমরা সামগ্রিকভাবে এই ঈমান পোষণ করি যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহা নাযিল করা হইয়াছে উহা পরিবর্তীত না হইলে আমরা উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... হযরত আবু হুরায়ারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করিত এবং মুসলমানদের আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابَ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ -

"তোমরা আহলে কিতাবগণের কথা বিশ্বাসও করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। বরং তোমরা তাহাদের কথা শুনিয়া বলিবে, আমরা তো আমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে উহা বিশ্বাস করি আর যাহা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে উহাও বিশ্বাস করি। আর আমাদের তাহারই সমীপে আত্মসমার্পণ করি"। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, উসমান ইব্ন আম্র (র) ..... আবু নামলা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার আবূ নামলা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁহার নিকট একজন ইয়াহূদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ! এই লাশটি কি কথা বলে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ভাল জানেন। তখন ইয়াহূদী বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, এই লাশ কথা বলে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদিগকে কোন কথা বলে, তোমরা উহা বিশ্বাস করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। বরং তোমরা তখন ইহা বলিবে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি, তাঁহার কিতাবের প্রতি ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতএব যদি উহা ঐ আহলে কিতাবের কথা সত্য হয় তবে এই জবাব দিলে উহাকে মিথ্যাও বলা হইল না আর অসত্য হইলে উহাকে সত্যও বলা হইল না।

ইমাম ইব্ন কাসীর (র) বলেন, উল্লিখিত হাদীসের রাবীর নাম আবূ নামালার সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেহ বলেন, তাঁহার নাম হইল উমারাহ, কেহ বলেন, আম্মার, আর কেহ বলেন, আম্র ইব্ন মু'আয ইব্ন যুরারাহ আনসারী (র)। প্রকাশ থাকে যে, ইয়াহূদীরা যেই সকল ধর্মীয় কথাবার্তা বলিত, উহার অধিকাংশ হইত মিথ্যা। সত্যের অংশ হইত অনেক কম। কারণ, তাহাদের ধর্মগ্রন্থে বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হইয়াছিল। আর যদি উহা সত্যও হয় তবে মুসলমানদের জন্য উহাতে উপকারই কি হইত? ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ

(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ তাহারা নিজেরা প্রথভ্রষ্ট, তাহারা তোমাদিগকে কখনও সঠিক পথের দীশা দিতে সক্ষম হইবে না। ইহাতে হয় তোমরা কোন সত্য কথাকে অস্বীকার করিয়া বাসিবে, না হয় একটি অসত্যকে স্বীকার করিয়া বসিবে। মনে রাখিবে প্রত্যেক আহলে কিতাবের অন্তরে তাহার ধর্মের প্রতি কিছু বিশেষ সুসম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন মনের প্রতি সম্পর্ক আছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবগণের নিকট কি করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পার? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তোমাদের যেই কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা নতুন ও নির্ভেজাল। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবের প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে উহার মধ্যে তাহারা নানা প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে। তাহারা নিজেরা আল্লাহ্র কিতাব রচনা করিয়াছে অথচ, অর্থসঞ্চয়ের জন্য ইহা বলিয়া থাকে যে, ইহা তো আল্লাহ্র কিতাব। তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যেই সত্য জ্ঞান আগত হইয়াছে, উহা কি তোমাদিগকে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বিরত রাখিবে না। আল্লাহ্র কসম! তাহাদের কাহাকেও তো কখনও তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিষয়বস্তু জিজ্ঞাসা করিতে দেখি না।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামন (র) ..... হুমাইদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে মদীনায় কুরাইশদের এক দল লোকের সহিত কথা প্রসংগে বলিলেন, দেখ যাহারা আহলে কিতাবগণের ধর্মীয় বিষয় বর্ণনা করে তাহাদের মধ্যে কা'ব আহবার (রা) সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। ইহা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে অনেক মিথ্যার বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছি।

ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, ইহার অর্থ এই নহে যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলিতেন বরং ইহার অর্থ হইল, তিনি তো আহলে কিতাবগণের কিতাব হইতে যাহা বর্ণনা করিতেন, উহা সত্য ধারণা করিয়াই বর্ণনা করিতেন। কিন্তু উহাতে যে তাহাদের বহু স্বরচিত মিথ্যা কথা রহিয়াছে। কারণ, তাহাদের ধর্মে উম্মতে মুহাম্মদীর ন্যায়-দক্ষ হাফিয ছিল না। ধর্মীয় গ্রন্থের আদ্যপান্থ হিফয ও মুখস্থ করিবার এই সৌভাগ্য কেবল এই উম্মাতের বৈশিষ্ট্য। ইহা সত্ত্বেও অনেক মিথ্যা হাদীস রচনা করিয়া এই উম্মাতের অনেক ধোঁকাবাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম সেই সকল মিথ্যার জাল ছিন্ন করিয়া সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিয়াছেন।

٤٧. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمِنْ هٰؤُلَاۤءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ.

٤٨. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ.

٤٩. بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৭) এইভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। এবং যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছিলাম, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে এবং ইহাদিগেরও কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে। কেবল কাফিররাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৪৮) তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে,মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে। (৪৯) বস্তুত যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল যালিমরাই আমার নির্দশন অস্বীকার করে।

তাফসীর ঃ ইব্ন জরীর (র.) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ এইরূপ তাফসীর করেন, "হে মুহাম্মাদ ! যেমন তোমার পূর্বে রাসূলগণের প্রতি আমি কিতাব - আসমানী গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি, অনুরূপ তোমার প্রতিও আসমানী গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি।

فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ সুতরাং আমি যাহাদিগকে পূর্বে কিতাব দান করিয়াছি এবং তাহাদের যেই সকল উলামা উহা যথাযথভাবে পাঠ করিয়াছে এবং উহাকে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা তো এই পবিত্র কুরআনের প্রতিও ঈমান আনে ও বিশ্বাস করে। যেমন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম ও সালমান ফারেসী (রা.) এবং তাঁহাদের ন্যায় অন্যান্য ইয়াহূদীও ঈসায়ী উলামা।

وَمِنْ هٰؤُلَاۤءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ আর আরবের কুরাইশ গোত্রীয় ও অন্যান্য গোত্রের কতক এমন লোক আছে যাহারা এই গন্থের প্রতি ঈমান রাখে।

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلاَّ الْكٰفِرُوْنَ "আর আমার আয়াতসমূহকে কেবল কাফিররাই অস্বীকার করে"। অর্থাৎ যাহারা বাতিল দ্বারা হক ও সত্যকে ঢাকিতে চায় এবং সূর্যের আলো হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখে, কেবল এই ধরনের লোকেরাই কুরআনের ন্যায় সমুজ্জ্বল গ্রন্থকে অস্বীকার করিয়া থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ আর তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করিতে না আর সহস্তে লিখিতেও জানিতে না। অর্থাৎ এই কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে তুমি তোমার কাওমের মাঝেই দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছ। তাহারা এই সত্য সম্পর্কে ভাল ভাবেই জানে যে, তুমি উম্মী, তুমি পড়িতেও জান না আর লিখিতেও পার না। অথচ, তুমি আজ এক অনন্য গ্রন্থ জনসম্মুখে পেশ করিতেছ। ইহা দ্বারা এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই গ্রন্থ তোমার রচিত নহে। বরং ইহা সয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হইতেই অবতারিত। পূর্ববতী আসমানী গ্রন্থসমূহেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"যাহারা ঐ রাসূলে উম্মীর অনুসরণ করিয়া চলে যাহার গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তাহারা নিজেদের কাছেই লিখিত পায়, যিনি সৎকাজের আদেশ করেন আর অসৎকাজ হইতে নিষেধ করেন"। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭) বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজীবন উম্মী ছিলেন। তিনি কোন কালে পড়িতেও জানিতেন না আর লিখিতেও জানিতেন না। তিনি কিছু লেখক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার প্রতি অবতারিত অহী লিপিবদ্ধ করিতেন এবং বিভিন্ন দেশে চিঠি-পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিতেন। কাযী আবুল ওয়ালীদ রাজী- এর ন্যায় পরবর্তীকালের যেই সকল উলামাগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বীয়ার সন্ধিকালে স্বহস্তে সন্ধিপত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ

هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ "ইহা হইল ঐ সকল শর্ত যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (সা) ফয়সালা করিয়াছেন"। কিন্তু 'আবুল ওয়ালীদ কাযী" এর মত নির্ভুল নহে। বস্তুতঃ তিনি বুখারী শরীফে এই রিওয়ায়েত দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

ثُمَّ اَخَذَ فَكَتَبَ অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ্ সন্ধিপত্র হাতে নিলেন, অতঃপর লিখিলেন" আসলে বাক্যটির অর্থ উহা নহে, যাহা তিনি বুঝিয়াছেন। বাক্যটির অর্থ হইবে,

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধিপত্র হাতে নিলেন অতঃপর ثُمَّ اَمَرَ فَكُتِبَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হুকুম দিলেন, অতঃপর লিখা হইল"। যাহারা "আবুল ওয়ালীদ কাযী" এর মত গ্রহণ করিয়াছেন মাশরিক ও মাগরিবের সমস্ত উলামায়ে কিরাম তাহাদের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই মতকে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছেন। বক্তৃতা ও কবিতার মাধ্যমে তাঁহারা ইহা প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কিন্তু আসলে আবুল ওয়লীদ কাযী-এর উদ্দেশ্য হইল ঐ মূহুর্তে সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিতে পারা ছিল তাহার একটি মু'জিযা। তাঁহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, সত্যসত্যই তিনি লিখিতে জানিতেন। যেমন দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে كافر লিখা থাকিবে"। অন্যএক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে ك ف ر লিখা থাকিবে, যাহা সকল মু'মিন পাঠ করিতে পারিবে। চাই সে শিক্ষিত হউক কিংবা অশিক্ষিত। তখন যেমন অশিক্ষিত মু'মিনের জন্য ইহা একটি কেরামতি হইতে। অনুরূপভাবে হুদায়বীয়ার সন্ধিকালেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিতে পারা তাঁহার একটি মু'জিযা ছিল"।

অন্যএক রিওয়ায়েতে বর্ণিত ঃ لَمْ يَمُتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَعَلَّمَ الْكِتَابَةَ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি লিখা শিখিয়াছিলেন। এই রিওয়ায়েত দুর্বল ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ আর তুমি এই কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে কোন কিতাবই পাঠ করিতে পারিতে না।

وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ আর স্বহস্তে লিখিতেও জানিতেন না। আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় তাকীদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করিতে ও লিখিতে না পারিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। بِيَمِيْنِكَ (দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে) এর কথা এই কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে, সাধারণত দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই লেখা হইয়া থাকে। যেমন وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ আর না কোন পাখী যাহা তাহার দুই বাহুর সাহায্যে উড়িয়া থাকে। এখানেও দুই বাহুর কথা এই কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পাখী সাধারণত দুই বাহুর সাহায্যেই উড়িয়া থাকে।

اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ। হে মুহাম্মদ (সা)! যদি সত্যসত্যই তুমি লিখিতে জানিতে তবে কিছু মূর্খ লোক অবশ্যই সন্দেহ করিয়া বসিত। এবং তাহারা বলিতে পারিত যে, তুমি এই গ্রন্থ পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের গ্রন্থসমূহ হইতে নকল করিয়াছ। অথবা তাহারা ইহা ভাল করিয়াই জানে যে, তুমি লিখিতে জান না এতদসত্ত্বেও তাহারা এই অবাস্তব কথা বলিতে বলিতেছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً তাহারা বলে, এই কুরআন তো পূর্ববর্তীগণের কল্পিত কাহিনী। যাহা মুহাম্মদ লিখিয়া লইয়াছে। সকাল-সন্ধ্যে উহা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট পাঠ করা হয়। আল্লাহ্ তাহাদের এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ হে মুহাম্মদ ! তুমি ঐ সকল লোকদিগকে বলিয়া দাও, এই কিতাব তো সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করিয়াছেন, যিনি আসমান ও যমীনের সকল গোপন বিষয় জানেন। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ هُوَ اٰيَاتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ ইহা পূর্ববর্তীগণের কল্পিত কাহিনী নহে বরং ইহা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহা সেই সকল লোকের অন্তরে সুরক্ষিত যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন। ইহার আদেশ নিষেধ এবং খবর ও সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা উলামায়ে কিরামের পক্ষে এই গ্রন্থকে মুখস্থ করা, পাঠ ও ইহার ব্যাখ্যা করাকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। যেমন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ আমি কুরআন উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব আছে কি কেহ উপদেশ গ্রহণকারী? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ

مَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اُعْطِىَ مَا اٰمَنَ عَلٰى مِثْلِهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَىَّ فَارْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا ـ

প্রত্যেক নবীকে এমন কিছু মু'জিযা দান করা হইয়াছে, যাহার দরুন মানুষ তাহাদের উপর ঈমান আনিয়াছে আর আমাকে যাহা দান করা হইয়াছে, উহা হইল অহী। যাহা আল্লাহ আমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আমি আশা করি পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ারে কিরামের অনুসারী অপেক্ষা আমার আনুসারীর সংখ্যা বেশী হইবে। মুসলিম শরীফে ইয়ায ইব্‌ন হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ ! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিব আর তোমার দ্বারা অন্য মানুষকেও পরীক্ষা করিব আর তোমার প্রতি এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ করিব যাহা পানি দ্বারা ধৌত করা যাইবে না। আর তুমি উহা নিদ্রিত ও জাগ্রতাবস্থায় পাঠ করিবে। অর্থাৎ লিখিত কুরআনকে পানি দ্বারা ধৌত করা হইলেও কুরআন বিনষ্ট করা যাইবে না। উহা সুরক্ষিতই থাকিবে। যেমন অন্যত্র বর্ণিত, لوكان القرأن فى اهاب ما احرقته النار যদি কুরআন চামড়ার মধ্যে রক্ষিত থাকে তবে আগুনে উহা জ্বালাইয়া নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ, কুরআন মানুষের বুকে রক্ষিত, মানুষের মুখের উচ্চারণ করা সহজ অন্তরে সংরক্ষিত এবং শব্দগত

ও অর্থগতভাবে উহা একটি জীবন্ত মু'জিযা। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে এই উম্মাতের বর্ণনা উল্লেখ, انا جيلهم فى صدروهم। তাহাদের কিতাবও আসমানী গ্রন্থ তাহাদের অন্তরে সংরক্ষিত থাকিবে।

بَلْ هُوَ اٰيَاتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ ইব্ন জরীর (র) এই আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, হে মুহাম্মদ ! তুমি যে পড়িতে জানিতে না আর স্বহস্তে লিখিতেও পারিতে না, এই বিষয়টির জ্ঞান পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের আলিমগণের অন্তরে নিদর্শন হিসাবে রক্ষিত রহিয়াছে।

কাতাদাহ ও ইব্ন জুরাইজ (র) হইতেও এই ব্যাখ্যা বর্ণিত। প্রথম অর্থ বর্ণিত কেবল হাসান বাসরী (র) হইতে। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, এই অর্থই আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাকও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই অর্থই অধিক যাহির।

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلاَّ الظّٰلِمُوْنَ আর আমার নিদর্শনসমূহকে কেবল যালেমরাই অস্বীকার করে। যাহারা হঠকারী তাহারাই কেবল উহা অগ্রাহ্য করে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الاَلِيْمَ -

যেই সকল লোকের উপর তোমার প্রতিপালকের কালেমা সাব্যস্ত হইয়াছে যদিও সকল দলীল প্রমাণ তাহাদের নিকট সমুপস্থিত হউক না কেন তাহারা ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭)

٥٠. وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ٠

٥١. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ٠

৫২. قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫০) উহারা বলে, তাহার (মুহাম্মদ) প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন ? বল, নিদর্শন আল্লাহ্ ইখ্‌তিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। (৫১) ইহা কি উহাদিগের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয়। ইহাতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে। (৫২) বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তিনি অবগত এবং যাহারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের হঠকারিতারও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট এমন মু'জিযা দেখাইবার দাবী করিয়া বসিয়াছে, যেমন হযরত সালিহ (আ)-এর নিকট তাঁহার কওম উষ্ট্রীর মু'জিযা দেখাইবার দাবী তুলিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হুকুম করিলেনঃ

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ হে মুহাম্মদ ! তুমি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দাও, মু'জিযা দেখাইবার ইখ্‌তিয়ার তো আল্লাহর হাতে আমার হাতে নহে। তিনি যদি ইহা জানিতে পারেন মু'জিযা দেখাইলে তোমরা হেদায়েত গ্রহণ করিবে, তবে তিনি অবশ্যই তোমাদের চাহিদানুরূপ মু'জিযা দেখাইবেন। তাঁহার পক্ষে মু'জিযা প্রদর্শন করা কঠিন ব্যাপার নহে। কিন্তু তিনি ইহা জানেন, মু'জিযা দেখিয়া হেদায়েত গ্রহণ করা তোমাদের উদ্দেশ্য নহে বরং তোমাদের উদ্দেশ্য হইল হঠকারিতা প্রকাশ করা ও আমাকে পরীক্ষা করা। অতএব তিনি তোমাদের চাহিদানুরূপ মু'জিযা দেখাইবেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ـ

"আর মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিতে ইহা ব্যতিত আর কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী উম্মতগণও মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল। সামূদ জাতিকে আমি মু'জিযা হিসাবে উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৯)

وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ আর আমি (হযরত মুহাম্মদ) তো কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী হিসাবে প্রেরিত। আমার কর্তব্য হইল রিসালাতের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে উহা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া।

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হেদায়েত দান করেন সেই হিদায়েত প্রাপ্ত আর তিনি যাহাকে গুমরাহ করেন তাহার জন্য তুমি কখনও কোন কার্যনির্বাহীও পথপ্রদর্শক পাইবে না। (সূরা কাহ্ফ ঃ ১৭) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ হে মুহাম্মদ ! তোমার উপর তো তাহাদের হেদায়েত করিবার দায়িত্ব নহে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৭২)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফির মুশরিকদের মুর্খতা ও অজ্ঞাতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহাদের নিকট আল-কুরআনের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থ এবং সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা সমাগত হইবার পরও তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সত্যনবী প্রমাণ করিবার জন্য অন্য মু'জিযা ও নিদর্শনের দাবী জানাইতেছে। আল-কুরআন তো এমন এক গ্রন্থ যাহার দশটি সূরার সমতুল্য বরং উহার একটি সূরার সমতুল্য সূরা পেশ করিতেও আরবের সকল নামী-দামী কবি ও সাহিত্যিকগণ অক্ষম হইয়াছে। ইহার পরও কি তাহাদের এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে যে, ইহা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত নহে? ইহার পরও কি যাঁহার প্রতি এই মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহার সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোন মু'জিযা পেশ করিবার দাবী উঠিতে পারে? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ -

তাহাদের জন্য ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি এক মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া থাকা হয়। যেই গ্রন্থের মধ্যে পূর্ববর্তীদের খবরও রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীরও খবর রহিয়াছে। আর তাহাদের পারস্পারিক সমস্যাবালীর সমাধানও রহিয়াছে। অথবা, মুহাম্মদ (সা.) একজন উম্মী, লেখা লিখিতেও জানেন না, পড়িতেও পারেন না। আর কোন আহলে কিতাবের সম্মুখে গিয়া কখনও কাহার সংগও লাভ করেন নাই, এমন এক ব্যক্তি যখন পূর্ববর্তীগ্রন্থ সমূহের তথ্যাদী সঠিকভাবে পেশ করিতেছেন, যাহা দ্বারা তাহাদের পারস্পারিক বিবাদের নিস্পত্তি হইয়া যায়। ইহা ছাড়া বনী ইসরাঈল আলিমগণও এই গ্রন্থের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ -

ঐ সকল কাফিরদের জন্য ইহা কি একটি নিদর্শন নহে যে বনী ইসরাঈল আলিমগণও এই কিতাব সম্পর্কে অবগত। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ اٰيَةٌ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى -

আর তাহারা বলে, মুহাম্মদের উপর কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় নাই? আল্লাহ্ বলেন, তাহাদের নিকট কি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের নিদর্শন আসিয়া পৌছায় নাই? যেই গ্রন্থখানি আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতারীত হইবার এতগুলি প্রমাণ রহিয়াছে ইহার পরও যেই নবীর প্রতি ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য আরো মু'জিযার দাবী করা হঠকারিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নবীকে এমন কিছু মু'জিযা দান করা হইয়াছিল, যাহার কারণে মানুষ তাহাদের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। আর এই লক্ষ্যে আমাকে যাহা দান করা হইয়াছে, উহা হইল অহী, যাহা আল্লাহ্ আমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আমি এই আশা করি কিয়ামত দিবসে পূর্ববতী সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসারী অপেক্ষা আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশী হইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি লাইস-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

অবশ্যই এই কুরআনে মু'মিনগণের জন্য রহমত ও নসীহাতের বিষয় রহিয়াছে। অর্থাৎ এই কুরআন সত্যকে প্রকাশ করে এবং বাতিল ও অসত্যকে মিটাইয়া দেয়। অতএব ইহা মু'মিনগণের জন্য রহমত অপর পক্ষে ইহার মধ্যে আল্লার বাণী ও আল্লাহর নবীকে অস্বীকারীদের ও নাফরমানদের উপর যেই সকল দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তি নিপতিত হইয়াছিল উহারও উল্লেখ রহিয়াছে, যাহা দ্বারা মু'মিনগণ নসীহত হাসিল করিতেও সক্ষম।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ -

হে মুহাম্মদ ! তুমি ঐ সকল হঠকারীদিগকে বলিয়া দাও, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ সাক্ষী। তাঁহার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তোমরা যেই মিথ্যায় জড়াইয়া পড়িয়াছ এবং বিভ্রান্ত হইয়াছ উহা তিনি জানেন আর আমি যে তোমাদিগকে কি বলিতেছি উহাও তিনি জানেন। আমি ইহাই বলিতেছি যে, আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি আমার কথা অসত্য হয় তবে তিনি অবশ্যই ইহার শাস্তি আমাকে দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ -

"আর যদি এই রাসূল কুরআনের একটি কথাও রচনা করিয়া বলিত তবে আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত পাকড়াও করিতাম, অতঃপর তাহার প্রাণশিরা কর্তন করিতাম। আর তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে সক্ষম হইত না। (সূরা হাক্কা ঃ ৪৪-৪৭) অতএব আল্লাহর রাসূল হিসাবে আমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিতেছি উহাতে আমি সম্পূর্ণ সত্য আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার স্পষ্ট মু'জিযা দিয়া আমার সাহায্য করিয়াছেন।

يَعْلَمُ مَافِىْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি সকল গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যাহা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে আছে তিনি উহার সবকিছুই জানেন। কিছুই তাঁহার নিকট গোপনে নহে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُوْلٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

আর যাহারা বাতিলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহারাই কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কৃতকর্মের ফল দিবেন। সত্যকে অস্বীকার ও বাতিলের অনুসরণের শাস্তি তাহারা অবশ্যই ভোগ করিবে। সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণাদী তাহাদের সম্মুখে পেশ করা সত্ত্বেও যে তাহারা তাঁহার রাসূলগণকে অস্বীকার ও অমান্য করিয়া চলিয়াছে এবং কোন দলীল ছাড়ই তাগূত ও প্রতীমাসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাদের পূজাপাঠ করিয়া যাইতেছে ইহার মজা তাহাদের অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

٥٣. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

٥٤. يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ.

٥٥. يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫৩) উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদি নির্ধারিত কাল না থাকিত তবে শাস্তি তাহাদিগের উপর আসিত। নিশ্চয়ই উহাদিগের উপর শাস্তি আসিবে আকস্মিকভাবে, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে। (৫৪) উহারা তোমাকে

শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদিগকে পরিবেষ্টন্ করিবেই। (৫৫) শাস্তি উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে ঊর্ধ ও অধঃ দেশ হইতে এবং তিনি বলিবেন, তোমরা যাহা করিতে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা, মুশরিকদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা কুফর ও শিরকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া অতিশয় ধৃষ্টতার সহিত আল্লাহর শাস্তি নাযিল করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

কাফির ও মুশরিকরা বিদ্রূপ করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করে, "হে আল্লাহ যদি ইহা (কুরআন) তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয় তবে উহা অস্বীকার করিবার দায়ে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ কর, কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আন্‌ফাল ঃ ৩২) এখানে আল্লাহ্ উহাদের জবাবে বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ـ

তাহারা যে শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যদি শাস্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না হইত, তবে অবশ্যই তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইত। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত আযাব বিলম্বিত করিবার ফয়সালা যদি না হইত তবে অবশ্যই তাহাদের উপর সত্বরই আযাব অবতীর্ণ হইত। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ ـ

তবে তাহাদের উপর আকস্মিকভাবে তাহাদের অবচেতনাবস্থায় শাস্তি আসিয়া পড়িবে।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ـ

আর তাহারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছে আর জাহান্নাম তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিতেছে। অর্থাৎ তাহাদের উপর অবশ্যই শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বরেন, আলী ইবন হুসাইন (র) ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, جهنم هو هذا البحر الاخضر الخ এই সবুজ সমুদ্রই হইল জাহান্নাম। এই সমুদ্রের মধ্যে নক্ষত্রমালা ছুটিয়া পড়িবে, চন্দ্র-সূর্য আলোকহীন হইয়া ইহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতঃপর সমুদ্রে উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে এবং ইহা জাহান্নামে পরিণত হইবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবু আসিম (র) ..... ইয়ালা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ البحر هو جهنم। সমুদ্রই হইল জাহান্নাম।

লোকেরা ইয়ালাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ ইরশাদ করিতেছেন ঃ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا অর্থাৎ আমি যালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার আবরণী তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে ইয়ালার জীবন, আমি ঐ জাহান্নামে প্রবেশ করিব না যাবৎ না আল্লাহ্র দরবারে আমাকে উপস্থিত করা হইবে। আর উহার এক কাত্রাও আমাকে স্পর্শ করিবে না যাবৎ না আমাকে আল্লাহ্র সম্মুখে পেশ করা হইবে। হাদীসটি গরীব।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

"যেই দিন তাহাদের উপর হইতে এবং তাহাদের নিচ হইতে আযাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইবে"। যেমন অন্যত্র ইরশদ হইয়াছে ঃ

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ "তাহাদের উপরে ও নিচে তাহাদের জন্য অগ্নির বিছানা ও সামিয়ানা হইবে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لاَ يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارِ وَلاَ عَنْ ظُهُوْرِهِمْ -

"হায়! যদি কাফিররা সেই সময়টিকে জানিত যখন তাহারা তাহাদের অগ্রভাগ হইতেও আগুন ঠেকাইতে পারিবে না আর তাহাদের পশ্চাৎভাগ হইতেও আগুন ঠেকাইতে পারিবে না"। অর্থাৎ চুতুর্দিক হইতেই আগুন তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।

وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ "আমি তখন বলিব, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর"। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা ধমক হিসাবে বলা হইবে। অগ্নিদহনের কষ্ট অপেক্ষা এই মানুসিক কষ্ট আরো অধিক হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ -

যেই দিনে তাহাদিগকে উপুড় করিয়া আগুনের মধ্যে টানিয়া লওয়া হইবে। আর বলা হইবে, তোমরা অগ্নিদহনের স্বাদ গ্রহণ কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا وَهٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ -

যেই দিন ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদিগকে জাহান্নামের আগুনে ধাক্কা দিয়া নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে এই হইল সেই আগুন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। (সূরা তূর ঃ ১৩-১৪)

اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُوْنَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لاَ تَصْبِرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

আচ্ছা বলতো দেখি, ইহা কি যাদু ? না কি তোমরা দেখিতেই পাও না ? তোমরা উহাতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা চাই ধৈর্যধারণ কর কিংব ধৈর্যধারণ না করিয়া বিচলিত হও সবই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদিগকে তোমাদের কৃতকর্মেরই শাস্তি দেওয়া হইবে। (সূরা তূর ঃ ১৫-১৬)

٥٦. يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ،

٥٧. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ،

٥٨. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ٠

٥٩. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ٠

٦٠. وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٠

অনুবাদ ঃ হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (৫৮) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাহাদিগের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদিগের। (৫৯) যাহারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। (৬০) এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজদিগের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্ই রিযক দান করেন উহাদিগকে ও তোমাদিগকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে হিজরত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেই স্থানে তাঁহারা দীন কায়েম করিতে অক্ষম উহা ত্যাগ করিয়া

তাহারা যেন এমন স্থলে গমন করে যেখানে তাঁহারা আল্লাহ্র দীন কায়েম করিতে সক্ষম, আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করিতে এবং তাঁহার যথাযথ ইবাদত করিতে বিঘ্ন না ঘটে। আল্লাহ্র যমীন বড় প্রশস্ত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنَ -

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! আমার যমীন বড় প্রশস্ত, অতএব যদি কোন স্থানে দীন কায়েম করিতে জটিলতার সৃষ্টি হয় তোমরা উহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর এবং সেখানে কেবল আমরই ইবাদত কর। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আব্দে রাব্বিহী (র) ..... যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ فَحَيْثُ مَا اَصَبْتَ خَيْرًا فَاَقِمْ সকল শহর ও দেশ আল্লাহ্রই আর বান্দাও আল্লাহ্রই। অতএব যেখানেই কল্যাণ পাইবে সেখানে অবস্থান কর। এই কারণে যখন পবিত্র মক্কার দুর্বল মুসলমানগণের তথায় অবস্থান করা সম্ভব হইল না, তখন তাঁহারা স্বীয় দীনের খাতিরে হিজরত করিয়া হাব্শায় গমন করিলেন। হাবশা সম্রাট আসহামাহ নাজ্জাশী তাহাদিগকে সযত্নে বরণ করিলেন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং অবশিষ্ট সাহাবীগণ আল্লাহ্র নির্দেশে পবিত্র মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ -

তোমাদের প্রত্যেক মত্যুবরণ করিতে হইবে সে যেখানেই অবস্থান করুক না। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার ইবাদত করিতে থাক এবং তিনি তোমাদিগকে যেখানে গমন করিবার নির্দেশ দেন, উহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। মৃত্যু তোমাদের জন্য অনিবার্য, উহার পাঞ্জা হইতে রেহাই পাইবার কোন উপায় নাই, তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন। অতঃপর তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্র দরবারে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ অনুগত বলিয়া প্রমাণিত হইবে আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ -

আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বেহেশ্তের মধ্যে সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করিব, যাহার তলদেশে নানা প্রকার

নহর প্রবাহিত হইবে। পানির নহর, নির্মল শরাবের নহর, মধুর নহর ও দুধের নহর। তাঁহারা তাহাদের ইচ্ছানুসারে সেই দিকে ইচ্ছা ঐসকল নহরসমূহের প্রবাহ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا আর তাহারা তথায় চিরকাল অবস্থান করিবে। অন্যত্র স্থানান্তিরিত হইবে না।

نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ মু'মিনগণের আমালের বিনিময় হিসাবে এই সকল প্রাসাদসমূহ কতই উত্তম।

اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا যাহারা পৃথিবীতে ধৈর্যধারণ করিয়াছে। তাহাদের দীনের উপর অবিচল রহিয়াছে। এবং দীনের খাতিরেই আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের আশায় হিজরত করিয়াছে, শত্রুর মুকাবিলা করিয়াছে এবং আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করিয়াছে। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... মালিক ইব্‌ন আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন প্রাসাদসমূহ রহিয়াছে যাহার অভ্যন্তরীন ভাগ বার্হিভাগ হইতে দেখা যায় এবং বর্হিভাগ উহার অভ্যন্তর হইতে দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল প্রসাদসমূহকে ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অন্ন দান করে এবং মধুরালাপ করেন নিয়মিত সালাত পড়ে, সাওম পালন করে এবং রাত্রিকালে এমন সময় সালাত আদায় করে যখন অন্যান্য লোক থাকে নিদ্রিত।

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ আর তাহার দীন ও দুনিয়ার সকল অবস্থায় তাহাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, রিযিক কোন বিশেষ স্থানের সহিত নির্দিষ্ট নহে বরং আল্লাহ পাক তাঁহার গোটা সৃষ্টিকূলকে রিযিক দান করেন, তাহারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। মুহাজিরগণ মক্কা ত্যাগ করিয়া যেখানে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে বরং তাহাদের রিযিকের পরিমাণ অধিক ছিল ও উত্তম ছিল। হিজরত করিবার অল্পকাল পরেই তাঁহারা বিরাট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّاتَحْمِلُ رِزْقَهَا বহু প্রাণী এমন রহিয়াছে যাহারা না তাহাদের রিযিক উপার্জন করিতে সক্ষম আর না তাহারা পরবর্তী দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারে।

اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ আল্লাহ তাহাদিগকে রিযিক দান করেন আর তোমাদিগকেও অর্থাৎ ঐ সকল প্রাণীর দুর্বলতা সত্ত্বেও তাহাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাদের জন্য উহা সহজ করিয়া দেন। অতএব প্রত্যেক প্রাণীর জন্য উপযুক্ত রিযিক তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। এমন কি গর্ভের পিপীলিকা, শূণ্যের পাখি এবং পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছের জন্যও তিনি রিযিকের ব্যবস্থা করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ

"ভূ-পৃষ্ঠে চলমান সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্র। আর তিনি উহাদের দীর্ঘাবস্থানের স্থান ও অল্প অবস্থানের স্থান জানেন। কিতাবে মুবীনের মধ্যে সবকিছুর উল্লেখ রহিয়াছে। (সূরা হূদ ঃ ৬)

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান হিরাভী ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বাহির হইলাম। তিনি চলিতে চলিতে মদীনার এক বাগানে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাগানের খেজুর টোকাইয়া খাইতে শুরু করিলেন এবং আমাকে বলিলেনঃ "يا ابن عمر مالك لا تأكل ইবন উমর ! তোমার কি হইল, খাও না কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আজ চতুর্থ দিন ইহার মধ্যে আমি খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করি নাই। অতএব আমার তো খাইবার আছে। অথচ আমি ইচ্ছা করিয়া আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেই তিনি আমাকে কায়সার ও কিস্রা এর ন্যায় ধনভান্ডার দান করেন। হে ইবন উমর! তখন তোমার অবস্থা কিরূপ হইবে যখন এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করিবে যখন তাহারা বৎসরের আহার্য্য জমা করিয়া রাখিবে অথচ, আল্লাহর রোয কিয়ামতের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস হইবে দুর্বল। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার ঐ স্থানে থাকাবস্থায় এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ধনভান্ডার জমা করিবার হুকুম দেন নাই আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেও বলেন নাই। অতএব যেই ব্যক্তি চিরকাল পার্থিব জীবন ধারণ করিবার আশায় ধনভান্ডার একত্রিত করে, তাহার জানিয়া রাখা উচিৎ যে, জীবন আল্লাহ্র হাতে তিনি যখন ইচ্ছা উহার অবসান ঘটাইতে পারেন। মনে রাখিও, আমি একটি দীনার কিংবা দিরহামও জমা করি না, আর আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখিয়া দেই না। হাদীসটি গরীব। হাদীসের রাবী জাররাহ ইব্ন মিনহাল একজন দুর্বল রাবী।

লোক মুখে কথাটি প্রসিদ্ধ যে, যখন কাকের বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হয়, তখন উহার পরও পশম সাদা হয় কাক ইহা দেখিয়া ঘৃণা করিয়া বাচ্চা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যখন উহার পালক ও পশম কালো হয় তখন পুনরায় মা-বাবা উহার কাছে আসে এবং উহার মুখে খাবার দান করে। কিন্তু প্রাথমিক দিন গুলোতে যখন উহার মা-বাবা

ঘৃণা করিয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা ছোট ছোট মশা উহার পার্শ্বে একত্রিত করিয়া দেন। এবং উহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। কবি বলেন ঃ

يا رازق النعاب فى عشيه * وجابر العظم الكسير المحصص -

হে কাকের বাসায় কাক ছানার রিযিকদাতা! হে ভাংগা চূর্ণবিচূর্ণ হাড্ডি জোড়নেওয়ালা।

উদ্ধৃত কবিতায় আরব কবিও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'আলা কাকের বাচ্চাকেও উহার বাসায় রিযিক দান করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নবী (সা.) বলেন ঃ سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا তোমরা ভ্রমণ কর, ইহাতে তোমরা সুস্থ থাকিবে এবং রিযিক দান করা হইবে। ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, আবু হাসান আলী ইবন আব্দান ..... হযরত ইবন উমর (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ سَافِرُوْا تُصَحُّوْا وَتَغْنَمُوْا তোমরা সফর কর ইহাতে তোমরা সুস্থ থাকিবে ও গণীমাতের মাল লাভ করিবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, কাবীসা (র.) ..... আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

سَافِرُوْا تَرْبَحُوْا وَصُوْمُوْا تَصِحُّوْا وَاغْزُوْا تَغْنَمُوْا তোমরা সফর কর লাভবান হইবে, সাওম পালন কর সুস্থ থাকিবে এবং জিহাদ কর গণীমাতের মাল লাভ করিবে। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মারফূরূপে এবং হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণিত আছে।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের কথাবার্তা শ্রবণ করেন এবং তাহাদের যাবতীয় চালচলন ও অবস্থানকে দর্শন করেন।

٦١. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

٦٢. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

٦٣. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬১) যদি তুমি উহদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন ? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্। তাহা হইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে ! (৬২) আল্লাহ্ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৬৩) যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভুমি মৃত হইবার পর, আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্। বল, প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ প্রকৃত উপাস্য কেবল আল্লাহ্-ই। মুশরিক-পৈত্তলিকরাও ইহা স্বীকার করে যে আসমান যমীন চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ এবং দিবা-রাত্র একের পর তিনিই মানুষের জন্য কার্যরত করিয়াছেন। রিযিকদাতা ও সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই। তাঁহার বান্দাদের জন্য মৃত্যুর নির্দিষ্টকাল তিনিই নির্ধারণ করিয়াছেন তিনিই কাহাকেও ধন দিয়াছেন কাহাকেও দারিদ্রের শিকার করিয়াছেন। ধন ও দারিদ্রের যোগ্য যে কে তাহা তিনি ভাল জানেন। এই সকল ক্ষমতার অধিকারী যখন একমাত্র তিনিই অন্য কেহ নহে। অতএব ইবাদত ও উপাসনার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। কি কারণে অন্যের ইবাদত করা হইবে ? আর কি কারণেই বা অন্যের উপর ভরসা করা হইবে? সম্রাজ্যের অধিকারী যখন তিনি একাই ইবাদতের যোগ্যও তিনি একাই। রবূবিয়াত ও প্রতিপালনের যখন তাঁহার কোন শরীক নাই উলূহিয়্যাত ও উপাসনায় তাঁহার শরীক কেন থাকিবে ? আল্লাহ্ বহু স্থানে রবূবিয়াতে তাঁহার একত্ববাদের স্বীকারোক্তির মধ্যে উলূহিয়াতের একত্ববাদকে প্রমাণিত করিয়াছেন। হজ্জ পালনকালে মুশরিকরাও এই সত্যকে স্বীকার করিয়া থাকে। হজ্জ পালনকালে তাহারা বলে ঃ

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার কোন শরীক নাই। আছে কেবল এমনজন শরীক যাঁহার সত্তার ও তাহার যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত মালিক আপনিই"।

٦٤. وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

٦٥. فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ.

٦٦. لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৪) এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি উহারা জানিত! (৬৫) উহারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন উহারা শির্‌কে লিপ্ত হয়। (৬৬) ফলে, উহাদিগের প্রতি আমার দান উহারা অস্বীকার করে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে, অচিরেই উহারা জানিতে পারিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন দুনিয়া অতি তুচ্ছ, ইহা ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী নহে। ইহার জীবন খেলাধূলা বৈ কিছু নহে।

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ অবশ্য পরকালের জীবনই সত্যিকারের জীবন। উহা চিরস্থায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে।

لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ যদি তাহারা এই সত্যকে বুঝিত, তবে চিরস্থায়ী বস্তুকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর উপর প্রাধান্য দান করিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন মুশরিকরা যখন নৌকায় আরোহন করিয়া নিরুপায় হয় বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পায়, তখন তাহারা সকল উপাস্য ছাড়িয়া একমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকিতে থাকে। বিপদের সময় যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া তাহাদের ডাকের সাড়া আর কেহ দিতে সক্ষম নহে। তবে অন্য সকল সময় তাহাদের এই জ্ঞানটুকু স্থায়ী থাকে না কেন? আর কেনই বা তাহারা শিরক বর্জন করে না? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ঐ সকল মুশরিকরা যখন নৌকায় আরোহন করে তখন একনিষ্ঠ হইয়া কেবল আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ـ

আর যখন তোমরা সমুদ্রে বিপদগ্রস্থ হও তখন আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের সকল উপাস্য উধাও হইয়া যায়, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে বিপদমুক্ত করিয়া স্থলভাগে পৌছাইয়া দেন, তখন আবার তোমরা বিমুখ হইয়া পড়। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৭) এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ আর তিনি যখন বিপদ মুক্ত করিয়া স্থলে পৌছাইয়া দেন তখনই তোমরা শির্ক করিতে শুরু কর। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইকরিমাহ্ ইব্ন আবূ জাহ্ল (র) হইতে বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয় হইবার পর তিনি মক্কা হইতে পলায়ন করিলেন যখন তিনি হাব্শার উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে সমুদ্রারোহন করিলেন তখন নৌকা তাহাদিগকে লইয়া দুলিতে শুরু করিল। নৌকার আরোহীরা বলিল, ভাইসব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রার্থণা কর, তিনি ব্যতিত আর কেহ রক্ষা করিতে পারে না। তখন ইকরিমাহ (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি সমুদ্রের এই বিপদ হইতে তিনি ব্যতিত আর কেহ রক্ষা করিতে না পারে তবে স্থলেও তিনি ছাড়া আর কেহ রক্ষা করিতে পরে না। হে আল্লাহ্ ! আপনার সহিত আমি এই ওয়াদা করিতেছি যে, যদি আমি এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অবশ্যই আমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গমন করিব এবং তাঁহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিব। আমি অবশ্যই তাঁহাকে বড় অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান পাইব। অতঃপর বিপদ মুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার ওয়াদা পালন করিলেন।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوْا

ঐ মুশরিকরা সমুদ্রের বিপদ মুক্ত হইবার পর অবশেষে তাহারা আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতসমূহের অবমাননা করে এবং উহা উপভোগ করে। আরবী ভাষাবিদগণ ও তাফসীরকারগণের মতে لِيَكْفُرُوْا .. وَلِيَتَمَتَّعُوْا এর لام টি عاقبة এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ মুশরিকরা যখন বিপদগ্রস্থ হইয়া বিপদমুক্তির জন্য একনিষ্ঠ হইয়া প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্র নিয়ামতের নাশুকুরী করা ও উহার অবমাননা তাহাদের উদ্দেশ্য হয় না, কিন্তু অবশেষ তাহারা উহাই করে। ইব্ন কাসীর (র.) বলেন, ইহা মানুষের দিকে লক্ষ্য করিলে لام عاقبة গ্রহণযোগ্য। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহাদের জন্য যাহা নির্দ্ধারিত আছে সেই দিকে লক্ষ্য করিলে لام تعليل হইতে পারে। পূর্বে ইহার সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে।

٦٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ.

٦٨. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهٗ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ.

٦٩. وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৭) উহারা কি দেখে না আমি হারম্‌কে নিরাপদ স্থান করিয়াছি অথচ ইহার চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে, তাহাদিগের উপর হামলা করা হয়, তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে ? (৬৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদিগের আবাস নহে? (৬৯) যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদিগের সঙ্গে থাকেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তিনি কুরাইশদিগকে পবিত্র মক্কা শরীফে স্থান দিয়াছেন, যাহাকে তিনি নিরাপদ করিয়াছেন। যে কেহ তথায় প্রবেশ করে সে হয় সম্পূর্ণ নিরাপদ। অথচ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের বসবাসকারী লোকজনের মধ্যে কোন নিরাপত্তা নাই। তাহারা পারস্পারিক দাংগা হাংগামা ও হত্যাকান্ডে লিপ্ত। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র এই অসাধারণ নিয়ামতের জন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহারা উহা না করিয়া প্রতীমা পূজা করিতেছে।

اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ তাহাদের প্রতি এই অসাধারণ নিয়ামতের পরও কি তাহারা মিথ্যা উপাস্যের প্রতি এই বিশ্বাস করিবে ? আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর ও কৃতজ্ঞতা কি ইহাই যে, তাঁহার সহিত অন্যকে শরীক করিবে এবং তাহার প্রতি ঈমান আনিবার পরিবর্তে কুফর করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ আল্লাহ্‌র নিয়ামত কুফরের কারণে পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কাওমকে ধ্বংসের ঘরে নিক্ষেপ করিয়াছে"। (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ২৮) তাহাদের জন্য তো উচিৎ ছিল, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহ্‌র সহিত যেন অন্য কাহাকে শরীক না করো এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করো। কিন্তু ইহা তো করিলই না বরং তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়াছে। এবং বিদেশেও তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিয়ামত কাড়িয়া লইলেন। বদরযুদ্ধে তাহাদের বড় বড় নেতা নিহত হইল। এবং সাম্রাজ্য ও সালতানাতের কেবল আল্লাহও তাঁহার রাসূলই অধিকারী হইলেন। পরবর্তীতে মক্কা বিজয় হইল এবং মক্কার কাফির ও মুশরিকরা লাঞ্ছিত হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهٗ ـ

আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অনাচারী আর কে হইবে যে, আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা সত্য সমাগত হইবার পর সে উহাকে অস্বীকার করে ? অতএব তাহার শাস্তিও হইবে সর্বাপেক্ষা কঠিন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নহে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا আর যাহারা আমার রাহে কষ্ট স্বীকার করিয়াছে। আর তাহারা হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে আমার পথ দেখাইব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবু আহমাদ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন, সেই সকল তাঁহাদের ইল্ম অনুসারে আমল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অধিক জ্ঞান দান করেন। আহমাদ ইব্ন আবুল হাওয়াবী (র) বলেন, আমি এই অর্থটি আবু সুলায়মান দারমীকে শুনাইলে, তিনি ইহা বড় পসন্দ করিলেন। অবশ্য তিনি বলিলেন, যদি কোন ভাল বিষয় কাহারও অন্তরে ইলহাম হয় তবে যাবৎ না উহা কুরআন কিংবা হাদীসে না পাওয়া যায় উহার প্রতি আমল করা উচিৎ নহে। অবশ্য কুরআন কিংবা হাদীসে উহার উল্লেখ থাকিলে আমল করিবে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে। কারণ তিনি তোমার অন্তরে এমন বিষয়ের ইলহাম করিয়াছেন যাহা কুরআন কিংবা হাদীসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও খাঁটি লোকদের সাথে আছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... শা'বী (র) হইতে বর্ণিত। ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) বলেন ঃ

إنما الإحسان تحسن إلى مَن أساء إليك ليس الإحسان ان تحسن إلى مَن أحسن إليك ـ

"ইহা ইহসান ও সদ্ব্যবহার নহে যে, যেই ব্যক্তি তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করিল, তুমিও তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলে বরং ইহসান হইল, যেই ব্যক্তি তোমার সহিত দুর্ব্যবহার করিল, তুমি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলে"।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা আল-আনকাবূত-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ; সূরা রূম

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. الٓمّٓ ۔

٢. غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۔

٣. فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔

٤. فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۔

٥. بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۔

٦. وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

٧. يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম (২) রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে, (৩) নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু উহারা উহাদিগের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে, (৪) কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বে ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্রই আর সেই দিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে, (৫) আল্লাহ্র সাহায্যে, যিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৬) ইহা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। (৭) উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত আর আখিরাত সম্বন্ধে উহারা গাফিল।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহ তখন নাযিল হইয়াছিল যখন পারস্য সম্রাট সিরিয়া ও উহার নিকটবর্তী ঝীরার এলাকা এবং দূরবর্তী এলাকাসমূহ জয় করিল এবং রূম সম্রাট হিরাকলিয়াস কুসতুনতুনীয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দীর্ঘকাল তথায় অবরুদ্ধ থাকিলেন। অতঃপর পুনরায় পারস্য শক্তিকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মু'আবিয়াহ ইব্ন আম্র (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুশরিকরা কামনা করিত পারস্য রূমের উপর বিজয়ী হউক। কারণ তাহারা ছিল প্রতীমা উপাসক আর পারস্য আল্লাহ্কে বাদ দিয়া অগ্নিপূজা করিত। মুসলমানগণ কামনা করিত রূম যেন পারস্যের উপর জয়লাভ করে। কারণ তাহার সকলেই ছিল আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। হযরত আবূ বকর (রা) ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ

اَمَا اَنَّهُمْ سَيَغْلِبُوْنَ সত্বরই রূমীরা জয়লাভ করিবে। হযরত আবূ বকর (রা) ইহা মুশরিকদের নিকট বলিলে তাহারা বলিল, তুমি রূমীদের জয়লাভের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ধার্য কর। যদি আমরা বিজয়ী হই অর্থাৎ পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করে তবে তো আমরা তোমাদের নিকট হইতে এই এই বস্তু লাভ করিব। আর যদি তোমরা জয় লাভ কর অর্থাৎ রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করে তবে তোমরা এই এই বস্তু লাভ করিবে। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) পাঁচ বৎসরের সময় নির্ধারণ করিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পারস্যের উপর জয় লাভে সক্ষম হইল না। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা আলোচনা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ তুমি দশ বৎসরের কথা বলিলে না কেন ? সাঈদ ইব্ন জুবাইর বলেন, البضع। শব্দটি দশ সংখ্যার নিম্ন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহার পর রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করে।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ...... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ পর্যন্ত নাযিল করেন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) উভয়ই হুসাইন ইব্‌ন হুরাইস (র) ..... সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। কেবল সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে এর সূত্রে হাবীব (র) হইতে আমরা হাদীসটি জানি। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সান'আনী (র) ..... মু'আবিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).....সাঈদ সা'লাবী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি আবূ ইসহাক ফাযারী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান (র) বলেন, পারস্য রূমের নিকট বদর যুদ্ধের দিনে পরাজিত হয়।

দ্বিতীয় হাদীস

সুলায়মান ইব্‌ন মিহ্‌রান আ'মাশ (র) ..... আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হইয়াছে। ধূয়া, মহাবিপদ, আল্লাহ্‌র পাকড়াও (اَلْبَطْشَةُ) চন্দ্রের দ্বিখন্ডন ও রূম বিজয়। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইব্‌ন ওয়াকী (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করিয়াছিল। মুশরিকরা রূমের উপর পারস্যের বিজয় কামনা করিত। অপর দিকে মুসলমানগণ রূম যাহাতে পারস্যের উপর জয় লাভ করে ইহাই চাহিত। কারণ উভয়ই আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। আর রূমীরা ধ্যান ধারণায় মুসলমানদের অধিক নিকতবর্তী। অতঃপর যখন الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ ..... وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ। অবতীর্ণ হইল। ইহার পর মুশরিকরা বলিল, হে আবু বাকর! তোমার সংগী (রাসূলুল্লাহ) তো বলেন, রূমীরা পারস্যের উপর তিন হইতে নয় বৎসরের মধ্যে জয় লাভ করিবে ? তিনি বলিলেন, ইহাতে আবার সন্দেহ কিসের ? তিনি সত্য বলিয়াছেন। তখন তাহারা বলিল, তবে কি তুমি আমাদের সহিত চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আসিবে। তিনি ইহাতে সম্মতি জানাইলে, তাহারা সাত বৎসরের মধ্যে রুম বিজয়ী হইলে হযরত আবূ বকর (রা) চারটি উট দিবে বলিয়া শর্ত করিল। কিন্তু সাতটি বৎসর অতিক্রম হইবার পরও যখন রূম বিজয়ী হইল না, তখন মুশরিকররা আনন্দে আত্মহারা হইল। ইহা ছিল মুমলমানদের বড়ই দুঃসহনীয়। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা) খিদমতে ইহার আলোচনা করিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা بِضْعِ سِنِيْنَ দ্বারা তোমরা কি বুঝ ? তাঁহারা বলিল, আমরা তিন হইতে দশ বৎসর কম বুঝি ? তখন তিনি বলিলেন ? তোমরা যাও এবং ঐ সকল মুশরিকদের নিকট আরো দুই বৎসর অর্থাৎ নয় বৎসরের মধ্যে রূম বিজয়ী হইবে বলিয়া জানাইয়া দাও। রাবী বলেন, ইহার পর দুই বৎসর শেষ

হইতেই না হইতেই রূমের বিজয়ী হইবার সংবাদ আসিল। মুসলমান ইহা শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ .... وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ـ

তৃতীয় হাদীস

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন ইসাইন (র) ..... বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন, الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ নাযিল হইল, তখন মুশরিকরা হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিল, আরে তোমার সংগী (রাসূলুল্লাহ) না বলিতেছেন যে রূম না কি পারস্যের উপর বিজয়ী হইবে ? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আচ্ছা তবে কি তুমি আমাদের নিকট ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিবে ? অতঃপর তিনি সময় নির্ধারণ করিলেন, কিন্তু ঐ সময়টি শেষ হইবার পরও রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিতে পারিল না।

রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদের সহিত হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই আলোচনার কথা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত করিলেন, হে আবূ বকর! তুমি মুশরিকদের সহিত এই সাত বৎসরের সময় নির্ধারণ করিলে কেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যে সত্য উহার উপর ভরসা করিয়া। তিনি বলিলেন, পুনরায় তাহাদের নিকট গমন কর এবং দশ বৎসর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ কর, এই সময়ের মধ্যে জয়লাভ না করিলে আরো অধিক বস্তু দানের কথা বলিয়া আস। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) মুশরিকদের নিকট গমন করিলেন, তাহাদের সহিত পুনরায় নির্ধারণ করিয়া শর্ত করিলেন। অতঃপর ঐ নির্ধারিত সময় শেষ না হইতে রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। রূমী সৈন্য মাদইয়ান পর্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তার করিল। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) মুশরিকদের নিকট হইতে শর্তের মাল উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, ইহা তুমি সাদাকা করিয়া দাও।

চতুর্থ হাদীস

আবূ ঈসা তরিমিযী (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... নিয়ার ইব্ন মুকরিম আসলামী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ অবতীর্ণ হইল। তখন পারস্য রূমের উপর বিজয়ী হইয়াছিল। আর মুসলমান পারস্যের উপর রূম বিজয় কামনা

করিত। কারণ তাহারা উভয়ই আসমানী কিতাব প্রাপ্ত আর এই প্রসংগেই অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

"সেই দিন মুসলমানরা আল্লাহ্র সাহায্যে উৎফুল্ল হইবে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম দয়ালু"। আর যেহেতু কুরাইশ ও পারস্যবাসী কেহই আসমানী কিতাব প্রাপ্ত ছিলো না। এই হিসাবে উভয়ের মধ্যে ছিল একটু বিশেষ সম্পর্ক। অতএব কুরাইশ পারস্যের বিজয় কামনা করিত। অতএব উল্লেখিত আয়াত যখন নাযিল হইল। ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) একদিন মক্কার পাশ্ববর্তী এলাকায় গমন করিলে, কিছু কুরাইশ তাঁহাকে বলিল, তোমার সাথী (রাসূলুল্লাহ) তো বলিয়াছিলেন যে, রূম পারস্যে উপর বিজয়ী হইবে। আসনা, আমরা ইহার উপর পরস্পর শর্ত করি। হযরত আবূ বকর (রা) ইহার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তবে তখনও পারস্পরিক শর্ত করা হারাম হইয়া ছিল না।

মুশরিকরা বলিল, আমরা بِضْع দ্বারা তো তিন হইতে নয় সংখ্যা পর্যন্ত বুঝি, তুমি মধ্যবর্তী একটি সংখ্যা নির্ণয় কর। অতঃপর ছয় বৎসরের উপর শর্ত করা হইল। এবং হযরত আবূ বকর ও মুশরিকরা দুই পক্ষই কিছু জিনিস তৃতীয় স্থানে রাখিয়া পরে যেই জিতিবে সেই উহা লইতে পারে। কিন্তু ছয় বৎসর শেষ হইবার পর ও যখন রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিতে পারিল না, তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর রাখা বস্তু লইয়া গেল। কিন্তু সপ্তম বৎসর রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। বলিল ইহার কারণে মুসলমানগণ হযরত আবূ বকর (রা)-কে অভিযুক্ত করিলেন যে, কেন তিনি ঐ তারিখ নির্ধারণ করিলেন ?

আল্লাহ্ بِضْعِ سِنِيْنَ বলিয়াছেন এবং ইহার প্রয়োগ তো তিন হইতে নয় বৎসর পর্যন্ত হয়। পবিত্র কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হইল, তখন অনেক লোক ঈমান আনিল। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীস সম্পর্কে বলেন, ইহা হাসান সহীহ। হাদীসের রাবী আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ যিনাদ (র) ব্যতিত আর কেহ ইহাই বর্ণনা করেন নাই। তবে তাবিঈগণের একটি দলও হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমাহ, শা'বী, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী, যুহরী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ তাঁহাদের অন্তর্ভূক্ত। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণিত আছে।

ইমাম যুনাইদ ইব্ন দাউদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ..... ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত যে, পারস্যের একজন স্ত্রী লোক এমন ছিল, যাহার সন্তানগণ অধিকাংশই মহা

বীরত্বের অধিকারী ছিল। একবার পারস্য সম্রাট 'কিস্‌রা' তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমি রূমের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং তোমার কোন সন্তানকে ইহার সেনানায়ক নিয়োগ করিতে চাই। তুমি বল, কাহাকে সেনানায়ক নিয়োগ শুভ হইবে। সেই মহিলা বলিল, আমার এক সন্তান শৃগাল অপেক্ষা অধিক ধূর্ত এবং চিল অপেক্ষা অধিক হুশিয়ার। দ্বিতীয় সন্তান 'ফারখান' সে শত্রুর বুক চিরিতে বর্শা অপেক্ষা অধিক কার্যকর। এর তৃতীয় 'শাহরে রাজ' সে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। অতএব আপনি যাহাকে ইচ্ছা সেনানায়ক করিতে পারেন। সম্রাট বলিল, জ্ঞানী সন্তানকে আমি সেনানায়ক নিয়োগ করিলাম। শাহরে রাজ সেনানায়ক নিযুক্ত হইবার পর, রূম অভিযানে রওয়ানা হইল এবং পারস্য সৈন্য পরিচালনা করিয়া রূমের উপর জয়লাভ করিল। রূমদিগকে হত্যা করিল এবং তাহাদের বসতী এবং বাগানসমূহ বীরান করিয়া ফেলিল।

আবূ বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, এই হাদীসটি আমি আতা খুরাসানী (র)-এর নিকট বর্ণনা করিলে, তিনি আমাকে বলিলেন, তুকি কি শাম (সিরিয়া) দেশের শহরগুলি দেখিয়াছ। আমি বলিলাম জী না ? তিনি বলিলেন, যদি তুমি ঐ শহরগুলি দেখিতে যাহা বীরান হইয়াছে এবং কর্তিত যাইতুন বৃক্ষও দেখিতে পাইতে। রাবী বলেন, ইহার পর শাম দেশে গমন করিয়া উহার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। আতা খুরাসানী (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়ামুর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, রূম সম্রাট একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং পারস্য সম্রাট কিসরা শাহ্‌রে রাজ নামক জেনারেলের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। বুস্‌রা ও আযরুয়াত নামক স্থানের মাঝে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং পারস্য বাহিনী রূম বাহিনীকে পরাস্ত করিল। ইহাতে মুশরিকরা তো আনন্দিত হইল, কিন্তু মুসলমানগণ দুঃখিত হইল।

ইকরিমাহ (র) বলেন, একবার এক দল মুশরিক কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের সহিত কথা প্রসংগে বলিল, তোমরা আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত আর ইসরাঈলীরাও কিতাবপ্রাপ্ত। অপরপক্ষে আমরাও কিতাবপ্রাপ্ত নহি আর আমাদের ভাই পারস্যবাসীরা তোমাদের ভাইয়ের উপর জয় লাভ করিয়াছে, যদি তোমাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তবে আমরাও তোমাদের উপর জয়ী হইব। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল ঃ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ .....
يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ -

ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) কাফিরদের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের ভাই আমাদের ভাইয়ের উপর জয় লাভ করিয়াছে বলিয়া তোমরা কি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছ ? অত বেশী উৎফুল্ল হইও

না ? আল্লাহ্ তোমাদের চক্ষু শীতল করিবেন না। আল্লাহ্র কসম, রূম পুনরায় পারস্যের উপর জয় লাভ করিবে। আমাদের নবী (সা)-ই আমাদিগকে এই খবর দান করিয়াছেন। উবাই ইব্ন খলফ ইহা শুনিয়া বলিল, হে আবূ ফুযাইল। তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। তখন হযরত আবূ বকর (রা) চুপ রহিলেন না। তিনিও বলিলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যাবাদী। অতঃপর উবাই বলিল, আচ্ছা আমরা দশটি উটের উপর শর্ত করিব। যদি তিন বৎসরের মধ্যে রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করে তবে আমি তোমাকে দশটি উষ্ট্রী দিব।

হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আচ্ছা তোমার শর্ত আমি গ্রহণ করিলাম। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া ঘটনার উল্লেখ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, আমি তো তোমাদের তিন বৎসরের কথা বলি নাই। আমি যাহা বলিয়াছি এবং উহা তিন হইতে নয় বৎসর পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়। তুমি যাও এবং অধিক উষ্ট্রী দানের কথা শর্ত করিয়া সময়ের মধ্যে পরিবর্ধন কর। হযরত আবূ বকর (রা) উবাই ইব্ন খলফ-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিল, সম্ভবত তুমি শর্ত করিয়া লজ্জিত হইয়াছ ? তিনি বলিলেন, আরে না, আমি আরো অধিক উষ্ট্রী লইয়া সময় পরিবর্ধন করিতে চাই। নয় বৎসরের মধ্যে রূম যদি পারস্যের উপর জয় লাভ না করে, তবে আমি তোমাকে একশতটি উষ্ট্রী দান করিব। উবাই বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও ইহাতে রাজী। অতঃপর রূম পারস্যের জয়লাভ করিল এবং মুসলমানগণ পারস্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিল।

ইকরিমাহ (র) বলেন, পারস্য রূমের উপর জয়লাভ করিবার পর, একদিন পারস্য সেনাপতি 'শাহ্রে রাজ' এর ভাই ফারখান মদপানে লিপ্ত হইল। তখন সে তাহার সাথীদিগকে বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমি পারস্যের সিংহাসন আরোহন করিয়াছি। পারস্য সম্রাট 'কিস্রা' এর নিকট সংবাদটি পৌছাইতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি 'শাহ্রে রাজ' এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমার এই পত্র পৌঁছাইতেই তুমি 'ফারখান' এর শিরোচ্ছেদ করিয়া আামার নিকট প্রেরণ কর। পত্র প্রাপ্ত হইয়া 'শাহ্রে রাজ' সম্রাটের নিকট লিখিল। সম্রাট! আপনি ফারখানের ন্যায় বীরসেনা দ্বিতীয় আর এক জনকেও পাইবেন না। অতএব এই বিষয়ে আপনার ফয়সালা প্রত্যাহার করুন। পত্র পাপ্তির পর পারস্য সম্রাট তাহার নিকট পুনরায় এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, পারস্যে ফারখান এর বিকল্প বহু বীর বিদ্যমান। অতএব তুমি তাড়াতাড়ি তাহার শিরোচ্ছেদ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ কর। 'শাহরে রাজ' এইবারও তাহার ভ্রাতা শিরোচ্ছেদ না করিয়া সম্রাটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিল। কিন্তু সম্রাট তাহার প্রত্রের আর কোন উত্তর দান না করিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ঘোষণা

করিলেন, আমি 'শাহের রাজ'-কে পদচ্যুত করিলাম এবং তাহার ভ্রাতা ফারখান কে তাহার স্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করিলাম। এবং এই মর্মে তিনি একখানা পত্র লিখিয়া বিশেষ দূতের মাধ্যমে উহা শাহ্‌রে রাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহার সাথে সাথে একটি ছোট কাগজে ফারখানের নিকট ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই শাহ্‌রে রাজকে হত্যা করিবে। শাহ্‌রে রাজ সম্রাটের অনুগত ছিল।

সম্রাটের পত্র পাঠ করিয়া ক্ষমতা তাহার ভ্রাতার নিকট হস্তান্তর করিল। তাহার ভ্রাতা ক্ষমতা গ্রহণ করিবার পর সম্রাটের দূত ঐ পত্রখানা তাহার হাতে অর্পণ করিল। ফরখান উহা পাঠ করিয়া তাহার ভ্রাতা শাহ্‌রে রাজকে হত্যার নির্দেশ দিল। তখন শাহ্‌রে রাজ তাহাকে বলিল, তুমি স্বীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে ব্যস্ত হইও না। আমাকে একটু অসিয়্যত করিতে অবকাশ দাও। ফারখান ইহাতে সম্মত হইল। শাহ্‌রে রাজ তাহার সমস্ত দস্তাবীজ উপস্থিত করিল এবং উহা ফারখানের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, দেখ, তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার নিকট সম্রাটের এত নির্দেশ ছিল, কিন্তু আমি তাহার নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া তাহার নিকট পত্র লিখিয়াছি। কিন্তু আজ না তুমি সম্রাটের মাত্র একটি পত্র পাইয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ। শাহ্‌রে রাজের নামের সম্রাটের চিঠি পত্র পাঠ করিয়া ফারখানের চক্ষু খুলিয়া গেল। সে তাহার ভ্রাতা শাহরে রাজের নিকট পুনরায় ক্ষমতা ফিরাইয়া দিল।

অতঃপর শাহ্‌রে রাজ রূম সম্রাটের এই মর্মে পত্র লিখিল যে, আপনার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন। যাহা না তো আমি দূতের মাধ্যমে আপনার নিকট পেশ করিতে পারি আর না পত্র লিখিয়া আপনাকে জানাইতে পারি। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার সাক্ষাৎ দান করুন। তবে আপনি আপনার সহিত পঞ্চাশ জন রূমী সেনা রাখিবেন, আমি ও আমার সহিত পঞ্চাশ জনের অতিরিক্ত পারস্য সেনা রাখিব না। কাহার নিকট একটি ছুরি ব্যতিত অন্য কোন অস্ত্র থাকিবে না। রূম সম্রাট সাক্ষাতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সতর্কতা মূলকভাবে শাহ্‌রে রাজের অবস্থা জানিবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের নিকট আসিয়া বলিল, শাহ্‌রে রাজের নিকট মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্যই আছে।

অতঃপর উভয়েই একটি রেশমের তৈরী তাবুর মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইলেন। উভয়ই একজন দোভাষীর ব্যবস্থা করিলেন। শাহ্‌রে রাজ দোভাষীর মাধ্যমে রূম সম্রাটকে বলিলেন, যাহারা আপনার নগরী সমূহকে তাহাদের কৌশল ও বীরত্বের দ্বারা বীরান ও উজাড় করিয়াছে তাহারা আমার দুই সহোদর ভাই। কিন্তু পারস্য সম্রাট 'কিস্‌রা' এখন আমাদের প্রতি হিংসায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আমাকে প্রথম আমার ভ্রাতাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন, আমি উহা অমান্য করিলে পরে তিনি আবার

সু-কৌশলে আমার ভাইকে আমাকে হত্যা করিবার হুকুম জারী করেন। আমরা উভয়ই তাহার নির্দেশ অমান্য করিয়াছি। এখন আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, অথবা আপনার অনুগত সেনা হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। রূম সম্রাট ইহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন, আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর একে অন্যের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, গোপন তথ্য দুইজনের মধ্যে সীমিত থাকা উচিৎ। তৃতীয় জনের মধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়ে তখন আর উহা গোপন থাকে না। অতঃপর উভয়ই তাহাদের দোভাষীকে হত্যা করিয়া দিলেন। রাবী বলিলেন, এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা 'কিস্রার' পতন ঘটাইলেন এবং তাহাকে ধ্বংস করেন। পারস্য বিজয়ের সংবাদ হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া পৌঁছিল। মুসলমানগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বড়ই খুশী হইলেন। এই হাদীসের বর্ণনা গারীব।

আমরা এখন আলোচ্য সূরার কয়েকটি শব্দসমূহকে আলোচনা করিব। الٓمٓ। ইহা মুকাত্তাআত হরূফ। সূরা 'বারাকার শুরুতে সবিস্তারে ইহার আলোচনা হইয়াছে। الرُّوْمُ। রূমের অধিবাসীরা ঈসা ইব্ন ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম এর বংশধর এবং বনী ইসরাঈলের চাচাত ভাই। ইহাদিগকে 'বানুল আসফার'ও বলা হয়। ইহারা ইউনানীদের ধর্মের অনুসারী ছিল এবং ইউনানীরা ছিল ইয়াফিস ইব্ন নূহ-এর বংশধর এবং তুর্কিদের চাচাত ভাই। ইহারা সাতটি চলমান ও অস্থির নক্ষত্রের পূঁজা করিত। এবং উত্তর মেরুকে কিবলা মনে করিয়া ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া ইবাদত করিত। ইহারা দামিশক্ শহরেও ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। সেখানেই ইবাদতগাহ্ নির্মাণ করিয়াছিল, যাহার মিহ্রাব ছিল উত্তর মেরুর দিকে।

হযরত ঈসা (আ)-এর নবূওয়তের তিনশত বৎসর পর্যন্তও রূমের অধিবাসীরা তাহাদের পুরাতন ধ্যান-ধারণা আঁকড়াইয়া ছিল। রূমের সর্বপ্রথম বাদশাহ যিনি ঈসায়ীধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হইলেন, 'কুসতুনতীন ইবন কসতুনতীন'। তাহার মাতার নাম ছিল মারইয়াম। আল-হীলানায়াহ হিরান শহরের অধিবাসী ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহারই প্রচেষ্টাই তাহার পুত্র ঐ ধর্মগ্রহণ করে। তাহার পুত্র ছিলেন বড়ই জ্ঞানী ও দার্শনিক। তবে ইহাও অনেকেই জানিত যে, তিনি অন্তর দিয়া ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না। তাহার সময় বহু খ্রিস্টান একত্রিত হইয়া এবং তাহারা পরস্পর ধর্মে বিতর্কে জড়াইয়া পড়িল। খ্যাতিমান ঈসায়ী আব্দুল্লাহ ইব্ন আর ইউস' এর সহিত তাহাদের মুনাযারা হইল এবং বিশৃংখলার সৃষ্টি হইল যে, তা লিপিবদ্ধ করাও কঠিন। তিনশত আঠার জন পাদ্রী একত্রিত হইয়া তাহারা একখানা ধর্মগ্রন্থ সংকলন করিল এবং উহা তাহারা বাদশাহর নিকট পেশ করিল।

উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত আকীদা ও বিশ্বাসই শাহী আকীদা ও বিশ্বাস হিসাবে বিবেচিত হইল। ইহাকেই 'আমানাতে কুরবা' বলা হয়। বস্তুতঃ যাহার ছিল 'খিয়ানাতে হাকীবাহ'—

ঘৃণ্য খিয়ানত। ঐ সকল পাদ্রী বাদশার জন্য আইনগন্থ রচনা করিল। তাহারা ঐ গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ)-এর ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিল এবং তাহাদের ইচ্ছা মাফিক ধর্মীয় বিধান তৈয়ার করিল। এই সময় তাহারা পূর্বদিকে ফিরিয়া সালাত পড়িতে শুরু করিল। শনিবার পরিবর্তে রবিবারকে ইবাদতের দিন ধার্য করিল। ক্রুসের পূজা করিতে লাগিল এবং শূকর কে হালাল মনে করিল। ইহা ছাড়া তাহারা বহু ঈদপর্ব নির্ধারণ করিল। যেমন ক্রুসের ঈদ পর্ব কদরাম, গিতাস এর ঈদ পর্ব ইত্যাদি। ঐ সকল পাদ্রীগণকে কয়েক স্তরে ভাগ করিল এবং রূহবানিয়াত ও সংসারত্যাগী হওয়ার জন্য গুরুতর বিদ্‌'আতও আবিষ্কার করিল।

বাদশাহ তাহাদের জন্য বহু গীর্জা নির্মাণ করিল এবং তাহারা নিজের নামানুসারে কুসতুনতুনীয়াহ নগরীর ভিত্তি রচনা করিল। বর্ণিত আছে, তাহারই আমলে বার হাজার গির্জা নির্মাণ করা হয় এবং তিনটি মিহরাব বিশিষ্ট বাইতে লাহ্‌মও নির্মাণ করা হয়। আর তাহার মাতাও প্রসিদ্ধ কুমামাহ গির্জা নির্মাণ করেন এবং বাদশার ধর্মের অনুসারী ছিল বলিয়া ঐ সকল পাদ্রীগণকে 'মালিকিয়াহ' বলা হইত। ইহার পর ইয়াকুবীয়াহ নাসতূরীয়াহ নামে নানা ফিরকাহ ও সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنَّهُمْ افْتَرَقُوْا عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً। তাহারা বাহাত্তার সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়াছিল। মোটকথা তাহারা ঈসায়ী ধর্মাবলম্বন করিয়া রহিল। এবং তাহাদের সাম্রাজ্য টিকিয়া রহিল। কায়্সার উপাধি ধারণ করিয়া একের পর এক সম্রাট সাম্রাজ্য পরিচালনা করিলেন এবং তাহাদের সর্বশেষ সম্রাট হইলেন হিরাকল। তিনি ছিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি ও দুরদর্শিতায় রূম সম্রাটের মধ্যে অনন্য। তিনি রূম সম্রাটকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার করিলেন।

অপরপক্ষে পারস্য সম্রাট কিস্‌রা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন। বহু ছোট ছোট রাষ্ট্র যথা ইরাক ও খুরাসান ইত্যাদি তাহার সমর্থক ছিল। তাহার সম্রাজ্য ফয়সালের সাম্রাজ্য আয়াতনে বড় ছিল। পারস্য বাসীরা ছিল অগ্নিউপাসক। তাহারা অগ্নি পূজা করিত। ইকরিমাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত উপরোল্লিখিত রিওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, 'কায়সার' এর বিরুদ্ধে স্বয়ং কিস্‌রা যুদ্ধ করেন নাই বরং তিনি অন্য সেনানায়কের মাধ্যমে 'কায়সার' কে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা অধিক প্রসিদ্ধ উহা হইল স্বয়ং কিস্‌রাই কায়সার-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাহার বিশাল সম্রাজ্য জয় করিয়া তাহাকে 'কুসতুনতুনীয়ায়' অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কায়সারে রূম হিরাকল দীর্ঘকাল উক্ত শহরে অবরুদ্ধ রহিলেন। রূমবাসীরা তাহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। অতএব 'কিস্‌রার' এর পক্ষে কুসতুনতুনীয়া জয় করা সম্ভব হইল না।

ইহার একটি কারণ ইহাও ছিল যে, কুসতুনতুনীয়া শহরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অতি মযবুত। উহার একটি স্থলভাগ থাকিলে ও অপরদিকে ছিল সমুদ্র! অতএব উহার মধ্যে

অবরুদ্ধ নাগরিক ও সৈন্যদের জন্য সমুদ্র পথে রসদ পৌঁছান সহজ ছিল। অবরোধ দীর্ঘ হইলে, রূম সম্রাট একটি কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি কিস্‌রার নিকট এই প্রস্তাব দিলেন। আপনি যেই মাল ইচ্ছা করেন আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া এবং যেই শর্ত ইচ্ছা আমার প্রতি আরোপ করিয়া আমার সহিত সন্ধি করুন। কিস্‌রা 'কায়সার' এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার নিকট হইতে এত মাল তলব করিলেন যে, দুনিয়ার বাদশাহর পক্ষেই উহা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'কায়সার' তাহার সমস্ত দাবী মানিয়া লইলেন এবং তাহাকে এই ধারণা দিলেন যে, তাহার নিকট তাহার দাবী পূর্ণ করিবার সমস্ত ধন-সম্পদ মওজুদ আছে। তিনি যে অসম্ভব দাবি করিয়াছেন, ইহা কায়সারে রূম হিরাকল তাহার সল্প বুদ্ধিতার পরিমাপ করিয়া লইলেন। তিনি যে, এত বিশাল ধন সম্পদের দাবী করিয়াছেন সারা বিশ্বের সকল বাদশাহ একত্রিত হইয়া উহার এক দশমাংশ দিতে অক্ষম।

সম্রাট হিরাকল 'কিস্‌রার' নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট এই অনুরোধ জানাইলেন যে, তিনি যেন তাহার চাহিদা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে শাম (সিরিয়া) দেশে গমন করার অনুমতি দান করেন। তথায় গমন করিয়া তিনি তাহার ধন-ভান্ডার সমূহ হইতে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিয়া তাহার এই দাবী পূর্ণ করিবেন। পারস্য সম্রাট তাহাকে কুসতনতুনীয়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে শাম দেশে গমন করিবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর কুসতুনতুনীয়া নগরী ত্যাগ করিবার জন্য যখন হিরাকল মন স্থির করিলেন, তখন তিনি তাহার স্বজাতি লোকদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্য আমার কিছু সৈন্য সহ এই নগরী ত্যাগ করিতেছি। যদি আমি এক বৎসরের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারি, তবে তো আমি তোমাদের সম্রাট থাকিব। নচেৎ তোমরা তোমাদের বাদশাহ মনোনয়নে পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা করিলে তোমরা আমাকে বাদশাহ মান্য করিয়া থাকিতে পার আর তোমরা ইচ্ছা করিলে আমি ছাড়া অন্য কাহাকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করিতে পারিবে। বাদশাহর এই বক্তব্য শেষ করিতেই তাহারা বলিল, আপনি আমরণ আমাদের বাদশাহ। আপনি দশ বৎসরও যদি আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তবু আপনারই হুকুম পালন করিয়া আমরা চলিব।

সম্রাট হিরাকল যখন কুস্তুনতুনীয়া ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী লইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেলেন। পারস্য সম্রাট হিরাকলের বিশাল ধন রাশি পাইবার আশায় কুসতুনতুনীয়াই রহিয়া গেলেন। কিন্তু হিরাকল তাহার সেনাবাহিনী লইয়া অতিদ্রুত পারস্য সিমান্তে উপনীত হইলেন। তিনি আকস্মিকভাবে তথায় গণহত্যা শুরু করিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহার মুকাবিলা করা সম্ভব হইল না। অল্প সংখ্যক যেই সৈন্য তথায় অবশিষ্ট ছিল তিনি তাহাদিগকে এবং যুদ্ধের সকল উপযুক্ত সকল পুরুষকে তিনি হত্যা করিতে করিতে 'কিসারার' রাজধানী মাদায়েন পৌঁছিয়া

গেলেন। তথায় অবস্থানকারী সেনাদলকে তিনি হত্যা করিয়া সকল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন সকল মহিলাকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং 'কিসরার' রাজকুমারকে কয়েদে ভরিয়া তাহার মাথা মুড়িয়া দিলেন। রাজপ্রাসাদের মহিলাগণকে গ্রেপ্তার করিলেন।

রাজকুমারের মাথা মুড়িবার পর তাহাকে গাধার উপর আরোহন করাইয়া রাজ প্রাসাদের মহিলাগণ সহ অপমান করাবস্থায় কিস্‌রার নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং তিনি তাহাকে লিখিয়া জানাইলেন, এই হইল আপনার সেই পার্থিব বস্তু, যাহার দাবী আপনি আমার নিকট করিয়াছিলেন। আপনি ইহা গ্রহণ করুন। পারস্য সম্রাট কিস্‌রার পক্ষে এই পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ও অসহনীয়। তিনি ব্যাথাতুর হইয়া পড়িলেন যাহা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো পক্ষে অনুভব করিবার উপায় নাই। কিস্‌রা অতিশয় ক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া কুসতুনতুনীয়া শহরের উপর ভীষণ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি সফল হইতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি রূম সম্রাট হিরাকলের পথরুদ্ধ করিবার মানসে জাইহুন নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কারণ কুসতুনতুনীয়া পৌঁছাইবার জন্য হিরাকলের এই পথ আক্রমণ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি যখন কিস্‌রার অগ্রসর হইবার কথা জানিতে পারিলেন, তখন এক নতুন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি জাইহুন নদীর মুখে তাহার সৈন্য সামন্ত রাখিয়া একটি ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী লইয়া নদীর তীর ঘেসিয়া নদীর উজানে একদিন ও রাত্রের দূরত্বে চলিলেন। এবং ঘাস, উট, ঘোড়ার গোবর সাথে লইয়া গেলেন। একদিন এক রাত্রের গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া ঐ সকল ঘাস ও গোবর নদীতে নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দিলেন, পানির প্রবাহে যখন ঐ সকল ঘাস ও গোবর কিস্‌রার সৈন্যের নিকট পৌছাইল তখন তাহারা মনে করিল হিরাকলর সেনাবাহিনী এই স্থান হইয়া নদী অতিক্রম করিয়াছে। অতঃপর কিস্‌রা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া হিরাকলের সেনাবাহিনীর সন্ধানে অগ্রসর হইলেন।

জাইহুন নদীর মুখ কিস্‌রার সৈন্যের জন্য মুক্ত হইল। এই অবকাশে হিরাকল তাহার সেনাবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া নদী পার হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি ভিন্ন পথ ধরিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কিস্‌রা ও তাহার সেনাবাহিনীকে এড়াইয়া তিনি কুসতুনতুনীয়া শহরে প্রবেশ করিলেন। ঐ দিন ছিল নাসারাদের জন্য একটি বড় খুশী ও উৎসরেব দিন। কিস্‌রা ও তাহার সেনাবাহিনী অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন তাহারা যে কি করিবে উহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। রূম হইতে তাহারা বঞ্চিত আর অন্য দিকে তাহাদের নিজেদের দেশ ও শহরসমূহ রূমীদের হাতে বিধ্বস্ত হইল। তাহারা তাহাদের সকল ধনভান্ডার লুণ্ঠন করিয়াছে ও তাহাদের সন্তান সন্ততি ও মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহাই হইল পারস্যের উপর রূমের বিজয়। এই বিজয় সংঘটিত হইল রূম বিজয়ের নয় বৎসর পরে।

আযরুআত ও বুস্রা এর যুদ্ধে পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করিয়াছিল। এই দুইটি স্থান সিরিয়ার ঐ অংশে যাহা হিজাযের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমাম হইতে বর্ণিত। মুজাহিদ (র) বলেন, ঐ ঘটনাটি ঘটিয়াছিল জাঝিরা নামক স্থানে। আর রূমের ঐ স্থানটি ছিল পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী।

অতঃপর নয় বৎসর পরে পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করে। আরবী ভাষায় بِضْعِ শব্দটি তিন হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন জরীর আয়াতের بِضْعِ শব্দের অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন জবীর (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান জুমাহী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আবূ বকর! তুমি মুশরিকদের সহিত শর্ত করিবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করিলে না কেন ? بِضْعِ শব্দের ব্যবহার তো তিন থেকে দশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা অত্র সূত্রে হাসান ও গারীব।

لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ইহার পূর্বে ও পরে যাবতীয় ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্র-ই। قَبْلُ ও بَعْدُ শব্দদ্বয়কে ইযাফ শূন্য করিয়া পেশ দেওয়া হইয়াছে।

يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ আর সেই দিন পারস্যের উপর রূমকে আল্লাহ্ সাহায্যের কারণে মু'মিনগণ উৎফুল্ল হইবে। কারণ পারস্যবাসীরা ছিল অগ্নিউপাসক। বহু উলামায়ে কিরামের মত পারস্য বিজয়ের ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের দিনে। ইব্ন আব্বাস (রা) সাওরী ও সুদ্দী (র) এইমত পোষণ করেন। ইমাম তিরমিযী ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম, হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 'যেই দিন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইল সেই দিনই রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। ইহাতে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

"সেই দিন মু'মিনগণ ও আল্লাহ্র সাহায্যে বড়ই আনন্দিত হইবে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন, তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত ও পরম দয়ালু"। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, পারস্যের উপর রূমের বিজয় ঘটনা ঘটিয়াছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে। হযরত ইকরিমাম, যুহরী, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই মতের পক্ষে এই যুক্তি পেশ করিয়াছেন যে, হিরাকল মানত করিয়াছিলেন যে, যদি রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিতে পারেন তবে তিনি পদব্রজে 'বাইতুল মুকাদ্দাস' গমন করিবেন। জয়লাভ করিবার পর তিনি তাঁহার মানত পূরণ

করিয়াছিলেন। এবং তথায় অবস্থানরত অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিঠি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত দাহিয়াহ কালবী (রা)-এর মাধ্যমে 'বুস্রা' এর শাসনকর্তার নিকট পৌছাইয়া ছিলেন এবং তিনি হিরাকলের নিকট উহা হস্তান্তর করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিঠি তাহার হস্তগত হইলে সিরিয়া অবস্থানরত হিজাযী বাসিন্দাগণকে তাহার দরবারে উপস্থিত করিলেন। তাহাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এবং আরো কিছু সম্ভ্রান্ত কুরাইশ ছিল। হিরাকল তাহাদের সকলকে তাহার সম্মুখে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের এই ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করিতেছে তাহার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী আত্মীয় কে ? তখন আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমি। হিরাকল তাহার সাথীগণকে তাহার পশ্চাতে বসাইয়া বলিলেন, আমি এই ব্যক্তির নিকট কিছু প্রশ্ন করিব। যদি সে উহার জবাবে মিথ্যা কথা বলে, তবে তোমরা তাহার কথা অস্বীকার করিবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্র কসম, যদি আমার আশংকা না হইত যে আমি মিথ্যা বলিলে ঐ সকল লোক আমার মিথ্যা বলিয়া দিবে, তবে অবশ্যই আমি মিথ্যা বলিতাম।

অতঃপর হিরাকল তাঁহার (রাসূলুল্লাহ) বংশ ও তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সেই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন উহার একটি তিনি (রাসূলুল্লাহ) কি কোন চুক্তি ভংগ করেন ? আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমি বলিলাম, জী না। তবে তাহার ও আমাদের মধ্যে বর্তমান যুদ্ধ না করিবার দশ বৎসরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। জানি না তিনি এই চুক্তি রক্ষা করিবেন কিনা ? রাবী বলেন, হুদাইবিয়া নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের মধ্যে দশ বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ না করিবার যে সন্ধি হইয়াছিল, আবূ সুফিয়ান উহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। যাহারা হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে পারস্য বিজয় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা এই ঘটনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কারণ কায়সারে রূম হিরাকল হুদাইবিয়ার সন্ধির পরেই তাহার মানত পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহারা প্রথম মতের সমর্থক তাহারা এই দলীলের জবাবে বলেন, রূম বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব পারস্যের উপর রূমের জয়লাভ করিবার পরও সম্রাট হিরাকলের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে তাহার মানত পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। বরং তিনি পারস্যের উপর জয়লাভ করিবার পর চার পর্যন্ত দেশের বিধ্বস্ত শহরগুলি পূর্ণ নির্মাণ করিয়া ও দেশে শান্তি শৃংখলা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার পরই তাহার মানত পূর্ণ করিয়াছিলেন। পারস্যের উপর রূম যখন জয়লাভ করিয়াছিল ? উলামায়ে কিরামের কাছে ইহা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে, তবে ইহা সত্য যে পারস্য যখন রূমের উপর

জয়লাভ করিয়াছিল, তখন মুসলমানগণ ব্যথিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিয়াছিল তখন মুসলমানগণ অতি উৎফুল্ল হইয়াছিল। কারণ, তাহারা আর যাহাই হউক না কেন, মুসলমানদের সহিত তাহাদের অন্তত এতটুকু সম্পর্ক ছিল যে, তাহারা মুসলমানগণের মত আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। অতএব অগ্নি উপাসকদের তুলনায় মুসলমানদের অধিক নিকটবর্তী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا
وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى .... الخ ـ

"হে মুহাম্মদ! মু'মিনদের সহিত সর্বাপেক্ষা বেশী শত্রুতা পোষণকারী তুমি ইয়াহূদী ও মুশরিকদিকেই পাইবে আর যাহারা বলে, আমরা নাসারা তাহাদিগকে ভালবাসার দিক হইতে মু'মিনদের অধিক নিকটবর্তী পাইবে"। (সূরা মায়িদা ঃ ৮১)

আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে, যেই দিন রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিবে সেই দিন মুসলমানগণ ঈসায়ীদের উপর আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণে আনন্দিত হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... যুবাইর কিলাবী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রূমের উপর পারস্যের অতঃপর পারস্যের উপর রূমের বিজয় আমি দেখিয়াছি, আবার রূম ও পারস্য উপর মুসলমানদের বিজয় আমি দেখিয়াছি। এবং এই সকল ঘটনা চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল পরাক্রান্ত এবং তাহার মুমিন বান্দাগণের প্রতি পরম দয়ালু।

وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ হে মুহাম্মদ! এই যে সংবাদ আমি তোমাকে দিয়াছি যে, পারস্যের উপর রূম জয়লাভ করিবে। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি সত্য ওয়াদা যাহা যথাযথভাবে পালিত হইবে। রূম পারস্যের উপর অবশ্যই জয়ী হইবে। কারণ আল্লাহ্‌র ইহাই চিরচারিত বিধান যে, দুইটি বিবাধমান দলের যেই দল সত্যের অধিক নিকটবর্তী, তিনি তাহাদের সাহায্য করেন। এবং পরিণাম তাহার শুভ হয়।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা বুঝে না। ইনসাফের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র যাবতীয় কর্মকান্ডে কি হিক্‌মত ও নিগূঢ় রহিয়াছে।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ غٰفِلُوْنَ পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য টুকুতে তাহারা খুব বুঝে কিন্তু পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে তাহারা গাফিল। অর্থাৎ তাহারা ঐ সকল কাফির ও মুশরিক ইহাই তো খুব ভাল বুঝে যে, পার্থিব ধন সম্পদ কি উপায়ে উপার্জন করিতে হইবে, কিসে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে, কিসের সাহায্যই বা তাহারা লাভবান হইবে ইহা সম্পর্কে তাহারা সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী কিন্তু তাহারা দ্বীনী বিষয় সম্পর্কে এবং পরকালে যাহা তাহাদের জন্য উপকারী হইবে

সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ গাফেল ও উদাসীন। সেই বিষয়ে তাহাদের কোন চিন্তা ভাবনা নাই। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, দুনিয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এতই বিজ্ঞ যে নখের উপর দিরহাম উলট-পালট করিয়াই ইহা বলিতে পারে যে, ইহার ওজন কি হইবে। কিন্তু সে সঠিকভাবে সালাত পড়িতে সক্ষম নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ... الخ এর এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কাফিররা দুনিয়ায় আবাদ করিতে ও পার্থিব উন্নতি সাধান করা তো খুবই বুঝে, কিন্তু দীন সম্পর্কে তাহারা মূর্খ।

৮. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ.

৯. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

১০. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوا السُّوْاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮) উহারা কি নিজদিগের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না আল্লাহ আকাশমন্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবেই আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন না, তাহা হইলে দেখিত

যে তাহাদিগের পূববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছে। শক্তিতে তাহারা ছিল উহাদিগের অপেক্ষা প্রবল, তাহারা জমি চাষ করিত, তাহারা উহা আবাদ করিত উহাদিগের অপেক্ষা অধিক। তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল তাহাদিগের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দশন সহ, বস্তুত উহাদিগের প্রতি যুলুম করা আল্লাহ্‌র কাজ ছিল না। উহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। (১০) অতঃপর যাহারা মন্দকর্ম করিয়াছিল, তাহাদিগের পরিণাম হইয়াছে মন্দ। কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা সদা বিদ্যমান, কেবল তিনিই সকল মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি ছাড়া আর কোন প্রতিপালকও নাই। এই সকল বিষয় প্রমাণ করে এমন কোন মাখলূকাত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার জন্য আল্লাহ্ সতর্ক করিয়া বলেন।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ তাহারা কি মনে মনে চিন্তা করে না যে, ঊর্ধলোক ও অধঃলোকের যাবতীয় বস্তু এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত আল্লাহ্‌র নানা প্রকার মাখলূকাত আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত ও অসীম ক্ষমতার নির্দশন। তিনি ঐ সকল মাখলূকাত অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই বরং এক বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاۤئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ -

কিন্তু অধিকাংশই লোকই আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাতের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পক্ষ হইতে আম্বিয়ায়ে কিরাম সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ যেই জীবন বিধান তাহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, উহার সত্যতার ঘোষণা করিয়াছেন। আম্বিয়ায়ে কিরামের আনীত জীবন বিধান সত্য বলিয়াই পূর্বকালে যেই সকল লোক উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ছিলেন। অপরপক্ষে যাঁহারা উহার সত্য বলিয়া মানিয়াছিল তাঁহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

তাহারা কি তাহাদের জ্ঞান জাগ্রত করিয়া ভূপৃষ্টে ভ্রমণ করিয়া দেখে না যে, আম্বিয়া কিরামের কথা অমান্য করিয়া তাহারা কি অশুভ পরিণামের শিকার হইয়াছিল।

كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً অথচ, পূর্ববর্তী সেই সকল উম্মাত কুরাইশ কাফিরদের তুলনায় অধিক শক্তির অধিকারী ছিল, তাহাদের ধন সম্পদ সন্তান সন্ততিও ছিল বেশী।

পৃথিবীতে তাহাদের যেই শক্তি ছিল যেই ধন সম্পদের অধিকারী ছিল উহার এক দশমাংশের অধিকারীও তোমরা নও। তাহারা তোমাদের তুলনায় অধিক বয়সপ্রাপ্ত ছিল। তোমাদের তুলনায় অধিক ক্ষেত ক্ষামার করিত। ধন-সম্পদের অধিকারী ও তাহারা তোমাদের তুলনায় বেশী ছিল। এতদ্বসত্ত্বেও তাহাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন যখন ঘটিল তখন তাহারা পার্থিব জনবল ও ধনবলের অহংকারে আত্মবিস্মৃত হইয়া উহা অস্বীকার করিয়া ছিল। ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন কঠোরভাবে পাকড়াও করিলেন যে, কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না। তাহাদিগের ধন-সম্পদ ও জনশক্তি কিছুই আল্লাহ্র শাস্তিকে ঠেকাইতে পারিল না। বিন্দু পরিমাণ শাস্তি প্রতিরোধ করিতেও উহা কোন কাজেই আসিল না। কিন্তু আল্লাহ্ যেই শাস্তির মধ্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি সামান্য এতটুকুও অবিচার করেন নাই।

وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ বরং তাহারা আল্লাহ্র নির্দশনসমূহ অস্বীকার করিয়া উহার প্রতি বিদ্রুপ করিয়া স্বীয় সত্তার উপর যুলুম ও অবিচার করিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا السُّوْاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ -

যাহারা অসৎ কাজ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম হইয়াছিল অশুভ ও মন্দ। কারণ তাহারা আমার নির্দশন ও দলীল প্রমাণ সমূহকে অস্বীকার করিত এবং উহার প্রতি বিদ্রুপ ও ঠাট্টা করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

"আমি ঐ সকল মুশরিকদের বেঈমানীর কারণে তাহাদের অন্তর সমূহকে ও দৃষ্টি সমূহকে উল্টাইয়া দেই আর তাহাদের অবাধ্যতার মধ্যেই তাহাদিগকে অস্থির ছাড়িয়া দিয়া থাকি। (সূরা আন'আম ঃ ১১০)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ আর তাহারা নিজেরাই বক্রতা অবলম্বন করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরসমূহকে বক্র করিয়া দিয়াছেন। (সূরা সাফ্ফ ঃ ৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ -

"যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায় তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ্ তাহাদের কতেক পাপের কারনে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন"। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৯)

প্রকাশ থাকে السوٓأى শব্দটি একমতানুসারে اَسَاءُوْا ক্রিয়াপদের কর্ম সংঘটিত হইয়াছে। আর এক মতে উহা كان এর খবর সংঘটিত হইয়াছে। ইহাই ইব্ন জরীর (র) এর মত। এবং তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই যাহির।

١١. اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

١٢. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ۔

١٣. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ۔

١٤. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ۔

١٥. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ۔

١٦. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (১১) আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ইহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, তখন তোমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (১২) যেই দিন কিয়ামত হইবে সেই দিন অপরাধী হতাশ হইয়া পড়িবে। (১৩) উহাদিগের দেবদেবীগুলি উহাদিগের

সুপারিশ করিবে না এবং উহারাই উহাদিগের দেবদেবীগুলিকে অস্বীকার করিবে। (১৪) যেই দিন কিয়ামত হইবে সেই দিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে (১৫) অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা জান্নাতে আনন্দে থাকিবে। (১৬) এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে, আমার নির্দশনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎ অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اَللّٰهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ আল্লাহ্ যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তাহার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন প্রত্যেকে তাহার আমল অনুসারে বিনিময় দান করিবেন। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ আর যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে অপরাধীরা নিরাশ হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ এর অর্থ يَيْأَسُ الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ অপরাধীরা নিরাশ হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ يَفْتَضِحُ الْمُجْرِمُوْنَ অপরাধীরা লাঞ্ছিত হইবে। অন্য বর্ণনায় ইহার অর্থ يَسْكُتُ الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ অপরাধীরা চুপ হইয়া যাইবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ আর আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল ইলাহের ইবাদত করিত তাহারা তাহাদের কোন সুপারিশ করিতে পারিবে না। যেই মুহূর্তেই তাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষী তখনই তাহারা সুস্পষ্টভাবে তাহাদের উপসনার অস্বীকার করিয়া বসিবে এবং তাহাদের দিক হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ আর যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেই দিন সকলে বিভক্ত যাইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, বিভক্ত হইবার পর তাহারা আর কখনো একত্রিত হইবে না। মু'মিনগণকে বেহেশতে উচ্চস্থানে স্থান দেওয়া হইবে এবং কাফিরদিগকে দোযখের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ -

"যাহারা ঈমান আনিয়া সৎকাজ করিয়া তাহারা বেহেশতের উদ্যানে আনন্দ উৎফুল্লে নিমগ্ন থাকিবে। ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) বলেন, তাঁহারা বেহেশতে সুমুধর গান শ্রবণ করিবে। আজ্জাজ (র) বলেন, বস্তুতঃ আনন্দ উল্লাস গান হইতে ব্যাপক অর্থ বহন করে।

Contents

١٧. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ.

١٨. وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ.

١٩. يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৭) সুতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে (১৮) এবং অপরাহ্নে ও যোহরের সময়ে আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই। (১৯) তিনিই জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর উহাকে পুনর্জীবিত করেন। এই ভাবেই তোমরা উত্থিত হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের তাঁহার পবিত্র সত্তার পবিত্রতার ঘোষণা করিয়াছে এবং তাঁহার বান্দাদিগকেও কয়েকটি বিশেষ সময়ে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আর সেই সময় কয়টি হইল সন্ধ্যাবেলা যখন দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রের অন্ধকার হয়। আর প্রত্যুষ্যে যখন রাত্রের অন্ধকার বিদায় গ্রহণ করে এবং দিনের আলো প্রত্যাবর্তন করে। ইহা ব্যতিত গভীর রাত্রে যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয় যখন দ্বিপ্রহরে যখন দিনের পূর্ণ আলো পৃথিবীকে আলোকিত করে। যেহেতু উল্লেখিত সময়গুলি আল্লাহ্‌র মহান নির্দশন বহন করে। অতএব বিশেষভাবে এই সময়ে তিনি তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা নির্দেশ দিয়াছেন। সকালে সন্ধ্যা এবং দ্বিপ্রহরে ও গভীর রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা নির্দেশের ফাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীনে কেবল তাঁহারই প্রশংসাযোগ্য হওয়ার ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আসমান ও যমীনে কেবল তিনিই প্রশংসিত। বস্তুতঃ তিনি ব্যতিত আর কেহই প্রশংসারযোগ্য নহে। ইহার পরই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ আর তোমরা রাত্রের গভীর অন্ধকারে ও দ্বিপ্রহরে ও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর। اَلْعِشَاءُ অর্থ, গভীর অন্ধকার এবং اِظْهَار অর্থ প্রখর আলো। যেই মহা সত্তা গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করেন আবার যিনি অন্ধকার হটাইয়া সারা বিশ্বকে আলোকিত করেন। আর রাত্রকে করেন শান্তিময়, তিনি মহাপবিত্র। অন্যত্র

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلاَّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا আর দিনের শপথ, যখন আল্লাহ্ উহাকে যখন আলোকিত করেন আর রাত্রের শপথ, যখন তিনি উহাকে অন্ধকারচ্ছন্ন করেন। (সূরা শামস্ ঃ ৩ - ৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى আর শপথ, যখন উহা অন্ধকারচ্ছন্ন হয় আরো দিনের শপথ যখন উহা উজ্জ্বল হয়। (সূরা লাইল ঃ ১-২)

এই বিষয় আরো বহুআয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। যাহা দ্বারা আল্লাহ্র মহাশক্তির পরিচয় ঘটে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান (র) ..... মু'আয ইব্ন আনাস জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে বলিব না যে, আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে কি কারণে খলীলুল্লাহ্ উপাধী দান করিয়াছিলেন ? তিনি সকাল-সন্ধ্যায় এই বলিয়া আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করিতেন ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

তরবানী (র) বলেন, মুত্তালিব ইব্ন শু'আইব (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তি সকাল বেলা,

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

পূর্ণ আয়াত পাঠ করিবে, দিবাকালে যেই ইবাদত তাহার ছুটিয়া গিয়াছে ইহা দ্বারা সে উহার ক্ষতিপূরণ লাভ করিবে। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে এই আয়াত পাঠ করিবে রাত্রিকালে যাহা তাহার ছুটিয়া গিয়াছে সে উহার ক্ষতিপূরণ লাভ করিবে। হাদীসের সূত্র বিশুদ্ধ। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি এতই শক্তির অধিকারী যে, তিনি পরস্পর বিরোধী বস্তু সৃষ্টি করেন এবং পরস্পর বিরোধী বস্তু সৃষ্টি করা ইহা তাঁহার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার নির্দশন। তিনি বীজ হইতে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন এবং উদ্ভিদ হইতে বীজ সৃষ্টি করেন। ডিম হইতে মুরগী সৃষ্টি করেন এবং আর মুরগী হইতে ডিম সৃষ্টি করেন। মানব বীর্য হইতে মানুষকে সৃষ্টি করেন আর মানুষ হইতে বীর্য সৃষ্টি করেন, কাফির হইতে মু'মিন সৃষ্টি করেন এবং কাফির হইতে মু'মিন সৃষ্টি করেন।

وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আর তিনি মৃত যমীনকে সজীব করেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ..... وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ -

"আর তাহাদের জন্য একটি নির্দশন ইহাও যে আমি মৃত যমীনকে সজীব করি এবং উহা হইতে ফসল উৎপন্ন করি এবং উহা তাহার আহার করে এবং উহার মধ্যে আমি প্রশ্রবণ প্রবাহিত করি"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩-৩৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ .... الخ -

"আর যমীনকে তুমি অনুর্বর দেখিবে, কিন্তু যখন আমি উহাতে পানি বর্ষণ করি ফলে উহা উর্বর ও সজীব হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার ফসল ও ফল ফলাদি উৎপন্ন করে"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৫)

وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মৃত হইতে জীবতকে সৃষ্টি করেন, মৃত ও অনুর্বর যমীনকে সজীব ও উর্বর করিয়া উহা হইতে ফসল উৎপন্ন করেন অনুরূপভাবে তোমাদিগকেও তাহার মহা শক্তিবলে মৃত্যুর পরে জীবিত করিয়া কবর হইতে বাহির করিবেন।

২০. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ.

২১. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ ঃ (২০) তাঁহার নির্দশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ।

(২১) এবং তাঁহার নির্দশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগের সংগিনীদিগকে। যাহাতে তোমরা উহাদিগের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদিগের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নির্দশন রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাঁহার নির্দশনসমূহ হইতে একটি নির্দশন এই যে, তিনি তোমাদিগের আদী পিতা আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ অতঃপর কিছুকাল পরেই তোমরা পূর্ণ মানবকৃতি ধারণ করিয়া ভূপৃষ্টে বিচরণ করিতে লাগিলে। বস্তুত তোমাদের আসল হইল মাটি এবং অতঃপর নিকৃষ্ট পানি অর্থাৎ বীর্য হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং তোমাদিগকে উত্তম আকৃতি দান করা হইয়াছে। বীর্যকে জমাট রক্তে পরিণত করা হইয়াছে, জমাট রক্তকে মাংশের টুকরা পরিণত হইয়াছে। হাড় তৈয়ার করা হইয়াছে অতঃপর হাড়ের সহিত মাংস যুক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর রূহ্-প্রাণ সঞ্চার করা হইয়াছে। এবং ইহার পর পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে নড়াচড়া অসহায় অতি দুর্বলবস্থায় তোমরা প্রসবিত হও। তাহার বয়স বৃদ্ধির সাথে শক্তি ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরবর্তীতে সে অসহায় দুর্বল মানুষটি এতই ক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকে যে, শহর নগরী নির্মাণ করিতে পারে, শিল্প ও দূর্গ নির্মাণে সক্ষম হয়। দেশ বিদেশে ভ্রমন করিতে পারে, জলপথে ও স্থলপথে উভয়ই পথে সমভাবে অতিক্রম করে। ধন সম্পদ উপার্জনের নানা কলা কৌশল অবলম্বন করিয়া সে জীবন ধারণে নানা পথ অবলম্বন করে। তাহাকে জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি দান করা হয়, পার্থিব বিষয়সমূহ ও পারলৌকিক বিষয়ের নানাবিধ জ্ঞানেও তাহাকে সমৃদ্ধ করা হয়।

অতএব সেই মহান সত্তা যিনি মানুষকে এত শক্তি দান করিয়াছেন তাহাকে ভ্রমণের শক্তি দিয়াছেন, যাবতীয় বস্তু তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহাকে জীবিকা উপার্জনের নানা কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন এবং তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ধনে-দারিদ্রে, ভাল-মন্দে, সৌভাগ্যে ও দুর্ভাগ্যেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অতি পবিত্র। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও গুন্দার (র) ..... হযরত আবূ মূসা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা গোটা ভূখন্ড হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়া আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ভূপৃষ্টের নানা বর্ণের পার্থক্যে মানুষের বর্ণেও পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ সাদা,কেহ লাল, কেহ কালো এবং কেহ মিশ্রিত বর্ণের। কেহ পবিত্র, কেহ খবীস কেহ কোমল স্বভাবের কেহ কঠোর স্বভাবের। আবার কেহ

মিশ্রিত স্বভাবের। আওফা (র) আ'রাবী (র)-এর সূত্রে ইমাম দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا আর আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও একটি নিদর্শণ যে তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا যেন তোমরা তাহার সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করিতে পার। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ـ

আর আল্লাহ্-ই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদিগকে একজন মানুষ আদম (আ) হইতে সৃষ্টি করিয়া এবং তাহা হইতেই তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তাহার সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ করিতে পারে। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮)

আর তাহার স্ত্রী হইল 'হাওয়া' আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আদম (আ)-এর বাম পাজড়ের হাঁড় হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ্ যদি সমস্ত আদম সন্তানকে পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিতেন এবং অন্য জাতির প্রাণীদের তাহাদের স্ত্রী করিতেন, তবে তাহার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি হইত না বরং ভালবাসার পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হইত। আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে একই জাতি হইতে স্বামী-স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এই ভালবাসার কারণে স্বামী তাহার স্ত্রী দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে। অথবা স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। ইহার কারণে স্বামী তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তাহারা যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। اِنَّ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ অবশ্যই ইহাতে ঐ লোকের জন্য নির্দশন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

٢٢. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ.

٢٣. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (২২) এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তোমাদিগের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। ইহাতে জ্ঞানীদিগের জন্য অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে। (২৩) এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিতে ও দিবা ভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ। ইহাতেই অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহার মহাশক্তি প্রমাণকারী নিদর্শন সমূহ হইতে ইহাও যে, তিনি সুউচ্চ ও সু-প্রশস্থ স্বচ্ছ আসমান সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে উজ্জ্বল নক্ষত্র সমূহও সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মহান ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাইলেন। পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন নিচু করিয়া এবং পাহাড় পর্বত সাগর মহাসাগর ও মাঠ ময়দানা সৃষ্টি করিয়াছে এবং নানা প্রকার প্রাণী ও সৃষ্টি করিয়াছে, বৃক্ষলতা উৎপাদন করিয়াছেন। এই সব কিছু আল্লাহ্ মহাশক্তির নিদর্শন।

وَاخْتِلاَفُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ -

তোমাদের পৃথক পৃথক ভাষা ও বর্ণ তাঁহার মহত্বের নিদর্শন। আরবদের ভাষা আরবী, রূমী ভাষা পৃথক, তাতারীদের ভাষা ভিন্ন, কুফীদের ভাষা অন্য ফিরিঙ্গীদের ভাষা পৃথক। আরমানীয়দের ভাষা পৃথক।

মোটকথা পৃথিবীতে বহু জাতি রহিয়াছে যাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাষা রহিয়াছে। যাহার সঠিক হিসাব আল্লাহ্ জানেন। ইহা ছাড়া তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণও পৃথক পৃথক কাহারও বর্ণের সহিত কাহাও মিল নাই। আদম সৃষ্টির পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের সকলেরই দুইটি চক্ষু, দুইটি ভ্রু, দুইটি কান, একটি ললাট ও একটি মুখ আছে। অথচ, কাহারও আকৃতি অন্যের বর্ণ ও আকৃতির সাদৃশ্য নহে বরং কোন কোন দিক হইতে অবশ্যই পার্থক্য আছে। আকৃতি প্রকৃতি অভ্যাস ও বাক্যালাপের ভংগিতে হইতে কিছু না কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সৌন্দর্য কিংবা অসৌন্দর্য কোন একটি দল পরস্পরের একে অন্যের সহিত মিল থাকিলে ও চিন্তা করিলে ও এমন কিছু পার্থক্য অবশ্যই পাওয়া যায় যাহা দ্বারা একে অন্য হইতে পৃথক হয়।

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لاَيَاتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ -

অবশ্যই ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ -

আর আল্লাহ্ নিদর্শন সমূহ হইতে ইহাও একটি নিদর্শন যে, দিবা রাত্রে তোমরা নিদ্রাগমন কর যাহার সাহায্যে তোমাদের সকল ক্লান্তি শ্রান্তি দূরিভূত হইয়া যায়। আর দিনের বেলা জীবিকা উপার্জনে ও জীবন ধারণে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাক।

নিদ্রার সাহায্যে যাবতীয় ক্লান্তি দূর করিয়া নয়া উদ্যানে দিনের আলোকে পূর্ণ কর্মতৎপর হইতে সক্ষম হও।

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ -

অবশ্যই ইহাতে সেই সকল লোকের জন্য উপদেশ রহিয়াছে যাহারা সঠিকভাবে শ্রবণ করিয়া ইহা অন্তর দিয়া শ্রবণ করে। তারবানী (র) ..... সাবিত (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার অবস্থা এই রূপ হইল যে, রাত্রে আমার নিদ্রাবস্থায় কাটিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে ইহা আমি অভিযোগ করিলে, তিনি আমাকে এই দু'আ পাঠ করিয়া নিদ্রা গমন করিতে বলিলেন।

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ وَاَنْتَ حَىٌّ قَيُّوْمٌ يَا حَيُّ وَيَا قَيُّوْمُ اَنِمْ عَيْنِى وَأَهْدِئْ لَيْلِىْ -

হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, অতঃপর আমি এই দু'আ পাঠ করিলে আমার অনিদ্রারোগ দুরীভূত হইল এবং সুস্থ হইয়া সুনিদ্রা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

٢٤. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۔

٢٥. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (২৪) এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করেন ও তদ্দারা ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুর্জীবিত করেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য (২৫) এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি, অতঃপর যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবার জন্য একবার আহবান করিবেন, তখন তোমরা উঠিয়া আসিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাঁহার মহত্বের নিদর্শন সমূহের মধ্য হইতে একটি ইহাও তিনি তোমাদিগকে বিদ্যুৎ দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে তোমরা কখনও আতংকিত হও। কারণ আশংকা থাকে যে, হয়তঃ বজ্রপাত ঘটিয়া তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার কখনও এই আশায় তোমাদের বুক ভরিয়া উঠে যে, ইহার পর আসমান হইতে তোমাদের প্রয়োজনীয় পানি বর্ষণ করা হইবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا -

আর তিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর উহার সাহায্যে মৃত যমীনকে অর্থাৎ অনুর্বর যমীনকে যাহাতে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না, এমন যমীনকে সজীব ও উর্বর করিয়া তোলেন। বৃষ্টি বর্ষণ হইবার পর উহাতে উর্বর শক্তি সৃষ্টি হয়, উহা শস্য সুজলা সুফলা হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার নতুন নতুন ফসল ও ফলমূলে উহা সৌন্দর্যময় হইয়া উঠে। পরকাল ও কিয়ামতের জন্য ইহা একটি সুনিদর্শন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অবশ্যই ইহাতে জ্ঞানীজনদের বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ আর আল্লাহ্‌র নির্দশন সমূহ হইতে ইহাও একটি যে তাঁহারই নির্দেশে আসমান যমীনে কায়েম থাকে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ الْأَبِاذْنِهِ আর আল্লাহ্-ই তো যমীনের উপর আসমানকে পড়িতে দেন না। তিনি উহাকে ঠেকাইয়া রাখেন। তাঁহার নির্দেশ হইলে কেহ বাধা দিতেও সক্ষম হইবে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا আল্লাহ্-ই আসমানসমূহ ও যমীনকে পড়িয়া যাইতে দেন না। (সূরা ফাতির ঃ ৪১)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র) যখন কঠিন শপথ করিতেন তখন বলিতেন ঃ وَالَّذِيْ تَقُوْمُ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ সেই সত্তা শপথ, যাঁহার নির্দেশে আসমান যমীন কায়েম থাকে। বস্তুত আল্লাহ্‌র নির্দেশেই আসমান ও যমীন স্থিত। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তিনি আসমান যমীনকে পাল্টাইয়া দিবেন। কবর ও ভূগর্ভ হইতে তাহারই ডাক ও নির্দেশে সকল মৃত সজীব হইয়া বাহির হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ -

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ভূগর্ভ হইতে বাহির হইবার জন্য ডাক দিবেন, তখন তোমরা বাহির হইয়া পড়িবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَ تَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِسْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً-

"যেই দিন আল্লাহ্ তোমাদিগকে ডাকিবেন, তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার ডাকের জবাব দিবে আর তোমরা ধারণা করিবে যে তোমরা তো অল্প দিনেই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -

"মাত্র একটি বিকট শব্দে সকল মানুষ কিয়ামত দিবসে হাশ্র ময়দানে একত্রিত হইবে"। (সূরা নাযিয়াত ঃ ১৩ - ১৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ -

"একটি বিকট শব্দ হইবে ফলে তাহারা সকলে আমার নিকট একত্রিত হইবে"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৩)

٢٦. وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ.

٢٧. وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (২৬) আকাশমন্ডলী পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই আজ্ঞাবহ (২৭) তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করিবেন পুনরায়। ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্ব্বোচ মর্যাদা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ আসমান যমীনে যাহা কিছু আছে সবকিছু তাঁহারই মালিকানা সত্তার অন্তর্ভূক্ত। وَكُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ আর সকল বস্তু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁহারই অনুগত। দারবাজ (র)-এর হাদীস। আবুল হাইসাম (র) সূত্রে আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلُّ حَرْفٍ فِى الْقُرْاٰنِ يُذْكَرُ فِيْهِ الْقُنُوْتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে যেখানেই قنوت শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে উহার অর্থ আনুগত্য।

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ـ

আর তিনিই সেই সকল মহান সত্তা যিনি প্রথমবার মাখলখক সৃষ্টি করেন দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবেন। এবং ইহা তাঁহার পক্ষে অধিকতর সহজ। ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, أهون عليه অর্থ, أيسر عليه অর্থাৎ অধিকতর সহজ। কিন্তু প্রথমবার সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে। ইকরিমাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও এই অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অথচ তাঁহার পক্ষে সমীচীন নহে। সে আমাকে গালি দিয়াছে। ইহাও তাহার উচিৎ নহে। সে আমাকে এই কথা বলিয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, আল্লাহ্ প্রথমবার যেমন আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় আর কখনও আমাকে তিনি সৃষ্টি করিবেন না। অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা অধিকতর সহজ। আর আদম আমাকে এই বলিয়া গালি দেয়, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ, আমি এক অদ্বিতীয় আমি কাহারও মুখাপেক্ষী নহি। আমি এমনি এক সত্তা যিনি না কাহাকে জন্ম দিয়াছেন আর কেহ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আর তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) আব্দুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) একাই হাসান ইবন মূসা (র) ..... আবূ হুরায়রা (র)-এর সূত্রে ও নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল, প্রথমবার সৃষ্টি করা ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা উহাই আল্লাহ্র পক্ষে সমান সহজ। রাবী ইব্ন খায়সাম (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সমর্থনে বহু দলীল পেশ করিয়াছেন। অবশ্য وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ যমীরটি الخلق এর প্রতি ফিরিতে পারে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার কোন বস্তু প্রস্তুত মানুষের পক্ষেও অধিক সহজতর।

وَلَهُ مَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আসমান যমীনে তাহারই জন্য সর্ব্বোচ মর্যাদা।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ আল্লাহ্র সমতুল্য ও তাঁহার সমকক্ষ অন্য কোন বস্তু নাই। কাতাদাহ (র) বলেন, তাঁহার সর্ব্বোচ মর্যাদা হইল, তিনি ব্যতিত

আর কোন মা'বূদ নাই আর তিনি ব্যতিত আর কোন প্রতিপালকও নাই। ইব্ন জরীর (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের তাফসীরকালে এক বুযর্গের এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ

اذا سكن الغير على صفاء * وحنب ان يحركه النسيم
يرى فيه السماء بلا امتراء * كذلك الشمس تبدو والنجوم
كذلك قلوب ارباب التجلى * يرى فى صفوها الله العظيم

"কোন কূপের পানি যখন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে এবং সকাল বেলার হাওয়া উহার পানিকে দোলা না দেয় তবে এই অবস্থায় ঐ পানির মধ্যে নিঃসন্দেহে আসমান দৃষ্টিগোচর হয় চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জও উহার মধ্যে দেখা যায়। অনুরূপভাবে যাহাদের অন্তর নির্মল থাকে যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র নূরের তাজাল্লী হয়। মহান আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে দৃষ্টিগোচর হয়। নির্মল অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সদা আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকে তাহার বীরত্ব ও মহত্ব তাহাদের অন্তরে সমজ্জ্বল থাকে"।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত। তাহার উপর কেহই বিজয়ী হইতে পারে না। তিনি তাঁহার সকল কর্মকান্ডে বড়ই হিক্মতওয়ালা।

٢٨. ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

٢٩. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (২৮) আল্লাহ্ তোমাদিগের মধ্যে হইতেই তোমাদিগের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন। তোমাদিগকে আমি যে রিযিক দিয়াছি তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের কেহ কি তাহাতে অংশীদার? ফলে তোমরা

এই ব্যাপারে সমান ? তোমরা কি উহাদিগের সেইরূপ ভয় কর যেই তোমরা পরস্পরকে ভয় কর ? এই ভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। (২৯) বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাহাদিগের খেয়াল খুশির অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কে তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিবে ? তাহাদিগের কোন সাহায্যকারী নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে মুশরিকদের জন্য একটি উপমা বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ্র সহিত উপসনায় অন্যকে শরীক করে। অথচ, তাহারা ইহা স্বীকার করে যে, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্র সহিত শরীক করে তাহারাও আল্লাহ্র গোলাম এবং আল্লাহ্ তাহাদের মুনীব ও মালিক। যেমন হজ্জের সময় বলিয়া থাকে ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ وَمَا مَلَكَ ـ

হে পরওয়ারদিগার! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নাই। কিন্তু কেবল এমনি শরীক আছে যাহার প্রকৃত মালিক আপনিই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে হইতে তোমাদের জন্য একটি বিস্ময়কর উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা তোমরা সদা তোমাদের মধ্যেই দেখিতে পাও।

هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ ـ

তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে যে, তাহার দাস ও গোলামকে তাহার মালের মধ্যে শরীক করিয়া তাহারই সমান অধিকারী করিবে।

تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ এবং তোমরা ঐ মালের মধ্যে কোন প্রকার তাসারূপ করিবার সময় তাহাদিগকে ভয় কর, যেমন তোমরা তোমাদের শরীক লোকদিগকে ভয় কর ? ইহা সত্য যে, তোমরা তোমাদের কোন গোলামকে স্বীয় মালের জন্য না শরীক করিয়া থাক আর না তাহার পক্ষ হইতে কোন আশংকা তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ও ইহা পছন্দ করেন না যে, তাঁহার বান্দা ও গোলামের মধ্যে হইতে কেহ তাঁহার শরীক হউক। অতএব কি করিয়া তাঁহার শরীক কর? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ আর তাহারা আল্লাহ্র জন্য এমন বস্তু সাব্যস্ত কর যাহা তাহারা নিজেরা পছন্দ করে না"। (সূরা নাহ্ল ঃ ৬২)

অর্থাৎ ফিরিশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলিয়া সাব্যস্ত করে অথচ, তাহারা আল্লাহ্র বান্দা। অপরদিকে তাহারা নিজেরা কন্যা পছন্দ করেন না। যদি কখনও তাহাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহারা লজ্জায়

মাথা গুঁজিবার স্থান খুঁজিতে থাকে। কিংবা গোপনে গোপনেই তাহাকে ভূগর্ভস্থ করিয়া দেয়। তাহারা নিজেরাই যাহা নিজেদের জন্য আছন্দ করে ও ঘৃণা করে, এমন বস্তুকে আল্লাহ্‌র সহিত সম্বন্বিত করা অতিশয় ঘৃণ্য কুফর। আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। মুশরিকরা আল্লাহ্‌র সহিত তাঁহার বান্দা ও গোলামকে উপাসনায় শরীক করে অথচ, তাহারা নিজেরা ইহা পছন্দ করে না, তাহাদের গোলাম তাহাদের মালে সমভাবে শরীক হউক আর ইহাও পছন্দ করে না যে ঐ মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক।

তারবানী (র) বলেন, মাহমূদ ইব্‌ন ফারজ ইস্পাহানী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা হজ্জ পালন কালে বলিত ঃ

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ يَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ ـ

"হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নাই, কিন্তু এমন একজন শরীক আছে যাহার মালিক আপনি এবং তাহার সকল বস্তুর মালিকও আপনি"। তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْمَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاۤءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ـ

"আমি সেই রিযিক ও ধন-সম্পদ তোমাদিগকে দান করিয়াছি, উহাতে কি তোমাদের গোলামদের কেহ শরীক আছে ? যাহার মধ্যে তোমরা ও তাহারা সমান অধিকার রাখ। এবং তাহাদিগের প্রতি তোমরা আশংকা পোষণ কর, যেমন তোমাদের নিজস্ব অংশীদারগণকে আশংকা কর ? বস্তুত এমন নহে ? উল্লেখিত উপমা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র কোন শরীক নাই বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতএব ইহার পর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ আর এইরূপেই আমি জ্ঞানীজনদের মধ্যে বিশদভাবে নিদর্শন ও প্রমাণ সমূহকে বর্ণনা করিয়া থাকি। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, বস্তুত যাহারা আল্লাহ্ সহিত অন্যকে শরীক করে তাহারা নির্বোধ এবং তাহাদের নির্বুদ্ধিতার ও মূর্খতার কারণেই এই রূপ অযৌক্তিক ও অনর্থক কাজ করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاۤءَهُمْ বরং যাহারা যালিম তাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যকে পূজা করিয়া থাকে।

فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ যাহাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে আর কে সঠিক পথে আনিতে পারে ?

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ আর তাহার কোন সাহায্যকারীও নাই যে তাহাকে মুক্তি দিতে পারে ও তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে।

٣٠. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

٣١. مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

٣٢. مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩০) তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই হইল সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে ভয় কর। সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। (৩২) যাহারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে নবী! তুমি তোমার উম্মাতগণ একনিষ্ঠ হইয়া ইব্‌রাহীম (আ)-এর মিল্লাতের অনুসরণ কর, উহার উপর অটল অবিচল থাক। সেই দীনকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং ইহার সাথে সাথে সেই দিন ফিত্‌রাত ও যোগ্যতাকেও অপরিবর্তিত রাখ, যাহা আল্লাহ্ জন্মগতভাবেই সকল মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌কে জানা যায় এবং এই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় যে তিনি ব্যতিত আর কোন মা'বূদ ও ইলাহ নাই। পূর্বেই আমরা وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - قَالُوْا بَلٰى (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭২) -এর তাফসীর প্রসংগে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِىْ حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ عَنْ دِيْنِهِمْ "আমি আমার বান্দাগণকে সত্য দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে"। পরে আমরা একাধিক হাদীসের মধ্যে ইহা আলোচনা করিব যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে ইসলাম ধর্মের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। পরবর্তীতে তাহাদের মধ্যে হইতে কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী ধর্ম ঈসায়ী ধর্ম ও মজূসী ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে।

لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন ঃ لاَ تَبْدِلُوْا خَلْقَ اللّٰهِ "তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন প্রকার পরিবর্তন করিও না যে, তোমরা মানুষকে তাহাদের ঐ ফিত্রাত ও সঠিক ধর্ম হইতে হঠাইয়া দাও, যাহার উপর তিনি সমস্ত লোককে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অর্থে খবরমূলক বাক্যটি আজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ বাক্যটি 'খবর মূলক' বাক্য হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে জন্মগতভাবে ফিতরাত ও সঠিক ধর্মের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোন প্রার্থক্য করেন নাই এবং নীতির তিনি কোন পরিবর্তন ঘটান নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, যাহ্হাক, ও ইব্ন যায়িদ (র) এই মতের সমর্থন করিয়া لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এর অর্থ করেন, لاَ تَبْدِيْلَ لِدِيْنِ اللّٰهِ আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তন ঘটে না। "خَلْقُ الاَوَّلِيْنَ" এর অর্থ دِيْنُ الاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তী লোকদের ধর্ম। ইমাম বুখারী (র) خلق এর অর্থ 'দীন' করিয়াছেন। তিনি বলেন, দীন ও ফিতরাত হলো ইসলাম। তিনি বলেন, আব্দান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সকল বাচ্চাই ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহূদী, ঈসায়ী ও অগ্নিপোসক করিয়া দেয়। যেমন কোন পশুপাখী বাচ্চা প্রসব করে তখন উহা পূর্ণাঙ্গই প্রসবিত হয়, তোমরা উহার একটিকেও জন্মগতভাবে নাক কান কর্তিত পাওনা"। ইহার পর তিনি আয়াত পাঠ করিলেন।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

"তোমরা আল্লাহ্র সঠিক ধর্মের অনুসরণ করিয়া চল যাহার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ জন্মগতভাবে ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। ইহাই হইল সঠিক ধর্ম"। ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইব্ন ওহ্ব ..... ইমাম যুহরী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আব্দুর রাজ্জাক

(র)-এর সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (র) হইতে হাদীসটি এই একই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস সাহাবায়ে কিরামের একটি জামাত হইতে বর্ণিত। তাঁহাদের মধ্যে আসওয়াদ ইব্ন সারী' তামীমী (রা)ও রহিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসরাঈল (র) ..... হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসিলাম এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। আমরা শত্রুর উপর বিজয়ী হইলাম। মুজাহিদগণ সেই দিন শত্রুদিগগের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে করিতে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগকেও হত্যা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি বলিলেন ঃ

مَا بَال أقوم جَاوَزَهم القتل اليوم حتى قَتَلوا الذرية ـ

"মানুষের হইল কি ?যে আজ তাহারা হত্যার সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এমন কি তাহারা ছোট বাচ্চাদিগকেও হত্যা করিয়াছে"। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা তো মুশরিকদের সন্তান। তখন তিনি বলিলেন, মুশরিকদের কচি সন্তানরা তোমাদের মধ্যে হইতে উত্তম। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হত্যা করিও না। তিনি আরো বলিলেন, সকল বাচ্চাই ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। এমন কি সে উহা মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু তাহার মাতাপিতা তাহাকে ইয়াহূদী পরিণত করে কিংবা নাসারা পরিণত করে। ইমাম নাসাঈ (র) ও হাদীসটি যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) হইতে ..... হাসান বাসরী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। যেই সকল সাহাবায়ে কিরাম হইতে উল্লেখিত হাদীস বর্ণিত। তাঁহাদের একজন হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা)।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাশিম (র) ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كلُّ مَولود يُولَد على الفِطرَة حتى يعرب عنه لسانه فاذا عبر عن لسانه اما شاكرا واما كفورا ـ

"সকল ভূমিষ্ট সন্তান ফিতরাত ও ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, এমন কি সে মুখে বলিতে অক্ষম হয়। অতঃপর যখন মুখে বলিতে পারে তখন হয় সে কৃতজ্ঞ অথবা সে অকৃতজ্ঞ হয়"। উল্লেখিত হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস হাশেমী ও। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের নাবালিগ সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কি বেহেশতে গমন করিবে, না দোযখে ? তখন তিনি বলিলেন ঃ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ اِذْ خَلَقَهُمْ ـ

আল্লাহ্ যখন তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি খুব ভাল জানেন যে তাহারা কি আমল করিবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু বিশর ইব্ন ইয়াস (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আফ্ফান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় ছিল যখন আমি এই মত পোষণ করিতাম, মুসলমানদের সন্তান মুসলমানদের সহিত অবস্থান করিবে আর মুশরিকদের সন্তান মুশরিকদের সহিত অবস্থান করিবে। অবশেষে অমুক আমাকে অমুক হইতে বর্ণনা করিল যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন ঃ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ তাহারা যে কি আমল করিত উহা আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার পরে আমি পূর্ববর্তী মত হইতে বিরত থাকি। বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম হইতে একজন হযরত ইয়ায ইব্ন হিমার মুজাশিয়ী (র)। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইয়ায ইব্ন হিমার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার এক ভাষণে বলিলেন, আমার প্রতিপালক যেই বিষয়ে তোমরা জাননা তোমাদিগকে উহা শিক্ষা দানের জন্য আমাকে হুকুম করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, আমার বান্দাদিগকে সত্য ধর্মের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। শয়তান তাহাদিগকে তাহাদের দীন হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য যাহা আমি হালাল করিয়াছি উহা শয়তান তাহাদের উপর হারাম করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে আমার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিবার হুকুম করিয়াছে। অথচ, ইহার স্বপক্ষে কোন দলীল নাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত দান করিলেন এবং আরব আজম সকলের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। অসন্তুষ্ট হইলেন না কিছু সংখ্যক কিতাবপ্রাপ্ত সত্য ধর্ম নবীদের প্রতি। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে পরীক্ষার করিবার জন্য এবং তোমার দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আর তোমার প্রতি এমন এক গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি, যাহা পানি দ্বারা মুছিয়া ফেলা যায় না এবং জাগ্রতবস্থায় এবং নিদ্রাবস্থায় পাঠ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের সতর্ক করিবার আদেশ করিলেন, তখন আমি বলিলাম, আমার আশংকা তাহারা আমার মাথা পিসিয়া রুটির ন্যায় করিয়া দিবে। আল্লাহ্ বলিলেন, তাহারা তোমাকে দেশ হইতে বাহির করিলে আমিও তাহাদিগকে বাহির করিব। তুমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ শুরু কর, আমি সাহায্য প্রেরণ করিব। তুমি আল্লাহ্র রাহে খরচ কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করিব। তুমি সৈন্য প্রেরণ কর আমি উহার

পাঁচগুণ প্রেরণ করিব। তুমি তোমার অনুগতগণকে লইয়া তোমার অবাধ্যদের সহিত যুদ্ধ কর। তিনি বলিলেন, বেহেশতের অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে ভুক্ত। (১) ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী বাদশাহ যাহাকে সৎকাজের তাওফিক দান করা হইয়াছে (২) আরেক ব্যক্তি যে প্রত্যেক মুসলমান ও আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহশীল ও কোমল হৃদয়। (৩) আরেক ব্যক্তি যে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং যে হারাম ভিক্ষা হইতে বাঁচিয়া থাকে। অথচ, সে বহু সন্তানের জিম্মাদার।

আর দোযখের অধিবাসী পাঁচ শ্রেণী লোক (১) ঐ নিঃসম্বল দুর্বল ব্যক্তি যে তোমাদের অধিনস্ত হইয়া থাকে, সে না তো ঘর সংসার করিতে ইচ্ছুক আর না অর্থ উপার্জনে করিতে ইচ্ছুক। (২) খিয়ানতকারী ব্যক্তি যে অতি তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে খিয়ানত করিতে ছাড়ে না। (৩) যে ব্যক্তি ধনেজনে তোমাকে ধোঁকা ও প্রতারণা দেয় (৪) অতঃপর তিনি কৃপণ, মিথ্যাবাদীর উল্লেখ করিলেন। (৫) আর অশ্লীল বাক্যলাপকারী।

ইমাম মুসলিমই কেবল হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একাধিক সূত্রে কাতাদাহ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ শরীয়াত ও ফিতরতে সালীমকে আঁকড়াইয়া ধরাই হইল সরল সঠিক দীন।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশই লোকই ইহা জানে না। আর এই কারণে আল্লাহ্র এই পবিত্র দীন হইতে দূরে অবস্থিত ও বঞ্চিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَآ اَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ হে নবী! তুমি যদি ও তাহাদের ঈমান ও হেদায়েতের জন্য আকাংক্ষা কর কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনিবে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

হে নবী! যদি তুমি পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুকরণ কর, তবে তাহারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে। (সূরা আন'আম ঃ ১১৬)

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ ইব্ন যায়িদ ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, ইহা অর্থ رَاجِعِيْنَ اِلَيْهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে ভয় কর।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং আল্লাহর মহান ইবাদত সালাত কায়েম কর।

وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। বরং তাওহীদ পন্থী হইয়া যাও এবং তাহারই উদ্দেশ্য ইবাদত কর। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন ওয়াযিহ (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (র) হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (র)-এর নিকট দিয়া

অতিক্রম করিলেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মু'আয! এই উম্মাতের অস্তিত্ব কিসের উপর নির্ভরশীল? তিনি বলিলেন, তিন বস্তুর উপর এই উম্মাতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। (১) ইখ্‌লাস আর ইহাই হইল "আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত" যাহার উপর তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (২) সালাত যাহা মূরত দীন (৩) আনুগত্য- যাহা মুক্তির উপায়। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি সত্য বলিযাছ। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ..... কিলবাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) হযরত মু'আয (র)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম কালে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দীনের অস্তিত্ব কিসের উপর নির্ভরশীল তখন তিনি অনুরূপ জবাব দিলেন।

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ... الخ "তোমরা ঐ সকল মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না যাহারা দীনকে খন্ড বিখন্ড করিয়াছে এবং তাহারা নিজেরা নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই এই মতাদর্শ লইয়া গর্বিত, যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে। এবং অংশের প্রতি ঈমান আনিয়াছে কিছু অংশের প্রতি কুফর করিয়াছে। মুলতঃ এইভাবে তাহারা দীনকে ত্যাগ করিয়াছে। আর ইহারাই ইয়াহূদী, ঈসায়ী, অগ্নি উপাসক, প্রতীমা পূজারী বলিয়া বিভিন্ন দলে পরিচিত। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ইহাদের দলের অন্তর্ভূক্ত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ -

"যেই লোক তাহাদের ধর্ম খন্ড-বিখন্ড করিয়াছে এবং খোদ তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর ন্যাস্ত"। (সূরা আন'আম ঃ ১৬০)

বস্তুত আমাদের পূববর্তী উম্মাতগণ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা প্রত্যেকে মনে করিত যে, তাহারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত উম্মতে মুহাম্মাদী নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্ত একটি দল ব্যতিত সকল গুমরাহ। আর সঠিক দল হইল আহ্‌লে সুন্নাত আল-জাম'আত। যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে মযবুত করিয় ধারণ করিয়াছে এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীন ও আম্বিয়ায়ে কিরাম যেই মত পথ ধারণ করিয়াছিলেন। মুস্তাদরাকে হাকেম গ্রন্থে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল 'মুক্তিপাপ্ত দল' কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, مَنْ كَانَ عَلٰى مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ যেই দল আমার ও আমার সাহাবীগণের মত ও পথ অনুসরণ করিয়া চলে, তাহারা হইল মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

٣٣. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ.

٣٤. لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

٣٥. اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ.

٣٦. وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ.

٣٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্তে উহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন উহাদিগককে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান, তখন উহাদিগের একদল উহাদিগের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে। (৩৪) উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া যাও, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে। (৩৫) আমি কি উহাদিগের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদিগকে আমার শরীক করিতে বলে (৩৬) আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই উহারা তাহাতে উৎফুল্ল হয় এবং উহাদিগের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইলে উহারা হতাশ হইয়া পড়ে। (৩৭) উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন ? অথবা উহা সীমিত করেন ? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মানুষ যখন নিতান্ত অসহায় ও নিরূপায় হইয়া পড়ে তাহারা শুধুমাত্র আল্লাহ্কে ডাকে। আর যখন তাহাদিগকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করা হয় তখন তাহাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহ্র সহিত শরীক করা শুরু করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে পূজা করে।

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ আয়াতের মধ্যে لِيَكْفُرُوْا এর لام টিকে সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, ইহা عَاقِبَة (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। আর কেহ কেহ বলেন ইহা تعليل (কারণ) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য পাইয়া মানুষ তাঁহার নিয়ামতের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অচিরেই তোমরা তোমাদের অকৃজ্ঞতার পরিণতি জানিতে পারিবে। জনৈক বুযর্গ বলেন, আল্লাহ্র কসম! কোন দারোগা যদি আমাকে ধমক দেয়, তবে তো আমি উহার কারণে কম্পিত হই। অথচ সেই মহান সত্তার ধমকে আমরা কিভাবে প্রকম্পিত না হইয়া পারি, যাঁহার এক আদেশে সকল বস্তুর অস্তিত্ব সংঘটিত হয়। তিনি কোন বস্তুকে হইয়া যাও বলিলেই উহা হইয়া যায়। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক যে কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই তাঁহার সহিত অন্য বস্তুকে শরীক করে ইহার প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا আমি কি তাহাদের নিকট এমন কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করিয়াছি। فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ এবং উহা কি তাহাদিগকে আল্লাহ্র সহিত শিরক করিতে বলিতেছে? বস্তুত এমন নহে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَاِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ -

আর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ উপভোগ করাই তখন উহাতে তাহারা আনন্দ উৎফুল্ল হয় আর তাহাদেরই কৃতকর্মের কারণে তাহারা বিপদগ্রস্থ হয় তবে তখন নিরাশ হইয়া পড়ে। মানুষ হিসাবে তাহাদের স্বভাব। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে হিফাযত করেন এবং তাওফীক দান করেন তাহার অবস্থা ইহা হইতে ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ মানুষ প্রাচুর্যের অধিকারী হইলেই সে গর্বিত হয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ প্রাচুর্যের অধিকারী মানুষ বলে, সকল বিপদ আপদের অবসান ঘটিয়াছে। তখন সে বড়ই উৎফুল্ল ও গর্বিত হয়। (সূরা হূদ ঃ ১০) অর্থাৎ মনে মনে আনন্দ উপভোগ করে এবং অন্যের উপর গর্ব করে। কিন্তু বিপদগ্রস্থ হইলে আবার ঐ লোকটি সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের শিকার হয় এবং মনে করে আর সে কখন ও সুখ শান্তির মুখ দেখিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ। কিন্তু যেই সকল বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখ শান্তি প্রাচুর্যের সময় সৎকর্ম করে। বস্তুত মু'মিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীল হও ভরসা করিয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত, মু'মিনদের উপর বড়ই আশ্চার্য যে, আল্লাহ্ তাহার জন্য যে কোন ফয়সালা করেন না কেন, উহা তাহার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি সে প্রাচুর্য ও সুখ শান্তি লাভ করে তবে সে উহার শুকুর করে ইহা ও তাহার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে বিপদগ্রস্থ হয় তবে ধৈর্যধারণ করে ইহাও তাহার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ يَقْدِرُ আর ঐ সকল লোকেরা কি ইহা জানা নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা উহা সংকীর্ণ করেন। অর্থাৎ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি স্বীয় হিক্মত ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করেন, আর যাহাকে ইচ্ছা স্বল্প রিযিক দান করেন।

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ। নিঃসন্দেহে ইহাতে ঐ সকল লোকদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে যাহারা বিশ্বাস করে।

৩৮. فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

৩৯. وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

৪০. اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৮) অতএব আত্মীয়কে দিও তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদিগের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তাহারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা সুদে যাহা দিয়া থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত দিয়া থাকে তাহাই বৃদ্ধি পায়, উহারাই সমৃদ্ধিশালী। (৪০) আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিযিক দিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদিগের দেব-দেবীর এমন কেহ আছে কি যে এই সমস্তের কোন একটিও করিতে পারে ? উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ উহা হইতে পবিত্র ও মহান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা উল্লেখিত আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের হক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা ও সংযোগ রক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। আর মিস্‌কীন ও মুসাফিরের পাপ্য হক্ দেওয়ার জন্য ও দির্দেশ দিয়াছেন। মিস্‌কীন বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যাহার কিছু নাই কিংবা এতটুকু আছে যাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আর মুসাফির দ্বারা ঐ মুসাফিরকে বুঝান হইয়াছে যাহার নিকট তাহার সফরের প্রয়োজনীয় সম্বল নাই।

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ইহা সেই সকল লোকদের জন্য উত্তম যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভের কামনা করে। বস্তুত মানুষের ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আর দুনিয়া আখিরাতে তাহারই সফল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ ... الخ -

তোমরা অধিক মাল লাভের উদ্দেশ্য যেই দান-দাক্ষিণ্য করিয়া থাক, উহা যদি কেবল এই উদ্দেশ্য যে যাহাকে দান করা হইয়াছে সে দাতাকে আরো অধিক দান করিবে তবে আল্লাহ্‌র নিকট ইহার কোন সাওয়াব ও লাভ হইবে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) মুজাহিদ, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও শা'বী (র) এই আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন। অবশ্য যদিও এই রূপ দান করিলে কোন সাওয়াব লাভ হয় না। কিন্ত তবু ও এই রূপ দান করাও মুবাহ। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ করা হইয়াছে ঃ

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "আর অধিক লাভের আশায় তুমি তাহাকেও দান করি ও না"। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৬)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সুদ দুই প্রকার এক প্রকার সুদ না-জায়িয আর উহা হইল ক্রয় বিক্রয়ের সুদ। আর দ্বিতীয় প্রকার সুদ জায়িয। উহা হইল কাহাকেও দান করিয়া দানের অতিরিক্ত কামনা করা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহা বলিবার পর এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا .. الخ -

অবশ্য আল্লাহ্‌র দরবারে যাকাতের সাওয়াব লাভ করা যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

"আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যেই যাকাত দান করিয়া থাক উহাই আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য। আর ঐ সকল লোকেরা বহু গুণের অধিকারী"। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

ومَا تَصدق أحد بعد لتمرة عن كسب طَيب إلا أخذها الرحمن يمينه فيربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوة أو فصيله حتى تصيرا التمرة أعظم من أحدٍ -

"তোমরা হালাল উপার্জন হইতে একটি খেজুর পরিমাণ যেই সাদাকা কর, আল্লাহ্ উহা স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন। উহা সযত্নে বৃদ্ধি করিতে থাকেন যেমন তোমাদের কেহ তাহার গরু অথবা উটের বাচ্চা স্বযত্নে উহা লালন পালন করিয়া উহাকে বড় করিয়া থাকে। এমন কি সাদাকার একটি খেজুর উহা পাহাড় অপেক্ষা বড় হইয়া যায়"।

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ। অর্থাৎ আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে রিযিক দান করিয়াছেন। তিনি মাতৃগর্ভ হইতে উলাংগাবস্থায় বাহির করিয়াছেন। তাহার না ছিল জ্ঞান না ছিল শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি ও দৈহিক শক্তি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সকল শক্তি দান করেন, তাহাকে অন্য বস্ত্র ধন সম্পদের অধিকারী করেন ও সর্বপ্রকার উপার্জনের ক্ষমতা দান করেন। যেমন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ মু'আবিয়াহ (র) ..... হাব্বাহ ইব্‌ন খালিদ ও সাওয়া ইব্‌ন খালিদ (র) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমরা ও তাঁহার কাজে সাহায্য করিলাম। তিনি তখন বলিলেন ঃ

لا تيئسا من الرزق ما تهزهزت رُءوسكما فان الإنسان تلده أُحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله عز وجل -

"তোমরা রিযিক হইতে নিরাশ হইও না। তোমাদের মাথা নাড়িতে থাকে অর্থাৎ যাবৎ তোমরা জীবিত থাকিবে। কারণ তোমাদের জননী তোমাদিগকে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীনাবস্থায় প্রসব করেন অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে অন্ন বস্ত্র সব কিছু দান করেন"।

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পার্থিব জীবনের পরে মৃত্যু দান করিবেন। ইহার পর কিয়ামত দিবসে পুনরায় তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন।

هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ شَىْءٍ আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য যার যেই সকল ইলাহের তোমরা পূজা কর তাহাদের মধ্যে হইতে কি এমন কেহ আছে যে, এই সকল কাজ করিতে সক্ষম। বস্তুত এমন কেহ নাই যে ইহা করিতে পারে। বরং কেবল মহান আল্লাহ্ই আছে যিনি সৃষ্টি করিতে, রিযিক দান করিতে, জীবন দিতে ও জীবন হরণ করিতে সক্ষম। অতঃপর তিনি কিয়ামত দিবসে পুনরায় সকলকে জীবিত করিবেন।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ্ তাহাদের শিরক হইতে পবিত্র। না তাঁহার কোন শরীক আছে না তাঁহার কোন সমকক্ষ। তাঁহার কোন সন্তানও নাই আর তিনি কাহার জনকও নহেন। তিনি এক অদ্বিতীয়, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

٤١. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

٤٢. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪১) মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদিগের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে। (৪২) বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কি হইয়াছে? উহাদিগের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্হাক, সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ اَلْبَرِّ। দ্বারা 'ময়দান' বুঝান হইয়াছে। এবং اَلْبَحْرِ। দ্বার বুঝান

হইয়াছে শহর ও নগর। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমাহ (র) হইতে আরো বর্ণিত, اَلْبَحْر। নদীর তীরে অবস্থিত শহর। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, اَلْبَرُّ।দ্বারা স্থল ও اَلْبَحْر। দ্বারা সমুদ্র বুঝান হইয়াছে। ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকাই (র) বলেন ঃ ظَهَرَ اَلْفَسَادُ। এর অর্থ হইল, অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া ও পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর নিঃশেষ হইয়া যাওয়া। রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন হাতিম (র)। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুকরী (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ। এর অর্থ হইল, স্থলে মানব হত্যা ও পানিতে নৌকা ও জাহাজ ছিনতাই করা। আতা খুরসানী (র) বলেন اَلْبَرُّ। দ্বারা ঐ স্থল ভাগকে বুঝান হইয়াছে যেখান শহর ও নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং اَلْبَحْر। দ্বার বুঝান হইয়াছে দ্বীপমালা। উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহ হইতে প্রথম ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্য। অধিকাংশই তাফসীরকারগণের মতই ইহাই। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

أَن رسـول اللّٰه صلى اللّٰه عليـه وسلم صَـالح ملك ايلة وكـتب إليـه ببحره معنى ببلده ـ

"রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়লা' বাদশাহ সহিত সন্ধি করিলেন এবং তাহার নামে তাহার শহর লিখিয়া দিলেন"। এখানে بحر দ্বারা শহর বুঝান হইয়াছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হইল, মানুষের পাপ ও গুনাহের কারণে যমীনের ফসল নষ্ট হয় এবং বাগানের ফল ফলাদি ও ধ্বংস হইয়া যায়। আবূল আলীয়াহ (র) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যমীনে নাফরমানী করেন সে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করিল। কারণ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে কল্যাণ সাধিত হয়। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত।

لحد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من ان يمطروا أربعين صباحا ـ

"পাপীদিগকে ধমন করিবার উদ্দেশ্যে ইসলামী দন্ড বিধান কায়েম করা একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হওয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম"। কারণ 'হদ্দ' ইসলামী দন্ড বিধান কায়েম করিলে সকল মানুষ কিংবা অধিকাংশ লোক অথবা অনেক লোকই পাপাচার হইতে বিরত থাকে আর পাপাচার ত্যাগ করা হইলে আসমান যমীনের বরকত সমূহ নাযিল হয়। আর এই কারণে শেষ যুগে যখন হযরত ঈসা (আ) পৃথিবীতে আগমন করিয়া আমাদের শরীয়াত মুতাবিক ফয়সালা করিবেন। শূকর হত্যা করিবেন, ক্রস ভাঙ্গিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম তিনি মানিয়া লইবেন না, ইসলাম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে তিনি হত্যা করিবেন।

অবশেষে তাঁহার সময়ে যখন আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জাল ও তাহার অনুসারীদিগকে এবং ইয়াজূজ ও মাজূজকে ধ্বংস করিয়া দিবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে

বলিবেন হে যমীন! তুমি তোমার বরকত বাহির কর। যমীন হইতে বরকত বাহির হইবে ফলে মাত্র একটি 'আনার' একটি দল লোক আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে। উহা এতই প্রকান্ড হইবে যে, উহার খোসা দ্বারা এক দল লোক রৌদ্র হইতে ছায়া লাভ করিবে। অনুরূপভাবে একটি উষ্ট্রীর দুধ এক দল লোকের জন্য যথেষ্ট হইবে। বরকতের এই রূপ প্রকাশ ঘটিবে কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করিবার কারণে।

অতএব পৃথিবীতে যখন আদল ও ইনসাফ কায়েম করা হইবে, বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে। আর এই হাদীস শরীফে বর্ণিত, ফাজের ও পাপী যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার আচরণের কুফল হইতে আল্লাহ্র বান্দাগণ, শহর নগরের গাছ পালা ও প্রাণীকুল পরিত্রাণ পায়।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, মুহাম্মদ ও হুসাইন (র) ..... আবূ মিখযাম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যিয়াদ কিংবা ইব্ন যিয়াদের যুগে এক ব্যক্তি একটি গমের বস্তা পাইল। গম ছিল খেজুরের আটির ন্যায় বড় বড়। বস্তার উপর লিখা ছিল, এই গম সেই যুগের যেই যুগে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। মালিক (র) যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ اَلْفَسَادُ। দ্বারা এখানে শিরক বুঝান হইয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যাটি বিবেচনা সাপেক্ষ।

لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পরীক্ষা করিবার জন্যও তাহাদের অপকর্মের শাস্তি স্বাদ আস্বাদন করাইবার জন্য তাহাদের মাল ও জীবনে ক্ষতি সাধন করিবেন। এবং তাহাদের বাগানের ফল ফলাদি ও নষ্ট করিবেন।

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ সম্ভবত তাহারা গুনাহ হইতে বিরত হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

"আর আমি তাহাদিগকে ভালমন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা পাপাচারে হইতে বিরত হয়"। (সূরা আরাফ ঃ ১৬৮)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ـ

হে নবী! তুমি বলিয়া দাও, তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর তোমাদিগের পূর্ববর্তীদের কি হইয়াছিল উহা প্রত্যক্ষ কর।

كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ তাহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কারণে ও আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবার কারণে তাহাদের প্রতি যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল তোমরা উহা প্রত্যক্ষ কর।

٤٣. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ.

٤٤. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ.

٤٥. لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৩) তুমি সরল দীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্র নির্দেশে অনিবার্য যে দিবস তাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেইদিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে। (৪৪) যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তাহারই প্রাপ্য। যাহারা সৎকর্ম করে নিজেদিগেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা। (৪৫) কারণ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদিগকে পসন্দ করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে তাঁহার আনুগত্যে অটল থাকিবার জন্য ও সৎকাজ প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ ... الخ ـ

"তুমি তোমার সম্পূর্ণ মনোনিবেশ সঠিক দীনের প্রতি কায়েম কর, কিয়ামতের দিন সমাগত হইবার পূর্বে, আল্লাহ্ উহা সংঘটিত করিতে চাহিলে কেহ উহা ফিরাইতে পারিবেন না।

يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ যেই দিন লোক পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। এক দল প্রবেশ করিবে বেহেশতে আর এক দর প্রবেশ করিবে দোযখে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ ... الخ ـ

যেই ব্যক্তি কুফর করিবে উহা তাহার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হইবে। আর যাহারা সৎকাজ করে তাহারা নিজেদের জন্য আরামের স্থান সজ্জিত করিতেছে, যেন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও সৎকাজ সম্পন্নকারীদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে বিনিময় দান করিতে পারেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল লোককে তাহাদের আমলের বিনিময় দশ হইতে সাত গুণ অধিক দান করিবেন। বরং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি আরো অধিক দান করিবেন।

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ। অবশ্যই তিনি কাফিরদিগকে ভালবাসেন না। এতদ্‌সত্ত্বে ও তিনি তাহাদের ব্যাপারে আদিল-ন্যায়পরায়ণ। তিনি তাহাদের প্রতি যুলুম করেন না।

٤٦. وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

٤٧. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاۤءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৬) তাহার নির্দশনাবলীর একটি যে, তিনি বায়ূ প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য ও তোমাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহ আস্বাদন করাইবার জন্য এবং যাহাতে তাঁহার বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তাহারা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল। অতঃপর আমি অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। মু'মিনদিগকে সাহায্য করাই আমার দায়িত্ব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি স্বীয় বান্দাগণের প্রতি বহু অনুগ্রহ করেন। বৃষ্টির পূর্বেই বৃষ্টি বর্ষণের সুসংবাদ দানকারী হাওয়া প্রেরণ করেন এবং উহার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

لِيُذِيْقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া উহার সাহায্যে নির্জীব যমীন ও প্রাণীকে সজীব করিয়া তাহার বান্দাগণকে স্বীয় অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করান।

وَلِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ আর সমুদ্রে যেন তাঁহারই হুকুমে পরিচালিত বায়ুর সাহায্যে জাহাজ চলিতে পারে।

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ আর দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া যেন তোমরা তাঁহার রিযিক অন্বেষণ করিতে পার।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে যেই অসংখ্যা অগণিত যাহেরী ও বাতেনী নিয়ামতসমূহ দান করিয়াছেন। তোমরা যেন উহার শুকুর কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ـ

আর আমি তোমার পূর্বে বহু রাসূল তাহাদের কাওমের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা দলীল প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়া অপরাধ করিয়াছে। অবশেষে তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁহার প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন যে, কেবল তাঁহাকে যেই তাঁহার কাওম মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাই নহে, পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও রাসূলগণকে তাঁহার কাওম ও জাতি দলীল প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঐ অপরাধীদিগকে যথাযথ শাস্তিও দিয়াছেন যাহারা তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছে। আর যাহারা ঐ সকল রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি মুক্তি দান করিয়াছিলেন।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ আর মু'মিনদের সাহায্য করা তো আল্লাহ্র জন্য কর্তব্য। যাহা তিনি নিজেই তাহার বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহশীল হইয়া নিজের উপর জরুরী করিয়া লইয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبُّكُمْ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তোমাদের প্রতিপালাক স্বীয় সত্তার উপর অনুগ্রহ করা ফরয করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন আমার পিতা ..... আবূ দারদা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতে শুনিয়াছি "যেই মুসলমান তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করিবে কিয়ামত দিবসে তাহার নিকট হইতে দোযখের আগুন দুরিভূত করা আল্লাহ্র উপর জরুরী হইবে"।

অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

٤٨. اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ·

٤٩. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ·

٥٠. فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ·

٥١. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (৪৮) আল্লাহ্ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন, পরে ইহাকে খন্ডবিখন্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও যে, উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা, অতঃপর তিনি তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাদিগের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হর্ষোৎফুল্ল। (৪৯) যদিও উহারা উহাদিগের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল। (৫০) আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ইহাকে পুনর্জীবিত করেন। এই ভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান্। (৫১) এবং আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাহার ফলে উহারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন তো উহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ মেঘমালা হইতে কি আশ্চর্য উপায়ে বৃষ্টি বর্ষণ করেন উল্লেখিত আয়াতে তিনি উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি বায়ু প্রবাহিত করেন অতঃপর উহা মেঘমালা উত্তোলন করে। মেঘমালাকে বায়ু সমুদ্র হইতে উত্তোলন করে; যেমন অনেকেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। অথবা আল্লাহ্র ইচ্ছায় অন্য কোন স্থান হইতে উত্তোলন করে।

فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালাকে আকাশে ছড়াইয়া দেন, উহাকে বৃদ্ধি করেন। অল্প হইতে অধিক করেন। প্রথমত উহা একটি ঢালের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আবার কখন এমন হয় যে সমুদ্র হইতে পানিতে পরিপূর্ণ অবস্থায় মেঘমালা আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ...... كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

"আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি বায়ুকে সুসংবাদবাহী হিসাবে প্রবাহিত করেন, এমন কি যখন উহা ভারী মেঘমালা উত্তোলন করে আমি উহা নির্জীব অনুর্বর শহরে হাঁকাইয়া বর্ষণ করি। এমননিভাবে আমি মৃতকে বাহির করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا -

"আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি বায়ু প্রবাহিত করেন। অতঃপর উহা মেঘমালা উত্তোলন করে তৎপর তিনি আকশে যেমন ইচ্ছা ছড়াইয়া দেন এবং উহা টুকরা টুকরা করিয়া দেন"। মুজাহিদ, আবূ আম্র, ইব্ন আ'লা, মাতর আল-ওররাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, كِسَفًا অর্থ قِطَعٌ অর্থাৎ টুকরাসমূহ। যাহ্হাক (র) বলেন, كِسَفًا অর্থ مُتَرَاكِمًا অর্থাৎ ভাঝেভাঝে। কেহ কেহ বলেন ,ইহার অর্থ অধিক পানিতে পরিপূর্ণ কালো মেঘমালা যাহা ভূমির নিকটবর্তী দেখা যায়।

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ অতঃপর তুমি ঐ মেঘমালার মধ্য হইতে বৃষ্টির ফোঁটা বাহির হইতে দেখিতে পাও।

فَاِذَا اَصَابَ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ -

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণ হইতে যাহাদের উপর ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন তাহারা এই বর্ষণের ফলে আনন্দিত হয়।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ যেই সকল লোকদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে তাহারা ইহার পূর্বে বর্ষণ হইতে নিরাশ ছিল। এবং পূর্ণ নৈরাশ্যে সময় তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে। আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রবীদগণ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ الخ এর সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, مِنْ قَبْلِهِ ইহা مِنْ قَبْلُ اَنْ يُّنَزَّلَ এর তাকীদ সংঘটিত হইয়াছে। অন্যান্যরা বলেন, مِنْ قَبْلِهِ তাকীদ নহে বরং ইহাতে নতুনত্ব রহিয়াছে। আয়াতের অর্থ হইল, ঐ সকল লোক বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে উহার প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল। এবং এই বর্ষণের পূর্বে বিভিন্ন সময় বৃষ্টি বন্ধ থাকিত, তাহারা একটি সময় পর্যন্ত বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিত, কিন্তু বৃষ্টি হইত না, তাহারা আবারও একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় থাকিত, কিন্তু বৃষ্টি হইত না। অবশেষে তাহাদের পূর্ণ নৈরাশ্যের পর সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইত এবং মৃত অনুর্বর ভূমীতে নতুন জীবন সঞ্চারিত হইয়া উহাকে নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন হইত। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَانْظُرْ اِلَى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র রহমতে নির্দশন অর্থাৎ বৃষ্টির প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত কর।

كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا কি রূপে তিনি ঐ বৃষ্টির সাহায্য মৃত ও অনুর্বর ভূমিকে সজীব করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, অনুর্বর ও মৃত ভূমিকে সজীব করিয়া যেই মহান সৃষ্টিকর্তা উহাতে ফসল উৎপন্ন করিতে সক্ষম।

اِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى সেই মহান সৃষ্টিকর্তাই সমস্ত মৃতকে জীবিত করিবেন। "وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُوْنَ -

"আমি যদি তাহাদের ক্ষেতের উপর শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত করি, অতঃপর ইহার কারণে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হলুদ ও বিবর্ণ দেখিতে পায়, তখন তাহারা এই অবস্থা দেখিয়া আল্লাহ্‌র পদত্ত পূর্বের সকল নিয়ামতের নাশুকরী করিতে শুরু করে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ .... بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ -

"আচ্ছা বল তো দেখি, তোমাদের ক্ষেত খামার চাষাবাদ কর তাহার ফসল কি তোমরা উৎপন্ন কর ? না কি আমি উৎপন্ন করি? ..... বরং আমরা বঞ্চিত হইলাম।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৬৩)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়ু আট প্রকার, উহার মধ্যে চার প্রকার বায়ূ রহমত বহন করে, আর চার প্রকার বায়ু আযাব বহন করে। রহমতের বায়ু হইল, নাশিরাত, মুবাশ্‌শিরাত, মুরসালাত ও যারিয়াত। আর আযাবে বায়ূ হইল, আকীম, সরসদ, আসিফ ও ক্বাসিফ।

প্রথম দুই প্রকার বায়ূ স্থলে প্রবাহিত হয় এবং পরবর্তী দুই প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয় সমুদ্রে। আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের বায়ূ প্রবাহিত ইচ্ছা করিলে তিনি উহাকে দোলা দেন, উহাকে নরম ও কোমল করেন, পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। আর যদি আযাবের বায়ু প্রবাহিত করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি উহাকে দোলা দেন এবং আযাব দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। এবং যে কোন সম্প্রদায়ের উপর প্রবাহিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করেন যেই সকল এলাকার উপর দিয়া উহা প্রবাহিত হয় উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। বায়ূ চার প্রকার পূরবী, পশ্চিমা, উত্তরা ও দক্ষিণা। এসব বায়ূ প্রবাহিত হইলে বিভিন্ন ফলাফল প্রকাশ পায়। এক প্রকার বায়ূ গাছ বৃক্ষকে কোমল করে, খাদ্য উৎপাদন করে, প্রাণীদের শরীর শক্ত মোটাতাজা করে। আর এক প্রকার বায়ু ইহার বিপরীত শুষ্ক করিয়া দেয়। আর এক প্রকার বায়ূ ফল ফলাদি ও গাছ বৃক্ষ ধ্বংস করিয়া দেয়। আর এক প্রকার বায়ূ সবকিছু দুর্বল করিয়া দেয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্ন ওহ্ব -এর ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্ন উবাইদুল্লাহ (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ বায়ূ যমীনের দ্বিতীয় স্তরে আবদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদ জাতিকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন বায়ুর তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতাকে বায়ূ প্রবাহিত করিবার হুকুম করিলেন। তখন ঐ ফিরিশতা বলিল, হে আমার প্রভূ! আমি কি আদ জাতির উপর গরুর নাকের ছিদ্র পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত করিব। আল্লাহ্ বলিলেন, এত পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত করিলে পৃথিবী ও উহার উপর বসবাসকারী সহ উল্টাইয়া যাইবে। বরং একটি আংটি পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত কর। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইহার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ -

ঐ বায়ু যেই বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইল উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ছাড়িল। (সূরা যারিয়াত ঃ ৪২)

হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণিত হওয়ায় বিষয়টি মুনকার। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র (র) হইতে মাওকুফরূপে বর্ণিত হওয়াই অধিক যাহির।

٥٢. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ.

٥٣. وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫২) তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। (৫৩) এবং কেউ পথে আনিতে পারিবে না উহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহাদিগকেই তুমি শুনাইতে পারিবে। কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

তাফসীরে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন, মৃতকে যেমন তোমার পক্ষে কথা শ্রবণ করান সম্ভব নহে আর না কোন বধিরকে কোন কথা শ্রবণ করান সম্ভব, বিশেষত যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া উল্টা দিকে ফিরিয়া যায়। অনুরূপভাবে যাহারা সত্য হইতে অন্ধ তাহাদিগকে ও তুমি সঠিক পথে পরিচালিত করিতে অক্ষম নও। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর সমান শাক্তিমান, তিনি যখন উচ্ছা মৃতকে জীবিতের ডাক শুনাইতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। এই ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে অন্য কাহারও নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَنْ تُسْمِعُ اِلاَّمَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

তুমি কেবল সেই সকল লোককেই শ্রবণ করাইতে পার যাহারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি আস্থাবান এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত। এই সকল লোকই সত্যকে শ্রবণ করে এবং উহার অনুসরণ করে। ইহা হইবে মু'মিনদের অবস্থা এবং পূর্বে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

"হে নবী, তোমার ডাকে তো কেবল তাহারাই সাড়া দিবে যাহারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে আর মৃতদিগকে আল্লাহ তা'আলা পুনর্জীবিত করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৩৬)

হযরত আয়েশা (রা.) অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে মৃত ব্যক্তি জীবিতের কথা শ্রবণ করিতে পারে না। এবং এই আয়াত দ্বারাই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতকে ভুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর

(রা.) বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরকূপে নিক্ষিপ্ত বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশকে তাহাদের মৃত্যুর তিন দিন পরে সম্বোধন করিয়া খুব ধমক দিলেন, তখন হযরত উমর (রা.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মৃত লাশকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন বলিলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ مَآ اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَآ اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لاَ يُجِيْبُوْنَ -

"সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তাহাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা ইহার তুলনায় উহা অধিক শ্রবণকারী নও, কিন্তু তাহারা ইহার কোন জবাব দিতে সক্ষম নহে"। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদের লাশকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন উহা হইল ঃ انهم الان لِيَعلمون ان ما كنت أقول لهم حق "এই সকল মুশরিকরা এখন খুব ভালই জানিতেছে যে, আমি তাহাদিগকে যাহা বলিতাম উহা সত্য"। কিন্তু হযরত ইব্ন উমর (রা) শ্রবণে ও রিওয়ায়াতে ভুল করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মুশরিকদের লাশকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ধমক দিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিই উলামায়ে কিরামের নিকট বিশুদ্ধ। ইহার সমর্থনে আরো বহু সূত্রে অনেক রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রিওয়ায়েত হইল ইবন আব্দুল বাররর (র) কর্তৃক হযরত আবদুল্লাহ আব্বাস (রা) হইতে মারূফরূপে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত রিওয়ায়েত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তাহাকে সালাম করে যাহার সহিত তাহার পৃথিবীতে পরিচয় ছিল, আল্লাহ তাহার রূহ্কে তাহার শরীরে ফিরাইয়া দেন এবং সে তাহার সালামে উত্তর করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইহাও বর্ণিত, যখন তাহার উম্মাত হইতে কেহ কবরবাসীকে সালাম করিতে ইচ্ছা করিবে সে তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়াই সালাম করিবে এবং এই রূপ বলিবে ঃ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ -এইরূপ সম্বোধন কেবল ঐ ব্যক্তিকে করা যাইতে পারে যে শ্রবণ করেও বুঝে। বস্তুত যদি তাহারা শ্রবণ না করে ও না বুঝে তবে তো ইহা অস্তিত্বহীনও অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করিবার শামিল হয়। মুতাওয়াতির রূপে ইহা বর্ণিত যে মৃত ব্যক্তিকে যখন কোন জীবিত যিয়ারত করিতে আসে তখন তাহাকে চিনিতে পারে এবং সন্তুষ্ট হয়। ইবন আবুদ দুনিয়া 'কিতাবুল কুবূর' গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লহু (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ اِلاَّ اسْتَانَسَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى يَقُوْمَ -

"যে কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং তাহার নিকট কিছুক্ষণ বসে তাহার সহিত তাহার ভালবাসার সৃষ্টি হয় এবং তাহার সালমের উত্তর করে যাবৎ না সে উঠিয়া যায়"। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন এমন ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম করে যাহাকে সে জানে তাহাকে সে সালাম করিলে সে তাহার উত্তর করে।

ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া স্বীয় সূত্রে আলে অসিম-এর জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি আসিম জাহদারীর মৃত্যুর পর তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিলাম, আপনার কি মৃত্যু হয় নাই। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি বলিলাম, এখন আপনি কোথায়? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এখন বেহেশতের উদ্যান সমূহের একটি উদ্যানে। আমি এবং আমার সাথীগণ প্রতি শুক্রবার রাত্রে ও প্রত্যুষ্যে বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ সুবানীর নিকট উপস্থিত হই এবং তোমাদের সংবাদ সংগ্রহ করি। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের শরীর উপস্থিত হয় ? না তোমাদের রূহ্ ? তিনি বলিলেন, আমাদের শরীর তো পছিয়া গলিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমাদের রূহ্ উপস্থিত হয়।

রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা যে তোমাদের যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হই তাহা কি আপনারা জানিতে পারেন ? তিনি বলেন, শক্রবারে রাত্রে, সারা শুক্রবারে এবং শনিবার দিনে সূর্যোদয় হওয়ার পযর্ন্ত আমরা তোমাদের যিয়ারত জানিতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অন্যান্য দিনে যিয়ারত করিলে জানিতে পারেন না, কেবল শুক্রবারেই পারেন, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, ইহা কেবল শুক্রবারের বিশেষ মর্যাদার কারণে।

ইবন আবুদ্ দুনিয়া আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন, বাকর ইব্ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে হাসান কস্সাব (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মুহামদ ইব্ন ওয়াসি (র)-এর সহিত প্রতি শনিবার ভোরে ভ্রমণ করিতাম এবং ভ্রমণ করিতে করিতে কবরস্থানে আসিতাম এবং কবরের নিকট দন্ডায়মান হইয়া সালাম করিতাম এবং তাহাদের জন্য দু'আ করিয়া ফিরিয়া আসিতাম। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, শনিবার সকালের পরিবর্তে যদি আপনি সোমবার সকালে ভ্রমণের নিয়ম করিতেন তবে ভাল হইত। তখন তিনি বলিলেন, এই মৃতব্যক্তিগণ শুক্রবার ও ইহার পূরবর্তী ও পরবর্তী দিনে যাহারা তাহাদের যিয়ারত করিতে আসে তাহাদিগকে জানিতে পারে।

ইবন আবুদ্ দুনিয়া আরো বলেন, মুহাম্মদ (র) যাহহাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তি উহাকে চিনিতে পারে। জিজ্ঞাসা করা হইল, শনিবারের এই মর্যাদা কিসের জন্য? তিনি বলিলেন শুক্রবারের সহিত মিলিত হইবার কারণে। ইবন আবুদ্ দুনি্য়া আরো বলেন, খালিদ ইব্ন খিদাশ (র) ..... আবুত্তাইয়াহ (র) হইতে তিনি বলেন,

মুতাররিফ (র) প্রত্যুষ্যে ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু শক্রবারে অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেন। জ'ফার ইব্ন সুলায়মান (রা) বলেন, আমি আবু তাইয়াহকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, মুতাররিফ (রা) গুতাহ নামস্থানে অবতরণ করিতেন। একদিন রাত্রে তিনি কবরস্থানে তাঁহার ঘোড়ার উপর দন্ডায়মান হইয়া সালাত পড়িলেন। কবরবাসীগণ প্রত্যেকেই অন্য কবরবাসীকে তাঁহার কবরের উপর বসা দেখিতে পাইল। তাঁহারা বলিল, এই মুতাররিফ কি প্রতি শুক্রবার তোমাদের নিকট আসিয়া সালাত পড়ে? তাহারা বলিল, হাঁ এবং আমরা ইহাও জানি যে, পাখিসকল তাহাকে সম্বোধন করিয়া কি বলে? রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কি বলে?তিনি বলিলেন, তাহারা سَلَامٌ عَلَيْكُمْ বলে।

ইবন আব্দুদ্ দুনিয়া আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ..... সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না'র মামাত ভাই ফযল ইব্ন মুওয়াফ্ফাক (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অতিশয় বিচলিত হইলাম, অতএব আমি কিছুকাল প্রতিদিন তাহার কবর যিয়ারত করিতে আসিতাম। অতঃপর কিছু দিন যিয়ারত হইতে বিরত থাকিতাম। ইহার পর পুনরায় একদিন আসিলাম। এক সময় তাহার কবরের নিকট বসা ছিলাম হঠাৎ আমার ঘুম আসিল। নিদ্রাবস্থায় আমি দেখিতে পাইলাম, আব্বার কবরটি উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তিনি কাফন জড়াইয়া বসিয়া আছেন।

রাবী বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার নিকট আসিতে বিলম্ব করিয়াছ কেন? আমি বলিলাম, আপনি কি আমার উপস্থিতি জানিতে পারেন? তিনি বলিলেন, যখনই তুমি আমার নিকট আগমন কর, আমি উহা জানিতে পারি এবং আমি আনন্দিত হই, আর আমার পার্শ্ববর্তী লোকেরাও তোমার দু'আয় সন্তুষ্ট হয়। ইহার পর হইতে আমি বহুবার তাহারা যিয়ারত করিয়াছি। ইবন আবদু দুনিয়া আরো বলেন মুহাম্মদ (র) ..... উসমান ইব্ন সুওয়াইদ তুফাভী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাহার আম্মা একজন আবিদাহ ছিলেন, তাহার নাম ছিল রাহিবাহ। যখন তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইল, তিনি আকোশের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, হে আমার সঞ্চিত ধন, হে আমার পূজি! যাহার উপর ইহকালে ও পরকালে আমি আস্থা পোষণ করি মৃত্যুকালে তুমি আমাকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িওনা উসমান ইব্ন সুওয়াইদ বলেন, আমার আম্মার মৃত্যুর পরে আমি নিয়মিতভাবে প্রতি শুক্রবার তাহার যিয়ারত করিতে থাকি এবং তাহার জন্য দু'আ করি ও ইস্তিগফার করি তাহার সহিত পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কবরবাসীর জন্যও দু'আ করি। একবার আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মা! আপনার অবস্থা এখন কেমন! তিনি বলিলেন বেটা মৃত্যুযন্ত্রণা তো বড়ই কঠিন, তবে আল-হামদুল্লিাহ এখন আমি বড় আরামে আছি। "সুন্দুস ও ইস্তাবরাক' -এর গদিযুক্ত ফুল শর্যায় শায়িত থাকি এবং কিয়ামত পর্যন্ত এইরূপ

শান্তিতে জীবন যাপন করিব। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করিলাম, কি? তিনি বলিলেন, তুমি সর্বদা আমাদের যিয়ারত করিবে এবং আমাদের জন্য দু'আ করিতে থাকিবে।

শুক্রবারে তোমার আগমনে আমি বড়ই আনন্দিত হই। যখনই তুমি আমার নাম লইয়া বলা হয়, রাহেবা; তোমার পুত্র তোমার যিয়ারতে আসিয়াছে। তখন আমি বড়ই আনন্দিত হই এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সকল কবরবাসীও সন্তুষ্ট হয়। ইব্‌ন আবূদ্ দুনিয়া আরো বলেন, মুহাম্মদ (র) বিশ্‌র ইবন মানসূর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঊন রোগ যখন দেশে ছড়াইয়া পড়িল, তখন এক ব্যক্তি বারবার কবরস্থান যাইত এবং জানাযার সালাত পড়িত সন্ধ্যাকালে সে কবরস্তান গমন করিয়া এই দু'আ করিত।

اَنَسَ اللّٰهُ وَحْشَكُمْ وَرَحِمَ غُرْبَتَكُمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ مَسِّيَكُمْ وَقَبْلَ حَسَنَاتِكُمْ -

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভীতি দূর করিয়া দিন এবং তোমাদের একাকীত্বের উপর অনুগ্রহ করুন, তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং তোমাদের সৎকাজ গ্রহণ করুন"। লোকটি ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিতেন না। ঐ ব্যক্তি বলেন, একবার আমার কবরস্থান যাওয়া হইল না। আর পূর্বের ন্যায় দু'আ করাও হইল না। আমি নিগ্রাগমন করিলাম। নিদ্রায় আমি দেখিলাম বহু লোক আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কাহারা? এবং কি প্রয়োজনে এখনে উপস্থিত হইয়াছে? তাহারা বলিল, আমারা কবরবাসী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের প্রয়োজন কি? তাহারা বলিল, আপনি যে আমাদের যিয়ারতে গমন করিয়া দু'আ করেন, উহা আমাদের জন্য হাদীয় স্বরূপ। তখন আমি বলিলাম আমি পুনরায় তোমাদের যিয়ারতে কবরস্থান গমন করিব এবং কবরবাসীদের দু'আ করিব। বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তাহাদের জন্য যে আমল করে সে উহা জানিতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) বলেন, ... আইয়ুব (রা.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জীবিত ব্যক্তিদের আমলসমূহ মৃতদের নিকট পেশ করা হয়। আমল ভাল হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হয় আর মন্দ হইলে তাহারা এই দু'আ করে, হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে এই কাজ হইতে বিরত রাখেন।

ইবন আবুদ্ দুনিয়া বলেন, আহমাদ ইবন আবুল হাওয়ারী (র) বলেন, আমার ভাই মুহাম্মদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আব্বাস ইব্‌ন আব্বাদ (র) ইব্রাহীম ইব্‌ন সালিহ (র) এর নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি আব্বাদ (র)-কে বলিলেন, আমাকে কিছু নসীহাত করুন। আব্বাদ (র) বলিলেন, আমি আপনাকে কি নসীহাত করিব? বর্ণিত আছে, জীবিত লোকদের আমলসমূহ তাহাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছান হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আপনার কেমন আমল পৌঁছান হইবে, সেই বিষয়ে আপনি চিন্তা করিয়া আমল করিবেন। ইহা

শ্রবণ করিয়া ইব্রাহীম (র) কাঁদিয়া ফেলিলেন। এমনকি তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল। ইবন আবদ্ দুনিয়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন (র) সাদাকা ইব্ন সুলায়মান জাফরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি বড় খারাপ অভ্যাস ছিল। আমার পিতার ইন্তেকালের পর আমি উহা হইতে তাওবা করিলাম এবং পূর্বের অপরাধের জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। ইহার পর একবার আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, বৎস! নেক লোকদের সাদৃশ্য তোমাদের যেই সকল আমল আমাদের নিকট পেশ করা হয়, উহা দ্বারা আমরা এতই আনন্দিত হই যে, অন্য আর কিছুতেই আমাদের এত আনন্দ হয় না। অতএব একবার যখন তুমি অনুতপ্ত হইয়া তোমার খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছ, পুনরায় উহাতে লিপ্ত হইয়া যেন আমাকে আমার পার্শ্ববর্তী কবরবাসীদের মধ্যে লজ্জা না দাও। খালিদ ইব্ন আমর (র) বলেন, সাদাকাহ ইব্ন সুলায়মান (র) কূফায় আমার প্রতিবেশী ছিলেন, শেষরাত্রে তাহাকে আমি এই দু'আ করিতে শুনিতাম।

اَسْأَلُكَ اَيَابَةً لاَ رَجْعَةَ فِيْهَا وَلاَ حُوْرَ يَا مُصْلِحَ الصَّالِحِيْنَ وَيَا هَادِىْ الْمُضِلِّيْنَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

"আমি গুনাহ হইতে আপনার নিকট এমন তাওবা প্রার্থনা করি, যেন পুনরায় উহাতে লিপ্ত না হই আর যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হই। হে সৎ লোকদের সংশোধনকারী! হে পথ হারাদের পথ প্রদর্শনকারী! হে পরম দয়াময়"। এই বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম হইতে আরো বহু রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ (র)-এর জনৈক আত্মীয় বলিতেন, হে আল্লাহ! আমি এমন কাজ হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি যাহা আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার নিকট লজ্জার কারণ হইবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার শাহাদাত বরণের পর তিনি এই দু'আ করিতেন। মৃতদের প্রতি সালাম করা শরীয়াতের বিধান রহিয়াছে। অতএব এমন ব্যক্তিকে সালাম করা যে, সালাম টেরই পাইল না আর না সালাম দাতাকে জানিতে পারিল, ইহা শরীয়াতের একটি অসম্ভব ও অযৌক্তিক হুকুম হইবে। সুতরাং মৃতব্যক্তি যে শ্রবণ করে ইহাই সত্য। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার উম্মাতকে এই শিক্ষাও দান করিয়াছেন যে, যখন তাহারা কোন কবর দেখিবে তখন যেন তাহারা এই বলে ঃ

سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ -

হে মু'মিনদের আবাসবাসীগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সহিত মিলিত হইব। আমাদের তোমাদের মধ্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন। আমাদেরও তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে আমরা শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।" বস্তুত এইরূপ সালাম, সম্বোধন ও আহবান কেবল এমন ব্যক্তিকে হইতে পারে যে শ্রবণ করে বুঝে ও জবাব দিতে পারে, যদিও সালামদাতা উহা শ্রবণ করিতে সক্ষম নহে।

৫৪. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ.

অনুবাদ ঃ (৫৪) আল্লাহ্ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করে এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম সন্তানকে সৃষ্টি করিয়াছেন বীর্য হইতে। আর বীর্য বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া একজন পুনঃ মানবাকৃতি ধারণ করে। বীর্য জমাট রক্তে পরিণত হয় কিছুকাল পর ইহা মাংশপিন্ডে পরিণত হয় ও কিছুকাল পর এই মাংশপিন্ডই হাড়ে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে এই ভাবেই আল্লাহ তা'আলা মাংস সৃষ্টি করিয়া মানবাকৃতি করেন এবং উহার মধ্যে রূহ প্রেরণ করেন। অতঃপর মাতৃগর্ভ হইতে অতি দুর্বলাবস্থায় ভুমিষ্ঠ হয়। ইহার পর ধীরেধীরে হৃষ্টপুষ্ট হইতে থাকে এবং শৈশব, বাল্য ও কৈশরের কয়েকটি স্তর পার হইয়া যৌবনের শক্তিশালী স্তরে পদার্পন করে। যৌবনের এই শক্তিশালী স্তর শেষ হইবার পর পুনরায় তাহার শক্তি হ্রাস পাইতে থাকেভ। অতঃপর সে পৌঢ় ও বার্ধক্যের স্তর অতিক্রম করিয়া দুর্বলতার চরম স্তরে পৌছিয়া যায়। শক্তির পর ইহাই হইল চরম দুর্বলতার স্তর। এই স্তরের পৌঁছিবার পর তাহার উদ্যম উদ্দীপনা, ধরা ছোয়া সব কিছুতেই দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাহার বাহ্যিক রূপ লাবণ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءُ ـ

অতঃপর তিনি শক্তির পর দুর্বলতাও বার্ধক্য সৃষ্টি করেন তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যেমন তাসাররফ করেন ও পরিবর্তন ঘটান। وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ। তিনি মহাজ্ঞানী, বড়ই শক্তিশালী। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী

(র) আতীয়্যা আওফী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্ন ওমর (রা) এর নিকট اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا পাঠ করিলাম, তখন তিনিও আয়াতটি এই পর্যন্ত পাঠ করিলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا ـ

অতঃপর তিনি বলিলেন, আমিও তোমার ন্যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এতটুকু পাঠ করিয়াছিলাম। অতঃপর যেমন তোমার এই পর্যন্ত পাঠ করিবার পর আমি পাঠ করা আরম্ভ করিয়াছি, তিনিও আমার একতটুকু পাঠ করিবার পর পাঠ করা আরম্ভ করিয়াছিলেন। হাদীসটি আবূ দাঊদ ও তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ফুযাইল (র) সূত্রের হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, উহা হাসান এবং ইমাম আবূ দাঊদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন জাবির (র) হাদীসটি আতিয়্যাহ (র)-এর সূত্রে আবু সাঈদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৫. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ.

৫৬. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

৫৭. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫৫) যে দিন কিয়ামত হইবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে,তাহারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করে নাই। এভাবেই তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইবে। (৫৬) কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হইয়াছে তাহারা বলিবে, তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানিতে না। (৫৭) সেই দিন সীমালংঘনকারীদিগের ওযর আপত্তি উহাদিগের কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা পৃথিবীতেও মূর্খতার পরিচয় দিয়াছে এবং কিয়ামত দিবসেও তাহারা মূর্খতার প্রকাশ ঘটাবে। পৃথিবীতে তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া প্রতীমা পূজা করিয়াছে আর কিয়ামত দিবসে তাহারা কসম খাইয়া বলিবে, তাহারা পৃথিবীতে মাত্র একটি মুহূর্ত অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল যে, তাহাদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ আসে নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা ঈমান আনিত। তাহারা অতি সামান্যকাল অবস্থান করিয়াছিল বলিয়া দলীল প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার অবকাশই আসে নাই। অতএব তাহাদিগকে এই বিষয়ে মা'যূর রাখা হউক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كَذَالِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ এই সকল লোক যেমন এখানে উল্টা কথা বলিতেছে অনুরূপভাবে তাহারা পৃথিবীতেও উল্টা চলিত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ـ

"যাহারা ইল্ম ও ঈমান প্রাপ্ত ছিল তাহারা ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, তোমরা আল্লাহর লিপি অনুসারে তোমাদের সৃষ্টির শুরু হইতে কিয়ামত পর্যন্তই অবস্থান করিয়াছ"। মুসলিমগণ যেমন পৃথিবীতে তাহাদের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া দলীল প্রমাণ কায়েম করিত, অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসেও তাহাদের কসমের প্রতিবাদ করিবে।

وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ এই কিয়ামত দিবসের কথাই তোমাদিগকে বারবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ, ইহার তোমরা প্রতি বিশ্বাস করিতেন। আল্লাহ বলেন ঃ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ কিয়ামত দিবসে অনাচারীরা পৃথিবীতে যেই সকল অনাচার ও পাপাচার করিয়াছে উহার কোন ওযরই চলিবে না, তাহাদের জন্য ইহা কোনই কাজে আসিবে না।

وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ আর না তাহারা পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ যদি তাহারা পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে প্রার্থনা করে তবে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে না।

৫৮. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ـ

٥٩. كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ·

٦٠. فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (৫৮) আর আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। তুমি যদি উহাদিগের নিকট কোন নির্দশন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলিবে, তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী। (৫৯) যাহাদিগের জ্ঞান নাই, আল্লাহ্ এইভাবে তাহাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দেন। (৬০) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর,নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী নহে, তাহারা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ـ

আমি মানুষের জন্য সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি। এবং কুরআনের মধ্যে সর্বপ্রকার উদাহরণ পেশ করিয়াছি, যেন তাহারা উদাহরণের সাহায্যে সত্যকে সঠিকভাবে বুঝিয়া উহার অনুসরণ করে।

وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ مُبْطِلُوْنَ ـ

হে নবী যদি তুমি তাহাদের নিকট অন্য যে কোন নিদর্শন ও মু'জিযা পেশ করুন তাহারা তাৎক্ষণিকভাবে বলিয়া ফেলিবে তোমরা তো বাতিল পন্থি ছাড়া কিছু নও। তাহারা ঈমান আনিবে না তাহারা মু'জিযাকে যাদু বলিয়াই ধারণা করিবে। যেমন ঃ চাঁদ দিখন্ডিত করা হইলে তাহারা এই মন্তব্যই করিয়াছিল। ইহা ছাড়া অন্যান্য মু'জিযার বেলায়ও তাহারা একই ধরনের মন্তব্য করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ وَ لَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের শাস্তির বাণী সাবাস্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদের্শ পেশ করা হইলেও তাহার ঈমান আনিবে না। বিশ্বাস করিবে না যাবৎনা তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭) আর একই কারণেই এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ـ

যাহারা আস্থা রাখে না তাহাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবেই মোহর মারিয়া দেন। অতএব হে মুহাম্মদ। তুমি তাহাদের বিরোধিতা ও শত্রুতার উপর ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার সহিত যেই ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি উহা অবশ্যই পালন করিবেন। তিনি তোমাকে তাহাদের মুকাবিলায় অবশ্যই সাহায্য করিবেন এবং শুভ পরিণতি তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারীদের জন্য রহিয়াছে।

وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ আর যাহারা বিশ্বাস করে না তাহারা যেন তোমাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে না পারে। বরং তুমি আলাহ প্রেরিত বিধানের উপর অবিচল থাকে। কারণ ইহাই সত্য, ইহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। ইহা ব্যতিত অনুসরণযোগ্য কোন বিধানই নাই। সত্য ইহার মধ্যেই নীহিত। সাঈদ (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, খারেজী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদা হযরত আলী (র)-কে ফজরের সালাতের রত অবস্থায় উচ্চস্বরে ডাকিয়া এই আয়াত পাঠ করিল ঃ

وَلَقَدْ أُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

হযরত আলী (র) আয়াতটি নীরবে শ্রবণ করিলেন। এবং যাহা সে বলিল, উহা বুঝিয়া তিনি সালাতের মধ্যে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ -

হযরত ইব্‌ন জরীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) অন্য আরো এক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ওয়াকী (র) ..... আলী (রা)-কে উচ্চস্বরে ডাকিয়া এই আয়াত পাঠ করিল, হযরত আলী (রা) তখন ফজরের সালাত পড়িতেছিলেন আয়াতটি হইল ঃ

وَلَقَدْ أُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

হে নবী! তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট অহীর মাধ্যমে ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার আমল বিনষ্ট হইবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (সূরা যুমার ঃ ৬৫) ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আলী (রা) সালাতের মধ্যেই বলিলেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ -

অপর সূত্রের বর্ণিত, ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) ফজরের সালাত পড়িতেছিলেন, এমন সময় এক খারেজী তাহাকে উচ্চস্বরে আওয়াজ করিয়া বলিল ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

তখন হযরত আলী (রা) সালাতের মধ্যেই তাহার জবাবে বলিলেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُوْنَ ـ

আলোচ্য সূরার ফযীলত ও ফজরের সালাত ইহার তিলাওয়াত মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত রিওয়ায়েত

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জাফর (র) ..... জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের সালাতের ইমামত করিলেন এবং উহাতে সূরা রূম পাঠ করিলেন। কিন্তু কিরা'আতে তাঁহার কিছু ভুল হইয়া গেল। সালাত হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি বলিলেন ঃ

انه يلس علينا القرأن فان أقوما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد منكم الصلوٰة معنا فليحسن الوضوء ـ

সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠে আমার কিছু ভুল হইয়াছে। কারণ তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক এমন আছে যাহারা আমাদের সহিত সালাত আদায় করে অথচ, তাহারা সঠিকভাবে অযূ করে না। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা আমাদের সহিত সালাতে শরীক হইবে তাহারা যেন সঠিকভাবে সুন্দর করিয়া অযূ করে। হাদীসের সূত্রটি বিশুদ্ধ। ইহার মতনও চমৎকার, হাদীসের মধ্যে এক সূক্ষ্ম রহস্য রহিয়াছে আর উহা হইল মুক্তাদীর অযূর ত্রুটির কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতও প্রভাবিত হইত। ইহা দ্বারা আরো বুঝা গেল যে ইমামের সালাতের সহিত মুক্তাদীর সালাতের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা রূম -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ঃ সূরা লুক্‌মান

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. الٓمّٓ ۚ

٢. تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

٣. هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

٤. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ

٥. اُولٰۤئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। (৩) পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্ম পরায়ণদিগের জন্য; (৪) যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় আর তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (৫) তাহারাই তাহাদিগের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারা সফলকাম।

তাফসীর ঃ সূরা বাকারার শুরুতে মুকাত্তা'আত হরফ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহা হিক্মত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ ঃ

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ যাহা ঐ সকল সৎলোকদের জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ যাহারা সালাতের আরকান ও সময়ের পূর্ণ পাবন্দী করিয়া সালাত আদায় করে নফল ও সুন্নাতসমূহও তাহারা ত্যাগ করে না। আর তাহাদের উপর ফরযকৃত যাকাত আদায় করে। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং পরকালের পুরষ্কারের প্রতিও বিশ্বাস রাখে। অতএব সেই পুরস্কার ও বিনিময়ের প্রতি তাহারা আগ্রহী হইয়াই এই সকল সৎকাজ করে। লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কিংবা মানুষের নিকট হইতে কোন বিনিময় লাভের উদ্দেশ্যে তাহারা এই সকল সৎকাজ করে না। একান্ত নিষ্ঠার সহিত যাহারা উল্লেখিত নেক আমল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কেই ঘোষণা করেছেন ঃ

أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ এই সকল, লোকই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তি সুস্পষ্ট দলীল উপর প্রতিষ্ঠিত।

وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আর এই সকল লোকই সফলতা লাভ করিবে।

٦. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

٧. وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অনুবাদ ঃ (৬) মানুষের মধ্যে কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে,উহাদিগের জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয়, যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির। অতএব উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সু সংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশালী সৎলোক যাহারা আল্লাহ্র পক্ষ ইহাতে প্রেরিত হিদায়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার প্রেরিত কিতাব শ্রবণ করিয়া উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্ তা'আলা অতি উৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করিয়াছেন অর্থাৎ এমন গ্রন্থ নাযিল করিয়াছেন যাহার আয়াতসমুহ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বারবার উল্লেখিত। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের দেহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়, অতঃপর তাহাদের চামড়াও নরম হইয়া যায় এবং আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি তাহারা মনোনিবেশ করে। সূরা যুমার ঃ ২৩) পূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তাহার এই সকল সৎবান্দাগণের আলোচনা করিয়া পরবর্তী আয়াতসমূহে সেই সকল হতভাগ্য লোকদের আলোচনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করিয়া উহা দ্বারা উপকৃত হইতে অনীহা প্রকাশ করিয়াছে এবং গানবাদ্য ও তবলা-বেহালা দ্বারা আনন্দ স্ফুর্তি করিতে মত্ত হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ لَهْوَ الْحَدِيْثِ এর অর্থ-গান। একথা তিনি শপথ করিয়া বলেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) আবুস সাহাবা বিকরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ ... الخ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই, আয়াতে উল্লেখিত لَهْوَ الْحَدِيْثِ এর অর্থ হইল, গান। একথা তিনি তিন বার অনুরূপ কসম খাইয়া বলিলেন।

আমর ইব্ন আলী (র) ..... আবুস্ সাহাবা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ لَهْوَ الْحَدِيْثِ এর অর্থ গান। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) জাবির (র), ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, মাকহূল, আম্র ইব্ন শু'আইব ও আলী ইব্ন খুযাইমাহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত গানবাদ্য সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ -

গানবাদ্যের জন্য মাল খরচকারীই শুধু এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নহে বরং যেই ব্যক্তি গানবাদ্যকে ভালবাসে ইহার জন্য মাল খরচ না করিলেও সে এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত।

কেহ কেহ বলেন ঃ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْث এর অর্থ গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আহ্মাসী (র) ..... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ يحل بيع المغنيات ولا شراءهن واكل اثمانهن حرام -

গায়িকা বাঁদীদিগকে ক্রয়-বিক্রয় করা হালাল নহে এবং উহাদের বিক্রয়মূল্য ভোগ করা হারাম। আর এই সকল বাঁদীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ ... الخ -

ইব্ন জরীর এবং তিরমিযী (র) ইব্ন যাহ্র-এর সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। আলী ইব্ন ইয়াযীদ একজন দুর্বল রাবী। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, শুধু আলী ইব্ন ইয়াযীদেই নহে বরং তাঁহার শায়েখও তাহার শিষ্য সকলই দুর্বল রাবী।

যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْث এর অর্থ শিরক, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আস্লাম (র)ও এমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, যেই সকল কথা আল্লাহ্র আয়াত হইতে বিরত রাখে এবং উহার অনুসরণের জন্য প্রতিবন্ধক হয়, সবই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ অর্থাৎ গানবাদ্য ও আল্লাহ্র আয়াতের অনুসরণ করিতে বাধা দানকারী বিষয়কে গ্রহণ করে ইসলাম ও মুসলমাদের সহিত বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এক কিরাতে لِيَضِلَّ পড়া হয়। وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহ্র সত্য পথকে তাহারা বিদ্রূপের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে তাহারা বিদ্রূপের বস্তু বানায়। তবে এই দুই ব্যাখ্যার তুলনায় মুজাহিদ (র)-এর ব্যাখ্যা উত্তম।

اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ আর এই সকল লোকদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি। আল্লাহ্র আয়াত ও তাঁহার সত্য পথকে যেমন তাঁহারা লাঞ্ছিত করিবার অপপ্রয়াস চালাইয়াছে, কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে চিরশাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া অনুরূপ লাঞ্ছিত করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ... الخ -

আর খেলাধুলা ও গান বাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট এই ব্যক্তির সম্মুখে যখন পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে উহা শ্রবণ হইতে বিরত থাকে, উহার প্রতি তাচ্ছিল্যতা প্রকাশ করে এবং বানোয়াটভাবে বধির হইয়া যায় যেন সে কিছু

শুনিতেই পারে নাই। যেন তাহার উভয় কর্ণ কুহরে বোঝা চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। সে কুরআনের আয়াত দ্বারা মোটেই উপকৃত হয় না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ হে নবী! তুমি তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সু সংবাদ দান কর। পবিত্র কুরআনের আয়াত শ্রবণে যেমন তাহার কষ্ট হইত কিয়ামত দিবসে আযাবের কষ্টও সহিতে হইবে।

٨. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ

٩. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ

অনুবাদ ঃ (৮) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে সুখদ কানন। (৯) সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ যাহারা পরম সৌভাগ্যবান, আল্লাহ্‌র প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যাহারা রাসূল হিসাবে মানিয়াছে এবং শরীয়াতের নির্দেশ মুতাবিক নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে সেই সকল ভাগ্যবানদের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ উদ্যানসমূহ। অর্থাৎ বেহেশতের সেই সকল উদ্যানসমূহে তাহারা নানা প্রকার সুস্বাদু আহার্য্য আহার করিবে ও পানীয় পান করিবে, উত্তম বাসভবনে বাস করিবে ও উৎকৃষ্ট বাহনে আরোহন করিবে। আর তাহাদের ভোগ বিলাসের জন্য থাকিবে সুন্দরী, মনোহরী, পবিত্র রমনীগণ। চক্ষু পিপাসা মিটাইবার জন্য থাকিবে নানা প্রকার চক্ষু জুড়ানো মন মাতানো দৃশ্য। আর এই সকল নিয়ামত সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভোগের জন্য নহে বরং তাঁহার চিরকাল উহা ভোগ করিতে থাকিবে আর ঐ সকল নিয়ামতসমূহ ভোগ করিতে তাহাদের কখনও অনিহাও হইবে না। অতএব তাহাদের অন্তরে কখনও স্থানান্তরিত হইবার কামনা হইবে না।

وَعْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওয়াদা পরম সত্য। তিনি স্বীয় ওয়াদা খেলাপ করেন না। তিনি পরম শক্তিশালী। তাহার ওয়াদা পালনে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি পরম পরাক্রমশীল তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী সেই মহা জ্ঞানীই মু'মিনদের জন্য পবিত্র কুরআনকে হিদায়েতের উপায় হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ـ

হে নবী! তুমি বলিয়া দাও, এই পবিত্র কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রোগ নিবারণের উপায়। আর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের কর্ণে বধিরতা রহিয়াছে। আর কুরআন তাহাদের জন্য অন্ধতার কারণ। (সূরা হা-মীম আস সাজ্দা ঃ ৪৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ

আর এমন কুরআন আমি নাযিল করিতেছি, যাহা মু'মিনদের জন্য রোগ নিরাময় ও রহমত আর যালিমদের জন্য কেবল অনিষ্টতা বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

١٠. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاۤبَّةٍ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ٠

١١. هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ٠

অনুবাদ ঃ (১০) তিনি আকাশমন্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতিত, তোমরা ইহা দেখিতেছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে উহা তোমাদিগকে লইয়া ঢলিয়া না পড়ে এবং উহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু এবং আমিই আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া উদ্গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। (১১) ইহা আল্লাহ্র সৃষ্টি, তিনি ব্যতীত অন্যেরা কি সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদ্রত ও মহান ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যস্থ সকল বস্তু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আসমান সমূহকে স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, আসমানে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য কোন প্রকার স্তম্ভ

নাই। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র) বলেন, আসমানের দৃশ্যমান স্তম্ভ তো নাই, কিন্তু অদৃশ্য স্তম্ভ আছে। এই বিষয়ে সূরা রা'দ-এর শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ আর ভূ-পৃষ্ঠে তিনি (আল্লাহ্) পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন। যেন উহার ভারে পানির মধ্যে পৃথিবী হেলিতে না পারে।

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ আর পৃথিবীতে তিনি নানা জাতীয় প্রাণী ছড়াইয়া দিয়াছেন, সৃষ্টিকর্তা ব্যতিত উহাদের সংখ্যা ও আকৃতি ও বর্ণ আর কেহ জানে না। আল্লাহ্ তা'আলাই যে সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ইহা প্রমাণ করিবার পর তিনি মানবজাতিকে ইহা জানাইতেছেন যে, সকল প্রাণীর রিযিকদাতাও একমাত্র তিনিই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ-

আর আমি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছি অতঃপর উহা দ্বারা সর্বপ্রকার উত্তম উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়াছি, যাহা দেখিতেও মনোরম। ইমাম শা'বী (র) বলেন, মানুষও পৃথিবীর উৎপন্ন বস্তু। অতএব যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে তো উত্তম আর যে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে সে নিকৃষ্ট।

وَهَذَا خَلْقُ اللَّهِ আসমানসমূহ, পৃথিবী ও উহাদের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তু তো কেবল আল্লাহ্‌র সৃষ্ট। এই সকল বস্তু সৃষ্টি করিতে কেহ তাঁহার শরীক নাই।

فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ তোমরা যাহাদের পূজা কর তাহারা কি সৃষ্টি করিয়াছে, উহা আমাকে দেখাও।

بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ এই সকল মুশরিক তাহাদের উপাস্যের সৃষ্ট একটি বস্তুও দেখাইতে সক্ষম নহে বরং অনাচারী এই সকল মুশরিকরা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে।

١٢. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

অনুবাদ ঃ (১২) আমি লুক্‌মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং বলিয়া দিলাম যে, আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, সে তাহা করে নিজের জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হইলে, আল্লাহ্ তো অভাব মুক্ত প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ উলামায়ে সালাফ এই বিষয়ে মতপার্থক্য করিয়াছেন যে, হযরত লুক্‌মান কি একজন নবী ছিলেন, না কি তিনি একজন সৎ ও নেক্‌কার ব্যক্তি ছিলেন? অধিকাংশ

উলামায়ে কিরামের মতে, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত লুক্মান (রা) একজন হাব্শী গোলাম বাড়ই নুবার বাসিন্দা ছিলেন। কাতাদাহ (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত লুক্মান হাকীম সম্পর্কে আপনি কি জানেন, তিনি বলিলেন, হযরত লুক্মান (রা) ছিলেন খাট ও চেপটা নাক বিশিষ্ট।

ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী (র) হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত লুক্মান (রা) সুদানের অধিবাসী ছিলেন এবং একজন বাড়ই ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে হিক্মত দান করিয়াছেন। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, একবার মুসাইয়্যেবের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি একজন কালো লোক এই কারণে তুমি দুঃখিত হইও না। কারণ, সুদানের তিনজন সেরা লোক কালো ছিলেন, হযরত বিলাল (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর গোলাম মহিজ এবং লুক্মান হাকীম। হযরত লুকমান হাকীম, বাড়ই ও নূবার বাসিন্দা ছিলেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন ওয়াকী (র)...খালিদ রিবয়ী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত লুকমান একজন হাবশী গোলাম ও বাড়ই ছিলেন। তাঁহার মনীব একবার তাঁহাকে বলিল, আমাদের জন্য ছাগলটি যবেহ কর। তিনি তাহার হুকুম পালন করিলেন, অতঃপর মনীব তাহাকে বলিল, ইহা হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম দুইটি মাংসের টুকরা বাহির কর। তিনি উহার জিহ্বা ও কলিজা বাহির করিলেন। অতঃপর তাঁহার মনীব আর একটি ছাগল যবেহ করিতে বলিলেন। সেইটা তিনি যবেহ্ করিলে, মনীব তাহাকে বলিল, আচ্ছা ইহা হইতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দুইটি মাংসের টুকরা বাহির কর। এই বারও তিনি জিহ্বা ও কলিজা বাহির করিলেন। তাঁহার মনীব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি প্রথমবার দুইটি উত্তম টুকরা বাহির করিতে বলিলে, তুমি জিহ্বা ও কলিজা বাহির করিয়াছ এবং পরে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দুইটি টুকরা বাহির করিতে বলিলেও তুমি সেই দুইটিই বাহির করিলে ইহার কারণ কি? তখন হযরত লুকমান তাঁহাকে বলিলেন, ভাল হইলে এই দুইটি বস্তু অপেক্ষা উত্তম আর একটি বস্তুও নাই। আর নষ্ট হইলে এই দুইটি অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট বস্তুও আর একটি নাই।

শু'বা (র) হাকাম সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত লুক্মান (রা) একজন কালো গোলাম ছিলেন। তাঁহার ঠোট দুইটি ছিল বিরাট এবং পদদ্বয় ছিল খাটা। হাকীম ইব্ন সলিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, হযরত লুক্মান (রা) হাকীম ছিলেন। একজন কালো হাবশী গোলাম তাঁহার ঠোঁট দুইটি ছিল পুরু এবং পদদ্বয় চওড়া। এবং তিনি বনী ইসরাঈলের বিচারক ছিলেন। আর কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরত দাঊদ (আ)-এর যমানায় নবী ইসলাঈলের বিচারক ছিলেন। ইব্ন

জরীর (র) আমর ইব্‌ন কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মজলিসে একব্যক্তি উপস্থিত হইল, তখন তিনি উপস্থিত লোকদের কথা বলিতে ছিলেন, আগত লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কি আমার সহিত অমুক অমুক স্থানে ছাগল চরাইতেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ, লোকটি বলিল, তবে আপনি এই মর্যাদা লাভ করিলেন কি ভাবে? তিনি বলিলেন, সত্যকথা বলা ও অনর্থক কাজ ও কথা হইতে বিরত থাকিবার কারণে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণিত,·তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা লুকমান হাকীমকে তাঁহার হিক্‌মত ও জ্ঞানের কারণে মর্যাদাশীল করিয়াছিলেন। একদা এক ব্যক্তি যে এই মর্যাদা লাভের পূর্বে তাঁহাকে চিনিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি পূর্বে ছাগল চরাইতেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই মর্যাদা লাভ করিলেন কিভাবে? তিনি বলিলেন, আমানতের দায়িত্ব পালন করিয়া উহা হক্‌দারকে হক আদায় করিয়া। আল্লাহ্ নির্ধারিত তাক্‌দীর, সত্য কথা বলা এবং অনর্থক কার্যকলাপ পরিহার করিবার কারণে। যে মর্যাদা তুমি দেখিতে পাইতেছ ইহা ঐ সকল কাজেরই সুফল। উল্লেখিত রিওয়ায়েত দ্বারা সুস্পষ্ট যে, হযরত লুকমান হাকীম (রা) নবী ছিলেন না। তিনি একজন বড় জ্ঞানী ও সৎলোক ছিলেন। কারণ আম্বিয়ায়ে কিরামকে সর্বদা উচ্চবংশে প্রেরণ করা হইয়াছে। আর এই কারণেই অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাঁহার নবী হওয়াকে অস্বীকার করেন। একমাত্র ইকরিমাহ (র) হইতে একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত যাহা হযরত লুকমান হাকীমের নবী হওয়ার কথা প্রকাশ করে।

ইব্‌ন জরীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ওয়াকী (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। হযরত লুক্‌মান নবী ছিলেন। কিন্তু সনদে উল্লেখিত জাবির ইব্‌ন ইয়াযীদ জু'ফী একজন দুর্বল রাবী। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওহ্‌ব (র) হইতে বর্ণনা করেন, একদা হযরত লুক্‌মান হাকীমের নিকট এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি না, বনু হাসহাস গোত্রের গোলাম ছিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনি না ছাগল চরাইতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। লোকটি বলিল আপনি না কালো? হযরত লুক্‌মান বলিলেন ঃ আমি যে কালো, ইহা স্পষ্ট। তবে আমার কোন বিষয় তোমার নিকট আশ্চর্যান্বিত মনে হইতেছে? লোকটি বলিল, আমার পক্ষে যাহা অত্যাশ্চার্যের মনে হইতেছে তাহা হইল আপনার ন্যায় কালো গোলামের কাছে মানুষের অস্বাভাবিক ভিড় এবং আপনার কথা শ্রবণের জন্য তাহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ। তখন হযরত লুকমান হাকীম (রা) তাহাকে বলিলেন, ভাতিজা! যদি তুমিও মনোযোগী হইয়া আমার কথামত কাজ কর, তবে তুমি অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হইবে। আর ঐ অমূল্য কাজগুলি হইল, নিষিদ্ধ বস্তু হইতে চক্ষু বন্ধ রাখা, অন্যায় কথা হইতে জিহ্বা নিয়ন্ত্রিত রাখা, হালাল খাদ্য আহার করা, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সদাসত্য কথা বলা, প্রতিশ্রুতি পালন করা,

অতিথির সম্মান করা, প্রতিবেশীর হক সংরক্ষণ করা এবং অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজই আমাকে এই মর্যাদায় আরোহীত করিয়াছে যাহা তুমি দেখিতেছ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তিন (আবু দারদা) আলোচনা প্রসংগে হযরত লুকমান হাকীম (রা) সম্পর্কে বলিলেন, তিনি যেই মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, উহা তিনি স্বীয় পারিবারীক ও বংশগত সূত্রে লাভ করেন নাই আর না তিনি দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করিতেন। দীর্ঘকাল চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত থাকিতেন এবং গভীর চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনও দিনে নিদ্রা যান নাই। কেহ তাহাকে কখনও থুথু ফেলিতে দেখে নাই, তিনি কখনও শব্দ করিয়া গলা পরিষ্কার করিতেন না। তিনি পেশাব করিতেন আর না পায়খানা করিতেন। তিনি গোসল করিতেন না, অনর্থক কোন কাজ করিতেন না এবং কখনও হাসিতেনও না। তিনি কোন কথা বারবার বলিতেন না, অবশ্য উহা জ্ঞান ও হিক্মতের কথা হইলে কাহারও অনুরোধে পুরনায় বলিতেন। তিনি বিবাহ করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার একাধিক সন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সকলেই মৃত্যবরণ করিয়াছিল অথচ, কাহারও জন্য তিনি কাঁদেন নাই। চিন্তার পরিধি বৃদ্ধির জন্য তিনি বাদশাহ ও শাসকগণের দরবারেও গমন করিতেন ও নসীহত গ্রহণ করিতেন। এই সকল বিশেষ গুণাবলীর কারণেই তাঁহাকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করা হইয়াছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, তাহার পিতা ..... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লুকমানকে নবুওয়াত ও হিক্মত গ্রহণে ইখ্তিয়ার ও স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় নবুওয়াত গ্রহণ না করিয়া হিক্মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর একবার তাঁহার নিদ্রাবস্থায় হযরত জিব্রীল (আ) তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার অন্তরে হিক্মত ছড়াইয়া দিলেন। রাবী বলেন, ইহার পর প্রত্যূষ্যে তিনি হিক্মতের বাণী বলিতে শুরু করিলেন।

সাঈদ (র) বলেন, কাতাদাহ (র) হইতে আমি ইহাও শুনিয়াছি, তিনি বলেন, হযরত লুকমানকে প্রশ্ন করা হইল, নবুওয়াতের উপর আপনি হিক্মতকে কিভাবে পছন্দ করিলেন? অথচ, আপনার প্রতিপালক এই বিষয়ে আপনাকে ইখ্তিয়ার দান করিয়াছিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি নবুওয়াতের দায়িত্ব বাধ্যগত অর্পণ করিতেন, তবে আশা করি আমি উহাতে সফল হইতাম এবং সফলতার সহিত আমি উহার দায়িত্ব পালন করিতে পারিতাম। তিনি আমাকে ইখ্তিয়ার দান করিয়াছেন অতএব আমার এই আশংকাও হয় যে নবুওয়াতের দায়িত্ব আমি পালন করিতে পারিব কি, না? অতএব আমি হিক্মতকেই পছন্দ করিয়াছি। ইহা সাঈদ ইব্ন বশীর এই রিওয়ায়েত আর এ কারণেই দুর্বল। কারণ তিনি একজন দুর্বল রাবী এবং মুহাদ্দিসগণ তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র) কাতাদাহ (র) হইতে বলেন, وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ। এর অর্থ হইল, "আমি লুকমানকে ইসলামের গভীর জ্ঞান দান করিয়াছি।" তিনি নবী ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতি অহীও নাযিল করা হয় নাই।

اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ অর্থাৎ আমি লুক্‌মানকে নির্দেশ দিয়াছি যে, তুমি আমার শুকুর কর। সেই যুগের সকল মানুষের উপর আল্লাহ্ তাঁহাকে যেই বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছিলেন উহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ "আর যেই ব্যক্তি শুকুর করে সে তাহার নিজের স্বার্থেই শুকুর করে।" অর্থাৎ তাহার শুকুর করিবার ফায়দা সে নিজেই ভোগ করিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ "যাহারা নেক আমল করে সে তাহার নিজের জন্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। (সূরা রূম ঃ ৪৪)

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ আর যেই ব্যক্তি কুফর করে, তবে ইহাতে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি নাই। কারণ আল্লাহ্ বে-নিয়ায ও প্রশংসিত। তিনি কাহারও ইবাদত ও নেক আমলের মুখাপেক্ষী নহেন আর কাহারও কুফর এর কারণে তাঁহার কোন ক্ষতিও সাধিত হয় না। অতএব সেই মহান আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন মা'বূদও ইলাহ নাই। আমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করি।

١٣. وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

١٤. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ.

١٥. وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৩) স্মরণ কর যখন লুক্‌মান উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, হে বৎস! আল্লাহ্‌র কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শির্‌ক চরম যুলুম। (১৪) আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করিয়া গর্ভেধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমার নিকট। (১৫) তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই। তুমি তাহাদিগের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদিগের সহিত বসবাস করিবে সদ্‌ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে, তাঁহার পথ অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন আমার নিকট এবং তোমারা যাহা করিতে সে বিষয়ে তোমাদিগকে অবহিত করিব।

তাফসীর ঃ হযরত লুক্‌মান (র) তাঁহার সন্তানকে যেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। হযরত লুকমানের পিতার নাম ছিল, আন্‌কা ইব্‌ন সুদ্দুন। আর তাহার পুত্রের নাম ছিল সারান। সুহাইলী (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লুকমানের ঘটনাটি এখানে উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে হিক্‌মত দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সন্তানের প্রতি ছিলেন অতি স্নেহশীল। পুত্র তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। এবং প্রিয় সন্তানই সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তুর হক্‌দার। অতএব সর্বপ্রথম তিনি তাহাকে এই উপদেশ দান করিয়াছেন, সে যেন কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তাঁহার সহিত যেন অন্য কাহাকেও শরীক না করে। অতঃপর তাঁহাকে সর্তক করিয়া বলিলেন ঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ। নিঃসন্দেহে শিরক অতি বড় অবিচার। সর্বাপেক্ষা যুলুম ইহাই।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, কুতাইবা (র) ..... আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলুমের সহিত মিশ্রিত করে নাই", অবতীর্ণ হইল তখন সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ইহা অতি ভারী মনে হইল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করে নাই? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'যুলুম' এর যেই অর্থ তোমরা বুঝিয়াছ, আয়াতে উহা উদ্দেশ্য নহে। তোমরা এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য কর নাই।

হযরত লুক্‌মান (র) তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন ঃ

لاَ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "হে বৎস! আল্লাহ্‌র সহিত শরিক করিও না, নিঃসন্দেহে শিরক অতি বড় যুলুম"। বস্তুত 'শিরক'কে যুলুম বলা হইয়াছে।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও আ'মাশ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ

"তোমার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন, কেবল তাঁহারই ইবাদত কর এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩) আল্লাহ্র ইবাদতের নির্দেশের সহিত কুরআনের বহুস্থানে পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ ـ

"আর আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছি। তাহার মাতা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে গর্ভেবহন করিয়াছেন"। কাতাদাহ (র) বলেন, وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ এর অর্থ হইল কষ্টের উপর কষ্ট। আতা খুরসানী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল "দুর্বলতার উপর দুর্বলতা"।

وَفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ আর তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর দুগ্ধপানের ও লালন-পালনের সময় হইল দুই বৎসর। দুই বৎসর দুগ্ধ পান করা হইলেই, তাহার দুগ্ধ ছাড়াইয়া দিতে হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ

"আর জননীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর দুগ্ধপান করাইতে পারিবে। এই বিধান হইল তাহার জন্য যে দুগ্ধ পান করাইবার সময়টি পূর্ণ করিতে চায়"। (সূরা বাকারা ঃ ২৩৩) নচেৎ ইহার পূর্বেও দুগ্ধ ছাড়ান যায়। হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও অন্যান্য আইম্মায়ে কিরাম বলেন, গর্ভধারণের ন্যূনতম মেয়াদ ছয় মাস। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا গর্ভধারণ ও দুগ্ধ ছাড়ানোর সময় হইল ত্রিশমাস, ত্রিশ মাস হইতে দুগ্ধ পানের দুই বৎসর বাদ দিলে গর্ভধারণ ছয় মাস বাকী থাকে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জননীর নানা প্রকার কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সন্তানকে গর্ভেধারণ, তাহাকে দুগ্ধ দান ও তাহার লালন-পালন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাত্র জাগরণ ও দিবাকালে বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করা ইত্যাদি। সন্তান যেন তাহার জননীর এই সকল ইহসান ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখে এবং সেও তাহার জননীকে প্রতি দানের জন্য প্রস্তুত থাকে। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সন্তানের জননীর এই সকল কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে সন্তানকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ বলেন, তুমি তোমার পিতামাতার জন্য এই প্রার্থনা কর, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا "হে আমার

প্রতিপালক! আপনি তাহাদের প্রতি তদ্রূপ অনুগ্রহ করুন যেমন তাহারা আমার শৈশব কালে স্নেহ মমতা দ্বারা আমার লালন পালন করিয়াছে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرَ "তুমি আমার শুকুর কর এবং তোমার পিতা- মাতারও শুকুর কর। অবশেষে আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে"। তখন আমি তোমাদিগকে ইহার বিরাট বিনিময় দান করিব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন ওহব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) আমাদের কাছে আসিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাঁহাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। একদিন তিনি ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, আমি এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আমাকে এই নির্দেশ সহ প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করিবে না। আর আমার হুকুমের আনুগত্য করিবে। আমি তোমাদের সকালের আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হয় বেহেশতে প্রবেশ করিবে, না হয় দোযখে।

وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ

"যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে আমার সহিত শিরক করিবার জন্য চেষ্টা করে যেই বিষয়ের তোমার নিকট দলীল প্রমাণ নাই, তবে তুমি তাহাদের অনুসরণ করিও না"। আর তাহাদের ধর্মালম্বনও করিও না। তবে তুমি পার্থিব জীবনে তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ "আর যাহারা আমার প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাদের পথ অনুসরণ করিবে"। অর্থাৎ মু'মিনদের পথ ধারণ করিবে।

ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অতঃপর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে তখন আমি তোমাদিগকে তেমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাইয়া দিব। তাব্রানী (র) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ..... সা'দ ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ

আয়াতটি আমার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি আমার আম্মার সৎছেলে বিবেচিত হইতাম। তাহার সহিত আমি সদ্ব্যব্যবহার করিতাম। কিন্তু যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, সা'দ। আমি তোমার এই কি দেখিতেছি? হয়, তুমি তোমার এই নতুন ধর্ম ত্যাগ করিবে, না হয় আমি আমরণ অনশণ করিব, পানাহার করিব না এবং এই ভাবেই মৃত্যুবরণ করিব। ইহাতে লোকেরা

তোমাকেই লজ্জা দিবে। তাহারা তোমাকে তোমার মাতার হত্যাকারী হিসাবে বিবেচনা করিবে। আমি আমার আম্মাকে বুঝাইয়া বলিলাম, আপনি এই নতুন ধর্ম ত্যাগ করিব না। আমার আম্মা বুঝিলেন না। তিনি একদিন ও এক রাত্র অনাহারে কাটাইয়া দিলেন। ইহার পর আরো দুইদিন অনাহারে কাটাইলেন। এইভাবে তাহার অতিশয় কষ্ট হইল। আমি তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অধিক কঠোর হইয়া বলিলাম, আম্মা! আপনার জানা উচিৎ যদি একশতটি প্রাণ এবং এক এক করিয়া আপনার একশতটি জীবনই যদি দেহ ত্যাগ করিয়া তবু ও আমি কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করিব না। অতঃপর যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আহার করুন, ইচ্ছা না হইলে আহার না করুন। আমার এই কঠোর বাণী শুনিবার পর তিনি আহার করিলেন।

١٦. يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

١٧. يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

١٨. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

١٩. وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

অনুবাদ ঃ (১৬) হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষাদানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শীলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে। আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত

করিবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী ও খবর রাখেন সকল বিষয়ের (১৭) হে বৎস! সালাত কায়েম করিও এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিও। আর অসৎকর্মে নিষেধ করিও এবং- আপদ-বিপদে ধৈর্যধারণ করিও। ইহাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ (১৮) আহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিবরণ করিও না, কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না। (১৯) তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করিও, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

তাফসীর ঃ উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লুক্মান (র)-এর কিছু মূল্যবান উপদেশের উল্লেখ করিয়াছে যাহা তিনি স্বীয় সন্তানকে দান করিয়াছিলেন। যেন মানুষ উহা গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ـ

হে বৎস! পাপও অন্যায় যদি একটি শরিষা পরিমাণও হয় এবং উহা কোন পাথরের অভ্যন্তরে কিংবা আসমানসমূহে কিংবা ভূগর্ভে নিহিত থাকে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে উহা উপস্থিত করিলে। এবং উহা ওযন করিয়া উহার বিনিময় দান করিবেন। যদি আমল ভাল হয় উহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন আর মন্দ হইলে তাহার ভাগ্যে মন্দ বিনিময় জুটিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ـ

"আর আমি কিয়ামত দিবসে সমস্ত আমলসমূহ ওযন করিব, তখন কাহাকেও একটুও যুলুম করা হইবে না"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৭) আরো ইরশাদ করা হইয়াছে ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ـ

"যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও কোন ভাল কাজ করিবে সে কিয়ামত দিবসে উহার বিনিময় দেখিতে পাইবে আর যেই ব্যক্তি একবিন্দু সম মন্দকাজ করিবে সেও কিয়ামত দিবসে উহার বিনিময়ে দেখিতে পাইবে"। (সূরা যিলযালা ঃ ৭-৮) যদি ঐ বিন্দুসম ভাল কিংবা মন্দকাজ কোন কঠিন পাথরের অভ্যন্তরে থাকে কিংবা বিশাল আসমানসমূহে কিংবা ভূগর্ভে নিহিত থাকে তবু আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে উহা উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ্র নিকট তো কোন বস্তু গোপন থাকে না। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ "اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ" নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ। কোন বস্তু যতই সূক্ষাতিসূক্ষ্ম হউক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই জানেন। গভীর অন্ধকারে পিপীলিকার পদধ্বনি তিনি শুনিতে পারেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ঐ কঠিন শীলাটি সপ্ত যমীনের নিচে অবস্থিত। সুদ্দী (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্ন মাসঊদ, ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আতীয়াহ আওফী (র) আবূ মালিক, সাওরী, মিনহাস ইব্ন আম্র ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হইতেও ইহা বর্ণিত।

কিন্তু সম্ভবত ইহা ইসরাঈলী রিওয়ায়েত। অতএব ইহা মানাও যাইবে না এবং অমান্যও করা যাইবে না। নীরব থাকিতে হইবে। বাহ্যত আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, একটি সরিয়া পরিমাণ একটি অতিতুচ্ছ বস্তুও যদি একটি পাথরের মধ্যে নিহিত থাকে আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন মূসা ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِىْ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ بَابٌ وَّلاَ كَوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ -

যদি কোন ব্যক্তি এমন একটি কঠিন শীলার মধ্যে অবস্থান করিয়া কোন আমল করে যাহার না কোন দরজা আছে না জানালা তবু তাহার আমল হুবহু তেমনি বহির হইয়া আসিবে যেমন উহার মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল। হযরত লুক্‌মান (রা) তাঁহার প্রিয়পুত্রকে দ্বিতীয় এই উপদেশ কাল করিলেন ঃ يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ হে বৎস! তুমি ফরয ও অন্যান্য পালনীয় বিষয় সহ সঠিক সময়ে আদায় করিবে।

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ আর সৎকাজের তোমার সামর্থ অনুসারে আদেশ দান কর এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ কর।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ "আর তোমার উপর যেই বিপদ পতিত হয় তুমি উহার উপর ধৈর্যধারণ কর"। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, যে কেহ সৎকাজে আদেশ করিবে এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিবে আনিবার্যভাবে সে মানুষের পক্ষ হইতে বিপদে পতিত হইবে। অতএব তাহাকে ধৈর্যধারণ করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে ঃ

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ। মানুষের পক্ষ হইতে দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা নিঃসন্দেহে সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্তর্ভূক্ত।

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ আর তুমি যখন মানুষের সহিত কথা বল তখন অহংকার করিয়া তাহাদের দিক হইতে স্বীয় মুখ ফিরাইয়া কথা বলিত না। অনুরূপ তাহারাও যখন তোমাদের সহিত কথা বলে তখনও তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিও না। বরং তাহাদের দিকে মুখ করিয়া বিনম্র হইয়া হাস্যোজ্জ্বল হইয়া কথা বলি ও তাহাদের কথা শ্রবণ করিও। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

ولَو أن تلقى اُخاك ووَجهك إليه منبسط وإيَّاك وأسبال الإزَار فَإنها من المخيلة لايحبها الله -

তুমি যখন তোমার কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন যেন তোমার চেহারা হাসোজ্জ্বল থাকো এবং খবরদার চাদর ও লুংঙ্গি লটকাইয়া চলিওনা। কারণ ইহা অহংকারের আলামত এবং আল্লাহ্ অহংকার পসন্দ করেন না।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি এর وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ অর্থ হইল "তুমি অহংকার করিয়া আল্লাহ্র বান্দাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদের কথা বলিবার সময় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইও না"। আওফী ও ইকরিমাহ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, تُصَعِّرْ ক্রিয়াপদটি صعر হইতে নির্গত। আরবী ভাষায় صَعْرَ এক প্রকার রোগকে বলা হয়, যাহা উটের গর্দান ও মাথায় হইয়া থাকে। যাহার ফলে উহার ঘাড় বাকা হইয়া যায়। ঘাড় বাঁকা অহংকারী ব্যক্তিকে এ ঐ রোগ বিশিষ্ট ঘাড় বাকা উটের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আরব কবিগণও صعر শব্দটিকে তাহাদের কবিতায় অহংকারের অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কবি আম্র ইব্ন হুয়াই তাগলিবী বলেন ঃ

وَكُنَّا اِذَا لِجَبَّارُ صَعُرَ خَدَّهُ * اَقَمْنَا لَهُ مِنْ مَيلِهِ فَتَقَوَّمَا

যখন প্রতাপের অধিকারী অহংকারী তাহার গাল বাকা করিয়াছে. আমরা তখন তাহার বাকা গালকে সোজা করিয়া দিয়াছি।

لاَ تَمْشِ فِىْ الْاَرْضِ مَرَحًا আর ভূঃপৃষ্ঠে তুমি দর্পের সহিত বিচরণ করিও না।

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ। আল্লাহ্ কোন দর্পিত অহংকারী ব্যক্তিকেই পসন্দ করেন না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تَمْشِ فِىْ الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً ـ

"আর অহংকার ভরে তুমি ভূ-পৃষ্ঠে চলিও না। তুমি ভূমিকে ফাড়িয়া ফেলিতে পারিবে আর না পাহাড় সম দীর্ঘ হইতে পারিবে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭) এই আয়াতের যথাযথ ব্যাখ্যা পূর্বেই উহার যথাস্থানে করা হইয়াছে। হাফিয আবূল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ হাযরামী (র), ... সাবিত ইব্ন কয়েস ইব্ন শাম্মাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অহংকার সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি উহা সম্পর্কে ও কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ। আল্লাহ্ তা'আলা কোন অহংকারী গর্বিত ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না। তখন এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাপড় ধৌত করিবার পর উহার উজ্জ্বলতা আমাকে মুগ্ধ করে, আমার জুতার চমৎকার ফিতা দেখিয়া ও আমি মুগ্ধ হই, আমার লাঠির সুন্দর খাপ দেখিয়াও আমি উৎফুল্ল হই। ইহাও কি

অহংকার? ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা অহংকার নহে। অহংকার হইল সত্যকে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। ইমাম তাবরানী (র) অন্য সূত্রে ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এবং দীর্ঘ ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত সাবিত (রা)-এর হত্যার ঘটনা এবং তাঁহার অসিয়্যতের কথা ও উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ আর তোমার চালচলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। অধিক ধীরে ও চলিও না অধিক দ্রুত ও চলিও না বরং উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর।

وَاغْضُضْ فِىْ صَوْتِكَ তোমার স্বরকে নিচু কর এমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না যাহাতে কোন ফায়দা নাই।

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণিত স্বর হইল গাধার স্বর। অতএব যেই ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলিবে তাহার স্বর গাধার সমতুল্য হইবে। কারণ গাধার স্বরও উচ্চস্বর। অথচ, আল্লাহ্র কাছে উহা ঘৃণিত। গাধার স্বরের সহিত তুলনা করা দ্বারা বুঝা যায় অকারণে অধিক উচ্চস্বরে কথা বলা, হারাম ও অতিশয় ঘৃণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, মন্দ দৃষ্টান্তের যোগ্য আমরা নই। দান করা বস্তু যেই ব্যক্তি ফিরাইয়া লয়, সে ঐ কুকুরের মত যেমন করিয়া পুনরায় উহা গলাদঃকরণ করে।

ইমাম নাসাঈ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَاسْأَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَمِيْرِ فَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا رَاَتْ شَيْطَانًا ـ

তোমরা যখন মোরগের শব্দ শুনিতে পাও যখন আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর আর যখন গাধার ডাক শুনিতে পাও তখন শয়তান হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ সে শয়তান দেখিতে পাইয়াছে। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ব্যতিত অন্যান্য ইমামগণ জা'ফর ইব্ন রাবী'আহ (র) হইতে একধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন রিওয়ায়েত 'রাত্রিকালে' এর উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত লুক্‌মান হাকীমের উপদেশগুলি বড়ই উপকারী আর এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত উপদেশ সমূহ ছাড়া তাঁহার আরো অনেক উপদেশ বর্ণিত আছে। আমরা নমূনা হিসাবে উহার কয়েকটি উপদেশ নিম্নে পেশ করিতেছি। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলী ইব্ন

ইসহাক (র) ..... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيْمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اسْتَوْدَعَ شَيْئًا حَفِظَهُ ـ

হযরত লুক্‌মান হাকীম (র) বলিতেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তুর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহা সংরক্ষণ করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... কাসিম ইব্‌ন মুখায়মিরাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লুক্‌মান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দান কালে বলিলেন, বৎস! তুমি কাপড় মুড়ি দিয়া চলিওনা। কারণ রাত্রিকালে ইহা ভীতির কারণ এবং দিবাকালে ইহা নিন্দনীয়। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত লুকমান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! হিক্‌মত এমন বস্তু যাহা মিস্‌কীনকে বাদশাহর সিংহাসনে উপবিষ্ট করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার ..... পিতা আওন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত লুক্‌মান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হও তখন তুমি তাহাদিগকে সালাম করিয়া মজলিসের এক পাশে বসিয়া পড়। অতঃপর তাহারা যতক্ষণ কথা না বলে তুমিও কোন কথা বলিও না। অতঃপর যাদ তাহারা আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল হয় তবে তুমি তাহাদের সহিত আরো যিকির করিতে থাক। আর যদি তাহারা গল্প করিতে শুরু করে, তবে তুমি তাহাদের মজলিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার লুক্‌মান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দান করিতে শুরু করিলেন, তখন তিনি পাশে একটি সরিষার থলে রাখিয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে এক একটি উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং থলে হইতে এক একটি সরিষা বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন এমনিভাবে একসময় তাহার থলে শূন্য হইয়া গেল, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বলিলেন, বৎস! যদি আমি এত উপদেশ কোন পাহাড়কে করিতাম তবে উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। রাবী বলেন, তখন পুত্রও বেহুশ হইয়া পড়িল। আবুল কাসিম তাব্‌রানী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুল বাকী মিস্‌সীসা (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবশীদের সহিত বন্ধুত্ব রাখ। তাহাদের মধ্য হইতে তিন ব্যক্তি বেহেশত বাসীদের সর্দার হইবেন। লুকমান হাকীম, নাজ্জাশী ও হযরত বিলাল (রা)।

অপ্রসিদ্ধি ও নম্রতা সম্পর্কে উপদেশমালা

হাফিয আবূ বক্র ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) এই বিষয়ে একখানা কিতাব লিখিয়াছেন আমরা উহা হইতে নিম্নে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, "বহু এলমেলো কেশ বিশিষ্ট ময়লা চাদর পরিহিত এমন লোক আছে যাহাদিগকে মানুষের দরজা হইতে বিতাড়িত করা হয় অথচ, আল্লাহ্র দরবারে তাহার এত মর্যাদা যে, সে যদি আল্লাহ্র নামে কসম করিয়া কোন কথা বলিয়া বসে তবে অবশ্যই তিনি উহা পূর্ণ করেন।

হাফিয আবূ বক্র ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... জা'ফর ইব্ন সুলায়মন (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই সূত্রে তিনি ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, ঐরূপ লোকদের মধ্যে বারা ইব্ন আযিব (র)ও একজন। হযরত আনাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সেই সকল লোক বড়ই মুবারক যাহারা তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর অধিকারী, তাহারা যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে চিনা যায় না আর অনুপস্থিত থাকিলেও তাহাদিগের খোঁজ লওয়া হয় না তাহারা প্রদীপ তূল্য এবং সকল প্রকার ফিৎনা মুক্ত।

আবূ বকর ইব্ন সাহল, তামীমী (র) বলেন, ইব্ন আবূ মারইয়াম (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, একদা তিনি (উমর) মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর রাওযা মুবারকের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন, হযরত উমর (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মু'আয! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীসের কারণে কাঁদিতেছি। আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, অতি সামান্য রিয়া ও শিরক -এর অর্ন্তভূক্ত। আল্লাহ্ তাঁহার ঐ সকল পরহেযগার বান্দাগণকে ভালবাসেন, মানুষের মধ্যে যাহাদের পরিচিতি নাই। তাহারা কেন মজলিসে অনুপস্থিত থাকিলে কেহ তাহাদের খোঁজ করে না আর উপস্থিত হইলে কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। তাহাদের অন্তরসমূহ হেদায়েতের প্রদীপ, তাহারা সর্বপ্রকার ফিত্না-ফাসাদ হইতে মুক্ত।

আবূ বকর ইব্ন আবুদ দুনিয়া (র) বলেন, ওয়ালীদ ইব্ন শুজা (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رُبَّ ذى طمرين لا يؤيه له يواقسم على الله لا بره لو قال اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاه الله الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا ـ

অনেক ছিন্ন পোশাক বিশিষ্ট অসহায় ব্যক্তি এমন আছে যে, সে যদি আল্লাহ্র নামে কসম খাইয়া কিছু বলে তবে আল্লাহ্ অবশ্যই উহ পূর্ণ করেন। যদি সে বলে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে বেহেশত দান করুন, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। কিন্তু তাহাকে পার্থিব সম্পদ হইতে কিছুই দান করেন না। তিনি আরো বলেন, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে তোমাদের কাহারও দ্বারে আসিয়া একটি দীনার কিংবা দিরহাম অথবা একটি পয়সা প্রার্থনা করিলেও কেহ তাহাকে উহা দান করিবে না. কিন্তু সে যদি আল্লাহ্র কাছে বেহেশত প্রার্থনা করে তবে তিনি উহাও তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে দুনিয়া দান করেন না। আর বাধাও দেন না। কারণ দুনিয়া এমন কোন মর্যাদার বস্তু নহে। এই ধরনের লোক ময়লা দুইটি চাদর পরিহিতাবস্থায় থাকে তাহার কোন বিশেষ আশ্রয়স্থল থাকে না, কিন্তু সে যদি কসম করিয়া আল্লাহ্র নিকট কোন আবেদন করে তবে তিনি অবশ্যই উহা পূর্ণ করেন। এই সূত্রে হাদীসটি মুরসাল। ইব্ন আবুদ দুনিয়া (র) আরো বলেন, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذوطمرين لا يوبه الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم ينصت لهم حوائج أحدهم تجلجل فى صدره لو قسم نوره يوم القيامة لوسعهم -

"বেহেশতের সম্রাটগণের মধ্য হইতে কিছু লোক এমনও আছে যাঁহারা এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট দুইটি ময়লা যুক্ত চাদর পরিহিত, যাঁহারা নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থল হইতে বঞ্চিত। তাঁহারা আমীরগণের দরবাবে উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তাঁহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয় না, বিবাহের জন্য পয়গাম পাঠাইলে তাঁহারা বিবাহ হইতে হয় বঞ্চিত। কোন আবেদন নিবেদন করিলে উহা শ্রুত হয় না। তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই থাকিয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা এত নূরের অধিকারী যে কিয়ামত দিবসে যদি তাঁহাদের নূর মানুষের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাদের সকলের জন্য উহা যথেষ্ট হইবে"।

উবাইদুল্লাহ ইব্ন যাহ্র (র) ..... আবূ উসামাহ (র) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় অলী হইল সেই ব্যক্তি কমধন সম্পদের অধিকারী,

সালাত আদায়কারী যে উত্তমরূপে তাঁহার প্রতি পালকের ইবাদত করে এবং গোপনে দান করে। মানুষের নিকট পরিচিত নহে আর তাহাকে অঙ্গুলী দ্বারা দেখানও হয় না এবং সে ধৈর্য ধারণ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত নাড়িয়া বলিলেন, আর ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করে তাঁহার মীরাস অতি কম এবং তাঁহার মৃত্যুতে ক্রন্দন করে এমন লোকের সংখ্যাও অতি কম। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ব্যক্তি হইল গরীবরা। জিজ্ঞাসা করা হইল, গরীব কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা দীনের হিফাযতের জন্য দেশ হইতে পলায়ন করে। কিয়ামত দিবসে তাঁহারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট একত্রিত হইবে। হযরত ফুযাইল ইব্‌ন ইয়ায (র) বলেন, আমার নিকট ইহা পৌঁছিয়াছে, যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁহার এক বান্দাকে বলিবেন, আমি কি তোমাকে নিয়ামত দান করিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে দান করিয়াছিলাম না? আমি কি তোমার অপরাধ গোপন করিয়াছিলাম না? এই ধরনের আরো বহু প্রশ্ন করিবেন, অতঃপর হযরত ফুযাইল (র) বলেন, তোমার পক্ষে যদি আত্মগোপন করিয়া থাকা সম্ভব তবে তাই কর। মানুষ যদি প্রশংসা না করে তবে ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, অনুরূপভাবে তুমি যদি আল্লাহ্র নিকট প্রশংসিত হও তবে মানুষের নিকট নিন্দিত হইলেও তোমার কোন ক্ষতি নাই। ইব্‌ন মুহাইয়ীয, তাঁহার নাম বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিতেন। খলীল ইব্‌ন আহমাদ বলিতেন ঃ

اللّٰهم اجعلنى عندك من ارفع خلقك واجعلنى فى نفسى من اوضع خلقك وعند الناس من اوسط خلقك ـ

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আপনার দরবারে উচ্চমর্যাদা দান করুন, আর আমার নিজের কাছে আমাকে তুচ্ছ করুন এবং মানুষের কাছে আমাকে মধ্যম শ্রেণী ভুক্ত করুন"।

খ্যাতি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইব্‌ন আবুদ দুনিয়া (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন ঈসা মিস্‌রী (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে মানুষ তাহার প্রতি তাহার দীন ও দুনিয়ার কারণে অঙ্গুলী প্রদর্শন করে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে সংরক্ষণ করে সে বাঁচিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সূরত ও আকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন না, দৃষ্টি দান করেন তাহার অন্তরও আমল সমূহের প্রতি"। ইসহাক ইব্‌ন বাহলূল (র) ..... হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ

(রা) ..... হইতে মারফূরূপে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত। হযরত হাসান (র) হইতে মুরসালরূপেও অনুরূপ বর্ণিত।

হযরত হাসান বাসরী (র)-কে বলা হইল, আপনার প্রতিও যে অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা হয়? তিনি বলিলেন, হাদীসের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে, দীনের ব্যাপারে বিদ্‘আত অবলম্বন করিবার কারণে যাহার প্রতি ইশারা করা হয় এবং দুনিয়ার ব্যাপারে পাপাচারের কারণে যাহার প্রতি ইশারা করা হয়। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খ্যাতি অর্জন করিতে চাহিবে না। আর প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নিজকে উঁচু করিও না, ইল্‌ম হাসিল কর এবং আত্মগোপন কর। আর নীরব থাক নিরাপদ থাকিবে। নেক ও সৎলোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে এবং অসৎ লোকদিগকে ঘৃণা করিবে। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদহাম (র) বলেন, প্রসিদ্ধি অন্বেষণকারী আল্লাহ্‌র অলী হইতে পারে না। আইউব (র) বলেন, আল্লাহ্ যাহাকে বন্ধু রাখেন, সে এতই আত্নগোপন করিয়া থাকে যে মানুষকে তাহার ঘর চিনাইতেও পসন্দ করে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহরকে ভালবাসে তাহাকে মানুষ চিনিতে পারুক সে তাহা পসন্দ করে না। সিমাক ইব্‌ন সালামাহ (র) বলেন, তোমার দীন নিরাপদ থাকুক, যদি তুমি ইহা পসন্দ কর তবে মানুষের সহিত পরিচিতি কম ঘটাও। আবুল আলীয়া (র)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তাঁহার নিকট তিন হইতে অধিক লোকের সমাবেশ ঘটিত, তখন তিনি মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতেন। আলী ইব্‌ন জা'দ (র) আবূ রিযা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত তালহা (র) তাঁহার সহিত লোকের ভিড় দেখিয়া বলিলেন ঃ ذباب طمع وفراش النار লোভী মাছিও আগুনের পতঙ্গ।

ইব্‌ন ইদ্রীস (র) ..... সালীম ইব্‌ন হানযালা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা কিছু লোক আমার পিতার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম, এমন সময় হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কোড়া হাতে করিয়া তাঁহার উপর চড়াও হইলেন। এবং তিনি বললেন, ইহা ত অনুসারীর জন্য লাঞ্ছনার কারণ এবং যাহার অনুসরণ করা হয় তাহার জন্য ফিৎনা। ইব্‌ন আওন (র) ..... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার কিছু লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সহিত চলিতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ কসম যদি তোমরা আমার গোপন বিষয় জানিতে, তবে তোমাদের মধ্য হইতে দুইজনও আমার অনুসরণ করিতে না। হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, আমরা আইউব (র)-এর সহিত মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে যদি তিনি সালাম করিতেন তবে মজসিলের লোকেরা কঠোরভাবে উহার উত্তর দিত। ইহা একটি নিয়মিত হইত। আব্দুর রাজ্জাক (র) মা'মার (র) হইতে বর্ণনা করেন আইউব (র) লম্বা জামা

পরিধান করিতেন, এই বিষয়ে লোকজন তাহার সমালোচনা করিলে তিনি বলিলেন, পূর্বকালে লম্বা জামা পরিধান করিলে উহা নামের কারণ ছিল, কিন্তু আজকাল তো ছোট জামা পরিধান করিলেই নাম হয়। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুতার নমুনায় একজোড়া জুতা তৈয়ার করিলেন এবং কিছু দিন উহা ব্যবহার করিয়া রাখিয়া দিলেন এবং তিনি বলিলেন, আজকাল এই ধরনের জুতা লোকেরা পরিধান করে না। ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ (র) বলেন, না তো অতি উচ্চমানের পোশাক পরিধান কর আর না এত নিম্নমানের পরিধান কর যাহা দেখিয়া আহম্মক লোকেরা ঘৃণা করিতে শুরু করে। সাত্তরী (র) বলেন, আমাদের সালাফগণ এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করা অপসন্দ করিতেন, যাহার প্রতি মানুষ দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে থাকে। আর অতি নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করাও পসন্দ করিতেন না, যাহার প্রতি মানুষ তাচ্ছিলের দৃষ্টিতে তাকায়। খালিদ ইব্‌ন খিদাশ (র) ..... হাম্মাদ সূত্রে আবূ হাসানাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আবূ কিলাবার নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট অনেকগুলি কাপড় পরিধান করিয়া এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল, ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, এইরূপ আহম্মক হইতে তোমরা দূরে থাকিবে। হাসান (র) বলেন, কিছু লোক এমনও আছে যাহাদের অন্তরে অহংকার পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহারা পোশকের দ্বারা নম্রতা প্রকাশ করে। একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে বলিলেন, তোমাদের হইল কি? তোমরা পোশাক তো পরিধান করিয়াছ, রাহিব ও আল্লাহ্ ওয়ালাদের, কিন্তু তোমাদের অন্তরে হিংসা বাঘের মত। পোশাক চাই তোমরা শাহী পোশাকই পরিধান কর, কিন্তু তোমাদের অন্তরকে আল্লাহ্‌র ভয়ে কোমল কর।

সৎ চরিত্র

আবূ তাইয়াহ (র) ..... হযরত আমাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আতা (র) ..... হযরত ইব্‌ন ওমর (র) হইতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাস করা হইল, أى المؤمنين أفضل সর্বাপেক্ষা উত্তম মু'মিন কে? তিনি বলিলেন ঃ أحسنهم خُلقا "যাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম"। নূহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র) ..... সাবিত (রা) সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ বান্দা তাহার উত্তম চরিত্রের বদৌলতে আখিরাতের বহু মর্যাদা ও সম্মান লাভ করিবে অথচ সে ইবাদতের দিক হইতে দুর্বল। আর একজন আবিদ ব্যক্তি তাহার অসৎ চরিত্রের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সায়্যার ইব্‌ন হারূন (র) ..... হুমাইদ (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ করিয়াছে"। হযরত (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان العبد ليبلغ بحسن خلق درجة قائم اليل والنهار -

"বান্দা তাহার সৎ চরিত্রের বদৌলতে রাত্রের নামাযী ও দিনের রোযাদারের মর্যাদা লাভ করে"। ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, আবূ মুসলিম আব্দুর রহমান ইব্ন ইউনুস (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, "অধিক কোন বস্তু মানুষকে বেহেশতে দাখিল করিবে"? তিনি বলিলেন, "তাক্ওয়া ও সৎচরিত্র"। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাস করা হইল, অধিক কোন বস্তু মানুষকে দোযখে নিক্ষেপ করিবে? তিনি বলিলেন, "মুখ ও লজ্জাস্থান"। উসামাহ ইব্ন শরীফ (র) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় চতুর্দিক হইতে বেদুঈন লোকেরা তাহার খিদমতে উপস্থিত হইল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষকে সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম কোন বস্তু দান করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, উত্তম চরিত্র।

ইয়ালা ইব্ন সিমাম (র) ..... উম্মে দারদা (র) আবূ দারদা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا مِن شَيْئٍ أَثقل فِى المِيزان مِن خُلق حَسَن -

"কিয়ামত দিবসে মীযানে উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী অন্য কোন আমল হইবে না"। হযরত আতা (র) ..... উম্মে দারদা (রা) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মাসরূক (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন ঃ

إن مِن خِيَارِكُم أَحسَنكُم أَخلَاقا -

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম"। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... ও হাসান ইব্ন আলী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্রের বদৌলতে বান্দাকে ঠিক তদ্রূপ সাওয়াব দান করেন, যেমন আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী ব্যক্তি সাওয়াব দান করেন"। মাকহুল (র) আবূ সা'লাবা (র) হইতে মারফূরূপ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "আমার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তি হইল সে, যাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম। আর আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি এবং বেহেশতে আমার নিকট হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী হইল যে, যাহার চরিত্র খারাপ। কর্কশ ও বদ যবান"। আবূ উওয়াইস (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির-এর সূত্রে জাবির (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমি কি তোমাদিগকে ইহা বলিয়া দিব না যে, কামিলও পরিপূর্ণ মু'মিন কে? কামিল মু'মিন হইল সেই ব্যক্তি যাহার চরিত্র উত্তম, যে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া বসবাস করে। লাইস (র) বকর ইব্‌ন আবূল ফুরাত (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাহার সৃষ্টি ও চরিত্র উত্তম করিয়াছেন আগুন তাহাকে ভক্ষণ করিবে না। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন গালিব হাদ্দানী (র) ..... আবূ সাঈদ (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

خَصلتَان لا يجتمعَان فى مؤمن البُخل وسوء الخُلق ـ

"দুইটি স্বভাব মু'মিনের মধ্যে একত্রিত হইতে পারেন, কৃপণতা ও খারাপ চরিত্র"। মাইমুন ইব্‌ন মিহ্‌রান (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ঃ "খারাপ চরিত্র অপেক্ষা অধিক বড় গুনাহ আল্লাহ্‌র কাছে আর একটিও নাই, সৎচরিত্র গুনাহকে বিগলিত করিয়া দেয়। যেমনি সূর্য শক্তও কঠিনকে বিগলিত করিয়া দেয়। খারাপ চরিত্র নেকআমল সমূহকে ঠিক তেমনভাবে নষ্ট করিয়া দেয় যেমন ছিরকা মধুকে করিয়া দেয়"। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইদ্রীস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা মানুষকে এত মাল দিতে সক্ষম নও যে তাহারা উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু হাস্যোজ্জ্বল মুখে বাক্যালাপ ও উত্তম চরিত্র তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, উত্তম চরিত্র দীনের সাহায্যকারী।

অহংকারের নিন্দা

আলকামাহ (র) হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ ـ

সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে আর সেই ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবূ আবালাহ ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ "যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকিবে, আল্লাহ্ তাহাকে দোযখের মধ্যে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করিবেন"। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত সালামা (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন মানুষ অহংকার করিতে করিতে এত চরমে পৌছিয়া যায় যে আল্লাহ্ তাহাকে অবাধ্য অহংকারীদের দলভূক্ত করিয়া দেন। অতঃপর অবাদ্যদের উপযোগী শাস্তি তাহাকে দান করেন।

মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) স্বীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁহার দরবারে দুই লক্ষ মানুষ ও দুই লক্ষ জিন্ ছিল। তাহাদের সকলকে সহ সুলায়মান (আ)-এর তখ্ত ঊর্ধগগনে ছুটিয়া চলিল এবং এত ঊর্ধে পৌছিয়া গেল। সেখান হইতে আসমানের ফিরিশতাদের তাস্বীহ্ শুনা গেল। অতঃপর তাহার তখ্ত পুনরায় নিচে প্রত্যাবর্তন করিল এবং এত নিচে আসিয়া পৌছিল যে সমুদ্রের পানির সহিত তাহার পাও ঠেকিল। এমন সময় হযরত সুলায়মান (আ) একটি গায়েবী শব্দ শুনিতে পাইলেন, "যদি তোমার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার বিদ্যমান থাকিত তবে যত ঊর্ধে তুমি পৌছিয়া ছিলে উহার চাইতেও অধিক নিম্নে তোমাকে ধসিয়া দেওয়া হইত। আবূ খায়সামা (র) ..... আনাস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার হযরত আবূ বকর (রা) মানব সৃষ্টির উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন ঃ মানুষ তো এত তুচ্ছ বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা পেশাবের স্থান দিয়া নির্গৃত হয়। কথাটি তিনি এমন ভংগিতে বলিলেন যে, উহা শ্রবণ করিয়া সমবেত লোকজনের ঘৃণাবোধ হইতে লাগিল। হযরত শা'বী (র) বলেন, যেই ব্যক্তি দুইজন মানুষকে হত্যা করে সে যালিম অবাধ্য। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেনঃ

اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِىْ الاَرْضِ -

"হে মূসা! তুমি আমাকে তদ্রুপ হত্যা করিতে চাহিতেছ। যেমন তুমি গতকল্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে তুমি তো যেন পৃথিবীতে যালিম ও অবাধ্য হইতে চাহিতেছ"। (সূরা কাসাস ঃ ১৯)

হাসান (র) বলেন, আশ্চর্য যে মানুষ দৈনিক দুইবার করিয়া নিজ হস্তে তাহার পায়খানা পরিষ্কার করে, ইহা সত্ত্বে সে অহংকার করে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী মহান আল্লাহ্র মুকাবিলা করিতে প্রস্তুত হয়। খালিদ ইব্ন খিদাশ (র) ..... সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি পৃথিবীকে মানুষের মলদ্বার হইতে নির্গত বস্তুর সহিত তূল্যতা করিতেন। মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী (র) বলেন, "যাহার অন্তরে যেই পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করিবে সে সেই পরিমাণ স্বল্প বুদ্ধির অধকারী হইবে"। ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) বলেন, "সিজ্দার সহিত অহংকার এবং তাওহীদের সহিত নিফাক একত্রিত হইতে পারে না"। একবার হযরত তাঊস (র) ..... হযরত উমর ইব্ন আবদুল আজীজ (র)-কে তাঁহার খিলাফতের পূর্বে দর্পের সহিত তাহাকে বলিতে দেখিয়া তাঁহার এক

পার্শ্বে অঙ্গুলী দ্বারা খোঁচা দিয়া বলিলেন, যাহার পেট ভরা মলমূত্র, তাহার এমন ভংগিতে চলা উচিৎ নহে। ইহাতে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) লজ্জিত হইয়া বলিলেন, চাচা! আমার প্রতি অংগে-প্রতংগে আঘাত করিয়া করিয়া আমাকে এই ভংগিতে বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে আমি এই ভংগিমায় চলিতে শিখিয়াছি। আবূ বকর ইব্‌ন আবদ্‌ দুনিয়া (র) বলেন, বনূ উমাইয়া তাহাদের সন্তানদিগকে মারিয়া মারিয়া দর্পের সহিত চলিবার বিশেষ ভংগিতে চলিতে শিক্ষা দিত।

গর্ব

ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) ..... আবূ বুরায়দা (র)-এর সূত্রে বুরায়দা (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "যেই ব্যক্তি গর্বভরে তাহার কাপড় টানিয়া টানিয়া চলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রতি অনুগ্রহের সহিত দৃষ্টিপাত করিবেন না"। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন উমর (র) হইতে মারফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্‌কার (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না যে তাহার চাদর টানিয়া চলে। একদা এক ব্যক্তি তাহার দুইটি চাদর পরিধান করিয়া আত্মহারা হইয়া বড়ই দর্পের সহিত চলিতে ছিল, এমন সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে যমীনে ধসিয়া দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূগর্ভে ধসিতেই থাকিবে"।

২০. اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝

২১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

অনুবাদ ঃ (২০) তোমরা কি দেখ না যে আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমদিগের প্রতি তাহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাহাদিগের না আছে পথনির্দেশ আর না আছে কোন দিপ্তিমান কিতাব। (২১) উহাদিগকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর। উহারা বলে, আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি, তাহারই অনুসরণ করিব। যদি উহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে তবুও কি?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে যেই সকল নিয়ামত দান করিয়াছেন, উল্লেখিত আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। আসমানের নক্ষত্রপুঞ্জ তাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, দিবা নিশেতে তাহারা উহা হইতে আলো লাভ করে। ইহা ছাড়া মেঘমালা হইতে বৃষ্টির পানি পায়, বরফ এবং শীলা ও আকাশ হইতে তাহারা লাভ করে। এবং আসমানকে তাহাদের জন্য একটি সংরক্ষিত ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। যমীনকেও আল্লাহ্ তাহাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। যমীনে তাহারা বসবাস করে। যমীনে সৃষ্ট নদ-নদী ও খাল বিল তাহাদেরই কল্যাণে। গাছপালা,ফল-মূল ও নানাবিদ ফসলাদি তাহাদের সেবা করিয়া যাইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নিয়ামত দান করিয়াছেন। রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাহাদের অন্তরে সৃষ্ট সন্দেহ দূরীভূত করিয়া ঈমানের দৌলত দান করিয়াছেন। কিন্তু তবুও কিছু লোক তাওহীদ রিসালাত সম্পর্কে অনর্থক কলহে লিপ্ত। কোন দলীল প্রমাণ ছাড়ই তাহারা ঝগড়া বিবাদ করিয়া যাইতেছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِىْ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَ هُدًى وَّلاَ كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ -

আর মানুষের মধ্যে হইতে কিছু লোক এমনও আছে যাহারা জ্ঞান বুদ্ধি সঠিক হিদায়েত ও উজ্জ্বল গ্রন্থ ছাড়া কলহে লিপ্ত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আর তাহাদিগকে অর্থাৎ ঐ সকল কলহে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে যখন বলা হয় اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ। আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি যেই পবিত্র শরীয়াত অবতীর্ণ করা হইয়াছে ইহার অনুসরণ কর قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا তাহারা বলে, আমরা তো বরং ঐ বস্তুর অনুসরণ করিবে যাহার উপর আমাদের বাপদাদাকে পাইয়াছি। অর্থাৎ তাহাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু তাহাদের জন্য দলীল যোগ্য নহে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ هُمْ يَهْتَدُوْنَ -

তাহাদের পিতৃপুরুষ যদিও কিছুই না বুঝে আর তাহারা যদিও হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও তাহাদেরই তাহারা অনুসরণ করিবে? এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ

যদিও শয়তান তাহাদের বাপদাদাকে দোযখের শাস্তির প্রতি আহবান করে, তবুও কি তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে?

٢٢. وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

٢٣. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

٢٤. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ.

অনুবাদ ঃ (২২) যদি কেহ সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবূত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে। (২৩) কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে আমারই নিকট উহাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাহাদিগকে অবহিত করিব যাহা করিত। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৪) আমি উহাদিগকে জীবনোপকরণ ভোগ করিতে দিব স্বল্পকালের জন্য, অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেও শরীয়াতের অনুসরণ এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে।

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى নিঃসন্দেহে সে সুদৃঢ় রশি ধারণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহকে শাস্তি দিবেন না।

وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ আর আল্লাহ্‌র হাতেই সকল বস্তুর পরিণাম।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ আর যেই ব্যক্তি কাফির হইয়াছে তাহার কুফর যেন হে মুহাম্মদ! তোমাকে দুঃখ না দেয়। আল্লাহ্‌র নির্ধারণ তাহাদের মধ্যে অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।

وَاِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُهُمْ আর আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ঘটিবে তখন তিনি তাহাদিগকে উহার শাস্তি দিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরের কথা জানেন। অতএব তাহার নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অল্পকিছু দিন আমি তাহাদিগকে ভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির মধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ـ

যাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে তাহারা সফল হইবে না। পৃথিবীতে ইহা অল্পদিনের ভোগ বিলাসের বস্তু। অতঃপর আমার কাছেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে অনন্তর আমি তাহাদের কুফরের কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। (সূরা ইউনুস ঃ ৬৯-৭০)

٢٥. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

٢٦. لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ۝

অনুবাদ ঃ (২৫) তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমন্ডলী পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, আল্লাহ্। বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না। (২৬) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহরই। আল্লাহ্ তিনি অভাবমুক্ত,প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা ইহা জানে যে আল্লাহ্-ই আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা, ইহাতে তাঁহার কোন শরীক নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অন্যকে ইবাদতে শরীক করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ

যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছে কে? তবে তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ্। তুমি বল, সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী

আল্লাহ। কারণ তোমাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে আল্লাহ্-ই সকলের সৃষ্টিকর্তা।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ বরং তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি জ্ঞান রাখে না। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

لِلّٰهِ مَافِىْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও যমীনে অবস্থিত সকল বস্তুর মালিকই একমাত্র আল্লাহ।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বস্তু হইতে বে-নিয়ম বরং সকল বস্তুই তাহার মুখাপেক্ষী। সকল বস্তু সৃষ্টি করায় তিনি প্রশংসিত। বস্তুত তিনি সকল ক্ষেত্রেই প্রশংসিত।

٢٧. وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

٢٨. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ.

অনুবাদ ঃ (২৭) পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র ইহার সহিত যদি আরোও সাত সমুদ্র যুক্ত হইয়া কালি হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) তোমাদিগের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেই অনুরূপ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, মহত্ব, তাঁহার সুমহান গুণাবলী এবং তাঁহার ঐ সকল কলেমা সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা গণনা করা, উহার হাকীকত সম্পর্কে অবগতি লাভ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

"হে আল্লাহ্! আপনি যেমন স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন, আমার পক্ষে ঐ ভাবে আপনার প্রশংসা করা সম্ভব নহে"।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ـ

"সারা পৃথিবীর বৃক্ষ দ্বারা যদি কলম তৈয়ার করা হয় এবং সকল সমুদ্রের পানি যদি কালি হইয়া যায় এবং আরো সাতটি সমুদ্র উহার সহিত মিলিত হইয়া উহার পানি ও কালি হয় এবং ঐ কালি দ্বারা আল্লাহ্র ঐ সকল কালিমা লিপিবদ্ধ করা হয়, যাহা আল্লাহ্র মহত্ব ও গুণাবলী প্রকাশ করে, তবে উহা লিখিতে লিখিতে সকল কলম ভাংগিয়া যাইবে এবং সমুদ্রের সকল কালি শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্র গুণাবলী শেষ হইবে না এবং গুণাবলী প্রকাশকারী কলেমাসমূহও শেষ হইবে না"। প্রকাশ থাকে যে, 'সাত' সংখ্যাটি আধিক্য বুঝাইবার জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে। সাত সংখ্যায় সমুদ্রকে সীমিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা উল্লেখ করা হয় নাই। এমন সাতটি সমুদ্রেরও অস্তিস্ত নাই যাহা সারা বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই সম্পর্কে যেই ইসমাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, উহা আমরা নিশ্চিতভাবে মানি না আর উহা অমান্যও করি না। বরং নীরবতা অবলম্বন করি। আল্লাহ্ অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ـ

"হে নবী! তুমি ঘোষণা কর, আমার প্রতিপালকের গুণাবলী লিখিবার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের গুণাবলী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বেই সমুদ্রের কালি শেষ হইয়া যাইবে, যদিও উহার সাহাযার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র আমি উপস্থিত করি না কেন"? (সূরা কাহফ ঃ ১০৯) এখানেও بِمِثْلِهِ দ্বারা অনুরূপ আর একটি সমুদ্র বুঝান উদ্দেশ্য নহে। বরং অনুরূপ আরো যতো পানি কালি হউক থাকে। আল্লাহ্র কালেমাও গুণাবলী লিখিয়া শেষ করা সম্ভব নহে।

হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ যদি ধারাবাহিকভাবে লিখাইতে শুরু করেন যে, আমার এই নির্দেশ, আমার এই নির্দেশ। তবে উহা লিখিতে লিখিতে সমস্ত কলম ভাংগিয়া যাইবে, সমস্ত সমুদ্রের পানি শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশ শেষ হইবে না। কাতাদাহ (র) বলেন, একবার মুশরিকরা বলিল, আল্লাহ্র এই কালাম তো এক সময় শেষ হইয়া যাইবে। তখন তাহাদের এই কথার প্রতিবাদে অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ পৃথিবীর সকল গাছ যদি কলমে পরিণত হয় এবং পৃথিবীর সমুদ্রের সহিত আরো অনেক সমুদ্র যোগ করিয়া যদি উহার

পানি কালিতে পরিণত হয় তবুও আল্লাহ্ বিস্ময়কর বস্তু, তাঁহার গুণাবলীও জ্ঞান লিখিয়া শেষ করা সম্ভব নহে। হযরত রাবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন, সমস্ত মানুষের জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় সমুদ্রের এক বিন্দু পানি সমতুল্য। সমুদ্রের পানি কালি হইলে পৃথিবীর গাছপালা কলম হইলে আল্লাহ্‌র কালেমাসমুহ ও তাঁহার গুণাবলী লিখিতে লিখিতে এক সময় উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কালেমা সমূহ অসীম উহা কখনও শেষ হইবে না। আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা করিত কেহ সক্ষম নহে এই কারণে তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেন। আল্লাহ্‌র মর্যাদা ঠিক তদ্রুপ যেমন তিনি নিজেই বলেন, আর আমরা যেমন তাহার প্রশংসা করি তিনি উহার ঊর্ধে। বর্ণিত আছে, আলোচ্য আয়াতটি ইয়াহূদীদের এক প্রশ্নের জবাবে নাযিল হইয়াছিল। একবার মদীনার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিয়াছির, আল্লাহ্ তা'আলা যে আপনার প্রতি এই যে আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً "তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে"। এই আয়াত দ্বারা আপনার কাওমকে সম্বোধন করা হইয়াছে না কি আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ كلا كما অর্থাৎ তোমাদের উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। তখন তাহারা বলিল, আপনার প্রতি যেই কিতাব অবতরণ করা হইয়াছে, উহাতে আপনি কি ইহা পাঠ করেন না যে, আমাদের প্রতি তাওরাত নাযিল করা হইয়াছে এবং তাওরাত গ্রন্থে সকল বিষয়ই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মুকাবিলায় উহা অতি সামান্য, তবে তোমাদের জন্য যতটুকু যথেষ্ট উহাই তিনি নাযিল করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিল হইল ঃ

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ... الخ ইকরিমাহ ও আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে ও অনুরূপ বর্ণিত। ইহা দ্বারা বুঝা যায় আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ মক্কায় নহে। অথচ, ইহা মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আল্লাহ্ পরম পরাক্রমশীল তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা বাধা দিতে পারে এমন কেহ নাই। তাহার ইচ্ছার বিপরীত করিতে কেহ সক্ষম নহে। তাঁহার সৃষ্টি নির্দেশ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তিনি মহা প্রজ্ঞাবান। তাঁহার সব কিছুতেই তাঁহার মহা জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে।

وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ তিনি এতই শক্তির অধিকারী যে তোমাদের পক্ষে এতই সহজ যেমন এক ব্যক্তি পুনর্জীবিত করা তাহার পক্ষে এতই সহজ, যেমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করা ও জীবিত করা সহজ। তাহার পক্ষে কঠিন বলিতে কিছু নাই।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنَ। তিনি যখন কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের ইচ্ছা করেন তখন তাহার এই নির্দেশই যথেষ্ট, 'হইয়া যা' অমনি উহা হইয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুর অস্তিত্বের জন্য কেবল একবারই নির্দেশ দান করেন আর তৎক্ষণাৎ তা অস্তিত্ব লাভ করে। দ্বিতীয়বার নির্দেশের অপেক্ষা করে না।

إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ। "আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলের বক্তব্য ও কথাবার্তা শ্রবণ করেন ও তাহাদের সকলের কাণ্ড দর্শন করেন"। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকুলের কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড সহজেই শ্রবণ করেন ও প্রত্যক্ষ করেন। তাহার পক্ষে ইহা একই ব্যক্তির কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড শ্রবণ করা ও প্রত্যক্ষ করার ন্যায় সহজ। অনুরূপভাবে গোটা সৃষ্টিকুলের উপর তাহার পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে। এক ব্যক্তির উপর যেমন তার পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগ করা সহজ, গোটা সৃষ্টিকূলের উপরও তার পক্ষে তদ্রূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সহজ।

٢٩. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

٣٠. ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

অনুবাদ ঃ (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকে বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত। (৩০) এই গুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে তাহা মিথ্যা। আল্লাহ্ তিনি তো সমুচ্চ, মহান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি রাত্রিকে দিবায় প্রবিষ্ট করেন। অর্থাৎ তিনি রাত্রের কিছু অংশ দিনের মধ্যে দাখিল করেন। ফলে দিন দীর্ঘ হয় ও রাত্র ছোট হয়। এবং ইহা হইয়া থাকে গ্রীষ্মকালে এই সময় দিন অতিবড় হয়। অতঃপর দিন

ছোট হইতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে রাত্র দীর্ঘ হইতে থাকে এবং ইহা হইয়া থাকে শীত কালে।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى ـ

আর তিনি সূর্যও চন্দ্রকে কর্মরত করিয়াছেন, প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। কেউ বলেন, একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। উভয় অর্থই বিশুদ্ধ। প্রথম মতের প্রমাণ হিসেবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করা হয়। হযরত আবূ যার (রা)-কে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

يَا اَبَا ذَر اَتدرى اَين تذهب هذا الشمس ؟ قلت الله ورسوله اَعلم .... الخ ـ

হে আবূ যার! তুমি জান কি? সূর্য কোথায় গমন করে? আমি বলিলাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন ঃ উহ গমন করিতে থাকে এবং চলিতে চলিতে আরশের নিচে গমন করিয়া সিজ্‌দা করেঁ, অতঃপর তাহার প্রতিপালকের কাছে পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, অতঃপর তাকে বলা হয় যেখান হইতে তুমি আগমন করিয়াছ তথায় প্রত্যাগমন কর।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য দিবাকালে আসমানে তাহার গতিপথে প্রদক্ষিণ করে, যখন উহা অস্ত যায় তখন যমীনের নিচে ঘুরিতে থাকে এবং পূর্ব দিক হইতে উদয় হয়। তিনি বলেন, চন্দ্র ও অনুরূপ প্রদক্ষিণ করে। সনদ বিশুদ্ধ।

وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ" আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত। আলোচ্য আয়াতের মর্ম اَلَمْ تَعْلَمُ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ "তুমি কি জান না যে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল বস্তুকে জানেন"। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সকল বস্তুকেই জানেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ـ

মহান আল্লাহ্ই সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনুরূপ যমীনকে ও সৃষ্টি করিয়াছেন।

ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিয়ামতসমূহ এই কারণে প্রকাশ করেন যে, ইহার মাধ্যমে যেন তাহারা এই বাস্তবকে প্রমাণ করতে পারে যে, তিনিই মহা সত্য আর তিনি ব্যতীত

যাবতীয় সব উপাস্য বাতিল", সব কিছু থেকে তিনি বে-নিয়ায। আর সব কিছুই তাঁহার মুখাপেক্ষী। কারণ আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি ও তাঁহার গোলাম। তাঁহার অনুমতি ছাড়া তাহারা একটি বিন্দুও নাড়িতে সক্ষম নহে। যদি সারা বিশ্বের সকলেই একত্রিত হইয়া একটি মাছি সৃষ্টি করিতেও চেষ্টা করে তবুও তাহারা তাহাতে সক্ষম হইবে না। এই কারণেই আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ -

ইহা এই জন্য যে আল্লাহ্ মহা সত্য আর আল্লাহ্ ব্যতিত যাহা কিছু আছে সবই বাতিল। আল্লাহ্-ই মহামাহিম। তাঁহার থেকে বড় আর কেহ নাই। অবশিষ্ট সব কিছু তাঁহারা সম্মুখে তুচ্ছ।

٣١. اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ.

٣٢. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ.

অনুবাদ ঃ (৩১) তুমি কি দেখ না যে, সমুদ্রে আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাদ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নির্দেশনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন। ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য (৩২) যখন তরঙ্গ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘাচ্ছায়ার মত, তখন উহারা আল্লাহ্কে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পৌঁছান তখন,উহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে। কেবল বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁহার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি সমুদ্রকে কার্যরত করিয়াছেন যেন উহাতে আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁহারই অনুগ্রহে জাহাজ চলাচল করিতে পারে। সমুদ্রে আল্লাহ্ তা'আলা যেন চালন শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, যদি ঐ শক্তি তিনি উহাতে সৃষ্টি না

করিতেন তবে কখনও উহাতে জাহাজ চলাচল করিতে পারিত না। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِه যেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাইতে পারেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ -

"অবশ্যই ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য রহিয়াছে বহু নির্দশন"। অর্থাৎ যাহারা দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণ করে ও আরাম আয়েশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহাদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ -

"আর যখন তোমরা সমুদ্রের মধ্যে বিপদের সম্মুখীন হও, কোন সংকট স্পর্শ করে তখন আল্লাহ্ ব্যতিত সকল ইলাহ্ হারাইয়া যায়। একমাত্র তাঁহাকেই বিপদ হইতে ত্রাণকর্তা হিসাবেক মানিয়া লওয়া হয়"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ ... الخ -

"আর যখন তাহারা জাহাজে আরোহণ করে, তখন তাহারা একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকেই ডাকিতে শুরু করে"।

فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ -

"অতঃপর আল্লাহ্ যখন তাহাদিগকে স্থলে পৌছাইয়া মুক্তি দান করেন, তখন তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক তো মধ্যপথ অবলম্বন করে"। মুজাহিদ (র) বলেন, مُقْتَصِدٌ অর্থ কাফির। অর্থাৎ স্থলে পৌছাইয়া মুক্তি দানের পরে তাহাদের মধ্য হইতে পুনরায় কুফর করা আরম্ভ করে। যেমন অনত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ -

"যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্থলে পৌছাইয়া রক্ষা করেন তখন তাহারা শিরক করিতে শুরু করে"।

ইব্ন যায়িদ (র) বলেন مُقْتَصِدٌ অর্থ আসলে মধ্যপথ অবলম্বনকারী। ইব্ন যায়িদ (র) যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই উদ্দেশ্য যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ -

"তাহাদের মধ্য হইতে কতক তো স্বীয় সত্তার প্রতি অবিচারী আর কিছু সংখ্যক মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী"। অত্র আয়াতে مُقْتَصِدٌ শব্দের অর্থ, "আসলে মধ্যপথ অবলম্বনকারী"। আলোচ্য আয়াতেও একই অর্থ হইতে পারে। যাহারা সমুদ্রের ভয়ার্ত অবস্থা ও অন্যান্য বিস্ময়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা

তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ভয়ার্ত পরিস্থিতি হইতে মুক্তিদান করেন, তখন তো তাহাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ও পূর্ণ একনিষ্ঠ হইয়া তাহার ইবাদত করা কর্তব্য ছিল অথচ কিছু সংখ্যক লোক মধ্যপথ অবলম্বন করে, অবশিষ্ট লোক তাহার নাফরমানীতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। অতএব আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন।

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ আর আমার নিদর্শনসমূহ কেবল প্রত্যেক চুক্তি ভংগকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করে। " اَلْخَتَّارِ " অর্থ গাদ্দার। আর গাদ্দার অর্থ, যে ব্যক্তি যখনই চুক্তি করে ভংগ করে। সর্বাপেক্ষা বড় গাদ্দারী করাকে الختر। বলা হয়। এই অর্থ মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ ও মালিক (র) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত আছে। আমর ইব্‌ন মা'দী কারব (র) বলেন ঃ

إنك لو رأيت أبا عمروا ملأت يدك من غدر وختر ـ

আলোচ্য কবিতায় কবি غدر ও ختر এর মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ غدر হইতে ختر অধিক মারাত্মক।

" كفور " অর্থ, অকৃতজ্ঞ। যে ব্যক্তি নিয়ামতকে অস্বীকার করে বরং উহার কথাই ভুলিয়া যায়।

٣٣. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلاَ مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

অনুবাদ ঃ (৩৩) হে মানুষ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আমার সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এবং আল্লাহ্‌র জন্য তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিতে ও কিয়ামত দিবসের বিপদকে ভয় করিতে

নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এমন এক মহা সংকটময় দিবস যেই দিবসে কোন পিতা তাহার সন্তানের কোন কাজে আসিবে না।

لاَ يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ -

কোন পিতা যদি তাহার জীবনের বিনিময়েও তাহার সন্তানকে রক্ষা করিতে চায় তবুও তাহাতে সে ব্যর্থ হইবে। অনুরূপভাবে যদি কোন সন্তান তাহার পিতাকে স্বীয় জীবনের বিনিময়েও রক্ষা করিতে চায় তবেও তাহাতে সে ব্যর্থ হইবে। উহা গ্রহণ করা হইবে না।

فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا -

অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে পারলৌকিক জীবন হইতে নির্লিপ্ত করিতে না পারে। আর না যেন ধোঁকাবাজ শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ্র সহিত ধোঁকা দিতে পারে। শয়তান আদম সন্তানকে প্রতিশ্রুতি দান করে তাহাকে দীর্ঘ আশায় লিপ্ত করিয়া রাখে। ইহা ব্যতিত সে আর কিছুই করিতে সক্ষম নহে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْرًا -

"শয়তান তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করে এবং দীর্ঘ আশায় আশান্বিত করে। কিন্তু শয়তান শুধু ধোঁকা ও প্রতারণার ওয়াদাই করিয়া থাকে"। (সূরা নিসা ঃ ১২০)

ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, হযরত উযাইর (আ) বলেন, যখন আমি আমার জাতির বিপদ দেখিতে পাইলাম, তখন আমি অতিশয় চিন্তিত হইলাম, আমার চক্ষু নিদ্রা উড়িয়া গেল, আমার প্রতিপালকের কাছে আমি অতিশয় কাকুতি মিনতি করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম, সালাত পড়িলাম ও সাওম পালন করিলাম। একবার আমি কাকুতি মিনতির সহিত কাঁদিতে ছিলাম, এমন সময় একজন ফিরিশ্তা আমার নিকট আগমন করিলেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা বলুন তো, নেকবান্দগণ কি অসৎ লোকদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করিবেন? জাবাবে ফিরিশ্তা বলিলেন, কিয়ামত দিবস হইল সঠিক বিচার দিবস, পরম মেহেরবান আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিত সে দিনে কাহারও পক্ষে কোন কথা বলিবার অনুমতি থাকিবে না। তবে পিতার অপরাধে পুত্রকে, পুত্রের অপরাধে পিতাকে, এক ভাইয়ের অপরাধে অন্য ভাইকে এবং মনীবের অপরাধে গোলামকে পাকড়াও করা হইবে না, কেহই কাহারও চিন্তা ভাবনা করিবে না। কেহ কাহারও প্রতি অনুগ্রহও করিবে না। প্রত্যেকেই ভীত সন্ত্রস্থ হইবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় কাঁদিতে থাকিবে। এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বোঝা বহন করিবে, অন্যের পাপের বোঝা বহন করিবে না। রিওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

٣٤. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অনুবাদ ঃ (৩৪) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামী কল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ,সর্ববিষয়ে অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা গায়েবের চাবী সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা তিনি ব্যতিত আর কেহ জানে না। তিনি কাহাকেও অবহিত করিলেই কেহ জানিতে পারে। কিয়ামত সংঘটিত হইবার সঠিক সময় সম্পর্কে কোন রাসূল অবহিত নহেন আর কোন আল্লাহ্র অতি নৈকট্যলাভকারী ফিরিশ্তাও অবহিত নহেন। لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ উহার সঠিক সময় কেবল আল্লাহই জানেন। অনুরূপভাবে বৃষ্টি বর্ষণের সঠিক সময় আল্লাহ্ ব্যতিত কেহ অবগত নহে। অবশ্য বৃষ্টি বর্ষণের জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্তাগণ যখন ইহার জন্য হুকুম করা হয় তখন তাহারা জানিতে পারেন এবং তাঁহার মাখলূকের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অবহিত করেন। অনুরূপ মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান সৃষ্টি করিবেন না কন্যা সন্তান তাহাও তিনি ব্যতিত আর কেহ জানিতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা যখন নর কিংবা নারী সৎ কিংবা অসৎ হইবার হুকুম করেন তখন এই কাজের জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্তাগণ জানিতে পারেন। আর তাহারা ও জানিতে পারেন যাহাদিগকে আল্লাহ্ জানাইবার ইচ্ছা করেন। অনুরূপ আগামিকল্য দুনিয়া কিংবা আখিরাত বিষয়ক কে কি উপার্জন করিবে তাহাও কেহ জানিতে পারে না।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتَ -

আর কে কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করিবে উহা ও কেহ জানে না। কেহ ইহা জানে না যে সে তাহার নিজস্ব শহরে মৃত্যুবরণ করিবে না কি অন্য শহকে মৃত্যুবরণ করিবে। আলোচ্য আয়াতের মর্ম وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ... الخ এর অনুরূপ। পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়কে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ গায়েবের চাবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, যায়িদ ইব্ন হুবাব (র) ..... বুরায়দা (র) হইতে বর্ণিত বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ। পাঁচটি বিষয় এমন যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"আল্লাহ্‌র কাছেই রহিয়াছে কিয়ামত দিবসের সঠিক ইল্‌ম। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মাতৃগর্ভে কি আছে তাহাও তিনিই জানেন। কেই ইহা জানে না যে সে আগামিকল্য কি উপার্জন করিবে। আর কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করিবে সে তাহাও জানে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা জ্ঞানী ও সবিশেষ অবহিত"। হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله গায়েবের চাবী পাঁচটি যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে ইস্তিস্কা অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ফিরয়াবী (র) ..... সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং এই সূত্রে তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন।

তাফসীর অধ্যায়ে তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

ইমাম আহমাদ (র) গুন্দার (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলিয়াছেনঃ আমাকে সব কিছুর চাবি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাঁচটি জিনিষের চাবি নহে তাহা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে, তাহার সঠিক জ্ঞান আল্লাই জানেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মাতৃগর্ভে কি আছে তাহা তিনি জানেন, আগামীকালকে কি উপার্জন করিবে তাহা তিনি জানেন এবং কোথায় কোন স্থানে কে মারা যাইবে তাহা আল্লাহ্ জানেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন ও খবর রাখেন।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ أُوتِي نَبِيكم مفَاتِح كل شئ غير خمس তোমাদের নবী (সা)-কে প্রত্যেক বস্তুর চাবি দেওয়া হইয়াছে। দেওয়া হয় নাই কেবল পাঁচটি বিষয়ের চাবি। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ -

ইমাম আহমাদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) ..... আমর ইব্ন মুররাহ (র) হইতে ও অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সূত্রে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা কয়িাছেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন সালামাহ (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, পঞ্চাশেরও অধিক বার ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি আমর ইব্ন মুররাহ (র) হইতে ও অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়েতটির সনদ হাসান এবং ইহা আসহাবে সুনান এর শর্ত মুতাবিক। তবে তাঁহারা হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইসহাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের মধ্যে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট পায়ে হাঁটিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর লোকটি রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা রাসূলাল্লাহ্! ঈমান কি? তিনি বলিলেনঃ

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنْ بِالْبَعْثِ -

তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিবে, তাঁহার ফিরিশ্তাগণের প্রতি, তাঁহার প্রেরিত কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁহার রাসূলগণের প্রতি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনিবে আর ঈমান আনিবে পুনরুত্থানের প্রতি। ইহার পর ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইসলাম কাহাকে বলে? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ -

তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিবে না, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে ও মাহে রমাযানের সাওম রাখিবে। ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ইহ্সান কাহাকে বলে? তখন তিনি বলিলেন ঃ

اَلإِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ -

“ইহসান হইল, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে করিব যেন, তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, যদি তাঁহাকে তুমি নাও দেখ তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন। অতঃপর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে? তিনি বলিলেনঃ مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمِ مِنَ السَّائِلِ প্রশ্নকৃত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা

অধিক জানে না। তবে আমি তোমাকে উহার আলামত বলিয়া দিতেছি। যখন বাঁদী তাহার মনীব প্রসব করিবে, ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। (অর্থাৎ মায়ের সহিত যখন তাহার সন্তান বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, তখন বুঝিতে হইবে কিয়ামত আসন্ন।) আর যখন ঐসকল লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহারা এক সময় পরিধানের জন্য কাপড়ও জুতা হইতেও বঞ্চিত ছিল। ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। যে কয়টি বিষয় আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানেনা কিয়ামত সংঘটিত হইবার সঠিক সময়ও তাহার অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ الاية ـ

ইহা শ্রবণ করিয়া লোকটি চলিয়া গেলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন, লোকটিকে ফিরাইয়া আন। তাঁহারা তাঁহাকে ফিরাইয় আনিতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহারা বাহিরে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তিনি হযরত জিব্রীল (আ) ছিলেন। তিনি মানুষকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি ঈমান অধ্যায়ও বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইমাম মুসলিম (র) একাধিক সূত্রে আবূ হাইয়ান (র) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়ে বুখারী শরীফের 'শরাহ্' গ্রন্থে স্ববিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। তথায় আমরা হযরত উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস ও বর্ণনা করিয়াছি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ নসর (র) ..... হযরত অবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মজলিসে বসিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রীল (আ) তথায় আগমন করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তাঁহার উভয় হাত তাঁহার উরুদ্বয়ের উপর রাখিয়া বসিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলাম কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

الإسلاَم أَن تسلم وَجهك لله عز وجل وَشهد أن لاَ إله إلا اللّٰه وَحده لاَشريك لهٗ وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبدُه وَرَسُولُه ـ

ইসলাম হইল, তুমি তোমার সত্তাকে আল্লাহ্র অনুগত করিয়া দিবে আর সাক্ষ্য দিবে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তাঁহার কোন শরীক নাই আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর ঐ লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ। ঈমান কি উহা ও বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ

الإيمان أن تؤمن بِاللّٰه وَاليَوم الاخِر وَالملائكة وَ الكِتَاب وَالنَّبيين وتُؤمن بِالموت وَبالحَياة بعدَ الموتِ وتؤمن بِالجنَّة وَالنار وَالحِسَاب وَالمِيزَان وتؤمنُ بِالقَدر كله خيرِه شره ـ

ঈমান হইল, তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। আর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, পরকালের প্রতি, ফিরিশ্তাগণের প্রতি ও নবীগণের প্রতি, আর বিশ্বাস স্থাপন করিবে মৃত্যুর পরে নতুন জীবনের প্রতি, বেহেশত ও দোযখের প্রতি, হিসাব নিকাশের ও মীযানের প্রতি এবং তাক্দীর এর কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল, এই রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলে কি আমি মু'মিন হইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, এই রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলেই তুমি মু'মিন হইবে। তখন হযরত জিব্রীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহসান কি বলিয়া দিন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ

الإحسَان أن تعملَ لِلّه كَانكَ تَراه فان كنتَ لاَ تَراه فَانه يرَاكَ ـ

ইহসান হইল, তুমি আল্লাহ্র জন্য এমনভাবে আমল করিবে যে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, যদি তুমি নাও দেখ তবে তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া আমল করিরে।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে বলিয়া দিন, তিনি বলিলেন, "সুবহানাল্লাহু কিয়ামত ইহা তো ঐ সকল বিষয়ের অর্ন্তভূক্ত যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না"। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ الاية ـ

অবশ্য ইচ্ছা করিলে আমি কিয়ামতে আলামত কি উহা বলিতে পারি। হযরত জিব্রীল (আ) বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের আলামত কি উহাই বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যখন তুমি দেখিবে বাঁদী তাহার মুনীবকে প্রসব করিয়াছে (অর্থাৎ সন্তানকে তার মায়ের সহিত বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিবে) আর যখন দালান কোঠার অধিকারিদিগকে উহা লইয়া গর্ব করিতে দেখিবে, আর নগ্ন মাথা ও ক্ষুধাতুর দরিদ্র লোগদিগকে সমাজের নেতৃত্বের অধিকারী দেখিবে, উহাই কিয়ামতের আলামত। হযরত জিব্রীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, দালান কোঠার অধিকারী নগ্নমাথা ক্ষুধাতুর দরিদ্র বলিতে আপনি কাহাদিগকে বুঝাইতেছেন? তিনি বলিলেন,তাহারা হইল আরবের অধিবাসী। হাদীসটি গরীব।

বনূ আমির গোত্রীয় জনৈক সাহাবী বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) ..... বনূ আমের গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে এই বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, "আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি স্বীয় খাদেমকে বলিলেন, তাহার কাছে যাও, সে অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি

জানে না, তাহাকে বল, সে যেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি?" বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়া বলিলাম, "আস্‌সালামু আলাইকুম" আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? বলিয়া অনুমতি চাহিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে অনুমতি দান করিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কি লইয়া প্রেরিত ইহয়াছেন? তিনি বলিলেন, কল্যাণকর বস্তু লইয়াই আমি আগমন করিয়াছি। তোমরা কেবলমাত্র ঐ আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে, যাঁহার কোন শরীক নাই। লাত ও উয্‌যা-এর উপাসনা ত্যাগ করিবে। রাত্র দিনে পাঁচবার সালাত পড়িবে। বৎসরে একমাস সাওম রাখিবে। বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিবে। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ধনী তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবে এবং দরিদ্রের মধ্যে উহা বিতরণ করিবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, এমন কোন ইল্‌ম আছে কি যাহা আপনি জানেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কল্যাণকর বিষয়ের ইল্‌ম দান করিয়াছেন। কিছু বিষয়ের ইল্‌ম এমন আছে যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। আর এমন বিষয় পাঁচটি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ الاية ـ

হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার একজন গ্রাম্য লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, সে কি প্রসব করিবে (পুত্র না কন্যা?) আমাদের শহরসমূহ শুষ্ক সেখানে কবে বৃষ্টিপাত ঘটিবে? আমি কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা তো আপনি জানে, তবে বলুন তো দেখি আমার মৃত্যু কবে হইবে? অতঃপর নাযিল হইল ঃ "إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ... عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ"

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলি গায়েবের চাবি। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম শা'বী (র), মাসরূক (র)-এর মাধ্যমে হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ مَنْ حدثك أنه يَعلم مَافِى غد فقد كذب "যেই ব্যক্তি তোমাকে এই কথা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগামীকল্যের সংঘটিত বিষয় জানেন সে অবশ্যই মিথ্যা বলে"। অতঃপর হযরত আয়েশা (র) পাঠ করিলেন ঃ

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا "কেহ এই কথা জানে না যে সে আগামীকল্য কি উপার্জন করিবে"।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ تَمُوْتُ এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু বিষয় খাস করিয়া রাখিয়াছেন যেই বিষয় সম্পর্কে তিনি অতি ঘনিষ্ট ফিরিশ্তাকেও অবিহিত করেন নাই। আর কোন নবীকেও অবগত কনে নাই। اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ। "কিয়ামত সংঘটিত হইবার সঠিক ইল্ম কেবল আল্লাহ্র কাছেই রহিয়াছে"। অতএব কেহই ইহা জানে না যে, কিয়ামত কবে কোন বৎসরে ও কোন মাসে রাত্রে কিংবা দিনে সংঘটিত হইবে।

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতএব কবে ও কখন তিনি বৃষ্ট বর্ষণ করিবে উহা সঠিকভাবে কেহ জানে না।

وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ মাতৃগর্ভে পুত্র সন্তান না কন্যা সন্তান আছে উহা কেবল তিনিই জানেন। অতএব অন্য কাহার ও পক্ষে মাতৃগর্ভস্থ পুত্র সন্তান কিংবা কন্যা সন্তান লাল কিংবা কালো ইহা জানিবার উপায় নাই।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا "আর আগামীকল্য কি উপার্জন করিবে ভাল উপার্জন করিবে কি মন্দ উপার্জন করিবে ইহাও কেহ জানে না"। হে আদম সন্তান! তুমি ইহা জান না যে তুমি আগামীকল্য মৃত্যুবরণ করিবে কি না? তুমি মৃত্যুবরণ করিতেও পার আর কোন বিপদে বিপদগ্রস্তও হইতে পার।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ "আর কোন স্থানে যে মৃত্যুবরণ তাহাও কেহ জানে না"। ইহা জানে না যে পৃথিবীর কোন স্থানে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইবে, সমুদ্রে হইবে না স্থালে হইবে পাহাড়ে হইবে, কি সমতল ভূমিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا حَاجَةً -

"আল্লাহ্ যখন কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দাকে মৃত্যু দিতে ইচ্ছা করেন, তখন ঐ স্থানে তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন"।

হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী (র) তাঁহার 'মু'জামুল কাবীর' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... উসামাহ ইব্ন যায়িদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مَيِتَةَ عَبدٍ بِاَرْضٍ اِلاَّ جَعَلَ لَهٗ فِيهَا حَاجَةً -

"আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যুর ফয়সালা করেন তখন সেখানে তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন"। ইমাম তিরমিযী (র) ও হাদীস "কাদ্র' পর্বে সুফিয়ান সাওরী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার 'মুরসাল' হাদীস সমূহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র) ..... আবূ ইজ্জাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ

إذا أراد الله قبض روح عبد بارض جعل له فيها أو قال بها حاجة -

"যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যুর ইচ্ছা করেন, তখন সেখানে তিনি তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন"। আবূ ইজ্জাহ (র) কুনিয়াত বিশিষ্ট রাবীর নাম হইল বাশ্‌শার ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ এবং তাঁহাকে ইব্‌ন আবদুল হুযালীও বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র) ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন উলাইয়্যাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন ইসাম ইস্পাহানী (র) ..... আবূ ইজ্জাহ হুযালী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمها -

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বিশেষ যমীনে কোন বান্দার মৃত্যুর ইচ্ছা করেন, তখন সেখানে তাহার জন্য কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন। সে ঐ স্থানে না পৌছিয়া ক্ষান্ত হয় না"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ .... عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন সাবিত জাহদারী (র) ..... আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا أراد الله قبض عبد بارض جعل له إليها حاجة -

অতঃপর বায্‌যার (র) বলেন, উমর ইব্‌ন আলী (র) ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

ইব্‌ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন আবূ মাসীহ্ (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাকাম (র) আ'শা হামাদান এর এই কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন, ইহাতে তিনি মানুষের মৃত্যুর বিষয়টি বড় চমৎকার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

فما تزود مما كان يجمعه * سوى حنوط غداة البين مع خرق

وغير نفخه اعواد تشب له * وقل ذلك من زاد لمنطلق

لا تأسين على شئ فكل فتى * إلى منيته سيار فى عنق

وكل من ظن ان الموت يخطئه * معلل بأعلال من الحمق

بايما بلدة نقدد منيته * الا يسر إليها طائعا يبق -

"কোন মানুষ সারা জীবন ধনসম্পদ সংগ্রহ করিয়া যখন মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হয় এবং পর্থিব ধন-সম্পদে ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ সফরের জন্য বিদায়ের মুহূর্ত আসন্ন হয় তখন সে কিছু সুগন্ধি ও এক টুক্‌রা কাপড় এবং সুগন্ধিযুক্ত কাঠের খুশবু গ্রহণ করা ব্যতিত আর কি পাথেয় সংগে লইতে পারেন। ইহা যে অতি তুচ্ছ পাথেয় তাহা বালাই বাহুল্য, তবে পার্থিব কোন বস্তুর জন্য চিন্তা করা উচিৎ নহে। কারণ প্রত্যেকেই ধীর গতিতে তার মৃত্যুর দিকে ধাবমান আর যাহারই এই ধারণা পোষণ করে যে, মৃত্যু হইতে এড়াইয়া থাকিতে পারিবে, সে বোকামীর রোগে আক্রান্ত। যেই শহরেই যাহার মৃত্যু অবধারিত উহার দিকে সে সানন্দে অগ্রসর হইতেছে"।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) কবিতাটি আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র) এর জীবনী প্রসংগে উল্লেখ করিয়াছেন। এই আব্দুর রহমান ইব্‌ন হারিসই আ'শ হামদানী। ইমাম শা'বীর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি প্রথমত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) আহমাদ ইব্‌ন সাবিত ও উমর ইব্‌ন শিরাহ (র) ইকরিমাহ (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

إذا كان أجل أحدكم بارض اتت له إليها حاجه فاذا بلغ أقصى أمره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة يارب هذا ما أودعتنى -

"যখন বিশেষ কোন স্থানে তোমাদের কাহারও মৃত্যুর ফায়সালা হয় তখন সেখানে তাহার প্রয়োজন দেখা দেয়। যখন সে তাহার শেষ প্রান্তে উপনীত হয়, আল্লাহ্ তাহাকে মৃত্যু দান করেন। কিয়ামত দিবসে ঐ স্থানটি তাহাকে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! ইহা সেই বস্তু যাহা আপনি আমার মধ্যে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন"। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... হযরত উসামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا جَعل الله ميتة عبد بأرض إلاّ جعل لَه فِيهَا حَاجَة -

"আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যু নির্ধারণ করিলে তথায় তাহার প্রয়োজনও সৃষ্টি করিয়া দেন"।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা লুক্‌মান-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ; সূরা আস্ সাজ্‌দা

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম বুখারী (র) (র) 'জুমু'আহ' অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ নু'আইম ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ -

"নবী (সা) জুমু'আর দিনে ফজরের সালাতে'আলিফ-লাম-সাজ্‌দা ও হাল আতা আলাল ইন্‌সান'সূরা পাঠ করিতেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্‌ন আমির (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)'আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস্ সাজ্‌দা ও সূরা তাবারাকাল্লাযী'পাঠ না করিয়া নিদ্রা যাইতেন না। কেবল আহ্‌মদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

١. الٓمٓ ٥

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

৩. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এই কিতাব জগৎসমুহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) তবে কি উহারা বলে, ইহা তো সে নিজে রচনা করিয়াছে? না,ইহা তোমার প্রতিপালকের হইতে.আগত সত্য। যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সর্তককারী আসে নাই। হয়তো উহারা সৎপথে চলিবে।

তাফসীর ঃ সূরা বাকারার শুরুতেই মুকাত্তা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। অতএব উহার পুরনায় আলোচনার প্রয়োজন নাই।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ পবিত্র কুরআন যে, মহান রাব্বুল রাববুল আলামীন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অতঃপর তাহা যে, রাব্বুল আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ঐ সকল মুশরিকরা এই কথা বলে যে, মুহাম্মদ এই কিতাব নিজেই রচনা করিয়াছে। তাহাদের এই কথা ঠিক নহে।

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ -

বরং ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ মহা সত্য। এই সত্য কিতাব এই জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে যেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদের কাছে পূর্বে কোন নবী-রাসূল আগমণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করেন নাই। যেন তাহারা সত্যের অনুসরণ করিয়া সঠিক পথে চলিতে পারে।

৪. اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ۔

٥. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.

٦. ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

অনুবাদ ঃ (৪) আল্লাহ্ তিনি আকাশমন্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতিত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই। এবং সাহায্যকারীও নাই। তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না। (৫) তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন। অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে, যে দিনের পরিমাণ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসরের সমান। (৬) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি আসমানসমূহও যমীন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত বস্তু তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। বিষয়টি পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ -

"তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই আর কোন সুপারিশকারী ও নাই"। তিনি যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনা করেন, সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। সকল বস্তুর উপর তিনিই ক্ষমতাবান। তিনি ব্যতিত না তো কোন অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক আছে আর না তাঁহার সমীপে তাঁহার অনুমতি ব্যতিত কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষম।

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যকে উপাসনা কর এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের উপর ভরসা কর, তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না? তিনি তো শরীক, সাহায্যকারী ও সমকক্ষ হইতে পবিত্র। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই আর না আছে কোন প্রতিপালক।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি সপ্তম দিনে আরশে সমাসীন হইয়াছেন। শনিবারে তিনি মাটি সৃষ্টি করিয়াছেন, রবিবারে পাহাড়

সৃষ্টি করিয়াছেন, সোমবারে গাছ সৃষ্টি করিয়াছে, মঙ্গলবারে অপসন্দনীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। বুধবারে সৃষ্টি করিয়াছেন নূর। বৃহস্পতিবারে সৃষ্টি করিয়াছেন চুতুস্পদ প্রাণী। হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন, শুক্রবারে বাদ আসর দিনের শেষ ঘন্টায়। আর তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বোপরিঅংশ দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার মধ্যে লাল কালো, ভাল মন্দ সর্ব প্রকারের মিশ্রণ ছিল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের মধ্যে ভাল-মন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ (র) হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আওয়ার (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) (র) ইহাকে 'আত্তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে রিওয়াতটিকে (দোষমুক্ত) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন মুহাদ্দিস হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে কা'ব আল-আহবার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী (র) ব্যতিত আরো কেহও ইহাকে معلل বলিয়াছেন।

يُدَبِّرُ الْاَمْـرَ مِنَ السَّمَـاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْـرُجُ اِلَيْـهِ আল্লাহ্ তা'আলা আসমানের সর্বোচ্চস্তর হইতে যমীনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ -

"আল্লাহ্-ই সেই মহান সত্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন, যমীন ও অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকলের মাঝে হুকুম অবতীর্ণ হয়"। এবং আমলনামাসমূহ প্রথম আসমানে উত্থিত হয়। প্রথম আসমান ও পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ। এক আসমান হইতে অপর আসমানের মাঝেও পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব।

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) বলেন, যদিও আসমান হইতে যমীন পর্যন্ত পাঁচশত বৎসরের পথ অবতরণ করিতে এবং পাঁচশত বৎসরের পথ উর্দ্ধারোহণ করিতে কিন্তু ফিরিশ্তাগণ মহূর্তের মধ্যে উহা অতিক্রম করিতে পারেন। সে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -

"সব কিছু তাঁহার সমীপে এমন একদিনে উপস্থিত হইবে, যেই দিনের পরিমাণ হইবে তোমাদের হিসাব অনুসারে হাজার বৎসরের সমান"। এবং তিনি স্বীয় বান্দাগণের আমলসমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং বড় ছোট গুরুত্বপূর্ণ ও তুচ্ছ সর্বপ্রকার আমল তাঁহার নিকট উত্থিত করা হয়। তিনি পরম পরাক্রমশীল সকল সৃষ্টবস্তুর তাঁহার অনুগত। তাঁহার বান্দাগণের প্রতি তিনি বড়ই অনুগ্রশীল ও দয়ালু।

٧. الَّذِىٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ٠

٨. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ ٠

٩. ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৭) যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কদর্ম হইতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। (৮) অতঃপর তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে। (৯) পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে এবং তোমাদিগের দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাকে মযবুত ও সুঠাম করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালিক (র)-এর الَّذِىٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ .. الخ। তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে মানব সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিবার পর তিনি মানব জাতির সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ -

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে অর্থাৎ মানবজাতিকে আদী পিতা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ -

অতঃপর তাঁহার বংশধরকে তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। আর উহা পুরুষের পিঠ এবং মহিলার বুক হইতে বাহির হয় ثُمَّ سَوّٰىهُ অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার পর তাহাকে মযবুত ও সুঠাম করিলেন।

وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ -

আর তিনি উহার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে রূহ্ ফুঁকিয়াছেন আর তোমাদের দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষুও অন্তঃকরণ।

قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ -

"তোমরা বহু কম তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক"। অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া এই সকল নিয়ামতের তোমরা বহু কম শুকুর করিয়া থাক। ভাগ্যবান ব্যক্তি হইল সে যে ঐ সকল নিয়মাত তাঁহার আনুগত্য ও ফরমারবদারীতে ব্যয় করিয়া থাকে।

১০. وَقَالُوْآ ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ.

১১. قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১০) উহারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নতুন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? বস্তুত উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাতকার অস্বীকার করে। (১১) বল, তোমরাদিগের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে, অবশেষে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা পরকালকে অস্বীকার করিয়া বলে ঃ ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ আমাদের শরীর ও অংগ প্রতংগ যখন মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে এবং উহা মাটির মধ্যে হারাইয়া যাইবে।

ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ইহার পরও কি আমাদিগকে নতুন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? মৃত্যুর পরে নতুন করিয়া সৃষ্ট হওয়াকে তাহারা অসম্ভব মনে করে।ঐ ইহা তাহাদের কাছে অসম্ভব হইলেও আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রেক্ষিতে ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। তিনিই প্রথমবার তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এমন অবস্থায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন যখন তাহাদের কোন অস্বিত্বই ছিল না। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী যখনই তিনি কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন 'কুন' বলিতেই উহা অস্তিত্ব লাভ করে।

بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ বস্তুত তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ -

তুমি বল, যেই মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রকাশ মৃত্যুর জন্য একজন নির্দিষ্ট ফিরিশ্‌তা রহিয়াছেন। সূরা ইব্‌রাহীমে হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (র) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও ইহা প্রকাশ। কোন কোন রিওয়ায়েত দ্বারা প্রকাশ, তাঁহার নাম আযরাঈল এবং ইহাই প্রসিদ্ধ। হযরত কাতাদাহ (র) কর্তৃক ইহা বর্ণিত, তাঁহার বহু সাহায্যকারী আছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত তাঁহার সাহায্যকারী ফিরিশ্‌তাগণই মানুষের শরীর হইতে রূহ্ কব্‌জ করিয়া থাকেন। এমন কি যখন রূহ্ শরীর হইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছিয়া যায়, তখন আযরাঈল উহা গ্রহণ করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, মালাকুল মাউতের জন্য পৃথিবীকে সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় ফলে উহা তাহার জন্য একটি তশ্‌তরীর ন্যায় হইয় যায় এবং অতি সহজেই যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রাণ কবয করিতে সক্ষম হয়। যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হযরত নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) ও রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার পিতা ..... জাফরের পিতা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারী সাহাবীর মাথার কাছে মালাকুল মাউতকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ

يَا مَلَكُ الْمَوْتِ ارْفُقْ بِصَاحِبِىَ فَانَّهُ مُؤْمِنٌ হে মালাকুল মাউত! আমার সাহাবীর প্রতি কোমল আচরণ করিবে। সে একজন মু'মিন। তখন মালাকুল মাউত বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনি সন্তুষ্ট হউন এবং চক্ষু শীতল করুন। আমি প্রত্যেক মু'মিনের সহিত কোমল ব্যবহার করিয়া থাকি। আপনি জানিয়া রাখুন, পৃথিবীর জলে স্থলে প্রত্যেক কাঁচাপাকা ঘরে আমি প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া নিরীখ করিয়া দেখিয়া থাকি, এমন কি তাহাদের ছোট বড় সকলকে আমি তাহাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও অধিক ভাল জানি। আল্লাহ্‌র কসম। হে মুহাম্মদ! যাবৎ না আল্লাহ্ আমাকে হুকুম করেন আমি একটি মশার প্রাণও কবয করিতে সফল হইতে পারি না। জা'ফর (র) বলেন, হযরত আজরাঈল (আ) সালাতের সময় মানুষকে খুব নিরীখ করিয়া দেখেন। যখন তিনি তাহাদের নিকট মৃত্যুকালে উপস্থিত হন, তখন যদি লোকটি নিয়মিত সালাত পড়িয়া থাকে তবে ফিরিশ্‌তা তাহার নিকটবর্তী হন এবং শয়তানকে বিতাড়িত করেন এবং ঐ অবস্থায় তাহাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর তালকীন করেন।

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম (র) ..... মুজহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক কাঁচা পাকা ঘরে এবং গ্রাম ও শহরের প্রত্যেক বাড়ীতে 'মালাকুল মাউত' প্রতি দিন দুইবার করিয়া দৃষ্টিপাত করেন। কা'ব আহবার (র) বলেন, আল্লাহর কসম! পৃথিবীর যে কোন বাড়ীতে মানুষ বসবাস করে 'মালাকুল মাউত' উহার প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারে সাতবার দণ্ডায়মান হন, তিনি দেখিতে থাকেন যে ঐ ঘরে এমন কেহ কি আছে যাহার রূহ্ কবয করিবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ অতঃপর তোমাদের কবর হইতে উঠিবার দিনে তোমাদিগকে তোমাদের আমলের বিনিময় দানের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে।

١٢. وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ.

١٣. وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

١٤. فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১২) এবং হায়! তুমি যদি দেখিতে যখন অপরাধীরা তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করিব। আমরা তো দৃঢ়বিশ্বাসী। (১৩) আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। কিন্তু আমার এই কথা সত্য। আমি নিশ্চয়ই জিন্ ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব। (১৪) তবে তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর. কারণ, আজিকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি। তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাক।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে মুশরিকদের যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হইবে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা যখন কিয়ামত দিবসের ভয়ার্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে এবং আল্লাহর সম্মুখে লাঞ্ছিতাবস্থায় মাথনত করিয়া দণ্ডায়মান হইবে, তখন তাহারা বলিবে ঃ

رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থাৎ আমরা এখন আপনার কথা শ্রবণ করিলাম এবং আপনার এ আদেশ পালন করিব। যেন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا "যেই দিন তাহারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে তখন তাহারা খুব শ্রবণ করিবে, খুব প্রত্যক্ষ করিবে"। যখন তাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা নিজেরাও নিজেদের ভর্ৎসনা করিবে। তাহারা বলিবে ঃ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

"যদি আমরা শ্রবণ করিতাম কিংবা বুঝিতাম তবে আমরা দোযখবাসীদের অর্ন্তভূক্ত হইতাম না'। এখানে ও তাহাদের অনুরূপ কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি অতএব আপনি আমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিন। نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ আমরা পৃথিবীতে গমন করিয়া সৎকর্ম করিব। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম যে, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য ও আপনার সাক্ষাৎকার সত্য। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, যদি তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া দেন, তবে তাহাদের আমলের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না, তাহারা পুনরায় পূর্বের ন্যায় অসৎকর্ম করিবে। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিবে ও তাঁহার প্রেরিত রাসূলগণের বিরোধিতা করিবে ও তাহাদিগকে অমান্য করিয়া চলিবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبُ بِاٰيَاتِنَا ـ

হায়! যদি তুমি ঐ সময়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে যখন তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে তাহারা তখন বলিবে, হায়! যদি আমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তবে আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করিব না।

وَلَوْ شِئْنَا لاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ আর আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই আমি প্রত্যেককে সঠিক পথে পরিচালিত করিতাম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর সকলেই ঈমান আনিত"।

وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

কিন্তু আমার এই কথা নির্ধারিত যে, আমি অবশ্যই জিন্ ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিব। তাহাদের আবাস হইতে জাহান্নাম, উহা হইতে কোনক্রমেই তাহাদের রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তাহাদের আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে আমরা ইহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ঐ সকল অপরাধীদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলা হইবে, তোমরা এই শাস্তি ভোগ কর। কারণ তোমরা ইহা অস্বীকার করিয়াছিলে ও কিয়ামত দিবসকে অসম্ভব মনে করিয়াছিলে এবং এই দিনের সাক্ষাৎকার বিস্মৃত হইয়াছিলে। অর্থাৎ যাহারা বিস্মৃত হইয়া যায়, তোমাদের আচরণ ছিল তাদের আচারণতুল্য।

اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ অতএব তোমাদের সহিত আমার আচরণও বিস্মৃত ব্যক্তির আচরণের অনুরূপ হইবে। বস্তুত আল্লাহ্ তো কিছুই ভুলিয়া যান না আর কোন বস্তু তাঁহার নিকট হইতে হারাইয়াও যায় না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا তোমরা যেমন বিস্মৃত হইয়াছিলে আজ আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব।

وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আর তোমরা স্বীয় কুফর ও অবাধ্যতার কারণে স্থায়ী শাস্তি ভোগ কর। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَ شَرَابًا اِلاَّ حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا .... فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ اِلاَّ عَذَابًا ـ

"তাহারা উহার মধ্যে (দোযখের মধ্যে) ফুটন্ত পানিও পূঁজ ব্যতিত কোন ঠাণ্ডা ও পানীয় বস্তুর আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি তাহাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করিব"।

১৫. اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۝

১৬. تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝

١٧. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (১৫) কেবল তাহারাই আমার নির্দশনাবলী বিশ্বাস করে যাহারা উহার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে সিজ্দায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রসংশায় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। (১৬) তাহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাহাদিগকে যে রিযক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। (১৭) কেহই জানে না তাহাদিগের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদিগের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيَاتِنَا আমার আয়াত সমূহের প্রতি কেবল তাহারাই বিশ্বাস করে اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا যাহাদিগকে উহা দ্বারা উপদেশ করা হইলে তাহারা সিজ্দায় অবনত হয়। অর্থাৎ তাহারা উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করে এবং কথায় ও কর্মে উহার অনুসরণ করিয়া চলে।

وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ আর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের অনুসরণ করিতে তাহারা অহংকার করে না। যেমন মূর্খ পাপাচারী কাফিররা অহংকার করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

"যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত থাকে, অচিরেই তাহারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে"। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

যাহারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহারা শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতিপালককে ডাকে। অর্থাৎ তাহারা নিদ্রা বর্জন করিয়া, নরম বিছানা ত্যাগ করিয়া তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে।

হযরত মুজাহিদ ও হাসান (র) বলেন ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ এর উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদের সালাতের উদ্দেশ্যে শয্যা ত্যাগ করা। হযরত আনাস (রা) ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, আবূ হাযিম ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা

বলেন, আলোচ্য আয়াতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের সালাত বুঝান হইয়াছে। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, এশার সালাতের জন্য প্রতিক্ষায় থাকা। ইহাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। ইব্‌ন জরীর (র) বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহ্‌হাক (র) বলেন, ফজর ও এশার সালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা আয়াত দ্বারা এই বিষয়ই বুঝান হইয়াছে।

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا তাঁহারা স্বীয় প্রতিপালককে শাস্তির আশংকায় এবং সাওয়াব ও বিনিময়ের আশায় ডাকে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আর তাহাদিগকে আমি যেই রিযক দান করিয়াছি উহা হইতে ব্যয় করে। তাহারা এমন সকল নেক্‌কাজও করে যাহার সম্পর্ক কেবল তাহাদের নিজ সত্তার সহিত জড়িত আর এমন নেক্‌কাজও করে যাহার সম্পর্ক অন্যের সহিত রহিয়াছে। এই সকল আল্লাহর পেয়ারা বান্দগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ও উত্তম হইলেন মানবকূল শ্রেষ্ঠ ইহ-পরকালের গৌরব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার স্বরচিত কবিতায় এই বাস্তবকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

وفِينَا رسُولَ اللّٰه يتلو كتابه * اذا انشق معروف من الصبح ساطع

اَرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا * به موقنات ان ما قَال وَاقع

يبيت يجَافى جنبه عن فرَاشه * إذا استقلت بالمُشركين المَضَاجع

"আমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান, যিনি অতি প্রত্যুষ্যেই তাঁহার পবিত্র কিতাব পাঠ করেন। গুমরাহীর চরম অন্ধকারের পরে তিনি আমাদিগকে হেদায়েতের আলো দেখাইয়াছেন। এখন আমাদের অন্তঃকরণ এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন উহা ঘটিবেই। রাত্রিকালে যখন মুশরিকরা গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে সিজ্‌দায় লুটাইয়া থাকেন।"

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, রাওহ ও আফ্‌ফান (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তির প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি হইল সে যে রাত্রিকালে মধুর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আশায় ও আশংকায় সালাতে দণ্ডায়মান হয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হইল সে যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু দ্বারা পরাজিত হলো। কিন্ত পরাজয়ের পর পলায়নের কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া আশা বুকে বাঁধিয়াও শংকিত হইয়া সে পুনরায় শত্রুর মুখামুখী হইল। এবং রক্তপাত ঘটাইয়া শাহাদাত বরণ করিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণকে বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ! তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি দৃষ্টিপাত কর যে, কেবল আশা ও

আশংকা করিয়া শাহাদাত বরণ করিল। ইমাম আবূ দাউদ (র) 'জিহাদ' অধ্যায়ে মূসা ইব্ন ইসমাঈল সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) ..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহিত এক সফরে ছিলাম। এক দিন প্রত্যুষেই আমি তাঁহার নিকট দিয়াই চলিতেছিলাম, এমন সময় তাঁহাকে আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি, আমাকে এমন শিক্ষা দিন, যাহা দ্বারা আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হই এবং দোযখ হইতে দূরে থাকিতে পারি। তিনি বলিলেন, অতি বড় কাজ সম্পর্কে তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তবে আল্লাহ্ যাহার জন্য সহজ করিয়া দেন তাহার জন্য জন্য সহজ। আর সে কাজ হইল, আল্লাহর ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত শরীক করিবে না। সালাত কায়েম করিবে। যাকাত আদায় করিবে। মাহে রামযানের সাওম পালন করিবে ও হজ্জ করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, কল্যাণের দ্বার সমূহের কথা কি তোমাকে বলিয়া দিব না? আর তাহা হইল, (১) সাওম ঢাল সরূপ, (২) সাদাকা গুনাহর অগ্নি নির্বাপিত করে। (৩) মধ্যরাত্রে সালাত আদায় করা। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ..... جَزَاۤءًۢبِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি কি তোমাকে দীনের চূড়া ইহার স্তম্ভ ও ইহার শিখর কি উহা বলিয়া দিব? আমি বলিলাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, দীনের চূড়া হইল ইসলাম, ইহার স্তম্ভ হইল সালাত ও ইহার শিখর হইল আল্লাহর রাহে জিহাদ করা। জিহাদের মাধ্যমেই দীন সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা কি আমি তোমাকে বলিয়া দিব না যাহা দ্বারা এই সকল বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়। আমি বলিলাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন, كَفٌّ عَلَيْكَ هٰذَا। তুমি এই ছোট্ট অংগটিকে নিয়ন্ত্রণ কর। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কথার কারণেও কি আমাদিগকে পাকড়াও করা হইবে? তিনি বলিলেন ঃ

ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس فى النارِ على وجُوههم إلا حصائد الُسنتهم ـ

"তোমার মাতা পুত্রের শোকে শোকাতুর হউক! মানুষকে কেবল তাহাদের মুখের কথাই তো দোযখে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে। ইমাম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ (র) মা'মার (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন

জরীর (র) ও শু'বা (র)-এর সূত্রে হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর (র) ..... হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ

أَلا أُدلك على أبواب الخير الجنة والصدقة ...... الخ -

হে মু'আয! আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বার সমূহের কথা বলিয়া দিব না? সাওম ঢাল সরূপ, সাদাকা পাপের কাফ্‌ফারা হইয়া যায়। আর তৃতীয় বস্তু হইল মধ্য রাত্রে সালাতের জন্য আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

ইব্‌ন জরীর (র) সাওরী (র) হযরত মু'আয (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) আমাশ (র) হইতে মারফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জরীর (র) হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ (র) সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি বলেন এই আয়াতে রাত্রিকালে বান্দার সালাত পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন, আহমাদ ইব্‌ন সিনান ওয়াসিতী (র) ..... হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাবূকএ শরীক ছিলাম। এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে, আমি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করিব, আর উহা হইল, সাওম ঢাল স্বরূপ, সাদাকা, ইহা গুনাহর অগ্নি নির্বাপিত করে। আর মধ্যরাত্রে সালাত আদায় করা। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ অতঃপর ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادى بصوت ..... الخ -

আল্লাহ্ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মাখলূক যখন কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিবেন কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিবেন তখন একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা দিবেন যাহা সমস্ত সৃষ্টি জীব শ্রবণ করিবে। ঘোষক বলিবে, এই ময়দানের সকলেই আজ ইহা জানিতে পারিবে যে, সম্মানিত ব্যক্তি কে? অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, যাহারা তাহাজ্জুদগুযার ছিল যাহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইত, তাঁহারা যেন এখন উঠিয়া দাড়ায়। এই ঘোষণার পর তাঁহারা দণ্ডায়মান হইবে। কিন্তু

তাহাদের সংখ্যা হইবে নগন্য। বায্যার (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন শাবীব (র) ..... হযরত বিলাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ। ..... যখন অবতীর্ণ হইল তখন আমরা মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতাম আর কিছু সাহাবায়ে কিরাম ঐ সময় সালাত ও আদায় করিতেন।

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ কেহ ইহা জানে না যে তাহার জন্য চক্ষু শীতলকারী কি বস্তু লুক্কায়িত রহিয়াছে। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে স্থায়ী নিয়ামত সমূহের এবং ঐ আস্বাদনের মর্যাদা কেহ জানে না তাহারা যেমন গোপনে গোপনে আল্লাহর ইবাদত করিয়াছিল। অনুরূপভাবে পূর্ণ বিনিময় দানের জন্য আল্লাহ্ তাদের জন্য উহার বিনিময় লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। "যেমন আমল তেমন বিনিময়" নীতি অনুসারে এইরূপ বিনিময় হওয়াই বাঞ্ছিত। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, কিছু লোক তাহাদের আমল গোপন রাখিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা ও তাহাদের আমলের বিনিময় গোপন রাখিয়াছেন, যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, আর কোন অন্তরে উহার কল্পনাও আসে নাই। এই বাণীকে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

أُعددت لعبَادى الصَّالِحين مَالاَ عين رَأت ولاَ أُذن سَمعَت ولاَ خطر على قَلب بَشر -

"আমার বান্দাগণের জন্য আমি এমন বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং মানুষের অন্তরে উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই"। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহার সমর্থনে ইচ্ছা হইলে এই আয়াত পাঠ কর ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ... الخ -

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, সুফিয়ান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) সুফিয়ান (র) হইতে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, ইসহাক ইব্ন নস্র (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "আমি আমার বান্দাগণের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই। কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কাহার কল্পণায়ও আসে নাই ইহা আল্লাহ্র এক বিশেষ ভাণ্ডার যাহা সম্পর্কে কেহ অবগতি লাভ করিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ

আবু মু'আবিআহ (র) বলেন, আ'মাশ (র) সূত্রে আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এখানে قُرَّاتُ أَعْيُنٍ পাঠ করিতেন। এই সূত্রে কেবল ইমাম বুখারী (র)-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

إن الله قال أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ـ

ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম আব্দুর রাজ্জাক (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী এবং ইব্ন জরীর (র) ইহা আব্দুর রহীম ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি সম্পর্কে 'হাসান সহীহ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হাম্মাদ (র) বলেন, আমার ধারণা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ـ

"যে ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে সে সুখী হইবে, তাহার কোন দুঃখ হইবে না, তাহার পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন হইবে না, তাহার যৌবন শেষ হইবে না। বেহেশ্তে তাহার জন্য এমন সকল নিয়ামত হইবে যাহার কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই, আর কোন মানুষ উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। হাসীসটি ইমাম মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) হইতে উপরোল্লেখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হারূন (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম তিনি তখন বেহেশতের বর্ণনা দিতেছিলেন, অবশেষে তিনি বলিলেন ঃ

فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ـ

"বেহেশতের মধ্যে এমন নিয়ামত রহিয়াছে যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। আর কোন মানুষ উহার কল্পনাও করিতে পারে নাই"। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে হারূন ইব্ন মারূফ ও হারূন ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উভয়ই শায়খ ইব্ন ওহব (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, আব্বাস ইব্ন আবূ তালিব (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত হইতে ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি বলেন, "আমি আমার নেক বান্দাগণের জন্য এমন সকল নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর মানুষ উহা কল্পণাও করে নাই"। হাদীসটি আসহাবে সুনান বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, ইব্ন আবূ উমর (র) ..... মুঘীরা ইব্ন শু'বা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একবার হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতে ন্যূনতম মর্যাদা লাভ করিবে কে? আল্লাহ্ বলিলেন, সকল বেহেশতবাসীগণের বেহেশতে স্থান গ্রহণ করিবার পর যেই ব্যক্তিকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে সেই হইবে ন্যূনতম মর্যাদার অধিকারী। তাহাকে বলা হইবে, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর। তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! সকল লোক তো তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহারা তাহাদের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এখন আমি কি উপায়ে বেহেশতে প্রবেশ করিব? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন,তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে পৃথিবীর এক রাজার সম্রাজ্য পরিমাণ সাম্রাজ্যের তুমি অধিকারী হইবে? তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহাতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার জন্য আরো ইহার অনুরূপ, আরো ইহার অনুরূপ সাম্রাজ্য রহিয়াছে। পঞ্চমবারে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমার আর প্রয়োজন নাই। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, ইহার দশগুণ তোমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। সে বলিবে, আমার প্রতিপালক! আপনার দানে আমি সন্তুষ্ট। হযরত মূসা (আ) তখন আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিলেন, বেহেশতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে কে? আল্লাহ বলিলেন, তাঁহারা হইল সেই সকল ভাগ্যবান লোক যাঁহাদের উচ্চমর্যাদা দানের আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। সে মর্যাদা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই ,কোন কর্ণ উহার কথা শ্রবণ করে নাই। কেহ উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ۔

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি 'হাসান সহীহ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কেহ কেহ শা'বীর মাধ্যমে হযরত মুঘীরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মারফূরূপে রিওয়ায়েত করেন নাই। অথচ, মারফূ হওয়াই অধিক বিশুদ্ধ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, জা'ফর ইব্ন মাদাইনী (র) ..... মুহাম্মদ আমির ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এই হাদীসটি পৌছিয়াছে যে, একজন বেহেশবাসী তাহার স্থানে সত্তর বৎসর অবস্থান করিবার পর একবার

তাকাইয়া এক অতি সুন্দরী রমনী দেখিতে পাইবে। রমনী তাহাকে বলিবে, তোমার একটুখানি সংগ লাভ করা আমার ভাগ্যে হইবে কি? তখন লোকটি বলিবে, তুমি কে? রমনী বলিবে, আমি 'মাযীদ' এর অংশ। অতঃপর লোকিট ঐ রমনীর সহিত সত্তর বৎসর কাল সহঅবস্থান করিবে। ইহার পর ঐ লোকটি পুনরায় আর একবার তাকাইয়া আরো অধিক সুন্দরী এক রমনী দেখিতে পাইবে। রমনী তাহাকে বলিবে, তোমার একটু সংগ লাভ করা আমার ভাগ্যে জুটিবে কি? সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? রমনী জবাব দিবে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে চক্ষু শীতলকারী লুক্কায়ীত বস্তুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন আমি তাহারই অংশ বিশেষ। ইরশাদ হইয়াছ ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ -

ইব্‌ন লাহী'আহ (র) বলেন, আতা ইব্‌ন দীনার সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীর এক দিনের পরিমাণ সময়ে ফিরিশ্‌তাগণ বেহেশবাসীগণের নিকট তিনবার প্রবেশ করেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহারা ঐ সকল বস্তু তুহফা হিসাবে লইয়া যান যাহা তাহাদের বেহেশতে নাই। এই সকল বস্তুর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে এই সংবাদও প্রদান করিবেন। যে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, সাহ্‌ল ইব্‌ন মূসা রাযী (র) ..... আবুল ইয়ামান ফাযারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

اَلْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ اَوَّلُهَا دَرَجَةُ فِضَّةٍ وَاَرْضُهَا فِضَّةٌ وَسَاكِتُهَا فِضَّةٌ ... الخ -

বেহেশতে একশত স্তর আছে। প্রথম স্তর হইল রৌপের স্তর উহার ভূমি রৌপ্যের উহার ঘরবাড়ীও রৌপ্যের, উহার পাত্রও রৌপ্যের এবং উহার মাটি হইল মিশ্‌ক এর। দ্বিতীয় স্তর হইল স্বর্ণের। উহার ভূমি মুক্তার, ঘরবাড়ী মুক্তার, উহার পাত্র ও মুক্তার তৈয়ারী এবং উহার মাটি মিশ্‌কের। অবশিষ্ট সাতানব্বইটি এমন যে উহা কোন চক্ষু কখনও প্রতক্ষ্য করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষ কখনও উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ -

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রুহুল আমীন হযরত জিব্‌রীল (আ) হইতে বর্ণনা করেন, বান্দার গুনাহ ও নেকী উপস্থিত করা হইবে এবং এক অন্য হইতে কম হইবে। যদি একটি নেকীও অবশিষ্ট থাকে, তবে আল্লাহ্ বেহেশতে উহাকে প্রকাণ্ড করিবেন। রাবী বলেন, ইয়াযদাহ -এর নিকট উপস্থিত হইলে

তিনিও অনুরূপ রিওয়ায়েত করিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম নেকী কোথায় গেল? তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ... الخ -

"আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এর মর্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, বান্দা গোপনে কোন নেকআমল করিয়া থাকে যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানিতে পারে না। এমন বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে গোপনে উহার এমন বিনিময় দান করিবেন যাহা তাহার চক্ষু শীতল করিয়া দিবে।"

١٨. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَايَسْتَوٗنَ۔

١٩. اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

٢٠. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ۔

٢١. وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۔

٢٢. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (১৮) তবে কি যে ব্যক্তি মু'মিন হইয়াছে সে পাপাচারীর ন্যায়? উহারা সমান নহে। (১৯) যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদিগের কৃতকর্মের

ফলস্বরূপ তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য জান্নাতে হইবে তাহাদের বাসস্থান। (২০) এবং যাহারা পাপাচার করিয়াছে, তাহাদিগের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। যখনই উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখনই উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, যে অগ্নি শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলিতে তোমরা উহা আস্বাদন কর। (২১) গুরুশাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব। যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে। (২২) যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফিরায় তাহার অপেক্ষা অধিক যলিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইনসাফ ও মহানুভবতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি কিয়ামত দিবসে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করিবেন। সৎলোক ও পাপাচারী দিগকে সমান করিবেন না, যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলগণের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তাঁহারা ঐ সকল লোকের সমান হইতে পারে না যাহারা স্বীকার করে নাই এবং রাসূলগণকে অস্বীকার করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاۤءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

যাহারা পাপাচারে লিপ্ত রহিয়াছে তাহারা কি এই ধারণা পোষণ করিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে ঐ সকল লোকের সমান করিব, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করে? তাহাদের জীবন ও মৃত্যু সমান। তাহারা যে ফয়সালা করিতেছে তাহা মন্দ, ভাল নহে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ -

ঐসকল লোক যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মত করিব কি? না কি মুত্তাকীগণকে পাপাচারীদের মত করিব? আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَسْتَوِىْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ -

"দোযখীরা ও বেহেশতবাসীগণ সমান হইতে পারে না"। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মিনও ফাসিক সমান হইতে পারে না। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের আমল অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কার দান করিবেন।

আতা ইব্ন ইয়াসার ও সুদ্দী (র) বলেন, আয়তটি হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও উকবাহ ইব্ন আবূ মু'আইত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই কারণে তাহাদের হুকুমও পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ যাহারা আমার নির্দশনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং ইহার চাহিদা মুতাবিক আমল করিয়াছে فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى তাহাদের জন্য রহিয়াছে উদ্যানসমূহ বাসস্থান হিসাবে। যেখানে বহু ঘরবাড়ী ও দালান কোঠা ও সুউচ্চ প্রাসাদ বিদ্যমান। نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাহাদের কৃত কর্মের বিনিময়ে আপ্যায়নের জন্যই এই সুব্যবস্থা হইবে।

وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ আর যাহারা পাপাচার করিয়াছে আল্লাহ্ও রাসূলের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছে فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ তাহাদের বাসস্থান হইবে দোযখ। যখনই তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিতে চাহিবে তাহাদিগকে পুনরায় উহাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا ـ

যখনই তাহারা উহার (দোযখের) দুঃখ হইতে বাহির হইতে চাহিবে তাহাদিগকে পুনরায় উহাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত ফুজাইল ইব্ন ইয়ায (র) বলেন, আল্লাহর কসম! দোযখ বাসীদের হাত বাধা থাকিবে, পাও বেড়িতে আবদ্ধ থাকেব। এবং অগ্নিশিখা তাহাদের উপর বুলন্দ হইবে। ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে থাকিবে।

وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ـ

আর তাহাদিগকে বলা হইবে, যে দোযখকে তোমরা অস্বীকার করিতে উহার শাস্তি ভোগ কর। তাহাদিগকে ইহা বিদ্রূপ করিয়া বলা হইবে।

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ ـ

আর গুরুতর শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, লঘু শাস্তি দ্বারা পার্থিব বিপদসমূহ, রোগ শোক ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে। গুনাহ হইতে তাওবার করিবার জন্য পৃথিবীতে এই সকল বিপদে আবদ্ধ করা হয়। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব, আবূল আলিয়াহ, হাসান, ইব্রাহীম নাখঈ, যাহ্হাক, আলকামাহ, আতীয়্যাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবদুল করীম জাযরী ও খুয়াইফ (র) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, লঘু শাস্তি দ্বারা 'হুদূদ কায়েম করা' বুঝান হইয়াছে। বারা ইব্ন আযিব, মুজাহিদ ও আবূ উবাইদাহ (র) বলেন, ইহা দ্বারা 'কবর আযাব' বুঝান হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, আমর ইব্ন আলী (র) ..... আব্দুল্লাহ (র) হইতে وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى ... الخ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা

করিয়াছেন, اَلْعَذَابِ الْاَدْنٰى দ্বারা নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষ বুঝান হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছিল। আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর কাওয়ারিরী (র) ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আলোচ্য আয়াতে বিদ্যমান اَلْعَذَابِ الْاَدْنٰى দ্বারা ধ্বংস, ধুয়া ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত اَلْعَذَابِ الْاَدْنٰى ও লঘু শাস্তি দ্বারা বদর যুদ্ধে হত্যা ও গ্রেফতারী বুঝান হইয়াছে। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালিক (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী (র) ও অন্যান্য কতক উলামায়ে কিরাম বলেন, মক্কায় এমন কোন ঘর ছিল না যে ঘরে হত্যা কিংবা গ্রেফতারীর দুশ্চিন্তা প্রবেশ করে নাই। কোন কোন বাড়ীতে উভয় প্রকার দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়াছিল। অর্থাৎ হত্যা ও গ্রেফতারী উভয়টি সংঘটিত হইয়াছিল।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ .. الخ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে? অর্থাৎ যাহার নিকট প্রতিপালকের নির্দশনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ইহার সঠিক জ্ঞান দানের চেষ্টা করা হইয়াছে। অতঃপর সে উহা ত্যাগ করিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে সে যেন উহা এমনি ভুলিয়াই গিয়াছে যে, সে উহা চিনিতেই পারে না। এমন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হইতে পারে? কাতাদাহ (র) বলেন ঃ اِيَّاكُمْ وَالْاِعْرَاضَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .. الخ আল্লাহর যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া হইতে তোমাদের বাঁচিয়া থাকা উচিত। কারণ যে ব্যক্তি আলাহ্র যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। সে, প্রতারিত ও গুনাহগার ও লাঞ্ছিত হয়। যে ব্যক্তি এই-রূপ করে আল্লাহ্ তাহার সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ আমি এমন অপরাধীদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিব ও শাস্তি দিব।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইমরান ইব্ন বাক্কার কিলায়ী (র) ..... হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করিয়াছে সে অপরাধী হইয়াছে, যে ব্যক্তি অনধিকার ও অন্যায়ভাবে ঝান্ডা গাড়িয়া দেয়, যে মাতাপিতার অবাধ্য এবং যালিমের সাহায্য করিতে চেষ্টা করে সে অপরাধী। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ আমি অবশ্যই অপরাধীদের দিগকে শাস্তি দিব। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অতিশয় গরীব হাদীস।

٢٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ.

٢٤. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ.

٢٥. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (২৩) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম। অতএব তুমি তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না। আমি ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম। (২৪) এবং আমি উহাদিগের মধ্য হইতে নেতা মানোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করি'ত। যখন উহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল, তখন উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ়বিশ্বাসী। (২৫) উহারা নিজদিগের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে, তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামতের দিন উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দা ও রাসূল হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহাকে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন।

فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ অতএব তাহার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করিও না। কাতাদাহ্ (র) বলেন, 'লাইলাতুন ইস্রায়' যে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (সা) এ সাক্ষাৎ ঘটিয়া ছিল। আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবুল আলিয়াহ রিবাহী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লাইলাতুল ইস্রায় আমার হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তিনি যেন শানূআহ গোত্রের একজন পুরুষ। হযরত ঈসা (আ)-কেও আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তিনি একজন মধ্যম আকৃতির লাল ও শুভ্রতা মিশ্রিত বর্ণের। মাথার চুলগুলো বক্র নয় সোজা। সে রাত্রে আামি জাহান্নামের প্রহরী ও দজ্জালকেও দেখিতে পাইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ রাত্রে সকল নির্দশনাবলী রাসূলুল্লাহ (সা) দেখাইয়া ছিলেন এই গুলিও উহার অর্ন্তভুক্ত।

فَلاَ تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ ইহার সার হইল, লাইলাতুল ইস্রায় হযরত মূসা (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিশ্চত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। এবং তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন।

তাবারানী (র) বলেন, মুহাম্মদ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ এর অর্থ করিয়াছেন আমি মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছি? এবং فَلاَ تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ এর অর্থ হইল আল্লাহর সহিত মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করিও না। এবং وَجَعَلْنٰهُ هُدًى এর অর্থ হলো, আর আল্লাহ্ তা'আলা যে কিতাব মূসা (আ)-কে দান করিয়াছিলেন, উহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করিয়াছেন। যেমন, সূরা ইস্রায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ـ

আর আমি মূসা (আ)-কে কিতাব দান করিয়াছিলাম এবং উহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২)

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ ـ

বনী ইসরাঈল যখন আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করিয়া ও নিষেধসমূহ বর্জন করিয়া আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ ও মান্য করিয়া ধৈর্যের পরিচয় দান করিয়াছিল তখন তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যককে আমি নেতা মনোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক সত্যের প্রতি দিক নির্দেশ করিত, কল্যাণের প্রতি আহ্বান করিত, ভাল কাজের হুকুম করিত ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিত। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাহারা আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার প্রয়াস পাইল, তখন তাহারা এই মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইল এবং তাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইল আল্লাহর কালিমা ইহার সঠিক স্থান হইতে পরিবর্তন করিল। অতএব তাহারা নেক ও সৎকাজ এবং সঠিক আকীদা হইতে সরিয়া গেল।

এই জন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ কাতাদাহ ও সুফিয়ান (র) ইহার অর্থ বলেন, যখন বনী ইস্রাঈলরা দুনিয়ার লোভ হইতে ধৈর্যধারণ করিল তখন তাহাদেরকে কিতাব (তাওরাত) দান করিলাম। অনুরূপ হাসান ইব্ন সালিহ্ (র) ব্যাখ্যা করেন।

সুফিয়ান (র) বলেন, তাহারা মূলত এইরূপই ছিল। সুতরাং وَلاَيَنْبَغِى لِلرَّجُلِ اَنْ يَكُوْنَ اِمَامًا يُقْتَدٰى بِهِ حَتّٰى يَتَجَافٰى عَنِ الدُّنْيَا যাবৎ না কেহ পার্থিব মোহ ত্যাগ না করে উহা হইতে সংরক্ষিত না হয়, কাহারও পক্ষে এমন নেতা হওয়া শোভা

পায় না তাহার অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইমাম ওয়াকী (র) বলেন, ইমাম সুফিয়ান (র) বলিয়াছেন 'দীন' এর জন্য ইল্‌মের প্রয়োজন, ঠিক তদ্রুপ যেমন শরীরের জন্য রুটির প্রয়োজন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর নাতী বলেন, একবার আমার আব্বা আমার চাচাকে কিংবা আমার চাচা আমার আব্বাকে এই বিষয়টি পড়িয়া শুনাইলেন, একবার হযরত সুফিয়ান (র)-কে হযরত আলী (রা)-এর এই বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ

اَلصَّبْرُ مِنَ الْاِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ـ

ঈমানের জন্য ধৈর্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজন ঠিক তদ্রুপ যেমন শরীরের জন্য মাথার গুরুত্ব ও প্রয়োজন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً لَمَّا صَبَرُوْا আমি তাহাদিগকে কেবল তখনই নেতা মনোনীত করিয়ছিলাম, যখন তাহার ধৈর্যধারণ করিয়াছিল। হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র এই বাণী কি তুমি শ্রবণ কর নাই? ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত সুফিয়ান (র) বললেন, যখন তাহারা 'দীনের মাথা' অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করিয়াছিল তখনই তাহারা ইমাম ও নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, 'ধৈর্য ও ইয়াকীন'-এর মাধ্যমেই দীনের নেতৃত্ব লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَاۤئِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِنَ الْاَمْرِ ـ

"আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব দান করিয়াছিলাম হুকুমত ও নবুওয়াত ও দিয়াছিলাম, উত্তম রিযিক ও দান করিয়াছিলাম এবং সারা বিশ্বের উপর তাহাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম"। (সূরা জাসিয়া ঃ ১৬)

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের ধৈর্যের ফল হিসাবে তাহাদিগকে উল্লেখিত মর্যাদার অধিকারী করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যখন তাহারা ধৈর্যচ্যুত হইল তখনই তাহারা এই মর্যাদা ও হারাইয়া বসিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ

তাহারা যে পরস্পর মতবিরোধ করিতেছে এবং সত্যকে বিতর্কিত করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে উহার ফয়সালা করিবেন।

٢٦. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ·

২৭. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (২৬) ইহাও কি তাহাদিগকে পথপ্রদর্শন করিল না যে, আমি তো উহাদিগের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানব গোষ্ঠি, যাহাদিগের বাসভূমিতে উহারা বিচরণ করিয়া থাকে? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। তবুও কি ইহারা শুনিবে না? (২৭) উহারা কি লক্ষ্য করে না যে , আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যাহা হইতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদিগের আন'আম এবং উহারা কি তবুও লক্ষ্য করিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল জনগোষ্ঠিকে সম্বোধন করিয়া বলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য ইহা পথনির্দেশনা করে না যে তাহাদের পূর্বে যেই সকল জনগোষ্ঠি তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য যে জীবন বিধান পেশ করিয়াছিলেন উহার বিরোধিতা করিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অপরাধের কারণে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহাদের কোন চিহ্ন ও অবশিষ্ট নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

তাহাদের মধ্য হইতে কোন একজনের ও কি কিছু অনুভব কর কিংবা তাহাদের কাহারও কি কোন অস্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাও। (সূরা মারইয়াম ঃ ৯৮)

ইহা স্পষ্ট যে তাহাদের কোন চিহ্নও এখন অবশিষ্ট নাই। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسَاكِنِهِمْ রাসূলুল্লাহর বিরোধিতাকারী এই সকল অবিশ্বাসীরা তাহাদের আবাস ভূমিতে বিচরণ করিতেছে অথচ তাহাদের কাহাকেও আজ তথায় দেখিতে পায় না যাহারা ঐ আবাস ভূমি আবাদ করিয়াছিল। كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا যেন তাহারা কোন কালে সেখানে বাসই করে নাই। فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا এই তো তাহাদের বাড়ীঘর যাহা তাহাদের যুলুমের কারণেই সম্পূর্ণ বিধস্ত হইয়া আছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ـ اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِىْ الْاَرْضِ .... وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِىْ الصُّدُوْرِ ـ

"কত জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার অধিবাসীরা ছিল যালিম, ফলে উহা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, এই সকল অবিশ্বসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? বস্তুত তাহাদের চোক্ষ যে অন্তর রহিয়াছে উহা দৃষ্টি শক্তিহীন হইয়াছে"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৫-৪৬)

এই কারণেই এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ فِىْ ذَالِكَ الْاٰيَاتِ। অবশ্যই রাসূলগণকে অবিশ্বাসকারীদিগের ধ্বংস ও বিশ্বাসীদের রক্ষায় বহু নির্দশন উপদেশ ও প্রমাণাদি রহিয়াছে اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ তাহারা কি তাহাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী শ্রবণ করে না?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ -

তাহারা কি ইহা লক্ষ্য করে না যে আমি অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন। পাহাড় পর্বত হইতে ও উচ্চস্থান হইতে পানি একত্রিত হইয়া নদী-নালার সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে এদকি ওদিকে প্রবাহিত হয় এবং উহার সাহায্যে অনুর্বর ভূমিতে নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।

اَلْاَرْضُ الْجُرُزُ অর্থ, অনুর্বর ভূমি যাহাতে কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِنَّ لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا "পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে আমি উহা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করিব"। (সূরা কাহফ্ ঃ ৮)

আয়াতে উল্লেখিত اَلْاَرْضُ الْجُرُزُ দ্বারা শুধু মিসরের বিশেষ ভূমি বুঝান হয় নাই। বরং اَلْاَرْضُ الْجُرُزُ দ্বারা ঐ সকল ভূমি উদ্দেশ্য, যাহা শুষ্ক এবং পানির মুখাপেক্ষী। পানির অভাবে উহা ফাটিয়া চৌচির হইয়া থাকে। মিসরের ভূমির অবস্থাও এই রূপ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে নীলনদ দ্বারা উহাকে সেচ করেন। হাবশা হইতে আগত বৃষ্টির পানি লাল মাটি বহন করিয়া নীলনদে প্রবাহিত হয় এবং মিসরের ভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে। মিসরের বালুকাময় ও লবণাক্ত ভূমি নীল নদের পানির সহিত আগত এই লাল মাটি দ্বারা উৎপাদনের শক্তি সঞ্চয় করে। প্রতি বৎসরই অন্য দেশ হইতে আগত পান ও মাটি দ্বারা মিসরের অধিবাসীরা প্রচুর খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়। ইহা মহান অধিকারী পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীনের এক বিরাট অনুগ্রহ।

ইব্‌ন লাহীআহ (র) বলেন, কায়েস ইব্‌ন হাজ্জাজ জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসর বিজয় হইল পর মিসরের অধিবাসীরা মিসর বিজয়ী হযরত আম্‌র ইব্‌ন আ'স (র)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীর! আমাদের প্রবাহিত এই নীল নদীটির ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। যাবৎ না উহা আমরা পালন না করি নদী প্রবাহিত হয় না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রথাটি কি? তাহারা বলিল, "প্রতি বৎসর এই মাসের বার দিন অতীত হইবার পর আমরা পিতামাতার এক রূপসী সুন্দরীকে নির্বাচন করি এবং তাহার

পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার পর তাহাকে উত্তম পরিধেয় ও গহনা দ্বারা সজ্জিত করি এবং নীল নদে তাহাকে নিক্ষেপ করি। ইহার পরই নদী প্রবাহিত হয়।

ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) বলিলেন, ইসলামে ইহা অসম্ভব। এই ধরনের কুপ্রথাকে ইসলাম বিলুপ্ত করে। তাহারা ফিরিয়া গেল, কিন্তু নদী আর প্রবাহিত হইল না। ফলে তাহাদের দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না।

হযরত আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র)-এর নিকট পত্র লিখিয়া অবহিত করিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন, তুমি ঠিকই করিয়াছ। আমার এই পত্রে মধ্যে নীল নদের নামে আর একখানা পত্র আছে, তুমি উহা নীল নদে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এর নিকট হযরত উমর (রা)-এর পত্র পৌছিবার পর, তিনি উহা খুলিলেন এবং নীল নদের নামের পত্রখানাও খুলিয়া পাঠ করিলেন। উহাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল উহা এই, "আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর পক্ষ হইতে নীল নদ' এর প্রতি। হে নীল নদ! তুমি স্বেচ্ছায় যদি প্রবাহিত হইয়া থাক তবে তোমার ইচ্ছা না হইলে প্রবাহিত হইও না আর যদি পরম প্রতাপের অধিকারী এক আল্লাহর নির্দেশে তুমি প্রবাহিত হইয়া থাক, তবে আমরা তাঁহার দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করিয়া দেন"। হযরত আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) নীল নদে পত্রখানা নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর শনিবার সকালে দেখা গেল একই রাত্রে নীল নদ ষোল হাত গভীরতায় প্রবাহিত হইতেছে। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা মিসরবাসীদের সেই পূর্ব প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেন। হাফিয আবুল কাসিম আল-লাল্‌কায়ী (র) তাঁহার 'কিতাবুস সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কারণেই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاۤءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ -

"তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে আমি অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি, অতঃপর উহা দ্বারা শস্য উৎপন্ন করি, যাহা তাহাদের পশু আহার করে এবং তাহারা নিজেরাও। তুবও কি তাহারা লক্ষ্য করিবে না"? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاۤءَ صَبًّا -

মানুষ যেন তাহার আহার্যের প্রতি লক্ষ্য করে, আমি উহা উৎপন্ন করিবার জন্য প্রচুর পানি বর্ষণ করি। (সূরা আবাসা ঃ ২৪-২৫)

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) জনৈক রাবীর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَلْاَرْضِ الْجُرُزِ হইল, এমন এক ভুমি যাহাতে অতি সামান্য বৃষ্টি বর্ষিত

হয় যাহা উহার জন্য যথেষ্ট নহে। কেবল ঢলের মাধ্যমে যে পানি তথায় পৌছে উহা দ্বারাই শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। হযরত ইব্ন আব্বাস ও মুজাহিদ (র) হইতে ইহা বর্ণিত, ইহা ইয়ামান এর একটি ভূমি।

ইকরিমাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী, ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, اَلْاَرْضُ الْجُرُزُ ঐ সকল ভূমিকে বলা হয়, যেখানে শস্য উৎপন্ন হয় না, যাহা ধুলা বালুতে ঢাকা থাকে। আয়াতটির মর্ম ঠিক এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا মৃত নির্জীব ভূমি ও তাহাদের জন্য একটি নির্দর্শন যাহা আমি সজীব ও উর্বর করি। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩)

٢٨. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

٢٩. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ.

٣٠. فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (২৮) উহারা জিজ্ঞাসা করে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল কখন হইবে এই ফায়সালা? (২৯) বল, ফয়সালার দিনে কাফিরদিগের ঈমান আনয়ন উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। এবং উহাদিগকে অবকাশ ও দেওয়া হইবে না। (৩০) অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, উহারাও অপেক্ষা করিতেছে।

তাফসীর ঃ যেহেতু কাফিররা কিয়ামত ও উহার শাস্তি অস্বীকার করিত ও অসম্ভব মনে করিত এই কারণে তাহাদের উপরে আল্লাহর গযব ও তাহার শাস্তি অবতীর্ণ হউক ইহার জন্য তাহারা ব্যস্ততা দেখাইত। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তির জন্য তাহাদের সেই ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

তাহারা (কাফিররা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলে, হে মুহাম্মদ! তুমি না বল, আমাদের উপর তোমাকে সাহায্য করা হইবে, আর আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে আর আমাদের মাঝে ফয়সালা হইয়া যাইবে, সেই নির্দিষ্ট সময়টি কবে হইবে? আমরা তোমাকে ও তোমার সাথী সংগীদিগকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত দেখিতে পাই।

আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, যেই দিন ফয়সালা হইবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর ক্রোধানল বর্ষিত হইবে।

لاَ يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ "কাফিরদের ঈমান তাহাদের কোন কাজে আসিবে না আর তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।" অত্র আয়াতে উল্লেখিত اَلْفَتْحِ শব্দের অর্থ "বিচার ও ফয়সালা।" যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَافْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا "আমার ও তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দিন।" (সূরা শু'আরা ঃ ১১৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনিই আমাদের মাঝে সঠিক ফয়সালা করিয়া দিবেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ আর তাহারা ফয়সালা কামনা করিয়াছে আর প্রত্যেক অহংকারী শত্রুতা পোষণকারী ধ্বংস হইয়াছে।" আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ "তাহারা যদি ফয়সালা কামনা করিয়া থাকে, তবে ফয়সালার সময় সমাগত হইয়াছে"।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমম্বাধন করিয়া বলেন ঃ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُوْنَ তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর অর্থাৎ ঐ সকল মুশরিকদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিও না। তুমি তোমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দাও। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِتَّبِعْ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ "তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অহীর মাধ্যমে যাহা অবতীর্ণ তুমি উহার অনুসরণ কর। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই।" (সূরা আন্'আম ঃ ১০৬)

তুমি অপেক্ষা করিতে থাক। তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে বিনিময় দানের প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন, তিনি উহা তোমাকে দান করিবেন। আর তোমার বিরোধীর উপর তোমাকে তিনি সাহায্য করিবেন। তিনি তো তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

وَاِنَّهُمْ مُنْتَظِرُوْنَ আর ঐ সকল কাফির ও মুশরিকরাও তোমার এবং তোমার সাথী সংগীদের প্রতি বিপদ অবতীর্ণ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের অপেক্ষায় নিরাশ হইবে। তুমি তোমার ধৈর্যের সুফল অবশ্যই দেখিতে পাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিবেন।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা সাজ্দা -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

অষ্টম খণ্ড এখানেই সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/৩০২(উ)—৫,২৫০